Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

পৃথিবীর একমাত্র জ্ঞান- বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণি মানব জাতি। এ বিশাল পৃথিবী মানব জাতির আবাসস্থল। সৃষ্টিগত ভাবেই মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত,একটি হলো পুরুষ জাতি আর অপরটি নারী জাতি। মানুষ একা থাকতে পারে না বিধায় মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয়। পবিত্র আল-কুর'আন দ্বারা প্রমাণিত, পৃথিবীর ঊষালগ্ন থেকেই পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষ অস্তিত্ব লাভ করে এ দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মানবতার আগমন শুরু হয়েছিল একজন মাত্র মানুষ হযরত আদম (আ.) কে দিয়ে। পরে তাঁরই অংশ থেকে তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর এ দু'জনের পারস্পরিক যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ফলশ্রুতিতে এত অগণিত মানুষ পৃথিবীতে অস্তিত্ব লাভ করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কীভাবে মানুষ বাস করবে? শান্তিতে না অশান্তিতে, সুশৃঙ্খলভাবে না উচ্ছৃঙ্খলভাবে, সুসভ্য জাতি হিসেবে না অসভ্য জাতির আঙ্গিকে, সুখে-আরামে,না দুঃখ-বেদনার বেড়াজালে। উত্তর একটাই; আর তা হলো সুসভ্যভাবে, শান্তির আবর্তে এবং সুখের ছায়ায়। সুখ-শান্তিতে বসবাসের জন্য মানুষ আদিকাল থেকেই সংগ্রাম করে আসছে সুসংগঠিতভাবে থাকার জন্য। ফলে গড়ে তুলেছে বিভিন্ন গোত্র-গোষ্ঠী; যাতে একেঅপরের সাথে পরিচিতি লাভ করতে পারে। সুতরাং এ কথা সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায় যে, আজকের বিশ্বময় সম্প্রসারিত অগণিত মানব প্রজন্ম, অভিনব আবিষ্কার, রহস্যময় শত শিল্পে সজ্জিত,বলিষ্ঠ সমাজবন্ধনে প্রতিষ্ঠিত এই সৃষ্টি সৌন্দর্য দয়াময় প্রভুর এক অপার অনুগ্রহ। তিনি দয়াপরবশ হয়ে হযরত আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন এই বিশাল মানব সংসার। এ তাঁর অসীম কুদরাতের বিন্দুবিকাশ। তারপর এক পিতা ও এক মাতার রেহেম সূত্রে গেঁথে দিয়ে সকল মানুষকে করেছেন পরস্পরে অনুগ্রহশীল। পর্যায়ক্রমে বসবাসের জন্য গড়ে উঠেছে বৃহৎ সংগঠন আর তা হলো সমাজ ও রাষ্ট্র।

একটি রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র আদিম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। পরিবার মানুষের সামগ্রিক জীবনের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর। পরিবার সমাজেরই ভিত্তি। আবার সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন একটি সুষ্ঠু রাষ্ট্রের প্রতীক। পারিবারিক জীবনের প্রথম ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো দাম্পত্য জীবন। দাম্পত্য জীবনই পারিবারিক জীবনের মূল অবয়ব। দাম্পত্য জীবন গঠিত হয় একজন পুরুষ ও একজন নারীর মাধ্যমে। দুনিয়া যতদিন থাকবে, ততদিন মানুষের প্রকৃতির বিস্ফোরণ ঘটবে। মানুষের প্রকৃতি হলো সন্তান জন্মদান, সন্তানের বাবা-মা হওয়ার প্রচন্ড আকাংখা, যা মানব জীবনের জন্য একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। মানব বংশের ধারা এই প্রকৃতির বলেই স্থায়ী হয় ও অব্যাহত ধারায় সম্মুখের দিকে চলতে থাকে। আর স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন মানব প্রকৃতিতে নিহিত যৌন আসক্তি, প্রবৃত্তি ও বিশেষ অঙ্গকে। অতএব নারী-পুরুষ উভয়ই নিজ নিজ আসক্তি তথা কামভাব এবং মানসিক প্রবণতা চরিতার্থ করার উপযোগী হাতিয়ার নিয়েই মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়। এজন্য নারী-পুরুষের যৌন আবেগ হবে উন্মুক্ত তবে সুষ্ঠু, বিশুদ্ধ ও পবিত্র। এ আবেগের পূর্ণমাত্রায় চরিতার্থ করার জন্য সুষ্ঠু বিশুদ্ধ-পবিত্র প্রবাহপথ অবাধ ও উন্মুক্ত থাকা একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় এই প্রবাহপথ রুদ্ধ হয়ে গেলে এ উৎস থেকেই মানব সমাজের যে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে, তা অত্যন্ত মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক পথে প্রবাহিত হতে থাকবে। সেই সাথে মানবীয় মহা মূল্যমানের আরও যেসব গুরুত্বপূর্ণ অংশ বয়ে নিয়ে যাবে, তা জানা ও চিহ্নিত করতে হয়ত সম্ভব হবে না। যৌন আবেগের স্বভাব সম্মত প্রবাহ পথ উন্মুক্ত করে না দিলে তার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে এবং গোটা সমাজসংস্থা ভেঙ্গে পড়বে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাও, তাতে সন্দেহের অবকাশ সামান্যই থাকতে পারে।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতে, যৌন (Sex) আবেগ চরিতার্থ করার জন্য যে কোন পথ অবলম্বনে বাধা নেই। চাই সেটা সমকামিতার মাধ্যমে হোক, সমমৈথুনের মাধ্যমে হোক অথবা হস্তমৈথুনের মাধ্যমে হোক। কারণ মানুষের যৌন আবেগের পথে বাধা পড়লে মানুষ অস্বাভাবিক হতে পারে। কিন্তু ইসলাম উক্ত পদ্ধতিসমূহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে যৌন আবেগ প্রবাহিত হওয়ার স্বভাব সম্মত একমাত্র সুষ্ঠু ও পরিমার্জিত পথ হলো বিবাহ। একজন পুরুষ ও একজন নারী যখন বিধিসম্মতভাবে বিবাহিত হয়ে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে বসবাস ও স্থায়ী যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখনই দাম্পত্য জীবনের শুভ সূচনা হয়। ইসলামে এই বিয়ে ও স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থাকে নবী- রাসূলদের প্রতি আল্লাহর এক বিশেষ দান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম বয়স্ক প্রত্যেক নর ও নারীর জন্য বিবাহ অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। এতে যেমন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করা সম্ভব, তেমনই যৌন মিলনের স্বাভাবিক অদম্যও অনিবার্য স্পৃহাও সঠিকভাবে এবং পূর্ণশৃঙ্খলা, নির্লিপ্ততা ও নির্ভেজাল পরিতৃপ্তি সহকারে পূরণ হতে পারে কেবলমাত্র এ উপায়ে। অপরদিকে

Dhaka University Institutional Repository

সমমৈথুন,হস্তমৈথুন ও ব্যভিচার হারাম ঘোষণা করেছে ইসলাম। কারণ এতে স্থায়ী যৌন সম্পর্ক স্থাপন হয় না এবং এর পরিণাম হয়

অত্যন্ত ভয়াবহ। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সিগমন্ড ফ্রয়েড তাঁর Psychology of Evryder Life গন্থে লিখেছেনঃ "এই সমমৈথুন নিষ্ফল ও ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র। এর পরিণাম দুঃখ ও চিন্তাভারাক্রান্ততা এবং শেষ পর্যন্ত অপমৃত্যু ছাড়া কিছু নয়।" পবিত্র কুর'আনে এদেরকে সীমা লঙ্ঘনকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীস থেকেও বুঝা যায় যে, সমকামিতা হত্যাযোগ্য অপরাধ। তাই খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও এ ধরনের অপরাধীদের হত্যা করা হয়েছিল। হযরত আলী (রা.) লিওয়াতাতকারী (সমকামী) দু'জনকেই আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) তাদের উপর দেওয়াল ভেঙ্গে দিয়ে হত্যা করেছিলেন। নবী (স.) এর আরও অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, সমকামিতা ব্যভিচারের শামিল।
ইসলামে ব্যভিচার সম্পূর্ণ হারাম এবং এর শাস্তি একশত বেত্রাঘাত আর বিবাহিতদের জন্য মৃত্যুদন্ড। সুতরাং বিবাহের মাধ্যমে নর-নারীর যে জীবন গঠিত হয় মূলত ইসলাম সে পন্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছে অন্য পন্থাকে নয়। আর সেটিই হলো দাম্পত্য জীবন। দাম্পত্য জীবনে একজন পুরুষ হয় স্বামী আর একজন নারী হয় স্ত্রী। স্ত্রী স্বামীর জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক বিশেষ নি'আমত আবার স্বামীও স্ত্রীর জন্য এক বিশেষ নি'আমত। একজনের অভাবে অপরজন অসম্পূর্ণ ও অর্ধাঙ্গ। এ কারণেই বলা হয়, স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী, জীবন সঙ্গিনী এবং সহধর্মিনী। অপরদিকে স্বামীও স্ত্রীর জন্য সঙ্গী, রক্ষক এবং শান্তি ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তারা একটি পাখির দু'টি ডানার ন্যায় একে অপরের সাথী, সহযোগী ও সম্পূরক। একজনকে ছাড়া অন্যজনের কল্পনা করা যায় না। মানব সৃষ্টির প্রথম প্রহরে যখন অদম (আ.) কে সৃষ্টি করা হলো, তখন তিনি ছিলেন একাকী,বেহেস্তের মধ্যে তখন তাঁর সহচরী হিসেবে হাওয়া (আ.)কে সৃষ্টি করা হলো। যাতে তিনি পান খেলার সাথী, দোসর,আর চিন্তায় ও কাজে পান সঙ্গিনী। এভাবে আদম (আ.) এর পাশে হাওয়া (আ.) কে স্থাপন করে শান্তি সাধনার যুগ্ম ধারার উদ্বোধন করলেন। নারী শান্তিদায়িনী এবং শক্তির আঁধার ও কল্যাণের উৎস। পুরুষের শক্তি ও উন্নয়নের সাথে নারীর সহযোগিতা মহিয়ান হয়ে আছে। কবির ভাষায় বলতে হয়-

"জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান,
মাতা-ভগ্নি ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহিয়ান।"

কন্যা-জায়া-জননীরূপে সেবার মহত্বে মানব জীবন ফুলে-ফলে সুশোভিত করে তোলে নারী। পকৃত পক্ষে নারী পুরুষের শক্তির উৎস। বিশ্বের যা কিছু উন্নয়ন অগ্রগতি তা নারীর সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব হয়নি। কবি নজরুল বলেছেন-

"বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর ,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।"

নারী তার কোমল পরশে কঠোর জীবনে স্নেহ মায়া ও করুণার ঝর্ণাধারা নামিয়ে এনে দুর্বিসহ দুঃখকেও করে তোলে সুখময়, জীবন-যুদ্ধে পরাজিত মানুষ বাঁচার উৎসাহ পায়। আবার জীবন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি পায়। যে মহাপুরুষ আজ দেশ শাসন করছে কাল সে শিশু ছিল মায়ের কোলে। মা তাকে লালন পালন, শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে বড় করেছে বলেই আজ সে দেশ ও দশের সেবায় নিয়োজিত। দাম্পত্য জীবন মানে হলো নর-নারী একে অপরকে নিজের ইচ্ছায় ইসলামের বিশেষ নিয়মে বিয়ে করতে পারে আবার অবাঞ্ছিত জীবনকে ছিন্নও করতে পারে। পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনে নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক শক্তি। ইসলাম পৃথিবীতে বিদ্যমান অন্যান্য ধর্মের মত সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক কতিপয় আচার অনুষ্ঠানের নাম নয়; বরং এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ সামগ্রিক জীবন দর্শন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের সকল দিকই ইসলামের অন্তর্ভূক্ত। ইসলাম তার মূল্যবোধ এর মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সকল মানুষকে এমন এক সুখ-শান্তি, সাম্য-সহমর্মিতা, ন্যায়বিচার, সমঅধিকার ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় যা অন্য কোন দর্শনে বা ধর্মে-মতবাদে তা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এ দুনিয়া মানবের জন্য এক বিশাল কর্মক্ষেত্র। বিশাল এই ক্ষেত্রে বসবাসের জন্য গতি, কর্মদ্যোম ও তৎপরতা-একাগ্রতা, উৎসাহ উদ্দীপনা একান্ত প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে মানুষ কখনো আনন্দ লাভ করে আবার কখনো ব্যথা-বেদনার সম্মুখীন হয়। এগুলো সমভাবে ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্য প্রয়োজন সঙ্গী। আর সেই সঙ্গী হলো নরের জন্য নারী আর নারীর জন্য নর। আদম হাওয়াকে সৃষ্টির পর থেকেই মানুষ চলার পথে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। বলতে গেলে সমস্যা মানুষের আমৃত্যু সঙ্গী হয়ে যায়। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি স্তরে মানুষের সমস্যার অন্ত নেই। আর এ সকল সমস্যার ইন্ধনদাতা ইবলিস শয়তান। তবে সমস্যা যতই হোক আল্লাহ্ তার সমাধানও

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। বলা হয়, “Islam is the complete code of life.” এ বিধানের মূলে রয়েছে আল-কুর'আন ও আল-হাদীস। মানব জীবনের এমন কোন সমস্যা নেই যে, ইসলামে তার

সমাধান নেই। কারণ, এটি যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার একমাত্র মনোনীত জীবন বিধান। মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো শান্তি, সুখ, নিশ্চিন্ততা, নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দলাভ। ইসলাম নর-নারী, কালো-ফর্সা, আরব-অনারব, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা,উচ্চ-নীচ সকলকে সমভাবে যে অধিকার দিয়েছে, বর্তমান বিশ্বে তা একেবারেই অনুপস্থিত এবং অদৃশ্যমান। উন্নত জাতির দাবিদার পাশ্চাত্য সমাজ জীবন পরিচালনার জন্য যে দর্শন দিয়েছে, তাতে মানুষের জীবনে শান্তি তো আসেইনি; উপরন্তু ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে দিনের পর দিন নেমে এসেছে অত্যাচার, অনাচার, নির্যাতন, ব্যভিচার, সমকামিতা, অরাজকতা, জঙ্গীবাদ এবং পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে কলহ-বিবাদ, পরকীয়া, হত্যা-খুন, এসিড নিক্ষেপ, মাদকাসক্তি, মরণব্যধি এইডস্ ইত্যাদির মত মারাত্মক অপরাধ ও জটিল সমস্যা। তবে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকে সমস্যার মধ্যে ফেলে রাখেননি; বরং এ সমস্যার আবর্ত থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, কীভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুখ-শান্তি ও সমস্যাহীনভাবে বসবাস করা যায়, সে জন্য যুগে যুগে আসমানী কিতাব সহকারে নবী-রাসূল এ ধরাধামে পাঠিয়েছেন। রিসালাতের এ ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স.) কে পাঠিয়েছেন মানবতার মুক্তির জন্যে।

পাশ্চাত্যের সামাজিক অবস্থা এরূপ যে, কেউ সংসার করতে চাইলে বিয়ে করে, অন্যথায় তারা বিয়ে করার প্রয়োজন বোধই করে না। কারণ সেখানে অবাধ যৌন মিলন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত। যৌন স্বাধীনতায় পাশ্চাত্যের পারিবারিক জীবন আজ নরকে পরিণত হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী কোন মতেই পরস্পরের প্রতি আস্থাশীল থাকতে পারে না। স্ত্রী জানে, অপর নারীর সাথে অবাধ মেলামেশায় সে তার স্বামীকে যেকোন সময় হারাতে পারে। আবার স্বামীও জানে, অপর পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় সে তার স্ত্রীকে যেকোন মুহূর্তে হারিয়ে বসতে পারে। কারণ অন্যের সাথে যৌন মিলন যেখানে অবাধ ও সামাজিকভাবে স্বীকৃত। ফলে আস্থাশীল অনাবিল পারিবারিক জীবন পাশ্চাত্যে এখন এক বিরল বিষয়। বিবাহ ভাঙ্গন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

ইসলাম পূর্বযুগে তথা জাহিলীযুগে সমাজ ব্যবস্থা এমন অধস্তনে ছিল যা বর্ণনাতীত। সামাজিকভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ আর পারিবারিক জীবনে কলহ-বিবাদ, মারামারি-কাটাকাটি লেগেই থাকত। স্ত্রীকে সেবাদাসী, ভোগের সামগ্রী, এবং নর্তকী বানানো হতো। তেমনি বর্তমানে কালের বিবর্তনে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার যুগে মানুষের যেখানে অধিকার পাওয়ার কথা; প্রকারান্তরে এক মানুষ আর এক মানুষের সেবাদাস, এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের তাবেদারে পরিণত হয়েছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশক্তি,অর্থনৈতিক দর্শন ও অপশক্তির করাল গ্রাসে নিমজ্জিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার অধিকারে সোচ্চার হয়ে যে ভূমিকা রাখছে; বস্তুতপক্ষে মানুষের প্রকৃত অধিকার থেকে তাদের আরও পশ্চাদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এমন এক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে সর্বস্তরে মানুষের মানবীয় গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে আবারও সেই জাহিলী যুগের ভয়াল আলামত প্রকট আকারে দেখা দিয়েছে বা দিচ্ছে, যা আমাদের বাংলাদেশও সেই রোগে আক্রান্ত যা সমাধানে সর্বচেষ্টাই ব্যর্থ।

বঙ্গ-পাক-ভারত উপ-মহাদেশের ছোট্ট একটি দেশ এই বাংলাদেশ। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। প্রাকৃতিক ধনসম্পদে ভরপুর, সুজলা সুফলা শস্য শ্যামল ফসল ভরা এ দেশটির তুলনা হয় না। দেশ বরেণ্য কবি সাহিত্যিকই শুধু নন; বিদেশী যে কোন পর্যটকও এ দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল অধিবাসীর ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহঅবস্থান দেখে বিস্মিত না হয়ে পারেননি। দেশীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর কণ্ঠে উচ্চারিত-

> “এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
> সকল দেশের রাণী সে-যে আমার জন্মভূমি।”

বিখ্যাত আফ্রিকান পর্যটক ইবনে বতুতা চতুর্দশ শতাব্দিতে বাংলাদেশে এসেছিলেন সফর করার জন্য। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা থেকে তিনি যে মন্তব্য করে গেছেন সেটি ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। তিনি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক অফুরন্ত শস্যভান্ডার, প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্য, লোকজনের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, নিজ নিজ ধর্মের অনুসরণ,মানবিক মূল্যবোধ,বিদ্বেষহীন সহজ সরল জীবন-যাপন,একেঅপরে সাহায্য-সহযোগিতা,

Dhaka University Institutional Repository

সততা, সময়ানুবর্তিতা এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সহঅবস্থান দেখে অভিভূত হয়েছিলেন এবং পাশাপাশি এ দেশকে 'দোযখপুর নি'আমত' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। কারণ,বাংলাদেশ ভৌগোলিক দিক থেকে গরম মৌসুমে প্রচন্ড গরম আবার

শীতের মৌসুমে অতিরিক্ত শীত যা তাঁর অনুকুলে ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রচুর ধনসম্পদসহ মানুষের মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে সে অবস্থা আর নেই; নেই সেই সহজ সরল জীবন যাপন, সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন, ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে চায় না; বড়রাও যেন ছোটদের স্নেহ,মায়া-মমতা করতে ভুলেই গেছেন, সমাজে-রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা, অনাচার দূরাচার,দূর্নীতি, তিরস্কার, অপবাদ, চারিদিকে শধু অশান্তি আর অস্থিরতা। মিডিয়া জগতে প্রবেশ করলে উপলব্ধি করা যায় যে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে কত অবক্ষয় হয়েছে। ইন্টারনেটে প্রকাশিত দেশি-বিদেশি পর্ণোগ্রাফির ভিডিওচিত্র, ফেসবুকে অশ্লীল ছবি,কিশোর-কিশোরীদের হাতে মোবাইলে অশ্লীল গান, অনৈতিক সম্পর্ক, পরকীয়া, তারকাদের বিবাহ বন্ধন এবং তা এক নিমিষেই বিচ্ছিন্নতার কাহিনী নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এছাড়া টেলিভিশন ও সংবাদ পত্রের পাতা খুললেই দেখা যায়,বাংলাদেশে দাম্পত্য কলহের চিত্র। দেশের বিভিন্ন স্থানে ইভটিজিং, নারীনির্যাতন, পারিবারিক কলহে আত্মহনন, সন্তানকে নির্যাতন ও হত্যা, দাম্পত্য কলহে সামান্য কারণেই বিবাহ বিচ্ছেদ এমনকি স্বামী-স্ত্রীর আত্মহত্যা, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে খুন বা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে খুন। যার ফলে বাংলাদেশ সরকারকে করতে হয়েছে পারিবারিক নীতি,ইভটিজিং প্রতিরোধ আইন। সম্প্রতি নারী উন্নয়ন নীতিও। কিন্তু মানুষের মাঝে শিক্ষা, ধর্ম, মানবিক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা না থাকার কারণে কলহ রোধ তো হচ্ছেই না; বরং তা বেড়েই চলছে।

আধুনিকতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে মানুষকে যেভাবে বঞ্চিত ও খাটো করা হচ্ছে তা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করা প্রয়োজন। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলাম যে ভূমিকা রেখেছে তা অনুসরণ করা ছাড়া কোনই বিকল্প নেই। প্রশ্ন হতে পারে আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে ইসলাম মদীনায় যে সমাজ ব্যবস্থায় সকল মানুষের যে অধিকার বাস্তবায়ন করেছিল একুশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তা আদর্শ তথা অনুসরণীয় হতে পারে কি-না; এ কথা দিবালকের মত স্পষ্ট যে, সে যুগ আর এ যুগের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় সামাজিক প্রেক্ষাপটের বিচারে। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণে বর্তমান সমাজে বহু নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তথাপি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, ইসলাম অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের আঙ্গিকে কোন নীতিমালা প্রয়োগ করে না। ইসলামের নীতি সর্বযুগে, সর্বকালে সমান্তরালভাবে প্রযোজ্য।

দাম্পত্য জীবনকে গতিময়, ছন্দময়, সুশৃঙ্খল, সুসভ্য এবং চিরসুখের আবাস্থল করে গড়ে তোলার পাশাপাশি সকল সমস্যা দূর করে মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের যে নীতিমালা রয়েছে, তা বর্তমানে দেশ- বিদেশে বাস্তবভিত্তিক প্রয়োগ করলে দাম্পত্য কলহ নিরসন সম্ভব, যার জ্বলন্ত প্রমাণ প্রতিবেশী রাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের অনেক নারীই এখন নিজ নিজ ধর্ম ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

দাম্পত্য জীবনের সংজ্ঞা ও পরিচিতি

শব্দ বিশ্লেষণ ও আভিধানিক অর্থ

দাম্পত্য শব্দটি বিশেষণ এর বিশেষ্যরূপ দম্পতি। দম্পতি শব্দটি জায়া ও পতি দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। যার অর্থ স্বামী-স্ত্রী। আর দম্পতির শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থ স্বামী-স্ত্রী উভয়ই। এ তো গেল দাম্পত্য শব্দের ধারণা। আবার জীবন শব্দটির অর্থ হলো, সময়, কাল, গতি, ধারা, কর্ম-কান্ড, আয়ু, উপায় ইত্যাদি যা ক্রিয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং দাম্পত্য জীবনের ধারণা হলো, দম্পতিদের সময়কাল, কর্ম-কান্ড, আয়ু অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর জীবনযাত্রা, একত্রে বসবাস ইত্যাদি। ইংরেজিতে- Conjugal life বলে। ইন্টারনেটে æWhat is the conjugal life` শিরোনামে প্রশ্নোত্তরে এসেছে নিম্নরূপঃ-

***Conjugal adj**. Of or relating to marriage or the relationship of spouses.
[Latin Coniugalis, from coniunx, coniug, spouse, from coniugere, to join in marriage, see conjoin]
***Con.ju.gal.ly adv.**
The American Heritage Dictionary of the English language, Fourth Edition_copyright 2000 by Houghton Mifflin Company. Updated in 2009. published by Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

***Conjugal adj.**
(Sosiology) Of or relating of marriage or the relationship between hasbad and wife conjugal rights.
[from Latin conjugalis, from conjumnx wife or hasband, from conjungery to unit; see COJOIN]
***Conjugality n.**
***Conjugally adv.**
(Collins English Dictionary – complete and Unabridged Harpercollins publisher 1991,1994,1998,2000,2003,)

***Conjugal** – From Latin conjugare, æ join together (in marriage)"– from, together, æand jogar, æyoke" it is see also related terms for joining.
Forlex Trivia Dictionary 2011 Ferlex, Inc All rihts reserved.
Adj. 1. Conjugal-Of or relting to marring or to the relationship a wife and hasband; æconnubial bliss," æconjugal visits".
***connubial**
Based on wordnet 3.0 Folex clipaet collection. 2003-2008 prinoeton university, Forlex Inc.
*Conjugal
abjective – marital, nuptial, matrimonial, married, wedded, spousal, connubial A woman's refusl to allow her hasband his conjgal rights was Once grounds for divorce.[১]
Collins thesaurus of the English languageÍcomplete and unbridged 2nd Edition.2002 Harpercollins publishers 1995, 2002.
Translation: *Select a language:

১.(http// www.the free Dictionary.com./conjugal live)

*** Conjugal**

adj. conjugal

of marriage.

Kemerman English multilingual Dictionary 2006Í2010 k Dictionaries Ltd.

আবার "What are conjugal right of a life in pertner?" শিরোনামে উত্তর এসেছে এভাবে,- It the requires a married partner. Than simply having a live-in partner will not be enough to allow conjugal rights.

Unless you can prove that the live-in partner has been together long enough to qualify as a common- law marriage partner (typically 5 to 7 years living together befor common law kicksim)

As the specificed are different from state to state and sometimes country to country, you may be betteroff asking local law enforcement or prison staff."[২]

বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী সন্ধি বিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায়, জায়া+পতি=দম্পতি। দম্পতিদের জীবনধারাই হলো দাম্পত্য জীবন।

দাম্পত্য শব্দটি বিশেষণ যা দম্পতি শব্দ থেকে এসেছে। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত অভিধানে "জায়া" শব্দটির ইংরেজি অনুবাদ লেখা হয়েছে এভাবে, "জায়া n.fem the consort of a man; wife.

এবং জায়াপতি শব্দের অনুবাদ লেখা হয়েছে, জায়াপতি n. a man and his wife,couple".[৩]

এখানে জায়া ও পতি দু'টি শব্দই (noun) বিশেষ্য।

এরপর পতির ইংরেজি শব্দের অনুবাদ লেখা হয়েছে এভাবে, "পতি n.

1. hasband
2. master; lord; boss
3. owner
4. ruler; overlord; chip; king.

পতিংবরা adj.(woman) who chosses her hasband".[৪]

এখানেও **পতি** শব্দটি বিশেষ্য যার অর্থ- স্বামী, প্রধান, অধিপতি।

দম্পতি শব্দটির ইরেজি অনুবাদ এভাবে এসেছে, "দম্পতি n.

1. hasband and wife;couple
2. a couple of male and female creatures".[৫]

আবার স্বামী শব্দটির ইংরেজি অনুবাদ এসেছে এভাবে, "স্বামী n.

1. hasband
2. lord; owner; proprietor; master; employer
3. chief; commander
4. king; prince.

---

২. **http**// www.the free Dictionary.com./conjugal live- **প্রাগুক্ত**

৩. *Bangla Academy bengali-English Dictionary*, Bangla Academy, Dhaka: june, 1994, পৃ.২৩০

৪. *Bangla Academy bengali-English Dictionary*, Bangla Academy, Dhaka: june, 1994, পৃ.৩৯৪

৫. *Bangla Academy bengali-English Dictionary,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

5. spiritul precepyor; leamed Brahmin”.[৬]

স্ত্রী শব্দের অনুবাদ এভাবে এসেছে, “স্ত্রী n. fem

1. wife
2. married woman
3. woman; female”.[৭]

উপরিউক্ত সকল ক্ষেত্রেই দম্পতি শব্দের অর্থ দাঁড়ায়, জোড়া, যুগল, জুড়ি,স্বামী, স্ত্রী, নারী ও পুরুষ ইত্যাদি। এর ইংরেজি অর্থ দাঁড়ায়, couple এবং দম্পতির জীবন ধারাই হলো দাম্পত্য জীবন। ইংরেজিতে conjugal life.

Couple শব্দটি বিখ্যাত Oxford Dictionary তে বলা আছে,“Couple n. জোড়া, যুগল,দম্পতি। v. মিলিত করানো ”[৮]

Dev’s concise Dictionary তে বলা হয়েছে, “couple n. tow of a kind joined together or connected; tow; a pair. – v.t. to join together; to unite, যুগ্ম; যুগল; দম্পতি; যুগ্মদ্বয়; সংযুক্ত করা, সংযোগ করা; সংশ্লেষ করা; সঙ্গম করা; মিলিত করা।”[৯]

দম্পতি শব্দ থেকে বিশেষণ হিসেবে দাম্পত্য শব্দ এসেছে; যার অর্থ- দম্পতির জীবনধারা। দাম্পত্য শব্দের ইংরেজি Conjugal.

Oxford Dictionary অনুযায়ী, “Conjugal- a.দাম্পত্য; বিবাহ সংক্রান্ত।”[১০] অর্থাৎ শব্দটি বিশেষণ (abjective)

DEV’S Concise Dictionary অনুযায়ী, æConjugal- a. pertaining to marragetice or to marriage; suitable to the marriage state. বৈবাহিক; দম্পতি সম্মন্ধীয়; ; দাম্পতিক।” [১১]

আরবিতে ‘যওজুন’ তথা ‘যওজ’ বলা হয়। আরবি ভাষাবিদদের মতে, যওজ শব্দটি একবচন; যার অর্থ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই হতে পারে, অর্থাৎ দম্পতি, জোড়া, যুগল, জুড়ি ইত্যাদি। আরবি অভিধানে এসেছে,“ ‘যওজ’-জোড়া, দম্পতি,স্বামী।”[১২]

আবার দম্পতি শব্দের আরবি অনুবাদ এভাবে করা হয়েছে, দম্পতি ‘যওজানে’, যওজাতুন (যওজাহ),‘যওজুন’ (যওজ)।”[১৩] “জাওজ শব্দটি পুরুষ নারী উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর আসল অর্থ এমন একটি সংখ্যা যা এমন দুটো জিনিসের পরস্পরে রচিত ও গঠিত যেখানে দু’টো জিনিসই একাকার হয়ে রয়েছে এবং ব্যবহৃত তারা দুটো হলেও প্রকৃতপক্ষে পরস্পরের সাথে তারা মিলেমিশে একটি মাত্র জিনিসে পরিণত হয়েছে। অত:পর এ শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য।”[১৪]

আধুনিক আরবি কথাবার্তা গ্রন্থে ‘যওজ’ এর প্রতিশব্দ হিসেবে এসেছে, ক্বারিন অর্থাৎ স্বামী (hasband)এবং যওজাহ্ এর প্রতিশব্দ ক্বারিনাহ অর্থাৎ স্ত্রী (wife).”[১৫] আরবিতে ক্বারিন/ ক্বারিনাহ শব্দ দু’টির অর্থ হলো,জোড়া, যুগল ইত্যাদি।

৬.*Bangla Academy bengali-English Dictionary*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫৪

৭.*Bangla Academy bengali-English Dictionary*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৪২

৮.*Bangla Academy bengali-English Dictionary*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৩

৯.Ashu Tosh Dev’s,*DEV’S CONCISE DICTIONARY,* Dev Sahitya kutir limited,21 jhmapooker lane, calcatta-9 janu: 1992, p.137

১০.Khan,Md.Moniruzzaman,*Oxford Pocket Dictionary*,Oxford press & publisher’s,38 banglabazar, Dhaka: January-2004 পৃ.৮৫

১১.Ashu Tosh Dev’s, *DEV’S CONCISE DICTIONARY,* প্রাগক্ত,পৃ. ১২১

১২.মহিউদ্দিন খান,*আল-কাউসার,আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান,* ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশান্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, মার্চ-১৯৮৬ খ্রি. পৃ. ২৭৬

১৩.মহিউদ্দিন খান, *আল-কাউসার, আধুনিক বাংলা- আরবী অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৮,মার্চ ১৯৮৬ খ্রি.

১৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী, ১৯৮৩ খ্রি, পৃ.১৬৯

১৫.ফেরদৌসী খানম,*আধুনিক আরবী কথাবার্তা*, ঢাকাঃ ১০৮ নয়া পল্টন, ২ আগষ্ট, ১৯৭৮ খ্রি. পৃ. ১৬-১৭

পবিত্র আল-কুর'আনের সূরা নিসার প্রথম আয়াতে 'যওজ' শব্দের অনুবাদে স্ত্রী বুঝানো হয়েছে। ইমাম আবু জাফর ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "আরবিতে স্ত্রীকে যওজ বা যওজাহ্ বলা হয়। তবে আরবরা স্ত্রী বুঝাতে যওজ শব্দের চেয়ে যওজাহ্ বেশি ব্যবহার করে থাকেন। স্ত্রী অর্থে যওজ শব্দের ব্যবহার আযদ্ গোত্রের রীতি। তবে স্বামী অর্থে যওজ ব্যবহারে আরবি ভাষাভাষীদের মধ্যে কোন ভিন্নমত নেই।"[১৬] জীবন শব্দটি বাংলা অভিধানে ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে, "জীবন- n.

1.The condition of an animal or plant organism in which it is cable of performing its natural functions; life; vitality.
2.The time from birth to death; period of existence.
3.The lenth of one's life; longevity,
4.Lifewhood,
5.Water
6.Air
7.person as dear as (one's life);Secrifice one's life for, dedicate oneself to. Lose one's life."[১৭] Oxford Dictionary অনুযায়ী, Life শব্দের অর্থ করা হয়েছে, æLife n. জীবন, প্রাণ; জীবিতাবস্থা; চেতনা; অস্তিত্ব; আয়ু।"[১৮] DEV'S Concise Dictionary অনুযায়ী, æLive, n. state of living; animet existence; union of soul and body; the period of life; present state of existence; manner of living; moral conduct; animations a living being; system of animal nature; social state; human affairs; narrative of a life; eternal happiness; also he who bestows it. A quicking principle in a moral sence. প্রাণ; জীবন; প্রাণরক্ষা; অনুধারণ; জীব; সত্ব; চৈতন্য; চেতনা; প্রাণবায়ু; জীবাত্মা; সজীব; সচেতন; প্রাণযাত্রা; জীবনযাত্রা; প্রাণধারণ; প্রাণরক্ষণ; জীবনবৃত্তান্ত; জীবনোপায়; সংসার...।"[১৯]

দাম্পত্য জীবনের পরিচয়

মানব সমাজকে স্থায়ীরূপ দানের ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তার মধ্যে পরিবার হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মা-বাবা, ভাই-বোন,স্ত্রী-সন্তান ইত্যাদি নিয়ে গঠিত হয় একটি পরিবার। আর পরিবারের প্রথম ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো দাম্পত্য জীবন। এটি পারিবারিক জীবনের মূল অবয়ব। দাম্পত্য জীবন গঠিত হয় মানুষের মধ্য থেকে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মাধ্যমে। সুতরাং মানব সমাজে নর-নারীর একত্রে বসবাসকে দাম্পত্য জীবন বলে। তবে একত্রে বসবাসের সম্পর্ক বৈধভাবে হওয়া শর্ত। আর এই শর্তই হলো বিয়ে। আদম হাওয়া থেকে শুরু করে এর ধারাবাহিকতা অদ্যাবধি বিদ্যমান। মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে মানব! তোমরা ঐ আল্লাহ্কে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একজন মানুষ থেকে। তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জুড়িকে এবং তা থেকে অগণিত নারী ও পুরুষ ছড়িয়ে পড়েছে।"[২০] দাম্পত্য জীবন এমন একটি সম্পর্ক, যার ফলে দু'জনের একত্রে বসবাস ও পরস্পরে যৌনসম্পর্ক বৈধ হয়ে যায়। এজন্য বলা হয়,স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সঙ্গী, সাথী ও রক্ষক। পবিত্র কুর'আনে দাম্পত্য জীবনের সংজ্ঞায় স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের পোষাক বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরাও তাদের পোশাক।"[২১]

১৬.ইবন জারীর (র.),*তাফসীরে তাবারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ঃ সেপ্টেম্বর- ১৯৯৩ খ্রি. খ. ১, পৃ. ৩৪২
১৭.*Bangla Academy begali-English Dictionary,* প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৪
১৮.Khan,Md.Moniruzzaman,*Oxford Pocket Dictionary*,Oxfordpress & publisher's,38 banglabazar, Dhaka: January-2004, পৃ. ২২৮
১৯.Ashu Tosh Dev's, *DEV'S CONCISE DICTIONARY,* deb sahitya kutir (p)Limited, 21 jhamapooker Lane, Calcutta-9, January, 1992. পৃ. ১৩৭ প্রাগুক্ত
২০.আল-কুরআন, ৪ঃ ১ .. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء ..
وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً
২১.আল- কুরআন, ২ঃ ১৮৭ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ

দাম্পত্য জীবন শুধু দৈহিক সম্পর্কের সাথে সীমাবদ্ধ নয় এবং ক্ষণস্থায়ীও নয়; বরং এটি একটি স্থায়ী ও ভালবাসা এবং শান্তির সম্পর্ক। "হালাল উপায়ে যৌন বাসনা পূরণের একমাত্র পন্থা হইল বিবাহ। কিন্তু কেবল যৌন বাসনা চরিতার্থ করিবার সম্পর্কই নহে; বরং আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি ও আন্তরিকতার এই সম্পর্ক স্থাপন করাইয়া দিয়াছেন যেন তাহারা পরস্পর শান্তিতে বসবাস করিতে পারে এবং তাদের সৃষ্টি কারখানা টিকিয়া থাকে ও মানব সভ্যতা গড়িয়া উঠে।"[২২]
আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি; বরং বেঁধে দিয়েছেন দয়া- মায়া, ও বন্ধুত্বের বন্ধনে। আল্লাহ্ বলেন, "এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।"[২৩] "তিনিই আল্লাহ্ যিনি একটি মাত্র আত্মা হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তা হতে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়।"[২৪] একজন পুরুষ ও একজন নারী যখন বিধি সম্মতভাবে বিবাহিত হয়ে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে বসবাস ও স্থায়ী যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখনই দাম্পত্য জীবনের শুভ সূচনা হয়। ইসলামে এই বিয়ে ও স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থাকে নবী-রাসূলের এক বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "হে নবী ! তোমার পূর্বেও আমি অনেক নবী- রাসূলকে পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্য স্ত্রী-সন্তানের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।"[২৫]

দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক শুধু দুনিয়ার সাথেই সম্পর্কযুক্ত নয়। এজন্য বলা হয়, দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক চিরস্থায়ী। যা আখেরাতেও অটুট থাকতে পারে। তবে দাম্পত্য জীবনের সূচনা হতে স্বামী-স্ত্রীর উপরে কিছু মৌলিক দায়িত্ব-কতর্ব্য অর্পিত হয়েছে। এ দায়িত্ব-কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করলে জীবন হয় সুখের ও শান্তির অন্যথায় বেদনা, হতাশা, দুঃখময় ও নিষ্ফল হতে বাধ্য। কুর'আন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দুনিয়াতেই নিঃশেষ হয়ে যায় না; বরং উভয়ই মুসলমানরূপে ইন্তেকাল করলে তারা বেহেস্তে স্বামী-স্ত্রীরূপে পরমসুখে বসবাস করার সৌভাগ্য লাভ করবে। আল্লাহ্ বলেন, "তাদের স্ত্রীদেরকে আমি সম্পূর্ণভাবে নতুন করে সৃষ্টি করব এবং তাদেরকে চিরকুমারী বানিয়ে দেব। তারা হবে স্বামীদের প্রতি সোহাগিনী, আসক্ত ও বয়সে তাদের সমান; ডানপাশ অর্থাৎ নেককার লোকদের জন্য।"[২৬]

হাদীসে বর্ণিত আছে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, এর অর্থ হলো দুনিয়ার স্ত্রী লোকেরা; তারা কুমারী অবস্থায়ই মরুক বা বিবাহিতা অবস্থায়ই মরুক; আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে চিরকুমারী বানিয়ে দিবেন। হযরত উম্মে সালমা (রা.) জানতে চাইলেন, কোন মহিলা যদি একাধিক স্বামীর সহিত বিবাহিতা হইয়া থাকে এবং তাহারা সকলেই জান্নাতি হয়,তবে সে কোন্ স্বামী পাইবে? তিনি বলেন, তাকে তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে বাছিয়া লইবার অধিকার দেওয়া হইবে এবং সে সেই ব্যক্তিকেই বাছিয়া লইবে, যে সর্বাধিক সৎস্বভাবী ছিল। সে মহিলা নিবেদন করিবে হে আল্লাহ্! আমার সহিত এই ব্যক্তির ব্যবহার সর্বাপেক্ষা ভাল ছিল। সুতরাং আমাকে তাঁর স্ত্রী বানাইয়া দাও। হে উম্মে সালমা! সৎস্বভাব দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ লুটিয়া নিল।"[২৭]

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন পুরুষ ও একজন নারী একত্রে বসবাস বা সম্পর্ক গড়ে তুললেই দাম্পত্য জীবন বলা যাবে না। তা অবশ্যই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক হতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে। সুতরাং দাম্পত্য জীবন গঠনের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল বিয়ে। "ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিয়েই হচ্ছে এমাত্র বৈধ উপায়, একমাত্র বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা। বিয়ে ছাড়া কোনভাবে অন্যপথে নারী-পুরুষের মিলন ও সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিয়ে হচ্ছে পুরুষ ও নারীর মাঝে সামাজিক পরিবেশ ও সমর্থনে শরীয়ত মুতাবিক অনুষ্ঠিত এমন এক সম্পর্ক

২২.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫,খ্রি. পৃ. ২২২
২৩.আল-কুর'আন, ৩০ঃ ২১, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
২৪.আল- কুর'আন, ৭ঃ ১৮৯ ... هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ
২৫.আল- কুরআন, ১৩ঃ ৩৮, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ
২৬.আল- কুর'আন, ৫৬ঃ ৩৫-৩৮, إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً عُرُباً أَتْرَاباً لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ
২৭.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.২২২

স্থাপন, যার দরুন পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্য পালনীয় হয়ে দাঁড়ায়।"[২৮] তাছাড়া দাম্পত্য জীবন একটি চুক্তিও বটে। "বিবাহ (নিকাহ্) একটি চুক্তি যাহার মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন বৈধ হয়।"[২৯] দাম্পত্য জীবন হলো, মানুষের অবাধ অধিকার বা নিজের ইচ্ছায় ইসলামের বিশেষ নিয়মে নর-নারী একে অপরকে বিয়ে করতে পারে আবার অবাঞ্ছিত হলে ছিন্নও করতে পারে। পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনে একে অপরের পরিপূরক শক্তি।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে এবং এর প্রয়োজনীয়তা

বিয়ে বা বিবাহ শব্দকে আরবিতে নিকাহ বলা হয়। "নিকাহ্ শব্দের অর্থ সহবাস, বিবাহ। এখানে শব্দটি বিবাহ্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানব জাতির মত বিবাহ প্রথাও একটি প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিবাহের মাধ্যমে একজন পুরুষ একজন মহিলার মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়- যা প্রচলিত প্রথা বা আইনের দ্বারা স্বীকৃত। তা উভয় পক্ষকে কতকগুলো দায়িত্ব বহন ও কর্তব্য পালনে বাধ্য করে। নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক মূলত মানবীয়-সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর। তাই দাম্পত্য বিধানের মৌলিক গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলামে তা অত্যন্ত নির্ভূল বুনিয়াদের ভিত্তিতে রচনা করেছে। মুসলমানগণ দাম্পত্য সম্পকের্র ক্ষেত্রে তাদের দীনের মধ্যে একটি উত্তম, পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু বিধান লাভ করেছে। ইসলামে দাম্পত্য বিধানের সর্ব প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র ও নৈতিকতার হিফাযত। এজন্য কুর'আন মজীদে নিকাহ্ শব্দকে ইহ্সান শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি বিবাহ করে সে হচ্ছে মুহসিন, অর্থাৎ সে যেন একটি দূর্গ নির্মাণ করেছে। আর যে স্ত্রী লোককে বিবাহ করা হয় সে হচ্ছে মুহসেনা, অর্থাৎ বিয়ের আকারে তার নিজের এবং নিজ চরিত্রের হিফাযতের জন্য যে দূর্গ নির্মাণ করা হয়েছে, তাতে আশ্রয় গ্রহণকারিনী।

এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (স.) বৈরাগ্য জীবন পরিত্যাগ করে সাংসারিক জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং যাদের বিয়ে করার মত সামর্থ নেই তাদেরকে রোযা রাখার মাধ্যমে জৈবিক শক্তি দমন পূর্বক নিজ চরিত্রের হিফাযত করার উপদেশ দিয়েছেন। তাছাড়া কেবল বিবাহের মাধ্যমে বৈধ বংশধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব।"[৩০] পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, দাম্পত্য জীবনের শর্তই হল বিয়ে। ইসলামে বিয়ে ছাড়া দাম্পত্য জীবন গড়ে উঠতে পারে না। আরবিতে নিকাহ্ আর বাংলাতে বিবাহ বা বিয়ে শব্দটি থাকলেও হিন্দী, ফার্সী ও উর্দু ভাষা থেকে রূপান্তরিত হয়ে বিবাহ শব্দটি আমাদের দেশে শাদী হিসেবেও প্রচলিত। "আরবি 'নিকাহ্' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বিয়ে-শাদী তথা বিবাহ। আভিধানিক অর্থ দলিত করা, সংযুক্ত করা। ইসলামী পরিভাষায় ইচ্ছাকৃতভাবে একজন নারীর সারা শরীর দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার আক্দকে বিয়ে-শাদী বলে।"[৩১]

মানুষ যতদিন থাকবে ততদিন এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। এ প্রক্রিয়া যাতে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে বহমান থাকে সে ব্যবস্থাও আল্লাহ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা মানব প্রজন্মের অবিরাম আগমনধারা সুনিশ্চিত করার জন্যই মানবের রক্তমাংসে দিয়েছেন কাম-ক্ষুধা। সেই কামতৃষ্ণা নিভৃত করার বৈধ পন্থা নির্দেশ করে আহ্বান করেছেন সে পথে পরিতৃপ্ত হতে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা প্রেমময়ী অধিক সন্তানসম্ভবা নারীকে বিয়ে করবে। কারণ, আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করব।"[৩২] মানুষকে যৌন বাসনা প্রদান করা হয়েছে। যৌবনে এটি অতি প্রবল হয়ে উঠে। তবে নিছক ভোগ-বিলাস ও সুখ-সম্ভোগের জন্য তাকে এই অদম্য বাসনা প্রদান করা হয়নি। বরং এর উদ্দেশ্য হলো সে নিজের মনে করে যৌন মিলন কাজ সম্পাদন করে এক বিরাট সভ্যতা গড়ে তুলুক। "দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও বিধি-নিষেধ দ্বারা যৌন উন্মাদনা ও উচ্ছৃঙ্খলতার সকল পথ রূদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু যৌন চাহিদা চরিতার্থ করিবার জন্য একটি পথ অবশ্যই খোলা রাখা আবশ্যক। ইহাই ইসলামের বিবাহ প্রথা।"[৩৩]

২৮.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী, ১৯৮৩ খ্রি., পৃ. ৮১

২৯.সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ.২২

৩০.অনুবাদক,*সহীহ মুসলিম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর. ১৯৯২খ্রি, কিতাবুন নিকাহ্, খ.৫, পৃ.৭৭

৩১.সম্পাদনা পরিষদ.*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,জুন ২০০০ খ্রি, পৃ.৩৮৬

৩২.ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ আস-সাজিস্তানী,*সুনানে আবু দাউদ*, কানপুরঃ আল-মাকতাবা আল-মজীদী, ১৩৭৫ হি. কিতাবুন নিকাহ্,খ.১,পৃ.২৯৬ / *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*,প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৭

৩৩.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৪

ইসলামে গোপনে, লুকোচুরি করে অথবা সাক্ষী বিহীন বিয়ে স্বীকৃত নয়। "বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। সামাজিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী মূলত: ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইয়া থাকে। মানব বংশের স্থায়িত্ব ও সভ্যতা ইহার উপর নির্ভরশীল । বিবাহ প্রথা চালু করিয়া বলা হইয়াছে, যৌন চাহিদা পূরণ কর; কিন্তু বিচ্ছিন্ন ও অনিয়মতান্ত্রিক সম্পর্কের দ্বারা নহে। প্রকাশ্যে অশ্লীলতার পথেও নহে; বরং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রকাশ্যে ঘোষণার দ্বারা যেন তোমার সমাজে ইহা সকলের নিকট পরিজ্ঞাত ও প্রকাশিত হইয়া পড়ে, অমুক পুরুষ ও নারী পরস্পর এক হইয়া গিয়াছে।"[৩৪]

বর্তমানে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা পাশ্চাত্যের হাওয়া লাগিয়ে গোপনে বিয়ে করছে। প্রেমের উন্মাদনায় ছেলে-মেয়ে গাছ, মাটি-পানি, চন্দ্র-সূর্য, আকাশ-বাতাসকে সাক্ষী রেখে বিয়ের ঘোষণা দিচ্ছে, যা ইসলামী সমাজে বৈধ নয়। আবার অধুনা শিক্ষিত সমাজে অনেক পরিবারে অভিভাবকের গোচরেই ছেলে-মেয়ে লিভ টুগেদার অর্থাৎ একসঙ্গে রাত্রি যাপন করছে। এছাড়া বিয়ের আগেই হবু বর-বধু থাকা-খাওয়া, দেখা-সাক্ষাৎ, আসা যাওয়া, শপিং,বাস-ট্রেন ভ্রমন ইত্যাদি হরহামেশা হচ্ছে। ইসলামে এটি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কাজেই একজন পুরুষ ও একজন মেয়ে পরস্পরের সাথে কেবল বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমেই মিলিত হতে পারে এবং এ বিয়ের মাধ্যমে মিলিত হওয়ার বিষয়ে সমাজের লোকদেরকে জানতে হবে, এদের প্রতি তাদের সমর্থন থাকতে হবে। আর এজন্য দরকার হচ্ছে মিলনকারী নারী-পুরুষের বিয়ে এবং সে বিয়ে গোপনে অনুষ্ঠিত হলে চলবে না; হতে হবে প্রকাশ্যে, সকলকে জানিয়ে, সমাজের সমর্থন নিয়ে। এজন্য ইসলামের বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রচার হওয়ার অনুকূলে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং গোপন বিয়েকে স্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে।"[৩৫]

বিবাহ ছাড়া ছেলে-মেয়েদের চলাফেরা একত্রে বসবাস (লিভ টুগেদার) ক্রমেই বেড়ে চলছে; যা পবিত্র কুর'আনে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "বিবাহের বন্ধনে বন্দী হয়ে স্ত্রী গ্রহণ করবে, যিনাকারী হিসেবে নয়।"[৩৬] আয়াতে 'মুসাফিহাত' বলতে ব্যভিচার বলা হয়েছে। "কোন বিশুদ্ধ বিয়ে ব্যতিরেকে যৌন চর্চার উদ্দেশ্যে কোন মেয়ে যদি কোন পুরুষের সাথে বসবাস করে তবেই বলা হয় 'মুসাফিহাত'। আর তা স্পষ্ট হারাম।"[৩৭] সুতরাং ইসলামে বিয়ে বন্ধনের বিশেষ নিয়ম-কানুন আছে। "বিয়ে সংঘটিত হয় ইজাব ও কবুলের দ্বারা। এ দু'টি বিবাহের রুকন এবং উভয়টি ক্রিয়াপদ হতে হবে এবং উভয়টি অতীতকাল প্রকাশক হবে অথবা একটি অতীত কাল অপরটি ভবিষ্যত কাল হলেও চলবে। বিয়ে দান, উপহার দান, মালিক বানানো ইত্যাদি শব্দ দ্বারাও বিবাহ সংঘটিত হতে পারে। অনুরূপ বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী সাক্ষীর উপস্থিতিতে আক্দ সংঘটিত হতে হবে। সাক্ষীদেরকে আযাদ (স্বাধীন), বুদ্ধিমান প্রাপ্তবয়স্ক ও মুসলমান হতে হবে।"[৩৮]

জাহিলি যুগে আরবেরা ব্যভিচার প্রচারে আপত্তি ও দোষের মনে করত; কিন্তু গোপনে বন্ধুত্ব গ্রহণ করায় তাদের আপত্তি ছিল না। "জাহিলিয়াতের যুগে ব্যভিচারী মেয়েরা দু'ধরনের ছিল। কেউ প্রকাশ্যভাবে ব্যভিচার করত এবং কেউ গোপনে বন্ধুত্ব ও প্রণয়-প্রীতি হিসেবে করত। আর তারা নিজেদের বুদ্ধিতেই প্রথম প্রকারের ব্যভিচারকে হারাম ও দ্বিতীয় প্রকারের ব্যভিচারকে হালাল মনে করত।"[৩৯] ইসলাম এসে এ ধরনের সব কিছুর পথ বন্ধ করে দিয়েছে। এর বাস্তবতার ধারা খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও প্রতীয়মান হয়। "ইমাম মালিক বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর ফারুকের সম্মুখে এমন এক বিয়ের বিষয় পেশ করা হয় যার অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র একজন পুরুষ ও একজন মেয়ে উপস্থিত ছিল। তিনি বললেনঃ এ তো গোপন বিয়ে এবং গোপন বিয়েকে আমি জায়েয মনে করি না। আমি তার অনুমতিও দিচ্ছি না। এ ব্যাপারটি পূর্বে আমার নিকট এলে আমি এ এ ধরনের বিয়েকারীদের রজম (হত্যা) করার হুকুম দিতাম।"[৪০] নারী-পুরুষের বিয়ে হবে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, আর তা হবে স্পষ্ট এবং সকলের গোচরে। ইসলামে এ ধরনের অস্পষ্টতার কোন সুযোগ নেই। এ মর্মে হাদীসে মহানবী (স.) নির্দেশও দিয়েছেন। এমনকি বাদ্যযন্ত্র (দফ) বাজিয়ে

৩৪.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত পৃ.১৬৪

৩৫মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৭

৩৬.আল-কুরআন, ৪ঃ ২৪, ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ

৩৭.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

৩৮.সম্পাদনা পরিষদ.*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইফাবা, জুন ২০০০ খ্রি. অধ্যায়- পারিবারিক জীবন,পৃ.৩৮৬

৩৯.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৪০.ইমাম মুহাম্মদ,*মু'আত্তা*,ইফাবা,পৃ.৩১২,হাদীস নং-৫৩৫/মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হলেও তা সকলকে জানাতে হবে। তিনি বলেছেন, "বিয়ে অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচার কর এবং সাধারণত এ অনুষ্ঠান মসজিদে সম্পন্ন কর, আর এ সময় দফ (একতারা) বাদ্য বাজাও।"[৪১] ইমাম গাযালী (র.) তাঁর 'সৌভাগ্যের পরশমণি' গ্রন্থে বিয়ের ধারণা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "পানাহারের ন্যায় বিবাহও ধর্মকর্মের অন্তর্ভূক্ত। কারণ, ধর্মকর্ম সম্পাদনের জন্য যেমন মানবদেহের স্থিতির আবশ্যক এবং এই স্থিতি পানাহার ব্যতীত সম্ভব নহে; তদ্রুপ মানব বংশের স্থায়িত্বও নিতান্ত আবশ্যক এবং এই স্থায়িত্ব বিবাহ ব্যতীত অসম্ভব। সুতরাং বিবাহ মানব জাতির অস্তিত্বের মূল কারণ এবং পানাহার এই অস্তিত্ব রক্ষার হেতু। এই জন্যই আল্লাহ্ বিবাহকে মুবাহ্ (শরীয়ত সিদ্ধ) করিয়াছেন। কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে; বরং কাম-প্রবৃত্তিকে বিবাহের প্রেরণা প্রদানের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন; যাহাতে কাম-প্রবৃত্তি স্ত্রী-পুরুষকে উত্তেজিত করিয়া পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং এই উপায়ে ধর্ম-পথের পথিক জন্ম গ্রহণ করে ও ধর্ম পথে চলে।"[৪২]

বিয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে একটি চুক্তি (Contract) বিশেষ। চুক্তি যেমন যৌক্তিক কারণ ছাড়া রহিত করা যায় না তেমনি বিয়েও তাই। "নিকাহ্ (বিয়ে) এর আভিধানিক অর্থ 'মিলানো' 'একত্র করা' 'সহবাস'। আর শরী'য়তে বিবাহের চুক্তিকে নিকাহ্ বলা হয়। 'মুজামু লুগাতিল ফুকাহা' গ্রন্থে নিকাহ্ এর ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছেঃ 'বিবাহ এমন একটি চুক্তি যাহার দ্বারা কোন পুরুষ এমন কোন নারীকে 'সম্ভোগের অধিকার' দেয় যাহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে শরী'য়তের কোন বাধা নাই। "অতএব নিকাহ্ বা বিবাহ বলিতে এমন একটি চুক্তি বুঝাইবে যাহার মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে দৈহিক মিলন বৈধ হইবে।"[৪৩]

মানব সমাজকে স্থায়ীরূপ দানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তার মধ্যে পরিবার নামক সংগঠনটির অবদান সবচেয়ে বেশি। বৈধভাবে পরিবার গঠিত হয় বিয়ের মাধ্যমে। বিয়ে শুধু পরিবারই সূচনা করে না; সাথে সাথে দায়িত্ব-কর্তব্য সহ জ্ঞাতি সম্পর্কও সৃষ্টি করে। যেহেতু বিয়ের মাধ্যমে এদের সূচনা হয়, কাজেই বলা যায়, পরিবার ও জ্ঞাতি সম্পর্কিত ভিত্তিই হচ্ছে বিয়ে। "ইসলামে বিবাহ বলতে কেবল যৌন বাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষের বৈধ মিলনকেই বুঝায় না; বরং ইহাকে এমন এক পবিত্র চুক্তি বলিয়া গণ্য করে যাহার সহিত বিপুল ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ, মুসলমানের ধর্ম বিশ্বাসে নারী পুরুষের ক্রীড়ানক নহে, সে আত্মহীন পদার্থও নহে। তাহার স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং তাহার নৈতিক জীবন রহিয়াছে। আল্লাহর নামে শপথ করিয়া পুরুষ তাহাকে জীবন সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। কাজেই স্ত্রী স্বামীর কেবল সম্ভোগের সামগ্রী নহে; বরং তাহার গোটা পরিবার তথা সমগ্র বিশ্বমানবতাকে সার্থক ও অর্থবহ করিয়া তোলার জন্য সে তাহার একান্ত সহকর্মী ও সহযোগী।"[৪৪] বিয়ে হয় একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে এবং দু'জনই মানুষ। দু'জনই মানুষ হিসেবে সমান মর্যাদাসম্পন্ন।

"ইসলামে নারীকে 'হোমমেকার' এর মর্যাদা দিয়েছে সে হাউস ওয়াইফ নয়, কারণ তাকে হাউসের সাথে বিয়ে দেয়া হয়নি। অনেক লোক অর্থ না জেনেই পরিভাষা ব্যবহার করে। হাউস ওয়াইফ অর্থ হাউসের রাণী। সুতরাং আমার বিশ্বাস গৃহিণী না বলে এখন থেকে আমার মা-বোনেরা তাদেরকে হোমকোর বলা বেশী পছন্দ করবেন।"[৪৫] ইসলামে পরিস্থিতি অনুযায়ী আহলি কিতাবদের বিয়ে করা যায়। "একজন মুসলিম পুরুষ একজন মুসলিম নারীকে বিয়ে করবে এটাই কাম্য,যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে চরিত্রবতী ইহুদী ও খ্রীস্টান (আহলি কিতাব) নারীকে বিবাহ করা যেতে পারে। তবে একজন মুসলিম নারীর কোন অবস্থায়ই একজন অমুসলিম পুরুষকে বিবাহ করার অনুমতি নাই। ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ হচ্ছে একটি ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথা,শুধু যৌন সম্পর্ক নয়।"[৪৬] মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম তাঁর 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে ও পারিবার সম্পূর্ণরূপে এটি

৪১.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৭

৪২.ইমাম গাযালী,*সৌভাগ্যের পরশমণি*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৩ খ্রি. খ.২,পৃ.২২

৪৩.সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল, ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.৫০৫

৪৪.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৬৮

৪৫.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, অনুবাদ ও সম্পাদনা-ডা. হুমায়ুন কবীর প্রমুখ, প্রকাশক আব্দুল কুদ্দুস সাদী ও সোহেল, বাংলাবাজার ঢাকাঃ জানুয়ারী ২০১০ খ্রি. খ.১, পৃ.১৮৩

৪৬.অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, *ইসলাম ঈমান ও শিক্ষা*, ঢাকাঃ দারুল খিদমাহ্ প্রকাশনী, ৩৭৬/৩ দ.পাইকপাড়া; আলআমিন রোড, মিরপুর, ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ খ্রি. পৃ.২৩৮

দেওয়ানী চুক্তির ফল। নারী নিজেকে বিয়ের জন্য উপস্থাপিত করা এবং পুরুষের তা গ্রহণ করা এই 'ঈজাব ও কবুল' দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এরই ফলে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে দাম্পত্য জীবন যাপন শুরু করার সুযোগ লাভ করে থাকে। এতে করে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কতকগুলো অধিকার নির্দিষ্ট হয়।"[৪৭]

সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে বিয়ে

বিবাহ এমন একটি সম্পর্ক যা রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় আইন ও বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত। যেহেতু বিশ্বে রাষ্ট্র,আইন ও ধর্মের বিভিন্নতা রয়েছে স্বভাবতই 'বিয়ে' সম্পর্কে সমাজভেদে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা থাকাই স্বাভাবিক। নিচে বিয়ে সম্পর্কে কতিপয় সমাজবিজ্ঞানীদের দেয়া সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলোঃ

সমাজবিজ্ঞানী বি. ম্যালিনস্কি (B.malinowski) এর মতে "সামগ্রিকভাবে বিবাহ হচ্ছে যৌন সম্পর্কের আইনসম্মত অধিকার প্রদানের চেয়ে সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের একটি চুক্তি"(marriage on the whole is rather a contact for the production and maintenance of chidren rather than as authorization of sexual in intercourse.[৪৮]

নৃ-বিজ্ঞানী রবার্ট এইচ.লুইস (Robert H. Lowic) এর মতে, "বিবাহ হচ্ছে অনুমোদনযোগ্য পতি-পত্নীর মাঝে মোটামুটি স্থায়ী বন্ধন।"(marriage is relalivety permanent bount between permissiable mats.)[৪৯]

সমাজবিজ্ঞানী আরনেস্ট-আর.গ্রোবস্ (Ernest R. Groves) এর মতে-"বিবাহ হচ্ছে রোমাঞ্চকর হৃদয় বিনিময়ের এক প্রকাশ্য স্বীকৃতিপত্র এবং বিধিবদ্ধ নিবন্ধীকরণ।" (marriage is a public confession and legal registration of an Adventure in fellowship.)"[৫০]

এন্থনি গিডেন্স (Anthony Giddens) এর মতে" বিবাহ হচ্ছে দু'জন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির সাথে সমাজকর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত যৌনমিলন।" (marriage can be defined as socially acknowldged and approved sexual union between tow adult individuals .)" [৫১]

বিবাহের ধরন (Types of marriage)

যেহেতু বিয়ে সামাজিক প্রথা, ধর্ম, আইন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত,সেজন্য সমাজভেদে বিয়ের বিভিন্ন ধরন লক্ষ্য করা যায় । তবে সাধারণভাবে সমাজভেদে যে সকল প্রধান ধরন দেখা যায়, তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

"১.একক বিবাহ (monogamy) একজন পুরুষ বা একজন মহিলার একজন স্ত্রী বা একজন স্বামী থাকবে। এটা সারা বিশ্বে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি।

২.বহু বিবাহ (polygamy) বহু বিবাহ হচ্ছে একই সময়ে স্বামী অথবা স্ত্রী একাধিক জীবনসঙ্গী রাখতে পারবে। বর্তমানে বিশ্বে এ ধরনের বিবাহের প্রচলন কম।

বহু বিবাহ আবার দু'ভাবে বিভক্ত। যেমন-(ক) বহু পত্নীক বিবাহ (polygamy) বহু পত্নীক বিবাহ হচ্ছে একজন স্বামী একই সময়ে একাধিক স্ত্রী রাখতে পারে। বাংলাদেশে এটা বহু বিবাহ নামে পরিচিত এবং বহুল প্রচলিত। ইসলাম ধর্মে এ বিবাহ অনুমোদিত। তবে চারটি স্ত্রীর বেশি নয়। (খ) বহু স্বামী বিবাহ (polyandry) বহু স্বামী বিবাহ হচ্ছে স্ত্রী একই সময়ে একাধিক স্বামী রাখতে পারবে। এ ধরনের বিবাহের প্রচলন খুবই কম। বাংলাদেশে এর প্রচলননেই।"[৫২] ইসলামে এটি হারাম।

৪৭.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৪৮.B.malinowski:An *article of marriage; Encyclopedia of britenica* Fourth edtion; volume-14, p.940

৪৯.Samnel Koenig Ph.D.: *An Introduction to the science of society*; Barnes and Noble, Inc.New york-1968:p.130

৫০.*Ibid*, p.130 / আব্দুল হালিম মিয়া, *স্নাতক সমাজকল্যাণ পরিক্রমাঃ* তৃতীয় সংস্করণ, বাংলা বাজার, ঢাকা ঃ হাসান বুক হাউস, ২০০০ খ্রি.

৫১.Anthony Gidens: *Sociology;* Second Edition; p. 390

৫২.*Ibid*, p. 130 / আব্দুল হালিম মিয়া, *স্নাতক সমাজকল্যাণ পরিক্রমাঃ* তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকাঃ হাসান বুক হাউস, ২০০০ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্য দর্শনে বিয়ে

বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে অবাধ যৌনাচার (Free sex) স্বীকৃত। তাই বিয়ে প্রথাটি থাকলেও তা গৌণ এবং অমানবিক, বিধ্বংসী ও অগ্রহণযোগ্য। উপরন্তু, অবাধ যৌনাচারের আন্দলনে জয়ী হয়ে এখন বিয়ে হয়েছে লোক দেখানো খেলনা মাত্র। বিয়ের প্রয়োজনই মনে করে না তারা। কারণ, নারীরা মনে করে সকল ক্ষেত্রেই তারা স্বাধীন। এ প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়িক তাঁর লেকচারে বলেছেন, "এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বিগত ২০০ বছর ধরে ক্ষয়িষ্ণু সংগ্রামের ফলে পশ্চিমা নারীরা আজ আর্থ-সামাজিক, আইন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু অধিকার লাভ করেছে। কিন্তু বন্ধুরা, আমি আপনাদের বলব, সেই সংগ্রাম ও পদ্ধতির মাধ্যমে নারী তার সব কিছু হারিয়েছে।"[৫৩] খৃষ্টধর্মে বিয়ে প্রায় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল। ক্রীনথিওনের চিঠিতে উল্লেখ আছে-"তোমার স্ত্রী না থাকলে তুমি স্ত্রী অনুসন্ধান করো না। আর যদি বিয়ে করই তবে তাতে গুনাহ্ নেই।"[৫৪] মার্টির লুথার সর্ব প্রথম বিয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁর দৃষ্টিতে বিয়ে হচ্ছে সম্পূর্ণ দুনিয়াবী কাজ। প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মমতের নেতৃস্থানীয় লোকেরাও ধর্ম সম্পর্কহীণ একটি কাজ মনে করতেন। বিয়ের স্বপক্ষে তাঁরা কোন স্পষ্ট রায় দেননি।"[৫৫]

সুতরাং প্রাচীন কাল থেকেই খৃষ্ট সমাজে বিয়েহীন অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। "প্রাচীন কাল থেকেই বৈরাগ্যবাদের পাশাপাশি এর সম্পূর্ণ বিপরীত আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গী চলে আসছে। আর সেটা হলো-অবাধ যৌনাচারের দৃষ্টিভঙ্গী।"[৫৬] খৃষ্টান জগতের শ্রেষ্ঠ অবতার ও খ্রীষ্ট ধর্মের রচয়িতা সেন্ট পল বিয়েকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র বন্ধন বলে স্বীকার করেন না। আর এটিকে তিনি স্বাভাবিক এবং সামাজিক জীবনের সম্মানজনক ও আনন্দদায়ক কিছু বলেও বিশ্বাস করেন না। বরং তিনি Necessary evil (জরুরী পাপ) হিসেবেই বিয়ের অনুমতি প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, It is well for a man not to touch a women.it is well for person to remain as he is. Do not seek marriage. But if you marry, you donot sin and if a girl marriage she dose not sin. Yet those who marry will have wordly troubles. I want you to be free from anxieities. The unmarried man is anxious about the affairs of the lord. How to plese the lord; but the married man is anxious about wordly affairs. How to plese his wife. I say this for your own benefit, not to lay any restrain not upon you, but to promote good order and to scure your undivided devotion to the lord."

(কোন নারীকে স্পর্শ না করাই পুরুষের জন্য ভাল। সে যেমন আছে, তদ্রুপ থাকাই তাহার জন্য উত্তম। বিবাহ করতে চেয়ো না কিন্তু তুমি বিবাহ করলে তোমার পাপ হবে না এবং কোন বালিকা বিবাহ করলে সেও পাপ করে না। তবে যারা বিবাহ করে, তারা পার্থিব দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়। সাংসারিক উদ্বেগ হতে মুক্ত থাক, এটাই আমি কামনা করি। অবিবাহিত পুরুষ ঈশ্বরের কাজে উদ্বিগ্ন, কিরূপে তাঁকে সন্তুষ্ট করা যাবে। কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তি পার্থিব বিষয়ে উদ্বিগ্ন, কিরূপে তাঁর স্ত্রীকে সন্তুষ্টি করবে। আমি তোমার উপর কোন বাধা আরোপের জন্য নয়; বরং শৃঙ্খলা স্থাপন এবং প্রভুর প্রতি তোমার অভিব্যক্তি অনুরক্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই বলছি।) He that giventh her not in marriage, doeth better, যে ব্যক্তি তাহার কন্যাকে বিবাহ দেয় না সেই উত্তম কাজ করে।"[৫৭] এদিকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রণেতা গৌতম বুদ্ধ বিয়েতে বিশ্বাসী ছিলেন না। "গৌতমের দৃষ্টিতে নারীরা পুরুষের মোক্ষম লাভের অন্তরায়, তাদের সাহচার্য থেকে আত্মাকে উন্নতি লাভ করা সম্ভবপর নয়। এই জন্যই গৌতম বিয়ে প্রথার বিরোধী থেকে লোকদের সংসার ত্যাগ ও সন্যাস ব্রতের দিকে আহবান করেছিলেন।"[৫৮]

৫৩.ডা. জাকির নায়িক, *লেকচার সমগ্র*, অনুবাদ ও সম্পাদনা-ডা. হুমায়ুন কবীর প্রমুখ, প্রকাশক আব্দুল কুদ্দুস সাদী ও সোহেল ঢাকাঃ বাংলাবাজার, ২০১০ খ্রি.পৃ.১৬৪

৫৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৫৫.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৫৬.সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, মে ১৯৯৭ খ্রি.পৃ.২৫৯

৫৭.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত,পৃ.১১

৫৮.ইসহাক উবায়দী, *যুগে যুগে নারী*, ঢাকাঃ শান্তিধারা প্রকাশনী আগষ্ট ১৯৯৬ খ্রি. পৃ.২২

Dhaka University Institutional Repository

সবশেষে বিয়ের ধারণা প্রসঙ্গে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, মানব জাতির ন্যায় বিয়ে প্রথা ও একটি প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিয়ের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়; যা প্রচলিত প্রথা বা রীতি আইনের দ্বারা স্বীকৃত। তা নারী-পুরুষ উভয়কে কতকগুলো দায়িত্ব বহন ও কর্তব্য পালন করতে হয়। নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক মূলত মানবীয় সমাজ-সংস্কৃতির ভিত্তি প্রস্তর। তাই দাম্পত্য বিধানের মৌলিক গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলামে তা অত্যন্ত নির্ভূল বুনিয়াদের উপর রচনা করা হয়েছে। মুসলিমগণ দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের দীনের মধ্যে একটি উত্তম, সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ বিধান করেছে। মানব জীবনের যতগুলো দিক আছে অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানের জন্য, সূখী,সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন গড়ার কোনই বিকল্প নেই।

বিয়ের উদ্দেশ্য

আল্লাহ্ পাক যেমন দুনিয়ার কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেননি, তেমনি দুনিয়ার কোন কাজই স্পষ্ট-অস্পষ্ট কোন উদ্দেশ্য ছাড়া সম্পাদিত হয়নি। বিয়ে বা বিবাহিত জীবন যাপনেরও কতকগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। আর তা হলোঃ

১.চরিত্র ও নৈতিকতার হিফাযত;
২.স্থায়ী সঙ্গী নির্বাচন;
৩.প্রশান্তি ও স্থিতিলাভ; এবং
৪.পারিবারিক বন্ধনে সন্তান জন্মদান ও তাদের লালন-পালন করে ভবিষ্যতে আদর্শ মানুষ করে গড়ে তোলা।

১.চরিত্র ও নৈতিকতার হিফাযতঃ বিয়ের মাধ্যমে পরিবার রচনা করা এবং অবাধ যৌন (ব্যভিচার) চর্চার মত চরিত্রহীনতার কাজ থেকে নিজেকে বাঁচানো এবং নৈতিকতার দূর্জয় দূর্গ নির্মাণ করা সম্ভবপর হয়। "এজন্য পবিত্র কুর'আনে 'নিকাহ্' শব্দকে 'ইহ্ছান' শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। 'হিসন' শব্দের অর্থ দূর্গ আর আহ্সান শব্দের অর্থ দূর্গে আবদ্ধ হওয়া। অতএব যে ব্যক্তি বিবাহ করে সে হচ্ছে মুহ্সিন, অর্থাৎ সে যেন একটি দূর্গ নির্মাণ করেছে। আর যে স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হয়, সে হচ্ছে 'মুহসিনা' অর্থাৎ বিয়ের আকারে তার নিজের এবং নিজ চরিত্রের হিফাযতের জন্য যে দূর্গ নির্মাণ করা হয়েছে তাতে আশ্রয় গ্রহণকারী।"[৫৯] আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কালামে তা-ই বলেছেন। তিনি বলেন, "এই মুহরেম মেয়েলোক ছাড়া তোমাদের জন্য সব মেয়েলোক জায়েয বা হালাল করে দেওয়া হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা ধন-সম্পত্তির বিনিময়ে তাদের লাভ করতে চাইবে নিজেদের চরিত্র দুর্জয় দূর্গের মত সুরক্ষিত রেখে এবং বল্গাহীণভাবে যৌন চর্চা করা হ'তে বিরত থেকে।"[৬০]

আল্লাহ্ আরও বলেন, "তোমরা মেয়েদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে কর, অবশ্য অবশ্যই তাদের দেন-মোহর দাও, যেন তারা তোমাদের বিয়ের দূর্গে সুরক্ষিত হয়ে থাকতে পারে এবং অবাধ যৌন চর্চায় লিপ্ত হয়ে না পড়ে। আর গোপন বন্ধুত্বের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় নিপতিত না হয়।"[৬১] বিয়ে দূর্গবাসীদের বাঁচিয়ে রাখে। 'দূর্গ যেমন মানুষের আশ্রয়স্থল, শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা, বিয়ের ফলে রচিত পরিবারও তেমনি স্বামী-স্ত্রীর নৈতিক চরিত্রের পক্ষে একমাত্র রক্ষাকবচ। মানুষ বিবাহিত হলেই তার চরিত্র ও সতিত্ব রক্ষা পেতে পারে। অবশ্য যদি সে পরিবার সুরক্ষিত দূর্গের মতই দূর্ভেদ্য ও রুদ্ধদার হয়। মোট কথা, নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণ ও পবিত্রতা সতীত্বের হিফাযত হচ্ছে বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।'[৬২] এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যখন তোমাদের কাউকে কোন স্ত্রীলোক মুগ্ধ করে এবং তা তার মনকে প্রলুব্ধ করে, তখন সে যেন তার স্ত্রীর নিকট আসে এবং তার সাথে সঙ্গম করে। এতে তার মনে যা আছে তা দূর করে।"[৬৩] বিয়ে করে যে তার চরিত্রকে পবিত্র করতে চায় আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করে

---

৫৯ অনুবাদক,*মুসলিম শরীফ (বাংলা)* সিহাহ সিত্তা প্রকল্প, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯২ খ্রি. খ.৫, পৃ.৭৭

৬০.আল-কুর'আন,৪ঃ ২৪ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا

৬১.আল-কুর'আন, ৪ঃ ২৫ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ

৬২.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী, ১৯৮৩ খ্রি, পৃ.৮৭

৬৩.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিস*, দিল্লীঃ আলমাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি,কিতাবুন নিকাহ,খ.৫, পৃ.৭৯

থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তিন ব্যক্তির সাহায্য করা আল্লাহর কর্তব্য হয়ে পড়ে। তারা হলেনঃ-
(ক) যে দাস নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চায়, আজকাল বলা যায় যে,কোন ঋনগ্রস্তব্যক্তি তার ঋণ আদায় করতে দৃঢ় সংকল্প ;
(খ) যে লোক বিয়ে করে নিজের পবিত্রতা রক্ষা করতে চায়; আর
(গ) যে লোক আল্লাহর পথে জিহাদে আত্মসমর্পিত।"[৬৪] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরও বলেন, "যাদের বিবাহের সামর্থ আছে তারা যেন বিবাহ করে; কেননা উহা চোখকে আনত করে ও লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে।"[৬৫]

২.বিয়ের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, মনের গভীরে প্রশান্তি ও স্থিতলাভ। আর এটি আসে সঙ্গী, বন্ধু, জুড়ি থেকে। এ জন্য বিয়ের মাধ্যমে যে সঙ্গী সৃষ্টি হয় সে-ই কেবল দিতে পারে প্রেম- প্রীতি, ভালবাসা, পরিতৃপ্তি, স্থিতি ও প্রশান্তি। আল্লাহ্ বলেন, "এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও স্নেহ-প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।"[৬৬]
এ আয়াত হ'তে প্রতীয়মান হয় যে, বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্যই আল্লাহ্ পুরুষের সাথে নারীকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ মানুষকে দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন, নারী ও পুরুষ। মানুষরূপে এক হলেও তাদের দৈহিক অবয়ব, মানসিক ও সৃষ্টিগত গুণরাজি, আবেগ-অনুভূতি, কামনা বাসনা ও মানবীয় চাহিদার বেশ পার্থক্য রয়েছে। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক তাদের মাধ্যমে এমন এক বিস্ময়কর উপযোগ সৃষ্টি করে রেখেছেন; যাতে নারী-পুরুষ একাকার হয়ে যেতে পারে। এরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে এমন প্রেম-প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন; যাতে তাদের জীবনে সুখ-শান্তি নেমে আসতে বাধ্য। অতএব বিয়ে হলো দু'টি প্রাণের একান্ত মিলন যার মধ্যে কোন প্রকার বিভেদই থাকতে পারে না। বরং পরিশেষে উভয়ে মিলে মিশে এক প্রাণে পরিণত হয়। আল্লাহ্ বলেন, "তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যেন সে তার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তার সাথে মিলিত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং এ নিয়ে সে কাল অতিবাহিত করে।"[৬৭] এ আয়াতেও স্পষ্ট ফুটে উঠেছে যে, শান্তি লাভের জন্যেই সঙ্গী সৃজন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শান্তি লাভের উপকরণ হিসেবেই এখানে সঙ্গিনীর উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.বিয়ের তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো-সন্তানাদি জন্মদান, লালন-পালন এবং ভবিষ্যতে তাদের প্রতিষ্ঠিত করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "এখন সময় উপস্থিত, স্ত্রীদের সাথে তোমরা সহবাস করতে পার, তাই তোমরা কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা কিছু নির্ধারিত করে দিয়েছেন,তাই তোমরা সন্ধান কর, তাই লাভ করতে পারবে।"[৬৮] আয়াতে 'তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন' বলে দু'টো কথা বলতে চেয়েছেন। একটি হচ্ছে রমজান মাসে স্ত্রী সহবাসের অনুমতি দান আর অপরটি হচ্ছে সন্তান লাভ। কেননা সন্তান লাভের প্রধান উদ্দেশ্য হলো,সন্তান উৎপাদন। স্ত্রী সহবাস নিসখ যৌন উত্তেজনা প্রশমিত করা একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তাই যদি হতো, তাহলে হস্তমৈথুন, সমকমিতার মাধ্যমেও যৌন উত্তেজনা প্রশমিত করা যায়; কিন্তু তাতে সন্তান লাভ হয় না। আর এ জন্য আল্লাহ্ বিয়ে ছাড়া যৌনকর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কালামে আল্লাহ্ বলেন,"তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। অতএব, তোমরা তোমাদের ক্ষেতে গমন কর যেভাবে চাও।"[৬৯] এ আয়াতে স্বামীদেরকে কৃষক আর স্ত্রীদেরকে যমীনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। একজন কৃষক যেমন জমিতে খামাখা চাষ-বাস করে কষ্ট করতে চায় না, তার উদ্দেশ্য হলো বীজ বপণ করে ফসল উৎপাদন করা, তেমনই কুর'আনের ভাষায় স্বামীরা সন্তান নামী ফসলের চাষাবাদকারী। রাসূলুল্লাহ (স,) বলেছেন, "তোমরা প্রেমময়ী, অধিক সন্তানসম্ভবা নারীকে বিয়ে করবে। কারণ, আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে

৬৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
৬৫.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুন নিকাহ, বাব নং-৩ হাদীস নং-৪
৬৬.আল-কুর'আনঃ ৩০ঃ ২১ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
৬৭.আল-কুর'আন, ৭ঃ১৮৯,. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً
৬৮.আল-কুরআন, ২ঃ ১৮৬, فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ
৬৯.আল-কুর'আন, ২ঃ ২২৩ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم

Dhaka University Institutional Repository

(কিয়ামতের দিন) অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করব।"[৭০] বংশবৃদ্ধি ও বিস্তার যে বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য তা নিম্নের আয়াতে সুন্দরভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হ'তে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হ'তে তার জুড়িকে সৃষ্টি করেছেন; তাদের দু'জন হ'তে বিপুল পরিমাণ নর-নারী দুনিয়াতে বিস্তার করেন।"[৭১] এছাড়া হাদীসে সন্তান লালন-পালন করা স্ত্রীদের জন্য ওয়াজিব করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে তারা জিজ্ঞাসিত হবে।

বিয়ের প্রয়োজনীয়তা

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কাজ-কর্ম, আহার-নিবাস যেমন অপরিহার্য, তেমনি বিয়ে-শাদীও একজন যুবক-যুবতীর জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য। "খানাপিনা যেভাবে মানব জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন, আহার নিবাসের প্রয়োজনীয়তা যেভাবে যুক্তি তর্কের উর্ধ্বে, একজন যৌবনদীপ্ত মানুষের সুস্থ জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে বিয়ের প্রয়োজনীয়তা তেমনই। আর এ কারণেই কুর'আন মজীদ ও হাদীসে নির্দেশসূচক শব্দে উৎকীর্ণ করা হয়েছে বিয়ের আহবানকে।"[৭২] এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, বিয়ে একজন সুস্থ মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন। ইসলাম মানুষের প্রয়োজনকে সর্বদা গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করে। ইসলাম হলো প্রাকৃত ও স্বভাবজাত জীবনাদর্শ। স্বভাবগত পরিচ্ছন্নতা চারিত্রিক পবিত্রতার অন্যতম মাধ্যম হলো বিয়ে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবনে বিয়ের প্রয়োজনীয়তা অসামান্য। বিয়ে সকল নবীর সুন্নাত। আর সুন্নাত পালনের জন্য পরিষ্কার পথ স্বয়ং আল্লাহ বলে দিয়েছেন তাকিদ সহকারে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যেসব পুরুষের স্ত্রী নেই এবং মেয়ের স্বামী নেই, তাদের এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দাও। এবং যারা বিয়ের সামর্থ রাখে না তাদেরকে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে সচ্ছল না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।"[৭৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নবী-রাসূলের সুন্নাত চারটিঃ লজ্জাবোধ, সুগন্ধি ব্যবহার, মিসওয়াক করা এবং বিয়ে করা।"[৭৪] মানব প্রাকৃতিক চাহিদার কারণেই মানুষ বিয়ে করে। অথচ শরী'আত এটিকে পুরো দ্বীনের অর্ধেক বলে আখ্যায়িত করেছে। কারণ, শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ ও পবিত্রতা এর উপর নির্ভরশীল। হযরত আনাস (রা.) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কোন বান্দা যখন বিয়ে করল তখন তো সে দ্বীনের অর্ধেকটা পূর্ণ করল। অতঃপর সে যেন অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে।"[৭৫] তিনি আরও বলেছেন, "আমাদের সুন্নাতের মধ্যে অন্যতম হলো বিয়ে।"[৭৬] বর্তমান বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ, তার্কিক, বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব, সকল ধর্মের ছাত্র, বহু পুস্তক প্রণেতা, আলোকিত ব্যক্তিত্ব, পিছ টিভির মূখ্য আলোচক ভারতের ডাঃ জাকির নায়িক তার লেকচারে বিয়ের গুরুত্ব বুঝাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 'যে বিয়ে করে সে তার দীনের অর্ধেক পূর্ণ করে' হাদীসটির ব্যাখা এভাবে করেছেন, "রাসূল (স.) ঘোষণা করলেন, তুমি যখন বিয়ে করলে তখন অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করলে, এর অর্থ হলো, বিয়ে মানুষকে যৌনতা, ব্যভিচার, সমকাম থেকে ফিরিয়ে রাখে যা এ পৃথিবীর অর্ধেক পাপ।"[৭৭] মানুষ আল্লাহর দেওয়া যে খাবার খায় তার নির্যাস মানুষের রক্ত মাংসে

৭০.আবু দাউদ, সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস আস-সাজিস্তানী, *সুনান আবু দাউদ*, কানপুরঃ আল-মাকতাবা আল-মজীদী, ১৩৭৫ হি.খ.১,পৃ.২৯৬/ *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ.৩৮৭

৭১.আল-কুরআন, ৪ঃ১ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء

৭২.ড.মোঃ শামছুল আলম, *মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, অভিসন্দর্ভ, ২০০৭ (১৯৭১-২০০১) ঢাবি, পৃ.১৭৪

৭৩.আল-কুর'আন, ২৪ঃ ৩২-৩৩, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ

৭৪.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাতবা'আ আশ্‌শারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি. (১৮৯৫খ্রি.) খ. ৫, পৃ. ৪২১

৭৫.শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ আল-খতীব আততিবরিযি, মিশকাত-আল মাসাবীহ, দিল্লীঃ কুবুবখানা রশীদিয়া, ১৯৫৬ খ্রি. খ.২, পৃ. ২৬৮

৭৬.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আলমুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৫,পৃ. ৫৫-৫৬

৭৭.ডা. জাকির নায়িক, *লেকচার সমগ্র*, (অনুবাদ ও সম্পাদনা আলোচকবৃন্দ ইসলামিক টিভি বাংলাদেশ) প্রকাশক, আব্দুল কুদ্দুস ও মোঃ ইমাম উদ্দিন, বাংলাবাজার ঢাকাঃ জানুয়ারী, ২০১০ খ্রি.খ. ১, পৃ.১৮২

প্রবেশ করে শরীরে যেমন তাপ ও শক্তি যোগায়, তেমনি যৌন ক্ষুধাও সৃষ্টি করে। বিয়ের মাধ্যমে তা প্রবাহিত হতে পারে। এ জন্য ইসলামে এই বিয়ের প্রয়োজন। আবার যদি কোন ব্যক্তি বিয়ে করার পর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করার ক্ষমতা না রাখে সে ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রেখে সে শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি (স.) বলেছেন, "হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করতে সক্ষম তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ বিয়ে দৃষ্টি আনত রাখতে ও গুপ্তাঙ্গ হিফাযতের অধিক কার্যকর। আর যে ব্যক্তি বিয়ে করতে অক্ষম, সে যেন রোযা (সাওম) রাখে। কেননা রোযা তার যৌনক্ষুধা অবদমিত করে।"[৭৮]

অন্য একটি বর্ণনায় হযরত আনাস (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কয়েকজন সাহাবী তাঁর (স.) স্ত্রীদের নিকট এসে নবী করীম (স.) এর 'ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাইল। তা শুনে তাঁরা একটু কম কম মনে করলেন, সাথে সাথে তাঁরা বলে উঠলেন, তিনি কোথায় আর আমরা কোথায়? তাঁর তো আগে পরে সকল ক্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তাদের একজন বললেন, আমি কোন নারীকে বিয়ে করব না। অন্যজন বললেন, আমি আর শয্যা গ্রহণ করে ঘুমাব না। ঘটনাটি শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, লোকদের কি হয়েছে! তারা এই এই বলল। অথচ আমি নামায পড়ি, ঘুমাই, রোযা রাখি আবার ইফতার করি এবং নারীদেরকে বিয়ে করি। সুতরাং আমার আদর্শ থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার দলভূক্ত নয়।"[৭৯] মানব জীবনে বিয়ের গুরুত্ব অনেক। "বিয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার আলোচনা শেষে তিনটি বিষয় পরিষ্কার হলোঃ-

১.বিয়ের মাধ্যমে একজন মুমিন বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে পবিত্র হয়ে উঠার পথ পায়।
২.বিয়ে করা সকল রাসূলের সুন্নাত
৩.বিয়ে করা মহানবীর আদর্শ।
এক কথায় বিয়ের ছোঁয়ায় পরিচ্ছন্ন জীবন লাভ করে বিবাহিত মর্দে মুমিন।"[৮০]

শরী'আত সম্মত ওযর ছাড়া বিবাহহীন জীবন ইসলামে স্বীকৃত নয়। এজন্য ইসলামে বৈরাগ্যবাদ ও সন্যাসবাদ বলতে কিছু নেই। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর সন্যাসবাদ এটাতো ওরা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল। আমি ওদের বিধান দেইনি।"[৮১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমাকে বৈরাগ্যবাদের অনুমতি দেয়া হয়নি।"[৮২] তিনি আরও বলেন, "আমাদের উপর বৈরাগ্যবাদ লিখে (অপরিহার্য করে) দেয়া হয়নি।"[৮৩] মানব জীবনে দেহ ও মনের সুস্থতার গুরুত্ব অপরিসীম। বিয়ে মন ও দেহকে সুস্থ রাখে। "সুস্থতার জন্য একটির সাথে অপরটির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ দেহ সুস্থ থাকলে মন যেমন সুস্থ থাকে;তেমনি মন সুস্থ থাকলে দেহও সুস্থ থাকে।" [৮৪]

বিয়ের কারণে মানসিক উপকারও হয়। "বিবাহের কারণে নারী-পুরুষের মন-মানসিকতা ও আচার আচরণের আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়। যারা বিবাহের পূর্বে উচ্ছৃঙ্খল, দায়িত্বহীন, স্বেচ্ছাচারী ও আরাম প্রিয় জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল এর ফলে তাদের আচরণের পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় তাদের মধ্যে শিষ্টাচার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ, মিতব্যয়িতা, দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ ও সুশৃঙ্খল জীবন-যাপনের সুঅভ্যাস গড়ে উঠে। অপব্যয়, উচ্ছৃঙ্খল, অভদ্র জীবন যাপনের বদ অভ্যাস থেকে তারা পরিত্রাণ লাভ করে।"[৮৫] বিয়ের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য লাভ করা যায়; এবং বহু রোগ থেকেও নিরাপদে থাকা

৭৮.ইমাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাজা*, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুন নিকাহ্, বাব নং-১

৭৯.ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ্, বাব নং-১

৮০.ড.মোঃ শামছুল আলম, *মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলামঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, অভিসন্দর্ভ, প্রাগুক্ত,পৃ.১৪৮

৮১.আল-কুর'আন,৫৭ঃ২৭ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ

৮২.ইমাম দারেমী,*সুনান*, বৈরুতঃ দারু ইহ্‌য়্যয়িস্ সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ্ কানপুরঃ ১২৯৩ হি.কিতাবুন নিকাহ্, বাব নং-৩

৮৩.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল,*আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬,পৃ. ২২৬

৮৪.আমিনুল ইসলাম মা'রুফ, ঢাকাঃ *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, মানব জীবনে বিবাহের উপকারিতা ও কল্যাণ:একটি সমীক্ষা, জানুয়ারী-মার্চ ,২০০৭ খ্রি,পৃ.৯৬

৮৫.মাওলানা বোরহানুদ্দীন সাম্ভলী,*পারিবারিক সংকট নিরসণে ইসলাম*, অনুবাদঃ (অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ্,) ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩,পৃ ৩২-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

যায়। "প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসক হাকীম জালিনুস বলেছেন, স্ত্রী সহবাস স্বাস্থ্য রক্ষার এক বড় উপায় এবং বহুসংখ্যক রোগের প্রতিষেধক।"[৮৬] প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী আল্লামা নাফিসি বলেন, "স্ত্রী সহবাস দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। দেহকে খাদ্য গ্রহণের উপযোগী করে, মনকে প্রফুল্ল করে, ক্রোধ দমন করে, কুচিন্তা দূর করে এবং শ্লৈষ্মিক রোগ উপশম করে। সহবাস ত্যাগ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, যে ব্যক্তি সহবাস করে না, বহু মারাত্মক রোগে সে আক্রান্ত হয়।"[৮৭] বিয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিয়ে করে না সে মিসকীন সে মিসকীন সে মিসকীন! জিজ্ঞাসা করা হইল, সে যদি সম্পদশালী হয়; তিনি বলেন, বিরাট সম্পদশালী হইলেও সে মিসকীন। তৎপর তিনি বলেন, যে নারীর স্বামী নাই, সে মিসকীন সে মিসকীন সে মিসকীন। জিজ্ঞাসা করা হইল সে যদি সম্পদশীলা হইয়া থাকে ; তিনি বলেন, সে সম্পদশীলা হইয়া থাকিলেও সে মিসকীন।"[৮৮] বিয়ের নানাবিধ উপকার। "বিবাহ মানব জীবনে বহুবিধ উপকারিতা নিয়ে আসে। তার মধ্যে সচ্ছলতাও একটি। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এক ব্যক্তি তার অভাব-অনটন ও দারিদ্রের অভিযোগ করলে তিনি বিবাহ করতে পরামর্শ দেন।"[৮৯]

নিঃসন্দেহে এটি প্রমাণিত সত্য যে, বিয়ে একজন মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন। "ইসলাম মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজনকে সর্বদা গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করে। কারণ, ইসলাম হল প্রাকৃত ও স্বভাবজাত জীবনাদর্শ। মানুষের স্বভাবগত পরিচ্ছন্নতা, মানসিক ভারসাম্য ও চারিত্রিক পবিত্রতার অন্যতম উপায় বিয়ে।"[৯০] সুতরাং মানব জীবনের যতগুলো স্তর আছে অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবন, দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ-শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য বিয়ের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। তাছাড়া বিয়ের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারী পরস্পরকে জীবন সঙ্গী হিসেবে পায়। জীবনের শেষ দিকে এমন একটি সময় আসে, যখন স্বামী স্ত্রী শুধু দু'জনই থাকে। সন্তান সন্ততিরা আলাদা হয়ে নতুন পরিবার গঠন করে নতুন জীবন শুরু করে। কর্মহীন অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী তখন তাদের মনের দুঃখ-বেদনা, হাসি-আনন্দ প্রভৃতি অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশের সুযোগ পায়। ফলে মৃত্যু পর্যন্ত পরস্পরকে সহায়তা করে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে।

বিয়ের ফলাফল

বৈধ বিয়ে দ্বারা আইনগত যে সমস্ত উপকার বা অধিকার লাভ করা যায়, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা-

১.শরী'আতের নিয়মানুযায়ী স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর মিলনের দ্বারা আনন্দ ভোগ ও শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

২.সহবাসের দ্বারা যে সমস্ত সন্তান পয়দা হইবে তাহা তাহাদের ঔরসজাত সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে।

৩.স্ত্রী তাহার মহর পাইবার অধিকার লাভ করিবে।

৪.স্ত্রী ও তাহার নাবালিগ সন্তানের পোশাক বাসস্থানের ও মান-ইয্যত-আবরু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার স্বামীর উপর বর্তাইবে।

৫.স্ত্রীর সহিত স্বামীর যাবজ্জীবন সদ্ব্যবহার স্বামীর কর্তব্য হইবে।

৬.স্ত্রীকে আল্লাহ ও রাসূলের পূর্ণ আনুগত্যের পর স্বামীর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

৭.স্বামীর গৃহ ও গার্হস্থ বিষায়াদির রক্ষণাবেক্ষণ ও সন্তান পালন স্ত্রীর কর্তব্য ও দায়িত্ব হইবে।

৮.স্বামীর শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং মান-ইয্যত রক্ষা করা স্ত্রীর কর্তব্য ও দায়িত্ব হইবে।

৯.স্বামী-স্ত্রী নিজেদের গুপ্ত অঙ্গের ব্যবহার কখনই স্বামী স্ত্রী সহমিলন ব্যতিরেকে অন্য কোথাও করিতে পারিবে না। ইহা সম্পূর্ণ হারাম বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।

১০.স্বামী স্ত্রী একে অন্যের গোপন ভেদ রক্ষণ এবং নিজ নিজ সততা ও সতীত্ব রক্ষণের অঙ্গিকারে আবদ্ধ থাকিবে।

১১.স্বামী স্ত্রী একে অন্যের ও নিজের সন্তান সন্ততির উত্তরাধিকার হইবে।

১২.স্বামী স্ত্রীর এবং স্ত্রী স্বামীর সমস্ত মুহাররম আত্মীয়গণকে নিকাহ্ করিতে পারিবে না।

১৩.স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর বা তালাকের পর ইদ্দত পালন না করিয়া অন্যত্র নিকাহ্ করিতে পারিবে না।

৮৬.আল্লামা মুহাম্মদ যাফীরুদ্দিন, *ইসলামের যৌন বিধান* অনুবাদঃ (মাওলানা মুহাম্মদ হসান রহমতী,) ঢাকাঃ কিতাবকেন্দ্র, ২০০০ খ্রি, পৃ.৯১

৮৭.আমিনুল ইসলাম মা'রুফ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা,মানব জীবনে বিবাহের উপকারিতা ও কল্যাণ: একটি সমীক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৮

৮৮.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৮৭

৮৯.মাওলানা বোরহানুদ্দীন সাম্ভলী, *পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২

৯০.ড.মোঃ শামছুল আলম, *মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলামঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, অভিসন্দর্ভ, ঢাবি, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৭

১৪.আকিলা বালিগা স্ত্রী যাহার সহিত নির্জন মিলন হইয়াছে তাহার জন্য স্বামীর মৃত্যুর পর বা বাইন তালাকের পর 'শোক প্রকাশ' করা ওয়াজিব হইবে।
১৫.বিবাহের দ্বারা স্ত্রীর সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হইবে না। স্বামী স্ত্রী নিজ নিজ সম্পত্তির বা মালের মালিক থাকিবে,একে অন্যের মাল ও সম্পত্তিতে অন্যায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।"[৯১]

বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ

পবিত্র কুর'আনের কোন আয়াত বা রাসূলের কোন হাদীসে বিবাহ রেজিস্ট্রির ব্যাপারে সুস্পষ্ট কিছু নেই। রাসূলের যামানায় বিবাহ-শাদী হতো ইজাব-কবুলের মাধ্যমে যা মুখে মুখেই হতো। এতে প্রত্যক্ষ দুইজন পরহেজগার সাক্ষী থাকত। সেখানে মোহরের উল্লেখ থাকত এবং ঐ সব সাক্ষীদের সামনেই দাম্পত্য জীবনে বনিবনা না হলে তালাকও মুখে মুখে সংঘটিত হতো। এতে কোনরূপ সমস্যা হতো না। ইসলামের দৃষ্টিতে বর্তমানে অবশ্য রেজিস্ট্রি আবশ্যক নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে কোন বড় বড় চুক্তি হলে তা লিখে রাখার ব্যবস্থা করা হতো, পাছে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় এ জন্য। সাহাবীদের যুগে,তাবেয়ীদের যুগে এ ধরনের প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজ বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মন-মানসিকতা পরিবর্তন হতে থাকে,পাপ কাজে বেশী জড়িয়ে পড়ে। স্বামী স্ত্রীকে প্রতারণা, নির্যাতন, মোহর প্রদান না করা, অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে থাকে। বিশেষ করে পাক-ভারত-বাংলাদেশের আলেমগণ নারী নির্যাতনের বাস্তব হাল উপলব্ধি করে আল্লাহর এই আয়াতের ব্যাখা বিশ্লেষণ করে বিবাহ রেজিস্ট্রি-কাবিননামা ব্যবস্থার পক্ষে প্রস্তাব পেশ করেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট কালের জন্য দেনা-পাওনা সংক্রান্ত কোন কাজ করবে, তখন লিখে রাখবে।"[৯২] "আল্লাহ পাক এর এই নির্দেশ পালন করিবার জন্যে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান উপমহাদেশে মোঘল বাদশাহদের রাজত্ব কালে ও পরে বৃটিশ শাসনামলেও মুসলমানদের মধ্যে দলীল দস্তাবেজ তথা কাবীননামা ও তালাকনামা দলীল লিখিবার রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে।"[৯৩]

তবে এসব কাবিননামা বা তালাকনামা রেজিস্ট্রি ব্যবস্থাপনায় অনেক ত্রুটিপূর্ণ ছিল। "১৮৭৬ ইং সালে বঙ্গদেশে মুসলমানদের বিবাহ ও তালাক ইখতিয়ার মতে রেজিস্টারী করিবার আইন (১৮৭৬ সালের ১ নং আইন) জারি করা হয়। এই আইনটি সংশোধনার্থে ১৯২১ সালের বঙ্গদেশের গভর্নমেন্ট (ব্যবস্থা বিভাগ) কর্তৃক প্রচারিত পান্ডুলিপির মাত্র দুইটি সুপারিশ ১৯৩২ ও ১৯৩৫ ইং সালে আইনে পরিণত করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে সুষ্ঠু পরিচালনার কয়েকটি ভুলের জন্যে এই আইনটিও মুসলিম সমাজে বিশেষ কোন উপকার সাধন করিতে পারে নাই। অত:পর ১৯৬১ সালের সমগ্র পাকিস্তানে সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের উপর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক 'মুসলিম পারিবারিক অর্ডিন্যান্স' জারি করা হয়"[৯৪] "১৯৭৪ ইং সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন পাশ হয় ও ইহা ২৪ শে জুলাই,৭৪ হইতে আইনে পরিণত হয়। কিন্তু এই আইনের নিয়মাবলী ১লা জুলাই ১৯৭৫ হইতে চালু করা হয়।"[৯৫] বর্তমানে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। না হলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।
নিম্নে রেজিস্ট্রেশনের নিয়ম ও শর্ত উল্লেখ করা হলোঃ-
"ক. সকল মুসলিম বিয়ে রেজিস্ট্রেশন বা কাবিন করা আইনত বাধ্যতামূলক।
খ.বিয়ে রেজিঃ বা কাবিন না করানো হলে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড বা ৫০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডই হতে পারে।
গ.বিয়ে কাবিন বা রেজিঃ এর জন্যে প্রতি এক হাজার টাকা দেন মোহরের জন্য ১০ টাকা রেজিঃ এর জন্য কাজীকে দিতে হবে। তবে দেন মোহর যতই হোকনা কেন, সর্বনিম্ন পরিমাণ ৫০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৪০০০ টাকা রেজিঃ ফি প্রদান করতে হবে পাত্র পক্ষকে।"[৯৬]

৯১.মুহাম্মদ আবুল বাশার, *মুসলিম পারিবারিক আইন কানূন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৭ খ্রি. পৃ.৭৯
৯২.আল-কুর'আন,২ঃ ২৮২, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ
৯৩.মুহাম্মদ আবুল বাশার, *মুসলিম পারিবারিক আইন কানূন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,প্রাগুক্ত,পৃ.১০২
৯৪.মুহাম্মদ আবুল বাশার, *মুসলিম পারিবারিক আইন কানূন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১০২
৯৫.মুহাম্মদ আবুল বাশার, *মুসলিম পারিবারিক আইন কানূন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১০৩
৯৬.আইনগত সহায়তা প্রচারপত্র,-২, জেলা জজকোর্ট, গাজীপুর ২০১১ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাক দাম্পত্য জীবনে করণীয়

প্রাক দাম্পত্য জীবন বলতে দাম্পত্য জীবন আরম্ভ করার পূর্ব সময়কে বুঝায়। অর্থাৎ বিয়ে করার পূর্বে একজন পুরুষ ও একজন নারীর কী কী করণীয় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ-

যথাসময়ে বিয়ে করা

বাংলা ভাষায় একটি প্রবাদ প্রচলিত 'সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়।' আবার বাউল কবি ফকির লালন শাহ্ তাঁর বিখ্যাত গানে লিখেছেন, 'দিন থাকতে দ্বীনের সাধন ক্যানে করলে না, সময় গেলে সাধন হবে না।' এসব প্রবাদ ও গানের কলির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, মানব জীবনের সব কিছুরই একটি উপযুক্ত ও মোক্ষম সময় আছে। ঐ সময় পেরিয়ে গেলে কাজের কাজ হয় না, সিদ্ধি লাভ করা যায় না, উপরন্তু আফসোস করতে হয়; যা সারা জীবনেও তার ক্ষতি পূরণ হয় না। মানব জীবনে বিয়ে যেহেতু এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, সেহেতু দাম্পত্য জীবন শুরু করারও একটি সময় ও বয়স রয়েছে। এর ব্যত্যয় ঘটলে অনেক সময় বিপত্তি দেখা দিতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যৌবন বয়সে কাউকে বিয়ে না করে থাকার অনুমতি দেননি। শিবলী নোমানী (র.) সহীহ বুখারীর বরাত দিয়ে বলেন, "একবার হযরত আবু হুরায়রা (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন নবীন যুবক। এমন সামর্থ নেই যে, বিবাহ করি। স্বীয় নফসের উপরও ইত্‌মিনান হতে পারছি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ রইলেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) পুনরায় একই আবেদন পেশ করলেন, এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চুপ রইলেন। তারপর তৃতীয়বার হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নিবেদন করলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, আল্লাহর হুকুম টলতে পারে না।"[১]

আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বেশি বয়সী লোক কম বয়সী মেয়েকে বিয়ে করে। এ অসামঞ্জস্য বন্ধনের কারণে পরবর্তীতে দাম্পত্য জীবনে সমস্যা দেখা দেয়। "অনেকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অজুহাতে বেশি বয়সে কম বয়সী মেয়েকে বিয়ে করে থাকে। এতে অনেক সময় সমস্যার উদ্ভব হয়। কারণ,এক সময় পুরুষ লোকটি বৃদ্ধ হয়ে যায়, যখন তার স্ত্রী থাকে ভরা যৌবন। তখন মহিলাটির বিপথগামী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। আর এ জন্য সংসারে বিরোধ সৃষ্টি হলে স্ত্রীকে দায়ী করা কোন বুদ্ধিমান সচেতন লোকের কাজ নয়।"[২] সুতরাং যথাসময়ে বিয়ে করা একজন সচেতন, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও মুমিন লোকের জন্য খুবই জরুরি। যথাসময়ে বিয়ে করার জন্য আল্লাহ পাকও তাকিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "এবং বিয়ে দাও তোমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীহীন ছেলেমেয়েদের আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিয়ের যোগ্য তাদেরও।"[৩]

এখানে যোগ্য বলতে উপযুক্ত সময় তথা যৌবন বয়স। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবক বয়সের লোকদের সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, "হে যুবক-যুবতীগণ! তোমদের মধ্যে যারাই বিবাহের উপযুক্ত হবে তাদেরই বিবাহ করা উচিত।"[৪] হাদীসে যুবক যুবতী কাদের বুঝানো হয়েছে, তার জবাবে ইমাম নববী লিখেছেন, "আমাদের লোকদের মতে যুবক-যুবতী বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা বালেগ-পূর্ণ বয়স্ক হয়েছে এবং ত্রিশ বছর বয়স পার হয়ে যায়নি তাদের।"[৫] আর এটিই হলো যথা সময়। হাদীসে যৌবন বয়সে বিয়ে করতে বলার কারণ হলো,বুড়োদের অপেক্ষা এই বয়সের লোকদের মধ্যেই বিয়ে করার প্রবণতা ও দাবি অনেক বেশি। যৌবন বয়সে যুবক-যুবতীর বিয়ে যৌন সম্ভোগের পক্ষে মধুময়, আকর্ষণীয় হয়, মুখের কথাও মিষ্টি লাগে এবং দাম্পত্য জীবন

১.আল্লামা শিবলী নোমানী (র.),*সীরাতুন্নবী* (স.), ঢাকা ঃ দি তাজ পাবলিকেশন হাউস, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ খ্রি, পৃ. ৭৫৫

২.ড.মোঃ শামছুল আলম, *দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায় ঃ কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি*, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ইসলামী আইন ও বিচার, অক্টোবর-ডিসেম্বর ঃ ২০১০ খ্রি, বর্ষ.৬ সংখ্যা.২৪,পৃ. ৪৬

৩.আল-কুর'আন, ২৪ঃ ৩২,وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, নভেম্বর,১৯৮৩ খ্রি,পৃ. ৯৩

৫.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.৯৪

Dhaka University Institutional Repository

সুখকর হয়,পারস্পরিক কথাবার্তা আনন্দদায়ক হয়,একে অপরের স্পর্শ আরামদায়ক অনুভূত হয় এবং পরস্পরে আলাদা থাকতে ভাল লাগে না। "যুবক বয়সে যেহেতু যৌন সম্ভোগের জন্যে মানুষকে উন্মুক্ত করে দেয়,এ কারণে তার দৃষ্টি যে কোন মেয়ের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে এবং সে যৌন উচ্ছৃঙ্খলায় পড়ে যেতে পারে। এজন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বয়সের ছেলেমেয়েকে বিয়ে করতে তাকিদ করেছেন এবং বলেছেনঃ বিয়ে করলে আর চোখ যৌন সুখের সন্ধানে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবে না এবং বাহ্যত তার কোন ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকবে না।"[৬] সুতরাং বিয়ের বয়স হলেই অভিভাবকের উচিত এটি স্থগিত না রাখা; বরং যথাসম্ভব শীঘ্র বিয়ে দেয়া আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হে আলী! তিনটি বস্তু কখনই মূলতবী রাখবে না ঃ নামায, যখন ইহার সময় হয়, জানাযা এবং কোন অবিবাহিত নারীর বিবাহ, যখন সে উহার উপযোগী জুড়ি পাইয়া থাকে।"[৭] হযরত ইবনে আব্বাস হ'তে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "হজ্জ না করা ও বিবাহ মূলতবী রাখার অনুমতি ইসলাম দেয় না।"[৮]

বিয়ের যোগ্যতা অর্জন

ছেলেমেয়ের বিয়ের যোগ্যতা অর্জন করলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে দেয়া অভিভাবকের দায়িত্ব। ইসলামে এর তাকিদও এসেছে। এই বিয়ে করার যোগ্যতা মোটামুটিভাবে দু'টি পর্যায় ধরা যায়-
১.শারীরিক ও মানসিক যেগ্যতা;
২.আর্থিক যোগ্যতা ।

শারীরিক যোগ্যতা হলো, বালেগ হওয়া তথা সঙ্গমে সক্ষম হওয়া। তবে বিয়ের বন্ধন ছোট বয়সেও ইসলামে বৈধ। কিন্তু ঘর বাঁধার জন্য পূর্ণ বয়স্ক হতে হবে। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি বলেছেন, "ইসলামের বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পিতার পক্ষে তার ছোট বয়সের মেয়েদের বিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ জায়েয-বৈধ, যদিও সে দোলনায় শোয়া শিশুই হোক না কেন। তবে তাদের স্বামীদের পক্ষে তাদের নিয়ে ঘর বাঁধা কিছুতেই জায়েয হবে না,যতক্ষণ তারা যৌন সঙ্গম কার্যের জন্যে পূর্ণ যোগ্য এবং পুরুষ গ্রহণ ও ধারণ করার সমর্থসম্পন্না না হচ্ছে।"[৯] তিনি আরও লিখেছেন, "বিয়ে বলতে যদি স্বামী-স্ত্রী যৌন মিলন ও তদুদ্দেশ্যে ঘর বাঁধা বোঝায়, তাহলে তা যে ছেলেমেয়ের পূর্ণ বয়স্ক (বালেগ) হওয়ার পূর্বে আদৌ সম্ভব হতে পারে না।"[১০] অন্যদের মতে যাহার সপ্নদোষ হয় না তাহার ক্ষেত্রে ১৭ বৎসর। ইমাম আবু হানিফার প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৯ বৎসর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৭ বৎসর। অপর মতে ১৮ বৎসর)।"[১১]

ইসলামী শরী'আতে বিবাহের ক্ষেত্রে কোন বয়স সীমা নেই। তবে জ্ঞান বুদ্ধির উন্মেষ ঘটলেই সাবালক হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আল্লাহ্ বলেন, "ইয়াতিমদের যাচাই করতে থাক, যতক্ষণ না তারা বিবাহযোগ্য হয়। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষ লক্ষ্য করলে তোমরা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন কর।"[১২] অন্য একটি হাদীসে আছে, "ইবন উমর (রা.) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধের সময় আমাকে (সৈনিক হিসেবে ভর্তির জন্য) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত করা হলো, তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন না। তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। পরবর্তী বৎসর কোন এক যুদ্ধে আমার পনর বৎসর হলে আমাকে পুনরায় উপস্থিত করা হলে তিনি আমাকে গ্রহণ করেন। এ হাদীসটি উমর বিন আব্দুল আজিজ এর নিকট উপস্থাপন করা হলে তিনি বলেন,বালেগ ও নাবালেগের মধ্যে এটিই

৬.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৪
৭.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.১৯৪
৮.প্রাগুক্ত পৃ.১৯৪
৯.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.১৩০
১০.মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.১৩১
১১.কুরতুবি, *আল-জামি লি-আহকামিল কুর'আন*, বৈরুতঃ ১৯৬৪ খ্রি. ৩য় ভলিয়ম, ৫ম পারা, পৃ.৩৫-৩৬/ বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,খ.১ম,পৃ.৫০৮
১২.আল-কুর'আন, ৪ঃ ৬ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً
أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً

Dhaka University Institutional Repository

হলো সীমারেখা।”[১৩] সুতারং সাবালকত্ব বা বালেগ বলিতে- (ক) কোন পুরুষের স্বপ্নদোষ বা ১৫ বৎসর বয়স হওয়া যাহা আগে সংঘটিত হয়; এবং (খ) কোন মহিলার ঋতুবর্তী বা গর্ভধারণক্ষম হওয়া অথবা ১৫ বৎসর বয়স হওয়া যাহা আগে সংঘটিত হয়; বুঝাইবে।”[১৪] এক্ষেত্রেও সঙ্গমে সক্ষম হতে হবে। যৌনকর্মে অক্ষম ব্যক্তি, পাগল, উন্মাদ, মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিবাহের অযোগ্য। তেমনি আর্থিকভাবেও একেবারে অসচ্ছল তারাও বিবাহের যোগ্যতা রাখে না। তারা কেবল যোগ্যতা অর্জন করেই বিবাহ কার্য সম্পাদন করেবে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, “যারা বিবাহ করতে অসমর্থ (আর্থিকভাবে) তারা যেন সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করে যে পর্যন্ত আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে সচ্ছল বানিয়ে দেন।”[১৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর্থিকভাবে অসচ্ছল যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, “আর যে ব্যক্তি বিয়ে করতে অক্ষম সে যেন সাওম পালন করে। কারণ সাওম তার যৌন ক্ষুধাকে অবদমিত রাখে।”[১৬] লেখকের ভাষায় বলতে হয়, ‘অভাব যখন দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়, ভালবাসা তখন জানালা দিয়ে পালিয়ে যায়।’ কারণ অভাবে প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা ও ভালবাসা আর অটুট থাকে না। “তখন নানামূখী বিপত্তি দেখা দেয়। আবেগ দিয়ে অনেক কিছু সম্ভব হলেও সুখী দাম্পত্য জীবন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আবেগ আর বাস্তবতা এক জিনিস নয়।”[১৭] সুতরাং বিয়েতে অসমর্থ বা অক্ষম ব্যক্তির এ দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। যদি বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, বিয়ে করলে অভাব অনটনে পড়বে, সাংসারিক জীবিকা অর্জনের তাগিদে অবৈধ পথ অবলম্বন করতে হবে, অথবা স্ত্রীর সাথে মিলনে অক্ষম, তাহলে তার বিয়ে করা জায়িয নেই। “এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদিও কথা শুরু করেছেন যুবকমাত্রকেই সম্বোধন করে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ের এ তাকিদকে নির্দিষ্ট করেছেন কেবল এমন যুবক-যুবতীদের জন্যে, যাদের বিয়ের সামর্থ আছে। বিয়ের সামর্থ মানে রতিক্রিয়া যৌন সম্ভোগ স্ত্রী সঙ্গম।”[১৮]

বৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন শুরু করা

আজকাল ছেলেমেয়েরা শারীরিকভাবে পরিপক্ক না হলেও বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে মানসিকভাবে পরিপক্ক হয়ে যায়। যাকে বলে ‘ইচরে পাকা’। তারা একে অপরকে চিনে জেনে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা। এ দিক থেকে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা একটু বেশি এগিয়ে। তারা একে বয়ফ্রেন্ড/গার্ল ফ্রেন্ড বলে চালিয়ে দেয়। পাশ্চাত্য সম্পর্কের মত এ সম্পর্ককে আর একটু এগিয়ে তারা লিভ টুগেদার করে, অনেক সময় দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এ সম্পর্কের মধ্যে তাদের মাঝে মনের মিল হয়ে গেলে বিয়েও করে। আবার সম্পর্কের অবনতি ঘটলে যা হবার তাই হয়, অর্থাৎ সরে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর ফল ভাল হয় না। “তারা বিয়ের পূর্বে একত্রে খায়, ঘুরাঘুরি করে, আড্ডা দেয়, তারপর বিয়ে করে। কখনও এতকিছুর পরও বিয়ে করে না। অর্থাৎ তাদের বিয়ের পূর্বেই অনেক অবৈধ কাজ সংঘটিত হয়ে যায়। এমনটি যেহেতু ইসলাম সমর্থন করে না; সেহেতু দাম্পত্য জীবনে তারা জীবনের হিসেব নিকেশ করে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে।”[১৯] এ জন্য তথাকথিত প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, রাগ-অনুরাগ, আবেগ-অনুভূতি, মান-অভিমান এসব কিছুই বিয়ের আগে নয়; বরং বিয়ের পরে। আর এটিই বৈধ সম্পর্ক। বিয়ের আগে এ ধরনের সম্পর্ক আপত্তিকর, অনৈতিক, অশোভন এবং নিছক বেহায়াপনা-শয়তানের কাজ বৈ কিছুই নয়। বিয়ের পূর্বে তথাকথিত ভালবাসা, যা পাশ্চাত্য ধাঁচে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা সম্পর্ক গড়ে তুলছে, তাতে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ ও পরকালের প্রতি যার ঈমান আছে, সে যেন কোন নারীর সাথে এভাবে নিভৃত একাকীত্বে মিলিত না হয়, তথায় কোন মুহাররম (পুরুষ বা মেয়ে) নেই। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে এ দু’জনের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকবে

১৩.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *জামে‘উততিরমিযি*, কিতাবুল জিহাদ,বাব-মাজাআ ফী হাদ্দি বুলুগির রাজুল ও *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ.৫০৯

১৪.সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল, ১৯৯৫ খ্রি. খ. ১ম,পৃ.৫০৯

১৫.আল-কুর’আন, ২৪ঃ ৩৩ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

১৬.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজাহ্ আল কাযবিনী, *আসসুনান লিবন মাজাহ*, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুন নিকাহ্, মা জা’আ ফি ফাদলিন নিকাহ্, বাব নং- ১

১৭.ড.মোঃ শামছুল আলম, *দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়: কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি*, ইসলামী আইন ও বিচার, অক্টোবর-ডিসেম্বরঃ ২০১০,বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৪, পৃ.৪৮

১৮.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.৯৪

১৯. ড.মোঃ শামছুল আলম, *দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়: কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি*, ইসলামী আইন ও বিচার, প্রাগুক্ত,পৃ.৪৮

Dhaka University Institutional Repository

শয়তান। আর শয়তানের কারসাজি তো সকলেরই জানা আছে।"[২০] তবে বিয়ের উদ্দেশ্যে কোন ছেলে কোন মেয়েকে ইশারা-ইংগিতে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে। আল্লাহ্ পাক বলেন, "তোমরা ইশারা ইংগিতে স্ত্রীলোকদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলে অথবা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখলে কোন গুনাহ হবে না। আল্লাহ জানেন যে,তোমরা তাদের সম্পর্কে আলোচনা করবে। তবে নিয়মানুসারে কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের কাছে কোন সংকল্প করবে না। জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও সহনশীল।"[২১]
ইমাম তাবারী তাঁর তাফসীরে ইশারা ইংগিতে বিয়ের প্রস্তাব সম্পর্কে কয়েকটি পদ্ধতির কথা লিখেছেন। "ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজন নারীকে তার অমুক অমুক গুণাবলীর জন্য পছন্দ করি। এভাবে সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ ভাষায় ইংগিত প্রদান করবে। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। প্রস্তাবকারী বলবে, তুমি খুব সুন্দরী। তোমার অবশ্যই চাহিদা আছে এবং তুমি তো কল্যাণ লাভ করতে যাচ্ছ। কাছেম ইবনে মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত। প্রস্তাবকারী বলবে,আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট। আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে আছি। আমি তোমাকে পছন্দ করি এবং এই ধরনের অন্যান্য উক্তি।"[২২]

তাফসীরে জালালাইনে ইংগিতে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, "কেউ কোন মহিলাকে বললো ঃ তুমি খুব সুন্দরী। কে পাবে তোমার মত মেয়েকে। তোমাকে অনেকেই পছন্দ করে।"[২৩] ইশারা ইংগিতের মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব দানের ব্যাখ্যায় ইবনুল আরাবী বলেছেন, সালাফীদের নিকট থেকে এ বিষয়ে বেশ কিছু বর্ণনা এসেছে। "একদল মনে করেন, ইংগিতের মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব কয়েক প্রকারে দেয়া যেতে পারে। এক. মহিলার অভিভাবককে বলবে যে, তার বিষয়ে আমাকে না জানিয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। দুই. কোন মাধ্যম ছাড়াই মহিলাকে ইংগিত প্রদান করবে। নিজেই যদি মহিলার কাছে এ বিষয়ে বলতে চায় তাহলে সে জন্য সাতটি শব্দ আছে..। তিন. এ মহিলাকে বলবে, তুমি খুব সুন্দরী, আমার স্ত্রীর প্রয়োজন, আল্লাহ্ তোমাকে একটি কল্যাণ দান করতে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে ইমাম মালেক যে মতটি পছন্দ করেছেন সেটি হলো প্রস্তাবক বলবে, আমি তোমাকে পছন্দ করি, তোমাকে ভালবাসার মত একজন লোক আছে। তোমার প্রতি আকৃষ্ট একজন আছে। আমার মতে কথাগুলো অত্যন্ত দৃঢ় ইংগিতসূচক এবং সুস্পষ্টতার অধিক নিকটবর্তী।"[২৪]

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (তোমরা ইংগিতে স্ত্রীলোকদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলে কোন গোনাহ হবে না) আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রস্তাবকারী বলবে, আমি বিয়ে করতে চাই, আমি চাই আমার জন্য একজন স্ত্রীলোক জুটুক।"[২৫] কিন্তু আমাদের দেশে যা হচ্ছে তা রুচিপূর্ণ নয়, বরং অশালীন, অশ্লীল। বিধর্মীদের কালচার অনুসরণ, যা ইসলাম কোনভাবেই সমর্থন করে না। হাদীসে আছে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কোন বেগানা নারীর হাত স্পর্শ করেননি।"[২৬] এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনে আরও এসেছে, "তোমরা যদি নবীর বেগমদের নিকট থেকে কোন জিনিস চাও, তাহলে পর্দার আরাল হতে চাইবে। তোমাদের ও তাদের পবিত্র রাখার জন্য এ এক উত্তম ব্যবস্থা।"[২৭] বিয়ের পূর্বেই ছেলেমেয়েরা বন্ধুর বোন, বান্ধবীর ভাই, দেশীয় ভাই-বোন, খালাত ভাই-বোন, ফুফাত ভাই-বোন, পাড়াত ভাই-বোন, বানাত ভাই-বোন ইত্যাদি সূত্রে পরিচিতি লাভ করে। এই সম্পর্কই এক সময় অবৈধ ও অশালীনতার জন্ম দেয়, যা অত্যন্ত বিপদজনক হয়ে দাঁড়ায়। এই অশ্লীল মাধ্যম প্রকারন্তরে শয়তানের কাজ ।

২০.ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল,*আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাতবা'আ আশশারকিল ইসলামীয়া, ১৮৯৫ খ্রি. ও অল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.২০০

২১.আল-কুর'আন, ২ঃ ২৩৫, وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

২২.আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ, *রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থট, নভেম্বর ২০০২ খ্রি. (হি. ১৪২৩) পৃ.২৪১

২৩. আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ, *রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪০

২৪. ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুর'আন*, খ.১, পৃ. ২১২,২১৩

২৫.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, *সহীহ বুখারী*, কায়রোঃ ১৩৪৫ হি. কিতাবুন নিকাহ, বাব-মহান আল্লাহর বাণী

২৬.সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৫.পৃ.২২৬

২৭.আল-কুর'আন, ৩৩ঃ ৫৩ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أ تُؤْذُوا

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ বলেন, "তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; নিশ্চয় সে তোমাদেও প্রকাশ্য শত্রু। সে তো কেবল তোদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহ সম্পর্কে যা তোমরা জান না এমন সব বিষয়ের নির্দেশ দেয়।"[২৮] আল্লাহ অন্যত্র বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে সে তো অশ্লীল ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়।"[২৯] অনেক সময়ে নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক বিয়ের সম্পর্কে পরিণত না হলে উভয়ই পরবর্তীতে সমাজে ধীকৃত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মানুষের মধ্যে সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট; যার অশ্লীলতার জন্য মানুষ তাকে ত্যাগ করে।"[৩০] সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র দাম্পত্যের জন্য পূর্বশর্ত বৈধ সম্পর্ক, অবৈধ নয়। এ ধরনের সম্পর্ক করা অশ্লীলতা। আর অশ্লীলতা করা হলে শয়তানের দাসত্ব করা হয়। কারণ যে সমস্ত জিনিসের মাধ্যমে সমাজ কুলষিত হয়, অশ্লীলতা তার মধ্যে অন্যতম।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন বিয়ে-শাদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দাম্পত্য জীবনের পরিধি যেমন ব্যাপক, তেমনি এর কলেবরও বিস্তৃত। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দৈহিক, পারিবারিকভাবে কোন ব্যবধান থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই দাম্পত্য জীবনে সমস্যা দেখা দেয়। এ কারণে বিয়ের পূর্বেই ভালভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা দরকার। দাম্পত্য জীবনে মিল-মহব্বত, প্রেম-ভালবাসা, পারিবারিক জীবনের মাধুর্যও সুখ-শান্তির জন্য বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখে নেওয়া জায়িয এবং উত্তম। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা বিয়ে কর সেই মেয়েকে,যে তোমাদের কাছে ভাল লাগে।"[৩১] (যে তোমার পক্ষে ভাল হবে) আয়াতে বিয়ের পূর্বে পাত্রীকে দেখে নেওয়া সম্পূর্ন হালাল করা হয়েছে। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ কোন মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবে তখন তাকে নিজ চোখে দেখে তার গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করে নিতে অবশ্যই চেষ্টা করবে, যেন তাকে ঠিক কোন্ আকর্ষণে বিয়ে করবে তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে।"[৩২]

এ হাদীসের প্রেক্ষিতে অনেক সাহাবী গোপনেও মেয়ে দেখত। মুসনাদে আহমাদ সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, "হযরত জাবির (রা.) একটি গাছের ডালে বসে থেকে প্রস্তাবিত কনেকে দেখে নিয়েছিলেন।"[৩৩] অন্য এক হাদীসে এসেছে, "হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, আমি একজন আনসারী মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "মেয়েটিকে দেখে নাও। আনসারীদের চোখে আবার সমস্যা থাকে।"[৩৪] ইমাম গায্‌যালী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সৌভাগ্যের পরশমণি' তে লিখেছেন, "বিবাহের পূর্বে কনে দেখিয়া লওয়া ভাল। কারণ, পূর্বে দেখিয়া পছন্দ করার পর বিবাহ হইলে দাম্পত্য জীবনে ভালবাসা জন্মিবার খুব আশা করা যায়। সন্তান লাভ এবং মন ও চক্ষুকে মন্দ কার্য হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে বিবাহ কেবল কামভাব চরিতার্থ করিবার জন্য বিবাহ করিবে না।"[৩৫] তাছাড়া বিয়ের উদ্দেশ্যে কনেকে দেখার কারণে বিয়ে করার সুযোগও সৃষ্টি হতে পারে। পবিত্র কুর'আনে এসেছে আল্লাহ বলেন, "যখন তিনি মাদায়েনের কুপের কাছে পৌঁছলেন, তখন দেখলেন বহু লোক তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের থেকে একটু দূরে দু'জন মহিলা তাদের পশুগুলোকে থামিয়ে রাখছে। মূসা (আ.) ঐ মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের অসুবিধা কি? তখন তারা বলল এ সব রাখাল তাদের পশুগুলোকে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের

২৮.আল-কুর'আন, ২ঃ ১৬৮-১৬৯, وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

২৯.আল-কুর'আন, ২৪ঃ ২১ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَا وَالْمُنكَرِ

৩০.ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *আসসহীহ্*, কিতাবুল বিরর,দিল্লীঃ আলমাকতাবা রশীদিয়া,খ্রি.১৯৫৬, হাদীস নং ৭৩

৩১.আল-কুরআন,৪ঃ ৩ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء

৩২.সুনানে *আবূদাউদ*, কিতাবুন নিকাহ/ মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, নভেম্বর, ১৯৮৩ খ্রি,পৃ.১২১

৩৩.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.১২১

৩৪.সম্পাদনা পরিষদ.*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অধ্যায়, পারিবারিক জীবন, পৃ ৩৯৭ *সহীহ*

৩৫.ইমাম গায্‌যালী, *সৌভাগ্যের পরশমণি*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৩ খ্রি.খ.২,পৃ, ৩২

Dhaka University Institutional Repository

পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারি না। আর আমাদের পিতা একজন অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি। এ কথা শুনে মূসা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিলেন এবং তারপর একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলেন এবং বললেন,হে আমার রব! তুমি যে কল্যাণই আমার জন্য নাযিল করবে আমি তারই মুখাপেক্ষী। কিছুক্ষণ পর তাদের একজন লজ্জা জড়িত অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে এসে মূসাকে বলল, আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন। আপনি আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিয়েছেন এ জন্য তিনি আপনাকে তার প্রতিদান দিতে চান। মূসা তার কাছে এসে তাঁর সমস্ত কাহিনী শুনালে তিনি বললেন, ভয় করো না, এখন তুমি জালিমদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছো। দু'মহিলার একজন বলল, হে পিতা তাঁকে আমাদের শ্রমিক হিসেবে রেখে দিন। শ্রমিক হিসেবে সেই উত্তম, সে শক্তিশালী ও বিশ্বাসী। তার পিতা তাঁকে বলল, তুমি এখানে আট বছর কাজ করবে এবং আমাদের দুই মেয়ের মধ্যে একজনের সাথে তোমাকে বিয়ে দিতে চাই । যদি দশ বছর পূর্ণ করো সেটি তোমার ইচ্ছা..।"[৩৬]

এ আয়াতে হযরত শু'আইব (আ.) এর একজন মেয়ের সাথে মূসা (আ.) বিয়ের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূল (স.) নিজেও কাউকে বিয়ের প্রস্তাব করতে চাইলে তা দেখে পছন্দ করে দিতেন। "আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বনু কুরাইযা ও বনু নাযীরের নেতা হুয়াই ইবনে আখতারের কন্যা সাফিয়াকে দাহিয়ার অংশে দেওয়া হয়েছে। সে তো আপনার ছাড়া আর কারো উপযুক্ত নয়। একটি বর্ণনায় আছে রাসূলের কাছে সবাই তার প্রশংসা করে বলতে লাগলো যে, তার মত আর কাউকে দেখিনি। তিনি বললেন, তাকে সহ দাহিয়াকে ডাক। সে তাকে নিয়ে আসলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখলেন। তিনি বললেন, এর পরিবর্তে বন্দীদের মধ্য থেকে অন্য কোন বন্দিনীকে গ্রহণ করো। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর নবী (স.) তাকে মুক্ত করে তাকে বিয়ে করলেন।"[৩৭] ইব্রাহীম ইবনে সা'দ তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মুহাজিরগণ মদীনায় আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুর রহমান এবং সা'দ ইবনে রাবীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন করে দিলেন। সে আব্দুর রহমানকে বললো, আনসারদের মধ্যে আমি সর্বাধিক ধন-সম্পদের মালিক। আমার সম্পদ দুই ভাগ করো। সে তাকে বললো, আমার দুই স্ত্রী আছে। তাদের মধ্যে সর্বাধিক পছন্দনীয় কে তা জানাও। আমি তাকে তালাক দেব এবং ইদ্দত পার হওয়ার পর তুমি তাকে বিয়ে করবে। আবদুর রহমান বলল আল্লাহ তা'আলা তোমার পরিবার ও সহায় সম্পদে বরকত দান করুন।"[৩৮] হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, বিয়ে করার ইচ্ছা থাকলে পুরুষের নারীর দিকে তাকানো জায়িয"[৩৯]

আবার তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা কোন স্ত্রীলোক ইদ্দতের পর বিয়ের জন্য নিজেকে তৈরি বা প্রস্তুত করার জন্য সাজগোজ করলে তাতে কোন গোনাহ হবে না। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করে তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। যখন তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে তখন তারা বিধিমত নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। তোমরা যা করো সে বিষয়ে আল্লাহ বিশেষভাবে অবহিত।"[৪০] এ আয়াতে বুঝা যায়, পাত্র-পাত্রী বিয়ের জন্য নিজেকে উপযুক্ত বা প্রস্তুত করার লক্ষ্যে সাজগোজও করতে পারবে। তবে বেহায়াপনার জন্য নয় এবং অশ্লীলভাবে নয়। "সুবাইআহ বিনতে হারিস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় তার স্বামী মারা যান। তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। তার মৃত্যুর পরপরই তিনি সন্তান প্রসব করলেন। নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর বিয়ের প্রস্তাবের জন্য তিনি সাজগোজ করেন। আব্দুস সানাবেল ইবনে বাকাক গিয়ে তাকে বললেন, আমি দেখছি তুমি বিয়ের প্রস্তাবের জন্য সাজগোজ করেছ। তুমি কি বিয়ে করতে

৩৬.আল-কুর'আন, ২৮ঃ২৩-২৭, وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِير

৩৭.আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাত,বাব-উরুদ্বেশ সম্পর্কে আলোচনা/ ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, ইস্তাম্বুলঃ কিতাবুন নিকাহ, বাব-নিজ দাসীকে মুক্ত করে বিয়ে করার মর্যাদা, খ.৪, পৃ. ১৪৬

৩৮.ইমমি বুখারী, *সহীহ বুখারী* ,প্রাগুক্ত, কিতাব- গুনাবলী, বাব- নবী (স.) কর্তৃক আনসার-মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি

৩৯.হাফেজ ইবনে হাজার, *ফতহুল বারী*, প্রকাশক মুস্তাফা আল হালাবী, কায়রোঃ খ. ১১, পৃ. ১৮

৪০.আল-কুর'আন, ২ঃ ২৩৪, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

চাও?..”[৪১] সার কথা হলো বিয়ে করতে আগ্রহী এবং স্ত্রীর ভরণ-পোষণে সক্ষম কোন মুসলিম যদি সৎ ও যোগ্য স্ত্রী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে মনোযোগ সহকারে কোন নারীর সৌন্দর্য অবলোকন করে তাতে দোষের কিছু নেই। এ ভাবে যখনই সে তার কাংখিত বস্তুটি দেখতে পাবে তখনই তাকে বিয়ের প্রস্তাব করতে পারে। এখানে অবস্থা ভিন্ন হলে আগ্রহী ব্যক্তির অবস্থাও ভিন্ন হবে। প্রস্তাবকারী তার পূর্বলব্ধ জ্ঞানে কিংবা অন্যান্যদের বাছাইয়ের ভিত্তিতে কোন নারীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেবে এবং সে অনুসারে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসবে।”[৪২]

পাত্রের গুণসমূহঃ “ওলী বা পিতা কন্যার ভবিষ্যত মঙ্গল ও উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিষ্ট ও সৎস্বভাব সম্পন্ন পাত্রের হস্তে কন্যা সম্পাদন করিবে। রুক্ষস্বভাব, কুৎসিত এবং স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করিতে অক্ষম ব্যক্তির নিকট কন্যা বিবাহ দিবে না। বংশমর্যাদা, আর্থিক অবস্থা, ধর্মপরায়ণতা, প্রভৃতি বিষয়ে পাত্রীকুলের সমকক্ষ না হইলে তদ্রুপ পাত্রে কন্যাদান সঙ্গত নহে। তদ্রুপ পাপাচারী ও ব্যভিচারীর নিকটও কন্যা বিবাহ দেওয়া সঙ্গত নহে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি স্বীয় কন্যাকে পাপাচারীর সহিত বিবাহ দেয় তাহার আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে।” [৪৩]

কুর’আন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, বিয়ের পূর্বে কনে দেখা বৈধ এবং সুন্নাতও বটে। তবে কতটুকু দেখা যাবে এ ক্ষেত্রে ইমাম গায্যালী পাত্র-পাত্রীর কয়েকটি গুণের কথা উল্লেখে করেছেন; যা সুন্নাত।

১.ধর্ম পরায়ণতা,
২.সৎস্বভাব,
৩.সৌন্দর্য,
৪.মোহর কম হওয়া,
৫.বন্ধ্যা না হওয়া,
৬.ধার্মীকতা ও পরহেজগারীর পরিপ্রেক্ষিতে পাত্রী কুলীন হওয়া
৭.পাত্রী কুমারী হওয়া,
৮.পাত্রী নিকট সম্পর্কের আত্মীয় না হওয়া।

এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, মুখমন্ডল ও হাত দেখা যেতে পারে এজন্য যে, মুখমন্ডল দেখলেই কনের রূপ-সৌন্দর্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব। আর হাত শরীরের গঠন ও আকৃতি বুঝিয়ে দেয়। কাজেই এর বেশী দেখা উচিত নয়।”[৪৪] একটি হাদীস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি মেয়েকে বিয়ে করার মনস্থ করেন। তখন তাকে দেখার জন্য অপর একটি স্ত্রীলোককে পাঠিয়ে দেন এবং তাকে বলে দেন যেন মারির দাঁত পরীক্ষা করে এবং উপরিভাগ পিছন থেকে ভালভাবে দেখে।”[৪৫] আসলে যেকোন কাজেরই সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে পরে আফসোস করতে হয় না। আর ভুল করলে এর মাশুলও দিতে হয়। “নির্বাচনে ভুল করিলে কেবল দম্পতির জীবনই ব্যর্থ হয় না; বরং ইহার কুফল সন্তান-সন্ততি এবং গোটা পরিবারের উপরও প্রতিফলিত হইয়া থাকে। পাত্র-পাত্রী নির্বাচন অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক এবং শুভাকাঙ্খী মুরব্বীগণের পরামর্শ ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ উচিৎ নহে।”[৪৬]

বর-কনে পছন্দের সময় দীনদারীকে প্রাধান্য প্রদান

বর্তমানে বাংলাদেশে পারিবারিক তথা দাম্পত্য সমস্যা একটি বার্নিং ইস্যু। দাম্পত্য কলহের অন্যতম কারণ হলো “মানুষ কখনো কখনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বিয়ের পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করে বা বিয়ে করে। অথবা বিয়েতে এমনসব

৪১.ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তালাক, বাব-গর্ভবতীর ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত/মুসলিম,*সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতবুত তালাক, বাব-গর্ভবতী ও অন্যান্য নারীর ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত খ. ৪, পৃ.২

৪২.আব্দুল হালীম আবূ শুক্কাহ, *রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৮

৪৩.ইমাম গায্যালী, *সৌভাগ্যের পরশমণি*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,জুন ১৯৯৩ খ্রি.খ.২,পৃ, ৩৪-৩৫

৪৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.১২৩

৪৫.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.১২৪

৪৬.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউনেডশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫ খ্রি পৃ. ১৮৭

বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দেয় যা পরিশেষে জীবনকে দুর্বিসহ ও বিষময় করে তোলে।"[৪৭] বিয়েতে কোন্ ধরনের পাত্র-পাত্রী প্রাধান্য দেওয়া দরকার সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট ইসলামে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "চারটি বৈশিষ্ট্যের কারণে সাধারণত কোন মেয়েকে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ, তার সৌন্দর্য, তার বংশ মর্যাদা এবং তার দীনদারী। তবে তোমরা তার দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দাও।"[৪৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, "তোমরা কেবল নারীর বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য দেখেই বিয়ে করবে না। কেননা তাদের এ রূপ-সৌন্দর্য তাদের নষ্ট ও বিপথগামী করে দিতে পারে। তাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখেও বিয়ে করবে না। কেননা ধনসম্পদ তাদের বিদ্রোহী ও দুর্নীতি বানিয়ে দিতে পারে। বরং বিয়ে কর নারীর দ্বীনদারী গুণ দেখে। মনে রাখবে, কৃষ্ণকায়া দাসীও যদি দ্বীনদার হয়, তবুও সে অন্যান্যদের তুলনায় উত্তম।"[৪৯]

আজকাল পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা হয়, কে কত সুন্দর-সুদর্শন, উচ্চতর ডিগ্রি, লোভনীয় চাকুরী, কার কত টাকা-পয়সা আছে, সে চাকুরী বা টাকা হোক অবৈধ বা ঘুষের-সুদের, তাতে কিছু আসে যায় না। অথবা যাকে বিয়ে করলে যৌতুক বেশী পাওয়া যাবে, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এটিই বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এ কারণেই দাম্পত্য জীবনে এত সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রে দ্বীনদারীকে সবার শেষে অথবা সেকেলে বলে চালিয়ে উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য করা হয়। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনদারীকে অধিক গুরুত্ব দিতে বলেছেন। কারণ একজন দ্বীনদারী রমণীই সংসারের সুখী দম্পতির পরিচায়ক। এ জন্য বলা হয়, সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। তাই সংসার সুখের করার জন্য সতী নারীর গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ ভীতির পর মুমিন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয় সতী স্ত্রীর মাধ্যমে।"[৫০] দাম্পত্য জীবনে অশান্তি -শান্তি নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর সততার উপর। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা সৎ পুরুষ ও নারীদের বিয়ে কর।"[৫১] সৎ ও ভাল মানুষ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বড় সম্পদ। সে নারী হোক অথবা পুরুষ হোক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"সৎ নারী জগতের সবচেয়ে উত্তম সম্পদ।"[৫২] অন্য হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, "সৎ নারীর চেয়ে উত্তম কোন সম্পদ হতে পারে না।"[৫৩]

হাদীসে সৎ স্ত্রীকে সৌভাগ্য আর অসৎ স্ত্রীকে দুর্ভাগ্যের প্রতীক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আদম সন্তানের সৌভাগ্য তিনটি আর দুর্ভাগ্য তিনটি। আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য হলো; অসৎ স্ত্রী, মন্দ বাসস্থান ও মন্দ বাহন।"[৫৪] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "আল্লাহ যাকে সৎ স্ত্রী প্রদান করেন; তাকে দ্বীনের অর্ধেক দিয়ে সাহায্য করেন। অতএব সে যেন দ্বীনের অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে।"[৫৫] প্রকৃতপক্ষে সুখ-শান্তির ভিত যে কুর'আন হাদীস তা মানুষকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষ যেন বুঝেও না বুঝার ভান করে অথবা বুঝে শুনেই সমস্যায় জড়িয়ে পড়ছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে সতী নারীর বর্ণনা দিয়েছেন। "বাস্তবিকই ধর্মপরায়ণা স্ত্রীগণ ইসলাম হ'তে প্রাপ্ত শিক্ষা দ্বারা স্বামী সোহাগিনী, বিনীতা, শিষ্টাচারিণী, ন্যায়পরায়ণতা ও সতী-সাধ্বী ইত্যাদি সৎগুণের অধিকারিণী হয়ে সুখের সংসার গড়ে তুলতে পারে। কাজেই রাসূলের উপদেশ ও নির্দেশ মোতাবিক ধর্মপরায়ণা নারীকে বিয়ে করা উচিত।"[৫৬]

৪৭.ড.মোঃ শামসুল আলম,*দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়: কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি*, ইসলামী আইন ও বিচার, ত্রৈমাসিক পত্রিকা,বর্ষ সংখ্যা - ২৪, পুরানা পল্টন, ঢাকা ঃ অক্টোবর_ ডিসেম্বর ঃ ২০১০ খ্রি.পৃ.৪৬

৪৮.ড.মোঃ শামসুল আলম, *দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়: কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি*, প্রাগুক্ত,পৃ.৪৬

৪৯.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.১০৭

৫০.ইমাম ইবন মাজা আলকাযবীনী,*আসসুনান লিবন মাজা*, কিতাবুন নিকাহ্,বাব-আফদালুন নিসা, দেওবন্দ ঃ আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৯৬৫ খ্রি.

৫১.দারেমী. *আসসুনান*, কিতাবুন নিকাহ, বাব নং-১, বৈরুতঃ দারু ইহইয়ায়িস্ সুন্নাতিন নাবাবিয়া, খ্রি.১৮৭৬

৫২.ইমাম মুসলিম,*আস্সহীহ্*,কিতাবুর রিদা,বাব-খাইরু সাতিহাদ্ দুনিয়া আল মার'আতুস্ সালিহা,দিল্লিঃ আলমাকতাবা রশীদিয়া,১৯৫৬ খ্রি

৫৩.ইমাম ইবন মাজা,*আসসুনান লিবন মাজা*,কিতাবুন নিকাহ,বাব-আফদালুন নিসা,দেওবন্দঃ আলমাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৯৬৫ খ্রি.

৫৪.সায়্যিদ আস্ সাবিক, *ফিকহুস্ সুন্নাহ্* বৈরুতঃ দারুল ফিকহ, ১৯৮৩ খ্রি. খ.২,পৃ.৯

৫৫.সায়্যিদ আস্ সাবিক, *ফিকহুস্ সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.৯

৫৬.মুহাম্মদ আবুল বাশার, *মুসলিম পারিবারক আইন কানূন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,জুন ১৯৯৭ খ্রি,পৃ.৬০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিধি মুতাবিক বিয়ে করা

ইসলামে বিয়ের ব্যাপারে এমন কিছু নিয়ম-নীতি প্রচলিত আছে, যেগুলো মেনে চললে উক্ত বিয়েতে বরকত ও শান্তি আসে। যেমন বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপদেশমূলক ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতা আবৃত্তি, গযল পরিবেশন ও সীমিত আনন্দ স্ফুর্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর অতিরিক্ত করতে গেলেই সমস্যার দরজা খুলে যেতে পারে। বর্তমানে আমাদের দেশে ইসলামী আইন ও শিক্ষায় অজ্ঞ হওয়ার কারণে আনন্দ অনুষ্ঠান নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও পাপানুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে। "হিন্দুদের দেখাদেখি স্ত্রীকে মোহরানা প্রদানের পরিবর্তে পাত্র পক্ষ যৌতুকের নামে মোটা অংকের টাকা ও জিনিসপত্র আদায় করে। এটা শরী'আতে জায়িয নয়।"[৫৭]

এছাড়া অর্থের অপচয়, আঁড়ম্বরপূর্ণ খানাপিনার ব্যবস্থা, ব্যান্ডপার্টির আয়োজন, বিয়ের পূর্ব রাতে বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদের নিয়ে আসর বসানো, মাইক ও ক্যাসেট প্লেয়ার বাজিয়ে অশ্লীল গান-বাজনা, নর্তক-নর্তকী যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশার কারণে একটি বরকতপূর্ণ সুন্নতি কাজ পাপানুষ্টানে পরিণত হচ্ছে। "ইদানিং বিয়েতে অনেক অনাকাঙ্খিত বিষয় অনুপ্রবেশ করেছে। জটিলতা যেন দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এখন ব্যাপারটি এমন দাঁড়িয়েছে যে, যেন এসব না হলে বিয়েই হবে না। যেমন গায়ে হলুদ, খাওয়ার পর হাত ধুইয়ে দেয়া ইত্যাদি। এসব করে বিয়েকে অযথা জটিল করে ফেলা হয়েছে।"[৫৮]
বিয়ের অনুষ্ঠানে সামান্য আনন্দ-স্ফুর্তি করা ইসলামে বৈধ। "আয়িশা বর্ণনা করেন যে, তিনি জনৈক আনসারের বিয়ের কন্যা হিসেবে একটি (ইয়াতিম) মেয়েকে সাজিয়ে দিলে নবী (স.) বললেনঃ হে আয়িশা! বিয়ে উপলক্ষে তুমি কি কোন আনন্দ-স্ফুর্তির ব্যবস্থা করনি? (দফ বাজিয়ে আনন্দ করা) কারণ আনসাররা তা পছন্দ করে।"[৫৯] ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে যে, মাহলাব বলেছেন, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দফ বাজিয়ে এবং নির্দোষ গান গেয়ে বিয়ের ঘোষণা বৈধ এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে মুবাহ এর সীমা অতিক্রম করে না এমন খেল তামাশা ও আনন্দ-স্ফুর্তির ব্যবস্থা থাকলেও সেখানে ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান বর-কনের কাছে যেতে পারেন।"[৬০] "আয়িশা থেকে বর্ণিত। নবী (স.) কোন এক বিবাহ অনুষ্ঠনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে আনসার মহিলারা নিচের কথাগুলো গাইছিলঃ 'আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছে একটি মেষ আমাদের ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করো নিজেকে। অবস্থান করো তোমার স্বামী নির্জন প্রান্তরে আর তুমি জান আগমীকাল কি হবে।' রাসূল (স.) বললেন আগামীকাল কি হবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।"[৬১] অন্য আরও একটি হাদীসে আছে, বিবাহে দফ বাজানো ও গান গাওয়া হচ্ছে হালাল ও হারামের মাঝে ব্যবধান।"[৬২]

বর্তমানে ইসলামী সমাজে যে ধরনের আধুনিক বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে, ব্যান্ড পার্টি, ইত্যাদি নিয়ে আনন্দ অনুষ্টান করা হচ্ছে এগুলো ইসলামী কৃষ্টি ও পদ্ধতি নয়। এসব অবশ্যই পরিত্যজ্য। বিয়ের ব্যাপারে আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, সামর্থের বাইরে মোহরানা ধার্য করা হচ্ছে। যেমন, একজনের সামর্থ আছে ৫০ হাজার টাকার অথচ ধরা হচ্ছে, ৫ লক্ষ টাকা। আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এসব মোহরানা বাকী রাখা হচ্ছে। কিন্তু মোহরানা নগদ দেওয়াই উত্তম। এ ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তুলনামূলক সহজ বিয়েই সর্বোত্তম বিয়ে।"[৬৩] ইসলামী পদ্ধতির আরও একটি বিধি বা রীতি হলো, বিয়ের পর ওলিমার আয়োজন। এটি বর পক্ষের জন্য সুন্নাত আর কনে পক্ষের জন্য উত্তম। এটি বিয়ে অনুষ্ঠান প্রচারের দ্বিতীয় পন্থা। এ অনুষ্ঠানে ছেলে ও মেয়ে উভয়ই করতে পারে। ওলিমা শব্দের অর্থ হলো একত্রিকরণ। অর্থাৎ বিয়ে উপলক্ষে দু'পক্ষের আত্মীয় স্বজনদের একত্রিত করা হয় এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

৫৭.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০০ খ্রি. পৃ.৪০৬
৫৮.ড.মোঃ শামছুল আলম, *দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়: কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি*, ইসলামী আইন ও বিচার, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯
৫৯.ইমাম বুখারী,*সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত,কিতাবুন নিকাহ, বাব-যে মেয়েরা নববধুকে বাসর ঘরে পাঠায় এবং বরকতের জন্য দোয়া করে
৬০.আব্দুল হালীম আবূ শুক্কাহ, *রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, ঢাকাঃ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব ষ্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন্স ও ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থট্স, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ খ্রি, খ. ২, পৃ. ২৫০
৬১.ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী* ,প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, বাব-বিবাহ ও ওলিমা অনুষ্ঠানে দফ বাজানো
৬২.*সহীহ আল জামে' আসসাগির*, হাদীস নং ৪০৮২/ *রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনাতা*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫০
৬৩.ইমাম আবু দাউদ,*আস্সুনান*, কিতাবুন নিকাহ,বাব-ফীমান তাজাওয়াজা ও লামইউ সাম্মিলাহা সিদকান...দিল্লিঃ আল মাকতাবা আল মজীদী, ১৩৫৫ খ্রি.

শরী'আতের দৃষ্টিতে বিয়ে অনুষ্ঠানের সময়কালীন আয়েজিত খানা, যার জন্য লোকদের দাওয়াত দেওয়া হয়। বাংলাদেশে এটিকে 'বৌভাত' অনুষ্ঠান বলা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ওলিমার ব্যবস্থা করেছেন এবং সাহাবীদেরকেও ওলিমা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আব্দুর রহমার বিন আওফ যখন বিয়ে করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, "আল্লাহ এ কাজে তোমাকে বরকত দিন। এখন তুমি একটি বকরি দিয়ে হলেও ওলিমার যিয়াফত কর।"[৬৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বিয়েতে বেশ ভালভাবে ওলিমার ব্যবস্থা করেছিলেন। "হযরত আনাস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যায়নব বিনতে যাহাসকে বিয়ে করে ঘর বাঁধলেন, তখন তিনি লোকদের রুটি ও গোশত খাইয়ে পরিতৃপ্ত করে দিয়েছিলেন।"[৬৫]

সুতরাং ওলিমা তথা বৌভাত আয়োজন করা যেমন একদিকে বিয়ের প্রচার, অপরদিকে নবীর সুন্নাতও বটে। ইসলামে ওলিমার দাওয়াতে ধনী-গরীব, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকে দাওয়াত করতে হবে। কিন্তু বর্তমানে এ অনুষ্ঠানটি এমন হয়েছে যে, শুধু বেছে বেছে ধনীদের দাওয়াত করা হয়; যাতে তাদের কাছ থেকে ভাল ভাল উপহার পাওয়া যায়। ইসলামে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, "যে ওলিমা (বৌভাত) অনুষ্ঠানে কেবল ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয় এবং গরীবদের উপেক্ষা করা হয়, সেই ওলিমার খাদ্য সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট খাদ্য।"[৬৬]
বৌভাতে দাওয়াত করা যেমন জরুরি,তেমনি দাওয়াতী মেহমানদের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করাও জরুরি। বিয়ের ভোজের দাওয়াত কবুল করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করা ত্যাগ করেছে, সে আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যাচরণ করেছে।"[৬৭] অন্য আরও একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সেই ওলিমার ভোজই নিকৃষ্টতম, যেখানে গরীবদের বাদ দিয়ে কেবল ধনীদের দাওয়াত করা হয়। আর যে ব্যক্তি ওলিমার দাওয়াত কবুল করল না, সে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (স.) এর নাফরমানী করল।"[৬৮] "তবে ফাসিক ব্যক্তির অনুষ্ঠানে যেখানে শরী'আত বিরোধী কার্য-কলাপ-অশ্লীল নাচ-গান, বাদ্য-বাজনা, নারী-পুরুষের অবাধ অংশগ্রহণে ভিডিও প্রদর্শন ইত্যাদি হয়; সেখানে অংশগ্রহণ না করা জায়িয।"[৬৯]

আল্লাহর নিদর্শন ও মহানবীর সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ

দাম্পত্য জীবন গঠন কোন রেওয়াজ, রসম বা কোন রীতি-নীতি নয়। এটি আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও নিদর্শনের একটি অংশ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।"[৭০] আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন, "এবং বিয়ে দাও তোমাদের মধ্যে জুড়িহীন ছেলেমেয়েদের আর তেমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিয়ের যোগ্য তাদের।"[৭১] "এ আয়াতে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে। ইসলামী মনীষীদের মতে, প্রত্যেক সামর্থবান (যোগ্য) ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়া ওয়াজিব।"[৭২] আবু আইউব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নবী-রাসূলগণের সুন্নাত চারটি ঃ লজ্জাবোধ,সুগন্ধি ব্যবহার,মিসওয়াক এবং বিয়ে করা।"[৭৩] অন্য আরও একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমাদের সুন্নাতের মধ্যে অন্যতম হলো, বিয়ে।"[৭৪]

৬৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৬৩
৬৫.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.১৬৩
৬৬. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অধ্যায়, পারিবারিক জীবন, পৃ.৪০৬
৬৭.*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ জুন ২০০০ খ্রি.পৃ.৪০৬
৬৮.আব্দুল খালেক,*নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত,পৃ.-২১৮
৬৯.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৮
৭০.আল-কুর'আন,৫১ঃ৪৯ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
৭১.আল-কুরআন, ২৪ঃ৩২, وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
৭২.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.৯৩
৭৩.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাতবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি.খ.৫,পৃ.৪২১
৭৪.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত,খ.৫,পৃ.৫৫,৫৬

পবিত্র কুর'আন হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, বিয়ে আল্লাহর নিদর্শন ও নির্দেশ এবং নবীগণের সুন্নাত। তবে বিয়ের হুকুম নির্ভর করে ব্যক্তির দৈহিক, আর্থিক সামর্থ বা যোগ্যতার উপর। তার এ হুকুম সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তাই ইসলামী চিন্তাবিদগণ অবস্থাভেদে বিয়ের হুকুমকে কয়েকভাগে ভাগ করেছেন।

ফরযঃ
১.যদি কেউ বিয়ে না করলে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে বলে নিশ্চিত আশংকা থাকে;
২.ব্যভিচার থেকে বাঁচার জন্য রোযা রাখতেও সে অক্ষম;
৩.বাঁদী গ্রহণের সুযোগ নেই, এবং (বর্তমানে এটি প্রযোজ্য নয়)
৪.সে বৈধ পন্থায় স্ত্রীর ভরণ- পোষণ করতে সক্ষম, এমন ব্যক্তির বিয়ে করা ফরয।

ওয়াজিব ঃ বিয়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণ আছে, ব্যভিচারে আক্রান্ত হওয়ার ভয় আছে; কিন্তু ব্যভিচারে পড়েই যাবে এমন বিশ্বাস নেই, অধিকন্তু হালাল অর্থে স্ত্রীর মোহর ও ভরণ-পোষণ করতে সক্ষম, এমন ব্যক্তির জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব।

সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ঃ বিয়ের প্রতি আকর্ষণ আছে, তবে এ কারণে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কোন আশংকা নেই, এমন ব্যক্তির জন্য বিয়ে করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

হারাম ঃ যদি ইয়াকীন ও বদ্ধমূল বিশ্বাস থাকে যে, বিয়ে করলে তাকে অন্যায়ভাবে অন্যের প্রতি যুলুম ও নিপীড়ন করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে, তাহলে এ ক্ষেত্রে বিবাহ করা হারাম। কেননা বিবাহের উদ্দেশ্য হলো রিপুকে পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখা ও পুণ্য অর্জন করা।

মাকরুহ ঃ যদি বিয়ের কারণে অন্যের প্রতি যুলুম অত্যাচার করবে বলে ভয় হয় (ইয়াকীনের পর্যায় না হয়) তাহলে বিয়ে করা মাকরুহে তাহরিমী।

মুবাহ ঃ বিয়ের প্রতি ঝোঁক আছে, তবে না করলে ব্যভিচারী হয়ে পড়বে এমন কোন আশংকা নেই এটিই মুবাহ। এ ক্ষেত্রে যদি নিজেকে পাপমুক্ত রাখা কিংবা মানব বংশ বৃদ্ধির নিয়্যত করে তাহলে বিয়ে করা সুন্নাত বলে বিবেচিত হবে। এখানে মুবাহ এবং সুন্নাতের পার্থক্য নিয়্যতের উপর নির্ভশীল।"[৭৫]

বর-কনে উভয়েরই সম্মতি প্রদান

ইসলামে কোন ব্যাপারেই জোড়-জবরদস্তির স্থান নেই। বিয়ে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সুতরাং এর উপর ভবিষ্যত জীবনের অনেক কিছু নির্ভর করে। কারো আবদার, মন রক্ষা, বা কারো চাপে বিয়ে করা উচিত নয়। এতে করেও অনেক সময় দাম্পত্য জীবনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ জন্য বিয়ের পূর্বেই কনেকে দেখে নেওয়ার ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। তাতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, বিয়ের ব্যাপারে শরী'আতের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে পুরুষের পক্ষে ভাবী স্ত্রী এবং মেয়েদের পক্ষে ভাবী স্বামীকে বাছাই করার অর্থাৎ মনোনীত করার স্থায়ী অধিকার রয়েছে। পবিত্র কুর'আন মাজীদে আল্লাহ পাক বলেছেন, "বিয়ে কর যেসব মেয়ে লোক তোমাদের ভাল লাগে।"[৭৬] কনে নির্বাচন করা যেমন পুরুষকে দেওয়া হয়েছে, তেমনি পুরুষ নির্বাচন করার অধিকার কনেকে দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পুরুষকে একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়নি। পুরুষ যেমন নিজের দিক দিয়ে বিচার-বিবেচনা করে কনের ব্যাপারে তেমনি কনেও বুঝে-শুনে একজনকে স্বামীরূপে বাছাই করবে। বিয়েতে আগ্রহী ছেলেমেয়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, মতামত, পছন্দ-অপছন্দ, মনোনয়ন এবং অভিমত বা সমর্থন ব্যক্ত করার গুরুত্ব সর্বজন স্বীকৃত। ইসলামী শরী'আতও উপযুক্ত বয়সে ছেলেমেয়েকে অন্যান্য কাজের ন্যায় বিয়ের ব্যাপারে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। "পিতা-মাতা ও অন্যান্য নিকটাত্মীয় লোকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে পরামর্শ অবশ্যই দেবে; কিন্তু তাদের মতই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ও একমাত্র শক্তি তা হতে পারে না। তারা নিজেদের ইচ্ছামতই ছেলেমেয়েদের কোথাও বিয়ে করতে বাধ্য করতে পারে না। বয়স্ক ছেলেমেয়েদের বিয়ে তাদের স্পষ্ট মত ছাড়া সম্পন্ন হতেই পারে না।"[৭৭] এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট ও জোড়ালো ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "পূর্বে বিবাহিত এখন জুড়িহীন ছেলেমেয়েদের বিয়ে হতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের কাছ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাবে এবং পূর্বে

---

৭৫. আল-ফিকহ মাযাবিহিল আরবা'আ,খ. ৪,পৃ.৬, ও *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৬
৭৬.আল-কু'আন, ৪ঃ ৩ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء
৭৭.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের বিয়ে হতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের স্পষ্ট অনুমতি পাওয়া যাবে। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার অনুমতি কিভাবে পাওয়া যাবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জিজ্ঞাসা করার পর তার চুপ থাকাই তার অনুমতি।"[৭৮] মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "পূর্বে অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের বিয়েতে মত জানানোর ব্যাপারে তাদের অলী (অভিভাবক) অপেক্ষা বেশি অধিকার রাখে। আর পূর্বে অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের নিকট তাদের পিতা বিয়ের মত জানতে চাইল, তবে তাদের চুপ থাকাই তাদের অনুমতিজ্ঞাপক।"[৭৯]

অতএব অভিভাবকদের কর্তব্য যে, ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে তাদের মতামত জেনে নেওয়া এবং তারপরই কেবল বিয়ের আলোচনা বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আরও এসেছে, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য নারীদের জোর করে অধিকারভূক্ত করা জায়িয নেই।"[৮০] আয়াতে প্রমাণ হয় যে, বিয়েতে নারী পুরুষ উভয়ের সম্মতি প্রয়োজন। এটি আবশ্যক যে, নর নারী উভয়কে বিয়েতে সম্মতি দিতে হবে, এমনকি পিতাও তার কন্যার অসম্মতিতে জোর করে বিয়ে দিতে পারবে না। সহীহ আল-বুখারীর ৭নং ভলিয়মের ৪৩ নং অধ্যায়ে ৬৯ নং হাদীসে বলা হয়েছে, এক নারীর অসম্মতিতে তার পিতা তাকে বিয়ে দিয়েছিল। সে এ ব্যাপারে মহানবীর নিকট গেল,মহানবী তার বিয়ে বাতিল করে দিলেন। ইবন হাম্বল এর আল-মুসনাদে ২৪৬৯ নং হাদীসে এসেছে, এক কন্যাকে তার পিতা তার অসম্মতিতে বিয়ে দেন। কন্যা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নিকট পেশ করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে বিয়ে বাতিলও করতে পার অথবা বহাল রাখতেও পার। অর্থাৎ নারী পুরুষ উভয়ের সম্মতি দরকার।"[৮১] "সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিজেকে আপনার কাছে সমর্পণ করতে এসেছি (অর্থাৎ বিয়ের প্রস্তাব করছি).. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃষ্টি তার দিকে প্রসারিত করলেন। তারপর ওপরে নিচে তাকিয়ে আপাদমস্তক ভাল করে দেখলেন এবং তাঁর মাথা নিচু করলেন। মহিলা যখন দেখল তার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দিলেন না, তখন সে বসে পড়ল। একজন সাহাবী তখন বললেন হে আল্লাহর রাসূল! আপনার যদি প্রয়োজন না হয় তাহলে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমার কি কিছু আছে? তিনি বললেন না, তিনি বললেন তোমার কি কোন কুর'আনের কিছু জানা আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এর বিনিময়ে তোমাকে তার মালিক বনিয়ে দিলাম।"[৮২]

হাদীস থেকে জানা যায়, এ প্রস্তাবে নবীজী তাকে দেখে পছন্দ করেননি জন্য তার বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। পরক্ষণেই অন্য সাহাবীর পছন্দ হওয়ায় এবং মহিলারও আপত্তি না থাকায় উভয়ের মধ্যে বিয়ে সংঘটিত হয়। আবার অন্য একটি হাদীসে এসেছে, "সাহল ইবনে সা'দ হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (স.) এর কাছে আরবের এক মহিলার কথা বলা হলে তিনি ঐ মহিলার কাছে লোক পাঠালেন এবং তাকে ডেকে আনার জন্য আবূ উসায়েদ সা'য়েদীকে নির্দেশ দিলেন। তিনি তার কাছে একজনকে পাঠালেন। সেই মহিলা এসে বনী সা'য়েদা গোত্রের দূর্গে উঠলো। নবী (স.) ঐ মহিলার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং তার কাছে গেলেন। তিনি দেখলেন সে মাথা নিচু করে বসে আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে কথা বললে সে বলে উঠলো, আমি তোমার থেকে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিলাম। লোকজন তাকে বলল, ইনি কে তুমি জান? সে বলল না, লোকেরা বলল উনি আল্লাহর রাসূল। তিনি তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব করতে এসেছিলেন। সে তখন বললো, আমি খুবই হতভাগী।"[৮৩]

৭৮.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.১৩৯

৭৯.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.১৩৯

৮০.আল-কু'আন,৪ঃ ১৯ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن

৮১.ডা. জাকির নায়েক, *লেকচার সমগ্র*,প্রাগুক্ত, *খ. ১, পৃ. ১৮৩*

৮২.ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুন নিকাহ, বাব, বিয়ের পূর্বে কোন মহিলার দিকে তাকানো, ও ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, নিকাহ, বাব মোহরানা ও মোহরানা বাবদ কুর'আন শিক্ষা দেওয়া, খ.৪,পৃ. ১৪৩

৮৩.ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল আশরিবা, বাব-নবী (স) এর পেয়ালা থেকে পান করা / *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল আশরিবা, বাব-কড়া হয়নি এমন নাবীয বৈধ হওয়া, খ.৬, পৃ. ১০৩

হাদীসে এসেছে, "পিতা তার বালেগা কন্যাকে তার অসম্মতিতে বিবাহ দিলে এই বিবাহ বৈধ নয়। আনসার বংশীয় খিদমার বিধাবা কন্যা খানসা বর্ণনা করেন, তার পিতা তাকে এমন এক বিবাহ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি সম্মত ছিলেন না। তৎপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালে তিনি এই বিবাহ অবৈধ বলে ঘোষণা করেন।"[৮৪] "কাসেম থেকে বর্ণিত। জ'ফর তনয়ের এক কন্যা আশংকা করলেন, তার অসম্মতি সত্ত্বেও অভিভাবক তাকে বিবাহ দেবেন। তখন তিনি এ ব্যাপারে ফায়সালার জন্য জারিয়াহ তনয় আব্দুর রহমান ও মুজাম্মা নাম্মী দু'জন বয়বৃদ্ধ আনসারীর নিকট লোক পাঠালেন। তারা তাঁকে বললেন তোমার ভয় নেই। খানসা বিনতে খিদমাহ'র ব্যাপারেও এরূপ ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর পিতা তার অসম্মতিতে বিবাহ দিয়েছিল। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে বিবাহ বাতিল করেছিলেন।"[৮৫]

আরও একটি হাদীসে আছে "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। মুগীছ নামে একজন ক্রীতদাস বারীরার স্বামী ছিল। আমি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছি, সে বারীরার পিছনে কেঁদে কেঁদে ঘুরছিল। তার অশ্রুতে দাঁড়ি ভিজে যাচ্ছিল। তখন রাসুল (স.) আব্বাস কে ডেকে বললেন, আপনি বারীরার প্রতি মুগীছের ভালবাসা আর মুগীছের প্রতি বারীরার অনীহা দেখে আশ্চর্য হচ্ছেন না? তিনি বারীরাকে ডেকে বললেন, তুমি যদি পুনরায় মুগীছকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে। তখন বারীরা বললেন হে আল্লাহর রাসূল এটি কি আপনার আদেশ ? রাসূল বললেন না এটি আমার সুপারিশ। বারীরা বললেন, তার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই।"[৮৬] নারী পুরুষের জীবনের বৃহত্তর ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে বিয়ে। ইসলাম তাতে উভয়কে যে অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়েছে তা বিশ্বমানবতার প্রতি এক বিরল অবদান এতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু বড় দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমান অধপতিত পঁচনধরা এবং বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজে ছেলেমেয়েদের এ অধিকার ও স্বাধীনতা বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর নয়। নারীদের স্বভাব, গতিবিধি ও বুদ্ধিমত্তা পরিপক্ব নয়। বয়স ও যৌবনের টানে এ বয়সে তাদের চিন্তাশক্তি লোপ পায়। আবেগে প্রেমের মোহে ভালমন্দ বাছাই করার শক্তি তাদের থাকে না। ফলে তারা পুরুষের প্রতারণার শিকার হয়। পরবর্তীতে নেমে আসে দাম্পত্য কলহ। এ জন্য অভিজ্ঞ অভিভাবকের মতামতও গুরুত্বপূর্ণ। "অভিভাবকের পসন্দ ও সমর্থন ব্যতিরেকে কেবল নিজেদের পসন্দের বিবাহে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত বহু আছে।"[৮৭]

মেয়েদের জন্য ঈমানদার চরিত্রবান সমমানের ছেলের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব এলে তার বিয়ে বিলম্বিত করার পিতার অধিকার নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তিনটি ব্যাপারে বিলম্বিত করা জায়িয নয়; নামায তার সময় হয়ে গেলে, জানাযা-লাশ উপস্থিত হলে এবং বিয়ে-যোগ্য মেয়ের বিয়ে যদি সমান মানের প্রস্তাব পাওয়া যায়।"[৮৮] তিনি অন্য বর্ণনায় বলেছেন, "যার দীনদারী ও চরিত্র তোমার পছন্দ হবে তার কাছে বিয়ে দাও। যদি তা না কর, তাহলে পৃথিবীতে চরম অশান্তি ও বিরাট বিপর্যয় দেখা দিবে।"[৮৯] হাদীসদ্বয়ে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ছেলেমেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হলে অভিভাবকের দায়িত্ব ও ওয়াজিব হলো বিয়ে দিয়ে দেওয়া। আধুনিক ছেলেমেয়েরা তাদের বিয়ের ব্যাপারে বাবা-মা-গার্জিয়ানদের তোয়াক্কাই করে না। তাদের কোন পরোয়াই করা হয় না। বিয়ে 'নিজের পছন্দই ঠিক' এ কথার যেমন সত্যতা স্বীকার করা হচ্ছে না, তেমনি এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আধুনিক যুবক-যুবতীরা যৌবনের উদ্দাম স্রোতের ধাক্কায় অবাধ মেলামেশার গড্ডলিকা প্রবাহে পড়ে দিশেহারা হয়ে যেতে পারে এবং ভাল-মন্দ,শোভন-অশোভন বিচার বিশ্লেষণ শুন্য হয়ে যেখানে সেখানে আত্মদান করে বসতে পারে। তাই উদ্যম উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ বিচার-বিবেচনারও বিশেষ প্রয়োজন। কেননা বিয়েকেবল মাত্র যৌন প্রবণতার পরিতৃপ্তির মাধ্যমে নয়; বরং ঘর,পরিবার,সন্তান,সমাজ,জাতি ও দেশ সর্বোপরি নৈতিকতার প্রশ্নও জড়িত।

৮৪.ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুন নিকাহ্, বাব, প্রাগুক্ত, ৪২ ও আব্দুল **খালেক**, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫ খ্রি.পৃ. ১৯৮

৮৫.ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায় প্রতারণা, বাব-বিবাহে প্রতারণা

৮৬.ইমাম বুখারী, *সুহীহ বুখারী*, তালাক, দাসী ক্রয় বিক্রয়ে তালাক হয় না, ও সহীহ মুসলিম, কিতাব মুক্তিদান, মুক্তিদানকারী প্রকৃত অভিভাবকত্বের হকদার, খ. ৪, পৃ, ২১৫

৮৭.আব্দুল খালকে,*নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউনেডশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৯৫ খ্রি.পৃ.১৯৯

৮৮.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.২৩৫

৮৯.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৫

তাই বিয়ের ব্যাপারে ছেলেমেয়ের পিতা বা অলীর মতামতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। "ইমাম নববী (র) উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় যে মত দিয়েছেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেনঃ 'মেয়েরা বেশী অধিকারী' কথাটিতে শরীকদারী রয়েছে। তার মানে, মেয়ে নিজের বিয়ের ব্যাপারে যেমন তার অধিকার রয়েছে, তেমনি তার অলীদেরও অধিকার রেয়েছে। তবে পার্থক্য এই যে, মেয়ের অধিকার অলীর অপেক্ষা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ ও কার্যকর। তাই অলী যদি কোন কুফুতে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়, আর সে মেয়ে তা গ্রহণ করতে রাযী না হয়, তাহলে তাকে জোর করে বাধ্য করা যাবে না। কিন্তু মেয়ে যদি কোন কুফুতে বিয়ে করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু অলী তাতে বাধ্য না হয়; তাহলে অলী তাকে তা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করতে পারে। কেননা সাধারণত অলী-পিতা-দাদা নিজেদের ছেলেমেয়ের কখনও অকল্যাণকারী হতে পারে না। তাই বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পিতা-মাতার মতের গুরুত্ব কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না।"[৯০] উপরিউক্ত কুর'আন ও হাদীসের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বর-কনের বিয়ের ব্যাপারে তাদের সম্মতির প্রয়োজন। এর মানে এই নয় যে, মেয়েরা একাই যা ইচ্ছে, যেভাবে ইচ্ছে যে কোন মাধ্যমে শরী'আতের আইন উপেক্ষা করে নিজেদের বিবাহ সম্পন্ন করবে। বরং অভিভাবকের উচিত হলো, তাদের সম্মতিতে বিয়ে সম্পন্ন করে দেওয়া।

বর-কনের পারস্পরিক বয়সের পার্থক্য বিবেচনা করা

বর্তমানে বাংলাদেশে বর-কনের বয়সের পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রেই করা হয় না। কারণ তদের পরস্পর বয়সের পার্থক্য ও সামঞ্জস্য সম্পর্কে ইসলামে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। সাধারণভাবে দু'জনের মধ্যে বয়সের পার্থক্য বেশি হওয়া উচিত নয়। তাতে করে একজন বুড়ো হলে অপরজন যৌবনে থাকবে; এতে দাম্পত্য জীবনে সমস্যা হতেই পারে। বর-কনের বয়স সাধারণত সমান সমান হওয়াই ভাল। অথবা সামান্য কিছু পার্থক্য থাকা ভাল। এটি স্বাভাবিক ও সাধারণ কথা। ব্যতিক্রমও আছে তবে ব্যতিক্রম সবসময়ই ব্যতিক্রম। আর ব্যতিক্রম দিয়ে স্বাভাবিককে পরিমাপ করা ঠিক নয়। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসে নাসাঈ শরীফে 'সমান সমান বয়স বর-কনের অধ্যায়' একটি সতন্ত্র অধ্যায়ই আছে। পিতা বা অলীকে বলা হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের মেয়েকে বয়সের দিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এমন লোকের কাছে বিয়ে না দেয়। "এজন্য ফিকাহবিবদগণ তাকিদ করে বলেছেনঃ পিতা বা অলী যেন তার যুবতী মেয়েকে খুনখুনে বুড়ো বা কুৎসিৎ চেহারার লোকের নিকট বিয়ে না দেয়।"[৯১]

সুরাইয়া বিনতে হারেস নামে একজন অল্পবয়স্ক মহিলা বিধাবা হলে তাকে বিবাহের জন্য দুইজন প্রস্তাব দেয়। একজন যুবক আর একজন পৌঢ়। তিনি পৌঢ় ব্যক্তির প্রস্তাব অস্বীকার করেন। "হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, ... মুআত্তায় বর্ণিত হাদীসে আছে, তাকে দুই ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তাদের একজন যুবক এবং একজন পৌঢ়। তিনি যুবকের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করলে পৌঢ় বললো, তোমার ইদ্দতই তো পূর্ণ হয়নি। তার পরিবার সেখানে অনুপস্থিত ছিল। তাই সে মনে করলো, তার পরিবার এখানে এসে গেলে তারা এ মহিলার জন্য তাকেই অগ্রাধিকার দেবে।"[৯২] তবে কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক বয়স্ক লোকও এমনও হতে পারে বা হয়ে থাকে,যারা পূর্ণ স্বাস্থ্যবান, সামর্থবান ও দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালনে সক্ষম। আর অনেক বুড়োও স্বীয় যুবতী স্ত্রীকে প্রেম-ভালবাসা,যৌন সুখতৃপ্তি ও আনন্দ-উৎসাহ প্রদানে অনেক যুবকের তুলনায় অধিক মাতিয়ে রাখতে পটু হয়ে থাকে। আমাদের নবীজী হযরত আয়িশাকে মাত্র ছয় বছর বয়সে বিবাহ করে বিশ্বের একটি দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। "কিন্তু তাই বলে দুনিয়ার উপস্থাপিত কোন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে যদি এরূপ কাজ করা হয়; তাহলে তার পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক হতে বাধ্য। বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু ও বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজে এর দৃষ্টান্ত কিছুমাত্র বিরল নয়। অনেক খুনখুনে বুড়ো-যে দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালনে আদৌ সামর্থবান নয়; তার নিকট যুবতী মেয়েকে বিয়ে দেয়া হয় বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সার বিনিময়ে, ফলে সে মেয়ে বুড়ো স্বামীর নিকট দাম্পত্য সুখলাভে বঞ্চিতা থাকে। তখন সে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করতে শুরু করে অথবা পাপের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়। ইসলামী শরী'আত এ ধরনের বিয়েকে যদিও স্পষ্ট হারাম ঘোষণা করেনি; কিন্তু শরী'আতে ঘোষিত দাম্পত্য জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে অনায়াসে বলা যায় যে, এরূপ কাজ অত্যন্ত আপত্তিকর ও অভিসম্পাতের ব্যাপার।"[৯৩]

৯০.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.১৪৩

৯১.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.১৩৩

৯২.হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি, *ফতহুল বারী*, প্রকাশক মুস্তাফা আল হালাবী, কায়রো ঃ তা. বি.খ. ১১, পৃ. ৩৯৮ ও আব্দুল হালিম আবু শুক্কা, *রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, প্রাগুক্ত

৯৩.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.১৩৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় সামঞ্জস্যপূর্ণ বিয়ে করতে উৎসাহ দিতেন। "হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, নবী করীম (স.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? জবাবে আমি বল্লাম হ্যাঁ তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ বিধাবা (বয়স্ক) না যুবতী মেয়ে বিয়ে করেছ, তখন আমি বললাম বিধাবা বিয়ে করেছি। তখন তিনি বললেনঃ অবিবাহিত (যুবতী) মেয়ে বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তুমি তাকে নিয়ে আনন্দের খেলায় মত্ত হতে পারতে আর সেও তোমাকে নিয়ে।"[৯৪] "বুড়োদের কাছে যুবতীদের বা ছোট্ট বয়সের মেয়েকে বিয়ে দিলে বিয়ে শুদ্ধ হবে বটে; তবে এরূপ বিয়ে করা এ ধরনের বুড়োদের পক্ষে হারাম কাজের তুল্য হবে; এই হচ্ছে ফিকাহবিদদের পূর্বোক্ত কথার তাৎপর্য। অনেক ফিকাহবিধ এটিকে হারাম বলেছেন।"[৯৫] এ ধরনের বিয়ে হারাম না হওয়ার কারণে অনেক ধনী বুড়ো টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে অনেক যুবতীকে বিবাহে উদ্বুদ্ধ করে, আর অনেক গরীব পিতাও টাকার লোভে নিজের কাঁচা মেয়ে তাদের কাছে বিয়ের নামে বলী দিয়ে দেয়। তাই এ কাজকে আইন করে বন্ধ করা বাঞ্ছনীয়।

যাদের সাথে বিবাহ হারাম

১৪ প্রকার নারীর সাথে বিয়ে হারাম করেছে ইসলাম। সূরা নিসার ২৩ নং আয়াতের আলোকে ইসলামে যাদের সাথে বিবাহ হারাম-নিষিদ্ধ নিচে তা উল্লেখ করা হলোঃ-

ক.আত্মীয়তা খ.বিবাহ বন্ধন গ. দুধপান।

আত্মীয়তার সূত্রে

১.ব্যক্তি মূল ও শাখা। অর্থাৎ মূলের মধ্যে মা, মায়ের মা, নানীর মা, অনুরূপ দাদী, পিতার দাদী, দাদীর দাদী থেকে তদুর্দ্ধ মহিলাগণ। শাখা বলতে নিজের কন্যা, কন্যার কন্যা, নিজের ছেলের কন্যাসমূহ তদনিম্ন মহিলাগণ।

২.বাবা-মা'র শাখা (ফুরূ) অর্থাৎ বোন। নিজের আপন বোন কিংবা শুধু ঔরশজাত অথবা শুধু মায়ের গর্ভজাত বোন। অনুরূপ ভ্রাতুষকন্যা ও তদনিম্ন কন্যাগণ।

৩. দাদী-দাদী ও নানীর ফুরূ বা শাখাঃ খালা-ফুফু ইত্যাদি।

বৈবাহিক সূত্রেঃ

১.যে স্ত্রীর সাথে মিলন হয়েছে তার কন্যা। তবে যে নারীর সাথে শুধু বিয়ে হয়েছে মিলন হয়নি এমন নারীর কন্যাকে বিয়ে করা বৈধ।

২.স্ত্রীর উসুল-মূল। অর্থাৎ শাশুড়ি,শাশুড়ির মা।

৩.পিতা যে নারীর সাথে মিলিত হয়েছেন।

দুধ পানের মাধ্যমেঃ

জন্মসূত্রে যাদের সাথে বিয়ে হারাম এই সূত্রের তাদের সাথে বিয়ে হারাম। যেমন-দুধবোন, দুধমা, দুধকন্যার সাথে দুধপিতা ইত্যাদি।

১.একসাথে আপন দুই বোনকে বিবাহ করা হারাম।

এছাড়া আরও পাঁচটি কারণে সাময়িকভাবে বিবাহ হারাম বলে বিবেচিত হয়।

২.মালিকানা। নিজের দাসের সাথে কোন মহিলা বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। (এটি এখন প্রচলন নাই)

৩.শিরক। অর্থাৎ মুশরিকের সাথে মুসলিমের বিবাহ হারাম ঈমান না আনা পর্যন্ত।

৪.তিন তালাক প্রাপ্তা। অর্থাৎ নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক বয়ান দিয়ে অন্যত্র বিবাহ সম্পাদন পূর্বক তালাক প্রাপ্তা না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামীর সাথে পূন: বিবাহ হারাম।

৫.যে নারী অন্য কারো স্ত্রী। এই বন্ধন থাকাকালীন অন্য কোন পুরুষের সাথে তার বিবাহ হারাম।"[৯৬]

অমুসলিমদের সাথে বিবাহ

বিবাহের ক্ষেত্রে অমুসলিমগণ দু'ভাগে বিভক্ত। আহলে কিতাব এবং যারা আহলে কিতাব নয়। আসমানী কিতাবের অনুসারীগণ 'আহলে কিতাব' হিসেবে গণ্য। যেমন ইহুদী ও খ্রিষ্টান। পবিত্র কুর'আনে এদেরকে আহলে কিতাব নামে

৯৪.বুলুগুল আমানী, খ. ১২, পৃ. ১৪৬ ও মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.১৩৬

৯৫.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.১৩৫

৯৬.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০০ খ্রি পৃ.৩৯৮

আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এদের সাথে বিবাহ বৈধ রাখা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মুসলিম পুরুষকে কেবল আহলে কিতাব নারীদেরকে বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছন। তিনি বলেন, "এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো।"[৯৭] কোন মুসলিম নারীর কোন আহলে কিতাব পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ হারাম। মুসলমানদের জন্য আহলে কিতাব নারী বৈধ হলেও স্থান-কাল,পাত্র ভেদে তা অপছন্দনীয় বলে ফিকীহগণ মত প্রকাশ করেছেন।"[৯৮] তবে অধিকাংশের মতে, বর্তমানে ইহুদী খৃষ্টানগণ আসমানী কিতাবের অনুসরণ করে না।যারা আহলে কিতাব নয় তারা মুশরিক এবং কাফির, তা যে ধর্মেরই অনুসারী হোক। এ পর্যায়ে হিন্দু, জৈন,বৌদ্ধ,নাস্তিক,অগ্নিপূজক সকলেই এ পর্যায়ভূক্ত। কাদিয়ানীরা মুশরিক না হলেও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত্য অনুযায়ী কাফির। তাদের সাথে মুসলিম নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন আল্লাহ তা'আলা চিরতরে, সর্বোতভাবে ও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "মুশরিক নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিবাহ করবে না। মুশরিক নারী তোমাদের মুগ্ধ করলেও নিশ্চয়ই মু'মিন ক্রীতদাসী তার চেয়ে উত্তম। মুশরিক পুরুষেরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তাদের সাথে (তোমাদের নারীদের) বিবাহ দেবে না। মুশরিক পুরুষ তোমাদের মুগ্ধ করলেও, নিশ্চয়ই মু'মিন ক্রীতদাস তার চেয়ে উত্তম।"[৯৯] সুতরাং বিবাহের পূর্বে অবশ্যই এ গুলো দেখে, জেনে-শুনে বিবাহের প্রস্তুতি নিতে হবে।

বৈষয়িক কিছু প্রাপ্তির আশা না করা

দাম্পত্য জীবনে বস্তুবাদী চিন্তা পরিহার করতে হবে। বিয়ে করার সময় যারা কনে পক্ষ থেকে কিছু প্রত্যাশা করে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখময় হতে পারে না। "বিবাহের বরকতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধন-সম্পদ দানের ওয়াদা করেছেন। এখন কোন ব্যক্তি যদি বিবাহের সময় পণ (যৌতুক) নির্ধারণ করত: এ ধন-সম্পদ লাভ করার চেষ্টা করেন, আর মনে করেন এটাই আল্লাহর ওয়াদা, তবে তা হবে আল্লাহর বাণীর বিকৃত সাধনের নামান্তর। যৌতুক গ্রহণ ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ এবং তা পাত্র পক্ষের আত্মমর্যাদার পরিপন্থী চিন্তা। তবে উপহার বিনিময় বৈধ। আর তা বিবাহের সময়ই হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই; বরং তা সাধারণ এ সবার জন্য উন্মুক্ত।"[১০০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন তদবীর ও তদারকী ছাড়া আপনা থেকে তোমার কাছে যা আসে তা নাও। তা না হলে তার পেছনে মনকে লাগিয়ে রেখো না।"[১০১] বরকে আর্থিকভাবে দায়িত্বশীল সদস্য করে গড়ে তোলাই ইসলামের উদ্দেশ্য। যেহেতু সাংসারিক সকল দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত। এজন্য যাবতীয় খরচ পুরুষকেই বহন করতে হবে। "আজকাল মুসলমান সমাজের যৌতুকরূপে বরকে দানের প্রথা পাত্রী পক্ষের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। এবং ইহা নানারূপে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। হিন্দু সমাজ হইতে ইহা গৃহীত; ইসলামে ইহার ভিত্তি নেই। তবে সঙ্গতি থাকিলে নিজ খুশিমনে পাত্রী পক্ষ কিছু দান করিবে,ইহাতে কোন দোষ থাকিতে পারে না কিন্তু কিছু দাবি করিবার অধিকার বর পক্ষের নাই।"[১০২]

মানুষের মনের বা সামর্থের উপরে বাড়াবাড়ি করা এক ধরনের যুলুম। ইসলামে এটি হারাম। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা তোমারা নিজেদের মধ্যে যুলুম করো না।"[১০৩] আবুযর জুনদুব (র.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (স.) আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুলুমকে হারাম করে রেখেছি এবং তোমাদের জন্য তা হারাম করে রেখেছি। কাজেই

৯৭.আল-কুর'আন,৫ঃ ৫, الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُم

৯৮.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৯

৯৯.আল-কুর'আন, ২ঃ ২২১, وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُم

১০০.আমিনুল ইসলাম মা'রুফ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মানব জীবনে বিবাহের উপকারিতা ও কল্যাণ:* একটি সমীক্ষা, ৪৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ , ২০০৭ খ্রি,পৃ.৯৬

১০১.মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র),*পথ হারা উম্মতের পথ নির্দেশ*, অনুবাদ,মাওলানা আখতার ফারুক, ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৭ খ্রি.পৃ.২৯২

১০২.আব্দুল খালেক,*নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউনেডশন বাংলাদেশ জুন ১৯৯৫ খ্রি, পৃ.২০২

১০৩.ইমাম মুসলিম, *সহীহ লিমুসলিম*, কিতাবুল বিরর, দিল্লিঃ আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৫৬ খ্রি. হাদীস নং ৫৫

তোমরা পরস্পর যুলুম করো না।"[১০৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সাবধান! তোমরা যুলুম করো না যুলুম করো না যুলুম করো না।"[১০৫] তিনি আরও বলেছেন, "তোমরা পরস্পর নিষ্পেষণ করো না।"[১০৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন "খবরদার! তোমরা কারো উপর যুলুম করো না। কারো সম্পদ জোড় করে নিয়ে নেয়া বৈধ নয়। তবে কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় তার সম্পদ দিয়ে দেয় তাহলে ভিন্ন কথা।"[১০৭] বঙ্গ-পাক-ভারত উপমহাদেশে নানা ধর্ম ও বর্ণের লোক বসবাস করে। কালের চক্রে মুসলিম সমাজে অন্যান্য ধর্মের সংস্কৃতি প্রবেশ করেছে। যা মুসলিম সমাজের স্বাতন্ত্র টিকিয়ে রাখাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। "মুসলিম সমাজে বিশেষ করে পাক-ভারত এলাকায় বহু অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তারা সামান্য মোহর এর বিনিময়ে স্ত্রী পক্ষ হতে ফ্রিজ, টিভি, ফ্লাট, গাড়ী ইত্যাদি এবং বিরাট অংকের যৌতুক আশা করে যা স্বামীর মর্যাদা বলে মনে করে। সে যদি গ্রাজুয়েট হয়, তাহলে ১ লাখ রুপি আশা করতে পারে, যদি ইঞ্জিনিয়ার হয় তাহলে ৩ লাখ, যদি ডাক্তার হয় তাহলে ৫ লাখ। একজন স্বামী তার স্ত্রীর নিকট সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে যৌতুক দাবি করা ইসলামে হারাম। যদি কনের পিতা-মাতা স্বেচ্ছায় কোন কিছু দেয় তা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দাবি করা বা জোড় করে আদায় করা ইসলামে হারাম।"[১০৮]

অনেকে সূরা নূরের ৩২ নং আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে যৌতুক লোভী হয়। অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের, তারা যদি নিঃস্ব হয় তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল করে দিবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়,সর্বজ্ঞ।' বিবাহের বরকতে মহান আল্লাহ ধন-সম্পদ দানের ওয়াদা করেছেন তারা মনে করে যৌতুক দাবি করে। "এখন কোন ব্যক্তি যদি বিবাহের সময় পণ (যৌতুক) নির্ধারণ করত: এ ধন-সম্পদ লাভ করার চেষ্টা করেন,আর মনে করেন এটাই আল্লাহর ওয়াদা, তবে তা হবে আল্লাহর বাণীর বিকৃত সাধনের নামান্তর, যৌতুক গ্রহণ ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ।"[১০৯] বিয়ের আগে বা পরে ছেলের পক্ষ মেয়ে পক্ষের নিকট বৈষয়িক কিছু আশা করে, কিংবা কামনা করে বা মনে মনে কল্পনা করে, তবে তা হবে পরোক্ষ যৌতুক। "বিবাহ সম্পাদনের বিনিময়ে ছেলের পক্ষ কর্তৃক যদি যৌতুকের সমার্থবোধক কোন শব্দ দ্বারা বিবাহ সম্পাদনকারীকে কোন কিছু দেয়ার প্রস্তাব করা হয়, কিংবা বিবাহ সম্পাদনকারী কর্তৃক যদি কোন ব্যক্তির মাধ্যমে বা কারো নাম ব্যবহার করে মেয়ের পিতার নিকট কোন কিছু চাওয়া হয়, তাহলে তা হবে পরোক্ষ যৌতুক। এ ধরনের যৌতুক নগদ অর্থও হতে পারে, আবার পণ্য সামগ্রী বা অন্য কিছুও হতে পারে। এ ধরনের যৌতুক সাধারণত: যৌতুকের সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহার হয়। যেমন : বখশীশ, খরচপাতি, খুশি করানো, সুদৃষ্টি, সম্মানী, ম্যানেজ, কমিশন, নেগোশিয়েট, এক্সট্রা, ক্লিয়ারেন্স ইত্যাদি। যৌতুকের উপাদান, ধরন, প্রকৃতি, সময়,অবস্থা, পাত্র পদ্ধতি ইত্যাদির বিভিন্ন ভেদে যৌতুকের আরো বিবিধ শ্রেণিবিভাগ হয়েছে। লোক ও পদমর্যাদা ভেদে এ পরিমাণ উঠানামা করে।"[১১০]

লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশের আইনে যৌতুকের সংজ্ঞায় বর বা তার পিতামাতা কিংবা আত্নীয়-স্বজন কর্তৃক দাবিকৃত কোন সম্পত্তি, নগদ অর্থ বা দ্রব্যাদির অর্থ বা দ্রব্যাদির কথা উল্লেখ করা হয়নি। "প্রকৃত পক্ষে যৌতুক হচ্ছে বিবাহের কারণে প্রদত্ত এমন নগদ অর্থ বা দ্রব্য-সামগ্রী যা প্রদান না করলে বিবাহের কোন প্রশ্নই উঠবে না। যৌতুক প্রথার সাথে জড়িত কনের পরিবার হতে শর্ত হিসেবে দাবী করা হয়। বাংলাদেশ, বিশেষত গ্রাম্য এলাকায় যৌতুক এখন বিবাহের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানে পরিণত হয়েছে।"[১১১] বাংলাদেশে ১৯80 সালের যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইনে যৌতুকের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা হলো, "যৌতুক বলতে বিবাহের এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষকে অথবা বিবাহের যে কোন

১০৪.ইমাম মুসলিম, *সহীহ লিমুসলিম*, কিতাবুল বিরর, দিল্লি ঃ আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৫৬ খ্রি. হাদীস নং ৫৫

১০৫.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৫,পৃ.৭২

১০৬.ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাগাযী, বাব নং২৯

১০৭.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ,প্রাগুক্ত, খ. ৫,পৃ.৭২*

১০৮.ডা. জাকির নায়েক, *লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.১৭৮

১০৯.ড.ময়নুল হক,*যৌতুক সমস্যা ও তার সমাধান*, ইসলামী দৃষ্টিকোন, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৪ বর্ষ, ৩য় সংখা, জানু-মার্চ, ২০০5 খ্রি, পৃষ্ঠা, ১৩১

১১০.মোঃ আশিকুর রহমান ও মোস্তফা কামাল,*বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যৌতুক প্রথা ও ইসলাম: একটি পর্যালোচনা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানু- মার্চ, ২০১০ খ্রি, পৃ. ১২০,১২১

১১১.মোঃ আশিকুর রহমান ও মোস্তফা কামাল, *বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যৌতুক প্রথা ও ইসলাম: একটি পর্যালোচনা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১২০

পক্ষের পিতামাতা বা অন্য কেউ কর্তৃক বিবাহের সময়, বিবাহের পূর্বে বা পরে যে কোন সময়ে বিবাহের প্রতিদান হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত বা দিতে সম্মত যে কোন সম্পত্তি বা সম্পত্তির মূল্যবান নিদর্শনপত্র বুঝায়।"[১১২] তবে প্রত্যক্ষ যৌতুক হলো "বিবাহ সম্পাদরে বিনিময়ে কন্যা পক্ষ বর পক্ষকে কোন কিছু দেয়ার সরাসরি প্রস্তাব করা এবং দেয়া অথবা কন্যা পক্ষের নিকট সরাসরি কোন কিছু চাওয়া এবং নেয়াকে বুঝায়। এ ধরনের যৌতুক নগদ অর্থও হতে পারে কিংবা পণ্য সামগ্রী বা অন্য কিছুও হতে পারে। নগদ অর্থের মধ্যে টাকা-পয়সা, ডলার, পাউন্ড বা অন্য কোন বৈদেশিক মুদ্রা, পণ্য সামগ্রীর মধ্যে রেডিও, টুইন ওয়ান,টেলিভিশন, ফ্রিজ, খাট, আলমারি,পাখা ফার্নিচার, স্বর্ণালংকার, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি। অন্য কিছুর মধ্যে-বিদেশে ভ্রমন করানো,ঘর-বাড়ি করে দেয়া, ভাই-ভাতিজা,ভাগিনার চাকুরি দেয়া, বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রাইভেট গাড়ি চাওয়া, টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা করে দেওয়া ইত্যাদির সরাসরি প্রস্তাব করা বা চাওয়া।"[১১৩]

কতিপয় কুপ্রথা আমাদের মুসলিম পরিবারে বিবাহের অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়। এসব কুপ্রথা/কুসংস্কার অবশ্যই পরিত্যজ্য। "বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপদেশমূলক ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতা,আবৃতি,গযল পরিবেশন ও আমোদ স্ফুর্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান কালে ইসলামী শরী'আত সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার কারণে আনন্দ অনুষ্ঠানে নির্লজ্জতা,অশ্লীলতা ও পাপানুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে। হিন্দুদের দেখাদেখি স্ত্রীকে মহরানা প্রদানের পরিবর্তে পাত্রপক্ষ যৌতুকের নামে মোটা অংকের টাকা ও জিনিসপত্র পাত্রীপক্ষ থেকে আদায় করে। এটা শরী'আতে জায়িয নয়। অনন্তর অর্থের অপচয় করে জাঁকজমকপূর্ণ খানা-পিনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাইক বাজিয়ে অবৈধ ও নির্লজ্জ গান-বাজনা,নর্তন-কর্দন,যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশার কারণে একটি সুন্নাত কাজ পাপানুষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। স্থানভেদে বিবাহ উপলক্ষে আরও নানারূপ কুসংস্কার দেখা যায়। এসব কুসংস্কার অবশ্যই পরিত্যজ্য।"[১১৪]

এছাড়াও আরও কিছু কুপ্রথা মুসলিম সমাজে চালু হয়েছে যা অবশ্যই আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে। যেমন:
১.বিয়ের পূর্বেই যুবতী মেয়ে সেজে গুঁজে পর্দাহীনভাবে বিশেষ কাপড় পড়ে বরের বাড়িতে হলুদ বাটা নিয়ে যাওয়া; যা একেবারেই অশালীন।
২.বিয়ের অনুষ্ঠানে গেইট করে বরের নিকট থেকে নজরানা আদায় করার জন্য অনুষ্ঠান বিলম্বিত করা। বিয়ের পূর্বে এ ধরনের নজরানা ঘুষ সমতুল্য। তবে বিয়ের পর ছোট ছোট বাচ্চাদের স্নেহের দান হিসেবে নেয়া যেতে পারে।
৩.নির্লজ্জ,অশ্লীল গান, বাদ্য সঙ্গীত,ব্যান্ড সঙ্গীত, নাচের অনুষ্ঠান ইত্যাদি যা অন্য সমাজের ধর্মীয় সংস্কৃতি।
৪.ওলিমার অনুষ্ঠানে পাত্রীকে সবার সম্মুখে উন্মুক্ত করে সাজিয়ে উপঢৌকন আদায় করা।
৫.পাত্রপক্ষ যৌতুকের নামে পাত্রীপক্ষের নিকট থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র আদায় করে থাকে যা অনৈতিক,বিধর্মী সংস্কৃতি থেকে আগত।
৬.মাইক/সাউন্ড সিস্টেম বাজিয়ে পাত্র-পাত্রী পক্ষের যুবক-যুবতীর অবাধ আনন্দ স্ফুর্তি ও মেলামেশার পরিবেশ সৃষ্টি করা।
৭.বিবাহ উপলক্ষে বৌভাত অনুষ্ঠান অতিমাত্রায় জাঁকজমকর্পূণ করা; যা অপচয়ের শামিল।

১১২.মোঃ আশিকুর রহমান ও মোস্তফা কামাল,*বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যৌতুক প্রথা ও ইসলাম: একটি পর্যালোচনা*,প্রাগুক্ত,পৃ. ১১৯,১২০
১১৩.মোঃ আশিকুর রহমান ও মোস্তফা কামাল,*বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যৌতুক প্রথা ও ইসলাম: একটি পর্যালোচনা*,প্রাগুক্ত,পৃ. ১২০,
১১৪.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত,পৃ.৪

তৃতীয় অধ্যায়
দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় স্ত্রীর প্রতি বিভিন্নক্ষেত্রে স্বামীর বিশেষ কর্তব্য রয়েছে। স্বামী তার এ সকল কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে একটি সুখী পরিবার গড়ে তুলতে পারে। বস্তুত স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কই একটি সুখী ও শান্তিময় পরিবারের পূর্বশর্ত। স্বামী-স্ত্রীর সুমধুর সম্পর্ক স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য পালন এবং একই সাথে স্ত্রীর অধিকার ভোগের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইসলাম একটি শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ব্যক্তি হতে সমষ্টি জীবনের সকলক্ষেত্রে এর ব্যাপ্তি। পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে ইসলাম যে বিধিমালা প্রদান করেছে তা বাস্তবভিত্তিক, বিজ্ঞানসম্মত ও মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও নারীর দৈহিক ও মানসিক গঠন এবং গুণাবলী ও যোগ্যতার মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে তা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আল্লাহ এ ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহর সৃষ্টির প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়।"[১]

নারী তার জীবনের নিরাপত্তা ও জীবন ধারণের জন্য বলবান পুরুষের মুখাপেক্ষী। এতদ্ব্যতীত একই প্রতিষ্ঠানে দু'জন সম-ক্ষমতার অধিকারীর অবস্থান নিয়ম-শৃঙ্খলার পরিপন্থী। তদপ্রেক্ষিতে জাহিলী যুগের সকল যুলুম ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে নারীর সকল অধিকার সংরক্ষণ করে ইসলাম পরিবার প্রধানের দায়িত্ব পুরুষের ওপর ন্যস্ত রাখার নীতি বহাল রেখেছে। স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলামের এই নীতি পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়েছে। তাই ইসলাম স্বামী-স্ত্রী নির্বিশেষে উভয়ের মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য কতিপয় অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য বেঁধে দিয়েছে, যাতে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখী থেকে আরও সুখকর ও মধুময় হয়ে উঠে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য রয়েছে। সংসারে স্বামীর যা কর্তব্য তাই স্ত্রীর অধিকার আর স্ত্রীর যা কর্তব্য তাই স্বামীর অধিকার। নিচে স্ত্রীর অধিকার এবং স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ করা হলো ঃ-

ক. স্বামীর কর্তব্য--স্ত্রীর অধিকার

সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করা

পবিত্র কুর'আন মাজীদে বিয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসেও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ভিত্তির উপরই দাম্পত্য জীবনের প্রসঙ্গ রচিত হয়েছে। যৌন উচ্ছৃঙ্খলার পরিবর্তে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালবাসা- প্রশান্তিসহ বেশ কিছু মৌলিক সম্পর্ক ও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে, নচেৎ দাম্পত্য জীবন সুখের হতে পারে না। তাই স্বামীর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো, স্ত্রীকে সঙ্গী, সাথী, জুড়ি হিসেবে গ্রহণ করা। দাম্পত্য জীবন এমন একটি সম্পর্ক, যার ফলে দু'জনের একত্রে বসবাস করা বৈধ হয়ে যায়। আর এ কারণেই একজনের অভাবে অপরজন হয় অসম্পূর্ণ ও অর্ধাঙ্গ। তারা একটি পাখির দুটি ডানার ন্যায় একে অপরের সহযোগী ও সম্পূরক। উভয়ের সমঝোতা, সহযোগিতা এবং যৌথ প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর সংসার গড়ে উঠে। পবিত্র কুরআ'নে আল্লাহ তাদেরকে সঙ্গী, সাথী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। "হে মানবজাতী! তোমাদের প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একজন মানুষ হতে। তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গীকে এবং সে দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে পড়েছে।"[২] মানুষ হিসেবে স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের অধিকার সমান, মৌলিক চাহিদা সমান এবং একজন আর জনের পরিপূরক। যা পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেছেন, "স্ত্রীদের উপর স্বামীদের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি স্বামীদের উপরও স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে।"[৩] স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কি ধরনের হবে সে ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ (স.) এক অতুলনীয় আদর্শ। তাঁর ব্যাপারে তাঁর স্ত্রীগণ চমৎকার ধারণা পোষণ করতেন। তিনিও তাদের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। আসলে

---

১. আল- কুর'আন, ৩০ঃ ৩০ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

২. আল-কু'আন,৪ঃ ১ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء

৩.আল-কুরআন, ২ঃ ২২৮ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ

সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য এমন অবস্থাই কাম্য। স্ত্রী হয়ে স্বামীর ব্যাপারে যে কথা হযরত খাদিজা (রা.) বলেছিলেন তা সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম ওহী প্রাপ্ত হয়ে ঘরে ফিরে এসে হযরত খাদিজা (রা.)কে ঘটিত সব বিষয়ে খুলে বলেছিলেন। হযরত খাদিজা (রা.) সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন,কখনও নয় আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। নিশ্চিতভাবেই আপনি আত্মীয়দের সম্পর্ক বজায় রাখেন আপনি লোকদের বোঝা লাঘব করেন। আপনি অতিথি সেবা করেন। আপনি নিঃস্বকে উপার্জনক্ষম করে তোলেন। আপনি সত্য প্রতিষ্ঠায় ব্রতীদের পাশে দাড়ান।"[৪] বিবাহের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারী পরস্পরকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পায়। জীবনের শেষদিকে এমন একটি সময় আসে যখন স্বামী ও স্ত্রী শুধু দু'জনই থাকে। সন্তান-সন্ততিরা আলাদা পরবিার গঠন করে নুতন জীবন শুরু করে। তখন দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী তাদের মনের দুঃখ-বেদনা, হাসি-আনন্দ প্রভৃতি অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশের সুযোগ পায়। ফলে মৃত্যু পর্যন্ত পরস্পরকে সহায়তা করে সঙ্গী হিসেবে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পারে।

ভূষণ (পোশাক) মনে করা

স্বামীর দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে আরও একটি কর্তব্য হলো,স্ত্রীকে ভুষণ মনে করা। যেমন স্বামীও স্ত্রীর ভুষণ বা পোশাক। মনে রাখতে হবে যে, পরিবারে স্বামীর প্রাধান্যতা শুধু দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে দেওয়া হয়েছে। প্রভুত্ব প্রকাশের জন্য নয়। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের ভুষণ । ভূষণ বা অলংকার যেমনি মানুষকে সৌন্দর্য মন্ডিত করে তেমনি স্বামী স্ত্রীর স্ত্রী স্বামীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এ উপলব্ধি দু'জনের মধ্যে থাকতে হবে। তাহলে আর কলহ হবে না। সেখানে সৃষ্টি কবে মমত্ববোধ ও অকৃত্তিম ভালবাসা। পরিচ্ছদ যেমনভাবে মানুষের সম্মান বৃদ্ধি করে এবং সুন্দর ও সুখময় করে তোলে। পোশাক-পরিচ্ছদ মানুষকে যেমন ঠান্ডা, গরম, ধুলা-ময়লা থেকে রক্ষা করে, মানুষের সৌন্দর্য, মান-মর্যাদা বৃদ্ধি এবং ইজ্জত সম্ভ্রম সুরক্ষায় ভূমিকা পালনে সহায়তা করে, তেমনি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মান-মর্যাদা ও চরিত্র মাধুর্য রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মানুষের জীবন পূত ও পবিত্র জীবন যাপনের রক্ষাকবচ বলা যায়। তাই পারস্পরিক সম্পর্ক প্রগাঢ় হলে বিরোধ বা কলহ দূরে থাক সে স্থানে দখল করবে শান্তি ও সম্মৃদ্ধি। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ তা বুঝানোর জন্য পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের ভুষণ আর তোমরা তাদের ভূষণ।"[৫] "পোশাকের উদ্দেশ্য কী? ইহা ঢেকে রাখা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের দোষ-ক্রুটি ঢেকে রেখে একে অপরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবেন। এটা হাত মোজার সম্পর্ক।"[৬]

সুতরাং একজন অপরজনকে বাদ দিয়ে সাংসারিক, পারিবারিক, দাম্পত্য জীবনে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পারবে না; তাই একজন আরেকজনের পরিপূরক ও পোশাকতুল্য। উল্লেখিত আয়াতে লেবাস (পোশাক) শব্দটির অর্থ যা পরিধান করা হয়। যা মানুষের সমস্ত শরীর আবৃত করে রাখে। প্রখ্যাত মনীষী রবী ইবনে আনাস বলেছেনঃ "স্ত্রীলোক পুরুষের জন্য শয্যা বিশেষ, আর পুরুষ স্ত্রীলোকের জন্য লেপ। স্ত্রী-পুরুষকে পরস্পর পোশাক বলার তিনটি কারণ হতে পারে।

১.যে জিনিস মানুষের দোষ ঢেকে দেয়, দোষ-ক্রুটি গোপন করে রাখে, দোষ প্রকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাই হচ্ছে পোশাক। স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের দোষ-ক্রুটি লুকিয়ে রাখে-কেউ কারো কোন প্রকারের দোষ দেখতে বা জানতে পারলে তার প্রচার যা প্রকাশ হ'তে দেয় না। এজন্য একজনকে অন্যজনের পোশাক বলা হয়েছে।

২.স্বামী-স্ত্রী মিলন শয্যায় আবরণহীন অবস্থায় মিশতে হয়। তাদের দুজনই আবৃত রাখে মাত্র একখানা কাপড়। ফলে একজন অন্যজনের পোশাক স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এদিক দিয়ে উভয়ের গভীর, নিবিড় ও দুরত্বহীন মিলনের দিকের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

৩.স্ত্রী পুরুষের জন্য এবং পুরুষ স্ত্রীর জন্য শান্তি স্বরূপ।"[৭]

মোহরানা আদায়

৪.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ,*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, বাব, বাদাউল ওহী, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০৮ খ্রি. হাদীস নং ২৫৩

৫.আল-কুর'আন- ২ঃ ১৮৭ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ

৬.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, (অনুবাদ ও সম্পাদনা আলোচকবৃন্দ ইসলামিক টিভি বাংলাদেশ) প্রকাশক, আব্দুল কুদ্দুস ও মোঃ ইমাম উদ্দিন, বাংলাবাজার, ঢাকাঃ জানুয়ারী ২০১০ খ্রি.খ. ১, পৃ.১৮৪

৭.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী, ১৯৮৩ খ্রি. পৃ.৫৭

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের সময় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেয়া সম্পদকে মোহর বলে। "বিবাহ বন্ধন উপলক্ষে স্বামী বাধ্যতামূলকভাবে স্ত্রীকে নগদ অর্থ, সোনা-রূপা বা স্থাবর সম্পত্তির আকারে যে সকল প্রদান করে সেই মালকে মহর (মোহরানাা) বলে।"[৮] আল্লাহ পুরুষদেরকে সম্পদের বিনিময়ে বিবাহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। "নারী জাতি আল্লাহর এক বিশ্বয়কর সৃষ্টি এবং এ জাতি ছাড়া তাঁর সৃষ্টির কারখানা অচল। অপরদিকে নারী ছাড়া পুরুষ অনর্থক। "নারী-পুরুষের মিলনেই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি কারখানা চালু থাকে। নারী তাহার দেহ ও মন, সম্ভ্রম পুরুষের নিকট অকাতরে সমর্পণ করে। এ আত্মদান ও প্রেম-প্রীতির সম্যক আর্থিক বিনিময় ও প্রতিদান সম্ভব নহে। তবে নারীর মর্যাদার খাতিরে যথাসাধ্য ইহার প্রতিদান দেওয়া পুরুষের অবশ্য কর্তব্য। সদাচার এবং সৌজন্যর ইহাই দাবী করে। স্ত্রীর জন্য স্বামীর এই দানকেই ইসলামের পরিভাষায় 'মাহর' বলে।"[৯]

মোহরানা স্ত্রীর একটি প্রধান হক বা অধিকার। আর স্বামীর জন্য একটা বড় বোঝা ও ঋন। স্বামীর সামর্থের মধ্যে এটি নির্ধারণ করা উচিত। মোহরানা প্রদানের উপর ভিত্তি করে স্ত্রীকে বিয়ে করা হয়। অতএব এটি পরিশোধ করা স্বামীর উপর ফরয। আজকাল বেশি মোহরানা ধার্য করার প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অনেকেই জানে না যে, মোহরানা স্ত্রীর সাথে মেলা মেশার পূর্বেই পরিশোধ করতে হয়। অন্যথায় পরবর্তী সকল কিছু অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। মোহরানা শতস্ফূর্তভাবে দেওয়া স্বামীর জন্য ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের স্ত্রীদের মোহরানা প্রসন্নচিত্তে দিয়ে দাও।"[১০]
মোহরানা স্বামীর জন্য দেনা। কখনই তা রহিত হবে না। তবে স্ত্রী যদি তার মোহরানা আংশিক বা সমুদয় মাফ করে দেন সেটি ভিন্ন কথা। "মুহর মূলত দেনা স্বরূপ। অনাদায়ের ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর অধিকার রহিত হয় না। অতএব সে মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে প্রাপ্য মহর আদায় করিতে পারে। কিন্তু ইহার প্রকৃতি জামানত বিহীন দেনার মত।"[১১] ইসলামী বিধিমতে পুরুষগণ বিয়ের জন্য যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে। তারা যদি এতে অসমর্থ হয় তাহলে সঙ্গতি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অথবা কামভাব দমনের জন্য রোজা রাখবে। আল্লাহ বলেন, "যারা বিয়ে করতে অসমর্থ তারা যেন আল্লাহর অনুগ্রহে সচ্ছল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে।"[১২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করতে সক্ষম তারা যেন বিয়ে করে। কারণ বিয়ে দৃষ্টিকে আনত রাখতে এবং লজ্জাস্থানকে হিফাযত রাখতে অধিক কার্যকরী। আর যে ব্যক্তি বিয়ে করতে অক্ষম সে যেন সাওম পালন করে। কেননা সাওম তার যৌনক্ষুধাকে অবনতি করে।"[১৩] এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত হয়েছেন। মোহর পুরুষ কর্তৃক দান নয়; বরং আল্লহর নির্দেশে এটি স্ত্রীর অধিকার। আল্লাহ বলেন,"উল্লেখিত মহিলাগণ ব্যতীত আর সকলকে অর্থের বিনিময়ে বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদিগকে তোমরা উপভোগ করবে; তাদিগকে নির্ধারিত মহর দিবে। মহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর সম্মত হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই।নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।"[১৪] এ আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর উপর মহর পরিশোধ করা ফরয। "মাহরের বিনিময়ে স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ স্বামীর জন্য বৈধ করা হইয়াছে বলিয়া হাদীসে উল্লেখ আছে।"[১৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মাহর হইল সেই বস্তু, যাহার বিনিময়ে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের গুপ্তাঙ্গ হালাল করিয়া লইয়া থাক।"[১৬]

৮.সম্পাদনা পরিষদ,*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০০ খ্রি. পৃ৪০১
৯.সম্পাদনা পরিষদ,*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত পৃ ২০১
১০.আল-কুর'আন,৪:৪ وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً
১১.সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল,১৯৯৫ খ্রি. পৃ.৫৪৩
১২.আল-কুর'আন, ২৪ঃ ৩৩ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ
১৩.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, আসসুনান লিবন মাযা, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুন নিকাহ, বাব নং-১
১৪.আল-কুর'আন,৪ঃ ২৪, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً
১৫.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫,খ্রি. পৃ. ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি মোহর আদায় করবে না বলে নিয়ত বা সিদ্ধান্ত নেয়, তবে হাদীসের পরিভাষায় সে ব্যভিচারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন নারীকে মাহর দানের শর্তে বিবাহ করিয়াছে অথচ মোহর আদায়ের নিয়ত তাহার নাই, তবে সে যিনাকারী।"[১৭] তিনি আরও বলেন, "বিবাহ পূর্ণ করিবার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে শর্ত, তাহা হইল যাহার বিনিময়ে তোমরা স্ত্রীদের লজ্জাস্থান বৈধ করিয়া লইয়া থাক (অর্থাৎ মোহর)।"[১৮] মোহর স্ত্রীকে প্রদত্ত সম্পদ। এর মালিকানা শুধুই তার। তবে এই মোহর স্ত্রী ইচ্ছা করলে আংশিক বা সম্পূর্ণ মাফ করার ক্ষমতা রাখে সতস্ফুর্তভাবে। আল্লাহ বলেন, "আর তোমরা তাদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও। তারা খুশিমনে এর কিয়দাংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা আনন্দে ভোগ করতে পার।।"[১৯] "মোহর আদায় না করা পর্যন্ত স্বামীর সহিত সহবাস, তাহার আদেশ পালন ও তাহার সহিত এক গৃহে অবস্থান করতে অস্বীকার করার ক্ষমতা তাহার আছে।"[২০] অন্যত্র আল্লাহ বলেন, "আর মেয়েদের অলী বা গার্জিয়ানদের অনুমতি নিয়ে তাদেরকে বিয়ে করো এবং তাদের মোহরানা প্রচলিত নিয়মে ও সকলের জানামতে তাদেরকেই আদায় করে দাও।"[২১]

এ ব্যাপারে ইবনুল আরাবী লিখেছেন, "মহান আল্লাহ মহরানাকে বিনিময়স্বরূপ ধার্য করেছেন এবং যাবতীয় পারস্পরিক বিনিময়সূচক ও একটা জিনিসের মুকাবিলায় আর একটা জিনিস দানের কারবারের মতই ধরে দিয়েছেন।"[২২] এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে,মোহরানা দেয়া ওয়াজিব এমনকি আকদ এর সময় যদি ধার্য নাও করা হয়; তবু সে স্ত্রীর যৌন মিলন হওয়ার সাথে সাথে মহরানা দেয়া ওয়াজিব (ফরয) হয়ে যাবে।"[২৩] "আর মোহরানা হচ্ছে এক অতিরিক্ত ব্যবস্থা। আল্লাহ তা স্বামীর উপর অবশ্য দেয়-ফরয করে দিয়েছেন এ জন্য যে, বিয়ের সাহায্যে সে স্ত্রীর উপর খানিকটা অধিকারসম্পন্ন মর্যাদা লাভ করতে পেরেছে।"[২৪] বিয়ের পর ধার্যকৃত মোহরের কিছু স্ত্রীকে না দিয়ে স্ত্রীর নিকট যেতে মহানবী নিষেধ করেছেন। "হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফাতিমাকে বিয়ে করার পর তাঁর নিকট যেতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তখন নবী করীম (স) তাকে কোন জিনিস না দেয়া পর্যন্ত তাঁর নিকট যেতে নিষেধ করলেন।"[২৫]

মোহরানার শ্রেণি বিভাগ ঃ মোহরানা দু'ভাগে বিভক্ত।
১. মোহরে মুসাম্মা
২. মোহরে মিসাল।
বিয়ে সম্পাদন কালে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত মহরকে মোহরে মুসাম্মা বলে। বিয়ের সময়ে মোহরের উল্লেখ না থাকলে সেই ক্ষেত্রে স্ত্রীর পিতৃকুলের অন্যান্য মহিলার মোহরের পরিমাণ বিবেচনায় রেখে তার জন্য যে মোহর নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তাকে মোহরে মিসাল বলে। "মহর না দেয়া শর্তে বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে শর্তটি বাতিল গণ্য হবে এবং মহরে মিসাল প্রদান অপরিহার্য হবে।"[২৬] সুতরাং মহর প্রদান স্বামীর উপর ফরয। "বরকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের আদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য হইল,তাহাকে মুসলমান সমাজের একজন দায়িত্বশীল সদস্যরূপে গড়িয়া তোলা, যেন সে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে স্বসম্মানে জীবন-
যাপন করিতে পারে।"[২৭] মোহরে মুসাম্মা আবার দু'ভাগে বিভক্ত।
১. মু'আজ্জল

১৬.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকা ঃ ইফাবা, ১৯৯৫ খ্রি,পৃ.২০৩
১৭.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ* ,প্রাগুক্ত,পৃ.২০৪
১৮.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ* , প্রাগুক্ত, পৃ.২০৪
১৯.আল-কুর'আন, ৪ঃ 4 وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً
২০.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫
২১.আল-কুর'আন-৪ঃ ২৫وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ , نِصْفُ
مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
২২.আহকামুল কুর'আন, খ. ১. পৃ.৩১৭ / মওলানা মুহুম্মাদ আব্দুর রহীম*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*,প্রাগুক্ত পৃ.১৫২
২৩.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী, খ্রি. ১৯৮৩, পৃ.১৫৩
২৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*,প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৪
২৫.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৫
২৬.সম্পাদনা পরিষদ.*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০০ খ্রি. পৃ৪০২
২৭.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫,খ্রি. পৃ. ২০২

২. মু'য়াজ্জাল।

মোহরে মু'আজ্জাল অর্থাৎ বিবাহের সময় যে নগদ আদায় করা হয় তাকে মোহরে মু'আজ্জল বলে। মোহরে মু'য়াজ্জাল অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ অথবা তাদের কোন একজনের মৃত্যুর কারণে যে মোহর পরিশোধ তৎক্ষনাৎ বাধ্যতামূলক হয় তাকে মোহরে মু'য়াজ্জাল বলে। মোহর কখন পরিশোধ যোগ্য হবে সে সম্পর্কে বিবাহকালে কিছু উল্লেখ না করা হলে সম্পূর্ণ মোহর দাবী করা মাত্র আদায়যোগ্য হবে।"[২৮] বিয়ে সংঘটিত হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পূর্বে বিচ্ছেদ হয়ে গেলে স্ত্রী নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক পাবে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, অথচ তাদের মহর ধার্য করা হয়েছে; তাহলে যা তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক।"[২৯] তবে মোহর ধার্য করা না থাকলে স্ত্রী কিছুই পাবে না; বরং মুত'য়াস্বরূপ পরিধেয় বস্ত্র পাবে। আল্লাহ বলেন, "যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করেছ বরং তাদের জন্য মহর ধার্য করেছ, তাদেরকে তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নেই। তোমরা তাদের 'মাতা'(উপহার সামগ্রী) প্রদান করবে।"[৩০]

মোহরের পরিমাণ

মোহরের নূন্য পরিমাণ উল্লেখ থাকলেও সর্বোচ্চ পরিমাণের সীমা উল্লেখ নেই। হাদীসে সর্বনিু দশ দিরহাম উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দশ দিরহামের কম মহর হতে পারে না।"[৩১] স্বামী সম্পদশালী হলে স্ত্রীর দাবি অনুযায়ী বেশি মহর দেওয়াতে কোন দোষ নেই। "আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করে থাক এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক তবুও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিবে না।"[৩২] মহরের পরিমাণ সমাজ, লোক ও আর্থিক মানের পার্থক্যের কারণে বেশিও হতে পারে আবার কমও হতে পারে। তবে শুধু পারিবারিক আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে এর পরিমাণ নির্ধারণে বাড়াবাড়ি ও দরকষাকষি মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়। এমন পরিমাণ মোহর নির্ধারণ হওয়া উচিত; যাতে স্বামীর সাধ্যের মধ্যে থাকে। আল্লাহ বলেন, "আর মেয়েদের অলী-গার্জিয়ানদের অনুমতি নিয়ে তাদের বিয়ে কর এবং তাদের মোহরানা প্রচলিত নিয়মে ও সকলের জানামতে তাদেরকেই আদায় করে দাও।"[৩৩]

শাহ দেহলভীর মতে, দেন মোহরের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত নয়, যা আদায় করা স্বামীর পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে এবং সেজন্য সে রীতিমত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তার পরিমাণ এমনও হওয়া উচিত নয়, যা আদায় করা স্বামীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিকে গরীব সাহাবীকে বললেন, কিছু না কিছু দিতে চেষ্টা কর। আর কিছু পার, মোহরানা বাবদ অন্তত লোহার একটি আঙ্গরীও দিতে পারলেও সেজন্য অবশ্য চেষ্টা কর। আর নিঃস্ব দরিদ্র সাহাবী তাও দিতে পারেননি, তাকে তিনি বলেছিলেন, 'কুর'আন শরীফের যা কিছু জানা আছে, তা তুমি তোমার স্ত্রীকে শিক্ষা দেবে-এর বিনিময়ই আমি মেয়েটিকে তোমার নিকট বিয়ে দিলাম।"[৩৪] "ইবনে জাওজী বলেছেন, ইসলামের প্রথম যুগে স্বাভাবিক দারিদ্রের কারণে প্রয়োজনবশতই এ ধরনের মোহরানা নির্দিষ্ট করা জায়েয ছিল। কিন্তু এখন তা জায়েয নেই।"[৩৫] হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর মোহর ছিল ৪৮০ দিরহাম, উমর (রাঃ) এর স্ত্রী উম্মে কুলসুমের মোহর ছিল চল্লিশ হাজার দিরহাম এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী উম্মে কুলসুমের মোহর ছিল ৪ শত দিনার অর্থাৎ চার শত স্বর্ণ মুদ্রা। "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ফাতিমা আলীর সাথে বিবাহ দিতে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ সময়ে তার বয়স ছিল পনের। বিবাহের

২৮.সম্পাদনা পরিষদ.*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ৪০২

২৯.আল-কুর'আন, ২ঃ ২৩৭ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

৩০. আল-কুর'আন, ২ঃ ২৩৬ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ

৩১.দারকুতনী, হিদায়া ২য় খ. পৃ.৩০৪,/ *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত পৃ.৪০১

৩২.আল-কুর'আন, ৪ঃ২০ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً

৩৩. আল-কুর'আন, ৪ঃ২৫ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَا فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৩৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৫৭

৩৫.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৫৭

মহর ছিল ৪৮০ দিরহাম মতান্তরে ৫০০ দিরহাম।"[৩৬] "হযরত উমর (রা.) উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেছিলেন এবং মোহরানা বাবদ দিয়ে ছিলেন চল্লিশ হাজার দিরহাম। চল্লিশ হাজার দিরহাম তদানিন্তন সমাজে বিরাট সম্পদ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং হযরত উম্মে হাবীবার মোহরানা দিয়ে দিয়েছিলেন চারশত দিনার ও চারশত স্বর্ণমুদ্রা। এক বর্ণনা থেকে জানা যায় তার মোহরের পরিমাণ ছিল আটশত দিনার।।"[৩৭] মোট কথা, মোহরের কোন উচ্চসীমা নির্ধারিত নেই। স্বামীর সামর্থ ও স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদার উপর মোহর নির্ধারণ করা ভাল। তবে স্বামীর পক্ষে যা আদায় করা সহজ সেটি উত্তম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যাহা পরিশোধ করা সহজ, তাহাই উত্তম মোহর।"[৩৮] এ আলোচনা থেকে মোহরের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ জানা গেল। "কিন্তু জাহিলী যুগে বিপুল পরিমাণ মোহর ধার্য করা হত। পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে কন্যাপক্ষ খুবই চাপ দিত। ফলে দু'পক্ষের মধ্যে দরকষাকষি ও ঝগড়া-ঝাটি হত। এর পরিণামে সমাজে দেখা দিত নানা প্রকারের জটিলতা। বর্তমানেও মুসলিম সমাজে মোহরানা ধার্যের ব্যাপারে অনুরূপ অবস্থাই দেখা দিয়েছে। বলা যেতে পারে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সাংস্কৃতির চরম উন্নতির এ যুগে পুরাতন জাহিলিয়াত নুতন করে মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠেছে।"[৩৯] আবার এক শ্রেণির মানুষ আছে, মোহরানা তো জিবদ্দোশায় দেয়ই-না; বরং বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীর নিকট বিভিন্নভাবে টালবাহানা করে মাফ করিয়ে নেয়। এটি হলো বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানের সামাজিক চিত্র।

ভরণ-পোষণ

বিয়ের পর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আরও একটি দায়িত্ব হলো ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা।স্বামী স্ত্রী ও সন্তানদের যাবতীয় ব্যায়ভার নির্বাহ করবে। স্ত্রীর, শোভনীয় মান অনুপাতে খোরপোষ নিয়মিত সরবরাহ করা স্বামীর কর্তব্য; যেন সে নির্লিপ্তভাবে স্বামীর ঘর-সংসার পরিচালন ও সংরক্ষণ এবং সন্তান প্রসব ও লালন পালনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "পিতার কর্তব্য, যথাযথ তাদের ভরণ-পোষণ করা।"[৪০] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "বিত্তবান তার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তার সাধ্যানুযায়ী বিধিমত খরচ পত্রের ব্যবস্থা করবে।"[৪১] তাছাড়া সূরা তালাকে এসেছে, "বিত্তবান নিজ সামর্থানুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবন উপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে।"[৪২] পুরুষ আল্লাহর নিকট থেকে যে অনুগ্রহ ও দান অর্জন করেছে তার মধ্যে দৈহিক শক্তি, সামাজিক নেতৃত্ত্ব, সম্মান-ক্ষমতা, জিহাদ, বিচার প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য। "আর অর্জিত কারণটি হ'ল মহরানা দান, ভরণ-পোষণ ও পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের যাবতীয় দায়িত্ব পুরুষকেই পালন করতে হয়।"[৪৩] কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে সাধ্যের বাইরে স্বামীর উপর চাপ প্রয়োগ করে । এতে দাম্পত্য জীবনে কলহ দেখা দেয়। "যে লোককে অর্থ-সম্পদে সানন্দ দান করা হয়েছে, তার কর্তব্য তার স্ত্রী-পরিজনের জন্য সে হিসেবেই ব্যয় করা। আর যার আয়-উপার্জন স্বল্প পরিসর ও পরিমিত, তার সেভাবেই আল্লাহর দান থেকে খরচ করা কর্তব্য। আল্লাহ প্রত্যেকের তার সামর্থ অনুসারেই দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন।"[৪৪] তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, এর ৩৩১ পৃষ্ঠায় আছে, "স্ত্রীর ব্যয়ভারের কোন পরিমাণ শরীয়তে নির্দিষ্ট নেই; বরং তা বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর উভয়য়ের অবস্থা বিবেচনীয়। সচ্ছল অবস্থার স্ত্রীর জন্য সচ্ছল অবস্থার স্বামী সচ্ছল অবস্থার লোকদের উপযোগী ব্যয় বহন করবে। অনুরূপভাবে অভাবগ্রস্ত স্ত্রীর জন্যে অভাবগ্রস্ত স্বামী ভরণ-পোষণের নিম্নতম দায়িত্ব পালন করবে। উপরোক্ত আয়াতের শেষাংশ প্রমাণ করেছে যে, সামর্থের বেশি কিছু করা স্বামীর পক্ষে ওয়াজিব নয়।

৩৬.সম্পাদনা পরিষদ.*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা ঃ ইফাবা, জুন ২০০০ খ্রি. পৃ. ৪০৫

৩৭.ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুর'আন*, খ. ১, পৃ. ৩৬৪

৩৮.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫ খ্রি. পৃ.২০৮

৩৯.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৫৭

৪০.আল-কু'আন,২ঃ ২৩৩ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

৪১. আল-কু'আন,২ঃ ২৩৬ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ

৪২. আল-কু'আন,৬৫ঃ ৭ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً

৪৩.*তাফসীর বায়জাভী*, ১ম খ.পৃ.১৮৫ ও সম্পাদনা পরিষদ.*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৪০৮

৪৪.মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবু হানিফারও এই মত।"[৪৫] সুতরাং স্বামীর অবস্থানুযায়ী স্ত্রীকে খোরপোশ দেয়ার কথা কুর'আন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত। হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেছেন,ঃ আবু সুফিয়ানের স্ত্রী উৎবা কন্যা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি, সে আমার এবং আমার সন্তানদের প্রয়োজনমত ভরণ-পোষণ দেয় না, তবে আমি তাকে না জানিয়ে প্রয়োজন মত গ্রহণ করে থাকি। এ কাজ জায়িয কি-না? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী তোমার ও তোমার সন্তানদের পয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ তুমি গ্রহণ করতে পার।"[৪৬] অন্যত্র রাসূল (স.) বলেন, "তোমরা যখন যা খাবে তখন তাদেরকেও তাই খাওয়াবে, আর তোমরা যখন যা পোশাক পড়বে, তাদেরকেও তাই পড়াবে।"[৪৭] সূরা বাকারার ২৩৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাচ্ছির আল্লামা শাওকানী বলেন, "সন্তান ও স্ত্রীর ব্যয়ভার, খোরাক ও পোশাক সংগ্রহ ও ব্যবস্থা করা সন্তানের পিতার পক্ষে ওয়াজিব। আর তা করতে হবে সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী যা লোকেরা সাধারণত করে থাকে। এ ব্যাপারে কোন পিতাকেই তার শক্তি-সামর্থের বাইরে তার পক্ষে কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে পরে, এমন মান বা পরিমাণ তার উপর চাপান যেতে পারে না।"[৪৮] ডা. জাকির নায়িক তাঁর লেকচারে বলেন, "ইসলামে নারীর উপর পরিবারের কোন আর্থিক বাধ্যবাধকতা এবং অর্থনৈতিক দায়িত্ব নেই, যা পুরুষের ওপর ন্যস্ত আছে। কোন মেয়ের বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত থাকা, খাওয়া, কাপড়-চোপর এবং বাদবাকী আর্থিক প্রয়োজনের যোগানদাতা তার বাবা অথবা তার ভাই। বিবাহের পরে এসব দায়িত্ব স্বামীর অথবা পুত্রের। ইসলাম পুরুষের ওপরই তার পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। এসব দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলার জন্যই তাকে উত্তরাধিকারে দ্বিগুন অংশ দেয়া হয়েছে।"[৪৯]

আল্লাহ তা'আলা স্বামীকে স্ত্রীর উপর শাসন ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তাহার উপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও তাহার নিরাপত্তার দায়িত্ব ভার অর্পণ করিয়াছেন।"[৫০] এছাড়া স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যয়ভার স্বামীর জন্য কর্তব্য ও দায়িত্ব যেমনি নিজের ও সন্তানদের। "স্বামী কর্তৃক দেয় খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থান ইত্যাদিকে ভরণ পোষণ বলে।"[৫১] স্ত্রীর জীবনে স্বামী একমাত্র তার সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ও যাবতীয় বিষয়ে খোঁজ-খবরকারী এবং তত্ত্বাবধায়ক। সুতরাং রোগ শোক ও বিপদাপদে স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। "রোগাক্রান্ত হইলে স্ত্রীর সেবা শুশ্রুষা ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা স্বামীর অপরিহার্য দায়িত্ব। স্বামী-স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল না হইলে স্ত্রীও স্বামীর প্রতি সহানুভূতিশীল হইবে না।"[৫২] স্ত্রী তো দূরের কথা একটা সাধারণ অসুস্থ ব্যক্তির পাশে দাঁড়ানো, তার পরিচর্যা করা, সাহস যোগানো এবং খোঁজ-খবর নেওয়া ইসলামী সভ্যতার অংশ। মহানবী (স.) বলেছেন, "যে রোগী দেখতে যায়, সে মূলত জান্নাতের শিশুদের মাঝে চলতে থাকে।"[৫৩] "রোগীর শুশ্রুষা তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তোমাদের কেউ তার হাত রোগীর কপালে রাখল।"[৫৪] "যে ব্যক্তি রোগীর সেবা শুশ্রুষা করল সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের শিশুদের সাথে অবস্থান করল।"[৫৫] স্বামী ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় স্ত্রীর খোরপোষ না দিলে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করা উচিত। "নবী করীম (স.)কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, সে তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করতে পারে না; এমতাবস্থায় কি করা যেতে পারে? তখন নবী করীম (স.) বলেছিলেন ঃ এ দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিতে হবে।"[৫৬]

৪৫.মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৮

৪৬.মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৮৮-১৮৯

৪৭.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাতবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি.(১৮৯৫ খ্রী.) খ.৪,পৃ.৪৪৪,৪৪৭

৪৮.ফতহুল কাদির, খ.১,পৃ.২১৮/ মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৮৮

৪৯.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*,(অনুবাদ ও সম্পাদনা আলোচকবৃন্দ ইসলামিক টিভি বাংলাদেশ) প্রকাশক, আব্দুল কুদ্দুস ও মোঃ ইমাম উদ্দিন, ঢাকাঃ বাংলাবাজার, জানুয়ারী ২০১০ খ্রি. খ.১, পৃ.২৩৯

৫০.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫,খ্রি. পৃ. ২৫৪

৫১.সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল, ১৯৯৫ খ্রি. পৃ.১৬৩

৫২. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৫৪

৫৩.ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল,*আল-মুসনাদ*,প্রাগুক্ত,খ.১,পৃ.১৩৮

৫৪.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল,*আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ , মাতবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া, খ.৫,পৃ.২৬০

৫৫.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিরর, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০৮ খ্রি. হাদীস নং ৪০-৪১

৫৬.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রগুক্ত,পৃ.২৯০

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীর ভরণ-পোষণ স্বামীর ওপর নিম্নলিখিত শর্তে ওয়াজিব হবে, অন্যথায় নয়।
"(ক)বিশুদ্ধ বিবাহ হইলে;
(খ) স্ত্রী নিজেকে স্বামীর এখতিয়ারাধীনে সোপর্দ করিলে;
(গ) স্ত্রী নিজ পিত্রালয়ে অবস্থানরত, কিন্তু স্বামী তাহাকে নিজ বাড়িতে আনিবার আমন্ত্রন জানায় না অথবা কোন বৈধ কারণ ছাড়া তাহাকে নিজের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করে;
(ঘ) তলবী মুহর পরিশোধ না করায় অথবা অন্য কোন আইনসংগত কারণে স্ত্রী স্বামী গৃহে আসিতে অস্বীকার করিলে, সহবাস হউক বা না হউক।"[৫৭]
(ঙ) আবার স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী তাহার নামে অন্যের নিকট হইতে ধার গ্রহণ করিয়া নিজের ভরণ- পোষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। ঋনদাতা গ্রহীতার স্বামীর নিকট থেকে আদায় করিতে পারিবে।"[৫৮] "কোন কোন স্বামী তার স্ত্রী এবং সন্তানকে খরচ দেওয়ার ব্যাপারে উদাসীন। যার ফলে সংসারে নেমে আসে দাম্পত্য-কলহ। অতএব, স্ত্রীকে সমমানের খাদ্য ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক সুবিধা দিতে হবে। এ ব্যাপারে কোন বৈষম্য করা যাবে না।" [৫৯]

বাংলাদেশে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা বা অধিক ধনমাল লাভের প্রবণতা লক্ষণীয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই চাকুরী অথবা ব্যবসা করে। এ ক্ষেত্রে সন্তান পালন বা সাংসারিক অন্যান্য কাজ বিঘ্নিত হয় ফলে অনেক ক্ষেত্রেই দাম্পত্য কলহ হতে দেখা যায়। ইসলামে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বামীর উপর ন্যস্ত তারপরও স্ত্রী সম্পদ অর্জন করে। বলা হয় এটা স্ত্রীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার। প্রশ্ন হলো এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর সম্পদ স্বামীর সংসারে খরচ হবে কি-না? ব্যাপারটি নিতান্তই পারস্পরিক সমঝোতার বিষয়। যদি স্বামীর সংসারে স্ত্রীর অর্জিত সম্পদ ব্যয় করে তাতে স্ত্রীর দোষ বা অপরাধ নেই আবার সে বাধ্যও নয়। তবে দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তির জন্য স্ত্রী তার সম্পদ স্বামীর সংসারে ব্যয় করলে তাতে দোষের কিছু নেই। এটি তার উদারতা, সহমর্মিতা, স্বামী-সন্তানদের প্রতি ভালবাসার নিদর্শন এবং সওয়াবের ব্যাপারও বটে। "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা.) এর স্ত্রী ঘরে বসে শিল্পকর্ম করে তা বিক্রি করে সংসারের খরচাদি চালাতেন। একদিন তিনি রাসূল (স.) এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শিল্পকর্মে দক্ষ একজন নারী। আমি বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী তৈরী করে বিক্রি করি। আমার স্বামী ও সন্তানদের আয়ের উৎস কিছুই নেই। সুতরাং আমি কি তাদের জন্য ব্যয় করতে পারি? নবী করীম (স.) বললেন, তুমি তাদের জন্য ব্যয় করতে পার। এ জন্য তুমি আল্লাহর তরফ থেকে পুরুষ্কার লাভ করবে।"[৬০] "পরিবার-পরিজনের জন্য যা ব্যয় করা হয় তার সওয়াব সবচেয়ে বেশি। রাসূল (স.) বলেছেন,
দীনার চার প্রকার-
১.কিছু দিনার তুমি আল্লাহর পথে খরচ কর
২.কিছু দিনার মিসকিনদের দান কর
৩.কিছু দিনার গোলাম মুক্ত করার জন্য ব্যয় কর
৪.কিছু দিনার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ কর। তবে পরিবার-পরিজনের জন্য যে দিনার ব্যয় করবে তার সওয়াব অনেক বেশী।"[৬১] "যদি কোন মহিলা চাকরী করে সে যে আয়ই করুক, এগুলো সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এক পয়সাও তার স্বামী বা সংসারের জন্য খরচ করতে হবে না; অবশ্য যদি সে স্বেচ্ছায় করতে চায়, সেটি তাঁর ব্যাপার। স্ত্রী যত সম্পদশালী হোক না কেন; তার থাকা খাওয়া ও অন্যান্য খরচ স্বামীকেই বহন করতে হবে।"[৬২] অন্য এক হাদীসে রাসূল (স.) বলেনঃ "যদি কোন ব্যক্তি এক দিনার জিহাদে ব্যয় করে ,এক দিনার দ্বারা গোলাম খরিদ করিয়া আযাদ করিয়া দেয়, এক দিনার কোন মিসকিনকে দান করে এবং এক দিনার স্বীয় স্ত্রীকে দান করে তবে শেষোক্ত

৫৭.সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল, ১৯৯৫ খ্রি. ধারা, ৩৮১, পৃষ্ঠা .১৬৩
৫৮.সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, ধারা.৩৮৫, পৃ.১৬৫
৫৯.ড.মোঃ শামছুল আলম,*দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়: কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি*, ইসলামী আইন ও বিচার, অক্টোবর-ডিসেম্বরঃ ২০১০,বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৪, পৃ.৫৫
৬০.আমিনুল ইসলাম মা'রুফ, *মানব জীবনে বিবাহের উপকারিতা ও কল্যাণ: একটি সমীক্ষা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৬ বর্ষ,৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৭,পৃ.৯৯
৬১.আমিনুল ইসলাম মা'রুফ, *মানব জীবনে বিবাহের উপকারিতা ও কল্যাণ: একটি সমীক্ষা*, প্রাগুক্ত,পৃ.১০০
৬২.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ.১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

দিনারের সওয়াব সর্বাধিক।"[৬৩]

একত্রে থাকা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আরও একটি কর্তব্য হলো, স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে থাকা এবং বসবাস করা। অনেক সময়ে দীর্ঘদিন স্বামী স্ত্রী আলাদা থাকার ফলে সম্পর্কে ফাটল ধরে। এটা তো স্বাভাবিক কথা নয় যে, স্বামী-স্ত্রী আলাদা বা পৃথকভাবে বসবাস করবে; বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই হলো একসঙ্গে থাকার জন্য। আলাদা থাকলে অনেকগুলো সমস্যা হতে পারে যেমন-পরস্পর সন্দেহ, অবিশ্বাস ইত্যাদি। বাংলাদেশে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে যা পত্রিকার পাতা খুললেই দেখতে পাওয়া যায়। দাম্পত্য কলহের এটি অন্যতম একটি কারণ। পৃথিবীর প্রথম দম্পতিকে একসঙ্গে থাকার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন, "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে আহার কর।"[৬৪] স্ত্রীর থাকা-খাওয়ার পাশাপাশি তার বাসস্থানের ব্যবস্থা করাও স্বামীর একান্ত কর্তব্য। এ ব্যাপারে কোন ধরনের বিতর্কের সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী যেরূপ ঘরে বাস কর তাদেরকেও সেরূপ ঘরে বাস করতে দিবে।"[৬৫] "তোমরা যেখানে যে অবস্থাই বাস কর, তাদেরকে-স্ত্রীদেরকেও সেখানেই বসবাস করার সুযোগ দিবে।"[৬৬]

বিয়ের পর স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীকে সতন্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া।। এ ব্যাপারে হযরত ফাতিমার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। "বিবাহের দশমাস পরে রুখসতী (অবকাশ) কার্যকর হয়। হযরত আলী (রা.) এ যাবত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে ছিলেন; কিন্তু রুখসতীর সময় তিনি হারিস ইবনে নুমান (রা.) এর ভাড়ার ঘরে চলিয়া গেলেন। রাসূল (স.) উভয়কেই বিদায় জ্ঞাপন করলেন এবং মুহাব্বতের সাথে জীবন-যাপন করার নসীহত করলেন।"[৬৭] "বিবাহের পর স্বামীর কর্তব্য হইল স্ত্রীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ সকল প্রকার মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। স্ত্রী অগাধ ধনসম্পদের মালিক হইলেও স্বামীর নিজ খরচে এই সকল চাহিদা পূরণের দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।"[৬৮] রাসূল (স.) নিজে তাঁর স্ত্রীদের এ সকল ব্যবস্থা করেছিলেন। "কঠিন পরিস্থিতি জীবন ও নবুয়তের সুমহান ও কঠিন দায়িত্বের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও মহানবী (স.) এর স্ত্রীগণ সম্মানের বাসস্থান ও নবীর (স.) সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখার অংশীদার হয়েছিলেন।"[৬৯] এ প্রসঙ্গে ফিকহাবিদগণ বলেছেন, "যে লোক তার স্ত্রীর বসবাসের জন্যে কোন ঘর নির্মাণ করবে এবং তার পরিচালনার অধিকার তারই হাতে অর্পণ করবে, সে যেন তার স্ত্রীকে একখানি ঘর সম্পূর্ণ হেবা করে দিল; তারই কাছে তা হস্তান্তর করে দিল।"[৭০]

শান্তির নীড় হিসেবে গড়া

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ববোধ এবং আন্তরিকতার ফলে দাম্পত্য জীবন তথা সংসার একটি শান্তির নীড় হিসেবে পরিণত হয়। আর এতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই ভূমিকা কম নয়। তবে সংসারকে শান্তির নীড় হিসেবে গড়ে তোলার জন্য স্বামীকে অবশ্যই স্ত্রীকে সহযোগিতা করতে হবে। স্ত্রীকে সংসারে শান্তি এবং আনন্দঘন পরিবেশ বজায় রাখার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে তাকেই বেশি ভূমিকা পালন করতে হয়, যাতে স্বামীও সেখানে আসতে ব্যাকুল হয়ে উঠে এবং স্ত্রীর মনে করবে এটি অন্যের ঘর নয় তার নিজের বাড়ি। স্বামীর ধারণা হবে এটি তার আরাম আয়াসের জন্য সবচেয়ে উত্তম ঠিকানা,আর স্ত্রী মনে করবে উত্তম আশ্রয়স্থল। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, "আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের; যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি

৬৩.ইমাম গাজ্জালী, *সৌভাগ্যের পরশমণি*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৩ খ্রি,খ. ২, পৃ. ৪০

৬৪.আল-কুর'আন,২ঃ ৩৫ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ

৬৫.আল-কুর'আন, ৬৫ঃ ৬ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

৬৬. আল-কুর'আন, ৬৫ঃ২ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

৬৭.মোহাম্মাদ গরীবুল্লাহ মাসরূর, *কাতেবীনে ওহী*, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৮৬ খ্রি.পৃ.১৫৭

৬৮.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫,খ্রি. পৃ. ২৩৩

৬৯.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ.২৯৫

৭০.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

পাও এবং তোমাদের মধ্য পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়ার সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।"[৭১] মানব মানবীর জুড়ি মানব-মানবীকে বানাবার নিয়ম করে দেয়া হয়েছে। নিম্নস্তর বা উচ্চস্তরের অপর কোন জাতির মধ্য থেকে জুড়ি গ্রহণের নিয়ম করা হয়নি। "এ আয়াতে জুড়ি গ্রহণের বা বিয়ে করার উদ্দেশ্য স্বরূপ বলা হয়েছেঃ যেন তোমরা সে জুড়ির কাছ থেকে পরম পরিতৃপ্তি ও গভীর শান্তি-স্বস্তি লাভ করতে পার। তার মানে, স্বামী-স্ত্রীর মনের গভীরে পরিতৃপ্তি-শান্তি, স্বস্তি ও স্থিতি লাভ হচ্ছে বিয়ের উদ্দেশ্য। আর এ বিয়ের মাধ্যমেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব-ভালবাসা জন্ম নিতে পেরেছে। আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যা করে ইমাম আলুসী লিখেছেনঃ অর্থাৎ তোমাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা শরীয়তের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা-বিয়ের মাধ্যমে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব-প্রেম-প্রণয় এবং মায়া-মমতা দরদ-সহানুভূতির সৃষ্টি করে দিয়েছেন, অথচ পূর্বে তোমাদের মাঝে না ছিল তেমন কোন পরিচয়, না নিকটাত্মীয় বা রক্ত-সম্পর্কের কারণে কোনরূপ সুদৃঢ় সম্পর্ক। হযরত হাওয়া ও হযরত আদমের যখন প্রথম সাক্ষাত হয়, হযরত আদম (আ.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কে? তিনি বললেনঃ আমি হাওয়া, আমাকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি আমার নিকট পরিতৃপ্তি ও শান্তি-স্বস্তি লাভ করবে,আর আমি পরিতৃপ্তি ও শান্তি লাভ করব তোমার কাছ থেকে।"[৭২]

আল্লাহ বলেন, "সেই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র মানবাত্মা থেকে এবং তার থেকেই বানিয়েছেন তার জুড়ি, যেন সে তার কাছে পরম সান্ত্বনা ও তৃপ্তি লাভ করতে পারে।"[৭৩] ইসলামে বিয়ের একমাত্র লক্ষ্য হলো স্বামী-স্ত্রীর নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা, সান্ত্বনা এবং শান্তি নিশ্চিত করা। বিবাহিত দম্পতি জীবন যাপনে ও জীবনের বিরাট দায়িত্ব পালনে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে এবং সুখে-দুঃখে এমনভাবে জীবন কাটাবে যে, জীবনে স্নেহ মমতায় মুগ্ধ করবে,শান্তি উদারতা জীবনকে আচ্ছাদিত করবে। শান্তির নীড় হিসেবে রাসূল (স.) এর দাম্পত্য জীবন অনন্য দৃষ্টান্ত। "মহানবী (স.) এর ঘরে ছিল বিনায়াভাব ও শান্তি। যদি তাতে ছিল দারিদ্র ও স্বল্পতা, ছোট ছোট কামরা, খাবারের অধিকাংশ ছিল আটা, পানি ও খেজুর; অনেক সময় এক কিংবা দুই মাস যেত কিন্তু মহানবীর ঘরে ও চুলায় আগুন জ্বলত না।"[৭৪]

আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে মানুষকে করেছেন সৃষ্টির সেরা জীব। প্রথম মানব আদমের সঙ্গী হিসেবে সৃষ্টি করার লক্ষ্য ছিল শান্তি লাভের জন্য। এই শান্তি কেবল যৌন বাসনা পুরা করাকেই বুঝায় না; বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি লাভের উপকরণ হিসেবেই এখানে সঙ্গিনীর উল্লেখ করা হয়েছে। "বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মিলন সাধিত হয়। তাই মিলন হইল দৈহিক, মানসিক এবং আবেগ-অনুভূতির মিলন, যাহাতে পরস্পরের মধ্যে তথা সমগ্র জগতে অনাবিল শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।"[৭৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আল্লাহ, তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে জোড়া বানিয়েছেন। আর পশুদের মধ্যেও জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন। এভাবে তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দেন।"[৭৬] মহানবী (স.) এর ঘর তাঁর রমণীদের কাছে এতই নিরাপদ ও শান্তির জায়গা ছিল যে, হযরত আয়িশা (রা.) কে ছোট অবস্থায় বিয়ে করে তাঁকে বুঝতেই দেননি যে, এটা তাঁর পিতা-মাতার ঘর নয়। "আয়েশা (রা.) সেখানে সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগলেন এবং তার পিতামাতার ঘরে যেভাবে তার বয়সী ছোট সাথীদের সাথে খেলা করতেন, মহানবী (স.) সেভাবে তাঁকে তাঁর স্বভাব অনুযায়ী তাঁর বয়সী মেয়েদের সাথে খেলতে দিতেন।"[৭৭] যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আত্মা বা মনের মিল থাকে তাহলে অবশ্যই সংসার শান্তিপূর্ণ হতে বাধ্য। "প্রথম মানুষ যুগলের ন্যায় আজিকার দম্পতিও স্বাভাবিকভাবে পরস্পরের মুখাপেক্ষী।

৭১.আল-কুর'আন, ৩০ঃ ২১ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

৭২.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.৮৯

৭৩.আর-কুর'আন, ৭ঃ ১৮৯ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

৭৪.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ.২৯৪

৭৫.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৫,খ্রি. পৃ. ১৭০

৭৬.আল-কুর'আন,৪২ঃ ১১ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

৭৭.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ.২৯৬

Dhaka University Institutional Repository

আজিকার স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কাছ থেকে লাভ করে মনের প্রশান্তি ও যৌনতৃপ্তি,পায় কর্মেও প্রেরণা। একজনের মনের অস্থিরতা ও উদ্বেগ ভারাক্রান্ততা অপরজনের নির্মল প্রেম-ভালবাসার বন্যাস্রোতে নিঃশেষে ধুয়ে মুছে যায়।”[৭৮] যৌন উত্তেজনা পরস্পরকে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ করে। আর সে জন্য নারী পুরুষের দিকে এবং পুরুষ নারীর দিকে ঝুঁকে পড়ে। এতে স্বামী-স্ত্রী মিলনের মধ্য থেকে উভয়ের ভিতর অস্থিরতা ও অশান্তি দুরিভূত হয়ে যায়। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মেয়ে লোকের কারণে যৌন অশান্তি দেখা দিলে তাকে স্বীয় স্ত্রীর নিকট যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “কোন নারী যখন তোমাদের কারো মনে লালনা জাগিয়ে দেয়, তখন সে যেন তার নিজের স্ত্রীর কাছে চলে যায় এবং তার সাথে মিলিত হয়ে স্বীয় উত্তেজনা উপশম করে নেয়। এর ফলে সে তার মনের আবেগের সান্ত্বনা লাভ করতে পারবে এবং মনের সব অস্থিরতা ও উদ্বেগ মিলিয়ে যাবে।”[৭৯]

দাম্পত্য জীবনের ঘর শান্তির নীড় হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। আর সেটি হলো স্বামী-স্ত্রী নিজ নিজ দায়িত্বের পাশাপাশি একে অপরকে সহযোগিতা করা। “হযরত আয়িশা রা) ঘর দেখাশুনা করতেন ও স্বামীর কাজের অংশীদার ছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ঘরের কাজে সাহায্য করতেন এবং পরিবারের সদস্যদের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।”[৮০] “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হযরত আয়েশা (রা.) এর ঘরে রাত কাটাতেন এবং শেষ রাতে এবাদতের জন্য উঠে যেতেন;তখন হযরত আয়েশা (রা.) এর ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে যদি তাঁকে (স.) না পেতেন, তবে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়তেন এবং অন্ধকারেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে খুঁজতে শুরু করতেন। যখন তাকে পেয়ে যেতেন তখন তার মনে পূর্ণ শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসত।”[৮১]

উত্তম ব্যবহার-সদ্ব্যবহার করা

স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বামীদেরকে জোর তাকিদ দিয়েছেন। বস্তুত স্বামীদের নিকট থেকে স্ত্রীরা সদ্ব্যবহার পাওয়ার একটা বিশেষ অধিকার তাদের রয়েছে। বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিই হলো প্রাণঢালা প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা। আর এর দাবি হলো এটি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তাহলে হয়ত এমন একটি জিনিসের ঘৃণা করলে, যার মধ্যে আল্লাহর প্রভূত কল্যাণ রয়েছে।”[৮২] স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার ও উত্তম আচরণের সঙ্গে জীবন-যাপন করার তাকিদ হাদীসেও এসেছে। হাদীসে স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা পূর্ণ ঈমান ও চরিত্রের লক্ষণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম, নিষ্কলুষ সে সবচেয়ে বেশি ঈমানদার । আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ব্যক্তি হচ্ছে সে যে তার স্ত্রীর নিকট সবচেয়ে ভাল।”[৮৩] অপর হাদীসে এসেছে, “তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লোক সে, যে তার পরিবার ও তার স্ত্রী-পরিজনের পক্ষে ভাল। আর আমি আমার পরিবারবর্গের পক্ষে তোমাদের তুলনায় অনেক ভাল। তোমাদের সঙ্গী-স্ত্রী বা স্বামী যদি মরে যায়, তাহলে তার কল্যাণের জন্য তোমরা অবশ্যই দোয়া করবে।”[৮৪] তিনি আরও বলেন, “তোমাদের মধ্যে সে লোক উত্তম, যে তার পরিবার পরিজনের কাছে উত্তম। আমি আমার পরিজনের কাছে উত্তম।”[৮৫] স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক, ভালবাসার সম্পর্ক। এতে মান অভিমান চলতে পারে। অনেক সময়ে পরস্পর মান অভিমান রাগ অনুরাগ, প্রেম-প্রীতি তথা মহব্বতকে আরও বাড়িয়ে দেয়। জাতীয় কবি কাজী নজরুল বলেছেন, ‘আছে মান অভিমান পিড়িতি সোহাগে, মাটির এ পৃথিবী তাই এত

৭৮.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.৮৯

৭৯.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯০

৮০.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ.২৯৬

৮১.এ এফ এম আব্দুল মজীদ রুশদী, *হযরত আয়েশা সিদ্দিক া (রা.)* ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২ খ্রি, পৃ.৬৯

৮২.আল-কুর'আন, ৪ঃ ১৯؛ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً

৮৩.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৮৯

৮৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৭৯

৮৫.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাযা*, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুন নিকাহ, বাব-হুসন মু'আশিরাতিন নিসা,হাদীস নং ১৯৭৭

ভাল লাগে।' তাই স্ত্রীর সাথে রুক্ষ ব্যবহার ও রুঢ় আচরণ স্বামী সুলভ আচরণ নয়। সে কারণে স্ত্রীর সাথে সর্বদা সদ্ভাব বজায় রাখা উচিত। হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই লোক উত্তম যে স্ত্রীর নিকট উত্তম এবং পরিবারবর্গের সাথে স্নেহশীল আচরণ করে।"[৮৬] আল্লাহ নারী জাতিকে এমন আবরণ দিয়ে তৈরি করেছেন যার কারণে বাইরের চেয়ে ঘরে অবস্থান তাদের মানানসই। তারা গৃহে আবদ্ধ থাকে বলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকিদ দিয়েছেন। নবীজীর ওফাতের সময় তিনটি কথা খুব ধীরে বলেছিলেন, ১. নামাজ কায়েম কর; ২. আল্লাহর বান্দাগণের সাথে ভালব্যবহার কর; ৩. স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। তাহারা তোমাদের হস্তে বন্দিনী। তাহাদের সহিত উত্তমরূপে জীবন যাপন কর।"[৮৭] তবে আজকাল নারীরা আর ঘরে আবদ্ধ নেই। তারা পাশ্চাত্য দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে ঘরের বাইরে পুরুষের পাশাপাশি থাকাকে অধিকার বলে মনে করছেন যা আফসোসের বিষয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার স্ত্রীদের সালাম দিতেন,"হযরত উম্মে সালমা হ'তে বর্ণিত যে, নবী করীম (স.) তাঁকে বিয়ে করার পর বাসর রাতে ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়েছিলেন।"[৮৮]

উত্তম ব্যবহার করার জন্য অন্যত্র নবী করীম (স.) স্বামীদের স্পষ্ট নসীহত করেছেন। "তোমরা স্ত্রীর সাথে সব সময় কল্যাণময় ব্যবহার করার জন্য আমার এ উপদেশ গ্রহণ কর। কেননা নারীরা জন্মগতভাবেই বাঁকা স্বভাবের হয়ে থাকে।"[৮৯] অপর হাদীসে আছে "তোমাদের মধ্যে সে উত্তম যে স্ত্রীর নিকট উত্তম।"[৯০] "যে স্ত্রীর কাছে ভাল সে আসলেই ভাল।"[৯১] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা স্ত্রীদের সাথে কল্যাণময় ব্যবহার করার জন্য আমার এ নসীহত কবুল কর। কেননা নারীরা জন্মগতভাবেই বাঁকা স্বভাবের হয়ে থাকে। তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও,তবে তুমি চূর্ণ করে দেবে। আর যদি তাকে অমনি ছেড়ে দাও তবে সে সব সময় বাঁকা থেকে যাবে। অতএব বুঝে-শুনে তাদের সাথে ব্যবহার করার আমার এ উপদেশ অবশ্যই গ্রহণ করবে।"[৯২]

গালমন্দ ও প্রহার না করা

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি, ঝগড়াঝাটি বা মতের অমিল কোন কোন সময়ে হতেই পারে। কোন সময় স্বামী কোন কারণে অধিক রাগান্বিত হলে পরে সে ক্ষেত্রে স্ত্রীকে গালিগালাজ বা শারীরিক (প্রহার) ও মানসিক নির্যাতন করা ইসলাম নিষেধ করেছে। স্ত্রীদের প্রতি অন্যায় ও জুলুম তো দূরের কথা অযথা তালাক দেওয়া বা তালাক দেওয়ার হুমকি প্রদর্শন করাও ইসলামে জায়িয নেই। আল্লাহ বলেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নানাভাবে কষ্টদান ও উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে আটক করে রেখো না। যে লোক এরূপ করবে, সে নিজের উপরই জুলুম করবে। আর তোমারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে খেলনার বস্তুতে পরিণত করো না।"[৯৩] আর যদি নিতান্তই অবাধ্য হয়ে উঠে তাহলে সামান্য প্রহারের অনুমতি থাকলেও মুখমন্ডলে প্রহারের অনুমতি ইসলাম দেয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তুমি তোমার স্ত্রীর মুখমন্ডলে আঘাত করবে না,গালমন্দ করবে না এবং ঘর থেকে বের করে দেবে না।"[৯৪] সাম্প্রতিককালে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অতি তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে উভয়ের মাঝে মারামারি, হাতাহাতি লক্ষণীয়। অযথা ঠুনকো ব্যাপারে তথা মতের অমিলের কারণে স্বামী-স্ত্রীকে জ্বালা-যন্ত্রণা করে থাকে। "বস্তুত স্ত্রীদের সাথে মিষ্টি ও মধুর ব্যবহার করা এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট না দিয়ে শান্তি ও সুখ-সাচ্ছন্দ্য দান করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও যদি কেউ তার স্ত্রীকে অকারণে জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়, ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেষ্টিত হয়, তবে সে

৮৬.আব্দুল খালেক,*নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশঃ জুন, ১৯৯৫, খ্রি. পৃ. ২৩৯

৮৭.ইমাম গাজ্জালী, *সৌভাগ্যের পরশমণি*, ইসলামিক ফাউনেডশন বাংলাদেশঃ জুন, ১৯৯৩ খ্রি. খ. ২, পৃ. ৩৬

৮৮.হাফিজ আবু শায়খ আল ইসফাহানী, *আখলাকুননবী (স.)* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ১৯৯৪ খ্রি. পৃ.৩২

৮৯.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৭১

৯০.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৫, খ্রি.পৃ.৪৭২

৯১.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী,*আসসুনান লিবন মাযা*,দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুন নিকাহ, বাব নং-৫০

৯২.সহীহ বুখারী, বাব-আল ওসা'আ বিননিসা ও মাওলানা মুহাম্মাদ হাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৭১

৯৩.আল-কুর'আন, ২ঃ ২৩১. وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

৯৪.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রো ঃ মাতবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি.খ.৪,পৃ.৪৪৭

আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কারণে আল্লাহর গজবে পড়ার যোগ্য হবে।"[৯৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন, "তোমার স্ত্রী অংকশায়িনীকে এমন নির্মমভাবে মারধোর করো না, যেমন করে তোমরা মেরে থাকো তোমাদের দাসদাসীদের।"[৯৬] নবীজী আরও বলেন "তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসদের মারার মত না মারে, আর মারধোরের পর দিনের শেষে তার সাথে যেন যৌন সঙ্গম না করে।"[৯৭] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের কোনরূপ গালাগাল করা জুলুম করা স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। "তোমাদের স্ত্রীদের আদৌ মারধোর করবে না এবং তাদের মুখমন্ডলকে কুশ্রী ও কদাকার করে দিও না।"[৯৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদেরকে আল্লাহর দাসী উল্লেখ করে তাদেরকে মারধোর করা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, "আল্লাহর দাসীদের তোমরা মারপিট করো না।"[৯৯] হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, স্ত্রীকে খুব হালকাভাবে সামান্য মারধোর করা জায়িয। তবে শর্ত হলো- স্ত্রী যদি অবাধ্য ও বিদ্রোহী হয়ে উঠার আশংকা দেখা দেয়। যাকে বলে সংশোধনের জন্য শাসন করা। আর এর পর্যায় হলোঃ-

প্রথমতঃ বোঝাতে হবে;
দ্বিতীয়তঃ সতর্ক করতে হবে;
তৃতীয়তঃ ভয় দেখাতে হবে;
চতুর্থতঃ একই ঘরে রেখে শয্যা পৃথক করতে হবে;
পঞ্চমতঃ একাধারে এরূপ ৩ রাত করতে হবে;
ষষ্ঠতঃ মৃদু প্রহার করা যেতে পারে;
সপ্তমতঃ স্ত্রী যদি শরী'আত সম্পর্কিত কোন বিষয় অবহেলা করে, তবে একমাস যাবত পরিত্যাগ করা যাবে;
অষ্টমতঃ এর পরও সংশোধন না হলে বিচারের মাধ্যমে ব্যবস্থা করে বিচ্ছেদ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, "আর যেসব স্ত্রীলোকের আনুগত্য ও বিদ্রোহের ব্যাপরে তোমরা ভয় কর, তাদের ভালভাবে বোঝাও নানা উপদেশ দিয়ে তাদের বিনয়ী হতে চেষ্টা করো। পরবর্তী পর্যায়ে মিলন শয্যা থেকে তাদেরকে দূরে রাখ। আর শেষ উপায় হিসেবে প্রহার কর। এর ফলে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তাহলে তাদের উপর অন্যায় ব্যবহারের নুতন পথ খুঁজে বেড়িও না। .... নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সর্বশ্রেষ্ঠ।"[১০০] মওলানা মোহাম্মাদ আব্দুর রহীম তাঁর বইতে লিখেছেন,স্বামী চারটি কারণে স্ত্রীকে সামান্য প্রহার করতে পারে। এই মৃদু প্রহারের কারণে লজ্জায় অথবা ভয়ে স্ত্রী সংশোধন হয়ে যেতে পারে।

"এক. স্বামীর ইচ্ছা, ও নির্দেশ সত্ত্বেও স্ত্রী যদি সাজ-সজ্জা পরিত্যাগ করে;
দুই.স্বামী সঙ্গমের ইচ্ছা প্রকাশ করলে সে জন্য প্রস্তুত না হওয়া তার পবিত্র ও হায়েযমুক্ত থাকা সত্ত্বেও।
তিন. স্ত্রী যদি নামায তরক করে;
চার. স্ত্রী যদি স্বামীর বিনা অনুমতিতে ঘর থেকে বাইরে চলে যায়।"[১০১]

তবে উত্তম হলো স্ত্রীকে প্রহার না করা আর তা সামান্যই হোক না কেন। হাদীসে এসেছে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবস্থা বিশেষে স্ত্রীকে প্রহারের অনুমতি দিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি এটি তাঁর মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দিয়েছেন। স্ত্রীকে প্রহার করা তিনি অপছন্দই করতেন।"[১০২] অন্য একটি হাদীসে আছে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোন স্ত্রীকে কিংবা কোন চাকর-খাদেমকে কখনও মারধোর করেননি, না তিনি নিজের হাত

৯৫.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৭৫
৯৬.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৭৫
৯৭.ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, ইফাবা, খ.২ পৃ.৭৮৪ ও মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৭৫
৯৮.ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস আস-সাজিস্তানী, *সুনানে আবু দাউদ*, কানপুর ঃ আল-মাতবা আল-মজীদী, ১৩৭৫ হি.খ.১,পৃ.১৭৬
৯৯.আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস আস-সাজিস্তানী,*সুনানে আবু দাউদ*, কানপুর ঃ প্রাগুক্ত, কিতাবুননিকাহ, বাব-ফি দারবিননিসা
১০০.আল-কুআন, ৪ঃ ৩৩,. وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيرا
১০১.মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৭৫
১০২.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ঃ জুন, ১৯৯৫,খ্রি. পৃ. ২২৯

দিয়ে না আল্লাহর পথে।"[১০৩] স্ত্রীকে মারধোর ও গালমন্দ করা নিঃসন্দেহে জুলুম ও নির্যাতন। তাছাড়া গালমন্দ করা ফাসেকী কাজও বটে। "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুসলিমের গালি প্রদান ফিস্ক।"[১০৪] "জুলুম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার মাধ্যমে মন্দের দ্রুততম পরিণামে নিপতিত হয়ে থাকে।"[১০৫] "হাদীসের চতুর্থ কথা হচ্ছে স্ত্রীকে অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করবে না। এ ধরনের কথাবার্তা পারিবারিক জীবনের মাধুর্যকে বিনষ্ট করে। কাজেই ইসলাম এ ধরনের কথাবার্তা পছন্দ করে না।"[১০৬]

স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করা

দোষে-গুণেই মানুষ। যদি স্ত্রী কখনও অনিচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলবশত কোন অন্যায় করে ফেলে, তবে স্বামী তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে মাফ করে দেবেন এবং সংশোধন করে দেবেন। স্ত্রী অশিক্ষিত ও অজ্ঞ হলে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করা স্বামীর কর্তব্য। তাছাড়া স্ত্রীর অন্য গুণের দিকে তাকিয়ে তার প্রতি খুশি হওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোন মুসলিম পুরুষ যেন কোন মুসলিম মহিলাকে তার কোন একটি অভ্যাসের কারণে ঘৃণা না করে। কেননা একটি অপছন্দ হলে অন্য আরো অভ্যাস দেখে সে খুশীও হয়ে যেতে পারে।"[১০৭] নারীদেরকে পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঁজরের হাড় যেমন বাঁকা তেমনি নারীর স্বভাবও তাই। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করাই শ্রেয়। হাদীসে আরও আছে, "মেয়েলোক পাঁজরের হাড়ের মত। তাকে সোজা করতে চাইবে তো তাকে চূর্ণ করে ফেলবে, আর তাকে ব্যবহার করতে প্রস্তুত হলে তার স্বাভাবিক বক্রতা রেখেই ব্যবহার করবে।"[১০৮]

স্ত্রীর প্রতি ক্ষমাশীলতা দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও স্থায়ীত্বের জন্য একান্তই অপরিহার্য।"যে স্বামী স্ত্রীকে ক্ষমা করতে পারে না, ক্ষমা করতে জানে না, কথায় কথায় দোষ ধরাই যে স্বামীর স্বভাব, শাসন ও ভীতি প্রদর্শন যার কথার ধরন, তার পক্ষে কোন নারীকে স্ত্রী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে স্থায়ী জীবন যাপন করা সম্ভব হতে পারে না।"[১০৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে সাবধান! তবে তোমরা যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তাদের উপর বেশি চাপ প্রয়োগ না কর বা জবরদস্তি না কর এবং তাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও, তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ নিজেই বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"[১১০] "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের অনেক বাড়াবাড়িই মাফ করে দিতেন।"[১১১] আল্লাহ বলেন, "তুমি ক্ষমা পরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চল।"[১১২] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে তোমাদের প্রতিও দয়া প্রদর্শন করা হবে। তোমরা ক্ষমা কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।"[১১৩] ক্ষমার পরকালীন পুরুস্কার খুব আকর্ষণীয়। মহান আল্লাহ বলেন, "মন্দের প্রতিদান মন্দ এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষে নিষ্পত্তি করে তবে তার পুরুস্কার আল্লাহর নিকট আছে। আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না।"[১১৪] আল্লাহ আরও বলেন, "তোমরা যদি তাদেরকে ক্ষমা

১০৩.মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*,প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৬

১০৪.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, দিল্লী ঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. কিতাবুল ইমান, হাদীস নং-১১৬

১০৫.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল কুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল যুহদ, হাদীস নং ২৩

১০৬.সম্পাদনা পরিষদ.*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, ৪০৯

১০৭.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাকতাবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি.খ.৪,পৃ. ৩২৯ ও মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৭০

১০৮.মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৭১

১০৯.মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৭৩

১১০.আল-কুর'আন, ৬৪ঃ ১৪ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

১১১.মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৭৩

১১২.আল-কুর'আন,৭ঃ ১৯৯ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

১১৩.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রো ঃ মাকতাবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি. খ.২, পৃ. ১৬৫,২১৯

১১৪.আল-কুর'আন,৪২ঃ ৪০, وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

করে দাও, তবে জেনে রেখো আল্লাহ ক্ষমাশীল।"[১১৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হৃদয় সর্বদা উদার ও ক্ষমার আবরণে পরিপূর্ণ ছিল।"তোমাদের মধ্যে কেউ কোন সাহাবী সম্পর্কে আমার কাছে কোন অভিযোগ করবে না,কেননা আমি যখন তোমাদের সামনে আসব তখন আমি চাইব যে, তোমাদের জন্য আমার হৃদয়টা (ক্ষমার জন্য) প্রশান্ত থাকুক।"[১১৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তার কোন আচরণে অসন্তুষ্ট হলে অন্য কোন গুণের কথা স্মরণ করে সন্তুষ্ট হবে।"[১১৭]

স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা করা

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালবাসা আদান প্রদান করা হয়; হয় পারস্পরিক মনের গোপন কথা বলাবলি। স্ত্রীর গোপন কথা স্বামীর নিকট স্বামীর গোপন কথা স্ত্রীর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ আমানত। সুতরাং কোন অবস্থাতেই এই গোপন বিষয়াদি অন্যের নিকট প্রকাশ করা যাবে না। ইসলাম এটিকে তীব্র ভাষায় নিষেধ করেছে। এতে একদিকে যেমন বিশ্বাস ভঙ্গ হয়,অপরদিকে লজ্জারও কারণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় স্ত্রীও স্বামীর সাথে মিলিত হয়; তারপর সে তার স্ত্রীর গোপন বিষয়াদি প্রকাশ ও প্রচার করে দেয়, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে।"[১১৮] একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায আদায়ের পর সকল সাহাবীকে বসে থাকতে বললেন এবং প্রথমে পুরুষদেরকে লক্ষ্য বললেনঃ "তোমাদের মধ্যে এমন পুরুষ কেউ আছে নাকি? যে তার স্ত্রীর নিকট আসে, ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয় তারপর বের হয়ে এসে লোকদের সাথে কথা বলে ও বলে যে; আমি স্ত্রীর সাথে এই করেছি এই করেছি। হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন এ পশ্ন শুনে সব সাহাবী চুপ থাকলেন। তারপর মেয়েদের প্রতি লক্ষ্য করে তাদের নিকট প্রশ্ন করেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে নাকি, যে স্বামী-স্ত্রীর মিলন রহস্যের কথা অন্যের নিকট বলে দেয়? তখন এক যুবতী মেয়ে বলে উঠলঃ 'আল্লাহর শপথ, এই পুরুষও যেমন সে কথা বলে দেয়, তেমনি এই মেয়েরাও তা প্রকাশ করে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কি জান এরূপ যে করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেন একটি শয়তান, সে তার সঙ্গী শয়তানের সাথে রাজপথে সাক্ষাত করল, অমনি সেখানেই তার দ্বারা নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করল। আর চারিদিকে লোকজন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।"[১১৯]

হাদীসদ্বয় প্রমাণ করে যে, স্বামী-স্ত্রীর গোপন বিষয়াদি অন্যের নিকট প্রকাশ করা হারাম। আর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে যে স্বামী তার স্ত্রীর নিকট গমন করে স্ত্রীর তার স্বামীর নিকট গমন করে, তারপর স্বামী তার স্ত্রীর গোপন বিষয়াদি অন্যের কাছে বলে দেয়।"[১২০] হাদীসের ভাষায় স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করা নির্লজ্জ ও পাপের কাজ। "সুতরাং দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়া তাহার একজন অপরজনের মান-সম্ভ্রম নষ্ট করিতে পারে না। ইহা অত্যন্ত নির্লজ্জ ও গুনাহের কাজ।"[১২১]

পরস্পর উপহার বিনিময় করা

জীবনকে রুটিন বানানো একেবারে ঠিক নয়। এতে একঘেঁয়েমিতা আসে। তাই স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রেম-প্রীতির স্থায়ীত্ব ও গভীরতা বিধানের লক্ষ্যে প্রয়োজন হচ্ছে পারস্পরিক উপহার উপঢৌকন বিনিময়। স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে মাঝে মধ্যে নানা ধরনের আকর্ষণীয় জিনিসপত্র দেওয়া। আবার স্ত্রীরও উচিত সাধ্যমত তাই করা। তবে পারস্পরিক আকর্ষণ;

---

১১৫. আল-কুর'আন, ৬৪ঃ ১৪ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

১১৬.হাফিজ আবু শায়খ আল ইসফাহানী (র.) *আখলাকুননবী (স.)* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ১৯৯৪ খ্রি. পৃ.৪৩

১১৭.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল,*আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত,খ.২, পৃ. ৩২৯

১১৮.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাযা*, দেওবন্দঃ প্রাগুক্ত,কিতাবুল ফিতান,বাব,১১ / মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রগুক্ত,পৃ.১৮৬

১১৯.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ ১৮৬,১৮৭

১২০.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী,আসসুনান লিবন মাযা, দেওবন্দঃ প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান, বাব,১১,

১২১.আব্দুল খালেক,*নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঃ জুন, ১৯৯৫,খ্রি. পৃ.১৫৭

কৌতহল ও ভাবাবেগ বৃদ্ধি পাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এজন্য উপহার বিনিময়ের জন্য উপদেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা পরস্পর উপঢৌকন হাদিয়া আদান প্রদান কর; কেননা উপহার হাদিয়া দিলের ক্লেদ ও হিংসাদ্বেষ দূর করে দেয়।"[১২২] এটি বাস্তব যে, যে কেউ কাউকে সামান্য উপহার দিলেই উভয়ের মধ্যে এটি গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়।"মানুষের দিলে ধন-সম্পদের মায়া খুবই তীব্র ও গভীর। তা যদি কেউ অন্য কারো নিকট থেকে লাভ করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তার মন তার দিকে ঝুকে পড়ে, আকৃষ্ট হয় এবং মাল-সম্পদ দানকারীর মনও ঝুঁকে পড়ে তার প্রতি; যাকে সে দান করল।"[১২৩] তবে স্বামী স্ত্রী একে অপরকে উপহারস্বরূপ যা প্রদান করবে তা ছোট হোক অথবা বড় হোক তা ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি বলেন, "স্বামী-স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে যা কিছু একবার দিয়ে দিয়েছে,তা ফেরত নেয়া কারো পক্ষেই জায়িয নয়।"[১২৪] ইবনে বাত্তান বলেছেন, কারো কারো মতে স্ত্রী তার দেয়া জিনিস ফিরিয়ে নিলেও নিতে পারে; কিন্তু স্বামী তার দেয়া উপহার কিছুতেই ফিরিয়ে নিতে পারবে না।"[১২৫] আমাদের দেশে এরূপ অনেক উদাহরণ আছে যে, স্বামী স্ত্রীকে কোন উপহার দিলে বিচ্ছেদ অথবা কলহের কারণে তা ফিরিয়ে নেয়। এমনকি এ ব্যাপারে মামলা মোকাদ্দমা পর্যন্ত হয়ে থাকে। "স্ত্রীকে এ উদ্দেশ্যে কষ্ট দেয় যে, সে তাকে যা কিছু দিয়েছে তা ফিরিয়ে দিয়ে দিক এবং সে জন্যে তাকে জ্বালা যন্ত্রণা দেয়া স্বামীর জন্য সম্পূর্ণ হারাম। তবে সে যদি প্রকাশ্য নির্লজ্জতার কাজ করে তবে তা সতন্ত্র কথা।"[১২৬]

বিয়ের সময়ে বর-কনেকে যেসব উপহার দেওয়া হয় তা এক ধরনের পণ যা ইসলামে বৈধ এবং যে পায় তার হক। কিন্তু উপহার উপঢৌকন পাওয়ার ব্যাপারে পাত্রীই অগ্রাধিকার পাবে। হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "স্ত্রী যৌনাঙ্গের সম্মানের বিনিময়ে মোহর প্রদান করা হয় তা তার প্রাপ্য। আর বিবাহের আকদ সম্পন্ন হওয়ার পর স্ত্রীর পিতা,ভাই কিংবা অভিভাবক সম্মানস্বরূপ যা দিয়ে থাকেন তা বর-কনে যাকে দেওয়া হয়,সেটা তার প্রাপ্য। সবচেয়ে অগ্রাধিকার বিষয় হলো ব্যক্তি তার মেয়ে বা ভগ্নিকে সম্মানিত করবে।"[১২৭]

যৌতুক দাবি না করা

যৌতুক হলো বর পক্ষ থেকে কনে পক্ষের নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন টাকা বা ধন-সম্পদ দাবি করা বুঝায়।যৌতুক প্রথা যে কোন সমাজের জন্য অভিশাপ। এটি জাহিলী যুগের চিন্তা চেতনা। "আমাদের দেশে যৌতুকের বলি হচ্ছে অসংখ্য নারীরা। যৌতুকের অভিশাপে অনেক নারী বঞ্চিত হচ্ছে, ঘর ভাঙছে, আত্মহত্যা সংঘটিত হচ্ছে।"[১২৮] "যৌতুক গ্রহণ ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ এবং তা পাত্র পক্ষের আত্মমর্যাদার পরিপন্থী চিন্তা।"[১২৯] একজন স্বামী তার স্ত্রীর নিকট সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে যৌতুক দাবি করা ইসলামে হারাম। যদি কনের পিতা-মাতা স্বেচ্ছায় কোন কিছু দেয় তা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু পত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দাবি করা বা জোর করে আদায় করা ইসলামে হারাম।"[১৩০] স্বেচ্ছায় কনে পক্ষ কনেকে যৌতুকের আদলে যা দেয় তা যৌতুক নয়, সেটি মূলত উপহার। ইসলামে এটি জায়িয। "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতিমাকে একটি খাটিয়া, একটি বিছানা, একটি চাদর, দুইটি আটার চাক্কা এবং পানির একটি মশক দান করেন।"[১৩১] ইসলামের পরিভাষায় এটিকে দান বা জেহাজ বলে। আজকাল মুসলমান সমাজের যৌতুকরূপে বরকে দানের প্রথা পাত্রী পক্ষের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে এবং

১২২.মওলানা আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৮১

১২৩.মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৮১

১২৪.আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি, উমদাতুল কারী,খ.১৩,পৃ.১২৮

১২৫.মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৮১

১২৬.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী,*ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.২৮৬

১২৭.আমিনুল ইসলাম মা'রুফ, *মানব জীবনে বিবাহের উপকারিতা ও কনলাণ:* একটি সমীক্ষা,ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা,৪৬ বর্ষ,৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৭,পৃ.৯৯

১২৮.ড.মোঃ শামছুল আলম, *দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়ঃ কুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গি*, ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০১০ বর্ষ.৬,সংখ্যা.২৪, পৃ.৫৪.

১২৯.আমিনুল ইসলাম মা'রুফ,*মানব জীবনে বিবাহের উপকারিতা ও কল্যাণঃ* একটি সমীক্ষা,ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, প্রাগুক্ত,পৃ.১০৯

১৩০. ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ.১৭৮

১৩১.মোহম্মাদ গরীবুল্লাহ মাসরূর, *কাতেবীনে ওহী*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৮৬ খ্রি,পৃ.১৫৭

সমাজে নানারূপ জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। হিন্দু সমাজ হইতে ইহা গৃহীত; ইসলামে ইহার ভিত্তি নাই।"[১৩২] হাদীস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী উপহার বিনিময় হিংসা বিদ্বেষ, শত্রুতা দূর করে হৃদয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দেয়।"[১৩৩] হযরত ফাতিমার বিয়েতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপঢৌকন দিয়েছিলেন তা মূলত যৌতুক ছিল না। "তিনি বিবাহের উপঢৌকন হিসেবে নবদম্পতিকে একটি খাট, দুটি তোষক, একটি কম্বল, দু'টি ইয়ামেনী চাদর,একটি বালিশ,পানির মশক,একটি কলস ও একটি যাঁতা দান করেছিলেন।"[১৩৪] এতে প্রমাণ হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যাদের দান হিসাবে যা দিয়েছেন তা শুধুই গৃহস্থালী বস্তু ছাড়া অন্য কিছু নাই বা জামাতাকে কিছুই প্রদান করেননি। কিন্তু আজকাল অর্থের প্রাযুর্য ও নাম-খ্যাতি ছড়ানোর জন্য ধনীরা মেয়েদের যৌতুক প্রদান করছে আর এতে বলি হচ্ছে গরীব বাবা-মা। "আমাদের সমাজে যৌতুকের কারণে অসংখ্য দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না।"[১৩৫] "বিশেষত এ ব্যাপারে মানুষ প্রাচুর্য ও বাহুল্য দেখার জন্য শুধু নাম, ডাক আর খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্য--এ উদ্দেশ্য যে, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, সকলে জানতে পারবে যে, অমুক তার কন্যাকে এত শত বা এত হাজার টাকার জিনিসপত্র যৌতুক হিসেবে দিয়েছে।"[১৩৬] অনেক সময় যৌতুকলোভী কিছু লোক কুর'আনের সূরা নূরের ৩২ নং আয়াতের ('তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।') ভুল ব্যাখা করে যৌতুক নিয়ে ধনী হতে চায়। তারা বলে, বিবাহের বরকতে মহান আল্লাহ ধন-সম্পদ দানের ওয়াদা করেছেন। "এখন কোন ব্যক্তি যদি বিবাহের সময় পণ (যৌতুক) নির্ধারণ করতঃ এ ধন-সম্পদ লাভ করার চেষ্টা করেন, আর মনে করেন এটাই আল্লাহর ওয়াদা, তবে আল্লাহর আয়াতের বাণীর বিকৃত সাধনের নামান্তর। যৌতুক গ্রহণ ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ।"[১৩৭] এসব কারণে ইসলাম যৌতুককে বৈধ রাখে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিভিন্ন বাণীর মাধ্যমে এ ব্যাপারে ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, "যৌতুক সর্বনিকৃষ্ট উপার্জন।"[১৩৮] তিনি আরও বলেছেন, "অন্যায় যৌতুক সর্বনিকৃষ্ট ও অপবিত্র।"[১৩৯]

পর্দার ব্যবস্থা করা

স্বামীর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো স্ত্রীর জন্য পর্দার ব্যবস্থা করা। পর্দা প্রথা মুসলিম সমাজের একটি বিশেষ অঙ্গ। এটি মুসলিম নারীর সৌন্দর্য। নারীর মান-সম্মান, ইজ্জত-আবরুর রক্ষা কবচ পর্দা। "পর্দা করা এবং শালীনতা রক্ষা করে চলা সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলাদের বৈশিষ্ট্য।"[১৪০] "ইসলামের এই পর্দা ব্যবস্থার দু'টি পর্যায় রয়েছে। একটি হচ্ছে ঘরের অপরটি বাইরের।"[১৪১] পর্দা হলো আবৃত করা, ঢেকে রাখা। পরিভাষায় মানুষের শরীর কাপড় দিয়ে আবৃত করে রাখা। "দেহের যে অংশ আবৃত করা ফরয ইসলামের পরিভাষায় ইহাকে সতর (পর্দা) বলে।"[১৪২] নারীর যেমন পর্দা আছে তেমনি পুরুষেরও পর্দার অংশ রয়েছে। "পুরুষের জন্য নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত রাখিবার অংশ।"[১৪৩] "মুখমন্ডল ও হাতের কব্জী পর্যন্ত ব্যতীত সমস্ত শরীরই নারীর সতর। স্বামী ব্যতীত পিতা, ভ্রাতা ইত্যাদি

১৩২.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ,জুন, ১৯৯৫,খ্রি. পৃ.২০২

১৩৩.ড.ময়নুল হক,*যৌতুক সমস্য ও তার সমাধান: ইসলামী দৃষ্টিকোন,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৪ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী- মার্চ ২০০৫ পৃ.১৩৫

১৩৪. সম্পাদনা পরিষদ.*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,* প্রাগুক্ত,পৃ. ৪০৮

১৩৫.অধ্যাপিকা মাও.শারাবান তাহুরা, সীরাত স্মরণিকা, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৬ হি.,পৃ.১২৮ ১৩৬.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন,* প্রাগুক্ত,পৃ.১৬১

১৩৭.ড.ময়নুল হক,*যৌতুক সমস্য ও তার সমাধান:ইসলামী দৃষ্টিকোন,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩১

১৩৮.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল কুশায়রী,*সহীহ মুসলিম,* দিল্লী ঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. কিতাবুল মুসাকাত, বাব-তাহরিমু ছানলিল কালব

১৩৯.আবু দাউদ,সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস আস-সাজিস্তানী, *সুনানে আবু দাউদ,* কানপুরঃ আল-মাকতাবা আল-মজীদী, ১৩৭৫ হি.কিতাবুল বয়ু, বাব- ফি কাসাবিল হাজ্জম

১৪০.ড. মোঃ শামছুল আলম, *দাম্পত্য বিরোধ নিস্পত্তির* উপায়ঃ কুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০১০ পৃ.৫৪.

১৪১.মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন,* প্রাগুক্ত,পৃ.১৫২

১৪২.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৫,খ্রি. পৃ.১৩২

১৪৩.আব্দুল খালেক,*নারী ও সমাজ,* প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৩

সকল পুরুষের নিকটই এই সতর খোলা রাখা নিষিদ্ধ।"[১৪৪] মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) পর্দাকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেনঃ- যথাঃ ১.সর্বনিম্ন পর্দা: মুখমন্ডল এবং হাতের কব্জী ব্যতীত নারীর সমুদয় দেহ পর্দাবৃত রাখা। ভিন্নমতে টাখনুর গিরা পর্যন্ত পায়ের পাতা ব্যতীত গোটা দেহ আবৃত রাখা।
২.মাধ্যমিক স্তর: মুখমন্ডল হাত এবং পা সহ সবকিছুই বোরখা দ্বারা আবৃত রাখা।
৩. মহিলার শরীর পর্দায় আবৃত করার সাথে সাথে তার পরিধেয় বস্ত্র আবৃত রাখা এটা হলো পর্দার সর্বোচ্চ স্তর।"[১৪৫]
"মানুষ সাধারণত পর্দা নিয়ে আলোচনা করে নারীদের ক্ষেত্রে। অথচ কুর'আনে মহান আল্লাহ নারীর পর্দার আগে পুরুষের পর্দার কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "বলুন, ইমানদার পুরুষদেরকে তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের শালীনতার হিফাযত করে।"[১৪৬] প্রথম স্তরের আবশ্যকতা সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে, "মুমিন নারীদেরকে বলুন,তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত হরে। তাদের যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ যেন প্রকাশ না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দিয়ে আবৃত রাখে। তারা যেন স্বামী,পিতা,শশুর,পুত্র,স্বামীর পুত্র,আপন ভ্রাতা,ভাতৃস্পুত্র,আপন নারীগণ,তাদের মালিকানাধীন দাসী,পুরুষের মধ্যে যৌন কামনা রহিত এমন পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্মন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকটতায়ীদের আভরণ প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না ফেলে।"[১৪৭] আয়াতে লক্ষণীয়, কর্মব্যস্ততার কারণে সাধারণত যা প্রকাশ পায় যেমন হাত পা মুখমন্ডল এগুলো থেকে কাপড় সরে গেলে গুনাহ হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "হে আসমা! কোন মহিলা বালেগ হলে তখন তার এই এই অর্থাৎ মুখমন্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গ দেখা জায়িয নেই।"[১৪৮]
দ্বিতীয় স্তরের পর্দা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, "তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপরে টেনে নেয়।"[১৪৯]
"মুহাম্মদ ইবনে সীরিন (র.) বলেন, আমি হযরত উবায়দা সালমানী (র.) কে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং জিলবাব এর আকৃতি আকার সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে তিনি মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর টেনে মুখমন্ডলের উপর ঝুলিয়ে দিলেন এবং মুখমন্ডল ঢেকে ফেললেন এবং শুধু চোখ খোলা রেখে আদনা এর ব্যাখ্যা বাস্তবে দেখিয়ে দিলেন।"[১৫০]
তৃতীয় স্তরের পর্দা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তোমরা আপন গৃহে অবস্থান করবে, প্রাচীন জাহিলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না।"[১৫১] বক্ষমান আয়াতে বুঝা যায়, বিনা প্রয়োজনে নারীদের ঘরের বাইরে যাওয়া জায়িয নেই। "শরীয়ত সমর্থিত প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়া তাদের জন্য হারাম।"[১৫২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "হে ইমানদারগণ! তোমরা নবীর ঘরে প্রবেশ করবে না। তোমরা নবীর স্ত্রীদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে।"[১৫৩] এ জাতীয় পর্দার ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, যেমন একদিন আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম নামে এক সাহাবী রাসূলের ঘরে আসেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রমনীদের

১৪৪.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৩
১৪৫.সম্পাদনা পরিষদ. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ইফাবা, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৯০
১৪৬.আল-কুর'আন,২৪ঃ ৩০,قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
১৪৭.আল-কুর'আন,২৪ঃ ৩১. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ
১৪৮.সম্পাদনা পরিষদ.*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ইফাবা,প্রাগুক্ত,পৃ.৩৯১
১৪৯.আল-কুর'আন,৩৩ঃ ৫৯ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً
১৫০.সম্পাদনা পরিষদ.*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ইফাবা,প্রাগুক্ত,পৃ.৩৯২
১৫১.আল-কুর'আন,৩৩ঃ ৩৩, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا
১৫২.মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) অনুবাদ মহিউদ্দিন খান, *তাফসীরে মা'রেফুল কুর'আন (সংক্ষিপ্ত) প্রাগুক্ত*, পৃ.১১৭৭
১৫৩.আল-কুর'আন, ৩৩ঃ ৫৩ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ

অন্দরে যেতে বলেন, হযরত সালমা বললেন হে আল্লাহর রাসূল! সে তো অন্ধ, জবাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরাও কি অন্ধ।"[১৫৪] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে "নারী গোপনযোগ্য। যখন সে ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে তাকাতে থাকে।"[১৫৫] ডা. জাকির নায়িক পর্দার ৬টি শর্ত উল্লেখ করেছেন ঃ-

১.পরিমাণঃ প্রথম শর্ত হলো দেহের সীমানা যা যতটুকু অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে। নারী ও পুরুষের জন্য এটা ভিন্ন ভিন্ন। পুরুষের জন্য ঢেকে রাখার বাধ্যতামূলক পরিসীমা তার শরীরের নূন্যতম নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত। নারীর এই পরিসীমা আরও বিস্তৃত-কব্জী পর্যন্ত হাত এবং মুখমন্ডল ছাড়া বাদবাকী শরীরের সমস্ত অংশ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক। তারা যদি চায় তাহলে তা-ও আবৃত করে রাখতে পারে। ইসলামের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের অনেকেই হাত ও মুখমন্ডলও বাধ্যতামূলক ঢেকে রাখার অংশ মনে করেন। বাদবাকী পাঁচটি শর্ত নারী ও পুরুষের একই রকম প্রোযজ্য।

২.পরিধেয় পোশাক ঢিলেঢালা হতে হবে। যেন শরীরের মূল কাঠামো প্রকাশ না পায়।

৩.পরিধেয় কাপড় এতটা পাতলা ও স্বচ্ছ না হওয়া যাতে ভেতরটা দেখা যায়।

৪.পোশাক এতটা আকর্ষণীয় ও জাঁকজমকপূর্ণ না হওয়া যাতে বিপরীত লিঙ্গ আকর্ষিত হয়।

৫.পোশাক এমন হতে পারবে না যা বিপরীত লিঙ্গের পোশকের ন্যায় বা সমরূপ।

৬.পোশাক এমন হতে পারবে না যা দেখতে অবিশ্বাসীদের ন্যায়। তাই এমন কোন পোশাক আশাক পরা উচিত নয় বা বিশেষভাবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের পরিচিতি এবং চিহ্নও।"[১৫৬] পর্দা অহেতুক উত্তোক্ত (ইভটিজ) থেকে হিফাযত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে নবী! বলুন, আপনার স্ত্রী ও কন্যাদেরকে এবং ঈমানদার নারীদেরকে যে, তারা যেন তাদের বহিরাভরণ চাদর দিয়ে ঢেকে রাখে। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে,ফলে তাদেরকে উত্তোক্ত করা হবে না।"[১৫৭]

ইসলামের সমালোচকেরা পর্দা প্রথা ইসলামের অভ্যন্তরীণ প্রথা বলে শুধু সমালোচনা করেছেন। তাদের জবাবে বলতে চাই এটি ইসলামের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল। "অনেক আগেই প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য শাসক পরিবারের সদস্যরা ও অভিজাত সম্প্রদায় নিজেদের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য সব সময়ই পর্দা করত। মহিলা এবং পুরুষ সকলেই পর্দা করে নিজেদেরকে জনসাধারণের চোখের আড়ালে রাখত। হযরত ইব্রাহীম (আ.)এর আমলেও পর্দা প্রথাকে সমর্থন করা হত।গ্রীক ও রোমক আইনের এ প্রথার পৃষ্টপোষকতা করা হত। পারস্য ও মিশরের প্রাচীন রাজা বাদশারা এ প্রথাকে কঠোরভাবে মেনে চলত। চীন ও কোরিয়াতেও এ প্রথা চালু ছিল।কিছু কাল আগেও ইংল্যান্ডের মহিলারা বর্তমানের চেয়ে অধিকতর অভ্যন্তরীণ জীবন যাপন করত। মহানবীর যুগে মেয়েরা মসজিদে নামায পড়া, যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করা এবং আত্নীয় পুরুষের সাহায্যে নেতৃত্তদান ইত্যাদি কাজে অংশ গ্রহণ করত নিজেদের পর্দা ও শালীনতা বজায় রেখে। কাজেই মুসলিম পর্দা প্রথাকে অভ্যন্তরীন প্রথা হিসেবে আখ্যা দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।"[১৫৮]

নির্দোষ হাসি তামাশা করা

স্ত্রীর সাথে মাঝে-মধ্যে আমোদ প্রমোদ,হাসি-ঠাট্টা করে স্ত্রীকে প্রফুল্ল রাখা স্বামীর কর্তব্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণের সাথে বিশেষ করে হযরত আয়িশা (রা.) এর সাথে সময়ে সময়ে খেলাধুলা করতেন। "তিনি হযরত আয়িশা (রা.) এর সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জয়ী হইলেন। দ্বিতীয়বার দৌড় প্রতিযোগিতার সুযোগ ঘটিল। এইবার হযরত আয়িশা (রা.) জয়ী হইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেনঃ ইহা প্রথমবারের প্রতিশোধ হইল এখন তুমি ও আমি সমান হইলাম।"[১৫৯] তিনি নিজে যেমন রমণীদের সাথে হাস্য ও কৌতুক করতেন, তেমনি খেলা-ধুলা করার সুযোগ তথা অনুমতি দিতেন। "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার পবিত্র সহধর্মিণীগণ এর সহিত হাস্য রসিকতা

১৫৪.শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ আল-খতীব আততিবরিযি, *মিশকাত-আলমাসাবীহ*, দিল্লী ঃ কুবুবখানা রশীদিয়া, ১৯৫৬ খ্রি. খ. ২,পৃ.২৬৯

১৫৫. সম্পাদনা পরিষদ. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ইফাবা, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৩

১৫৬.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ.২০৯

১৫৭.আল-কুর'আন-৩৩ ঃ৫৯. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

১৫৮.অধ্যাপিকা মাওলানা শারাবান *তাহুরা,সীরাত* স্মরনিকা, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৬ হি.পৃ.১২৭

১৫৯.ইমাম গাজ্জালী, *সৌভাগ্যের পরশমণি*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউনেডশন বাংলাদেশঃ জুন, ১৯৯৩ খ্রি. খ. ২, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

করিতেন।"[১৬০] "হযরত আয়িশা বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপস্থিতিতে তাবুর মধ্যে খেলিতেছিলাম এবং আমার সঙ্গে আমার কয়েকজন সাথীও খেলিতেছিল। তিনি আমার সাথীদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহারা আমার সহিত খেলা করিল।"[১৬১] এ হাদীস প্রমাণ করে যে, স্বামী-স্ত্রীর সাথে মাঝে-মধ্যে কৌতুক চুটকি, ঘরোয়া খেলা, রসিকতা, শরী'আত সম্মত আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি করা উচিত। নিজে না সময় পেলেও তাকে এ ধরনের আমোদ-প্রমোদ এমনকি হাওয়া খাওয়ার জন্য বেড়াতে নিয়ে যাওয়া উচিত। তবে ক্রীড়া কৌতুক বেশি পরিমাণ না করাই উচিত। কেননা ইমাম গাজ্জালী অভিমত করেন, "স্ত্রীর সঙ্গে ক্রীড়া-কৌতুক ও হাসি-তামাসা এত অধিক করবে না,যাহাতে স্ত্রীর হৃদয় হইতে তোমার প্রতি ভয় (ভক্তি) সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত হইয়া যায় এবং মন্দ কার্যে স্ত্রীর মতের পোষকতা করিবে না।"[১৬২]

স্ত্রীর সম্পদ গ্রাস না করা

স্ত্রীদের মোহরানা বাবদ অর্থ অথবা পিতা-মাতা, ভাই-ভগ্নি অন্যান্য আত্মীয়স্বজন কতৃক প্রাপ্ত অর্থ কিংবা স্ত্রীদের মীরাছি ও অর্জিত সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা স্বামীর দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এসব সম্পদ যে কোনভাবে বা কৌশলে, ফুসলিয়ে, চাপ দিয়ে, হুমকি দিয়ে, প্রতারণা করে আত্মসাৎ করা স্বামীর জন্য জায়িয নেই। "ইসলামে ন্যায় সঙ্গত ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত। নারীদের আয়-উপার্জন ও মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে, যেমন অধিকার রয়েছে পুরুষদের।"[১৬৩] আল্লাহ ইরশাদ করেন, "পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।"[১৬৪] "যদি কোন মহিলা চাকুরি করে, সে যে আয়-ই করুক, এগুলো তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি।"[১৬৫] এ সব সম্পত্তিতে স্বামী ভাগ বসাতে পারবে না। তবে যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় দান করে বা খরচ করে বা স্বামীকে উপহার হিসেবে দেয় তবে ভিন্ন কথা। তাছাড়া পেশাগত দায়িত্ব পালনের কারণে যদি স্বামীর সংসারে স্ত্রীর মৌলিক দায়িত্বের ভাটা পড়ে তাহলে স্ত্রীর আয় থেকে সংসারে পরামর্শভিত্তিক কিছু অর্থ খরচ করবে। যাতে দাম্পত্য জীবনে কোন সমস্যার সৃষ্টি না হয়। "এক্ষেত্রে সর্বোত্তম উদাহরণ হতে পারে বিবি খাদিজা (রা.) যিনি আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁর সময়ের সবচেয়ে সফল ব্যবসায়ী মহিলা ছিলেন এবং তিনি তাঁর লেনদেন তাঁর স্বামী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে করতেন।"[১৬৬] "তিনিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুর্দিনের সঙ্গী। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে তিনি যে অমানসিক নির্যাতনের সম্মুখীন হন, সেই করুন মুহূর্তগুলিতে হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন তাঁর আশ্রয়,সান্ত্বনা লাভের কেন্দ্র। তিনি তাঁর অঢেল সম্পদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াত প্রচারের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দেন।"[১৬৭]

সাংসারিক জীবনে স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ

দাম্পত্য জীবনে পারিবারিক সকল ক্ষেত্রেই স্বামীর জন্য স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এতে স্ত্রীর মনও খুশি হয় দাম্পত্য জীবনও হয়ে উঠে মধুময়। "পারিবারিক এমনকি সামাজিক ও জাতীয়-রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ এবং স্ত্রীর নিকট সব অবস্থায় বিবরণ দান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার মতামত গ্রহণ করার রেওয়াজ চালু-করা দাম্পত্য জীবনের মাধুর্যের পক্ষে বিশেষ অনুকুল।"[১৬৮] পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "তুমি তাদের সাথে সকল কাজে পরামর্শ করে নাও।"[১৬৯] সাধারণ পরামর্শ সংক্রান্ত অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, "স্বামী-স্ত্রী

১৬০.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৫
১৬১.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত,পৃ.২৪৫
১৬২.ইমাম গাজ্জালী, *সৌভাগ্যের পরশমনি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮
১৬৩.ড.মোঃ শামছুল আলম,*দাম্পত্য বিরোধ নিস্পত্তির* উপায়:কুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গি,ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা,প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬
১৬৪.আল-কুর'আন, আল-কুর'আন,৪ঃ ৩২, لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم
১৬৫.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত,১ম খ, পৃ.১৭৮
১৬৬.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ.১৭৭
১৬৭.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, জুন ২০০০ খ্রি. পৃ. ৪০৪
১৬৮.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৬১
১৬৯.আল-কুর'আন,৩ঃ ১৫৯,وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

যদি সন্তুষ্টচিত্তে ও পরামর্শের ভিত্তিতে সন্তানের দুধ ছাড়াতে ইচ্ছে করে, তবে এতে কোন দোষ নেই।"[১৭০] এ আয়াতে বুঝা যায় যে, সন্তান পালনের মত সাধারণ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা পরামর্শ প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আল্লাহ পাক আরও বলেন, "সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে।"[১৭১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনে এ পর্যায়ের বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। "গারে হেরায় সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। তিনি সম্পূর্ণ ঘটনা প্রিয়তমা পত্নী হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.) এর নিকট বর্ণনা করেন এবং তাঁহার নিকট হইতেই তিনি প্রশান্তি, স্থিতিশীলতা ও সার্বিক পরামর্শ লাভ করেন।"[১৭২]

"হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ। ..... একবার আমি একটি বিষয় নিয়ে ভাবছিলাম। এমন সময় আমার স্ত্রী এসে বলল, আপনি যদি এরকম করতেন তাহলে ভাল হতো। আমি তাকে বললাম, তোমার এখানে কি কাজ? আমার কাজে তোমার নাক গলানোর কোন প্রয়োজন নেই। তখন সে বলল, হে ইবনে খাত্তাব! আপনার আচরণে আমি বিস্মিত হলাম। আপনি চান না আপনার সাথে কেউ বিতর্ক করুক। অথচ আপনার কন্যা (হাফসা) রাসূলের সাথে কথা কাটাকাটি করে থাকে। এমনকি তিনি মাঝে মধ্যে রাগও করে থাকেন।"[১৭৩] এখানে কথা কাটাকাটি অর্থ সাংসারিক কাজে বিতর্ক করা। "হযরত উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুরাইশরা মেয়েদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতাম। এরপর আনসারদের সংস্পর্শে আসলাম। তাদের মেয়েরা তাদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতো। তাই আমাদের মেয়েরাও আনসার মেয়েদের স্বভাব গ্রহণ করতে শুরু করল। এরপর আমার স্ত্রী আমার সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে শুরু করল। আর আমি এটা অপছন্দ করতে লাগলাম। এতে সে আপত্তি করে বলল আপনি কেন অপছন্দ করেন: আল্লাহর শপথ, রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণও তাঁর সাথে বিতর্ক করে এমনকি একজন তো সারাদিন ধরে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। হযরত উমর বলেন আমি ঘটনায় শংকিত হলাম।"[১৭৪]

এ হাদীস থেকে জানা যায়, সাংসারিক জীবনে স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরামর্শ করার সময়ে অনেক ক্ষেত্রে বিতর্কও হতে পারে। হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে যখন মক্কায় বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ সম্ভব হলো না তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব হতাশা হয়ে পড়েন। এখানে সাহাবীদের কুরবানী করতে আদেশ করলেন। কিন্তু সাহাবীদের মধ্যে এ নির্দেশ পালনে আগ্রহ দেখা গেল না। অবশেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনক্ষুন্ন হয়ে স্বীয় অন্দর মহলে গেলেন এবং তাঁর সাথে স্ত্রী উম্মে সালমাকে ঘটনা খুলে বললেন। সবকথা শুনে উম্মে সালমা বললেন, "হে আল্লাহর নবী! আপনি নিজেই বের হয়ে পড়ুন এবং যে কাজ আপনি করতে চান তা নিজেই শুরু করে দিন। দেখবেন আপনার সে কাজ দেখে সাহাবীগণ নিজ থেকেই আপনার অনুকরণ করবে এবং সে কাজ করতে লেগে যাবেন।"[১৭৫] সত্যি সত্যি উম্মে সালমার পরামর্শে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানী করলে সাহাবীরাও কুরবানী করেন। "ঠিক তাহাই হইল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানী করিলেন এবং সাহাবীগণও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।"[১৭৬]

সমতা বা ইনসাফ করা

একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ বা সমতা করা স্বামীর কর্তব্য। ইসলামে একাধিক বিয়ের অনুমতি রয়েছে। তবে তা

১৭০.আল-কুর'আন,২ঃ৩৩ وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

১৭১.আল-কুর'আন, ৬৫ঃ ৬ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

১৭২.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ২৪৮

১৭৩.ইমাম বুখারী,*সহীহুল বুখারী*, কিতাবুত তাফসীর, বাব-তাবতাগি মারদাতান নিসা ও ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, ইস্তাম্বুলঃ কিতাবুত তালাক, বাব- ঈলা, খ. ৪, পৃ.১৯০

১৭৪.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুত তালাক, ইস্তাম্বুলঃ তা.বি. বাব-ঈলা ও স্ত্রীকে দুরে রাখা, খ.৪, পৃ.৬৮

১৭৫.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৯৫

১৭৬.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশঃ জুন, ১৯৯৫,খ্রী. পৃ২৪৮

শর্তসাপেক্ষ। জাহিলী যুগে অবাধে একাধিক বিয়ের প্রচলন ছিল। ইসলাম তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেনি। কেননা সমাজ বিবর্তনে কোন কোন স্তরে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হতে পারে। ইসলামে একাধিক বিয়ের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে আর তা হল চারজন। আর এর শর্ত হল ইনসাফ ও সমতা। "ইসলাম পুর্ব যুগে আরবের পুরুষদের অনেকেরই একাধিক স্ত্রী ছিল। এমনও অনেক লোক ছিল যাদের শতাধিক স্ত্রী পর্যন্ত ছিল।"[১৭৭] "একাধিক স্ত্রী গ্রহণ বর্তমান সভ্যতায় যতই দুষনীয় ও কলংকের কাজ হোক না কেন; আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৃষ্টিতে এ কাজ একেবারে ঘৃর্ণায্য ও নিষিদ্ধ ছিল না, তাতে কোন সন্দেহ নেই।"[১৭৮] ইসলামে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমোদন দেওয়ার কারণ আছে যথেষ্ট। এর প্রধান কারণ হলো, বিশ্বব্যাপী নারী জনসংখ্যা পুরুষের চাইতে বেশি। "আমেরিকায় পুরুষের চেয়ে ৭০৮০০০০ নারী বেশি। শুধু নিউইয়র্ক সিটিতে পুরুষের চেয়ে দশ লাখ নারী বেশি। ইংল্যান্ডে পুরুষের জনসংখ্যা অপেক্ষা চল্লিশ লক্ষ নারী বেশি। একইভাবে জার্মানীতে পঞ্চাশ লাখ অতিরিক্ত নারী। রাশিয়াতে নব্বই লাখ।"[১৭৯] "আমেরিকার প্রতিটি পুরুষ যদি একজন করে মহিলাকে বিবাহ করে এরপরেও তিন কোটির বেশি এমন নারী থেকে যাবে; যারা নিজেদের জন্য কোন স্বামী পাবে না।" [১৮০] "যে কোন যুদ্ধের সময় নারীর তুলনায় পুরুষের বেশি মৃত্যু হয়। সাধারণ দুর্ঘটনা ও রোগ-ব্যধিতে নারীর তুলনায় পুরুষ বেশি মারা যায়। তাই গড় আয়ুষ্কাল পুরুষের তুলনায় নারীর বেশি।"[১৮১] এ সব বিভিন্ন কারণে ইসলামে একাধিক বিয়ের বিধান রাখা বৈধ রেখেছে। তারপরও এর সীমা সর্বোচ্চ চারজন রাখা হয়েছে এবং ইনসাফ করার শর্তে। "কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে কোনরূপ পক্ষপাত না করে পূর্ণ ইনসাফ করা প্রয়োজন। আর এটি না পারলে তার জন্য একাধিক বিয়ে নয়।"[১৮২] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তুমি তোমার পছন্দের মেয়েকে বিয়ে কর। দুইজন, তিনজন অথবা চারজন। কিন্তু তুমি যদি ন্যায়বিচার করতে না পার তবে শুধুমাত্র একজনকে বিয়ে কর।"[১৮৩]

অপর আয়াতে অল্লাহ আরও বলেন, "আর তোমরা যতই ইচ্ছে কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনই পারবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড় না ও অপরজনকে ঝুলানো অবস্থায় রেখো না।"[১৮৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী রয়েছে, সে যদি তাদের মধ্যে ইনসাফ করতে না পারে (মৌলিক অধিকার) তবে সে কিয়ামতের দিনে এক পা ঝুলন্ত অবস্থায় আগমন করবে।"[১৮৫] তবে নবী করীম (স.) এর বেলায় সমতার বিষয়টি বাধ্য-বাধ্যকতা ছিল না, তাঁকে এ সমতা রক্ষার বিষয়টি থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "আপনাকে এই অধিকার দেওয়া হল স্বীয় স্ত্রীগণের মধ্য থেকে আপনি যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা নিকটে রাখতে পারেন। আর যাকে দূরে রাখবেন, ইচ্ছা করলে তাকে আবার নিজের নিকট আহবান করতে পারেন। এতে আপনার জন্য কোন দোষ হবে না।"[১৮৬] আয়াতে স্পষ্ট প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অপর কারো জন্য চারজনের অতিরিক্ত যেমন জায়িয নয়, তেমনি সমতা করাও ওয়াজিব। "যদি কেউ সুবিচার ও ইনসাফ করতে পারবে না বলে আশংকা করে তবে তাকে একজন মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি বা নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"[১৮৭] "যে লোক পূর্ণ সুবিচার ভারসাম্য ও সমতার মানে এসব অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতে পারবে বলে নিজের সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী নয়, তার পক্ষে একাধিক স্ত্রী

১৭৭.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত,১ম খ, পৃ.২৬৮
১৭৮.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৬১
১৭৯.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত,১ম খ, পৃ.১৭৮
১৮০.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত,১ম খ, পৃ.১৭৮
১৮১.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত,১ম খ, পৃ.১৭৮
১৮২.ড.মোঃ শামছুল আলম, *দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির* উপায়:কুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫
১৮৩.আলঃ কুর'আন,৪ঃ ৩, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ
১৮৪.আল-কুর'আন, ৪ঃ ১২৯, وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً
১৮৫.শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা*, ২য় খ.পৃ.৩৪০ ও আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত পৃ.২৪০
১৮৬.আল-কুর'আন,৩৩ঃ ৫১, تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً
১৮৭.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রগুক্ত,পৃ.২২২

গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।"[১৮৮] এছাড়াও স্বামীর আরও কিছু কর্তব্য রয়েছে যেমন, স্ত্রীর নিকট পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা অর্থাৎ টিপটপ থাকা, স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ভালব্যবহার করা এতে স্ত্রীর মন খুশি থাকবে। প্রবাসে বেশি দিন না থাকা, এতে করে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুন্ন হবে। চরিত্র নিষ্কলুষ রাখা; যাতে করে স্ত্রী অন্যের কাছে গর্ব করতে পারে। স্ত্রীকে সন্দেহ না করা, তাতে দাম্পত্য কলহ বেড়ে যায়। স্ত্রীর জন্য দু'আ করা, বিপদে আপদে সাহায্য করা ইত্যাদি স্বামীর কর্তব্য।

স্ত্রীর কর্তব্য-স্বামীর অধিকার

স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া ও আনুগত্য করা

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যেমন দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে তেমনি স্বামীর প্রতিও স্ত্রীর বেশ কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। নচেৎ দাম্পত্য জীবন তিক্ত হতে বাধ্য। স্ত্রীরা জন্মগতভাবেই দুর্বল এবং নাজুক। দৈহিক কোমলতা ও কর্মক্ষমতা ভিন্নতার কারণে সংসারে পুরুষ-নারীর কর্মক্ষেত্র ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। পুরুষের কর্মক্ষেত্র বাহিরের জগত ও কঠিনতর কাজ। আর নারীর কর্মক্ষেত্র গার্হস্থ্য সম্পর্কিত জগত। তুলনামূলক দুর্বল ও অপারগতার কারণেই সাংসারিক কঠিনতম কাজ ও যাবতীয় খরচ, ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আল্লাহ পুরুষের উপর চাপিয়েছেন। আর এ কারণেই স্ত্রীর আল্লাহর বিধান মনে করেই স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া ও আনুগত্য করা অপরিহার্য। অন্যথায় সুখী সংসারের বিপরীতে অসুখী ও কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে। কথায় বলে সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অপরজনের উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন এবং এ জন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ (স্ত্রীর জন্য) ব্যয় করে।"[১৮৯]

"অতএব দাম্পত্য জীবনের সাফল্য ও সম্মৃদ্ধির জন্য পুরুষ তার স্ত্রীকে সীমা ও আইনের অধীন করতে চাইবে তা করতে পারবে।"[১৯০] তবে এই আইন শরী'আত সম্মত হতে হবে। ইসলামে স্বামীদেরকে স্ত্রীর উপর পুরুষদের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে।"[১৯১] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে বলেছেন, "আল্লাহ ছাড়া কাউকে ছিজদাহ করার নির্দেশ দিলে স্ত্রীকে স্বামীর উদ্দেশ্যে সিজদাহ করার নির্দেশ দিতাম।"[১৯২] জনৈক সাহাবী নবীজীকে প্রশ্ন করলেন, কোন মহিলা উত্তম? রাসূল (স.) বললেন, "সেই নারী যার প্রতি স্বামী নযর করলে সে খুশি করে দেয়, যে স্বামীর কথামত চলে. নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করে না এবং স্বামীর অমতে সম্পদ খরচ করে না"[১৯৩]
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতিমার বিয়ে দেওয়ার সময় সামান্য গৃহস্থালীর উপহার হিসাবে দান করেন। কিন্তু আলী (রা.) এর বেশি সামর্থ ছিল না কিন্তু তারপরও ফাতিমা (রা.) তাঁর প্রতি আনুগত্যের কমতি ছিল না। "হযরত ফাতিমা (রা.) এই সামান্য সামানা লইয়াই সারা জীবন কাটাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার চাইতে অধিক সামানের জন্য হযরত আলীর কাছে কখনও বলেন নাই।"[১৯৪] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "দুই প্রকার মানুষের নামায তাদের মাথার ওপরে ওঠে না। প্রভুর নিকট থেকে পালানো দাস ফিরে না আসা পর্যন্ত এবং স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী তার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত।"[১৯৫] উপরিউক্ত আলোচনায় স্পষ্ট যে, স্ত্রী আল্লাহর হুকুম ব্যতীত স্বামীর কোন আদেশ অমান্য করতে পারবে না। শরী'অত সম্মত সবক্ষেত্রে তার আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহ বলেন, "তাকে যদি আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে বলা হয় তাহলে সে অবশ্যই সে তার স্বামীর, পিতা বা ভাইয়ের এ

১৮৮.আল্লমা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি. পৃ.২৫২
১৮৯.আল-কুর'আন, ৪ঃ ৩৪,الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
১৯০.সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, মে ১৯৯৭,পৃ.২১৭
১৯১.আল-কুর'আন,২ঃ ২২৮,وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
১৯২.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল,*আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাতবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া,১৩১৩ হি.খ. ৬,পৃ.৭৬
১৯৩.সম্পাদনা পরিষদ.*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত,পৃ.৪০৭
১৯৪.মোহম্মাদ গরীবুল্লাহ মাসরূর, কাতেবীনে ওহী, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৮৬,পৃ.১৫৮
১৯৫.সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী,*ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত,পৃ.২১৮

ধরনের আদেশ অমান্য করবে।"[১৯৬] "পাশ্চাত্যে নারীকে ভোগ ও শখের উপকরণে প্রায় খেলনায় পরিণত করা হয়েছে। আধুনিক যুগে নারীর প্রকৃত বা কাল্পনিক সমতার জন্যে সম্ভবত: অজ্ঞাতসারে নিজেদের মর্যাদা হারাবার প্রবণতায় আক্রান্ত হয়েছে।"[১৯৭] হাদীসে এসেছে "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যা ফাতিমার উপর তাঁর ঘরের মধ্যকার যাবতীয় কাজ আন্‌জাম দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং হযরত আলীর উপর দিয়েছিলেন ঘরের বাইরের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব।"[১৯৮] হযরত আসমা তাঁর স্বামীর সব রকমের সেবা করতেন। তিনি নিজেই বলেন, "আমি আমার স্বামী জুবাইরের সব ধরনের খেদমত করতাম।"[১৯৯]

শালীন ও পর্দার মধ্যে থাকা

প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে পবিত্রতা রক্ষার জন্য স্ত্রীকে শালীনতা ও পর্দা মেনে চলা অবশ্যই কর্তব্য। কেননা, শালীনতা রক্ষা করে চলা ভদ্রতা ও ইসলামের পরিচায়ক। অশালীন অবস্থায় বাইরে বের হওয়া কুরুচির পরিচায়ক। এমনকি অশালীনতা অনেক অঘটন ঘটাতে পারে। দুষ্ট লোকের কুনজরে পড়ে কুরুচিকে উস্কে দিতে পারে। সুতরাং শালীনতা বজায় রাখা ঈমানেরই অংশ। এজন্য আল্লাহ বলেন, "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী ও সন্তানদের এবং মুমিন নারীদের বলে দিন,তারা যেন বাইরে চলাচলে শরীরে অতিরিক্ত কাপড় টেনে নেয়।"[২০০]এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "হে আসমা! কোন মহিলা বালেগ হলে তখন তার এই এই অর্থাৎ মুখমন্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গ খোলা জায়িয নেই।"[২০১] পর্দা সম্পর্কে আল্লাহ আরও বলেন, "আর তোমরা আপন গৃহে অবস্থান করবে,প্রাচীন জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না।"[২০২] আল্লাহ বলেন, "বলুন, ইমানদার পুরুষরেকে তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের শালীনতার হিফাযত করে।"[২০৩] সুতরাং আয়াত ও হাদীসের ভাষায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নারী প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে পারে, তবে শালীন ও পর্দা মেনে। আর এ পর্দা মেনে চলা নারীর জন্য ফরয।

সতীত্ব রক্ষা করা

সাধারণত স্ত্রীগণ পরপুরুষের সাথে কথা বলবে না। তবে স্বামীর অবর্তমানে একান্তই যদি কারো সাথে কথা বলার প্রয়োজন হয় তাহলে তা পর্দার আড়াল থেকে মোলায়েম সুরে নয়, এমনভাবে বলতে পারে; যাতে করে আগুন্তকের মনে কোনরূপ দুর্বলতার সৃষ্টি না হয়। স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষায় এটাও একটি পন্থা। আল্লাহ বলেন, "তোমরা যদি ধর্মপরায়ণ নারী হয়ে থাক, তবে মোলায়েম সুরে কথা বলো না, কেননা তাতে যার অন্তরে ব্যধি আছে, সে লোভ করতে পারে। সুতরাং বিধিমত কথা বল।"[২০৪] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "সৎকর্মশীল রমণীরা (স্বামীদের) অনুগত হয়,

---

১৯৬.আল-কুর'আন,৯ঃ ২৩, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

১৯৭.অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার,*ইসলাম ঈমান ও শিক্ষা*, ঢাকাঃ দারুল খিদমাহ প্রকাশনী, মিরপুর, ফেব্রুয়ারী.২০০৩ খ্রি,পৃ.২৩৮

১৯৮.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ ১৯৮

১৯৯.আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী,*উমদাতুল কারী*,খ.২,পৃ.১৯২ ও মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, খাইরুন প্রকাশনী,পৃ ১৯৮

২০০.আল-কুর'আন, ৩৩ঃ ৫৯,. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيما

১৯৭.সম্পাদনা পরিষদ.*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত,পৃ.৪০৭

২০১.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

২০২.আল-কুর'আন, ৩৩ঃ ৩৩, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا

২০৩.আল-কুর'আন,২৪ঃ ৩০, وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

২০৪.আল-কুর'আন, ৩৩ঃ ৩২, يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفا

Dhaka University Institutional Repository

(স্বামীদের অবর্তমানে) আল্লাহ যা হিফাযত করতে বলেছেন তা হিফাযত করে।"[২০৫] "তাকে সব সময় তার সতীত্ব রক্ষা করতে হবে। সে কারো সাথে কোন বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রাখবে না।"[২০৬] সতীত্ব রক্ষার জন্য আল্লাহ অন্যত্র বলেন, "বলুন, ঈমানদার নারীদেরকে, তারা যেন তাদের দৃষ্টি আনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে এবং তাদের সৌন্দর্য ও অলংকারের প্রদর্শনী না করে।"[২০৭] এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যদি সে (স্বামী) তার স্ত্রীর থেকে অনুপস্থিত থাকে, তবে সে আন্তরিকতার সাথে তার আত্মাকে হিফাযত করবে।"[২০৮] হাদীসে আরও আছে,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কোন মহিলা যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমজানের রোযা রাখে এবং নিজের সতীত্ব রক্ষা করে চলে ও স্বামীর কথা মান্য করে, তবে সে জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।"[২০৯] তিরমিযি শরীফে হাদীসে বর্ণিত, "যেসব মহিলা স্বামী বা নিকটাত্মীয় পুরুষ অনুপস্থিত, তাদের কাছে যেও না। কেননা তোমাদের প্রত্যেকের দেহের ধমনীতে শয়তানের প্রভাব রক্তের মত প্রবাহিত হয়।"[২১০] বুখারী শরীফে বর্ণিত "স্বামীর ঘরে তার অনুমতি ছাড়া কোন লোককেই প্রবেশ করতে দেবে না।"[২১১]

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, স্ত্রী তার স্বামীর ঘরে স্বামীর পছন্দ নয়-এমন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে প্রবেশ করার অনুমতি দেবে না। কেননা এতে করে খারাপ ধারণার সৃষ্টি হতে পারে এর ফলে স্বামীর মনে আত্মমর্যাদাবোধ তীব্র হয়ে উঠে দাম্পত্য সম্পর্কই ছিন্ন করে দিতে পারে।"[২১২] মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে হযরত আমর ইবনুল 'আস বলেন, "যে মেয়েলোকের স্বামী উপস্থিত নেই, তার ঘরে প্রবেশ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।"[২১৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামীর বন্ধু-বান্ধব, নিকটাত্মীয় (গায়ের মুহরেম) স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রীর নিকট বা সাক্ষাৎ বা তার ঘরে প্রবেশে নিষেধ করেছেন। তবে সাথে যদি আরও দুই একজন লোক থাকে তবে জায়িয। তিনি বলেন, "আজকের দিনের পর থেকে কোন পুরুষই অপর কোন ঘরের স্ত্রীর কছে তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে কখনও প্রবেশ করবে না; যদি না তার সাথে আরো একজন বা দুইজন পুরুষ থাকে।"[২১৪] ইমাম নববীর ভাষায় "একাধিক ব্যক্তির উপস্থিতিতে কোন দুস্কৃতির কল্পনা করা যায় না। অন্যথায় তা সত্তেও যদি দুষ্কর্ম হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে তাও হারাম।"[২১৫] বস্তুত স্বামীর নিকটাত্মীয় বন্ধুদের সাথে স্ত্রীর নিকটাত্মীয় বান্ধবীদের সাথে স্বামীর মুহাররম নয় এমন সব মেয়ে পুরুষের-গোপন সাক্ষাত বড়ই বিপদজনক হয়ে থাকে। স্বামীর নিকট আত্মীয় যেমন দেবর-ভাসুর সম্পর্কে এক সাহাবী জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহর রাসূল! দেবর-ভাসুর প্রভৃতি স্বামীর নিকট আত্মীয় পুরুষদের সম্পর্কে আপনি কি নির্দেশ দিচ্ছেন? জবাবে তিনি বলেন, স্বামীর এসব নিকট আত্মীয়রাই হচ্ছে মৃত্যুদুত।"[২১৬] কাজী ইয়াজ বলেন, স্বামীর এসব নিকট আত্মীয়ের সাথে স্ত্রীর গোপন মেলামেশা নৈতিক ধংস ডেকে আনে।"[২১৭] আমাদের দেশে এখন অতীব চলমান প্রথা যে, স্বামী স্ত্রীর ছোট বোনকে অর্ধেক স্ত্রী, স্ত্রীও দেবরদেরকে অর্ধেক স্বামী মনে করে রসিকতা করে থাকে। আর বন্ধুর স্ত্রী খাবার পরিবেশনা না করলে বন্ধুত্বের মজাই পায় না। এতে করে নৈতিক পবিত্রতা বিলীন হচ্ছে আর ছেলে-মেয়ে বিয়ের আগেই যৌন কার্যের বাস্তব

২০৫.আল-কুর'আন,৪ঃ ৩৪,قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيرا
২০৬.অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, *ইসলাম ঈমান ও শিক্ষা*, প্রাগুক্ত,পৃ.২৪৩
২০৭.আল-কুর'আন,২৪ঃ৩১,قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
২০৮.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাযা*,দেওবন্দঃ আল-মাকতাবতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি.কিতাবুন নিকাহ, বাব,৫,৪৫,
২০৯.সম্পাদনা পরিষদ.*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত,পৃ.৪০৭
২১০.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ১৬৯
২১১.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ১৬৯
২১২.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ১৬৯
২১৩.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ২৭০
২১৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ২৭০
২১৫.বুলুগুল আমানী, খ'১, পৃ.৮৫/ মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,ন, পৃ২৭০
২১৬.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ২৭১
২১৭.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ২৭২

অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। এজন্য ইসলাম এটি নিষেধ করেছে। স্ত্রীদের সতীত্ব রক্ষার জন্য আরও একটি উপায় হলো, পরপুরুষের সাথে মেলামেশা না করা এবং সম্পর্ক না করা। "পুরুষদের সাথে নিবিড় ঘনিষ্টতা এড়িয়ে চলতে হবে এ কালের সিনেমা হল, মিটিং জনসভা ও হোটেলে রেস্তোরা ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস কক্ষ ও করিডোড়ে, কেন্টিনের ভিড়ে এ মাখামাখিটা পুরামাত্রায় লক্ষ্য করা যায়।"[২১৮] হাদীসে আছে, "যে স্ত্রী লোকটি হালাল নয়,তাকে স্পর্শ করা অপেক্ষা নিজের মাথায় লৌহ শলাকা দিয়ে স্যাকা দেয়া অনেক উত্তম।"[২১৯] অনেক সময় স্বামীর দুর্বলতা বা অনুপস্থিতিতে স্ত্রী পরকীয়া প্রেমে পড়ে যায় এবং তার সতীত্ব রক্ষা করে না অর্থাৎ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়,ইসলামে তা হারাম। আল্লাহ বলেন, "মেয়েরা গোপনে বা চুপিসারে বন্ধুত্ব করবে না।"[২২০] হাদীসে ইমাম মালিক বর্ণনা করেন, উমর ফারুকের সময় এরকম একটা গোপন সম্পর্ক তথা বিয়ের আলোচনা হল, উমর বললেন, "এ তো গোপন বিয়ে; গোপন বিয়ে আমি জায়িয মনে করি না।"[২২১] স্বামী প্রবাসে থাকলেও অনেক সময় এ রকম দুর্ঘটনা ঘটে। এসব পরকীয়া থেকে বাঁচতে হলে পরপুরুষ থেকে দূরে থাকা কর্তব্য। হাদীসে আছে, "তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে এই যে, তারা তোমাদের শয্যায় এমন লোককে স্থান দেবে না যাকে তোমরা পছন্দ করো না। তোমাদের ঘরে এমন লোককে প্রবেশের অনুমতি দেবে না, যাদের তোমরা পছন্দ কর না বলে নিষেধ কর।"[২২২] নবীজী (স.) আরও বলেন, "যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে তার স্বামীর ঘরে এমন লোককে প্রবেশ করার অনুমতি দেবে না যা তারা পছন্দ করে না।" [২২৩]

স্বামী গৃহে দায়িত্বশীলা

স্বামী-স্ত্রী যেহেতু একে অপরের পরিপূরক। তাই স্বামীর সংসার তার নিজের সংসার। স্বামী গৃহের কাজকর্ম সম্পন্ন ও তত্ত্বাবধান করা স্ত্রীর কর্তব্য। পুরুষ ও নারীর জ্ঞান-বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা ও দৈহিক আঙ্গিকের স্বাভাবিক পার্থক্যের কারণে পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কর্ম বন্টনের নীতি পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা হয়েছে। পুরুষকে করা হয়েছে কামাই রোজগার ও শ্রম-মেহনতের জন্য দায়িত্বশীল আর স্ত্রীকে করা হয়েছে ঘরের রাণী।"[২২৪] "স্ত্রীকে স্বামী সন্তান সবার জন্য কাজ করতে হয়। স্বামীর সেবা করতে হয়,সন্তানদের পরিচর্যা করতে হয়। সংসারের যাবতীয় দায়িত্বই থাকে স্ত্রীর উপর। নবীর দুলালী ফাতিমা (রা.) নিজ হাতে সংসারের যাবতীয় কাজ করতেন। জাঁতায় গম পিষতে পিষতে তার হাতে ফোঁস্কা পড়ে যেত।"[২২৫] স্ত্রীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "স্ত্রী স্বামীর পরিবারবর্গ ও সন্তানদের তত্ত্বাবধানকারিনী। তাকে এই দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।"[২২৬] "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীলা এবং তাকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।"[২২৭] এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি লিখেছেন, 'আর স্ত্রী স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীলা' হওয়ার মানে স্বামীর ঘরের সুন্দর ও পূর্ণ ব্যবস্থাপনা করা; স্বামীর কল্যাণ কামনা ও

২১৮.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী, এপ্রিল-১৯৯৫ খ্রি.পৃ.২১৮

২১৯.আল্লমা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৯

২২০.আল-কুর'আন,৪ঃ ২৪. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً

২২১.ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মুয়াত্তা*, কিতাবুন নিকাহ, বাব-জামিউ মা লাইয়াযুয, কায়রোঃ ১৩৭০ হি.(১৯৯৫ খ্রি.) ও মওলানা মুহাম্দদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ ১৪৭

২২২.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৬

১২৩.সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী,*ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত,পৃ.২১৮

২২৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৬

২২৫.ড.মোঃ শামছুল আলম,*দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়:কুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গি*, ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১০খ্রি, পৃ.৫৭

২২৬.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি. কিতাবুল আহকাম, বাব-আতিউল্লাহ ও আতিউর রাসূল ও উলিল আমরি মিনকুম ও ড.শামসছুল আলম,*দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়: কুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গি*, ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭

২২৭.ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কায়রোঃ তা. বি.প্রাগুক্ত, কিতাবুননিকাহ, বাব-তোমরা তোমাদের পরিবারকে জাহন্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত,ইস্তাম্বুলঃ তা. বি. ন্যায়পরায়ণ শাসকের ফজিলত, খ.৬ পৃ.৮

তাকে ভাল কাজের পরামর্শ বা উপদেশ দেয়া এবং স্বামীর ধনমাল ও তার নিজের ব্যাপারে পূর্ণ আমানতদারী ও বিশ্বাসপরায়ণতা রক্ষা করাই স্ত্রীর কর্তব্য।"[২২৮] "হযরত আয়েশা (রা.) ঘর দেখাশুনা করতেন ও স্বামীর কাজের অংশীদার ছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন এবং পরিবারের সদস্যদের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।"[২২৯] অন্য রেওয়াতে এসেছে, "হযরত আওসাত (রা.)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে কি কাজ করতেন? জবাবে তিনি বললেনঃ তিনি ঘরের লোকদের সেবায় অংশ নিতেন। আর যখন সালাতের সময় হয়ে যেত তখনই তিনি সালাত আদায়ের জন্য বেরিয়ে পড়তেন।"[২৩০] হাদীসে বলা হয়েছে, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যা ফাতিমার উপর তার ঘরের মধ্যকার যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং হযরত আলী (রা.) এর উপর দিয়েছিলেন ঘরের বাইরের কাজের দায়িত্ব।"[২৩১] এছাড়াও স্বামীর অবর্তমানে বা স্বামী মারা গেলে ঋন থাকলে তা পরিশোধ করা, অসিয়ত পালন করা,স্বামীর অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করা স্ত্রীর কর্তব্য।

স্বামীর আহবানে সাড়া দেওয়া

স্বামীর সকল বৈধ কাজের ডাকে সাড়া দেওয়া স্ত্রীর কর্তব্য। হাদীসে বর্ণিত আছে, "যখন স্বামী নিজ স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজনে আহবান করে তখন তার ডাকে সাড়া দেওয়া স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব। যদিও সে তন্দুর পাকানোর কাজে ব্যস্ত থাকে।"[২৩২] অনেক সময় একগুঁয়েমীর কারণে স্বামী বিপথগামী হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, "যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে কিন্তু সে আসে না, ফলে স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়, ফিরিশতারা তাকে সকাল হওয়া পর্যন্ত অভিশাপ দিতে থাকে।"[২৩৩] সর্বাবস্থায় স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করা স্ত্রীর কর্তব্য। স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি নফল 'ইবাদতও ছেড়ে দিতে বা সংক্ষিপ্ত করতে হয় তবুও তাই করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনে, "যার হাতে আমার প্রাণ,তার কসম করে বলছি, যে স্বামীর হক আদায় করে না সে আল্লাহরও হক আদায় করে না।"[২৩৪] অর্থাৎ স্বামীর হক আদায় না করলে আল্লাহর হকও আদায় হয় না। স্বামীর সামনে গোমরামুখ করে না থেকে সহস্যা বদনে নিজেকে উজার করে তোলা উচিত। স্বামী যতই ক্লান্ত, শ্রান্ত থাকুক, যতই দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় থাকুক না কেন, স্ত্রীর মুখে অকৃত্তিম ভালবাসা ও পূর্ণ হাসি দেখতে পেলে সে তার সবকিছুই নিমেষে ভুলে যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সে স্ত্রী উত্তম, যে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দৃষ্টি পড়লেই স্ত্রী তাকে সন্তুষ্ট করে দেয়।"[২৩৫] স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার মাধ্যমে সে স্ত্রীর কল্যাণ ও জান্নাত লাভের আশা করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, " স্ত্রীর জন্য স্বামী যেমন বেহেশত তদ্রুপ দোযখও।"[২৩৬] মুস্তাদরাক হাকিম গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, নারীর উপর সর্বাধিক অধিকার কাহার; "তিনি বলিলেন, স্বামীর। আমি আবারও ইহাই জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি বলিলেন, তাহার মাতার।"[২৩৭] স্বামীকে সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট রাখার জন্য সচেষ্ট থাকা স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য। হাদীসে আছে, "তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না এবং তাহাদের নেককাজ আকাশে উত্থিত হয় না। তাহারা হইল পলাতক ক্রীতদাস যতক্ষণ পর্যন্ত তার মনিবের নিকট ফিরিয়া না আসে, নেশাখোর মাতাল যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃতস্থ না হয়; এবং সেই স্ত্রী যাহার স্বামী তাহার উপর অসন্তুষ্ট, যতক্ষণ স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট না হয়।"[২৩৮]

২২৮.উমদাতুল কারী,খ.২, পৃ.১৯০ ও মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৬

২২৯. ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ.২৯৬

২৩০.ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল আযান, বাব-পারিবারিক জরুরী পরিস্থিতিতে জামাতের পূর্বেই নিজে নামায পড়ে চলে যাওয়া।

২৩১.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৮

২৩২.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাতবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া, ১৯৯৫ খ্রি.খ.৪, পৃ ২৩

২৩৩.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল কুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*,দিল্লীঃ আলমাকতাবা রশীদিয়া,১৩৭৬হি.কিতাবুন নিকাহ,বাব-তাহরিমু ইমতিনায়িহা মিন ফিরাশি জাওযিহা

২৩৪.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাযা*, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি.কিতাবুন নিকাহ, বাব-৪,

২৩৫.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাযা*, কিতাবুন নিকাহ,প্রাগুক্ত

২৩৬.আব্দুল খালেক, *নারী ওসমাজ*, প্রাগুক্ত,পৃ.২৫৩

২৩৭.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৩

২৩৮.আব্দুল খালেক,*নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত,পৃ.২৫৩

"যে স্ত্রীলোক এ অবস্থায় মারা যায় যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট,সে জান্নাত লাভ করবে।"[২৩৯] সুতরাং স্বামীর আনুগত্য প্রকাশ স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য।

স্বামীর গোপন বিষয় প্রকাশ না করা

স্বামীর কোন গোপন বিষয় বা গোপন কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করে স্বামীকে লজ্জিত না করা। গোপনীয়তা রক্ষা করা আমানতস্বরূপ। "স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক থাকাটাই স্বাভাবিক, দু'জনের মধ্যে কোন কিছু গোপন থাকে না। কিন্তু স্ত্রীর গোপন বিষয় যেমন স্বামীর জন্য অন্যের নিকট প্রকাশ করা কোন মতেই বৈধ নয়। তেমনি স্ত্রীও স্বামীর কোন গোপন কথা বা গোপন বিষয় অন্যের কাছে প্রকাশ করবে না। একে অপরের গোপনীয়তা রক্ষা করা পবিত্র আমানত।"[২৪০] স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একটি দূর্গস্বরূপ। "স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের প্রেম-প্রীতি, ভালবাসার আদান-প্রদান উভয়েরই একান্ত গোপনীয় বিষয় এবং তাহারা একে অপরের ইযযত আবরু ও মান-সম্মান রক্ষার দূর্গস্বরূপ।"[২৪১] হাদীসে গোপন বিষয় ফাঁসকারী পুরুষকে পুরুষ শয়তান এবং মহিলাকে মহিলা শয়তান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। "তাহারা এমন শয়তান পুরুষ ও শয়তান নারীর ন্যায় যে তাহার সঙ্গীর সহিত রাজপথে মিলিত হইয়া যৌন বাসনা চরিতার্থ করে এবং সমস্ত লোকে ইহা দেখিতে থাকে।"[২৪২] সতী মহিলা বা সৎ পুরুষ কর্তৃক এ ধরনের কাজ হতে পারে না। "বিশেষভাবে মেয়েরাই এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়ে থাকে বলে কুর'আনে তাদের গুণাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, "তারা অতিশয় বিনীতা, অনুগতা, অদৃশ্য কাজের হেফাযতকারিনী আল্লাহর হেফাযতের সাহায্যে।"[২৪৩]

গোপন বিষয় প্রকাশ এটি একটি লজ্জাকর বিষয়ও বটে। যার ভিতর নূন্যতম লজ্জাবোধ আছে সে কখনও স্বামীর গোপনীয়তা প্রকাশ করতে পারে না। এতে একদিকে স্বামীকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়, অপরদিকে লজ্জাও কমে যায় এবং এটি শক্ত পাপের কাজ। "এমতাবস্থায় তাহারা যদি পরস্পরের গোপন বিষয় অন্য লোকের নিকট প্রকাশ করে; তবে ইহা হইবে নিতান্তই লজ্জার ব্যাপার এবং আমানতের খিয়ানত। সুতরাং দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়া তাহারা একজন অপরজনের মান-সম্ভ্রম নষ্ট করিতে পারে না। ইহা অত্যন্ত গুনাহের কাজ।"[২৪৪] স্বামীর অনেক গোপন বিষয় আছে যেমন শারীরিক দুর্বলতা, যৌনকাজে দুর্বলতা অথবা সক্ষমতা, অর্থনৈতিক দুর্বলতা বা সক্ষমতা ইত্যাদি। যৌন সম্পর্কে দুর্বলতার কথা অপর কোন নারী বা পুরুষ যদি জানতে পারে তাহলে ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি অন্য কোন পুরুষ দুর্বল হয়ে পড়তে পারে এবং সুযোগ খুঁজতে থাকবে তাকে পাওয়ার জন্যে। অথবা স্বামীর সক্ষমতা যদি কোন মেয়ের নিকট প্রকাশ করে তাহলে ঐ মেয়েলোকও সুযোগ খুঁজবে বা কামনা করবে তার স্বামীকে পাবার জন্যে। যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। অনুরূপ স্বামী যদি অভাবগ্রস্ত হয় এ দুর্বলতা স্ত্রী প্রকাশ করলে স্বামী যেমন সমাজে হেয় তথা অপমানিত হওয়ার আশংকা থাকে, তেমনি ঐ স্বামীর স্ত্রী হওয়াতে সে সমাজের লোকের নিকট বেশি সম্মান পাবে তা আশা করা বাতুলতা মাত্র। আবার স্বামীর অনেক ধনসম্পত্তি আছে যদি তা প্রকাশ করে বেড়ানো হয়, তাতেও ক্ষতি হতে পারে। যেমন চোর-ডাকাত হানা দিতে পারে। আবার নিজের অহংকারও প্রকাশ পেতে পারে যে তিনি ধনাঢ্য স্বামীর স্ত্রী। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সুখ-দুঃখের সাথী। যেকোন বিপদে স্ত্রী স্বামীর পাশে দাঁড়ানো, পরামর্শদান বা আর্থিকভাবে সাহায্য করা স্ত্রীর কর্তব্য। তাহলেই উভয়ের সম্পর্ক কলহের পরিবর্তে আরও বন্ধুত্বপূর্ণ এবং মধুময় হবে।

স্বামীর প্রতি সহানুভূতিশীল ও কৃতজ্ঞ হওয়া

যেকোন আর্থিক সামর্থের অবনতি ঘটলে বা শারীরিকভাবে অক্ষম হলে স্ত্রী ধৈর্য ধারণ করবে। পূর্বের অবদানের ও ভালবাসার সঙ্গীর কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞ থাকবে (অক্ষম স্বামীকে দেনমোহরের ঋণভার থেকে মুক্তি দেওয়া স্ত্রীর নৈতিক ও মানবিক কর্তব্য) স্বামী যদি অসচ্ছল হয় এবং স্ত্রীর মোহরানা আদায় করতে কষ্ট হয় তাহলে স্ত্রী স্বেচ্ছায় তা কিছুটা কমিয়ে দেবে বা অপারগ হলে স্বেচ্ছায় মা'ফ করে দিয়ে স্বামীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা স্ত্রীর কর্তব্য।

২৩৯.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাযা*, কিতাবুন নিকাহ, বাব-৪, প্রাগুক্ত,

২৪০.ড. মোঃ শামছুল আলম, *দাম্পত্য বিরোধ নিস্পত্তির* উপায় : *কুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গি*, ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বরঃ ২০১০ খ্রি, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৪, পৃ.৫৮

২৪১.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউনেডশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.২৫৭

২৪২.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৭

২৪৩.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৭

২৪৪.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৭

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলা বলেন, " স্ত্রীগণ যদি খুশিমনে মোহরের কেছু ছেড়ে দেয় তাহলে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করতে পার ।"[২৪৫] সুখে দুঃখে স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা স্ত্রীর উপর কর্তব্য। স্বামী স্ত্রীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তার জন্য সাধ্যানুযায়ী উপহার উপঢৌকন নিয়ে আসে, তার সুখ-শান্তির জন্য যতদুর সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করে, অসুস্থ হলে চিকিৎসা করে। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীর কর্তব্য হলো,স্বামীর এসব কাজের দরুন আন্তরিক ও অকৃত্তিম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। অন্যথায় স্বামীর অনিহা, বিদ্বেষ ও হতাশার সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা এমন স্ত্রীলোকের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করবেন না, যে তার স্বামীর কাজের শোকরিয়া আদায় করে না।"[২৪৬] এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মুখে মুখে যিকির করা বুঝায় না; বরং স্ত্রীর ব্যবহার ও কাজে কর্মেই প্রকাশ পাবে, যে কারণে স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট থাকবে। বুখারী শরীফে একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোযখে নারীদের সংখ্যাই অধিক দেখিতে পাইলেন। সাহাবাগণ ইহার কারণ জিজ্ঞসা করিল তিনি বলেন, তাহাদের অকৃতজ্ঞতার জন্য। জিজ্ঞাসা করা হইলঃ তাহারা কি আল্লাহ তা'আলার প্রতি অকৃতজ্ঞ? তিনি বলেনঃ তাহারা তাহাদের স্বামীদের প্রতি কৃতজ্ঞ নহে এবং স্বামীরা তাহাদের প্রতি যে সদাচার ও মঙ্গল সাধন করিয়াছে উহা তাহারা অস্বীকার করে। তুমি যদি জীবনব্যাপী তাহাদের কাহারও প্রতি ভাল ব্যবহার করিয়া থাক, তৎপর তোমা হইতে ইহার বিপরীত সামান্য কিছু দেখিতে পাইলেই সে বলিবে, তোমার নিকট হইতে কখনও কোন কিছু ভাল পাইলাম না।"[২৪৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "আমি দোযখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তথায় বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলাম। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, নিজ নিজ স্বামীর প্রতি অভিসম্পাদ, ভর্ৎসনা ও অকৃতজ্ঞতা করার জন্য তাহাদের এই দুর্দশা ঘটিয়াছে।"[২৪৮] সুতরাং দাম্পত্য জীবনের শান্তি-অশান্তি, শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলা উন্নতি-অবনতি অনেকাংশেই স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক এবং পরস্পর দরদ, কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে। সর্বদা স্বামীর মঙ্গল কামনা, বিপদে সাহায্য করা এবং ভাল দু'আ করা স্ত্রীর কর্তব্য। "হযরতের কন্যা জয়নব তাঁর স্বামীকে বন্দীশালা থেকে মুক্তিদানের জন্য নিজের কন্ঠের মূল্যবান হার ফিদিয়া বিনিময় মূল্য হিসেবে দিয়েছিলেন ও তাকে মুক্ত করেছিলেন।"[২৪৯] অনেক সময় স্ত্রী স্বামীর সীমিত আয় তথা অথর্নৈতিক অবস্থা দুর্বল থাকা সত্ত্বেও তার কাছে তার চাহিদা মেটানো কিংবা সাচ্ছন্দের কারণে বেশি অর্থ দাবি করে স্বামীকে সহানুভূতির পরিবর্তে বিব্রত ও বিপদে ফেলে দেয়। যার কারণে আমাদের দেশে বহু পরিবারে শুধু এ কারণেই দাম্পত্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। রাসূলের জামানায়ও এ ধরনের ঘটনা বেশ লক্ষণীয়। এমনকি স্বয়ং রাসূল (স.) এর জীবনেই দেখা যায়। "হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইতে আসলেন। তিনি দেখলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গৃহদ্বারে বহু লোক বসে আছে। তাদের কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের (রা.) বলেন, তারপর আবূ বকর রো.) কে অনুমতি দেওয়া হলে তিনি প্রবেশ করলেন। এরপর উমর (রা.) এসে অনুমতি চাইলে তাঁকেও অনুমতি দেওয়া হলো। ঘরে ঢুকে তাঁরা রাসূল (স.) কে স্ত্রীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় বসে থাকতে দেখতে পেলেন। তাঁদের কেউই কোন কথা বলছিল না। তখন আবু বকর (রা.) বললেন,আমি এমন কথা বলব যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসবেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি খাদিজার কন্যাকে দেখতেন, সে শুধু আমার কাছে খরচা-খরচ চায়। তাই আমি তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়েছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে উঠে বললেনঃ তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ,তারা কিভাবে আমার চারপাশ ঘিরে রয়েছে, আর ভাতা চাচ্ছে। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) উঠে আয়েশার ঘাড়ে এবং উমর (রা.) হাফসার ঘাড়ে মৃদ আঘাত করলেন এবং বললেন, তোমরা রাসূল (স.) এর কাছে এমন জিনিস চাও? যা তার কাছে নেই। তখন তারা বলল, আল্লাহর শপথ, আমরা তাঁর কাছে এমন কোন কিছু কখনো চাইব না, যা তাঁর কাছে নেই।"[২৫০]

২৪৫.আল-কুর'আন,৪ঃ ৪ ثُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً

২৪৬.মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ ২০০.

২৪৭.আব্দুল খালেক,*নারী ও সমাজ*,ইসলামিক ফাউনেডশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ জুন ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.২৩৮

২৪৮.ইমাম গাযালী, *সৌভাগ্যের পরশমণি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ জুন, ১৯৯৩ খ্রি, খ.২,পৃ.৪৬

২৪৯.মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৪

২৫০.ইমাম মুসলিম,*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত,ইস্তাম্বুলঃ তা.বি.কিতাবুত তালাক, বাব-তোমরা স্ত্রীকে গ্রহণ কর, কেননা তালাক নিয়ত ছাড়া কার্যকর হয় না প্রসঙ্গ, খ.৪,পৃ.১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ করা

স্ত্রী স্বামীর ধন-সম্পদ নিজের নিকট গচ্ছিত আমানত স্বরূপ মনে করে আন্তরিকতার সাথে তার হিফাযত করবে এবং কখনও স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি অপচয় করবে না বা খরচ করবে না। আল্লাহ দাম্পত্য জীবনে স্বামীকে পরিবারের কর্তা বা নেতার দায়িত্ব দিয়েছেন। একটি সমাজে বা রাষ্ট্রে নেতার অনুমতি ছাড়া যেমন চলতে পারে না, বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে; তেমনি "নেতার অনুমতি ছাড়া কোন কাজ করলে পরিবারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। স্বামীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া স্ত্রী স্বামীর অর্থ যথেচ্ছা ব্যয় করবে না। হ্যাঁ, যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় তবে স্বামীরও এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করা উচিত নয়।"[২৫১] ইচ্ছামত ব্যয় নিষেধ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী তার গৃহ হতে কিছু ব্যয় করবে না।"[২৫২] তবে নিজ অর্থ থেকে ব্যয় করতে বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "স্ত্রী স্বামীর ঘরের অভিভাবিকা। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[২৫৩]

দাম্পত্য জীবনে ঘরের কাজকর্মের দায়িত্ব স্বামীর। সে কঠোর পরিশ্রম করে আয়-রোজগার করবে, সমাজ গড়ার দায়িত্ব নেবে, রাষ্ট্র নায়ক হবে এবং স্ত্রী হবে সেই ঘরের অভিভাবিকা, সেই সমাজের পাত্রী, সেই রাষ্ট্রের রাণী। স্ত্রী নিজের ইচ্ছামত সংসার বাগানকে সুশোভিত করে তুলবে এটাই স্বাভাবিক। হাদীসে বর্ণিত 'দায়িত্বশীলা' শব্দটির ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি বলেন, "আর স্ত্রী স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীলা হওয়ার মানে, স্বামীর ঘরের সুন্দর পূর্ণ ব্যবস্থাপনা করা, স্বামীর কল্যাণ কামনা ও তাকে ভাল কাজের পরামর্শ বা উপদেশ দেয়া এবং স্বামীর ধন-মাল ও তার নিজের ব্যাপারে পূর্ণ আমানত ও বিশ্বাসপরায়ণতা রক্ষা করাই স্ত্রীর কর্তব্য।"[২৫৪] "স্বামীর ঘর কার্যত তার নিজের ঘর; স্বামীর জিনিসপত্র ও ধনসম্পদ স্ত্রীর হেফাযতে থাকবে। সে তার আমানতদার, অতন্দ্র প্রহরী।"[২৫৫] স্বামীর সম্পদ থেকে অতিরিক্ত খরচ বা অপচয় করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে, তবে প্রয়োজনীয় দান-খয়রাত করতে নিষেধ করা হয়নি। এক্ষেত্রে স্বামীর ধন স্ত্রী তার নিজের তহবিলে জমা নেওয়া অবশ্য নিষেধ করা হয়েছে। স্ত্রীর অন্যতম দায়িত্ব হলো স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার হক রক্ষা করা। "একটি হল, সে নিজেকে সর্বাধিক অশ্লীলতা ও অপকর্ম থেকে হেফাযত করবে। দ্বিতীয়টি হল,স্বামীর অর্থসম্পদের আমানত রক্ষা করা।"[২৫৯] "স্ত্রী স্বামীর ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে অযথা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই সম্পদ কখনও ব্যয় করিবে না, এই সম্পদের কোন প্রকার খেয়ানত করিবে না।"[২৬০]

স্বামীর গৃহ ত্যাগ না করা

পারিবারিক তথা দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মাঝে মাঝে মতের অমিল দেখা দিতে পারে,মান-অভিমান হতে পারে, রাগ-বিরাগ হতে পারে, তাই বলে স্বামীর যেমন উচিত নয় যে, তার স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া, তেমনি স্ত্রীরও স্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া উচিত নয়। এতে করে শয়তানের কুমন্ত্রণায় তৃতীয় পক্ষ জড়িত হতে পারে, তাতে সমস্যা আরও জটিলতর হতে পারে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং আগের জাহিলী যুগের রমণীদের মত সাজগোজ করে বাইরে বের হবে না।"[২৬১] ইমাম গায্যালী তার বইতে লিখেছেন, "স্ত্রী স্বামীর

২৫১.ড.মোঃ শামছুল আলম, *দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির* উপায়:কুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গি,ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা,প্রাগুক্ত,পৃ.৫৮
২৫২.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা,*জামি'উত তিরমিযী*, কিতাবুয যাকাত, মা যাআ ফি নাফকাতিল মার'আতি বিল বাইতি জাওযিহা, দিল্লীঃ আলমাকতাবা রাশীদিয়া, ১৯৫০ খ্রি. বাব -৪
২৫৩.ইমাম বুখারী,*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আহকাম,বাব-'আতিউল্লাহ ও 'আতিউর রাসূল ও উলিল আমরি মিনকুম, প্রাগুক্ত
২৫৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৬
২৫৫.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৭
২৫৬.মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ ২১২
২৫৭.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ ২১২
২৫৮.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযি, *জামি'উত তিরমিযি*, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি., কিতাবুল আহকাম, বাব-৬
২৫৯.সম্পাদনা পরিষদ.*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত,পৃ.৪১০
২৬০.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউনেডশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.২৫৫
২৬১.আল-কু'আন,৩৩ঃ ৩৩, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dhaka University Institutional Repository

গৃহে অবস্থান করিবে, স্বামীর বিনা অনুমতিতে গৃহের বাহির হইবে না। দরজা জানালায় দাঁড়াইবে না এবং ছাদের উপর যাইবে না।"[২৬২] হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে নারীর স্বামীর অনুমতি ব্যতীত গৃহের বাহিরে গমন করে, সে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত আসমানের ফেরেস্তাগণ তাহার উপর লা'নত করতে থাকে এবং তদুপরি মানুষ ও জ্বিন যে বস্তুর নিকট দিয়াই সে অতিক্রম করুক না কেন, সকলেই তাহার উপর অভিশাপ দিতে থাকে।"[২৬৩] আল্লামা ইবনে কাসীর সূরা আহযাবের উক্ত আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, 'তোমাদের ঘরকে তোমরা আঁকড়ে থাক' এবং বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে কখনো বের হবে না।' আল্লামা আবু বকর আল জাস্‌সাস এ আয়াতের ব্যাখায় লিখেছেন, 'এ আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ করেছে যে, মেয়েরো ঘরকে আঁকড়ে থাকার জন্যে নির্দিষ্ট এবং বাইরে বের হওয়া থেকে নিষিদ্ধ।' আল্লামা ইবনুল আরাবী লিখেছেন ঃ ঘরেই বসবাস কর, বাইরে দৌড়াদৌড়ি করো না এবং ঘর ছেড়ে দিয়ে বাইরে চলে যেও না।' আল্লামা শওকানী লিখেছেন ঃ এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, এতে মেয়েদেরেকে তাদের নিজেদের ঘরে ধীরস্থিরভাবে বসবাসের আদেশ করা হয়েছে।' আল্লামা আলুসী লিখেছেনঃ 'তোমরা তোমাদের মন তথা নিজেদের স্বত্তাকে ঘরের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত করে রাখ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে বলেন, 'তাদের ঘরই তাদের জন্য সুখ-শান্তি ও সার্বিক আঁকড়।"[২৬৪]

আল্লামা মুফতি শফি (র.) লিখেছেন, 'ক্বারনি' আয়াত দ্বারা নারীদের ঘরে অবস্থান ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। যার মর্ম এই যে,নারীর পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণভাবে তো নিষিদ্ধ ও হারাম। কিন্তু প্রথমত:এ আয়াতই 'ওয়ালা তাবাররাযনা' দ্বারা ঈঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বের হওয়া নিষিদ্ধ নয়; বরং সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া নিষিদ্ধ।"[২৬৫] আবার মেয়দের মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রেও নিষেধ নয়। তবে অনুমতি সাপেক্ষে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামীদের নির্দেশ দিয়েছেন অনুমতি দেওয়ার জন্যে। "মেয়েরা মসজিদে যাওয়ার জন্য তোমাদের কাছে অনুমতি চাইলে তোমরা তাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করো না।"[২৬৬] হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা গৃহকর্মে লেগে থাক। এটাই তোমাদের জিহাদ।" [২৬৭]

স্বামীর সন্তানাদি লালন-পালন করা

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান সন্ততি হচ্ছে আল্লাহর নি'আমত, তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ-দান। পবিত্র কুর'আনে এসেছে, "আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজস্ব প্রজাতি থেকেই তোমাদের জুড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের এই জুড়ি থেকেই তোমাদের জন্য সন্তান-সন্ততি ও পোত্র-পৌত্রী বানিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিজস্ব দান বৈ কিছু নয়।"[২৬৮] সন্তানাদি দাম্পত্য জীবনের পুষ্প বিশেষ এবং দাম্পত্য জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলে। আল্লাহ আরও বলেন, "ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য ও সুখ-শান্তির উপাদান ও বাহন।"[২৬৯] স্ত্রীর প্রথম কর্তব্য হলো, তার গর্ভে যে সন্তান আসবে তাকে সাদরে গ্রহণের পূত ও পবিত্র মনে প্রস্তুতি নেওয়া। একটি শিশু ভুমিষ্ট হবার সাথে শাখা যেরূপ তার মূলের প্রতি মুখাপেক্ষী, শিশুও তেমনি তার মায়ের দিকে মুখাপেক্ষী। তাই স্ত্রীর প্রথম দায়িত্ব হলো, শিশুকে দুধ পান করানো। এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ, "জননীগণ তার সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে।"[২৭০] এরপর সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা (স্ত্রীর) তার মায়ের উপর ন্যস্ত। মাতাই শিশুর প্রথম শিক্ষিকা। এ ব্যাপারে হাদীসে তাকিদ এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "স্ত্রী স্বামীর সন্তানদের

২৬২.ইমাম গাযালী,*সৌভাগ্যের পরশমণি*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৩ খ্রি., খ.২,পৃ.৪৬

২৬৩.আব্দুল খালেক,*নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউনেডশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫খ্রি.পৃ.২৫৫

২৬৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৩,২৫৪

২৬৫.মুফতি মুহামম্মাদ শফি (র.) তাফসিরে মা'রেফুল কুর'আন,(সংক্ষিপ্তসার) অনুবাদ মাওলানা মহিউদ্দিন খান, প্রাগুক্ত,পৃ. ১০৭৭

২৬৬.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯০

২৬৭.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬,পৃ ৬৮

২৬৮.আল-কুর'আন,১৬ঃ ৭২, وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

২৬৯.আল-কুর'আন,৩ঃ১৪, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

২৭০.আল-কুর'আন, ২ঃ ২৩৩, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

তত্ত্বাবধানকারিণী। তাকে এই দায়িত্ব সম্মন্ধে জবাবদিহি করতে হবে।"[২৭১] সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর সুন্দর নাম রাখা পিতামাতার কর্তব্য। আজকাল যে সমস্ত নাম রাখা হয় তা ইসলামে কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা প্রশ্নবিদ্ধ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্দর নাম রাখার জন্য তাকিদ দিয়েছেন। "কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে ও তোমাদের পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। অতএব তোমাদের নাম সুন্দর করে রাখ।"[২৭২] স্ত্রী সাধ্যমত সন্তান বেড়ে উঠার সাথে সাথে ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা,আদব কায়দা,ভদ্রতা,অযু-গোসলের নিয়ম-কানুন হালাল-হারাম ইত্যাদি শিক্ষা দেবেন। মনে রাখতে হবে শিশুর শৈশবের শিক্ষাই ভবিষ্যতের জন্য তার উর্দ্ধে উঠার সোপান। একজন আদর্শ স্ত্রীর অন্যতম দায়িত্ব হলো, তার সন্তানের তত্ত্বাবধান করা। সন্তান কোথায় যায়, কার সাথে মিশে,ইত্যাদির খোঁজ খবর রাখতে হবে স্ত্রীকেই। একাধিক সন্তানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পুত্র সন্তান, কন্যা সন্তানদের মধ্যে ন্যায়বিচার তথা সমতা রক্ষা করতে হবে। স্ত্রীর একটুখানি অবহেলার কারণে সন্তান বিপথেও যেতে পারে। হয়ে উঠতে পারে সন্ত্রাসী, জঙ্গী, মাদকাসক্ত, বখাটে। তখন সন্তানাদি চোখের মণি থেকে ফিতনায় পরিণত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা জেনে রেখ! তোমাদের ধন-মাল সন্তান-সন্ততি ফিতনা বিশেষ,আর কেবলমাত্র আল্লাহর নিকট রয়েছে বিরাট ফল।"[২৭৩]

জাহিলী যুগে যেমন একদিকে সন্তান হত্যা করত, অপরদিকে অধিক সন্তান নিয়ে পিতা-মাতা গর্ব-অহংকার করত। সুতরাং একজন আদর্শ স্ত্রী অর্থাৎ সন্তানের মায়ের কর্তব্য হলো সন্তানের ভবিষ্যত যাতে সুন্দর হয় সেই কাজ করা এবং সাথে সাথে নিজের শর'য়ী দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য।"[২৭৪] "নারী ও সন্তান-সন্ততির প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হইয়াছে।"[২৭৫] শিশুদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব প্রধানত: নারীদের উপর। জন্মের পর হইতে শিশুর শিক্ষা জীবন আরম্ভ হয়। গৃহেই তাহার শিক্ষা শুরু এবং মাতাই থাকেন তাহার শিক্ষক।"[২৭৬] মাতা শিশুর সত্ত্বা, সৎস্বভাব ও সৎকর্মের বীজ বপন করিলে কালক্রমে ইহা ফুলে ফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিতে বাধ্য। অপরদিকে মাতা শিশুর অন্তরে অসৎ চরিত্র ও অপকর্মের প্রভাব বিস্তার করিলে পরবর্তীতে সে হতভাগ্য, পাপিষ্ট ও দূরাচার হিসাবে গড়িয়া উঠিবে।"[২৭৭]

এছাড়া স্ত্রীর আরও কিছু কর্তব্য রয়েছে যেমন স্বামীর দেওয়া উপহার গ্রহণ এবং স্বামীকেও উপহার প্রদান করা। এতে উভয়ের সম্পর্ক আরও মজবুত হতে পাারে। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে ৪ মাস দশদিন শোক পালন করবে। স্বামীর ঋণ থাকলে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করা, স্বামীর অসম্পন্ন কাজ সমাপ্ত করা, স্বামীর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করাও স্ত্রীর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এতে করে দাম্পত্য জীবন মধুর হয়, তেমনি আল্লাহর নিকটও প্রিয়ভাজন হওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদের সম্মান কর এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দাও।"[২৭৮] তিনি আরও বলেন, "কোন পিতা-মাতা সন্তানকে মার্জিত ও শিষ্টাচারের চেয়ে উত্তম কিছু দিতে পারে না।"[২৭৯] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মানুষ যেন তার সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়,কেননা তা এক সা'আ পরিমাণ সাদকা করার চেয়ে উত্তম।"[২৮০] "তোমরা নিজেকে এবং পরিবার সদস্যগণকে আল্লাহর ভীতির সামনে দাঁড় করার এবং সন্তানদের শিষ্টাচার শিখাও।"[২৮১] তিনি আরও বলেন,

---

২৭১.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী, *সুনান*, রিয়াদঃ দারুসসালাম, ২০০০ খ্রি, কিতাবুল আহকাম, বাব নং-৬/সহীহ বুখারী, কায়রোঃ কিতাবুল আহকাম, বাব-'আতিউল্লাহা ওয়া 'আতিউররাসূল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম/ সহীহ মুসলিম, ইস্তাম্বুলঃ কিতাবুল ইমামাত, বাব- ফাদলু ইমামি 'আদিল, খ. ৬, পৃ. ৮

২৭২.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৫,পৃ ১৯৪

২৭৩.আল-কুর'আন.৮ঃ ২৮,وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

২৭৪.আল-কুর'আন,১৮ঃ ৪৬,الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً

২৭৫.আল-কুর'আন,৩ঃ১৪, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

২৭৬. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত,পৃ.২৬৩

২৭৭. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত,পৃ.২৬৩

২৭৮.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাযা*,প্রাগুক্ত,কিতাবুল আদব, বাব-৩,

২৭৯.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৩,পৃ ৪১২

২৮০.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৫,পৃ ৯৬

২৮১.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, রিয়াদঃ কিতাবুত তাফসীরি সূরা, বাব নং ৬৬

"যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তানকে লালন-পালন করল, তার জন্য জান্নাত।"[২৮২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, যে ব্যক্তি তার দুটি কন্যা সন্তানকে তাদের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি এবং আমি এভাবে থাকবো। এই বলে তিনি তাঁর হাতের আংগুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।"[২৮৩] উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। আয়িশা (রা.) তাকে বলেন একবার এক মহিলা আমার কাছে ভিক্ষা করতে আসলো। কিন্তু একটি খেজুর ছাড়া সে আমার কাছ থেকে কিছুই পেল না। আমি সেটি দিলে সে দুই টুকরা করে দুই মেয়েকে দিল। এরপর সে উঠে চলে গেল। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে আসলে আমি তাঁকে ঘটনাটি বললাম। সবকিছু শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যে ব্যক্তি কন্যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে তাদের প্রতি সদাচার করবে এই কন্যারা তার জাহান্নামে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হবে।"[২৮৪] সন্তান লালন-পালনে কিংবা ভরণ পোষণে তাদের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য করা যাবে না। একাধিক ছেলে বা একাধিক মেয়ে কিংবা ছেলে এবং মেয়ের মধ্যেও এরূপ বৈষম্য করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ইসলামে এটি নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সমতাপূর্ণ আচরণ করো।"[২৮৫]

আনাস (রা.) হ'তে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে বসা ছিল। এমন সময় তার পুত্র সন্তান তার কাছে এলে সে চুমু দিল এবং কোলে তুলে নিল। এরপর তার কন্যা সন্তান এল সে তাকে সামনে বসিয়ে রাখল। এ দৃশ্য দেখে রাসূল (স.) বললেন তুমি এদের উভয়ের সাথে একই ব্যবহার করলে না কেন ?"[২৮৬] হযরত ইবনে আব্বাস হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার তত্ত্বাবধানে কোন শিশু বালিকা থাকে আর সে তাকে জীবিত দাফন না করে, তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করে এবং বালকদেরকে তার উপর কোনরূপ প্রাধান্য না দেয় আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।"[২৮৭] অন্য হাদীসে এসেছে, বশীর আনসারী এক সাহাবী তার ছেলে নু'মানকে স্ত্রীর অনুরোধে একটি বাগান বা ক্রীতদাস দান করেন। এতে রাসূল (স.) কে সাক্ষী রাখার জন্যে তার কাছে আসলে নবীজী বললেন, "তুমি কি অন্যান্য সন্তানদের এরূপ দান করেছ? সে বলল না। তিনি বললেন আল্লাহকে ভয় কর। আমি এ যুলুমের সাক্ষী হব না। অত:পর বশীর এসে তার দান ফেরত নিয়ে নেন।"[২৮৮]

২৮২.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৩,পৃ ৬৭

২৮৩.*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত,কিতাব-সদাচার ও শিষ্টাচার , বাব-মেয়েদের প্রতি সদাচারের ফযিলত, খ.৮,পৃ.৩৮

২৮৪.*সহী বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, বাব- মেয়েদের প্রতি সদাচারের ফযিলত।

২৮৫.*সহীহ বুখারী*, অধ্যায়-দান করা ও তার ফযিলত ও তাতে উৎসাহ প্রদান সম্পর্কিত, বাব-দানের সাক্ষী রাখা ও *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাব- দান, বাব-এক সন্তানকে অন্য সন্তানের চেয়ে বেশি দান করা অপছন্দনীয়, খ.৫, পৃ.৬৫

২৮৬.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,জুন ২০০০খ্রি,পৃ.১৩০

২৮৭.শায়খ অলীউদ্দিন মুহাম্মদ ইবন খতীব আত তিবরিযি, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, দিল্লীঃ রশীদিয়া কুতুবখানা, ১৯৫৬ খ্রি.পৃ.৪২৩

২৮৮. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৩০

চতুর্থ অধ্যায়
দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর বর্জনীয়

সীমা লংঘন (বল্গাহীনতা)

যে কোন কাজের একটি চূড়ান্ত এবং সঠিক রেখা আছে। সেটি ভাল কাজ হোক আর মন্দ কাজ হোক তা অতিক্রান্ত করলেই বিপদ, বিশৃঙ্খলা বা সমস্যা হতে পারে। এই মাত্রা অতিরিক্ত কাজকেই সীমালংঘন বা বল্গাহীনতা বলে। বাংলা একাডেমীর অভিধানে এসেছে, সীমালংঘন-শুন্য,-হীন, adj; limitless, unlimited, boundless, endless, infinite, সীমা-n, boundary, landmark."[১]

দাম্পত্য জীবনেরও একটি সীমা আছে এটি লংঘিত হলে অবশ্যই সমস্যা বা কলহের সৃষ্টি হবেই। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে বর্তমানে মানবিক মূল্যবোধের ক্ষয় এত অধিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, জাহিলী যুগকেও হার মানিয়েছে। "দু'একটি খবর মাঝে মাঝে বিবেকবান মানুষকে হতভম্ব করে দেয়। যেমন-হত্যা করে লাশ কয়েক'শ টকুরো করা, ঘুষের কোটি টাকা বালিশের তুলার মধ্যে, তোষকে, চালের ড্রামে রাখা ইত্যাদি। দুধের শিশু জাহিলী যুগে ধর্ষিত হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশে এসব অহরহ হচ্ছে।"[২] আল-কুর'আন ও আল-হাদীসে সীমালংঘন চিহ্নিত বেশ কিছু শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন বাগুন, ই'দিতা, তাবাকুর ইত্যাদি। বাংলায় এর অর্থ করা হয়েছে, অবৈধ, যুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন, বাড়াবাড়ি, অন্যায়, অপরাধ, অতিরঞ্জন, মিথ্যা, অবাধ্যতা, বেশিকরা, হিংসা-বিদ্বেষ, জিদ-হটকারিতা, ঔদ্ধত্য, বিরোধিতা, বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয়, যিনা-ব্যভিচার ইত্যাদি। ইসলাম বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বৈধ ও ভাল কাজেও সীমালংঘন জায়িয নেই। যেমন সারা বছর রোযা রাখা, সারাদিন নামাযের মধ্যে থাকা ইত্যাদি। হাদীসে এসেছে, সাহাবীগণ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে তাবাকুর হ'তে নিষেধ করেছেন। জিজ্ঞসা করা হলো, তাবাকুর কি? তিনি বললেন, অতিরঞ্জন করা।"[৩]

আল্লাহ তা'আলা কুর'আনের অনেক স্থানে বলেছেন, "তোমরা সীমালংঘন করো না, নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"[৪] এখানে দু'টি আয়াতেই সীমালংঘন বলতে অবৈধ (নাজায়িয) অর্থ করা হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কারণে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে।"[৫] এই আয়াতে সীমালংঘন বিদ্বেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।"[৬] আল্লাহ আরও বলেন, "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচার ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"[৭] এখানে সীমালংঘন অর্থ বাড়াবাড়ি বলা হয়েছে। যেসব অন্যায় কাজের প্রায়শ্চিত্ত তাৎক্ষনিকভাবে হয়, বাড়াবাড়ি তার মধ্যে অন্যতম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে বলেছেন, "সীমালংঘন ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি দ্রুততম সময়ের মধ্যে হয়।"[৮] সীমালংঘনের গুনাহ কাবিরা গুনাহের সেরা। রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সীমালংঘনের চেয়ে সেরা গুনাহ আর নেই।"[৯]

১.*Bangla Academy begali-English Dictionary*,BANGLA ACADEMY, DHAKA:june,1994, পৃ.৮২৪

২.ড.মোঃ শামছুল আলম, *পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ,মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, ঢাবি, ২০০৭ খ্রি.পৃ. ১৪৩

৩. ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাতবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি. খ.১, পৃ.৪৩৯

৪.আল-কুর'আন,২ঃ ১৯০,৫ঃ ৮৭,وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

৫.আল-কুর'আন,৫ঃ ২, وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى
الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

৬.মুফতি মুহামম্মাদ শফি (র.) তাফসীরে মা'রেফুল কুর'আন,(সংক্ষিপ্তসার) অনুবাদ ও সম্পাদনা, মাওলানা মহিউদ্দিন খান, খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুর'আন প্রকল্প, মদিনাঃ ১৪১৩ হি. পৃ.৩০৩

৭.আল-কুর'আন,১৬ঃ ৯০,إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

৮.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, দিল্লী ঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি.(কায়রোঃ ১৯৫৬ খ্রি.) কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ২৩

৯.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল,*আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাতবা'আ আশ্শারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি.খ.৫,পৃ ৩৬,৩৮

সীমালংঘনকারীকে আল্লাহ হেদায়েত দান করেন না। আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।”[১০] সীমালংঘনকারীরা বিভ্রান্তির মধ্যে থাকে। “এভাবে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়কারীদের।”[১১] এমন কিছু লোক রয়েছে যা অন্যায় ও নিষ্ঠুর কাজে নৃসংশতা প্রদর্শন করে দাম্ভিক ও আশ্ফালন করে। তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘৃণা।”[১২] এরা নিকৃষ্ট ও জাহান্নামী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে লোক ঔদ্ধত্ত প্রদর্শন করে এবং সীমালংঘন করে সে নিকৃষ্টতর লোক।”[১৩] আল্লাহ বলেন, “সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।”[১৪] স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মান-অভিমান বা অন্যায়-নির্যাতন পরিলক্ষিত হয় তা যেন কখনও বাড়াবাড়ির পর্যায়ে না যায়। তাহলে দাম্পত্য জীবনে সমস্যা তথা কলহ বিবাদ হতে বাধ্য। এজন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ই সর্বক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করবে না এতে একদিকে দাম্পত্য জীবন সুখী হবে অন্যদিকে পাপ থেকে মুক্তি পাবে।

অশ্লীল-বেহায়াপনা

বর্তমানে বাংলাদেশে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় সয়লাব হয়ে গেছে। ভাল জিনিসগুলোর অশালীনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। “বাংলাদেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গ্রামের চেয়ে শহরে এবং গরীবের চেয়ে ধনীদের মধ্যে অশ্লীলতার মাত্রা তুলনামূলক বেশী।”[১৫] দাম্পত্য জীবনে এই অশ্লীলতার কারণে বিরোধ দেখা দেয়। ফলে শুরু হয় পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস ও অসন্তোষ এমনকি সংসারও ভেঙ্গে যায়। এর প্রধান কারণ হলো, নিয়ন্ত্রণহীন জীবন যাপন। অশ্লীলতার প্রতিশব্দ হলো, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, বেশরম, দৃষ্টিকটু, গোপনীয় স্থান প্রদর্শন ইত্যাদি। অশ্লীলতা বিভিন্নভাবে হতে পারে, যেমন-বক্তব্যের মাধ্যমে,অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে, ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে, গল্প-কাহিনীর মাধ্যমে, কৌতুকের মাধ্যমে ইত্যাদি। “অশ্লীল ব্যাক্তি হতে পারে, খবর হতে পারে, পত্রিকা হতে পারে, ছায়াছবি হতে পারে, নাটক হতে পারে।”[১৬] ইসলাম অশ্লীলতাকে হারাম করেছে। আল্লাহ বলেন, “প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক,অশ্লীল কাজের নিকটেও যেও না।”[১৭] ইসলামের অনুশীলন এই অশ্লীল কাজকে দূরীভূত করে। আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয় সালাত যাবতীয় অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।”[১৮] অশ্লীল ও বেহায়াপনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনাদর্শে নেই। তিনি পুরো জীবনে কখনো অশ্লীল কথা বলেননি ও আচরণ করেননি। তাঁর শত্রুরা পর্যন্ত এ কথা বলতে পারে না। ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত “নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না স্বয়ং অশ্লীলভাষী ছিলেন, না কৃত্রিমভাবে অশ্লীলভাষা প্রয়োগ করতেন। বরং তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি যার চরিত্র সর্বোত্তম।”[১৯] হযরত আনাস (রা.) বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে গালাগালও করতেন না এবং কাউকে অশালীন কথাও বলতেন না। তিনি যখন আমাদের কাউকে ভর্ৎসনা করতে চাইতেন, তখন বলতেনঃ তার কি হয়েছে? তার হাত ধুলি মলিন হোক।”[২০]

১০.আল-কুর’আন,৪ঃ ২৮, وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً

১১.আল-কুর’আন,৪০ঃ ৩৪ وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ

১২.আবু দাউদ, সুলায়মান ইবন আল-আশ‘আস আস-সাজিস্তানী, *সুনানে আবু দাউদ*,কানপুরঃ আল-মাতবা আল-মজীদী, ১৩৭৫ হি.কিতাবুল জিহাদ,বাব-১০৪

১৩.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *সুনান*, রিয়াদঃ দারুসসালাম, ২০০০ খ্রি, কিতাবুল কিয়ামাহ, বাব নং-১৭

১৪.আল-কুর’আন, ৪০ঃ ৪৩, لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

১৫.ড.মোঃ শামছুল আলম, *দাম্পত্য বিরোধ নিস্পত্তির* উপায়ঃ কুর’আনের দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা, ২০১০ খ্রি.বর্ষ ৬,সংখ্যা ২৪ পৃ.৫৯

১৬. ড. মোঃ শামছুল আলম, *পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ*-২০০৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৪৩

১৭.আল-কুর’আন,৬ঃ১৫১, وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

১৮. আল-কুর’আন,২৯ঃ৪৫, اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

১৯.হাফিজ আবু শায়খ আল ইসফাহানী (র.), *আখলাকুননবী (স.)* , ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ১৯৯৪ খ্রি. হাদীস নং-৫১পৃ.২১

২০.হাফিজ আবু শায়খ আল ইসফাহানী (র.) *আখলাকুননবী (স.)*,ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টেবর ১৯৯৪ খ্রি. হাদীস নং-২১,পৃ.২১

শয়তান মানবতার চিরশক্র। তার কাজই হলো মানুষকে অশ্লীল কাজের আদেশ করা, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। কারণ, অশ্লীলতার মাধ্যমে যত দ্রুত সমাজ কলুষিত হয়, তা আর কোনটির মাধ্যমে হয় না। আল্লাহ বলেন, "তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহ সম্মন্ধে তোমরা জান না এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়।"[২১] অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন "হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করো না। কেউ অনুসরণ করলে শয়তান তা অশ্লীল ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়।"[২২] "শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়।"[২৩]

পক্ষান্তরে আল্লাহ মানুষকে কল্যাণের নির্দেশ দেন এবং আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচার ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালংঘণ হতে।"[২৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মানুষের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বাধিক নিকৃষ্ট যার অশ্লীল আচরণে মানুষ তাকে ত্যাগ করে।"[২৫] সমাজে আমদের আশে পাশে এমন অনেক লোক রয়েছে, যাদের ভয়ে মানুষ আতঙ্কে ও দূরে থাকে। অশ্লীলতা ঈমানের মত মহামূল্যবান সম্পদ ধ্বংস করে দেয়। রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "পরনিন্দুক, অভিসম্পাদকারী, অশ্লীল আচরণকারী এবং নির্লজ্জ ব্যক্তি কখনও মুমিন হতে পারে না।"[২৬] অশ্লীল ব্যক্তি আল্লাহর ঘৃণার পাত্র। মহানবী (স.) বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীল আচরণকারী ও নির্লজ্জ ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন।"[২৭] "অবশ্যই আল্লাহ অশ্লীল ও অশ্লীলতা প্রদর্শনকারীকে পছন্দ করেন না।"[২৮] "অবশ্যই আল্লাহ অশ্লীলতা পছন্দ করেন না এবং অশ্লীল ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন।"[২৯]

অশ্লীলতা মুনাফিকের অঙ্গ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "লজ্জা এবং সংকোচ (দ্বিধাবোধ) ঈমানের অঙ্গ, আর অশ্লীলতা নির্লজ্জতা এবং অতিরিক্ত কথা বলা নিফাকের অঙ্গ।"[৩০] "নিশ্চয়ই অশ্লীলতা বিচ্ছিন্নতা ও কৃপণতা নিফাক থেকে উৎসারিত।"[৩১] "নির্লজ্জতা বিচ্ছিন্নতা বোধ থেকে উৎসারিত এবং বিচ্ছিন্নতা বোধের পরিণাম জাহান্নাম।"[৩২] আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল। কিন্তু অশ্লীল আচরণকারীকে ক্ষমা করেন না। কারণ তার মাধ্যমে সমাজের বহু ব্যক্তির কাছে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে ফলে মানুষ পাপিষ্ট হয়। তখন অশ্লীল কাজ শুধু তার মধ্যেই সীমিত থাকে না এটি সংক্রমিত হয়ে বহু ব্যক্তির মধ্যে চলে যায়। আর তখন আল্লাহর এখতিয়ার বহির্ভূত হয়ে যায়। অশ্লীলতার পাপ এত ভয়াভহ যে, কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ শিরক এর পূর্বে অশ্লীলতার কথা উল্লেখ করেছেন। "বল নিশ্চয় আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসঙ্গত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শিরক করা,যার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্মন্ধে এমন কিছু বল যা তোমরা জান না।"[৩৩] আল্লাহ পাক অসঙ্গত দৃষ্টি ও চাওনি সম্পর্কে আরও বলেন, "মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে।

২১.আল-কুর'আন, ২ঃ ১৬৮,১৬৯, يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

২২.আল-কুর'আন, ২৪ঃ ২১, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

২৩.আল-কুর'আন,২ঃ ২৬৮, الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

২৪. আল-কুর'আন,১৬ঃ ৯০, إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

২৫.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*,দিল্লিঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া,১৩৭৬ হি.(কায়রোঃ ১৯৫৬ খ্রি,) কিতাবুল বিরর,হাদীস নং ৭৩

২৬.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল,*আল-মুসনাদ*,কায়রোঃ আল-মাতবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া,১৯৯৫ খ্রি. খ.১,পৃ৪০৫,৪১৬

২৭.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ১৬২,১৯৯

২৮.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৫,পৃ ২০২

২৯.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ ১৬২

৩০.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৫,পৃ ২৬৯

৩১.ইমাম দারেমী,*সুনান*, বৈরুতঃ দারু ইহ্য়্যয়িস্ সুন্নাতিন্ নাবাবিয়্যাহ্,১২৯৩ হি. মুকাদ্দামা্, বাব নং-৪৩

৩২.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ ১৬২

৩৩.আল-কুর'আন,৭ঃ ৩৩, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ
بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُون

আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন যা সাধারণত: প্রকাশ পায় তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে; তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাস-দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্মন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে।”[৩৪]

মানুষকে জন্তু-জানোয়ার থেকে আলাদা করার জন্য আল্লাহ দিয়েছেন পোশাক। তবে এই পোশাক হতে হবে অবশ্যই শালীন। না হলে পোশাকের মাধ্যমেও অশালীনতা প্রকাশ পায়। ইসলামের বিধান অনুযায়ী পোশাক পরিধান করলে জীবন হয়ে উঠে সুন্দর ও শালীন তথা ভদ্র। পোশাকের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “হে আদম সন্তান! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি দিয়েছি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ। এটিই সর্বোত্তম, এটি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম; যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।”[৩৫] সৌন্দর্য প্রদর্শনীও অশ্লীলতা। যা জাহিলি যুগে করা হত। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, “তোমরা গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহিলী যুগের মত নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়িও না।”[৩৬] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “পূর্ব দিনের জাহিলী যুগের সৌন্দর্য প্রদর্শনের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না।”[৩৭]

বর্তমানে পৃথিবীতে এখন ‘বিশ্ব সুন্দরী’ প্রতিযোগিতা প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশের মেয়েরাও অংশগ্রহণ করছে, আর দেশে লাক্স চ্যানেল আই সুন্দরী প্রতিযোগিতা তো হচ্ছেই। এটি জাহিলী চিন্তাধারা যা কোন রুচিশীল, ভদ্র,শালীন মুমিন ব্যক্তি করতে পারে না। ইসলামে নারী-পুরুষের জন্যে সতন্ত্র পোশাক রয়েছে। যেটি নারীর জন্য শালীন সেটি পুরুষের জন্য অশালীন, আবার যেটি পুরুষের জন্য শালীন তা নারীর জন্য অশালীন। আজকাল প্রায়ই দেখা যায় বহিঃসংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের দেশের মেয়েরা ছেলেদের পোশাক পড়ছে এবং ছেলেরাও মেয়েদের মত লম্বা চুল, কানে দুল ও হাতে চুরি পড়ছে। এদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা‘নত করেছেন। “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন পুরুষকে লা‘নত করেছেন, যে নারীর পোশাক পড়ে।”[৩৮] মেয়েরাও প্যান্ট-সার্ট, পাঞ্জাবী, ফতুয়া,বাবরীচুল রাখছে এবং চুরি পড়া ছেড়ে দিয়েছে। এদের সম্পর্কে রাসূলের লা‘নত রয়েছে। “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সব নারীদের অভিসম্পাত করেছেন, যারা পুরুষের আকার ধারণ করে।”[৩৯] পোশাক অশ্লীলতার জন্য বিরাট ভূমিকা পালন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “নারী ধরনের পুরুষ ও পুরুষ ধরনের নারীর জন্য অভিসম্পাত।”[৪০] যারা অশ্লীল কাজ করে, উৎসাহ দেয়, প্রচার করে, এবং প্রচারে সাহায্য করে তারা সকলেই সমান অপরাধী। আল্লাহ বলেন, “যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্মন্তদ শাস্তি।”[৪১] বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যারা অশ্লীলতাভরে সৌন্দর্য প্রকাশ করে বেড়ায়; তুলনামূলকভাবে তারাই ইভটিজিং এর শিকার হয় বেশি। তারা বেশি ধর্ষিতা হয় এবং তাদের উপরই এসিড নিক্ষেপ করা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “হে নবী!বল,তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে এবং মুমিন নারীদেরকে তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ বুকের উপর টেনে নেয়।

---

৩৪. আল-কুর’আন,২৪ঃ ৩০ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى

৩৫.আল-কুর’আন,৭ঃ ২৬, يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

৩৬.আল-কুর’আন, ৩৩ঃ ৩৩, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

৩৭.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাতবা‘আ আশশারকিল ইসলামিয়া, ১৯৯৫ খ্রি.খ.২,পৃ ১৯৬

৩৮.ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ‘আস আস-সাজিস্তানী, *সুনানে আবু দাউদ*,কানপুরঃ আল-মাকতাবা আল-মজীদী, ১৩৭৫ হি.কিতাবুল লিবাস, বাব-২৮

৩৯.ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ‘আস আস-সাজিস্তানী, *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল লিবাস,বাব-২৭

৪০.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী,*আসসুনান লিবন মাযা*,প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান,বাব-১৯

৪১.আল-কুর’আন,২৪ঃ ১৯ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে ইভটিজ করা হবে না আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"[৪২] পরকালীন সুযোগ সুবিধা তাদের জন্যই যারা অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকে। কুর'আনে বলা হয়েছে, "আল্লাহর নিকট যা আাছে তা উত্তম ও স্থায়ী তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে, যারা গুরুতর অপরাধ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধাকৃষ্ট হলে ক্ষমা করে দেয়।"[৪৩]

পরস্পরে সন্দেহ বা অনুমাননির্ভর হওয়া

প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার শেকড় হলো পরস্পরে বিশ্বাস। যেখানে বিশ্বাস নেই সেখানে ভালবাসা নেই। দাম্পত্য জীবনে এটি মহামূল্যবান উপাদান। "দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে জানা-অজানা নানা বিষয় নিয়ে মতবিরোধের সৃষ্টি হয় এর একটি হলো বেশি অনুমান।"[৪৪] এই অনুমান তথা সন্দেহ নির্ভরতা যেমনি দাম্পত্য জীবনকে জাহান্নামে পরিণত করতে পারে তেমনি এটি পাপের কারণও হতে পারে। সুতরাং পরস্পর সন্দেহ থেকে দূরে থাকা খুবই জরুরি। স্বামী-স্ত্রী কোন কারণে যাচাই বাছাই না করে অন্যের কথায় বা যে কোন কারণে স্বামী স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী স্বামীকে দোষারোপ করে থাকে। পরে দেখা যায় পুরো ব্যাপারটিই সম্পূর্ণ অমূলক,এতে যা ক্ষতি হয় তা অপূরণীয়। দাম্পত্য জীবনে কোন দোষারোপের ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে যাচাই বাছাই ও আলোচনা করা উচিত। নচেৎ আফসোসের সীমা থাকবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসিক লোক তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে; তাহলে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে,পাছে অজ্ঞাতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বস এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।"[৪৫]

সন্দেহ আর অনুমানের উপর ভিত্তি করে কাউকে শাস্তি দেওয়া ইসলামে জায়িয নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা মুসলমানদেকে বিপদে ফেলে দিও না। মুসলমানদের ব্যাপারগুলোকে সন্দেহ বা অনুমান করে গ্রহণ করো না।"[৪৬] সন্দেহ, অনুমান বা আন্দাজ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।এটি বড় গুনাহের অন্যতম। মহান আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ সন্দেহ হতে দূরে থাক; কারণ সন্দেহ কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ।"[৪৭] মিথ্যা হলো সকল পাপের জননী। আর সন্দেহ বা অনুমান হলো বড় মিথ্যা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্দেহ হতে বারণ করে বলেন, "তোমরা অনুমান বর্জন কর। কেননা অনুমান সবচেয়ে বড় মিথ্যা।"[৪৮] অনেকে বেহুদা সন্দেহ করে বসে। যেন তাদের চারিত্রই সন্দেহ প্রবণ। এসব ঈমানী জীবনের খেলাপ। অনেক সময় রাজ্যের শাসকর্বগ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজাদের সন্দেহ করে তাদের অভিযুক্ত করে। এটি তাদের কুচিন্তা,কুধারণা বা অযোগ্যতার প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "শাসক যখন জনগণের মধ্যে সন্দেহ খুঁজে বেড়ায় তখন মূলত তাদের মাঝে নৈরাজ্য ছড়িয়ে দেয়।"[৪৯] ইসলামের একটি মূলনীতি এই যে,সন্দেহজনক ব্যাপারগুলোকে বর্জন করে সন্দেহমুক্ত ব্যাপারের দিকে যেতে হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যা সন্দেহ সৃষ্টি করে তা বর্জন কর,যা সন্দেহ সৃষ্টি করে না সেদিকে যাও।"[৫০] সন্দেহ-অনুমান মন্দ লোকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে; কিন্তু সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোনই মূল্য নেই।"[৫১]

৪২.আল-কুরআন,৩৩ঃ ৫৯, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

৪৩.আল-কুর'আন,৪২ঃ ৩৬-৩৭, فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

৪৪. ড.মোঃ শামছুল আলম, *দাম্পত্য বিরোধ নিস্পত্তির* উপায়ঃকুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গি,ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা, ২০১০ খ্রি.বর্ষ ৬,সংখ্যা ২৪ পৃ.৫৯

৪৫.আল-কুর'আন,৪৯ঃ ৬, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

৪৬.ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মুয়াত্তা*, কায়রোঃ ১৩৭০ হি.(১৯৫১ খ্রি.) কিতাবুয যাকাত,.হাদীস নং ২৮

৪৭.আল-কুর'আন,৪৯ঃ ১২, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

৪৮.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*,দিল্লীঃ আল-মাকতাবা রশীদিয়া ১৩৭৬ হি.(১৯৫৬ খ্রি.) কিতাবুল বিরর, হাদীস নং ২৮

৪৯.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬,পৃ৪

৫০.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৩,পৃ১৫৩

৫১.আল-কুর'আন,৫৩ঃ ২৮, وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً

কারো ব্যাপারে সন্দেহ করা অনধিকারচর্চা মাত্র। ইসলামে এটিকে অবৈধ হস্তক্ষেপ বলা হয়েছে এবং অন্যের ব্যাপারে নাকগলানো নাজায়িয বলা হয়েছে। অধিক সন্দেহকারীদের জন্য পরকালে ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। কিয়ামতের দিন সন্দেহ পোষণকারীদের জাহান্নামে নিক্ষেপের জন্য ফিরিশ্তাদের নির্দেশ দেওয়া হবে। কুর'আনে বলা হয়েছে, "আদেশ করা হবে, তোমরা উভয়ইকে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক কাফিরকে, কল্যাণকর কাজে বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী ও সন্দেহপোষণকারীকে।"[৫২] সন্দেহকে কুফুরির পর সবচেয়ে মারাত্মক পাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম বলেছেন, "কুফুরির পর সন্দেহের চেয়ে ভয়াবহ আর কিছু নেই।"[৫৩] আলোচ্য আয়াত ও হাদীসসমূহে যে অনুমান বা সন্দেহের কথা বলা হয়েছে তাহলো, খারাপ ধারণা বা কুধারণা। ইসলাম চায়, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি অনাস্থা, অবিশ্বাস পোষণ না করুক। সুতরাং কোন অবস্থাতেই একেঅপরে সন্দেহ করা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, "লোকদের সম্পর্কে সন্দেহ থেকে দূরে থাক। কেননা সন্দেহ অত্যন্ত মিথ্যা কথা।"[৫৪] মুসলমান মাত্রই সন্দেহের কাছে নতি স্বীকার করা উচিত নয়, মনে সেটিকে স্থান না দেওয়া এবং তার পিছনে ছুটে না বেড়ানো। এ পর্যায়েও হাদীসে বর্ণিত আছে, "তোমার মনে কুধারণার সৃষ্টি হলে তুমি তাকে সত্য মনে করে নিও না।"[৫৫]

গর্ব-অহংকার

মানব জীবনে সবচেয়ে অসৎগুণ হলো গর্ব-অহংকার। এটি শয়তানী উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রেরণা ও শয়তানী কাজের উপযোগী অহংকার অর্থ-দাম্ভিকতা, অহমিকতা, গরিমা, আত্মপ্রীতি, আত্মপ্রসাদ, আত্মম্ভরিতা। ইংরেজি ভাষায় এর প্রতিশব্দগুলো "selfconceit,pride,vanity,vainglory ইত্যাদি।"[৫৬] আরবিতে অহংকারের বেশ কিছু প্রতিশব্দ রয়েছে। যেমন, ইস্তিকবার, ফখর, তাকাব্বর, কিবর, উজবা ইত্যাদি। অহংকারের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নানামূখী। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর উপাদান অহংকার। মানব আল্লাহর সৃষ্টি সুতরাং তার অহংকারের কিছুই নেই। যে অহংকার করবে তার পতন অনিবার্য। ইংরেজিতে প্রবাদ আছে, 'pride gose before fall.' অর্থাৎ অহংকার পতনের মূল। অহংকার এমন একটি ব্যাপার যা শুধুই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ পাক বলেছেন, "বড় হওয়ার গৌরব আমার চাদর এবং বিরাটত্ব আমার পরিধেয়। এ দু'টির একটিও যে লোক কেড়ে নিতে চাইবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।"[৫৭]

গর্ব-অহংকার এমন একটি বিষয়,যা শুধু আল্লাহর জন্যই মানায়। মানুষের সাথে এটি বেমানান ও হাস্যকর। অহংকার করার মত যে মানুষের কিছুই নেই। হযরত আলী (রা.) তাঁর দিওয়ানে লিখেছেন, "আকার আকৃতির দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান। তাদের পিতা আদম এবং মা হাওয়া। মায়েরা ধারণের পাত্র স্বরূপ,আর পিতারা বংশের জন্য। সুতরাং মানুষের গর্ব-অহংকারের যদি কিছু থেকে থাকে তাহলো কাদা ও মাটি।"[৫৮] বড়ত্বের দাবি কে করতে পারে? তিনি যিনি স্রষ্টা, শক্তিশালী, মহাপরাক্রমশালী, সকলেই যার মুখাপেক্ষী,সর্বত্রই যার প্রভূত্ব, আধিপত্য, সকল ক্ষমতার অধিকারী তিনি। কিন্তু মানুষ তো তা নয়। মানুষ অক্ষম,দুর্বল,অন্যের মুখাপেক্ষী এর পরও যদি মানুষ অহংকার করে তাহলে নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা অহংকার করে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, "যখন আমি ফেরেস্তাদের বললাম, আদমকে ছিজদাহ কর, তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদাহ করল; সে অমান্য করল এবং অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল।"[৫৯] আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, অহংকার করা শয়তানের স্বভাব, মুমিনের নয়। অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

৫২.আল-কুর'আন,৫০ঃ ২৪-২৫, أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ } مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ
৫৩.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.১,পৃ৮
৫৪.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী,এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.৩৯৯
৫৫.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী,*ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত,পৃ.৪০০
৫৬.*Bangla Academy begali-English Dictionary*,BANGLA ACADEMY, DHAKA:june,1994, পৃ.৪২
৫৭.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাযা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল যুহদ, বাব নং ১৬
৫৮.আলী, *দিওয়ান*, র‍্যামন পাবলিকেশান্স, ২০০০ খ্রি, খ.১, পৃ.২৯
৫৯.আল-কুর'আন,২ঃ ৩৪,وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ .

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন, "নিকৃষ্ট বান্দা সে যে নিজেকে বড় মনে করে এবং সীমা লংঘন করে।"[৬০] অহংকার যেমন মানবতা বিরোধী, তেমনি আল্লাহর অস্তিত্ব ও স্বত্তার উপর আঘাত। আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না। কুর'আনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক,অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"[৬১] তিনি আরও বলেন, "দম্ভ করো না, নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না।"[৬২] অহংকারের পরিণাম দুনিয়াতেও সুখকর নয়। তাদের চেতনা ও বোধশক্তি লোপ পায়, অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এভাবে আল্লাহ তাদের প্রত্যেক দাম্ভিক, স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে মোহর মেরে দেন।"[৬৩] আর পরকালে এর পরিণাম জাহান্নাম। কিয়ামত দিবসে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বলবেন,"তোমরা দরজাগুলো দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর, সেথায় তোমরা স্থায়ী হবে। দেখ অহংকারীদের আবাস্থল কত নিকৃষ্ট।"[৬৪] "আদেশ করা হবে,তোমরা উভয়কে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে উদ্ধত কাফিরকে।"[৬৫] জান্নাতে প্রবেশের উপর যাদের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তাদের মধ্যে অহংকারী অন্যতম। আল্লাহ বলেন, "এটি আখেরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করেছি তাদের (মুমিনদের) জন্য, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য হতে ও বিপর্যয় করতে চায় না।"[৬৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, "আমি কি তোমাদের জাহান্নামীদের সংবাদ দেব না? (তারা হলো) দাম্ভিক, ঔদ্ধত্য, কুখ্যাত, অসামাজিক এবং অহংকারী ব্যক্তি।"[৬৭] সরিষার দানা পরিমাণ অহংকারও আল্লাহ সহ্য করেন না। এমন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যার ভেতর সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে যেতে পারবে না।"[৬৮] যার মধ্যে অনু পরিমাণ অহংবোধ আছে তাকে আল্লাহ মুখে দাগ দিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করবেন।"[৬৯] অহংকারের ভয়াবহতার দিক লক্ষ্য করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাইতেন। তিনি দু'আ করতেন "হে প্রভু! আমি তোমার কাছে অলসতা ও অহংকারের অকল্যাণ হ'তে আশ্রয় চাই।"[৭০]

অনেকে অহংকার বশত: আল্লাহর হুকুম পালন করে না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহর বাণী ঃ "তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অহংকার বশত: আমার 'ইবাদতে বিমূখ, তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[৭১] অনেকে চলায় ফেরায় অহংবোধ প্রকাশ করে। আবার অনেকে বলার সময় আওয়াজ সৃষ্টি করে বেপরোয়া হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তুমি পদক্ষেপ করো সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো, নিশ্চয় স্বরের মধ্যে গর্ধভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।"[৭২] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনই পদভারে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং

৬০.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *সুনান*, রিয়াদঃ দারুসসালাম, ২০০০ খ্রি. কিতাবুল কিয়ামত, বাব নং-১৭

৬১.আল-কুর'আন,৪ঃ ৩৬,৫৭ঃ ২৩, وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً
لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

৬২.আল-কুর'আন,২৮ঃ ৭৬ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

৬৩.আল-কুর'আন,৪ঃ৩৫, الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ

৬৪.আল-কুর'আ,১৬ঃ ২৯,৩৯ঃ ৬০,৭২, ৪০ঃ ৭৬, فَادْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ
قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

৬৫.আল-কুর'আন,৫০ঃ ২৪, أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ

৬৬. আল-কুর'আন,২৮ঃ ৮৩, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

৬৭.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, দিল্লী ঃ প্রাগুক্ত, কিতাবুল জান্নাত, হাদীস নং ৪৭

৬৮.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, দিল্লীঃ আলমাকতাবা রশীদিয়া,১৩৭৬ হি. কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১৪৭,১৪৯

৬৯.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.২১৫

৭০.আবু আব্দির রাহমান আহমাদ ইবন শু'আইব আন্নাসায়ী, *সুনান্নাসায়ী*, লাহোরঃ মাকতাবা সালামিয়া, ১৯৫১ খ্রি. কিতাবুল ইসতি'আযা, বাব নং ৩৮

৭১.আল-কুর'আন,৪০ঃ ৬০ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

৭২.আল-কুর'আন,৩১ঃ ১৮, وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।”[৭৩]আরও এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, “রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে।”[৭৪] হযরত লোকমান (আ.) নিজ পুত্রকে এভাবে উপদেশ দিয়েছেন, “পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যভাবে বিচরণ করো না; নিশ্চয় আল্লাহ ঔদ্ধত্য, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।”[৭৫] অনেক মানুষ পোশাক পরিচ্ছদ এবং পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে অহংকার করে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি অহংকার বশত: নিজের কাপড় টানে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তির দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।”[৭৬] তিনি আরও বলেন, “আল্লাহ তোমাদের মাঝ থেকে জাহিলিয়াতের কলুষতা এবং পূর্বপুরুষদের নাম নিয়ে গৌরব করাকে চিরতরে মুছে দিয়েছেন।”[৭৭]

অনেকে বড় বড় ডিগ্রি লাভ করে অহংকার করে। তারা জ্ঞানের গরিমা প্রকাশ করে। এটি হীন মানসিকতা, তারা জ্ঞানপাপী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “পন্ডিতদের সাথে জ্ঞানের গরিমার উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করো না।”[৭৮] এসব অহংকারীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যত বাণী করেছেন,যে এর ব্যাপকতা এতই বৃদ্ধি পাবে যে, তারা মসজিদেও অহংকার করবে। আর এমন যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে এটি কিয়ামতের আলামত। “কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হলো, মানুষ মসজিদে আত্মঅহংকার করবে।”[৭৯] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে অহংকার দূর করার জন্য কিছু পদক্ষেপ বলে দিয়েছেন। এজন্য তিনি মাঝে মাঝে জুতা ছাড়া খালি পায়ে হাঁটতেন। অন্যদেরকের তিনি তা করতে বলতেন; যাতে অহংবোধ হ্রাস পায়। হাদীসে এসেছে “মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কখনও আমাদেরকে খালি পায়ে হাঁটতে নির্দেশ দিতেন।”[৮০] সুতরাং দাম্পত্য জীবনে কলহ-বিবাদ এড়িয়ে সুখ-শান্তির জন্য এহেন ভয়াবহ খারাপ গুণাবলী স্বামী-স্ত্রীকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

ব্যভিচার (পরকীয়া)

মনুষ্য সমাজে মারাত্মক ও সংক্রমিত অপরাধের মধ্যে অন্যতম হলো ব্যভিচার। এর আরবি শব্দ যিনা। পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে এর ইহকালীন ও পরকালীন মারাত্মক পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে সব কাজ মানুষের ঈমানকে ধংস করে দেয় তার মধ্যে অন্যতম হলো যিনা-ব্যভিচার। বিবাহ বহির্ভূত নারী-পুরুষের যৌন মিলনকে যিনা বা ব্যভিচার বলা হয়। বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন গ্রন্থে যিনার সংজ্ঞায় বলা আছে, “বালেগ ও বুদ্ধিমান দুইজন নারী ও পুরুষের বৈবাহিক বন্ধন ব্যতিরেকে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে একজনের যৌনাঙ্গকে অপরজনের যৌনাঙ্গে প্রবিষ্ট করানো হইলে তাহাকে যেনা বলে।”[৮১] সমস্ত আসমানী ধর্মই এ ব্যভিচারকে হারাম করেছে। ইসলাম হচ্ছে আসমানী ধর্মের সর্বশেষ দ্বীন বা ধর্ম। ব্যভিচারে যেমন বংশ সংক্রমিত হয়, বিনষ্ট হয় তেমনি পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের মধুর সম্পর্ক বিপর্যয় সূচিত হয় এবং পারিবারিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। এর ভয়াবহতা লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, “তোমরা যিনা ব্যভিচারের নিকটেও যেও না। কেননা তা অত্যন্ত নিলর্জ্জতার কাজ এবং খুবই খারাপ পথ।”[৮২] যেসব কাজ যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে; নারী-পুরুষকে যা নৈতিক পতনের মুখে নিয়ে যায়,নির্লজ্জ কাজে উদ্বুদ্ধ করে কিংবা তার কাছে পৌঁছে দেয়,সে কাজ সহজতর করে দেয়, ইসলামে সেই সব কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে। কেননা হারামের পথ উন্মুক্ত থাকলে ও সহজসাধ্য হয়ে থাকলে সেই মূল হারাম থেকে রক্ষা পাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভবপর হয় না। বিপর্যয়রোধ করা হয়ে যায় অসম্ভব।”[৮৩]

৭৩.আল-কুর'আন,১৭ঃ ৩৭,وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً

৭৪.আল-কুর'আন,২৫ঃ ৬৩,.وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً

৭৫.আল-কুর'আন,৩১ঃ ১৮-১৯ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

৭৬.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত কিতাবুল লিবাস, হাদীস নং ৪২

৭৭.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.৫২৪

৭৮.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী,*আসসুনান*, প্রাগুক্ত, মুকাদ্দামা, বাব-২৩

৭৯.আবু আব্দির রাহমান আহমাদ ইবন শু'আইব আন্নাসায়ী,*সুনান্নাসায়ী*,প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাসাজিদ, বাব নং ২

৮০.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬,পৃ.২২

৮১.সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,এপ্রিল, ১৯৯৫ খ্রি.খন্ড.১, পৃ.৪৩

৮২.আল-কুর'আন,১৭ঃ ৩২,وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

৮৩.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী,*ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.২০০

যিনাকারীর যিনা অবস্থায় ঈমান নামের দৌলত ধ্বংস হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ব্যভিচারকারী ব্যভিচার করা অবস্থায় মু'মিন থাকতে পারে না।"[৮৪] "যিনা (ব্যভিচার) হলো জঘন্য অপরাধগুলোর অন্যতম। মানুষ তৎক্ষণ পর্যন্ত ভাল ও সুস্থ থাকে যতক্ষণ তারা যিনা থেকে দূরে অবস্থান করে। বিশেষ কোন জাতির মধ্যে জারজ সন্তানের সংখ্যা বেড়ে গেলে সেখানকার মানুষ আর ভাল থাকতে পারে না।"[৮৫] এখানে বলা বাহুল্য যে, ইসলামে বিবাহ ব্যতীত নারী-পুরুষের যৌন কামনা চরিতার্থ করার সুযোগ নেই। ইসলামী শরী'আত ব্যভিচারকে হারাম ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয়নি; সাথে সাথে এর ঐহ্যিক ও পারিত্রিক ক্ষতিসমূহকে তুলে ধরেছে; যেন মানুষ অন্তত এর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এ অশ্লীল কর্ম থেকে বিরত থাকে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "দুটি অপরাধের শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতেই দ্রুত প্রদান করে থাকেন। তাহলো ব্যভিচার ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা।"[৮৬]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মত ততক্ষণ পর্যন্ত ভাল থাকবে যতক্ষণ তাদের মধ্যে ব্যভিচারী সন্তান বেড়ে না যাবে।"[৮৭] কোন সমাজ বা রাষ্ট্রে জারজ সন্তান বৃদ্ধি পেলে সেখানে বিভিন্ন রকমের অকল্যাণ দেখা দেয়। যিনা-ব্যভিচারের যেমন মন্দ ও কুৎসিত দিক রয়েছে তেমনি ব্যভিচার থেকে দূরে থাকার কল্যাণ ও উপকারিতা রয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না সে ব্যক্তি ছায়ার অর্ন্তভূক্ত হবে যে এ দুষ্কর্ম থেকে নিজেকে হিফাযত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সাত শ্রেণির লোককে আল্লাহ কিয়ামতের দিন ছায়া প্রদান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না।... এমন পুরুষ যাকে কোন পদস্থ সুন্দরী নারী আহবান করলে সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।"[৮৮] বিভিন্নভাবে যিনা হতে পারে, যেমন-হাতের যিনা,মুখের যিনা,চোখের যিনা অন্তরের যিনা,কানের যিনা ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "জিহবার যিনা হলো কথা বলা আর অন্তরের যিনা হলো পেতে চাওয়া।"[৮৯] নৈতিক চরিত্রে বিশুদ্ধতা মানবের একটি মহান গুণ। সতী-সাধ্বী স্ত্রীর স্বামীর এবং স্বামী-স্ত্রীর পরম আরধ্য ধন।"[৯০]

যিনাসহ সকল ধরনের অশ্লীল কাজকে আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "হে রাসূল! আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা নিষিদ্ধ করেছেন, আর পাপাচার এবং অসঙ্গত বিরোধিতাকেও।"[৯১] অপরাধ যত বড় তার পরিণাম তথা শাস্তির ততবড় হওয়াটাই স্বাভাবিক। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেছেন, "ব্যভিচারিনী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ উভয়কেই একশত বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর আইন কার্যকরী করণে যেন তোমাদের মনে কোন প্রকার মমতার উদ্রেক না হয়। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে থাক।"[৯২] ইসলামে অবিবাহিত নারী-পুরুষের যিনার শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত। "নারী ও পুরুষ উভয়ই অবিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করিলে প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করিবার নির্দেশ এই আয়াতে প্রদান করা হইয়াছে।"[৯৩] তবে কোন কোন হাদীসে এর বেশি শাস্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। "হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, অবিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে এক বৎসরের জন্য নির্বাসন ও আইনগত দন্ড অর্থাৎ একশত বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিয়াছেন।"[৯৪]

৮৪.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, দিল্লী ঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. কিতাবুল ঈমান,হাদীস নং ১০০,১০৪

৮৫.ড.মোঃ শামছুল আলম, *পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ* ২০০৭ খ্রি.পৃ. ১৩৭

৮৬.তাবারানী, হাদীসে রাসূল(স.) নিয়মিত বিভাগ, *মাসিক মদিনা*, ৩২ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৬ খ্রি. ঢাকাঃ পৃ.৫

৮৭.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.২২২

৮৮.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ৯১

৮৯.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.৩১৭

৯০.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৫,খ্রি পৃ.১৪৯

৯১আল-কুর'আন,৭ঃ৩৩, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ.

৯২.আল-কুর'আন,২৪ঃ২, الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

৯৩.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশঃ জুন, ১৯৯৫,খ্রি. পৃ.১৫১

৯৪. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৫,খ্রি. পৃ.১৫১

কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তির শাস্তি প্রস্তরঘাতে হত্যা করা। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলের (স.) দরবারে হাজির হয়ে তার যিনার কথা ব্যক্ত করলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তুমি কি পাগল? লোকটি বলল না। "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি বিবাহিত? তিনি বলিলেন, হাঁ। তৎপর তিনি তাঁহাকে প্রস্তরঘাতে হত্যা করার আদেশ দিলেন এবং তাঁহাকে ঈদগাহ ময়দানে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা হইল।"[৯৫] "ব্যভিচার প্রমাণিত হইলে নারীর জন্য বক্ষস্থল পর্যন্ত গভীর গর্ত খনন পূর্বক ইহাতে প্রবেশ করাইয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে করিতে তাহাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু পুরুষের জন্য কোন গর্ত করিতে হইবে না; বরং ভূমির উপর রাখিয়াই প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে করিতে জীবনের অবসান ঘটাইতে হইবে।"[৯৬] যিনা-ব্যভিচারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের যৌন রোগের বিস্তার ঘটে। এক সময় জীবঘাতী এইডস্‌ও হতে পারে। পরিশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারে ব্যভিচারী ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রসঙ্গে ভবিষ্যত বাণী করেছেন তিনি বলেছেন, "কখনো কোন জাতির ভেতর ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়লে তখন তাদের মধ্যে মৃত্যু বৃদ্ধি পায়।"[৯৭]

বর্তমানে পৃথিবীতে মারাত্মক অপ্রতিরোধ্য রোগ হচ্ছে এইডস। যার ইংরেজী Acquierd Immune Deficency Syndrome (AIDS). যুক্তরাষ্ট্রে হঠাৎ এইডস রোগের প্রকাশ এবং দ্রুত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি গোটা পশ্চিমা জগতে মারাত্মক আতংকের সৃষ্টি করেছে। এই রোগ খুব মারাত্মক বলে প্রমাণিত হয়। কারণ, গত তিন বছরে শতকরা ৮৫% রোগী মৃত্যুবরণ করে। গোটা যুক্তরাষ্ট্র এই রোগীর সংখ্যা ১৯৮১ সালের পূর্বে ছিল ৬৪, আর ১৯৮৫ সালে জুলাই মাসে এই সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়ায় ১২,০৬৭ তে যার অর্ধেকই ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে এই রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ৫৪০০০। যুক্তরাজ্যে এই সংখ্যা যথাক্রমে ১২৪১ এবং ১২২৭ যার অর্ধেক মারা গিয়েছে। যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপীয় ১৭টি দেশে এই রোগীর সংখ্যা ৯৪০ থেকে বহু হাজারে উপনীত হয়ে ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে। ইউরোপ ও আমেরিকার বেশীরভাগ উন্নত দেশেই এইডস ধরা পড়ছে। মধ্য এবং দক্ষিন আফ্রিকায় এক বিরাট সংখ্যক এইডস রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। ফ্রি সেক্সের কারণে মুসলিম কালো আফ্রিকার জাতি গুলোর মধ্যে এইডস ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে-বিশেষ করে জিম্বাবুয়ে যেখানে ৫০%-৬০% লোক এইডস এ আক্রান্ত।"[৯৮]

বিশ্বে এখন প্রমাণিত যে অবৈধ যৌন মিলনেই এই রোগের সৃষ্টি এবং বিস্তারলাভ। "এইডস রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হলো বিবাহিত না হয়ে এবং বিবাহের পর অবৈধ যৌন সঙ্গম সম্পূর্ণ পরিহার করা। এ ব্যাপারে ইসলামী যৌন নীতিই একমাত্র নির্ভরযোগ্য। আধুনিক বিশ্বের বেপর্দার ফলে উদ্ভূত যৌন উচ্ছৃঙ্খলা বন্ধ না হলে শত চেষ্টা করলেও এমনকি এর ওষুধ আবিষ্কার হলেও এইডস রোগ প্রতিরোধ করা যাবে না।"[৯৯] এছাড়া আরও অনেক রোগ হতে পারে যেমন-গণেরিয়া, সিপিলিস,এর মত মারাত্মক রোগ। সন্তানদের অনাগত ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে স্বামী-স্ত্রীর ব্যভিচার থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। "বলার অপেক্ষা রাখে না, নারীর সতীত্বের হিফাযত ও খিয়ানতের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যত প্রজন্মের পবিত্রতা। নারীর গর্ভেই জন্ম নেয় রাজা-রাণী, গবেষক-পন্ডিত, সমাজ সংস্কারক থেকে শুরু করে যুগ শ্রেষ্ঠ সকল মনীষী। অনাগত প্রজন্ম যেন একটি সুরক্ষিত পরিচয় নিয়ে পৃথিবীতে আসতে পারে সে জন্যেই বিয়ের ব্যবস্থা।"[১০০] বিবাহিত সতী নারী-পুরুষকে যেমন মানুষকে শ্রদ্ধা করে তেমনি ব্যভিচারী নারী-পুরুষকেও সম্মানের আসন থেকে নামিয়ে ঘৃণ্য ভরে প্রত্যাখ্যান করে। তারা সমাজে হয় অসভ্য পরিবার। যৌন উচ্ছৃঙ্খলা ও যৌন সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায় ইসলামের বিবাহ। পাশ্চাত্যের যৌন উন্মাদনা ও উচ্ছৃঙ্খলা নিরসনের জন্য পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মিসেস হাডসন'শ' (Hudson shaw) পাশ্চাত্যকে উপদেশ দিয়ে বলেন, "In all this argument I have tried to reach those realities of human nature on which human morality must be

---

৯৫.ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, বাব-রজম বিল মুসাল্লা, ও আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৫৪

৯৬.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশঃ জুন, ১৯৯৫,খ্রি. পৃ.১৫৭

৯৭.ইমাম মালিক ইবন আনাস,*মুয়াত্তা*, কিতাবুল জিহাদ,কায়রোঃ ১৯৯৫ খ্রি., ১৩৭০ হি. হাদীস নং২৬

৯৮.বোর্ড অব রিচার্স, (ড. শমসের আলী গং) *আলকুর'আনে বিজ্ঞান*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ-২০০৪, পৃ.৬৪৭

৯৯.বোর্ড অব রিচার্স, *আলকুর'আনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫৩

১০০.সম্পাদনা পরিষদ,*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অধ্যায়, পারিবারিক জীবন, জুন, ২০০০ খ্রি.পৃ.৪০২

based. I belived that the fundamental things which we must take into account are first, the complex nature of human beings who have body, soul and spirit to reckon with and who cannot neglect any one of these without insecurity, and secondly, the solidarity of the human race which makes it futis to act as though the morals of any one of us could be his personal affair alone. It is because of this solidarity that marriage has always been regred as a mather of public-interest to be recognized be low. Celebrated by sauce public ceremony and protected by legal contract."
এই দীর্ঘ আলোচনায় আমি মানব প্রকৃতির সেই সকল সত্যে উপনিত হওয়ার চেষ্টা করিয়াছি যাহার উপর মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তি স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। আমি বিশ্বাস করি, যে মৌল বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবন্ধ করা আবশ্যক, তাহা হইল প্রথমত মানুষের জটিল প্রকৃতি। তাহার দেহ আত্মা ও তেজ-বীর্য রহিয়াছে এবং ইহাদের কোনটির দায়ীই সে সরলতার সহিত অস্বীকার করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত সমগ্র মানবতার ঐক্য ও সংহতি। এই কারণেই কাহারও পক্ষে নৈতিকতাবোধকে তাহার একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া ধারণা করা এবং এই ধারণার বশীভূত হইয়া স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করা একেবারে নিরর্থক হইয়া পড়ে। মানব জাতি এই সংহতির কারণেই বিবাহ সর্বকালেই সামাজিক ব্যাপারে পরিগণিত। আইন দ্বারা ইহা স্বীকৃত হইতেই হইবে; সামাজিকভাবে বিবাহ উৎসব উদযাপন করিতে হইবে এবং আইনানুগ চুক্তি দ্বারা ইহার সংরক্ষণ করিতে হইবে।"[১০১]

"পাশ্চাত্যের লাগামহীন যৌন উচ্ছৃঙ্খলা দূরীকরণে এই মহিয়সী মহিলার উপদেশ কতইনা চমৎকার ও প্রাকৃতিক বিধান সম্মত। আমাদের বিশ্বাস,পাশ্চাত্যের একদিন শুভবুদ্ধির উদয় হবেই। যে সকল বস্তু বা কারণে আজকাল ব্যভিচারের দিকে প্রলুব্ধ ও উদ্বুদ্ধ করে, এর কতিপয় এই;
১.নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা।
২.সহশিক্ষা, ইহাতে বালক-বালিকাদের অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ মিলে এবং গর্ভনিরোধকে ঔষধপত্র ও যন্ত্রপাতি সহজলভ্য বলিয়া যৌন সম্ভোগে তাহারা কোনরূপ অসুবিধা আছে বলিয়া মনে করে না।
৩.নারীদের মিহিন মিহিন আট-সাট পোশাক-পরিচ্ছদ যাহার মধ্য দিয়া তাহাদের দেহের সৌন্দর্য এবং উন্নত অনুন্নত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।
৪.অশ্লীল নাচ-গান, সিনেমা, উলঙ্গ ছবি ইত্যাদি।
৫.অশ্লীল সাহিত্য, নাটক-নভেল ইত্যাদি।
৬. মাদক দ্রব্য
৭.নৈশ ক্লাব"[১০২]

পরস্পর তিরস্কার

তিরস্কার হলো নিজেকে বড় মনে করে, জ্ঞানী মনে করে শক্তিধর মনে করে অপরকে দুর্বল ভেবে কটুক্তি করা; যাতে অন্য মনে কষ্ট পায়। দাম্পত্য জীবনে সমস্যার এটি একটি কারণ। স্বামী-স্ত্রী যে কোন পক্ষ থেকে একজনকে ছোট মনে করে, হেয় প্রতিপন্ন করা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা অবজ্ঞা করা, উপহাস করা,তুচ্ছজ্ঞান করা,মন্দ নামে ডাকা, খেলাচ্ছলে নেওয়া ইত্যাদি এখন অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ইসলামে এটি মারাত্মক ব্যাপার,সামান্ন ব্যাপার নয়। এ ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। হাদীসে তিরস্কারকে খারাপ অভ্যাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোন লোকের মন্দ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য একটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তিরস্কার করে।"[১০৩] যেখানে একজন মুসলিম অপর মুসলিমকে তিরস্কারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এরূপ হুশিয়ারি, তাদের দাম্পত্য জীবনে মধুর সম্পর্কের মধ্যে যদি স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে তিরস্কার করে তবে এর পরিণাম কত মারাত্মক হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তথাপি এটি বাস্তব যে,

১০১. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫ খ্রি. পৃ.১১২
১০২.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৬২
১০৩.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*,দিল্লীঃআলমাকতাবা রশীদিয়া,১৩৭৬ হি.কিতাবুল বিররি,হাদীস নং ৩২

স্বামী-স্ত্রীর এ ধরনের তিরস্কারের ফলে দাম্পত্য জীবনে কলহের সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা উপহাস যাকে করা হয়, সে উপহাসকারীর চেয়ে উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।"[১০৪] আবার স্বামী স্ত্রী একে অপরকে মন্দ নামে ডাকা থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। এতে দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহ এহেন মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে মানুষকে নির্দেশ দান করেছেন। আল্লাহ বলেন, "তোমরা একে অপরে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা অতি জঘন্য।"[১০৫] "অতএব আল্লাহকে চিনে জানে এবং পরকালের মুক্তির লক্ষ্যে এমন কোন ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষেই কোন একজন লোককেও ঠাট্টা-বিদ্রুপ,অপমান লাঞ্ছিত করতে চাওয়া বা করা, কাউকে তিরস্কার-মন্দ বলার লক্ষ্যে পরিণত করা এবং দিনরাত তাকে জ্বালাতন করা কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। কেননা এ কাজ যে করে, তার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন আত্মম্ভরিতা অন্যদের তুলনায় নিজেকে বড় মনে করার হীন মানসিকতা রয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।"[১০৬]

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ আল্লাহর নিকট তা নির্ভর করে ঈমান ও 'আমলে ছালেহার মানদন্ডে। আকার আকৃতি, দেহ-অবয়ব, সাদা-কাল, সুন্দর-কুশ্রী, মান-সম্মান ও ধন-দৌলতের উপর নির্ভর করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও পোশাক মতান্তরে ধন-দৌলতের দিকে তাকান না; বরং গুরুত্ব দেন ভাল 'আমল ও দিলের দিকে।"[১০৭] "হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা.)এর নলার কাপড় খুলে গেলে দেখা গেল খুবই সরু ও পাতলা। উপস্থিত কেউ কেউ তা দেখে বিদ্রুপের হাসি হেসে উঠল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা ওর হালকা-পাতলা সরু পায়ের নলা দেখে হাসছ? যার হাতে আমার প্রাণ! তার শপথ করে বলছি এ দু'খানি পা আল্লাহর দাড়ি-পাল্লায় ওহুদ পর্বতের চাইতেও অধিক ভারী।"[১০৮]
উপরিউক্ত আলোচনায় বুঝা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে তিরস্কার, বিদ্রুপ, মন্দ নামে ডাকা কোন ভাবেই জায়িয নয়। এতে মনমালিন্য সৃষ্টি হয় এবং দাম্পত্য জীবনের মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরার জন্য যথেষ্ট। তাই এহেন গর্হিত কাজ থেকে উভয়কেই দূরে থাকতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন স্ত্রী ও সাহাবীদেরকে উপহাস তো দূরের কথা কটু কথাও বলেননি। "হযরত আনাস (রা.) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,আমি দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে ছিলাম। কিন্তু আল্লাহর কছম! তিনি আমার কাজে কখনো বিরক্তি প্রকাশ করেননি। আমার কোন কাজে তিনি একথাও বলেননি যে, তুমি এ কাজ কেন করেছ? আর কোন কাজ না করলেও তিনি একথাও(বিদ্রুপ)বলেননি যে, তুমি এ কাজ কেন করলে না?" তিনি আরও বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমত করেছি। কিন্তু তিনি আমার কোন ত্রুটিতে কখনো আমাকে লজ্জা(বিদ্রুপ) দেননি।"[১০৯]

লোভ-লালসা

দাম্পত্য জীবনে আরও একটি বদঅভ্যাস বর্জনীয় যা স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ককে চির ধরতে বাধ্য করে। আর তা হলো লোভ-লালসা। এই লোভ-লালসার কারণেও স্বামী হতে পারে বর্বর, নির্যাতনকারী, খুনি, হিংস্র পশুর ন্যায় পাপিষ্ট। আর স্ত্রী হতে পারে জেদী, পরকীয়া প্রেমের নায়িকা, হটকারিনী। ইসলামে এই মোহ, লাভ-লালসা, ঐশ্বর্য,বেশি পাওয়ার নেশা এবং প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতার কোন স্থান নেই। ইসলাম হলো অল্পেতুষ্ট থাকার আদর্শ, অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপনের নাম, স্বাভাবিক জীবন-যাপনের নাম এবং পার্থিব জীবনকে সাময়িক ঠিকানা হিসেবে গ্রহণের নাম। বাংলা ভাষায় অনেকগুলো প্রবাদ আছে তন্মধ্যে-লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, অতি লোভে তাঁতী নষ্ট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১০৪.আল-কুর'আন,৪৯ঃ ১১, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظ

১০৫.আল-কুর'আন,৪৯ঃ ১১, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

১০৬.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী,এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.৩৯৬

১০৭.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.৩৯৭

১০৮.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী,*ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৯৬

১০৯.হাফিজ আবু শায়খ আল ইসফাহানী (র.) *আখলাকুননবী(স.)* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত,পৃ.১৫

লোভ মানুষকে অমানুষে পরিণত করার সেরা হাতিয়ার। লোভী মানুষ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, দাম্পত্য জীবনে শান্তি তো পায়ই না; বরং মৃত্যু পর্যন্ত অস্থির, ছটফট, অভাবী ও হাহাকারে থেকেই যায়। এসব লোভীদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা

বলেছেন, "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। এটি সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটি জানতে পারবে। সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না।"[১১০] লোভ-লালসা এমন একটি বদঅভ্যাস যা কোন লোভী ব্যক্তিকে তার আশা-আকাঙ্খার চূড়ান্ত তৃপ্ত পর্যায়ে পৌঁছায় না। সে কখনোই তৃপ্ত হয় না, সন্তুষ্ট হয় না মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। কোনস্থানে পৌঁছলে সে খুশি হবে তা নিজেও জানে না। তার এটিই লক্ষ্য চাই চাই আরও চাই। তাদের এ ধরনের উন্মাদনা ও নেশার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যদি আদম সন্তানের সম্পদের দু'টি উপত্যকা থাকে তাহলে সে তৃতীয় আরেকটি পেতে চাইবে।"[১১১] তিনি আরও বলেন, "যদি আদম সন্তানের দু'টি স্বর্ণের উপত্যকা থাকে, তাহলে সে অবশ্যই তৃতীয় আরেকটি স্বর্ণের উপত্যকা কামনা করবে।"[১১২] বস্তুত; পার্থিব জিনিস প্রয়োজনের অতিরিক্ত কামনা করা বা প্রতিযোগিতা করা সম্পূর্ণ জাহিলী চিন্তা-চেতনার পরিচায়ক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ইসলামে কিছু পেতে চাওয়া জাহিলী চিন্তাধারা মাত্র।"[১১৩] লোভী ব্যক্তিদের ক্ষুধা সীমাহীন। তাদের লোভের ক্ষুধা কবরের মাটি ছাড়া নিবারণ হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন "মাটি ব্যতীত আদম সন্তানের শুন্যস্থান (মুখ, চোখ) পূর্ণ হবে না।"[১১৪]

ব্যভিচার হারাম ঘৃণিত কাজ গুলোর মধ্যে অন্যতম। লোভ-লালসা এমন একটি বদঅভ্যাস ইসলামে এটিকে মনের (অন্তরের) ব্যভিচার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "অন্তর ব্যভিচার করে...। আর অন্তরের ব্যভিচার হল (বেশি) পেতে চাওয়া" [১১৫] আজকাল প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এ রোগটি প্রকট আকারে দেখা দিয়েছে। এ কারণে বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে মারামারি, খুন, প্রতারণা বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি বেড়েই চলছে। মানুষ যদি তার লোভ-লালসার নিকট নতি স্বীকার করে; তাহলে তা তার নিজের আত্মার ও মন মানসিকতার পক্ষে খুবই মারাত্মক হয়ে পড়ে। তাই মানুষের উচিত দীন-ধর্ম সম্পর্কিত এমন বিষয়কে লক্ষ্যস্থির করা; যাতে পার্থিব কোন বস্তুকে প্রাধান্য না দিয়ে পরকালের স্থায়ী ঠিকানার প্রতি অনুগামী হওয়া। আল্লাহ বলেন, "তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনো প্রসারিত করো না তার প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শেণিকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি; তদ্দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।"[১১৬]

পাপাচারী ব্যক্তিরা হারাম উপায়ে যে সমস্ত সম্পদ উপার্জন করে নিজেদের জীবনে যে বাহ্যিক চাকচিক্যের দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করে নেয়, তা যেন ঈমানদার লোকেরা ঈর্ষা ও হিংসার চোখে না দেখে। কারণ মুমিনগণ আল্লাহর পথে থেকে বৈধ পথে যা কামাই করে থাকে তা পরিমাণে যতই কম হোকনা কেন তা আল্লাহর নিকট অতি উত্তম ও উৎকৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ-রোপ্য আর ডোরাকাটা অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব এই জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল। বল, আমি কি তোমাদের এসব বস্তু হতে উত্তম কোন কিছুর সংবাদ দিব? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য জান্নাতসমূহ রয়েছে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আর সেখানে তারাস্থায়ীভাবে বসবাস করবে, তাদের জন্য পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহর নিকট হতে সন্তুষ্টি রয়েছে। আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।"[১১৭]

১১০.আর-কুর'আন,১০২:১-৫ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ

১১১.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১১৬

১১২.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *সুনান*, রিয়াদঃ দারুসসালাম, ২০০০ খ্রি. কিতাবুয যুহদ, বাব নং-২৭

১১৩.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, রিয়াদঃ দারুস সালাম ২০০০ খ্রি.কিতাবুত দিয়াত, বাব.৯

১১৪.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১১৬

১১৫.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.২২৯

১১৬.আল-কুর'আন,২০:১৩১, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى

১১৭.আল-কুর'আন, ৩: ১৪-১৫, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

দুনিয়াতে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করার জন্য সবাইকে সবকিছু সমপরিমাণ দান করেননি। কারো একটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব থাকলে অন্যরা তার প্রতি লোভ-লালসা করা উচিত নয়। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, "যদ্দ্বারা আল্লাহ পাক তোমাদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না।"[১১৮] ঈমানের দাবি হলো

Dhaka University Institutional Repository

লোভ-লালসাকে সীমাবদ্ধ রাখা, কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত রাখা। কোনভাবেই যেন তা মনুষ্যত্বের উপর বিজয়ী হয়ে না উঠতে পারে। লোভের আগুন যেন মানব মনে এত তীব্র না হয়ে উঠে; যাতে মানবাত্মাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে। হালাল রিযক পেয়ে পরিতৃপ্ত না হয়ে মানুষ যেন হারাম পথে লালিত না হয়। কেননা লোভী ব্যক্তিরা কখনই শান্তিতে থাকতে পারে না। "যুগে যুগে মানুষ যে কয়টি জিনিসের কারণে পদচ্যুতি,পদস্খলিত, বিভ্রান্ত ও সমস্যায় পড়েছে; তার মধ্যে সম্পদ প্রধানতম। সম্পদ হলো পার্থিব জীবনে বিরাট পরীক্ষা। যারা এর সুচারু ব্যবহার করতে পারে, তারা সফলকাম হয়। আর যারা মোহে পড়ে যায়; তাদের করুন পরিণতি বরণ করে নিতে হয়।"[১১৯]

সম্পদের পরীক্ষা তথা ফিতনার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফিতনা রয়েছে, আমার উম্মতের ফিতনা হলো, সম্পদ।"[১২০] লোভে শুধু পাপই হয় না; বরং মানুষের জ্ঞানকেও বিলুপ্তি ঘটায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো,কোন স্বভাবটি মানুষের (জ্ঞান) শিক্ষাকে বিলুপ্ত ঘটায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, লোভ-লালসা।"[১২১] সুতরাং দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীকে বুঝতে হবে যে, সৌন্দর্য, চাকচিক্য, ধন-সম্পদ, অর্থ-বৈভব একজন মুসলিমের কাছে মূখ্য নয়,যা লোভনীয় হতে পারে। বরং সৎভাবে জীবন-যাপন, মানুষের মনে তৃপ্তি ও চরিতার্থ বোধই হল মানুষের আসল সম্পদ।

১১৮.আল-কুর'আন, ৪ঃ ৩২, وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً

১১৯.ড.মোঃ শামছুল আলম,*পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ*, *মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম*, *প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ২০০৭ খ্রি.পৃ.১১৩

১২০.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.১৬০

১২১.ইমাম দারেমী, *সুনান*,.দারু ইহ্ইয়ায়িস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা, কানপুর ঃ ১২৯৩ হি বৈরুত ঃ ১৮৭৬ খ্রি. মুকাদ্দামা, বাব.৪৮

পঞ্চম অধ্যায়

সুখী দাম্পত্য জীবনের কল্যাণকর দিক

Dhaka University Institutional Repository

চিরসুখের আবাস্থল হিসেবে পরিণত

দাম্পত্য জীবন সুখের হলে পরিবার হয় চিরসুখের আবাস্থল। যেখানে থাকে না কলহ-বিবাদ ঝগড়া-ফ্যাসাদ, মন-মালিন্য। এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী যার যার দায়িত্ব কর্তব্য যদি সঠিক তথা যথাযথভাবে পালন করে তাহলেই কেবল দাম্পত্য জীবন সুখের হয়। আর এ জন্য দরকার পারস্পরিক সমঝোতা ও সহিষ্ণুতা। বলা হয় থাকে, 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে,যদি প্রতারণা না থাকে স্বামীর মনে।' বিভিন্ন লোকের বিভিন্নরূপ আচার-আচরণ ও মেজাজ-প্রকৃতি থাকাই স্বাভাবিক। কারণ সকল লোককে আল্লাহ তা'আলা একই ছাঁচে ঢেলে সৃষ্টি করেননি। তাছাড়া পুরুষ ও নারীর চরিত্রে পার্থক্য ও ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বাস্তব সত্য। সুতরাং "পরস্পরকে জানাজানির মাধ্যমে কাহারও মধ্যে গর্হিত কিছু পাওয়া গেলে উহা অতি সহজেই বিদূরিত করা যাইতে পারে। স্বামীর স্বভাব ও রুচিতে কোন কিছু আপত্তিজনক ও অপছন্দনীয় থাকিলে স্ত্রীর পক্ষে ইহা সংশোধন মোটেই কঠিন নহে এবং স্বামীও তদ্রুপ ছোট-খাট দোষ-ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতে পারে।"[১] মোট কথা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই দু'জনের নিকট মুক্ত ও খোলামেলা মনে প্রেমের বন্ধনে বসবাস করতে চাইলে অবশ্যই সংসার সুখের হতে বাধ্য। পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম দাম্পত্য জীবন ছিল হযরত আদম ও হাওয়ার। আর আদম-হাওয়ার সংসার ছিল সুখী পরিবার। "বস্তুত মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম পরিবার যেমন সর্বতোভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবার ছিল, তেমনি তাতে ছিল পারিবারিক জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ এবং তার ফলে সেখানে বিরাজিত ছিল পরিপূর্ণ তৃপ্তি,শান্তি,স্বস্তি ও আনন্দ।"[২] দাম্পত্য জীবনে সুখে শান্তিতে বসবাস করার নিমিত্তে আল্লাহ তা'আলা আদম হাওয়াকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে একত্রে বসবাস (সুখে-শান্তিতে) কর এবং যেখান থেকে মন চায় সেখান থেকে পানাহার কর।"[৩]

অধিকাংশ নবী-রাসূলগণের দাম্পত্য জীবন ছিল সুখের। কারণ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি পাওয়ার জন্যে। আর সে শান্তি তাঁরই হুকুম পালন ও নবীর সুন্নাত মানার মধ্যে নিহিত। এ জন্য দাম্পত্য জীবনে সুখী হ'তে হলে অবশ্যই স্বামী-স্ত্রীর পরিবারের জন্য সকল সদস্যকে আল্লাহর দেয়া বিধান মতে চলতে হবে। ছোট-খাট ভুল-ত্রুটির কারণে যাতে সুখ-শান্তি বিদূরিত না হয় সে জন্য আল্লাহ্ই দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আমাদের চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দাও।"[৪] মহান আল্লাহ আরও বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও; যার ইন্ধন হবে আগুন ও পাথর, যার নিয়ন্ত্রণভার অর্পিত আছে নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাব ফেরেশ্তাদের উপর, যারা আল্লাহ যা আদেশ করেন তারা তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে।"[৫]
"কোন মানুষ যখন দাম্পত্য জীবনে পদার্পন করে, তখন সে দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করে। সে যেন বাকী অর্ধেকের জন্য আল্লাহকে ভয় করে।"[৬] এ হাদীসের ব্যাখ্যা হলো,দাম্পত্য জীবন শুরু হয় বিয়ের মাধ্যমে। "আর বিয়ে মানুষকে যৌনতা, ব্যভিচার,সমকামিতার মত জঘন্য পাপ থেকে রক্ষা করে যা দুনিয়ার অর্ধেক পাপ।"[৭] দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্যই হলো, মনে গভীর প্রশান্তি ও স্থিতি লাভ। আর এটি আসে স্ত্রী বা সঙ্গিনীর কাছ থেকে। দাম্পত্য জীবনে যদি সুখেরই না হয় তাহলে বিয়ে করা অনর্থক। আল্লাহ বলেন, "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আরও একটি নিদর্শন হলো

১.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ঃ জুন, ১৯৯৫, খ্রি. পৃ.২৫৬

২.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী, বাংলাবাজার, অধ্যায়-পরিবার ও বিশ্বপ্রকৃতি, নভেম্বর ১৯৮৩ খ্রি. পৃ.৪৮

৩.আল-কুর'আন,২ঃ ৩৫,৭ঃ ১৯, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا

৪.আল-কুর'আন,২৫ঃ ৭৪,وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً

৫.আল-কুর'আন,৬৬ঃ ৬, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

৬.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৭

৭.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, অনুবাদ ও সম্পাদনা-ডা. হুমায়ুন কবীর প্রমুখ, প্রকাশক আব্দুল কুদ্দুস সাদী ও সোহেল, বাংলাবাজার ঢাকা ঃ জানুয়ারী ২০১০ খ্রি,খ.১, পৃ.১৮২

এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য হ'তে তোমাদের সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও স্নেহ-প্রীতি আনন্দ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। চিন্তাশীলদের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।"[৮] স্ত্রী স্বামীর জন্য শান্তির নীড় প্রশান্তির স্থান। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

"যখন তোমাদরে কেউকে কোন স্ত্রীলোক মুগ্ধ করে এবং তার মনকে প্রলুব্ধ করে তখন সে যেন তার স্ত্রীর কাছে আসে এবং তার সাথে সহবাস করে। এতে তার মনে যা আছে (অশান্তি) তা দূর হয়ে যাবে।"[৯]

সুখী পরিবারে স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর বিধানাবলী মেনে চলে জন্যই তারা পরিজন নিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করে। হালাল গ্রহণ করে আর হারাম বর্জন করে। হাদীসে বর্ণিত আছে, স্ত্রী সহবাসে একটি সওয়াব হইয়া থাকে। সাহাবাগণ (রা.) নিবেদন করলেন হে আল্লাহর রাসূল! কামনা বাসনা পূরণ করিলেও কি সওয়াব হইবে? তিনি বলেন, বল, অবৈধ উপায়ে কাম-বাসনা চরিতার্থ করিলে তাহার গুনাহ হইত না? তদ্রুপ বৈধ উপায়ে কাম-বাসনা চরিতার্থ করিলে তাহার সওয়াব হইবে।"[১০] অভাবী মানুষের অভাব যখন দূর হয় তখন সে খুব আনন্দ লাভ করে, সুখ অনুভব করে। হাদীসে স্বামী ছাড়া স্ত্রী আর স্ত্রী ছাড়া স্বামীকে মিসকিন, অভাবী, অসুখী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যার স্ত্রী নাই সে মিসকিন, সে মিসকিন, সে মিসকিন; জিজ্ঞাসা করা হইল সে যদি সম্পদশালী হয় উত্তরে তিনি বলেন, সে সম্পদশালী হইলেও সে মিসকিন। আবার তিনি বলেন যে নারীর স্বামী নাই সে মিসকিন, সে মিসকিন, সে মিসকিন; জিজ্ঞাসা করা হইল, সে যদি সম্পদশীলা হয়? উত্তরে নবীজী বলেন,সে সম্পদশীলা হইলেও সে স্বামী ছাড়া মিসকিন।"[১১]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় বিয়ে করার কারণই হলো শান্তির নীড় নিরাপদ আশ্রয়স্থল সৃষ্টি করা মানব জীবনের। সুখী দাম্পত্য জীবনের অধিকারী স্বামী-স্ত্রীর আরও একটি কল্যাণকর দিক হলো, নিজেকে পূত-পবিত্র রাখতে পারে অপরদিকে আল্লাহ ও রাসূলের অভিশাপ থেকে নিজেকে হিফাযত করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে নারী তার স্বামী হ'তে পৃথক হয়ে রাত্রী যাপন করে সে স্বামীর নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার উপর অভিশাপ দিতে থাকে।"[১২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই হযরত আয়িশা (রা.) এর ঘরে রাত কাটাতেন এবং শেষরাতে ইবাদতের জন্য উঠে যেতেন। পরে হযরত আয়িশা (রা.) এর ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে যদি তাঁকে পাশে না পেতেন,তবে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়তেন এবং অন্ধকারেই খুঁজতে থাকতেন। যখনই তাঁকে পেয়ে যেতেন তখন তার মনে পূর্ণ শান্তি ও স্বস্তি আসত।"[১৩] দাম্পত্য জীবনে শান্তির মূখ্য হাতিয়ার হলো সন্তানাদি লাভ করা। সবাই চায় যে, তার কোল জুড়ে সন্তান আসুক। সে সন্তান ছেলে হোক অথবা মেয়ে হোক। সেই সন্তানের পরশেই পিতা-মাতার (স্বামী-স্ত্রী) কলিজা ঠান্ডা এবং চক্ষু শীতল হয়। পবিত্র আল-কুর'আনে এসেছে, "এবং যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী সন্তান-সন্ততি দান কর যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর।"[১৪]

আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত বর্ষণ

সুখী দাম্পত্য জীবনে অর্থাৎ সাংসারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর প্রতি আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত বর্ষিত হয়। স্বামী স্ত্রী যখন একেঅপরের দায়িত্ব পালনে ব্রতী হবে, পারস্পরিক অধিকারে সচেষ্ট হবে তখন সংসারে বিবাদ হতে পারে না। তথাপি ইসলাম স্বামীর প্রতি চাপ প্রয়োগ করে বলেছে স্ত্রীকে ভালবাসবে, তাকে প্রফুল্ল রাখবে, তার অধিকার রক্ষা করবে,

---

৮.আল-কুর'আন,৩০ঃ ২১, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

৯.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, আল-নিশাপুরী, *সহীহ মুসলিম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,৫ম খ. সেপ্টেম্বর ১৯৯২ খ্রি.,পৃ.৭৯

১০.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশঃ জুন, ১৯৯৫খ্রি. পৃ.১৭৭

১১.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৭

১২.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৭৭

১৩.এ এফ এম আব্দুল মজিদ রুশদী, *হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২ খ্রি. পৃ.৬৯

১৪.আল-কুর'আন, ২৫ঃ ৭৪ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاما,

তাকে নির্যাতন করবে না। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নানাভাবে কষ্টদান ও উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে আটক করে রেখো না। যে লোক এরূপ করবে, সে নিজের উপরই যুলুম করবে। আর তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে খেলনার বস্তুতে পরিণত করো না।"[১৫] ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধুমাত্র যৌন সম্পর্কের

মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ সম্পর্ক বন্ধুত্বের সম্পর্ক এ সম্পর্ক স্থায়ীত্বের সম্পর্ক এ সম্পর্ক দুনিয়া ও আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত সম্পর্ক, যা ক্ষণস্থায়ী নয়। তাই স্বামী যেমন স্ত্রীকে ভালবাসবে, আদর করবে প্রেম নিবেদন করবে পাশাপাশি দোষ-ত্রুটি হলে ক্ষমা করে দেবে। "স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ক্ষমাশীলতা দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও স্বায়ীত্বের জন্য একান্তই অপরিহার্য। যে স্বামী স্ত্রীকে ক্ষমা করতে পারে না, ক্ষমা করতে জানে না, কথায় কথায় দোষ ধরাই যে স্বামীর স্বভাব, শাসন ও ভীতি প্রদর্শনই যার কথার ধরন, তার পক্ষে কোন নারীকে স্ত্রী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে স্থায়ীভাবে জীবন যাপন করা সম্ভব হতে পারে না।"[১৬] আল্লাহ তা'আলা নিজে স্বামীদের প্রতি হেদায়েতের বাণী উচ্চারণ করেছেন যেন স্ত্রীদের ক্ষমা করে দেয়; তাহলে আল্লাহও তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং রহমত নাযিল করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে সাবধান! তবে তোমরা যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তাদের উপর বেশি চাপ প্রয়োগ না কর বা বাড়াবাড়ি না কর এবং তাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও, তাহলে জেনে রেখো, আল্লাহ নিজেই বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"[১৭]

এ দুনিয়ার বুকে সুখী পরিবারের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবার। হাদীস থেকে জানা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নয় অথবা এগার জন স্ত্রী ছিলেন। হযরত খাদিজার পরে নবীজীর স্ত্রীর সংখ্যা আট/নয় জন ছিলেন। এতবড় সংসারেও সুখের কোন কমতী ছিল না। নবীজীর স্ত্রীগণ যে দোষ-ত্রুটির উর্দ্ধে ছিলেন তা কিন্তু নয়। নবীজীর স্ত্রীগণ যেমন স্বামীর খেদমত করতেন তেমনি নবীজীও স্ত্রীদের কাজে সাহায্য করতেন। তাদের দোষ-ত্রুটি আনন্দচিত্তে ক্ষমা করে দিতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের অনেক বাড়াবাড়ি মাফ করে দিতেন। হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত একটি ঘটনার মাধ্যমে এটি বাস্তবভাবে প্রমাণিত হয়। "হযরত উমর (রা.) একদিন খবর পেলেন,নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে সব বেগমকে তালাক দিয়েছেন। তিনি এ খবর শুনে ভীত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আপনার বেগমদেরকে তালাক দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ না। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে হাসিমুখে কথাবার্তা বলেছেন।"[১৮]
ইসলাম যেমনি স্ত্রীদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য তাকিদ দিয়েছেন, তেমনি স্ত্রীদের কর্তব্য স্বামীর জন্য কষ্ট করা আর দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে, "স্ত্রীদের যেসব অধিকার রয়েছে স্বামীদের উপর, যা স্বামীদের রয়েছে স্ত্রীদের উপর।"[১৯] "স্বামীর বাড়াবাড়ি ও ক্রুদ্ধ মেজাজ দেখতে পেলে স্ত্রীর খুব সতর্কতার সাথে কাজ করা ও কথা বলা উচিত। এ অবস্থায় স্ত্রীরও বাড়াবাড়ি করা কিংবা নিজের সম্ভ্রম মর্যাদার অভিমানে হঠাৎ করে কেটে পড়া কোনমতেই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।"[২০] স্ত্রীর উচিত তার মধুর ব্যবহার দিয়ে স্বামীর ভারাক্রান্ত মনকে প্রফুল্ল রাখা। কেননা স্ত্রীর সুখে অকৃত্তিম ভালবাসাপূর্ণ হাসি দেখতে পেলে সে তার সব কিছুই নিমেষেই ভুলে যেতে পারে। স্বামী স্ত্রীর জন্য উপঢৌকন নিয়ে আসে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তার জন্য অর্থ খরচ করে,পরিশ্রম করে, সেজন্য স্ত্রীর উচিত তার কাজের দরুন অকৃত্তিম ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল স্ত্রীলোকের উপর রহমত নাযিল করেন। অন্যথায় অকৃতজ্ঞ স্ত্রীলোকদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না। এ ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা এমন স্ত্রীলোকের প্রতি রহমতের দৃষ্টি

১৫.আল-কুর'আন, ২ঃ ৩৩, قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ

১৬.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ওপারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, জুন ২০০০ খ্রি.,পৃ.১৭৩

১৭.আল-কুর'আন, ৬৪ঃ ১৪, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

১৮.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ওপারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৭৩

১৯.আল-কুর'আন,২ঃ ২২৮,وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ

২০.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ওপারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৯৯

দান করেন না, যে তার স্বামীর ভাল ভাল কাজের শোকরিয়া আদায় করে না।"[২১] স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে যখন সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করেন,তখন তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের বারিধারা বর্ষিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ঈমানদার পুরুষ ও নারী একে অপরের সহায়ক-বন্ধু, তারা পরস্পরকে ভাল শিক্ষা দেয় এবং মন্দ

থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন-যাপন করে। এদের উপর আল্লাহ দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী সুকৌশলী।”[২২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করেন, যে রাতে নামায পড়তে উঠে এবং স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগায়। যদি সে উঠতে না চায় তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ ঐ মহিলার উপর রহমত নাযিল করেন, যে রাতে ঘুম থেকে জেগে নামায পড়ে এবং স্বামীকে জাগায়। না উঠতে চাইলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।”[২৩] “স্বামী-স্ত্রী যখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাত করেন, তখন তাদের প্রতি মহান আল্লাহ বিশেষ রহমতের দৃষ্টি দেন।”[২৪] সুতরাং সুখী পরিবারের কল্যাণকর দিক হলো, আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা বর্ষণ।

পারস্পরিক শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি

সুখী দাম্পত্য জীবনের আরও একটি কল্যাণকর দিক হলো পরিবারের প্রতিটি স্তরে শৃঙ্খলাবোধ। স্বামী তার দায়িত্বে শৃঙ্খল, স্ত্রীর তার দায়িত্বে সুশৃঙ্খল এবং অর্পিত নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। ইসলামী পরিবারের প্রধান কর্তা হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে পুরুষ বা স্বামীকে। একজন স্বামী যখন কর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে আর স্ত্রী রাণী হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করবে তখনই সংসারে শান্তি আসবে। এজন্য ইসলাম যার যার দায়িত্ব-কর্তব্য ভাগ করে দিয়েছে। যাতে দাম্পত্য জীবনে কোন সমস্যা না হয়। পরিবারের ব্যয় মেটানোর জন্য ইসলাম পুরুষকে দায়িত্ব দিয়েছে এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। এই ব্যয়ের জন্য স্ত্রীকে কোনরূপ জবাবদিহি করতে হবে না। তবে স্ত্রীকে ঘর সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের মালামাল দেখাশুনা সন্তানাদি পালনে দায়িত্বশীলা। এ ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন, “পুরুষগণ স্ত্রীদের পরিচালক”[২৫] আয়াতের ব্যাখা হলো পুরুষগণ সংসার পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালক। “এই একটি ক্ষেত্র ছাড়া আর সব ক্ষেত্রেই নৈতিকতা, ‘ইবাদত, আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভ, কর্মফল প্রাপ্তি, মানবিক অধিকার ও সাধারণ মান-মর্যাদা এসব ব্যাপারেই স্ত্রীলোক পুরুষের সমান।”[২৬] আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, “আর স্ত্রীদের উপর পুরুষদের এক ধরনের প্রাধান্য রয়েছে।”[২৭]

এ আয়াতের পারিবারিক জীবনের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য পুরষকেই দেওয়া হয়েছে; নারীকে নয়। আর সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বস্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও এ কথার যথার্থতা স্বীকৃত। “পুরুষ সন্তানের পিতা, তারই সন্তান বলে পরিচিত হয়ে থাকে লোক সমাজে। ছোটরাও যেমন বড়রাও তেমনই। তাই পরিবারে পুরুষেরই কর্তৃত্ব হওয়া উচিত। পরিবারের লোকজনের সকল প্রকার খরচপত্র পরিবেশনের জন্যে পুরুষ-পিতাই দায়ী, তারই নিকট সব কিছু দাবী করা হয় এবং সেই বাধ্য হয় সব যোগার করে দিতে। খাবার,পোশাক, চিকিৎসা, বিয়ে ও শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার তাকেই বহন করতে হয়। তাদের মধ্যে সন্তানেরাও যেমন থাকে, তেমন স্ত্রীও। অতএব এ সকলের উপর পুরুষের নেতৃত্বই স্বাভাবিক। আর তার নেতৃত্বে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কোন আপত্তি বা সংশয় থাকতে পারে না।”[২৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বাইরের দায়িত্বে ছিলেন এবং তাঁর রমণীগণ ঘর সামলাতেন। তাঁর কন্যাদেরকেও তিনি দায়িত্ব বন্টন করে দিয়ে তা সঠিকভাবে পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাদীসে আরও একটি প্রমাণ

২১.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ওপারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.২০০

২২.আল-কুর'আন,৯ঃ ৭১, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

২৩. আবু দাউদ, *নির্বাচিত হাদীস সহস্র* (স্মারক গ্রন্থ) ঢাকাঃ জামি'আ ইসলামিয়া, লালমাটিয়া, ২০০২ খ্রি,পৃ.১৪৩

২৪.মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বেহেশ্‌তী জেওর, ২য় ভলিউম,(৪র্থ খ.) অনুবাদঃ মাওলানা শামসূল হক ফরিদপুরি (র.) ঢাকাঃ এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০৪ খ্রি.পৃ.২৩

২৫.আল-কুর'আন,4ঃ ৩৪,..,الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ

২৬.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, ১৯৮৩ খ্রি.,পৃ.২০৯

২৭.আল-কুর'আন,২ঃ ২২৮وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيم

২৮.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ওপারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, জুন ১৯৮৩ খ্রি.,পৃ.২০৯

রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা.) এর উপর তাঁর ঘরের মধ্যকার যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং হযরত আলী (রা.) এর উপর দিয়েছিলেন ঘরের বাইরের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব।”[২৯] হযরত আবু বকরের কন্যা আসমা তাঁর স্বামী জুবাইরের সব রকম খেদমত করতেন ঘর দেখার

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি। তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি আমার স্বামী জুবাইরের সব রকমের খেদমত করতাম।"[৩০] রাসূলের যুগে ইসলামী সমাজের স্ত্রীরা স্বামীর ঘর দেখাশুনা ও খেদমত করতেন এটি তাদের দায়িত্ব মনে করেই করতেন। "হযরত ফাতিমা (রা.) নিজ হাতে যখন যাঁতা চালিয়ে আটা তৈরী করতেন, আটা পিষে রুটি তৈয়ার করতেন ও আগুনের তাপ সহ্য করে রুটি পাকাতেন, তখন অপর যে কোন স্ত্রীর পক্ষে তা অকরণীয় হতে পারে না। বরং সবার জন্যেই তা অনুসরণীয়।"[৩১] "ইসলাম মানব জাতিকে পারিবারিক আইন সম্পর্কে যত সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়াছে ও নারী জাতির প্রতি যে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছে, বিশ্বের কোন ধর্মেই তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"[৩২] ইসলামী পরিবারে মাতা সন্তানের শিক্ষিকা। বিশেষ করে শিশু অবস্থায়। "শিশুদের শিক্ষা দানের দায়িত্ব প্রধানত নারীদের উপর। জন্মের পর হইতেই শিশুর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। গৃহেই তাহার শিক্ষা শুরু হয় এবং মাতাই থাকেন তাহার শিক্ষক। অতএব, তাহাকে বিবিধ ব্যবহারিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া গড়িয়া তোলা মাতার দায়িত্ব।"[৩৩] যেহেতু হাদীসে শিশুদের লালন পালন মাতার দায়িত্বের প্রতি তাকিদ এসেছে সেহেতু এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞসা করা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "স্ত্রীগণ স্বামীর পরিজন ও সন্তানদের অভিভাবিকা। এজন্য তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[৩৪]

জন্মের পর থেকেই পিতা-মাতার জন্য সন্তানদের প্রতি বেশকিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেমন আকিকা করা, সুন্দর নাম রাখা, উত্তম ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলা, ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা ইত্যাদি। "সন্তানের লালন পালনের দায়িত্ব মাতা-পিতার। সামর্থানুসারে পিতা সন্তানের খাদ্য ও বস্ত্র দেবে। পিতার উপর সন্তানের ইহা জন্মগত অধিকার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ নিজ পোষ্যদের ভরণ-পোষণে ইসলামী পরিবারে স্বামীর দায়িত্ব-কর্তব্য হলো-স্ত্রীকে ভালবাসা দেওয়া, গালমন্দ না করা, প্রহার না করা, পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা, যৌতুক দাবি না করা, স্ত্রীর সম্পদ গ্রাস না করা, স্ত্রীকে উপঢৌকন দেওয়া, কৌতুক করা, স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা করা, সদ্ব্যবহার করা, স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ গ্রহণ করা ইত্যাদি। তেমনি স্ত্রীরও দায়িত্ব-কর্তব্য হলো, স্বামীকে নেতা মানা, সেবা করা, পর্দার মধ্যে থাকা, সন্তান পালন করা, সম্পদ রক্ষা করা,স্বামীর বিনা অনুমতিতে ঘরের বাইরে না যাওয়া, সতীত্ব রক্ষা করা, স্বামীর গোপন বিষয় ফাঁস না করা, স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া ইত্যাদি। স্বামী স্ত্রীর এসব দায়িত্ব যে সংসারে পালন করা হয়, সে সংসার মধুর হতে বাধ্য। সেই সংসার সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অবহেলা করা কোন ব্যক্তির গুনাহগার হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"[৩৫]

ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ

ইসলাম এমন একটি দর্শন বা বিধান যা পরিপূর্ণ। এতে রয়েছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, দাম্পত্য, রাজনৈতিক ও আর্ন্তজাতিক বিষয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। যা শুধুমাত্র পরকাল ভিত্তিক নয় আবার দুনিয়া ভিত্তিকও নয়। প্রতিটি ব্যবস্থাপনাতেই রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের সম্পর্ক ও সমন্বয়। ইসলামে ইহকাল পরকাল থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। দুনিয়াকে গ্রাস করেই আখেরাতের ফলাফল। ইসলাম অন্যান্য দর্শনের মত শুধু বৈষয়িক কল্যাণের দিক দেখে না; বরং ইহকালীন ও পরকালীন সামগ্রিক মঙ্গল ও কল্যাণের বিষয় বিদ্যমান। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ পাওয়ার জন্য দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "হে আমাদের রব! দান কর আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ। আর রক্ষা কর আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে।"[৩৬]

২৯.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৮

৩০.উমদাতুল কারী,খ.২০,পৃ.১৯২/মাওলানা আব্দুর রহীম,পরিবার ওপারিবারিক জীবন,প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৮

৩১.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, পরিবার ওপারিবারিক জীবন,প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৮

৩২.মুহাম্মদ আবুল বাশার, *মুসলিম পারিবারক আইন কানূন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৭ খ্রি,পৃ.৫৭

৩৩. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশঃ জুন, ১৯৯৫,খ্রি. পৃ.২৬৩

৩৪.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *সুনান*, রিয়াদঃ দারুসসালাম, ২০০০ খ্রি .কিতাবুল আহকাম, বাব নং-৬

৩৫.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬২

৩৬.আল-কুর'আন,২ঃ ২০১, وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

সুখী দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী যখন নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে ব্রতী হয় তখন সংসারে যেমন বরকত তথা উন্নতি ও শান্তি হয়, অপরদিকে মানসিক ও অন্তরাত্মারও পরিশুদ্ধি ঘটে। সুখী পরিবারে স্বামী স্ত্রী সৎভাবে জীবন যাপন করে থাকে। ফলে তাদের এই সততার কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক শুধু দুনিয়াতেই শেষ করে দেওয়া হয় না; বরং

Dhaka University Institutional Repository

আখেরাতে বেহেশতেও স্বামী-স্ত্রীরূপে পরমসুখে বসবাস করার সৌভাগ্য দান করবেন আল্লাহ। আল্লাহ বলেন, "তাদের স্ত্রীগণকে আমি বিশেষভাবে সম্পূর্ণরূপে নুতন করে সৃষ্টি করব এবং তাদিগকে চিরকুমারী বানিয়ে দেব। তারা হবে স্বামীদের প্রতি সহাগিনী, আসক্ত ও বয়সে তাদের সমান, ডান পার্শ্বস্থ অর্থাৎ সৎলোকদের জন্য।"[৩৭] সুখী দাম্পত্য পরিবারে থাকে না ঝগড়া-ফ্যাসাদ, হানাহানি, শৃঙ্খলাহীন ব্যবস্থা, শয়তানী কর্মকান্ড; তবে থাকে পরস্পরে সমঝোতা,পরামর্শ ভিত্তিক পরিচালনার মানসিকতা। ফলে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান সন্ততিসহ অন্যান্য আকর্ষণীয় প্রয়োজনীয় সামানা নিয়ে মধুর ও শান্তির পরিবেশ বজায় থাকে। পবিত্র কুর'আনে স্বামীদের জন্য স্ত্রী,সন্তান ও স্বর্ণ-রৌপ্য এবং বাহনকে লোভনীয় বিষয় (ইহকালীন কল্যাণ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "নারী,সন্তান,স্বর্ণ ও রৌপ্যের ভান্ডার এবং পছন্দসহ ঘোড়া ও চতুষ্পদ জন্তু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের জন্য লোভনীয় করা হয়েছে।"[৩৮] তবে সুখী পরিবার ও ইহকালীন এবং পরকালীন কল্যাণ তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সুচারুভাবে পালনের মধ্যে নিহিত। যেমন আল্লাহ স্বামীদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, "স্ত্রীদের উপর যেমন স্বামীদের অধিকার রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে অধিকার রয়েছে স্বামীদের উপরও।"[৩৯]

তিনি আরও বলেন, "তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। যদি তাদের ঘৃণা কর; তাহলে তোমরা এমন একটি জিনিসকে ঘৃণা করলে, যার মধ্যে আল্লাহর প্রভূত কল্যাণ রয়েছে।"[৪০] এদিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদাহ করার নির্দেশ দিলে স্ত্রীকে স্বামীর উদ্দেশ্যে সিজদাহ করার নির্দেশ দিতাম।"[৪১] আল্লাহ পাক সতী নারীদের মূল্যায়ন করেছেন। তিনি অন্যত্র বলেছেন, "সৎকর্মশীল রমণীরা স্বামীদের অনুগত হয়। (স্বামীদের অবর্তমানে) আল্লাহ যা হিফাযত করতে বলেছেন, তা তারা হিফাযত করে।"[৪২] সুখী দাম্পত্য জীবনের শর্ত হলো, উভয় দ্বীনদারী হওয়া। "আর যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বীনদারী থাকবে, তখন তারা নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি সচেতন থাকবে,যার ফলে বিবাহের কল্যাণ ও বরকত আল্লাহর অনুগ্রহে স্থায়ীরূপ লাভ করে। ফলে গোটা দাম্পত্য জীবন সুখ-শান্তি, সাচ্ছন্দ, সম্মৃদ্ধি ও কল্যাণে ভরপুর হয়ে উঠবে।"[৪৩] সতী সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর জন্য ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের কল্যাণও বটে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সৎ নারী জগতের সবচেয়ে উত্তম সম্পদ।"[৪৪] তিনি আরও বলেছেন, "সৎ নারীর চেয়ে উত্তম কোন সম্পদ হতে পারে না।"[৪৫] হাদীসে আরও বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কোন মহিলা যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমজানের রোযা রাখে এবং নিজের সতীত্ব রক্ষা করে চলে ও স্বামীর আনুগত্য করে তবে সে জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।"[৪৬] পক্ষান্তরে তিনি অন্যত্র বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।"[৪৭] সুখী পরিবারে স্বামী স্ত্রীর সাথে সদাচারণ করে স্ত্রী তার আনুগত্য করে সন্তানাদিও

৩৭.আল-কুর'আন, ৫৬ঃ ৩৫-৩৮,إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً عُرُباً أَتْرَاباً لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ

৩৮.আল-কুর'আন,৩ঃ ১৪, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

৩৯.আল-কুর'আন,২ঃ ২২৮, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ

৪০.আল-কুর'আন,৪ঃ ১৯, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً

৪১.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল,*আল-মুসনাদ*,কায়রোঃ মাতবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি. খ.৬,পৃ.৭৬

৪২.আল-কুর'আন,৪ঃ ৩৪, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ

৪৩.আমিনুল ইসলাম মা'রুফ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, মানব জীবনে বিবাহের উপকারিতা ও কল্যাণ: একটি সমীক্ষা, জানুয়ারী-মার্চ ,২০০৭ খ্রি.,পৃ.১০৮

৪৪.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, দিল্লীঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি.কিতাবুল আরদিদা,বাব-খায়রু মাতা'উদ দুনিয়া,আল মারআতুস সালিহা (কায়রোঃ ১৯৫৬খ্রি.)

৪৫.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাযা*, দেওবন্দঃ আল মাকতাবাতুর রহিমীয়া,১৯৬৫ খ্রি, কিতাবুন নিকাহ, বাব-৪,

৪৬সম্পাদনা পরিষদ,*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*,ঢাকাঃইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,২০০০ খ্রি.অধ্যায়-পারিবারিক জীবন, পৃ.৪০৭

৪৭ সম্পাদনা পরিষদ,*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৭

তাদের বাধ্যগত থাকে। ফলে দুনিয়ার শান্তি ঐ পরিবারে বিরাজ করে। স্বামীর উচিত যে, তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা। হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সে লোক উত্তম যে স্ত্রীর নিকট উত্তম এবং পরিবারবর্গের সাথে স্নেহাশীল আচরণ করে।"[৪৮] সুতারাং ইসলামের দৃষ্টিতে সুখী দাম্পত্য

জীবন সেটিই যেখানে থাকবে না গোলমাল,স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক অসমঝোতা,সত্যের অমিল একে অপরের অধিকার ক্ষুন্নকরণ, পাপকাজে নির্লিপ্ততা, অকৃতজ্ঞতা, লোভ-লালসা, প্রতারণা, যুলুম- নির্যাতন, যৌতুক দাবি, কৃপণতা, হারাম উপার্জন ইত্যাদি। পক্ষান্তরে থাকবে অল্পে তুষ্টি, কৃতজ্ঞতাবোধ, জবাবদিহিতা, প্রেম-ভালবাসা, পারস্পরিক মর্যাদাবোধ, মানবিক মূল্যবোধ, আল্লাহ ও রাসূলকে খুশি করার প্রবণতা, দায়িত্বের প্রতি যত্নবান, সহমর্মিতা, ক্ষমার প্রতিযোগিতা,সদা প্রফুল্লতা, হালাল উপার্জন ইত্যাদি। "স্বামীকে তাহার সাধ্যনুসারে স্ত্রীর খোরপোষ প্রদান এবং তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীকেও স্বামীর নিকট বশীভূত, বিনীত ও কৃতজ্ঞ থাকিতে বলা হইয়াছে। অন্যথায় দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হইতে বাধ্য। অকৃতজ্ঞ স্ত্রীর পরকাল সুখের হয় না।"[৪৯] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা এমন স্ত্রীলোকের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না (পরকালে) যে তার স্বামীর কাজের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না।"[৫০]

স্বামী-স্ত্রী চরিত্রবান হলে সন্তানাদিও সৎচরিত্রবান হতে বাধ্য। চরিত্র সুন্দর হয় তাদের যারা আল্লাহকে ভয় করে। যারা ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলে। এদের জন্যই ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ ও শান্তি। আল্লাহ তা'আলা সন্তানাদির মধ্যেও অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের দুর্বল শ্রেণির জন্যই আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদের রিযিক দেওয়া হয়। এতে জানা গেল যে, পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণকারী পিতা-মাতা যা কিছু পায় তা দুর্বলচিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের অসীলাতেই পায়।"[৫১] আল্লাহভীতির ব্যাপারে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, "মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধুরূপে বিবেচিত,তাদের জন্য কোনই ভয়-ভীতি বা দুঃখ-যন্ত্রণা নেই। আল্লাহর বন্ধু হলেন তারা, যারা বিশ্বাস করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে। তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ ইহকালে এবং পরকালেও।"[৫২] আল্লাহ আরও বলেন, "আর যে ব্যক্তি নিজের প্রভুর সামনে দাড়ানোর ভয় পোষণ করে এবং কু-প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।"[৫৩]

তিরমিযি শরীফের এক হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো কোন কাজের দরুন অধিক লোক জান্নাতে যাবে? তিনি বলেন, আল্লাহর ভয় ও সৎচরিত্র। সুতরাং ইসলাম দাম্পত্য জীবনকে যাবতীয় কুসংস্কার,গোঁড়ামি, অসত্য,অন্যায়, বাতিল পথ এবং অসচ্ছ-অসুন্দর ও অন্ধকারময় পথ থেকে বাঁচিয়ে আলোকিত সৎ সুন্দর জীবনের দিকে আসে। যার মাধ্যমে স্বামী স্ত্রী বা পরিবারের সকল সদস্য ইহলৌকিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্মল শান্তির পরিবেশে কাটাতে পারে। আর আখিরাতের সমস্ত জীবনের সুখ-শান্তি, মুক্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারে। এর বিপরীত দিকে চলতে গেলেই জীবনে নেমে আসবে ব্যর্থতা ও গ্লানি এবং পারলৌকিক অশান্তি ও দুঃখময় জীবন। "কুর'আন শরীফের সুরা রূম এ উল্লেখিত আয়াতে (২১) এবং অন্যান্য আয়াত হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে জানিতে ও বুঝিতে পারা যে,আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতিকে নর ও নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নারীকে পুরুষের স্ত্রীরূপে, মাতৃরূপে, কন্যা ও তন্নিরূপে স্থান দিয়া নারী জাতিকে অনেক সম্মান ও মর্যাদা দিয়াছেন। তিনিই পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, স্নেহ-মায়া-মমতা ইত্যাদি দান করিয়াছেন এবং একেরউপর অন্যের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,যাহাতে মানব জাতি আল্লাহ তা'আলার নি'আমত

৪৮.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৯

৪৯.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৭

৫০.আবু আব্দির রাহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আননাসায়ী, *সুনানুননাসায়ী*, কায়রোঃ মাকতাবা সালাফিয়া, ১৯৮২খ্রি. ও মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*,প্রাগুক্ত,পৃ.২০০

৫১.আমিনুল ইসলাম মা'রুফ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*,মানব জীবনে বিবাহের উপকারিতা ও কল্যাণ: একটি সমীক্ষা, জানুয়ারী-মার্চ,২০০৭ খ্রি.পৃ.১০৪

৫২.আল-কুর'আন,১০ঃ ৬২-৬৪, أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

৫৩.আল-কুর'আন,৭৯ঃ ৪০-৪১, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

সমূহের শুকরিয়া আদায় করত: তাহার প্রদত্ত সুশৃঙ্খখল নিয়ম-কানুন,যথা পরস্পরের হক সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে পালন করিয়া দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত সুখ-শান্তি কল্যাণ লাভ করিতে পারে।"[৫৪] বাংলাদেশে বহু পরিবার দাম্পত্য জীবনে সুখ শান্তির জন্য স্বামীর পাশাপাশি বিভিন্নভাবে আয়-উপার্জন করে থাকে। এটি কল্যাণের দিকেই ঈঙ্গিত করে।

"মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পরিবারের সবার সাথে মিলেমিশে ঘরের কাজকর্ম করতেন। তাছাড়া কোন কোন পরিবারে স্বামীর পাশাপাশি স্ত্রীর উপার্জন করে পরিবারের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখছে। এর ফলে স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের মধুময় পরিবেশ গড়ে উঠে।"[৫৫]

পরস্পরে দায়িত্ব পালনে উৎসাহী

সুখী দাম্পত্য জীবনে আরও একটি বৈশিষ্ট্য বা কল্যাণকর দিক হলো স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে দায়িত্ব পালনে উৎসাহী হয়। পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানে প্রধান ব্যক্তি-চরিত্র স্বামী আর দ্বিতীয় ব্যক্তি-চরিত্র স্ত্রী। দু'ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব এবং বিভিন্ন দল,গোত্র,গোষ্ঠী, জাতি এবং মানুষের আন্তর্জাতিক অঙ্গন। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই এসব ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর সংগঠন। ব্যক্তি ছাড়া পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের উন্নতি কল্পনা করা যায় না। তাই ইসলামী জীবন দর্শনে ও জীবন ব্যবস্থায় ব্যক্তি-মানুষের গুরুত্ব সর্বাধিক। কেননা, ব্যক্তি তথা মানুষের চিন্তা, চেতনা, আদর্শ, আকিদা-বিশ্বাস,মানবীয় মূল্যবোধ,নৈতিক-শৃঙ্খলা, আচার-আচরণ,কার্যক্রম, তৎপরতা, স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক, অপর মানুষ ও সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক প্রভৃতি এবং পরিবারের শৃঙ্খলা ও সমাজ সভ্যতায় ব্যক্তি-মানুষের দায়-দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে পরিবারের শৃঙ্খলাবোধ, সমাজ-সভ্যতা, রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংগঠন এবং যাবতীয় নীতি-দর্শন, জীবন বিধান। কাজেই ব্যক্তি-মানুষের জীবনকে কাঙ্খিতরূপে গড়ে তুলতে চায় ইসলাম। মানুষের ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সমষ্টিগত জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগের জন্য ইসলামের শিক্ষা ও দিক নির্দেশনা অত্যন্ত সমুজ্জ্বল। দাম্পত্য জীবনে স্বামী যখন তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয় তখন স্ত্রীও তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে উৎসাহী না হয়ে পারে না। একজন স্বামী যখন মনে করবে বিয়ের সময়ে স্ত্রীকে মোহর দেওয়া তার উপর ফরয। যেমন আল্লাহর বাণী- "আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর স্বত:প্রবৃত হয়ে প্রদান করবে।"[৫৬] অর্থাৎ স্বামী দেন মোহরের বিনিময়ে একজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে চুক্তিবদ্ধ করে। এটি স্ত্রীর অধিকার। এটি স্বামী কোনরূপ ছল-চাতুরী, গড়িমষি করবে না; স্বতষ্ফুর্তভাবে পুরো মোহরই স্ত্রীকে দিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে এই মোহর স্ত্রীর একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে। এটি স্বামীর দান নয়; স্ত্রীর অধিকার। তবে স্ত্রী খুশি হয়ে স্বেচ্ছায় যদি কিছু বা সমুদয় মোহর ছেড়ে দেয় কিংবা মা'ফ করে দেয়, তবে ভিন্ন কথা। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, "আর তোমরা নারীকে তাদের মহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও। পরে তারা যদি খুশিমনে এর কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তাহলে তা তোমরা সানন্দে ভোগ করতে পার।"[৫৭] এভাবে স্বামী স্ত্রী পরস্পরে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে উৎসাহী হয়। "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাজে কর্মে ও নিরবিচ্ছন্ন 'ইবাদতের কারণে দেহ-মনে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন তখন তিনি হযরত আয়িশাা (রা.) এর নিকট গিয়ে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও কথোপকথনের মাধ্যমে নিজের দেহ-মনের অবসাদ দূর করে নিতেন যেন একাগ্রতার সাথে তিনি তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন।"[৫৮] ইসলামে প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল। ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে,দাম্পত্য জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং আন্তর্জাতিক জীবনে অর্থাৎ প্রতিটি স্তরেই মানুষের অংশগ্রহণ রয়েছে। সে পুরুষ হোক অথবা নারী হোক,তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহর সামনে কিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।"[৫৯]

৫৪.মুহাম্মদ আবুল বাশার, *মুসলিম পারিবারিক আইন কানূন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৭ খ্রি.,পৃ.৫৭

৫৫.মাওলানা বোরহানুদ্দীন সাম্ভলী,*পারিবারিক সংকট নিরসণে ইসলাম*, অনুবাদঃ (অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ,) ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩ খ্রি.পৃ ৩২-৩৩

৫৬.আল-কুর'আন, ৪ঃ ৪ وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

৫৭.আল-কুর'আন,৪ঃ ৪, وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً

৫৮.ইমাম গাযযালী (র.),*কিমিয়ে সা'আদাত*, অনুবাদ-মাওঃ নুরুর রহমান, ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০১ খ্রি., খ.২, পৃ. ১৯

৫৯.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, দিল্লীঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. কিতাবুল ইমারাত, হাদীস নং৪৪... أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ

ইসলামে সার্বিকভাবে দায়িত্ব পালনকারীদের আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি আর দায়িত্বহীনতার কারণে অসন্তুষ্টি ও শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার এ ঘরে বসেই নিম্নোক্ত দু'আ করেছিলেন; হে আল্লাহ! যাকে আমার উম্মতের কাজের

তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়, অত:পর সে তাদের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করে তবে তুমিও তার প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন কর। পক্ষান্তরে কাউকে আমার উম্মতের কোন কাজের তত্ত্বাবধায়ক বানাবার পর যদি সে তাদের প্রতি পরম কোমল আচরণ করে তাহলে তুমিও তার প্রতি কোমল আচরণ কর।"[৬০] তিনি আরও বলেছেন, "আল্লাহ যখন কাউকে তাঁর দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং যদি এর বিপরীত পান, তাহলে তাঁকে উপুড় করে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।"[৬১]

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে অনেক জিনিসই আমানত স্বরূপ। যেমন পারস্পরিক গোপনীয় বিষয় রক্ষা করা, পরস্পরের ইজ্জত রক্ষা করা, উভয়ের সম্পদ রক্ষা করা, সন্তানের লালন-পালন করা, বিশেষ কোন চুক্তি থাকলে তা রক্ষা করা সবই আমানত। আর এর ব্যত্যয় ঘটলে তা হবে খিয়ানত। ইসলামে আমানত রক্ষার জন্য বিশেষ তাকিদ এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমাদের কাছে আমানত রাখা হয় তখন তোমরা তা আদায় কর।"[৬২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে সালাত ও আমানত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।"[৬৩] অন্য হাদীসে তিনি (স.) বলেছেন, যে তোমার কাছে আমানত রেখেছে; তাকেই তুমি আমানত ফিরিয়ে দাও।"[৬৪] আমানত রক্ষা করা ঈমানের পরিচয়। আমানত রক্ষার উপর ঈমানের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যার আমানত নেই, তার ঈমান নেই। যার মাঝে ওয়াদা নেই তার দীন নেই।"[৬৫] আল্লাহ পাক বলেছেন, "অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।"[৬৬]

আল্লাহ আমানত রক্ষার পাশাপাশি খিয়ানত না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। খিয়ানতকারীর প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্টি, ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। "যারা নিজেদের সাথে খিয়ানত করে তাদের পক্ষে বাদ-বিসম্বাদ করো না, নিশ্চই আল্লাহ খিয়ানতকারী পাপীকে পছন্দ করেন না।"[৬৭] "খিয়ানতকারী যেমনি আল্লাহর কাছে নিন্দিত, তেমনি যে ব্যক্তিদের সাথে খিয়ানত করা হয় তাদের কাছেও নিন্দিত; এমনকি যারা এ খিয়ানতের কথা শুনতে পায় তাদের কাছেও সে নিন্দিত ও ঘৃণিত।"[৬৮] খিয়ানত হলো মুসলিম বিশ্বাসের উপর চরম আঘাত। কোন মুসলমান স্বামী-স্ত্রী তার আমানতের খিয়ানত করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তাদেরকে খিয়ানত না করতে এবং আগামী কালের জন্য গুদামজাত না করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"[৬৯] মুসলিম পরিবারে দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী দ্বীনদারী, দায়িত্ববান কর্মী; আমানতদার হয়। দায়িত্ব পালন করলে আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি-পুরুস্কার লাভ করা যায় আর দায়িত্বে অবহেলা করলে শাস্তি ও মন্দ পরিণাম ভোগ করতে হবে। আবার আমানত রক্ষা করলেও পুরুস্কার, না করলে-খিয়ানত করলে আল্লাহ ও রাসূলের ঘৃণার পাত্র হতে হয়। সুতরাং একজন ঈমানদার স্ত্রী-স্বামী ঈমানের অস্তিত্বের জন্য আল্লাহ-রাসূলের ভালবাসা, দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি পাওয়ার জন্যই পারিবারিক কাজকর্ম-দায়িত্ব পালনে উৎসাহী হতে বাধ্য। যখন স্বামী-স্ত্রী তাদের উপর সকল স্তরে অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্রতী-উৎসাহিত হয় আর তখনই সংসারে আসে সুখ, সম্বৃদ্ধি, কল্যাণ ও আনন্দ যা প্রতিটি সুখী পরিবারের জন্য কাম্য।

প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি

৬০.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, দিল্লী ঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. হাদীস নং-১৯

৬১.ইমাম মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া আন-নববী, *রিয়াদুস সালেহীন*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, অক্টোবর-১৯৮৭ খ্রি.খ.১,পৃ.২, হাদীস নং ২৮৩

৬২.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.২৭০,খ.৫,পৃ.৩২৩

৬৩.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী,*সহীহ আল-বুখারী*, রিয়াদঃ ২০০০ খ্রি. কিতাবুশ শাহাদাত,বাব-২৮

৬৪.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *সুনান*, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি. কিতাবুল বুয়ু, বাব নং-৩৮

৬৫.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৩,পৃ.১৩৫

৬৬.আল-কুর'আন,২৩ঃ ১,৮, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

৬৭.আল-কুরআ'আন, ৪ঃ ১০৭, وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا

৬৮.ড.মোঃ শামছুল আলম, *পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ*-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ২০০৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৬৯.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *সুনান*, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি. কিতাবুত তাফসিরি সূরা, বাব নং-৫

দাম্পত্য জীবন সুখী হলে এর প্রভাব শুধু পরিবারের মধ্যেই সীমিত থাকে না; বরং পরিবারের সকল সদস্য ও প্রতিবেশীদের মধ্যে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সময়ে স্বামী-স্ত্রী শরী'আত বিরোধী কাজের সাথে জড়িয়ে থাকলেও ধন-সম্পত্তির অঢেলতার কারণে দাম্পত্য জীবন খুব সুখের মনে হয়। কিন্তু এ সুখ ও আনন্দ হয় ক্ষণস্থায়ী।

কিছুদিন পরে কোন না কোনভাবে এর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। যার উদাহরণ বাংলাদেশে ভুরি ভুরি। এমন কোন পরিবার নেই যেখানে সমস্যা নেই। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে সে সমস্ত পরিবার সুখী যারা ইসলামের সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে চলে, তাতে সুখ ও আনন্দঘন পরিবেশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে ধরা যাক, দাম্পত্য জীবনের শুরুতে অর্থাৎ বিয়ের পর পরই ওলিমা বা বৌভাতের অনুষ্ঠান করা হয় এবং সে অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত করার বিধান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "প্রতিবেশীকে দান না করলে ধনী ব্যক্তির দান বৈধ হবে না।"[৭০]

এটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত। এই অনুষ্ঠান বরপক্ষ থেকে করতে হয়। মেয়ের পক্ষ থেকে সুন্নাত নয়; বরং মুস্তাহাব। সেই প্রতিবেশী ধনী হোক অথবা গরীব হোক সকলকেই সাধ্যমত দাওয়াত করতে হবে। তবে বৌভাতের আয়োজন সমকালীন খানা হওয়াই ভাল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের বিয়েতে তার কন্যাদের বিয়েতে এবং অন্যান্য সাহাবীদের বিয়েতে বৌভাতের ব্যবস্থা করেছেন এবং অন্যান্যদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। "রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যয়নব বিনতে জাহাস (রা.) কে বিয়ে করলেন, তখন তিনি রুটি ও গোশ্ত খাইয়ে লোকদের পরিতৃপ্ত করেছিলেন।"[৭১] "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যয়নব বিনতে জাহাস (রা.) এর বিবাহে সর্বোৎকৃষ্ট ওলীমা ভোজের আয়োজন করেন বলে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন।"[৭২] আল-মুসনাদ গ্রন্থে এসেছে যে, হযরত আলী যখন ফতিমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, এ বিয়েতে অবশ্যই ওলীমা করতে হবে।"[৭৩] রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত আব্দুর রহমান বিন আওতাদকে ওলীমার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "একটি বকরীর বাচ্চা হলেও ওলীমা কর।"[৭৪] এ নির্দেশের ভিত্তিতে কেউ কেউ ওলীমা করা ওয়াজিব বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে আশে পাশের সকলকেই দাওয়াত করা হত। এতে সকলেই উপস্থিত হতেন এবং পরস্পরের মধ্যে একটি ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি হত ও দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার জন্য দু'আ করতেন। ওলীমা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্যও নির্দেশ এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি বিয়ের বৌভাতে দাওয়াত করে, তবে সে যেন দাওয়াত কবুল করে ও উপস্থিত হয়।"[৭৫] অপর হাদীসে এসেছে, "তোমাদের কেউ ওলীমার দাওয়াতে নিমন্ত্রিত হলে সে যেন অবশ্যই তাতে যায়।"[৭৬]

ইসলামে ওলমিায় সকলকে দাওয়াত করার কথা বলা হলেও বর্তমানে মুসলিম সমাজে একটি মন্দ কালচার চলছে আর সেটি হ'ল গরীবদের বাদ দিয়ে শুধু ধনী প্রতিবেশীদের দাওয়াত করা হয়। উদ্দেশ্য ভাল ভাল উপহার পাওয়া যাবে। ইদানিং আবার রাজনৈতিক বিবেচনায়ও এসব করা হয়। এতে যেমন ওলীমার সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয় তেমনি প্রতিবেশীকে হক থেকে বঞ্চিত করা হয়। এ ধরনের ওলীমাকে হাদীসে নিকৃষ্ট খানা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "সেই ওলীমার খানা সবচেয়ে নিকৃষ্টতম,যেখানে কেবল ধনী লোকদেরই দাওয়াত করা হবে, আর গরীব লোকদের বাদ দেওয়া হবে।"[৭৭] ইসলামের দৃষ্টিতে এই ওলিমা-বৌভাত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ ঘটে। তবে শরী'আত বিরোধী ওলীমার অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হওয়াই ভাল। "যে বিবাহে নাচ,গান, বাদ্য-বাজনা ইত্যাদি শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপ হয়, সেই বিবাহে

৭০.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৩,পৃ.৪০
৭১.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ওপারিবারিক জীবন*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকাঃ জুন ২০০০ খ্রি.পৃ.১৬৩
৭২.আব্দুল খালেক,*নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৫
৭৩.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ওপারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৬৪
৭৪.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৬
৭৫.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ওপারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৬৩
৭৬.মওলানা মুহাম্মাদ া আব্দুর রহীম, *পরিবার ওপারিবারিক জীবন*,প্রাগুক্ত,পৃ.১৬৩
৭৭.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ওপারিবারিক জীবন*,প্রাগুক্ত,পৃ.১৬৬

যিয়াফত (দাওয়াত) কবুল করা ও খানা খাওয়া মাকরূহ।"[৭৮] প্রতিবেশীদের হক সম্পর্কে হাদীসে আরও এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যে তৃপ্ত সহকারে খায় আর তার প্রতিবেশী তার পাশেই ক্ষুধার্থ।"[৭৯] অন্য হাদীসে এসেছে, "কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে বাদ দিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারে না।"[৮০]

Dhaka University Institutional Repository

বলা হয়ে থাকে প্রতিবেশী লোকদের মধ্যে অতি আপনজন। সবচেয়ে আগে সাহায্য করলে প্রতিবেশীরাই করে থাকে আবার ক্ষতি করলেও প্রতিবেশীরাই করে থাকে। সুতরাং সমাজ ও দাম্পত্য জীবনে সুখের জন্য প্রতিবেশীকে সাহায্য করা, ভাল সম্পর্ক তৈরী করা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এ ব্যাপারে পবিত্র আল-কুর'আনে প্রতিবেশীদের সাথে ভাল আচরণ করার তাকিদ এসেছে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা নিকট প্রতিবেশী, অপরিচিত প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী এবং পথচারীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর।"[৮১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "জিব্রাইল (আ.) সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য তাকিদ করতেন। এতে আমার ধারণা হত,হয়ত প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেওয়া হবে।"[৮২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, "এক ব্যক্তি জিজ্ঞসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ভাল করিয়াছি না মন্দ করিয়াছি; ইহা কিরূপে জানিব? তিনি বলেন- যখন তোমার প্রতিবেশীকে বলিতে শুনিবে, তুমি ভাল করিয়াছ, তবে তুমি প্রকৃতই ভাল করিয়াছ। আর যখন প্রতিবেশীরা বলিবে, তুমি মন্দ করিয়াছ, তবে সত্যই মন্দ করিয়াছ।"[৮৩]

সুখী দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মন-মেজাজ সহজ-সরল এবং প্রফুল্ল থাকে। তাই প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যে সচেষ্ট থাকা উচিত। যেমন ঋন চাইলে ঋন দেওয়া, বিপদে পড়লে সাহায্য করা, রান্না করা খাবার উপহার দেয়া, রোগ হলে দেখা করা, সেবা করা, কারো মৃত্যু হলে সমবেদনা জানানো, জানাযায় অংশগ্রহ করা ইত্যাদি। বিপদাপদে প্রতিবেশীকে যথাসাধ্য সহায়তা করা, এতে অক্ষম হলে সুন্দর ও বাস্তব পরামর্শ দিয়ে মন হালকা করা। অভাবগ্রস্ত হলে ধার দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "প্রতিবেশীর অধিকার কি? তাহা এই যে, সে সাহায্য চাহিলে তাহাকে সাহায্য করিবে। কর্জ চাহিলে কর্জ দিবে। অভাবগ্রস্ত হইলে সহানুভূতি দেখাইবে।"[৮৪] তিনি আরও বলেন, "তুমি তোমার প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর; তাহলে তুমি মুমিন হতে পারবে।"[৮৫] প্রতিবেশী রোগে আক্রান্ত হলে সেবা শুশ্রূষার ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "এক মুসলমান যখন অপর রুগ্ন মুসলমান ভাইয়ের সেবা করিতে থাকে তখন বাড়িতে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সে যেন বেহেস্তের বাগান হইতে ফল আহরণ করিতে থাকে।"[৮৬] "যে রোগী দেখতে যায় সে মূলত জান্নাতের শিশুদের সাথে থাকে।"[৮৭] "যে ব্যক্তি রোগী সেবা করল সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের শিশুদের সাথে অবস্থান করল।"[৮৮] তিনি আরও বলেছেন, "রোগীর শুশ্রূষা পূর্ণতা পায় তখনই, যখন তোমাদের কেউ রোগীর কপালে হাত রাখো।"[৮৯] জানাযায় শরীকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "পাড়া-প্রতিবেশীর কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার বাড়িতে যাওয়া আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপণ করা এবং পরিশেষে মৃতের জানাযা ও কাফন-দাফনের বন্দোবস্ত করা (কর্তব্য)।"[৯০]

৭৮.মুহাম্মদ আবুল বাশার, *মুসলিম পারেবারিক আইন কানুন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ জুন, ১৯৯৭, পৃ.৭৬
৭৯.ড.মোঃ শামছুল আলম, *পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ*-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ২০০৭ খ্রি, প্রাগুক্ত,পৃ. ৮৩
৮০.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.১, হাদীস নং-৩০৪ পৃ.২৩০
৮১.আল-কুর'আন,৪ঃ ৩৬, وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً
৮২.ইমাম মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া আননববী,*রিয়াদুস সালেহীন*,বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকাঃ অক্টোবর-১৯৮৭ খ্রি.খ.১,পৃ.২২৯
৮৩. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত,পৃ.২৭৪
৮৪. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৪
৮৫.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *সুনান*, রিয়াদঃ দারুসসালাম, ২০০০ খ্রি, কিতাবুল যুহদ, বাব নং-২
৮৬.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৫
৮৭.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.১,পৃ.১৩৮
৮৮.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, দিল্লীঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া,১৩৭৬ হি.কিতাবুল বিরর,(কায়রোঃ ১৯৫৬খ্রি.) হাদীস ন ং৪১-৪২
৮৯.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৪,পৃ.১৩১-১৩২
৯০.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৫

রান্না করা খাবারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হে মুসলিমগণ! তোমরা প্রতিবেশীর বাড়িতে সামান্য জিনিস উপহার স্বরূপ পাঠানোকে তুচ্ছ ও অবহেলার বস্তু মনে করিও না, এমনকি ইহা ছাগলের পায়ের সামান্য অংশই হউক না কেন।"[৯১] তিনি আবু যারকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "যখন তুমি তরকারি রান্না করিবে, তখন

ইহাতে কিছু অতিরিক্ত পানি দিবে, যাহাতে তুমি প্রতিবেশীর খবর নিতে পার।"[৯২] তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, "তোমরা পরস্পর উপহার বিনিময় কর, তবেই তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিবে।" [৯৩] এ ব্যাপারে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়িশা (রা.) কে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন ঃ হে আয়িশা! তোমার নিকট যখন তোমার কোন প্রতিবেশী ছেলেমেয়ে আসে তখন তাহাদের হাতে কিছু না কিছু দিবে; তবে ভালবাসার সৃষ্টি হইবে।"[৯৪] প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে আহার করে এবং তাহারই পার্শ্বে তাহার প্রতিবেশী ক্ষুধার্থ থাকে; তবে সে ঈমানদার নহে।"[৯৫]

প্রতিবেশীর অনিষ্ট করা থেকে দূরে থাকার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করল হে আল্লাহর রাসূল! কে সে হতভাগা? তিনি বলেন, যার অনিষ্ট হতে পাড়া প্রতিবেশী নিরাপদ থাকতে পারে না।"[৯৬] তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুমিনের অনিষ্ট করে বা কাহারও সহিত ধোঁকাবাজি করে সে অভিশপ্ত।"[৯৭] তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "যে ব্যক্তি কাহার ক্ষতি সাধন করে, আল্লাহ তাহার ক্ষতি করিবেন। আর যে ব্যক্তি কাহাকেও কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাহাকে কষ্ট দিবেন।"[৯৮] প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া না করার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর মনে কষ্ট দেয় সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়। যে প্রতিবেশীর সহিত ঝগড়া করে; সে আমার সহিত ঝগড়া করে, যে আমার আমার সহিত ঝগড়া করে সে আল্লাহর সহিত ঝগড়া করে।"[৯৯]

এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, "তুমি কৌশলে ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে তোমার প্রভুর পথে ডাক। আর তাদের সাথে তর্ক কর উত্তম পন্থায়।"[১০০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "হিদায়েতের পর বিতর্কই শুধু কোন জাতির সর্বনাশ ডেকে আনে।"[১০১] তিনি (স.) আরও বলেন, "ঝগড়াকারী ছাড়া আল্লাহ সকলকে মাফ করে দিবেন।"[১০২] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "প্রচন্ড ঝগড়াটে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত।"[১০৩] "তোমরা কলহকারীদের সাথে বসো না।"[১০৪] "আল্লাহ মুশরিক ও ঝগড়াকারীদের ছাড়া সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দিবেন।"[১০৫] সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে সুখী দাম্পত্য জীবনে উল্লেখিত কর্তব্যগুলো স্বামী-স্ত্রী করে থাকে। ফলে ঐ পরিবারের সাথে প্রতিবেশীদের সুসম্পর্ক তৈরী হয় এবং তারা ঐ সব মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে। অতএব দাম্পত্য জীবনে বিরাজ করে অনাবিল সুখ-শান্তি ও আল্লাহর রহমত আর রাসূলের সন্তুষ্টি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সৎ প্রতিবেশী পাওয়া কোন ব্যক্তির সৌভাগ্যের অংশ।"[১০৬] তিনি আরও বলেছেন, "যে ব্যক্তি

৯১.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৬
৯২.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমা* প্রাগুক্ত,*জ*, পৃ.২৭৭
৯৩.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৭
৯৪.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৭
৯৫.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৮
৯৬.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪১-৪২
৯৭.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৮
৯৮.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৮
৯৯.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৮
১০০.আল-কুর'আন,১৬ঃ ১২৫, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
১০১.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী,*আসসুনান লিবন মাযা*, দেওবন্দঃ আল মাকতাবাতুর রহমীয়া, ১৯৬৫ খ্রি, মুকাদ্দামা, বাব-৭,
১০২.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.২৬৮
১০৩. ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং-৫
১০৪.ইমাম দারেমী, *সুনান*, কানপুরীঃ ১২৯৩ হি. দারু ইহইয়ায়িস সুন্নাতিন্নাবাবিয়্যা, (বৈরুতঃ ১৮৭৬ খ্রি.) মুকাদ্দামা, বাব.২৩
১০৫.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান*, প্রাগুক্ত, মুকাদ্দামা, বাব.১৯১
১০৬. ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৩,পৃ.৪০৭

তার সঙ্গীর কাছে ভাল সে আল্লাহর কাছেও ভাল এবং উত্তম।"[১০৭] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর কাছে উত্তম সে আল্লাহর কাছেও উত্তম।"[১০৮] এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত করবে ও কোন কিছুর শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়তিম, অভাবী

নিকট প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভূক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"[১০৯] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমার প্রতিবেশী বলবে তুমি ভাল করেছ; তাহলে তুমি ভাল করেছ।"[১১০] "তুমি পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে ভালব্যবহার করবে, তাহলে তুমি ভাল মুমিন হতে পারবে।"[১১১] "যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে সে যেন তার প্রতিবেশীকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে।"[১১২] "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"[১১৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, "হে নারীরা! তোমাদের কোন প্রতিবেশী অপর কোন প্রতিবেশীকে যেন তিরস্কার না করে।"[১১৪]

ভাল মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ

দাম্পত্য জীবনের আরও একটি কল্যাণকর দিক হলো,স্বামী-স্ত্রী উভয়ই পরিবারের কাছে ও সমাজের কাছে একজন ভাল মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে ভাল তারাই, যারা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে এবং তাঁরই হুকুম ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখানো পথ অনুসরণ করে। দাম্পত্য জীবনে যে স্বামী তাঁর স্ত্রীর হক ও সন্তান,পিতা-মাতার হক আদায় করে এবং যে স্ত্রী তার স্বামীর অধিকার আদায় করে সন্তান লালন পালনে সচেষ্ট, আল্লাহর 'ইবাদতে গাফেল হয় না তারাই ভাল মানুষ। ভাল মানুষ হতে গেলে যে ধরনের পরিবেশ দরকার সে সমস্ত পরিবেশ দাম্পত্য জীবনে না থাকলে ভাল মানুষ হওয়া যায় না। ভাল মানুষ হতে গেলে যে সমস্ত গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, তার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হ'ল।

নিয়মিত সালাত আদায় করা

মুসলিম নর-নারীর জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত-নামায আদায় করা ফরয। আল্লাহ বলেন, 'অত:পর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অত:পর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও,তখন নামায ঠিক করে পড়ে নাও। নিশ্চয় নামায মুমিনের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরয।"[১১৫] তিনি আরও বলেন, "নিশ্চয়ই সালাত সকল অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।"[১১৬] সালাত ত্যাগকারী বড় বড় কাফিরদের সাথে জাহান্নামে থাকবে। আল্লাহ বলেন, তাঁর দিকে রুজু হও। তাঁকে ভয় কর, সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং মুশরিকদের অর্ন্তভূক্ত হয়ো না।"[১১৭] "সকল নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের।"[১১৮] বে-নামাযিরা কিয়ামতের দিন অপরাধ স্বীকার করবে। "তারা বলবে আমরা নামাযীদের অর্ন্তভূক্ত ছিলাম না।"[১১৯] এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,"মুসলিম এবং কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হলো নামায পরিত্যাগ।"[১২০] আল্লাহ বলেন, "যে

১০৭.ইমাম দারেমী, *সুনান*, কানপুরীঃ ১২৯৩ হি. দারু ইহইয়ায়িস সুন্নাতিন্নাবাবিয়্যা,(বৈরুতঃ ১৮৭৬ খ্রি.) মুকাদদ্দামা,বাব.৩

১০৮.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.১৬৮

১০৯.আল-কুর'আন,৪ঃ ৩৬,. وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً

১১০.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল,*আল-মুসনাদ*,কায়রোঃ মাতবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি.খ.১, পৃ.৪০২

১১১.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৩,পৃ.৩১০

১১২.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৩,পৃ.১৭৪

১১৩.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-৭৫

১১৪.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল যাকাত, হাদীস নং-৯১

১১৫.আল-কুর'আন, ৪ঃ ১০৩,. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً

১১৬.আল-কুর'আন, ২৯ঃ ৪৫وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

১১৭.আল-কুরআ'ন, ৩০ঃ ৩১مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

১১৮.আল-কুর'আন, ২ঃ ২৩৮,حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ

১১৯.আল-কুর'আন, ৭৪ঃ ৪৩,قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

১২০.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*,দিল্লী ঃ আলমাকতাবা রশিদিয়া ১৩৭৬ হি. (কায়রোঃ ১৯৫৬ খ্রি.) কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-৯১

ব্যক্তি সালাতে অবিচল থাকবে, কিয়ামতের দিন তার জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে, আর যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করবে, তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে না। আর ঐদিন সে সঙ্গী হবে কারুন, হামান, ফিরা'উন ও উবাই বিন খালফের।"[১২১] সালাতের ব্যাপারে আল্লাহ আরও বলেন, "তোমরা নিশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকটেও যেও

Dhaka University Institutional Repository

না।"[১২২] "সফলকাম হবে সে সব মুমিন-যারা সালাতে আন্তরিক, বিনীত,নিমগ্ন থাকে।"[১২৩] মুমিনরা সালাতে আত্মার খোরাক খুঁজে পায়। মহান আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর সবর ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে থাকেন।"[১২৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের কারও ঘরের সামনে যদি একটি নদী থাকে এবং সে যদি তাতে পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে? তারা বলল না, থাকবে না। তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও তদ্রূপ। আল্লাহ তা দ্বারা পাপরাশি মাফ করে দেন।"[১২৫] এসব আয়াত ও হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, সালাতে একজন মুসলিমের ঈমানের দাবি রাখে, সামাজিক, পারিবারিক দায়িত্বশীল ব্যক্তি হয়, শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের শিক্ষা পায় সর্বপরি ভাল মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আল্লাহর খাছ বান্দা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

দান/সাদকা/যাকাত

ধনীদের জন্য যাকাত আদায় করা ফরয। যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্র, বৃদ্ধি ইত্যাদি। যাবতীয় খরচ বাদে বছর শেষে অতিরিক্ত সম্পদের ২.৫% বাধ্যতামূলকভাবে গরীবদের মাঝে দান করাকে যাকাত বলে। এতে দাতা যেমন পবিত্র হয়, তেমনি সম্পদও পবিত্র ও বৃদ্ধি হয়। আল্লাহ বলেন, "তোমরা সালাত আদায় কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋন দাও।"[১২৬] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "বিত্তশালীদের সম্পদে বঞ্চিত ও প্রার্থীদের অধিকার রয়েছে।"[১২৭] এতো গেল ফরয 'ইবাদত। একজন ভাল মানুষের গুণাবলীর মধ্যে এর বাইরেও সাধারণভাবে দানশীলতা থাকে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "উদার ব্যক্তি আল্লাহর কাছের লোক।"[১২৮] মহান আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! আমি যা দিয়েছি তা থেকে দান কর সে দিন আসার পূর্বে, যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না।"[১২৯] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কৃপণ ব্যক্তির চেয়ে মূর্খ দানবীর আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়।"[১৩০] তিনি নারী সমাজকেও দান করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, হে নারী সমাজ! তোমরা দান কর।"[১৩১]
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "প্রাচুর্য হতে যা দান করা হয় তা সর্বত্তোম দান।"[১৩২] হাদীসে দানের ব্যাপারে আত্মীয়কে দিয়ে শুরু করতে বলা হয়েছে। আত্মীয়কে দান করলে দ্বিগুণ সওয়াব। "তার জন্য দ্বিগুণ পুরুস্কার, সাদকার পুরুস্কার ও আত্মীয়তা বজায় রাখার পুরুস্কার।"[১৩৩] তিনি আরও বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সাদকা হবে মুমিনের ছায়া।"[১৩৪] "সাদকা পাপ নির্বাপিত করে যেমনভাবে পানি আগুনকে নির্বাপিত করে।"[১৩৫] এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়? এবং কোন কাজ আল্লাহ সর্বাপেক্ষা পছন্দ করেন? তিনি বলেন, "আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় সেই

১২১.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত/ তাবারানী
১২২.আল-কুর'আন, ৪ঃ ৪৩,وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ
১২৩.আল-কুর'আন, ২৩ঃ ১-২,قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
১২৪. আল-কুর'আন, ২ঃ ১৫৩,يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
১২৫.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাত
১২৬.আল-কুর'আন,৮৩ ঃ ২০,وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً و
১২৭.আল-কুর'আন, ৫১ঃ ১৯وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
১২৮.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *সুনান*, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি. কিতাবুল বিরর, বাব নং-৪০
১২৯.আল-কুর'আন, ২ঃ ২৫৪, أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ
১৩০.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *সুনান*, কিতাবুল বিরর, বাব নং-৪০
১৩১.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত,কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-১৩২
১৩২.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত,কিতাবুল যাকাত, হাদীস নং-৯৫
১৩৩.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৩,পৃ.৫০
১৩৪.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৪,পৃ.২৩৩
১৩৫.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী,*সহীহ আল-বুখারী*, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি.কিতাবুয যাকাত,বাব.২৩

ব্যক্তি, যে ব্যক্তি জনগণের সর্বাপেক্ষা অধিক উপকার করে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দের কাজ হইল কোন মুসলমান কে সন্তুষ্টি করা,তাহার দুঃখ কষ্ট দূর করা, তাহার ঋন পরিশোধ করিয়া দেওয়া, অথবা তাহার

ক্ষুধা নিবারণ করা।”[১৩৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব মোচনে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ তার অভাব পূরণে নিয়োজিত থাকেন।”[১৩৭]

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

একজন ভাল/ উত্তম মুসলিমের জন্যে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। একটি আদর্শ পরিবার গঠনে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধের গুরুত্ব অত্যাধিক। এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী এ দায়িত্ব পালন করবে। পরিবারের কোন সদস্যই যেন ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী কোন কাজ বা কোন প্রকার অন্যায় না করতে পারে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। “পরিবারের দায়িত্বশীল গৃহিণী যদি এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন,তবে পরিবার ইসলামী আদর্শে গড়িয়া উঠিবে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম হইবে।”[১৩৮] ইসলাম যেমন প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের কতিপয় আচার-অনুষ্ঠানের মত নয়; বরং এটি একটি পূণাঙ্গ জীবন দর্শন, তেমনি দুনিয়ার অন্যান্য জাতিসমূহের ন্যায় মুসলিম উম্মাহও নিছক একটি জাতি নয়; বরং সুনির্দিষ্ট আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য এই জাতি বা দলের সৃষ্টি। আল্লাহ বলেন, “তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি। মানব কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর ঈমানের উপর অবিচল থাকবে।”[১৩৯] আর এই কাজের সাথে যারা জড়িত মূলত তারাই ভাল মানুষ হিসেবে স্বীকৃত। আল্লাহ বলেন, “কথা বার্তার দিক দিয়ে ঐ লোকের চেয়ে আর কে উত্তম হতে পারে; যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সৎ কাজ করে এবং বলে আমি একজন মুসলমান।”[১৪০] মহান আল্লাহ আরও বলেন, “মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা ছাড়া, যারা ঈমান আনে, ভাল ‘আমল করে এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।”[১৪১]

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ ফরযে আইন না হলেও এটি ফরযে কিফায়া। কোন জনপদের কেউই যদি এই দাওয়াতী কাজ না করে তাহলে কিফায়া পরিত্যাগের জন্য দায়ী হবে সকলেই। আল্লাহ বলেন, “তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা প্রয়োজন,যারা সৎ কাজের আদেশ আর মন্দ কাজের নিষেধ করবে, এবং তারাই সফলকাম।”[১৪২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “হে রাসূল! আপনার প্রতি যা অবর্তীণ করা হয়েছে, তা পৌছিয়ে দিন; আর তা যদি না করেন,তাহলে রিসালত পৌছাল না।”[১৪৩] এ কাজের পদ্ধতিও আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, “প্রতিপালকের পক্ষে আহবান কর জ্ঞানের কথা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সফল উত্তম পন্থায় বিতর্ক কর।”[১৪৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অন্যায় দেখতে পায়, সে যেন হাতের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন মুখের দ্বারা তার প্রতিবাদ করে। এতেও যদি সক্ষম না হয় সে যেন অন্তরের দ্বারা তার পরিবর্তনের চেষ্টা (ঘৃণা) করে। জেনে রেখো, এটি দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।”[১৪৬] তিনি আরও বলেছেন, “সৎ কজের আদেশ তোমার জন্য সাদকা। কাউকে সৎ পথ দেখানো তোমার জন্য সাদকা।”[১৪৬] অন্য হাদীসে বলেন, “সৎ কাজের আদেশ

১৩৬.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৩
১৩৭.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৪
১৩৮.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৮
১৩৯.আল-কুর’আন, ৩ঃ ১১০,كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
১৪০.আল-কুর’আন, ৪১ঃ ৩৩, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
১৪১.আল-কুর’আন,১০৩ঃ ২-৩, إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
১৪২.আল-কুর’আন, ৩ঃ১০৪, وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
১৪৩.আল-কুর’আন,৫ঃ ৬৭, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
১৪৪.আল-কুর’আন,১৬ঃ ১২৫, ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
১৪৫.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত,কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-৭৮ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ"
১৪৬.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাফিরিন, হাদীস নং-৮৪

সাদকা।”[১৪৭] আল্লাহ ফিরাউনকে দাওয়াত দেওয়ার সময়ে মুসা (আ.) ও হারুন (আ.) কে বলেছিলেন, “তোমরা উভয়ই তার সাথে কোমল ব্যবহার কর।”[১৪৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু

Dhaka University Institutional Repository

কালেমা পাঠকারীকে সে পর্যন্ত উপকার দিতে থাকে, বিভিন্ন বিপদাপদ ও আযাব থেকে রক্ষা করিতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে উহার হক উপেক্ষা না করে। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করিলেন, কালেমার হক কী? তিনি বলেন, প্রকাশ্য অন্যায় কাজ হইতে দেখিলে প্রতিরোধ করা।”[১৪৯] তাবলীগের এসব কাজ না করলে আল্লাহ নারাজ থাকেন। এ প্রসঙ্গে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “হে লোকজন! আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়াছেন, তোমরা সৎকাজের আদেশ করিতে থাক এবং অসৎকাজের নিষেধ করিতে থাক। যদি ইহা না কর; তাহলে এমন এক সময় আসিবে যখন তোমরা তাহার নিকট দোয়া করিবে, কিন্তু দোয়া কবুল হইবে না। তোমরা অভাব-অনটনের জন্য দোয়া করিবে, তা তিনি দূর করিবেন না। তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিবে, তিনি সাহায্য করিবেন না।”[১৫০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহজ ভাষায় দাওয়াত দিতেন। যার যেমন বুঝার ক্ষমতা তেমনভাবে তাবলীগের কাজ করতেন। সহজে যাতে বুঝতে পারে সে জন্য তিনবার ঐ কথা উচ্চারণ করতেন। এজন্য কম শিক্ষিত লোকদের কাছে দার্শনিক তত্ত্ব দিয়ে উচ্চভাষা প্রয়োগ করা উচিত নয়।

সত্যবাদিতা ও সদ্ব্যবহার

ইসলামে সত্য ও সততার গুরুত্ব সর্বাগ্রে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে সাহাবীরা পরস্পরে সত্যের প্রতিযোগিতা করতেন। কারণ সততা মানুষকে জান্নাতের দিকে ধাবিত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “তোমরা সত্যবাদী হও, কারণ, সত্য পূণ্যের দিকে এবং পূণ্য জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে।”[১৫১] ভাল মানুষের এ গুণটি অর্জন করতে হলে সত্যবাদী লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হয়। মহান আল্লাহ বলেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য ও সঠিক কথা বল।”[১৫২] অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সদা সত্য কথা বল”[১৫৩] সততার কোন ধ্বংস নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, “মানুষ সবাই ক্ষতিগ্রস্ত-ধ্বংস হবে, তারা ছাড়া যারা ঈমানদার, সৎকর্মশীল এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের দিকে আহবান করে।”[১৫৪] সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সংস্পর্শে থেকে এতই ভাল মানুষ হয়েছিলেন যে, সত্য বললে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও সত্য অকপটে স্বীকার করতেন। সত্যবাদীদের গুরুত্ব প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ব্যবসায়ী নবীদের সাথে থাকবে।”[১৫৫] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে সত্য ছাড়া একটি কথাও মিথ্যে বলেননি। এজন্য আরবের বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী লোকেরা তাঁকে ‘আল-আমীন’ (বিশ্বাসী) বলে ডাকত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “সত্য কথা আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কথা।”[১৫৬] সত্য মানুষকে সদাচারের দিকে নিয়ে যায়।”[১৫৭] সত্যের আগমনে মিথা দূরিভূত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “নিশ্চয় সত্য এসেছে মিথ্যা দুরিভূত হয়েছে; আর মিথ্যা দুরিভূত হবারই।”[১৫৮] সত্য পরিবার, সমাজ ও ও রাষ্ট্রের বড় সম্পদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

১৪৭.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত,কিতাবুল যাকাত, হাদীস নং-৫৩,৫৪

১৪৮.আল-কুর'আন,২০ঃ ৪৪, فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

১৪৯.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৯

১৫০.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯০

১৫১.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত
,কিতাবুল বিরর, হাদীস নং-১০২

১৫২.আল-কুর'আন,৯ঃ ১১৯, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

১৫৩.আল-কুর'আন, ৩৩ঃ ৭০, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً

১৫৪.আল-কুর'আন,১০৩ঃ ২-৩, إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا

১৫৫.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাযা*, দেওবন্দঃ আল মাকতাবাতুর রহিমীয়া, ১৯৬৫ খ্রি.কিতাবুত তিজারাত, বাব-১

১৫৬.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী,*সহীহ আল-বুখারী*, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি. কিতাবুল ওয়াকালা, বাব-৭

১৫৭.ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মুয়াত্তা*, কায়রোঃ ১৩৭০ হি. (১৯৯৫ খ্রি.) কিতাবুল কালাম, হাদীস নং-১৬

১৫৮.আল-কুর'আন, ১৭ঃ৮১, وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً

বলেছেন, “সৎ নারীর চেয়ে উত্তম কোন সম্পদ আর নেই।”[১৫৯] তিনি সৎকর্ম প্রসঙ্গে বলেছেন, “তোমরা সৎ কাজের মাধ্যমে পরস্পরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাও।”[১৬০] কিয়ামতের দিন অসৎলোকের দু'আ হবে এরূপ “হে আমার প্রভু!

আমাকে আরও কিছু দিন সময় দিলে আমি সাদকা করতাম ও সৎলোকদের অন্তর্ভূক্ত হতাম।"[১৬১] হযরত ইব্রাহীম (আ.) তার ছেলে ইসমাঈল (আ.) জন্ম হওয়ার পূর্বে ও পরে বলেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একজন সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর।"[১৬২] অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং সৎকর্মশীলদের মধ্যে শামিল কর।"[১৬৩] হযরত ইউসুফ (আ.) তার ভাই বণী আমিনকে ফিরিয়ে পাবার পর এভাবে দু'আ করেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক... আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন ও আমাকে সৎলোক তথা ভাল মানুষদের অর্ন্তভূক্ত করুন।"[১৬৪] হযরত সুলায়মান ও দাউদ (আ.) এর প্রতি আল্লাহ যে অনুগ্রহ দান করেছিলেন, তার জন্য তিনি আল্লাহর কাছে মুনাজাত করেছিলেন, "হে আমার রব! ... যে অনুগ্রহ করেছ, সে জন্য আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি; যা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎ বান্দা তথা ভাল মানুষদের অর্ন্তভূক্ত কর।"[১৬৫] পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে উত্তমকর্ম ও ব্যবহরের জন্য অসংখ্যবার তাকিদ এসেছে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা মানুষের সাথে সদালাপ কর।"[১৬৬] অন্যত্র আল্লাহ বলেন, "তোমরা তাদের সাথে সদালাপ করবে।"[১৬৭] সদ্ব্যবহার প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "তুমি তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদেরকে তাদের মর্মস্পর্শ করে এসব কথা বল।"[১৬৮]
আল্লাহ মানুষের সাথে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "অতএব আপনি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলুন।"[১৬৯] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদাসর্বদা হাস্যজ্বোল থাকতেন। কি আরব বা অনারব বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলের সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন। এই ব্যক্তিত্বের কারণেই অনেক কাফিররা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। একজন সাহাবী বলেছেন, "তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসিমাখা মুখ ব্যতীত কখনো আমার দিকে তাকাননি।"[১৭০] অন্য আর একজন সাহাবী বলেছেন, "আমি কাউকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে মুচকি হাসতে দেখিনি।"[১৭১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমার ভাইয়ের (মুসলিম) উদ্দেশ্যে তোমার স্মিত হাসি (সদ্ব্যবহার) তোমার জন্য সাদকা স্বরূপ।"[১৭২] তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "তোমরা যখন মানুষের সাথে মিশবে তখন হাসিমুখে (সহজ-সরলভাবে) মিশবে।"[১৭৩] সদ্ব্যবহার ঈমানেরই অংশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "লজ্জা ও পরিমিত কথা বলা ঈমানেরই বহি:প্রকাশ আর অশ্লীল কথা বলা মুনাফিকের বহি:প্রকাশ।।"[১৭৪] অনর্থক কথা বলা নবী (স.) পছন্দ করতেন না। জনৈক সাহাবী বলেন, "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশি কথা বলা/অসার / অনর্থক এবং বেশি প্রশ্ন করা

১৫৯.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাযা*, দেওবন্দঃ মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৯৬৫ খ্রি.,কিতাবুন নিকাহ, বাব-৫

১৬০.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান*, লিবন মাযা, দেওবন্দঃ মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৯৬৫ খ্রি.কিতাবুল ইকামাত, বাব-৭৮

১৬১.আল-কুর'আন,৬৩ঃ ১০,. وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

১৬২.আল-কুর'আন, ৩৭ঃ ১০০, رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

১৬৩.আল-কুর'আ, ২৬ঃ ৮৩,رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

১৬৪.আল-কুর'আন, ১২ঃ ১০১, أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِين

১৬৫.আল-কুর'আন, ২৭ঃ ১৯, وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

১৬৬.আল-কুর'আন,২ঃ ৮৩, وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ

১৬৭.আল-কুর'আন,৪ঃ ৫. وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً

১৬৮. আল-কুর'আন,৪ঃ ৬৩, وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً

১৬৯.আল-কুর'আন, ১৭ঃ ২৮, وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوراً

১৭০.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত,কিতাবুল ফাদায়িলিস সাহাবা, হাদীস নং-১৩৫

১৭১.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল,*আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ আল-মাতবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া ১৩১৩ হি. খ.৪,পৃ.১৯০

১৭২.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *সুনান*, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি, কিতাবুল বিরর, বাব নং-১৩৬

১৭৩.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৪,পৃ.২৬৫

১৭৪.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৫,পৃ.২৬৯

হতে বারণ করতেন।"[১৭৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশি কথা বলা লোকদেরকে সতর্ক করতেন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তিনটি জিনিস পছন্দ করেন, আর তিনটি অপছন্দ করেন। যে তিনটি পছন্দ করেন, তা হলো-তোমরা তাঁরই 'ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না,ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর

রশিকে আঁকড়ে ধরবে বিচ্ছিন্ন হবে না। আর যে তিনটি অপছন্দ করতেন তা হলো- অধিক নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে,আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরুস্কার।"[১৭৮] তবে নারীদের পরপুরুষদের সাথে নরম ও মোলায়েম স্বরে কথা বলা জায়িয নেই। বরং ভদ্রতা বজায় রেখে কর্কশ ভাষায় কথা বলাই উচিত। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা পর পুরুষের সাথে কোমল কন্ঠে এমনভাবে কথা বলো না; যাতে যার অন্তরে ব্যধি আছে, সে প্রলুব্ধ হতে পারে এবং তোমারা ন্যায় সংগত কথা বলবে।"[১৭৯]

ধৈর্যশীল হওয়া

দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে হলে অবশ্যই স্বামী-স্ত্রীকে ধৈর্যশীল হতে হবে। আর এটি ভাল মানুষের একটি মহৎগুণ। এ মহৎগুণ না থাকলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মহান আল্লাহ বলেন, "ঈমানদার সৎকর্মশীল,সৎকাজে ও ধৈর্যধারণে পরস্পরে উপদেশদানকারী ব্যতীত সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।"[১৮০] এ দুনিয়ায় মুমিনের জীবনে সমস্যা- সংকট, বিপদাপদ, ক্ষয়ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। বিপদাপদ না থাকলে ধৈর্যের প্রসঙ্গ আসত না। কারো ধৈর্য আছে কি-না, সে কতটুকু ধৈর্যশীল ইত্যাদি বিপদ- মুছিবতেই প্রমাণিত হয়। বিশেষত মুমিন জীবনে বিপদাপদ অবশ্যম্ভাবী।"[১৮১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মুমিন পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, বিপদাপদ তার সাথে লেগেই থাকে।"[১৮২] তিনি আরও বলেন, "এমন কোন মুসলিম নেই, যার ওপর বিপদাপদ না হয়।"[১৮৩] ধৈর্য ঈমানদারদের জন্য পরীক্ষা। আর এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরুস্কার। আল্লাহ বলেন, "অবশ্যই আমি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও জীবন নাশ আর ফল-ফসল নষ্ট করে তোমাদের পরীক্ষা করব। (হে রাসূল) আপনি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দিন।"[১৮৪]

অতএব প্রতিকুল অবস্থায় বিচলিত না হয়ে ছবর ইখতিয়ার করা মুমিনের কর্তব্য। এতে আল্লাহর ছহবত লাভ হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[১৮৫] আল্লাহ প্রকৃত ভাল মানুষ বাছাই করার জন্য মুমিনকে বিভিন্ন কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব-যাতে করে তোমাদের মধ্যকার মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদের চিনে নিতে পার।"[১৮৬] ধৈর্যশীল ব্যক্তি জীবনে সফলকাম। আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ছবর কর ছবরের প্রতিযোগিতা কর,ছবরের বন্ধনে আবদ্ধ হও এবং আল্লাহকে ভয় কর; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[১৮৭]ধৈর্যশীলদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে অগণিত পুরুস্কার রয়েছে। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ

১৭৫.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আফসিয়া, হাদীস নং-১০

১৭৬.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৭১৫

১৭৭.ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মুয়াত্তা*, কায়রোঃ ১৩৭০ হি. (১৯৯৫ খ্রি.) কিতাবুল কালাম,.হাদীস নং-৮

১৭৮. আল-কুর'আন, ৪৯ঃ ২-৫ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

১৭৯.আল-কুর'আন, ৩৩ঃ ৩২إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً

১৮০.আল-কুর'আন, ১০৩ঃ ২-৩إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ } إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

১৮১.ড.মোঃ শামছুল আলম, *পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ-মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম :প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ২০০৭ খ্রি, (১৯৭১-২০০৮) পৃ.৬৩

১৮২.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.২৮৭,৩০২

১৮৩.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.১৫৯

১৮৪.আল-কুর'আন, ২ঃ ১৫৫وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

১৮৫.আল-কুর'আন, ২ঃ ১৫৩,يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

১৮৬.আল-কুর'আন, ৪৭ঃ ৩১,وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

১৮৭.আল-কুর'আন, ৩ঃ ২০০,يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ধৈর্যশীলদেরকে অগণিত পুরুস্কার দিবেন।"[১৮৮] যে বিপদে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ প্রতিদানে তার সকল গুনাহ মাফ করে দেন। এমনকি যদি সামান্য কাটাও পায়ে বিধে তাও তার গুনাহ মাফের কারণ হয়ে যায়।"[১৮৯] তিনি আরও বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

"ধৈর্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। "আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন।"[১৯০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোন মুসলমান ব্যক্তি মানসিক বা শারীরিক কষ্ট পেলে কোন শোক বা দুঃখ পেলে অথবা চিন্তাগ্রস্ত হলে সে যদি ধৈর্যধারণ করে তাহলে তার পুরুস্কার জান্নাত।"[১৯১] তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন, "মানুষ তার সহনশীলতার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১৯২] ধৈর্যশীলদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ সহনশীল ব্যক্তির উপর রহম করে থাকেন।"[১৯৩] মানুষের যে সমস্ত গুণ আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় তার মধ্যে ধৈর্য অন্যতম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ দু'টি স্বভাব পছন্দ করেন। সহনশীলতা ও ধীরস্থিরতা।"[১৯৪] হাদীসে আরও বর্ণিত আছে যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহবীগণ কষ্টে ধৈর্য ধারণ করতেন।"[১৯৫] ধৈর্যে রিযিকও বৃদ্ধি হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বান্দাকে যে রিযিক দেওয়া হয়, তা ধৈর্যের কারণে সম্প্রসারিত করা হয়।"[১৯৬]

ঈমানদারের জীবন মূলত পরীক্ষার জীবন। পরীক্ষা যতবড় ঈমানের মাপকাঠি ততবড় এবং তার পুরুস্কারও ততবড়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যতবড় পরীক্ষা ততবড় পুরুস্কার।"[১৯৭] নবী-রাসূলগণ সবাই ছিলেন নিস্পাপ এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাল মানুষ। তাঁদের উপরে বেশি বিপদাপদ আপতিত হত। তাতে তাঁরা কৃতকার্যও হতেন ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে। হাদীসে আছে, সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন,হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোকের বেশি পরীক্ষা হয়ে থাকে? তিনি উত্তর দেন, নবীগণের (আ.)।"[১৯৮] প্রসঙ্গত মূসা (আ.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ মুসা (আ.) এর উপর দয়া করেছেন। তাঁকে কষ্ট দেয়া হয়েছিল...অতএব তিনি তাতে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।"[১৯৯] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধৈর্য ধারণের জন্য নির্দেশ দিতেন, একজন সাহাবী বলেন, "তিনি আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে, ধৈর্যধারণ এবং শান্তি বজায় রাখতে নির্দেশ দিতেন।"[২০০] ধৈর্যের উত্তম পন্থা হলো, রাগ-ক্রোধ সংবরণ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক। বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুর রহমান বিন আরযা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল ও সর্বাধিক ক্রোধ সংবরণকারী।"[২০১] মানবীয় গুণাবলীর মধ্যে সর্বত্তোম হলো, ধৈর্য ধারণ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশান্তি আর কাউকে কিছু দেওয়া হয়নি।"[২০২] ইসলামে রাগ করা, রাগ করে কোন কিছু বাড়াবাড়ি করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটি শয়তানের বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া রাগ সংবরণ করাকে শ্রেষ্ঠ শক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮৮.আল-কুর'আন, ৩৯ঃ ১০ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

১৮৯.ড. শাহ মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, *ইসলাম শিক্ষা*, ঢাকাঃ বাংলাবাজার, সোনালী সোপান প্রকাশনী, ২০১২ খ্রি. ১ম খ.পৃ.৮৬

১৯০.আল-কুর'আন, ৩ঃ১২৫, بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ

১৯১.ড.শাহ মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম,-*ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত,১ম খ. পৃষ্ঠা.৮৬

১৯২.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.২১০

১৯৩.ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মুয়াত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কালাম, হাদীস নং-১০০

১৯৪.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-২৫২৬

১৯৫.ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী,*সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, বাব-১১০

১৯৬.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৩,পৃ.২৩৭

১৯৭.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান*, প্রাগুক্ত,কিতাবুল ফিতান, বাব-২৩

১৯৮.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাযা*, প্রাগুক্ত,কিতাবুল ফিতান, বাব-২৩

১৯৯.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী,*সহীহ আল-বুখারী*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল আদব, বাব-৫৩

২০০.আবু দাউদ,সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস আস-সাজিস্তানী,*সুনানে আবু দাউদ*,কানপুর ঃ আল-মাতবা আল-মজীদী, ১৩৭৫ হি.কিতাবুল জিহাদ,বাব-৪৯

২০১.হাফিজ আবু শায়খ আল ইসফাহানী (র.),*আখলাকুননবী (স.)*,ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ১৯৯৪,খ্রি. হাদীস নং-১৬৯,পৃ.১১৮

২০২.ইমাম মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া আন-নববী, *রিয়াদুস সালেহীন*, (সম্পাদনায় আব্দুল মান্নান তালিব,অনুবাদঃ মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী ও অন্যান্য) ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন ১৯৮৫ খ্রি. খ.১, হাদীস নং ২৬, পৃ.৪৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কুস্তিতে যে ভাল লড়তে পারে সে বীর নয়; বরং প্রকৃত বীর সেই যে ক্রোধের সময়ে নিজেকে সংযত রাখে।"[২০৩] ধৈর্যের আমানত হলো সংযত,ধীরস্থিরতা এবং এটি আল্লাহ প্রদত্ত। আর তাড়াহুড়া করা ধৈর্যের বিপরীত একটি গুণ, যা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে, এটি শয়তানের বিশেষ গুণ। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ধীরস্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর তড়িঘড়ি হলো শয়তানের পক্ষ থেকে।"[২০৪]

অল্পে তুষ্টি

অল্পে তুষ্টি অর্থ হলো সামান্যতেই খুশি হওয়া বা খুশি থাকা; যা ভাল মানুষের অন্যতম গুণ। অল্পে তুষ্টি অর্থ সংযমী, মিতব্যয়ী,প্রশান্ত আত্মা, হাহাকারহীন আত্মা ইত্যাদি। আকাঙ্খার সঙ্গে সামর্থের অনোপযোজনই মানসিক অশান্তির কারণ। অনেক সময়ে মানুষ এমনসব উচ্চাকাঙ্খা করে, যেগুলো পূরণ হবার নয়। সাধ্যের অতিরিক্ত আশা-আকাঙ্খা পোষণ এবং সে গুলো পূরণের ব্যর্থতাই মানুষের মনে দুঃখ-বেদনা ও হতাশার সৃষ্টি করে।"[২০৫] সুখ-আনন্দ,দুঃখ-বেদনা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। ইচ্ছা করলেই মানুষ সুখী হতে পারে আবার অনেক প্রাচুর্যও তাকে সুখী করতে পারে না। সুখ মনের ব্যাপার, নিজে নিজে যে সুখী,প্রকৃতপক্ষে সেই সুখী। এক্ষেত্রে যার গাড়ী,বাড়ি,বড় ব্যবসা,অঢেল সম্পত্তি আছে তার সুখের মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকে না; বরং তার স্বভাব হলো চাই চাই,আরও চাই। সুতরাং এটি সুখের আলামত নয়। আবার দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জড়িত ব্যক্তিদের হায়-হতাশা করা, অবৈধ হওয়া,দুর্নীতির সাথে যুক্ত হওয়া ইত্যাদি ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ। এজন্য সমাজে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে যার যতটুকু সম্মান,মান-মর্যাদা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই একজন ভালমানুষের গুণাবলীর অন্যতম অংশ। অনেক সময়ে অধিক সম্পদ,ঐশ্বর্য, অর্থ বৈভব মানুষের অশান্তির কারণও হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সুতরাং তাদের সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ তো এর দ্বারা ওদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান।"[২০৬]

মানুষের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তাতে তার উন্নতি হওয়ার গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হবে আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে কঠোর শাস্তি।"[২০৭] এজন্য মুমিনের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত যে,সর্বাবস্থায় ভাল থাকা, এবং সন্তুষ্ট থাকা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মুমিন সর্বাবস্থায় ভাল থাকে।"[২০৮] ইসলাম বাহ্যিক ব্যাপারগুলোর চেয়ে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলোকে বেশি প্রাধান্য দেয়। এ জন্য মনের দিক থেকে যে ধনী সেই প্রকৃত ধনী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "অন্তরের সচ্ছলতা প্রকৃত সচ্ছলতা। আর অন্তরের দরিদ্রতা প্রকৃত দরিদ্রতা।"[২০৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "ধন-সম্পদ বেশি থাকলেই ধনী হওয়া যায় না; বরং প্রকৃত ধনী হলো,আত্মার ধনে ধনী।"[২১০] ভাল মানুষের আত্মা সর্বদা তুষ্ট থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই যেন কৃতজ্ঞ আত্মা ও স্মরণকারী জিহবা গ্রহণ করে।"[২১১] মাওঃ আব্দুর রহীম তাঁর বইতে হযরত ঈসা (আ.) এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে লিখেছেন, "দুনিয়া পাগল লোক মদ্যপায়ীর মত। মদ্যপানকারী যতই পান করে, আরও অধিক পান করার জন্য সে পাগল হয়ে উঠে।"[২১২] ইসলামের দৃষ্টিতে অল্পতুষ্টের মধ্যেই জীবনের সফলতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সে-ই সফলকাম হয়েছে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দেওয়া হয়েছে আর আল্লাহ তাকে যা কিছুই প্রদান করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকার

২০৩.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং-১০

২০৪.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *সুনান*, রিয়াদঃ দারুসসালাম, ২০০০ খ্রি, কিতাবুল বিরর, বাব নং-৬৫

২০৫.ড.মোঃ শামছুল আলম, *পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ২০০৭ খ্রি.পৃ.৮৭

২০৬.আল-কুর'আন, ৯ঃ ৫৫, فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

২০৭.আল-কুর'আন, ১৪ঃ৭,وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

২০৮.আবু আব্দির রাহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আননাসায়ী,*সুনানুননাসায়ী*, কায়রোঃ মাকতাবা সালাফিয়া, ১৯৮২ খ্রি.কিতাবুল জানায়িয, বাব নং ১৩

২০৯.ড.মোঃ শামছুল আলম, *পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ-ঢাকা* বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ২০০৭ খ্রি, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮

২১০.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-১২০

২১১.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.২৮২

২১২মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, আল-কুর'আনের আলোকে জীবনের আদর্শ, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, অক্টোবর ১৯৮০,পৃ.১১০

যোগ্যতাও দান করেছেন।"[২১৩] অল্পতুষ্টির গুরুত্ব অনুধাবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করতেন। "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অতৃপ্ত আত্মা থেকে পানাহ চাই।"[২১৪] একজন মুসলমান তথা আল্লাহর দৃষ্টিতে ভাল মানুষ সে যে অল্পে সন্তুষ্ট থাকে। মোটামুটি সংসার চলে যায়,জীবন চলে যায় এমন সম্পদই

যথেষ্ট বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যা দিয়ে (সংসার) চলে যায় এমন রিযিকই সর্বোত্তম।”[২১৫]

আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল (ভরসা)

একজন ভাল মানুষ তথা মুমিন বান্দা তার প্রতিটি কাজ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে থাকে। তাওয়াক্কুল শব্দটি আরবি শব্দ যার অর্থ আল্লাহর প্রতি ভরসা বা নির্ভর করা। মানুষ যে কোন কাজ করবে কিন্তু এর ভাল-মন্দ ফলাফল আল্লাহর উপর ছেড়ে দেবে। অবশ্য এটি ঈমানের অংশ। মানুষ অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল না করে কারো উপর নির্ভর করে বসে, যা শিরক এর শামিল। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন, “তুমি নির্ভর কর তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।”[২১৬] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন, “তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, দয়ালু আল্লাহর উপর।”[২১৭] মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সুতরাং অন্যান্য সৃষ্টি তো মানুষের চেয়ে সেরা নয়, শক্তিশালীও নয়, নির্ভরযোগ্যও নয়। তাই যে কোন সৃষ্টির ওপর নির্ভর করা তো নিজেকে ছোট করার শামিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “তুমি কাফির, মুনাফিকদের কথা শোন না ওদের নির্যাতন উপেক্ষা কর এবং আল্লাহ উপর ভরসা কর; কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই যথেষ্ট।”[২১৮] পবিত্র আল-কুর’আনে এই তাওয়াক্কুলের কথা অসংখ্যবার এসেছে, এতে আল্লাহর ভালবাসা নিহিত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “তুমি কোন কাজের ইচ্ছা করলে আল্লাহর উপর ভরসা করবে,যারা ভরসা করে আল্লাহ পাক তাদেরকে ভালবাসেন।”[২১৯] তাওয়াক্কুলের সাথে ঈমানের গভীর সম্পর্ক। মুমিন ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর উপর ভরসা করে থাকে। “তোমরা মুমিন হলে আল্লাহর উপরই ভরসা কর।”[২২০]

আল্লাহর তা‘আলার প্রতি ভরসা মুমিনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে কুর’আনে উল্লেখ করা হয়েছে। “মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তার আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়,তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে। তারা সালাত কায়েম করে; আমি যা দিয়েছি তা থেকে দান করে, তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা, মর্যাদা ও সম্মানজনক রিযিক।”[২২১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যদি তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করতে তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই রিযিক দেয়া হতো, যেমনিভাবে পাখিদেরকে রিযিক দেওয়া হয়। তারা খুব ভোরে খালি পেটে বেরিয়ে যায় আবার পেট ভর্তি করে সন্ধায় ফিরে আসে।”[২২২] তাওয়াক্কুলের সর্বোত্তম নিদর্শন হলো, মদিনায় হিজরতের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওর পর্বতের গুহায় যা বলেছিলেন তার মধ্যে। তিনি সঙ্গী হযরত আবু বকর (রা.) কে বলেছিলেন, “বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অত:পর তাঁর উপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাঁকে শক্তিশালী করেন এমন এক সেনাবাহিনী দিয়ে যা তোমরা দেখোনি।”[২২৩] মুমিনরা আল্লাহ তা‘আলার ‘ইবাদত করবে এবং ফলাফল আল্লাহ রাব্বুল আ‘লামীনের উপর ছেড়ে দেবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

২১৩.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, দিল্লি ঃ আলমাকতাবা রশীদিয়া ১৯৭৬ হি.,(কায়রো ১৯৫৬ খ্রি.) কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-১২৫

২১৪.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যিকির, হাদীস নং-৭৩

২১৫.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১৭১, ১৮০, ১৮৭

২১৬.আল-কুর’আন,২৫ঃ ৫৮, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً

২১৭.আল-কুর’আন,২৬ঃ ২১৮, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

২১৮.আল-কুর’আন, ৩৩ঃ ৪৮, وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

২১৯.আল-কুর’আন, ৩ঃ ১৫৯, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

২২০. আল-কুর’আন, ৫ঃ ২৩, وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

২২১.আল-কু’আন, ৮ঃ২, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

২২২.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাযা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল যুহদ, বাব-১৪

২২৩. আল-কু’আন, ৯ঃ ৪০, إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا

“তুমি আল্লাহ তা‘আলার ‘ইবাদত কর এবং তাঁর উপর ভরসা কর।”[২২৪] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন, “আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার ধারণাতীত উৎস হ’তে রিযিক দান করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই।”[২২৫] আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করা মুসলমানদের জন্য ঐচ্ছিক ব্যাপার নয়; বরং এটি অত্যাবশ্যকীয়। এটি ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “মুসা বলেছিলেন, হে আমার

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহতে ঈমান এনে থাক, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও, তবে তোমরা তাঁরই উপর ভরসা কর।"[২২৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা আমানতের খিয়ানত করবে না এবং (আল্লাহর উপর ভরসা করে) আগামীকালের জন্য সঞ্চয় করবে না।"[২২৭]

হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জন

ইসলামে ভাল মানুষের আরও একটি গুণ হলো, হালাল রুজি উপার্জন আর হারাম বর্জন। হলাল উপার্জন মানে বৈধ উপার্জন। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত ও অননুমোদিত পন্থায় যে আয় উপার্জন করা হয়, তাকে হালাল উপার্জন বলে। এটি সকলের জন্য কল্যাণকর। নিজের জন্য যেমন কল্যাণকর তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যও। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব করে সৃষ্টি করেছেন। দিয়েছেন বিবেক-বুদ্ধি ও আত্মা। দেহ সুস্থ রাখার জন্য জীবিকার প্রয়োজন। আর আত্মার কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হালাল জীবিকা। হালাল উপার্জনের মাধ্যমেই বান্দার আত্মা পবিত্র থাকে এবং 'ইবাদত কবুল হয়। আল্লাহ তা'আলা হালাল উপার্জনকে উত্তম ও পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে হালাল কী কী জিনিস? বল, সমস্ত পবিত্র জিনিসই তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।"[২২৮] হালাল জীবিকার মাধ্যমেই গঠিত হয় শিক্ষা, মন ও শরীর থেকে মানবিকতা প্রকাশ পায়। পবিত্রতা থেকেই হালালের উৎপত্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের ভাল (হালাল) যা দান করেছি, তা হ'তে আহার কর।"[২২৯]

মহান আল্লাহ আরও বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমি যে সব পবিত্র জিনিস দিয়েছি তা হ'তে আহার কর এবং আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যদি তোমরা শুধু তাঁরই 'ইবাদত কর ।"[২৩০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "হালাল রুজি সন্ধান করা ফরযের পর একটি ফরয।"[২৩১] তিনি আরও বলেন, "আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না।"[২৩২] আল্লাহ তা'আলা রাসূলদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হ'তে আহার কর, ও সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্মন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।"[২৩৩] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যা বৈধ তা আঁকড়ে ধর, আর যা অবৈধ তা বর্জন কর।"[২৩৪] হালাল উপার্জনের জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন, "সালাত আদায় শেষে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়, আর আল্লাহর অনুগ্রহ (হালাল জীবিকা) তালাশ কর"[২৩৫]

---

২২৪. আল-কু'আন, ১১ঃ ১২৩ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

২২৫.আল-কু'আন, ৬৫ঃ ৩, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً

২২৬.আল-কু'আন, ১০ঃ৮৪, وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ

২২৭.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *সুনান*, রিয়াদঃ দারুস সালাম,২০০০খ্রি. কিতাবুত তাফসিরি সুরা, বাব নং-৫, ২১

২২৮.আল-কুর'আন, ৫ঃ ৪-৫, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ / الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

২২৯.আল-কুর'আন, ২ঃ ৫৭,৭ঃ১৬০, ২০ঃ ৮১, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ/ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ / وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُون وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى

২৩০.আল- কুর'আন, ২ঃ ১৭২, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

২৩১.শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-খতিব আততিবরিযি, মিশকাত আলমাসাবীহ, দিল্লী ঃ রশীদিয়া কুতুবখানা, ১৯৫৬ খ্রি.খ.২,পৃ.২৪২

২৩২.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-৬৫

২৩৩.আল-কুর'আন, ২৩ ঃ ৫১, يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

২৩৪.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান, লিবন মাযা, দেওবন্দঃ আমাকতাবাতুর রহীমিয়া* ১৯৬৫ *খ্রি.*, কিতাবুত তিজারাত, বাব-২

২৩৫.আল-কুর'আন, ৬২ঃ ১০, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হালাল উপার্জনে সাধারণত পরিশ্রম করতে হয়। এজন্য ইসলামে পরিশ্রমের এত গুরুত্ব। একটি লোক পরিশ্রমী হলে স্বাভাবিকভাবেই তার জীবন যাত্রার পরিবর্তন আসে। সকল নবী-রাসূলই পৃথিবীতে পরিশ্রম করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "দুই হাতের কামাই করা হালাল খাদ্যের চেয়ে উত্তম কোন খাবার নেই, আর হযরত দাউদ (আ.) নিজের দু'হাতের উপার্জন থেকে খেতেন।"[২৩৬] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

Dhaka University Institutional Repository

ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "হারাম দ্বারা বর্ধিত দেহ জান্নাতে যেতে পারবে না।"[২৩৭] তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ কোন নবী পাঠাননি, যিনি ছাগল চরাননি।জিজ্ঞেস করা হলো,আপনিও কি তাদের মত? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি কয়েকটি পয়সার বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল-ভেড়া চরাতাম।"[২৩৮] হারাম উপার্জনঃ হলো, আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব পন্থায় আয়-উপার্জন করতে নিষেধ করেছেন সেটিই হারাম উপার্জন। এটি ভোগ করাও হারাম। এ হারামের দ্বারা গঠিত শরীর জাহান্নামের ইন্ধন হবে। একজন ভাল মানুষ কখনই হারাম গ্রহণ করবে না; বরং বর্জন করবে এটিই স্বাভাবিক। হারাম উপার্জন ও ভক্ষণ করতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিষেধ করে বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে-অপরের সম্পদ অন্যায় ও অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না।"[২৩৯] আল্লাহ পাক আরও বলেন, "আল্লাহ তোমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল আর সুদকে হারাম করেছেন"[২৪০]

ভাল মানুষ আর ভাল বান্দা ও মানবিক ব্যক্তি হওয়া সম্ভব শুধু হালাল গ্রহণ আর হারাম বর্জনের মাধ্যমে। হারাম গ্রহণ করে কোনদিন ভাল মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "অবৈধ বস্তু ও ব্যাপারসমূহ হতে বেঁচে থাক, তাহলে মানুষের মধ্যে সেরা বান্দা হতে পারবে।"[২৪১] হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম যে মনে করে সে কুর'আনে অবিশ্বাসীর শামিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি অবৈধ ব্যাপারগুলোকে বৈধ করে নেয়,সে কুর'আনে বিশ্বাস করেনি।"[২৪২] ইসলামে হারামকে যেমন হালাল করা যায় না, তেমনি হালালকেও হারাম করা যায় না। কারণ প্রত্যেকটি হালাল বস্তুতে আলাদা আলাদা উপকারিতা রয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন, "হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন সে সমুদয়কে তোমরা হারাম করো না।"[২৪৩]

হারামে যতই চাকচিক্য ও আকর্ষণ থাকুক না কেন তাতে কল্যাণ নেই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তোমাদের উপর হারাম করা কোন কিছুতে তোমাদের জন্য পরিত্রাণ রোগমুক্তি, (আরোগ্য) রাখেননি।"[২৪৪] হারামের প্রভাব এতই জঘন্য যে, এর দ্বারা চিকিৎসা,তদ্বীর করাও জায়িয নয়। আজকাল অনেকে হারাম পন্থায় চিকিৎসা করছে। এ কাজে ইসলামের কোন অনুমোদন নেই। রাসূরুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ প্রতিটি রোগের প্রতিষেধক দিয়েছেন। অতএব তোমরা হালাল পন্থায় চিকিৎসা কর হারাম পন্থায় করো না।"[২৪৫] একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে জনৈক ব্যক্তির সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, "এক ব্যক্তি দীর্ঘপথ সফর করে উসকু খুসকু অবস্থায় উভয় হাত আসমানে উঠিয়ে মুনাজাত করে বলল, হে আমার প্রতিপালক, হে আমার প্রভু! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম,তার পোশাক হারাম এবং হারাম মালের দ্বারাই তার জীবন লালিত পালিত। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির দু'আ কেমন করে কবুল হবে?"[২৪৬]

---

২৩৬. ড.মোঃ শামছুল আলম, *পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ-ঢাকা* বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ২০০৭ প্রাগুক্ত,.পৃ.২৫৩ / *মিশকাতুল মাসাবীহ*, বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৫ হি. (১৯৮৫ খ্রি.)খ.২, পৃ.৮৪২, হাদীস নং-২৭৫৯

২৩৭.মিশকাতু- আল-মাসাবীহ, প্রাগুক্ত খ.২, পৃ.৮৪৭,হাদীস ২৭৮৭/ শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী,তাখরীজ,কায়রোঃ দারু ইবন আফ্‌ফান, ১৪২২ হি. (২০০১ খ্রি.) খ.৩, পৃ.১৪০-১৪১

২৩৮.ড.শাহ মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, *ইসলাম শিক্ষা*,সোনালী সোপান প্রকাশনী, ৩৮/ ৩ বাংলাবাজার ঢাকাঃ খ. ১, পৃ. ১০৬

২৩৯.আল-কুর'আন, ৪ঃ ২৯, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً

২৪০.আল-কুর'আন, ২ঃ ২৭৫, وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى

২৪১.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী,*জামি'উত তিরমিযী*, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০খ্রি. কিতাবুল যুহদ,বাব নং-২

২৪২.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *জামি'উত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সাওয়াবিল কুর'আন, বাব নং-২০

২৪৩.আল-কুর'আন,৫ঃ ৮৭, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

২৪৪.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবা, বাব-১৫

২৪৫.ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মুয়াত্তা*, কায়রোঃ ১৩৭০ হি. (১৯৯৫ খ্রি.) হাদীস নং-১১

২৪৬.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*,প্রাগুক্ত,কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-৬৫

আজকাল মানুষের মধ্যে অস্থিরতা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। অর্থ উপার্জনই যেন তাদের উদ্দেশ্য। সে কোন পথে উপার্জন করছে তা দেখার সুযোগ নেই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ হালাল উপার্জন করছে না হারাম উপার্জন করছে তা পরোয়া করবে না।"[২৪৭] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে দেহ হারাম মাল দ্বারা লালিত পালিত তা কখনও জান্নাতে যাবে না এবং জাহান্নামই তার

Dhaka University Institutional Repository

উপযুক্ত ঠিকানা।"[২৪৮] সুতরাং হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জনের মাধ্যমেই মানুষের মুক্তি নিহিত। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন ভাল মানুষ হালাল গ্রহণ করে আর হারাম বর্জন করে।

মাতা-পিতার খিদমত (আনুগত্য)

এ পৃথিবীতে মাতা-পিতা সন্তানের সবচেয়ে আপনজন। মানব সন্তান সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। সে তার প্রয়োজনের কথাও প্রকাশ করতে বা বলতে পারে না। মাতা-পিতা অকৃত্তিম মায়া-মমতা, স্নেহ-যত্ন দিয়ে লালন-পালন করে তিলে তিলে বড় করে তোলেন। মা সন্তান গর্ভে আসা থেকে ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত অমানসিক,অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, "মা অতি কষ্টে সন্তান গর্ভধারণ করেছে এবং অসহ্য কষ্টের মধ্যে তাকে প্রসব করেছে।"[২৪৯] সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে দুধ পান করার মেয়াদকাল পর্যন্ত মা যে সব দুঃখ কষ্ট হাসি মুখে বরণ করে থাকেন সে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে সন্তানকে গর্ভধারণ করে থাকেন এবং দু'বছর পর্যন্ত দুধ পান করিয়ে থাকেন।"[২৫০]

সন্তানের জন্য মাতা-পিতার ত্যাগের শেষ নেই। নিজেরা খেয়ে-নাখেয়ে সন্তানের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। সন্তানের অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা-সেবা দিয়ে উত্তমভাবে মানুষরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। অসুখ-বিসুখে দিন-রাত কষ্ট করেন এবং সেবা করেন। সন্তানগণ যাতে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেজন্য মাতা-পিতার চেষ্টা-সাধনার অন্ত থাকে না। পিতা-মাতার আনুগত্য করা সন্তানের জন্য ফরয। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, "তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া কারো 'ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে উত্তম আচরণ করবে।"[২৫১] অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক আরও বলেন, "আমি তোমাদেরকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি।"[২৫২] পবিত্র কুর'আনে আরও এসেছে, "আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না এবং পিতা-মাতার সাথে অবশ্যই ভাল ব্যবহার করবে।"[২৫৩]
পিতা-মাতা বার্ধক্যে উপনিত হলে ঐ সন্তানের কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমার সামনে তাদের একজন বা উভয়ই যদি বার্ধক্যে উপনিত হন, তবে তাদের প্রতি উহ! শব্দটি উচ্চারণ করো না। তাদের সাথে কর্কশ ভাষায় কথা বলো না। তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে বিনয়ের সাথে বাহু প্রসারিত করে দাও। তাঁদের সেবায় আত্মনিয়োগ কর।"[২৫৪] পিতা-মাতার আনুগত্য কেবল তখনই করা যাবে না, যখন সন্তানকে আল্লাহর বিরুদ্ধে চলার হুকুম দেবে। তারপরও তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না; বরং তাদের সাথে সৎভাবে জীবন-যাপন করতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে কাউকে শিরক করার জন্যে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তখন তুমি তাদের কথা শুনবে না, কিন্তু পৃথিবীতে তুমি তাদের সাথে সদভাবে বসবাস করবে।"[২৫৫]

২৪৭.আল্লামা জলীল আহসান নদভী, *রাহে 'আমল,* (অনুবাদ এবি এম আব্দুল খালেক মজুমদার,) খ.১, ঢাকাঃ মুরাদ পাবলিকেশন, ২০০২,পৃ. ৯১

২৪৮.শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-খতিব আততিবরিযি, *মিশকাত আলমাসাবীহ,* দিল্লীঃ কুতুবখানা রশীদিয়া, ১৯৫৬ খ্রি.খ.২, পৃ.২৪২

২৪৯.আল-কুর'আন, ৪৬ঃ১৫, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً

২৫০.আল-কুর'আন, ৩১ঃ১৪, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

২৫১.আল-কুর'আন, ১৭ঃ ২৩, وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً

২৫২.আল-কুর'আন, ২৯ঃ ৮, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

২৫৩.আল-কুর'আন, ২ঃ ৮৩, لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً

২৫৪.আল-কুর'আন, ১৭ঃ ২৪, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

২৫৫.আল-কুর'আন, ৩১ঃ ১৫, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম: কোন কাজ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেনঃ যথাসময়ে নামায আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি বললাম তারপর কোনটি? তিনি বললেন,

আল্লাহর পথে জিহাদ করা।"[২৫৬] হযরত আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে এসে বলল, আমি আপনার কাছে জিহাদ ও হিযরতের বাইয়াত করতে চাই এবং আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান আশা রাখি। তিনি বললেন, তোমার কি পিতা-মাতার কেউ জীবিত আছে? সে বলল হ্যা উভয়ই জীবিত আছে। তিনি বললেন, এরপরও তুমি আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান আশা রাখ? তিনি বললেন ঃ পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাও,তাদের সাথে সদভাবে বসবাস কর।"[২৫৭] অন্য একটি হাদীসে পিতা-মাতার প্রতি সদব্যবহার 'ইবাদতের সাথে তুলনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মা-বাবার প্রতি সদাচারকারী সাওম পালনকারী ও নামায আদায়কারীর মত।"[২৫৮]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "পিতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর পিতার অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টি।"[২৫৯] অর্থাৎ পিতা-মাতার খুশি-না খুশির উপর নির্ভর করে আল্লাহর খুশি-নাখুশি। তাদের অসন্তুষ্ট করে দুনিয়া আখেরাতে কিছুই পাওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিরস্কার করে বলেন, "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি মলিন হোক, যে তার মাতা-পিতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল উভয়কে অথবা একজনকে অথচ সেবা করে জান্নাতে যেতে পারল না।"[২৬০] মাতাপিতার অবাধ্যতা গুনাহসমূহের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ মায়েদের অবাধ্যতা হারাম করে দিয়েছেন।"[২৬১] হাদীসে পিতার চেয়ে মাতার প্রতি কর্তব্য বেশি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাকে আমি বেশি বদান্যতা দেখাব? তিনি বললেন, তোমার মা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম তারপর কে? তিনি আবারও বললেন, তোমার মা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম তারপর কে? তিনি বললেন তোমার মা। আমি বললাম তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা।"[২৬১]

পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে গালি দেয়, আল্লাহ তাকে অভিশাপ করেছেন।"[২৬২] ইসলামে মাতা-পিতার গুরুত্ব এতই বেশি যে তাদের বর্তমানে অবর্তমানে তাদের বন্ধু-বান্ধবের সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর কাজ হলো, পিতার বন্ধুদের সাথে সন্তানের সম্পর্ক রক্ষা করা।"[২৬৩] পিতার বন্ধু-বান্ধব পিতার মতই শ্রদ্ধার পাত্র। অপর হাদীসে এসেছে, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশ্‌ত।"[২৬৪] নাসাঈ শরীফে হযরত আবু দারদা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমার ইচ্ছা এটাকে হিফাযত কর না হয় বিনষ্ট কর।"[২৬৫] তিনি আরও বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক কি? তিনি বললেন, "তাঁরা উভয়ই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।"[২৬৬]

২৫৬.ইমাম মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া আন-নববী, *রিয়াদুস সালেহীন*, প্রাগুক্ত, খ.১, হাদীস নং ২৬, পৃ.৪৭
২৫৭.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং-৬
২৫৮.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ.৩৫১
২৫৯.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *জামি' উত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, বাব নং-৩
২৬০.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং-৮
২৬১.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং-১,২
২৬২.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১০৮, ৩০৯, ৩১৭
২৬৩.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং-১১, ১৩
২৬৪.ড.শাহ মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত,খ. ১, পৃ. ১৪৮
২৬৫.মুফতি মুহামম্মাদ শফি (র.) তাফসিরে মা'রেফুল কুর'আন, (সংক্ষিপ্ত) অনুবাদ ও সম্পাদনা,মাওলানা মহিউদ্দিন খান,খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুর'আন প্রকল্প, মদিনাঃ ১৪১৩ হি. পৃ.৭৭১
২৬৬.মুফতি মুহাম্মদ শফি (র.) তাফসিরে মা'রেফুল কুর'আন, প্রাগুক্ত

হাদীসে আরও এসেছে "যে ব্যক্তি পিতা-মাতার আনুগত্য করে তার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা হয়। যদি আনুগত্য না করে অবাধ্য হয় তাহলে জাহান্নামের দুটি দরজা খোলা হয়। যদি তাদের একজন বেঁচে থাকে তাহলে একটি দরজা জান্নাতের অথবা জাহান্নামের খোলা হয়।"[২৬৭] বৃদ্ধকালে পিতা-মাতার অসহায় অবস্থায় এবং মৃত্যুর পর

Dhaka University Institutional Repository

নিজের শৈশবের কথা চিন্তা করে রহমতের আবেগে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা কর্তব্য যা আল্লাহ-ই শিখিয়ে দিয়েছেন। "হে আমার প্রতিপালক! শৈশবে আমাদেরকে যেমন আদর-স্নেহও রহমত দিয়ে লালন পালন করেছে তেমনিভাবে তুমি তাদের উপর রহম কর।"[২৬৮] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে আমার পিতা-মাতাকে ও বিশ্বাসী নর-নারীকে হিসাবের দিনে ক্ষমা করে দিও।"[২৬৯]
আমাদের দেশে বেশ অনেকদিন ধরেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সন্তানেরা বিশেষ করে ছেলেরা বার্ধক্যে পিতা-মাতার আনুগত্য তো দূরের কথা; বরং তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে। সেবা তো করেই না, উপরন্তু পিতা-মাতাকে গালি দিচ্ছে, মারধোর করছে, বাড়ি থেকে বের পর্যন্ত করে দিচ্ছে এমনকি সম্পদের সার্থে পিতা-মাতাকে খুন পর্যন্ত করছে। পত্রিকার পাতা খুললেই বাবা-মায়ের খুনের সংবাদ পাওয়া যায়। গত ২৫/৭/২০১১ তারিখে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় প্রকাশিত 'দুই ছেলের হাতে মা খুন' শিরোনামে সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়, "সিরাজগঞ্জ সদরের ওয়াবদা বাঁধ এলাকার জুরান আলীর সাথে ২৬ বছর আগে কহিনুর (৪০) বিয়ে হয়। কোন কারণে স্বামীর সাথে বনিবনা না হওয়ায় ৫ বছর আগে তালাক প্রাপ্তা হয়ে ছেলেদের সাথে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু কিছুদিন আগে কহিনুর দ্বিতীয় বিয়ে করলে তার দুই ছেলে করিম ও সালাম মায়ের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে মা কহিনুরকে হত্যা করে।"[২৭০]

গ্রামে গরিব পিতা-মাতা কোন উপায় অন্তর না পেয়ে ভিক্ষা করছে আর শহরে ধনী পরিবারে পিতা-মাতাকে বোঝা মনে করে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে, যা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক। সেখানে ছেলেরা দেখতে পর্যন্ত যেতে চায় না এবং ভরণ-পোষণও দেয় না। ইসলাম বার্ধক্যে পিতা-মাতার দেখাশুনা, ভরণ-পোষণ দেওয়া সন্তানের উপর ফরয করেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার ছেলেদের প্রতি পিতা-মাতাকে ভরণ-পোষণ দেওয়ার ব্যাপারে আইন করেছে। গত ২৯/৩/২০১২ তারিখে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় 'মাতা-পিতার ভরণ-পোষণে কেন আইন হবে না?' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে,বয়স্ক পিতা-মাতার ভরণ-পোষণে সন্তানদের দায়িত্ব-কর্তব্য নিশ্চিত করতে কেন আইন প্রণয়নের নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে মহামান্য হাইকোর্ট। এক রীট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের বিচারপতি মোহাম্মদ ও খসরুজ্জামান গতকাল এ আদেশ দেন। আদালত আইন মন্ত্রণালয় ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে তিন সপ্তাহের সময় বেঁধে দিয়েছেন। গাজীপুরের বয়স্ক পূণর্বাসন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এ্যাড: ফরিদজ্জামান এ রিটটি করেন।"[২৭১]

সে অনুযায়ী গত ২৪/১০/১৩ তারিখে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ সন্তানের জন্য বাধ্যতামূলক করে সংষদে আইন পাশ হয়। যা বাংলাদেশ টেলিভিশনে সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়। 'মাগুরায় ছেলের হাতে বাবা, লালমনিরহাটে স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে, মাগুরা সদর উপজেলার বরাইচারা গ্রামের হোসেন মোল্লার (৬০) দুই ঘরের মোট ৬ সন্তান। এই বৃদ্ধ বয়সে পরবর্তীতে ছেলেদের মধ্যে গোলমাল না হওয়ার জন্য জীবিত অবস্থায়ই মৌখিকভাবে সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করে দেন এই শর্তে যে, যতদিন তারা বাঁচবে ততদিন ছেলেরা তাদের প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণ দেবে। কিন্তু গত ২৮/৩/২০১২ তারিখ দুপুরে হোসেন মোল্লা তার দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে শামীম ও কামালের কাছে ১ মণ গম চাইলে শামীম তা দিতে অস্বীকার করে এবং এ নিয়ে বাবা ছেলের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। এক পর্যায় শামীম লাঠী নিয়ে বাবাকে বেধরক পিটিয়ে মারাত্মক জখম করে। পরে বাবা হোসেন মোল্লাকে গুরুতর আহত অবস্থায় মাগুরা সদর হাসপাতালে নিলে রাতে ডা. তাকে মৃত ঘোষণা করে।"[২৭২]

২৬৭.তাফসিরে মা'রেফুল কুর'আন, প্রাগুক্ত
২৬৮.আল-কুর'আন, ১৭: ২৪, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً
২৬৯.আল-কুর'আন, ১৪: ৪১, رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
২৭০.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ২৫/৭/২০১১, পৃ.৫
২৭১.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ২৯/৩/২০১২, পৃ.১২
২৭২.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ২৯/৩/২০১২, পৃ.১১

অসুখী দাম্পত্য জীবনের অকল্যাণকর দিক

ঝগড়া-ঝাটি

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বন্ধুত্বের সম্পর্ক, প্রেমের সম্পর্ক, সঙ্গী-সাথীর মধুর সম্পর্ক। ঝগড়া-ঝাটি, তিক্ততার সম্পর্ক নয়, ঠুনকো বা ক্ষণস্থায়ী সম্পর্কও নয়; বরং আনন্দের ও স্থায়ী সম্পর্ক। পৃথিবীতে এমন কোন পরিবার নেই যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-প্রীতির পাশাপাশি মান-অভিমান নেই। তবে সে অভিমান যদি জিদ ও হঠকারিতার পর্যায়ে চলে যায়, তাহলে সেখানে আর বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকবে না; বরং কুড়োক্ষেত্র তৈরি হবে। ইদানিং কালে বেশ লক্ষণীয় যে, দেশের প্রায় পরিবারেই ঝগড়া-বিবাদের মাত্রা বেড়েই চলছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে ঝগড়া-বিবাদ না করে ধৈর্যের পথে চলতে হবে। নচেৎ দাম্পত্য জীবনের গন্ডি বিষাক্ত হয়ে যাবে। তখন পরিবারে আর শান্তি থাকবে না। একটু আধটু কথাকাটাকাটির জন্য ধৈর্যই উত্তম। "তার বদলে রাগ করে মুখ ভার করে, তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-ঝাটি করে গোটা পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলা কখনও উচিত নয়।"[২৭৩]

পক্ষান্তরে "স্বামী-স্ত্রী পরস্পর যখন পরস্পরের প্রতি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে তখন তাদের প্রতি মহান আল্লাহ বিশেষ রহমতের দৃষ্টি দেন।"[২৭৪] অনেক সময় তুচ্ছ ব্যাপারেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হয়ে থাকে। যা ইসলাম কখনই অনুমোদন দেয় না। ইসলামী নীতি অনুযায়ী বর্তমানে স্বামীকে পরিবারের কর্তা হিসেবে স্ত্রীকে মেনে নিতে হবে। যদি তা না করা হয় অন্যদিকে স্বামী তার স্ত্রীর কথার মূলায়ন না করে,এর ফলে ঝগড়া-ঝাটি এমন পর্যায় চলে যেতে পারে যে, হাতাহাতি, পরে মারামারি,এমনকি খুনের ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। যা বাংলাদেশে অহরহ দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এ জন্য ইসলাম এটিকে হারাম ঘোষণা করেছে। ঝগড়া-বিবাদের পরিণাম এতই মারাত্মক যে, এর ফলে একটি জাতি ধংস হয়ে যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হিদায়েতের পর ঝগড়া-ঝাটিই শুধু কোন জাতির সর্বনাশ ডেকে আনে।"[২৭৫]

একটি দীর্ঘ হাদীসের মাধ্যমে ঝগড়া-ঝাটির অনেকগুলো পরিণাম জানা যায়। ওয়াসিলা ইবনুল আশফা আবু উমামা, আবু দারদা, আনাস ইবনে মালিক প্রমুখ সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন, "আমরা ইসলামের কোন একটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে আসলেন। তিনি রাগান্বিত হলেন যে, তিনি আর কখনও এত রাগান্বিত হননি। অত:পর আমরা পরস্পরকে তিরস্কার করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, থামো ওহে মুহাম্মাদের উম্মত! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ এই কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তর্ক-বিতর্ক ত্যাগ কর। কেননা তাতে খুব কমই উপকার হয়। ঝগড়া-ঝাটি করো না, কেননা ঝগড়া করা মুমিনের স্বভাব নয়। তর্ক-বিতর্ক ও কথা কাটাকাটি ত্যাগ করো, কেননা যে তা করে, তার বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়। ক্রমাগত তর্ক করতে থাকা খুবই গুনাহের কাজ। তর্ককারীর জন্য আমি কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবো না। যে ব্যক্তি ন্যায়ের পক্ষে থেকেও তর্ক পরিত্যাগ করে; আমি তার জন্য বেহেশতের তিনটি জায়গায় তিনটি বাড়ির নিশ্চয়তা দিচ্ছি। একটি বেহেশতের বাগানে আর একটি বেহেশতের মধ্যখানে,আর একটি বেহেশতের ওপরে। তোমরা ঝগড়া-ঝাটি করো না; কেননা আমার প্রভু আমাকে মূর্তি পুজার পর সর্বপ্রথম যে কাজ থেকে নিষেধ করেছেন,তাহলো ঝগড়া-ঝাটি ও তর্ক-বিতর্ক।"[২৭৬]
ঝগড়াকারীদের আল্লাহ ঘৃণা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "প্রবল ঝগড়াটে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত।"[২৭৭] ঝগড়াটে ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমাও করবেন না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

২৭৩. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী, ১৯৮৩ খ্রি.ইফাবা, পৃ.১৯৯
২৭৪. মাওঃ আশরাফ আলী থানবী, *বেহেশতী জেওর*, ৪র্থ খ. (অনুবাদ-মাও. শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) এমদাদীয়া পুস্তকালয়, ঢাকাঃ ২০০৪ খ্রি. পৃ.২৩
২৭৫.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাযা*, দেওবন্দঃ আল মাকতাবাতুর রহিমীয়া, ১৯৬৫ খ্রি. মুকাদ্দামা, বাব-৭
২৭৬.হাফেজ মুহাম্মদ যাফিউদ্দিন আব্দুল আলীম বিন আব্দুল কাওয়ী আল মুনযেরী, *আত-তারগীব ওয়াত তাহযীব*, ১ম খ. ঢাকাঃ হামসা প্রকাশনী, ২০০০ খ্রি. পৃ.৯৮
২৭৭.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং-৫

বলেন, "আল্লাহ মুশরিক ও ঝগড়াকারী ব্যতীত সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেবেন।"[২৭৮] তিনি আরও বলেন, "ঝগড়াকারী ছাড়া আল্লাহ সকলকে মাফ করে দিবেন।"[২৭৯] ঝগড়া করা কোন মুসলমানের কাজ নয় এটি মুনাফিকের কাজ। বিশেষ করে ঝগড়া করার সময়ে তারা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে থাকে। মহানবী মুনাফিকদের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ

করেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মুনাফিকের চারটি বৈশিষ্ট্য। কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি ভংগ করে, আমানতের খিয়ানত করে এবং ঝগড়ার সময় অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে।"[২৮০] ঝগড়া-ঝাটিতে শুধু দাম্পত্য জীবনেরই ক্ষতি হয় না; বরং গোটা মানবতারই ক্ষতি হয়। হাদীসে ঝগড়াকারীদের থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা ঝগড়াকারীদের সাথে উঠাবসা করবে না।"[২৮১]

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে ইসলামে তার সুষ্ঠু সমাধান রয়েছে। ঝগড়া-ঝাটিতে এর সমাধান তো হবেই না; বরং আরও বাড়বে। এতে যেমন নিজেদের অকল্যাণ হয়,তেমনি ছেলে-মেয়ে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও প্রভাবিত হয়। এমনকি প্রতিবেশীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে তা উপস্থাপন কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। এটি উত্তম এবং প্রকৃষ্টতর।"[২৮২] অর্থাৎ ইসলামের বিধানের উপর ছেড়ে দিতে হবে। ঝগড়া-ঝাটির এক পর্যায়ে স্বামী স্ত্রীকে, আবার স্ত্রী স্বামীকে গালমন্দ করে থাকে; যা নিষিদ্ধ। হাদীসে এসেছে, হযরত মু'আবিয়া কুশাইরি (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (স.) কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স.) আমাদের স্ত্রীদের উপর কী কী হক রয়েছে? তিনি জবাবে বলেন, তুমি যখন যা খাবে, স্ত্রীকেও তা-ই খেতে দেবে, যা পরবে, তাকেও তা-ই পরতে দেবে, আর মুখের উপর মারবে না, তাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দিবে না এবং ঘরের ভিতরে তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করবে না।"[২৮৩]

ঝগড়া-ঝাটি থেকে বাঁচতে হলে অনুরূপভাবে স্ত্রীকেও সমঝোতা করে চলতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর বদমেজাজী ও তার প্রত্যাখ্যান উপেক্ষা অবহেলা দেখতে পায় আর তার পরিমণাম ভাল না হওয়ার আশংকা করে, তাহলে উভয়ের যে কোন শর্তে সমঝোতা-সন্ধি-মীমাংসাই অত্যন্ত কল্যাণকর।"[২৮৪] ঝগড়া-ঝাটির পরিণাম যে কত ভয়াবহ বাংলাদেশে তার দু'একটি উদাহরণেই অনুমান করা যায়। "দিনাজপুরের এক কলেজের শিক্ষক তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়ার এক পর্যায়ে মারধোর করে। পরে তার পিটনির কারণে স্ত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যায়। তার স্ত্রীর নাম সখিনা আক্তার। পুলিশ ঐ শিক্ষকের স্ত্রীর লাশ উদ্ধার করে থানায় রাখে।"[২৮৫] এদিকে সিলেটের বিয়ানী বাজারে এক পাষান্ড স্বামী তার স্ত্রীকে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ করে। "পৌর এলাকার মুরাকিব আলীর পুত্র এনাম উদ্দিন (৩২) এর সাথে ২০০২ সালে পারিবারিক সমঝোতায় আয়েশা নামে (২২) মেয়ের সাথে বিয়ে হয়। বর্তমানে তার দু'টি সন্তান রয়েছে। রমজান মাসে রোজা রাখাকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে প্রথমে ঝগড়া হয়। পরে এক পর্যায়ে এনাম উত্তেজিত হয়ে স্ত্রীকে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে নিজেই থানায় আত্মসমর্পণ করে।"[২৮৬] এরূপ দাম্পত্য জীবন কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না।

অশ্লীলতা বৃদ্ধি

অসুখী দাম্পত্য জীবনের অন্যতম ক্ষতিকর দিক হলো অশ্লীলতা বৃদ্ধি। যা অশালীন তা-ই অশ্লীল। সুস্থ ও দুর্নীতিমুক্ত

২৭৮.ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী,*আসসুনান লিবন মাযা*,প্রাগুক্ত,কিতাবুল ইকামাত,বাব নং ১৯১
২৭৯.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.২৬৮
২৮০.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান , হাদীস নং-১০৬
২৮১.ইমাম দারেমী, *সুনান*, মুকাদ্দামা, কানপুরীঃ ১২৯৩ হি. দারু ইহইয়ায়িস সুন্নাতিন্নাবাবিয়্যা, (বৈরুতঃ ১৮৭৬ খ্রি.) মুকাদ্দামা, বাব.২৩
২৮২.আল-কুর'আন, ৪ঃ ৫৯, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ
২৮৩.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন-২০০০ খ্রি. পৃ.৪০৮
২৮৪.আল-কুর'আন, ৪ঃ ১৯, وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً
২৮৫.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনপত্রিকা*, তারিখ. ৯/৮/২০১১, পৃ.৯
২৮৬.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১০/৮/২০১১, পৃ.৯

সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে দাম্পত্য জীবনে শালীনতার আবশ্যকতা ও গুরুত্ব অপরিসীম। "ইহার মাধ্যমেই পরিবারের স্থায়িত্ব ও পবিত্রতা রক্ষা পায়। ইহা যথাযথভাবে রক্ষিত না হইলে একদিকে পরিবারের পবিত্রতা ও শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয় এবং অপরদিকে পরিবার ও সমাজকে সুস্থ আদর্শে গঠন সম্ভব হইয়া উঠে না। সুতরাং শালীনতাই আদর্শ পরিবার ও

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান।"[২৮৭] দাম্পত্য জীবনে যে কোন কারণেই হোক যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গড়মিল দেখা দেয়, ঝগড়া-বিবাদ হয়, তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ই কিংবা শুধু স্বামী বা শুধু স্ত্রী অশালীন কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে। পবিত্র কুর'আনে এসব অশ্লীল-অশালীন কাজে জড়িয়ে না পড়া তথা শালীনতা সংরক্ষণের জন্য মানুষদেরকে দৃষ্টি সংযত, গুপ্তাঙ্গের হিফাযত, ও নারী-সৌন্দর্য প্রদর্শন না করার জন্য আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "বলুন, মুমিন পুরুষদেরকে তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত এবং গুপ্তাঙ্গকে হিফাযত করে। এটি তাদের জন্য পবিত্রতর পথ। তারা যা কিছু করে আল্লাহ অবগত।"[২৮৮]

নারীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, "মুমিন নারীদেরকে বলুন! তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে, যৌন অঙ্গকে হিফাযত করে ও যা স্বত: ই প্রকাশ হয়ে পড়ে তা ব্যতীত তাদের জীনাত অর্থাৎ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দিয়ে আবৃত করে।... তারা যেন পথ চলার সময়ে এমন পদধ্বনী না করে: যাতে তাদের অপ্রকাশিত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে।"[২৮৯] আয়াতে নারী-পুরুষ উভয়কেই দৃষ্টি সংযত ও যৌনাঙ্গকে হিফাযতের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নারীদেরকে অতিরিক্ত আরও বলা হয়েছে তারা যেন সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। কিন্তু অসুখী দাম্পত্য জীবনে নারী শান্তির খোঁজে যদি ঘরের বাইরে গমন করে পর্দাহীন অবস্থায় দিনাতিপাত করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে এর মাত্রা আরও বেড়ে যায়,সেক্ষেত্রে শয়তান মন্দ কাজ করানোর জন্য তার পিছু লাগার আরও সুযোগ পেয়ে বসে। কারণ শয়তান মানুষের চির দুশমন। শয়তান যে সমস্ত মন্দ কাজের উদ্বুদ্ধ করে তার মধ্যে অন্যতম হলো অশ্লীলতা বা অশালীন কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহ সম্পর্কে যা জান না, এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়।" [২৯০]

হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) এর ছোট বোন হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) একদা এমন মিহি বস্ত্র পরিধান করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে আসলেন, যে কাপড়ের ভেতর দিয়ে তার দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ দেখা যাচ্ছিল। তৎক্ষণাত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেনঃ হে আসমা! সাবালিকা হওয়ার পর ইহা এবং ইহা ব্যতীত দেহের কোন অংশ অপরকে দেখানো কোর নারীর জন্য বৈধ নয়। এ বলে তিনি তার মুখমন্ডল ও হাতের কব্জির দিকে ইশারা করলেন।"[২৯১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকে সে সকল নারীর ওপর আল্লাহর অভিশাপ।"[২৯২] তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি কোন আজনবী-অপরিচিতা নারীর দিকে যৌন ললুপ দৃষ্টিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিয়ামতের দিন তাহার চোখে উত্তপ্ত গলিত লৌহ ঢালিয়া দেওয়া হইবে।"[২৯৩] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কোন পুরুষ কোন পুরুষকে এবং কোন নারী কোন নারীকে যেন উলঙ্গ অবস্থায় না দেখে।"[২৯৪] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "সাবধান! কখনও উলঙ্গ হইবে না। কেননা তোমাদের সঙ্গে যারা আছে তারা মলত্যাগ ও সহবাসের সময় ব্যতীত কখনই তোমাদের ত্যাগ করেন না।"[২৯৫]

২৮৭.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.১২৬

২৮৮.আল-কুর'আন, ২৪ঃ ৩০, قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

২৮৯.আল-কুর'আন, ২৪ঃ ৩১,... وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.

২৯০.আল-কুর'আন,২ঃ ১৬৮,১৬৯, يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

২৯১.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.১৩৪

১৯২.আব্দুল খালেক, নারী ও সমাজ, প্রাগুক্ত

২৯৩.আব্দুল খালেক, নারী ও সমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

২৯৪. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৩

২৯৫.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত

মহানবী (স.) আরও বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল তথা অশালীন পছন্দ করেন না।"[২৯৬] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীলতা পছন্দ করেন না এবং অশ্লীল ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন।" [২৯৭] অশ্লীলতা কবিরা গুনাহ। এর বিষাক্ত প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সমাজকে কলুষিত করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু

Dhaka University Institutional Repository

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কোন কিছুতে অশ্লীলতা বিদ্যমান থাকলে তা কলুষিত হয়।"[২৯৮] অশ্লীল বা অশালীনতার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। একটি আয়াতে প্রকাশ্য ও গোপনীয় এ দু ধরনেরে অশ্লীলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "প্রকাশ্যে হোক, আর গোপনে হোক, অশ্লীল কাজের নিকটেও যেও না।"[২৯৯] আল্লাহ পাক অন্য একটি আয়াতে বলেন, "আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহিলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না।"[৩০০] আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "পূর্ব দিনের জাহিলী যুগের সৌন্দর্য প্রদর্শনের মত সৌর্ন্দয প্রদর্শন করো না।"[৩০১] আল্লাহ পোশাক দিয়েছেন শালীন হওয়ার জন্য। অথচ সমাজে এ পোশাকেই অশালীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। আল্লাহ পাক বলেন, "হে আদম সন্তান আমি তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য ও বেশভুশার জন্য পোশাক দিয়েছি; এটি সর্বোৎকৃষ্ট, এটি আল্লাহর নিদর্শনের অন্যতম, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"[৩০২]

ইসলামে নারী-পুরুষের সতন্ত্র পোশাক রয়েছে। যেটি নারীর জন্য শালীন সেটি পুরুষের জন্য অশালীন। আবার যেটি পুরুষের জন্য শালীন সেটি নারীর জন্য অশালীন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ এমন পুরুষকে লা'নত করেছেন, যারা নারীদের পোশাক পরিধান করে।"[৩০৩] তিনি আরও বলেছেন, "আল্লাহ ঐ সব নারীদেরকে অভিশাপ করেছেন, যারা পুরুষের পোশাক পরিধান করে।"[৩০৪] পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর কারণে যদি সন্তানেরা অশালীন পোশাক-আশাক পরে, তাহলে তারা দায়ী থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি।"[৩০৫] আজকাল বাংলাদেশ সহ এ উপমহাদেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, "যে সব লোক বিশেষত: নারীদের মধ্যে যারা অশ্লীলতা প্রদর্শন করে বেড়ায়; তাদেরকেই বেশি উত্যক্ত (ইভটিজ) করা হয়। তারাই বেশি ধর্ষিতা হয়, তাদের উপরই এসিড নিক্ষেপের ঘটনা বেশি ঘটে।"[৩০৬]
বাংলাদশে বর্তমানে ইভটিজের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই ভ্রাম্যমান আদালত উত্যক্তকারীদের বিচার করছে; কিন্তু রোধ হচ্ছে না। এ ইভটিজ প্রতিরোধে আল্লাহ বলছেন, "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং অন্যান্য মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়; যাতে তাদেরকে চেনা সহজতর হয় এবং এর ফলে তাদেরকে উত্যক্ত (ইভটিজ) করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"[৩০৭] পরকালীন সুযোগ সুবিধা তাদের জন্য, যারা অশালীন ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহর নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে এবং তাদের

২৯৬.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ আলমাতবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া ১৩১৩ হি. খ.৫, পৃ.২০২
২৯৭.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১৬২
২৯৮.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *জামি'উত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, বাব নং-৪৭
২৯৯.আল-কুর'আন, ৬ঃ ১৫১, وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
৩০০.আল-কুর'আন, ৩৩ঃ ৩৩, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
৩০১.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১৯৬
৩০২.আল-কুর'আন,৭ঃ২৬, يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
৩০৩.ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস আস-সাজিস্তানী, *সুনানে আবু দাউদ*, কানপুরঃ আল-মাকতাবা আল-মজীদী, ১৩৭৫ হি. কিতাবুল লিবাস,বাব-২৮
৩০৪.আবু দাউদ, *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল লিবাস,বাব-২৭
৩০৫.আল-কুর'আন, ২৪ঃ ১৯, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
৩০৬.ড.মোঃ শামছুল আলম, *পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ-ঢাকা* বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ২০০৭ খ্রি প্রাগুক্ত,পৃ.১৩৭
৩০৭.আল কুর'আন,৩৩ঃ ৫৯, . يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيم

প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে, যারা গুরুতর অপরাধ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হলে ক্ষমা করে দেয়।"[৩০৮] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নারী ধরনের পুরুষ ও পুরুষ ধরনের নারীর ওপর অভিসম্পাদ।"[৩০৯] আরেকটি হাদীসে আছে, যেসব নারী পুরুষের বেশ ধরে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

Dhaka University Institutional Repository

তাদের ওপর লা'নত করেছেন।"[৩১০] তিনি আরও বলেন, "যে নারী স্বামীর বিনানুমতিতে গৃহের বাইরে যায়, সে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত ফেরেশতারা তাহার উপর লা'নত করিতে থাকে। তদুপরি মানুষ ও জ্বিন যে জাতির ব্যক্তির নিকট দিয়েই সে অতিক্রম করুককনা কেন, সকলেই লা'নত করতে থাকে।"[৩১১]

সামাজিক অনাচার-পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা

দাম্পত্য জীবনে সুখী না হতে পারলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কেউ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়তে পারে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে সংসারকে কুড়োক্ষেত্র বানানো হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়,কথাবার্তা বলাও বন্ধ হয়ে যায়। এতে করে স্বামী ও স্ত্রী নানা রকম অপরাধে লিপ্ত হয়ে যায়। যেসব পাপ কর্মে লিপ্ত হতে পারে তার মধ্যে সম্ভাবনাময় পাপ কর্মগুলো হলোঃ-

অসৎসঙ্গ

স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য জীবনে গড়মিল দীর্ঘস্থায়ী হলে তারা যে কোন অসৎসঙ্গ গ্রহণ করে পাপাচারে লিপ্ত হতে পারে। প্রবাদে আছে, 'সৎসঙ্গ স্বর্গ বাস, অসৎসঙ্গ সর্বনাশ'। দাম্পত্য বিবাদের কারণে তারা এ ধরনের সঙ্গ বেছে নেয়। ফলে অসৎ বন্ধুর প্রভাব তার জীবনে প্রতিফলিত হয়, এবং সর্বনাশ ডেকে আনে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের অনুসারী হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের কেউ বন্ধুত্ব করতে চাইলে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে তা যেন দেখে নেয়।"[৩১২] যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করবে, সে সেই জাতিরই অন্তর্ভূক্ত হবে।"[৩১৩] কোন ব্যক্তি হঠাৎ করেই কারো অনুসরণ করে না বা কারো দেখেই অনুকরণ করে না। বরং দীর্ঘদিন মেলামেশার পর প্রভাবান্বিত হয়েই তার বা তাদের অনুসরণ করে থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যারা আমাদের ছাড়া অন্যদের অনুসরণ করবে, তারা আমাদের কেউ না।"[৩১৪]

এ হাদীসে বলা হয়েছে বিজাতীয়দের অনুকরণ করা অপরাধ তথা পাপ। আর পাপীরাই এ কাজটি করে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সৎ বৈঠক ও সৎ বৈঠকের তুলনা হলো মিশ্‌ক বহনকারী ও কামারের ফুৎকারের ন্যায়।"[৩১৫] ইসলামে সৎ সঙ্গী গ্রহণের জন্য আহবান করা হয়েছে। পরকালে ভাল ও মুত্তাকী বন্ধু ছাড়া সকল বন্ধু পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হবে। এজন্য খোদাভীরু বন্ধু গ্রহণ করা উচিত।"[৩১৬] আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "বন্ধুরা সেদিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু মুত্তাকীরা ব্যতীত।"[৩১৭] যারা পাপ কাজে লিপ্ত থাকে তারাও ইসলামের শত্রু। বন্ধুত্ব গ্রহণের সময় দেখতে হবে, যেন মহান আল্লাহ ও মুসলমানদের শত্রু না হয়। আল্লাহ পাক বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।"[৩১৮] অন্য আয়াতে আল্লাহ

৩০৮.আল-কুর'আন, ৪২ঃ ৩৬,৩৭, فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

৩০৯.মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাযা*, দেওবন্দঃ আল মাকতাবাতুর রহমানিয়া, ১৩৮৫ হি.কিতাবুল ফিতান, বাব নং ১৯

৩১০.ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস আস-সাজিস্তানী, *সুনানে আবু দাউদ*, কানপুরঃ আলমাকতাবা আল-মজিদী, ১৩৭৫ হি. কিতাবুল লিবাস,বাব-২৮

৩১১.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত,পৃ.২৫৪

৩১২.ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস আস-সাজিস্তানী, *সুনানে আবু দাউদ,প্রাগুক্ত*, কিতাবুল লিবাস,বাব-১৬

৩১৩.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৫০

৩১৪.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *জামি'উত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইসতী'যান, বাব নং-৭০

৩১৫.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং-১৪৬

৩১৬.ড.মোঃ শামছুল আলম, *পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ-ঢাকা* বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ২০০৭ খ্রি, প্রাগুক্ত,পৃ.১৯৮

৩১৭.আল-কুর'আন, ৪৩ঃ ৬৭, الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

৩১৮.আল-কুর'আন, ৬০ঃ ১, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

তা'আলা যাদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না, তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। "হে ঈমানদাগণ! তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্যদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমদের ক্ষতি সাধন করতে কোন ত্রুটিই রাখবে না। যা তোমাদের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য কষ্টদায়ক, ক্ষতিকর, বিপদজনক তা-ই তাদের মনপুতঃ। তাদের শত্রুতা হিংসা-ক্রোধ তাদের মুখ থেকেই প্রকাশিত হয়েছে।"[৩১৯]

পরকীয়া প্রেম

বাংলাদেশে দাম্পত্য জীবনের সমস্যার মধ্যে অন্যতম হলো পরকীয়া প্রেম। দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে না পারলে স্বামী বা স্ত্রী পরকীয়া প্রেমে আসক্ত হয়। পরকীয়া প্রেম হলো স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত পর পুরুষ বা নারীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। স্বামী-স্ত্রীর গড়মিল দীর্ঘস্থায়ী হলে সাধারণত: এ ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়। বস্তুত পরকীয়া প্রেম মানেই হলো বিবাহিতদের ব্যভিচার। ইসলামে এটি শুধু হারামই নয়; বরং এর শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। ব্যভিচারের আরবি শব্দ যিনা। ইসলাম যিনা করা তো দূরের কথা,এর নিকটে যেতেও নিষেধ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা যিনা ব্যভিচারের নিকটেও যাবে না। কেননা তা নির্জ্জলতার কাজ এবং খুবই খারাপ পথ।"[৩২০] পরকীয়া ব্যভিচার এতই মারাত্মক যে, একটি দাম্পত্য জীবনকে মুহূর্তের মধ্যে চুরমার করে দিতে পারে। ইসলাম হচ্ছে আসমান থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ দ্বীন। "এ ব্যাপারে তা খুব বেশি কঠোরতা অবলম্বন করেছে, নিষেধ করেছে, হারাম ঘোষণা করেছে, এবং বংশ সংমিশ্রিত হওয়ার, বংশ বিনষ্ট হওয়ার, পারিবারিক ভাঙ্গন ও বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার, পারস্পরিক শুভ সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার, সংক্রামক ব্যধির প্রাধান্য সৃষ্টি হওয়ার, লালসা তীব্রতা বৃদ্ধির ও চরিত্র ধ্বংস হওয়ার সমস্ত কারণ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে।"[৩২১]

ব্যভিচারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "বালেগ ও বুদ্ধিমান দুইজন নারী ও পুরুষের বৈবাহিক বন্ধন ব্যতিরেকে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে এক জনের যৌনাঙ্গে অপরজনের যৌনাঙ্গ প্রবিষ্ট করানো হইলে তাহাকে যিনা (ব্যভিচার) বলে।"[৩২২] এটি এতই জঘন্যতম পাপ যে আল্লাহ যিনাকারীকে বায়াত করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ পাক বলেন, "হে নবী! এমন নারীগণ যখন তোমার নিকট এসে বাইয়াত করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে শিরক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না... তখন তাদের বায়াত গ্রহণ করাও।"[৩২৩] মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না"[৩২৪] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, " যিনাকারী যিনা অবস্থায় মুমিন থাকতে পারে না।"[৩২৫] মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ভাল থাকবে ও সুস্থ থাকবে যতক্ষণ তারা যিনা থেকে দূরে থাকবে। বিশেষ করে কোন জাতির মধ্যে জারজ সন্তান বেড়ে গেলে মানুষ আর ভাল থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমার উম্মত ততক্ষণ পর্যন্ত ভাল থাকবে যতক্ষণ তাদের মধ্যে ব্যভিচারী সন্তান বেড়ে না যাবে।" [৩২৬] ব্যভিচারের কারণে সমাজে মৃত্যুর হার বেশি হয়, কারণ এতে বিভিন্ন রোগ বিস্তার করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন "কখনো জাতির ভেতর যিনা ছড়িয়ে পড়লে তখন তাদের মধ্যে মৃত্যু বৃদ্ধি পায়।"[৩২৭] হাদীসে যৌনাঙ্গের সাথে যৌনাঙ্গে মিলনকেই শুধু যিনা বলেনি; বরং বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরোক্ষ কর্মও যিনার শামিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "জিহবার যিনা হলো পেতে চাওয়া।" [৩২৮]

৩১৯.আল-কুর'আন, ৩ঃ ১১৮, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

৩২০.আল-কুর'আন, ১৭ঃ ৩২, وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

৩২১.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী,*ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.২০০

৩২২.সম্পাদনা পরিষদ,*বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল, ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.৩২৪

৩২৩.আল-কুর'আন, ৬০ঃ১২, يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ

৩২৪.আল-কুর'আন, ২৫ঃ ৬৮, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً

৩২৫.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-১০০, ১০৪

৩২৬.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.২২২

৩২৭.মালিক ইবন আনাস, *মুয়াত্তা*, কায়রোঃ ১৩৭০ হি. (১৯৯৫ খ্রি.) কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং- ২৭

৩২৮.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৩১৭

শরী'আত শর্ত সাপেক্ষে পুরুষদেরকে একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। আবার সাংসারিক বনীবনা না হলে স্ত্রীকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ারও পথ বাতলে দিয়েছে যদিও ইসলামে এটি অতি ঘৃণিত কাজ। কাজেই শরী'আত সম্মত পথ থাকার পরও যদি দাম্পত্য জীবনে কলহের কারণে স্বামী-স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তার জন্য নির্বাসন আর বেত্রাঘাতে শাস্তি প্রয়োগ মোটেও যথেষ্ট নয়। "তাই বিবাহিত নর-নারী ব্যভিচার করলে তাহাদের জন্য প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড ইসলাম নির্ধারিত করিয়াছে। কারণ, এমন অপরাধকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে সমগ্র জাতি ও ভবিষ্যত বংশধরগণের ক্ষতি সাধন করা অপেক্ষা তাহাকে দুনিয়া হইতে অপসারণ করিয়া দিয়াই উত্তম।"[৩২৯] হাদীসে এসেছে, হযরত যাবির (রা.) হ'তে বর্নিত,আসলাম বংশের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এলেন এবং ব্যভিচার করছে বলে স্বীকারোক্তি করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি আবারও নিজের বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তিমূলক সাক্ষ্য দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি পাগল? লোকটি বলল না । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,তুমি কি বিবাহিত? সে ব্যক্তি বললেন হ্যাঁ। তারপর নবী করীম (স.) তাঁকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার আদেশ দিলেন এবং তাকে ঈদগাহ ময়দানে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হলো।"[৩৩০]

ইসলাম প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার পদ্ধতিও বলে দিয়েছে। "ব্যভিচার প্রমাণিত হইলে নারীর জন্য বক্ষস্থল পর্যন্ত গভীর গর্ত খনন পূর্বক ইহাতে প্রবেশ করাইয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে করিতে তাহাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু পুরুষের জন্য গর্ত করিতে হইবে না: বরং ভূমির উপর রাখিয়াই প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে করিতে জীবনের অবসান ঘটাইতে হইবে।"[৩৩১] এদিকে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ-অপবাদ দিলে অপবাদকারীকে আশিটি বেত্রাঘাত করার শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কারণ চারজন প্রত্যক্ষ স্বাক্ষীর দ্বারা ব্যভিচার প্রমাণিত হতে হবে। ইসলামে এ ধরনের শাস্তির বিধান রেখেছে শুধুমাত্র ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এটি কবিরা গুনাহ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা.) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো,কবিরা গুনাহ কি? তিনি বলেন,আল্লাহর সাথে কাউকে শিরক করা। জিজ্ঞাসা করা হলো তারপর কি? তিনি বলেন, তোমার সন্তান তোমাদের খাদ্যে ভাগ বসাবে এই ভয়ে তাকে হত্যা করা। জিজ্ঞাসা করা হলো তারপর কি? তিনি বলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।"[৩৩২] এছাড়াও এতে শারীরিক ক্ষতি অনেক। সিপিলিছ, গণেরিয়া, এমনকি এইডস এর মত মারাত্মক রোগও হতে পারে। সুতরাং সন্তানদের অনাগত ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে স্বামী-স্ত্রীর এহেন গর্হিত কর্ম থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়া

রাষ্ট্রীয় যতগুলো সমস্যা আছে তার মধ্যে দুর্নীতি প্রথম ও প্রধান সমস্যা। টিআইবি'র জরিপ মতে ২০০০-২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ দুর্নীতিতে বিশ্বে পর পর পাঁচবার প্রথম স্থানে ছিল। যদিও বর্তমানে ১০ম বা ১২ তম স্থানে অবস্থান করছে, যা কাম্য নয়। এটি সমাজ বা রাষ্ট্রের মেরুদন্ডকে ভেঙ্গে দেয়। দুর্নীতির ইংরেজী শব্দ Corruption । সুদ, ঘুষ, চুরি-ডাকাতি, প্রতারণা, মাদকাসক্তি ইত্যাদি সামাজিক অনাচারকে দুর্নীতি বলে। টি আই বি'র মতে, "Corruption is the abuse of public office for private gain. (ব্যক্তিগত লাভের জন্য গণপ্রশাসনের অপব্যবহারই দুর্নীতি।"[৩৩৩] ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞানী রামনাথ শর্মা বলেন, "In Corruption a person willfully neglected his specified duty inorder to have an undue advantage.
(অবৈধ সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলাই দুর্নীতি।"[৩৩৪]

৩২৯.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৩

৩৩০.আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহী আল-বুখারী*, কিতাবুর রজম বিল মুসাল্লা ও আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৩

৩৩১.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

৩৩২.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

৩৩৩. ড.মোঃ শামছুল আলম, *পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ-ঢাকা* বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ২০০৭ খ্রি.পৃ.১৩৩

৩৩৪.Ramnath sharma, *Indian social problems,* Media promoters and publishers pvt. Ltd.1982, p.101

চুরি (Theft)

দুর্নীতির আধুনিক পদ্ধতি চুরি-ডাকাতি,অপর নাম সুদ-ঘুষ, প্রতারণা, লুণ্ঠন অবৈধ মাদকদ্রব্য পাচার, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি। দাম্পত্য জীবনে সুখের জন্য চাপে পড়ে, অধিক বিলাসের জন্য স্বামী কিংবা স্ত্রী বাধ্য হয় দুর্নীতির আশ্রয় নিতে পারে। অথবা স্বামী নিজেই মাত্রাতিরিক্ত আরাম-বিলাসের জন্য দুর্নীতি করে। সে ক্ষেত্রে স্বামী চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ বা সমাজকর্মী যে কেউ হতে পারে। ইসলাম এ ধরনের সকল দুর্নীতিকে হারাম করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা আল্লাহর দেওয়া রিযিক হ'তে খাও, পান কর এবং পৃথিবীতে দুর্নীতিপরায়ণরূপে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।"[৩৩৫] দুর্নীতির একটি হলো চুরি। ইসলামে এটি বড় গুনাহ এর শাস্তিও ভয়াবহ-হাত কেটে দেওয়া। "কোন বালেগ ও বুদ্ধিমান যদি কমপক্ষে দশ দিরহাম বা সমমূল্যের কোন বস্তু কোন সংরক্ষিত স্থান হইতে চুরি করে তাহা হইলে তাহার হাত কাটা হইবে।"[৩৩৬]

অপর ধারায় আছে, কোন বালেগ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্তৃক অপরের দখলভুক্ত নিসাব পরিমাণ মাল সংরক্ষিত স্থান হইতে হস্তগত করাকে চুরি বলে। চুরি এমন এক অনাচার ও জঘন্য অপরাধ যে, এর মাধ্যমে মানুষের ঈমান বিপন্ন হয়ে পড়ে। মুমিনের জীবনে বেমানান ও শোভনীয় কাজগুলোর মধ্যে চুরি অন্যতম। হাদীসে এসেছে, চুরি করা অবস্থায় লোকটি আর ঈমানদার থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "চুরি করা অবস্থায় কেউ মুমিন থাকতে পারে না।"[৩৩৭] হাদীসে চুরি করা ও ব্যভিচারকে একই পর্যায়ের অপরাধের মধ্যে ফেলে বলা হয়েছে "তোমরা চুরি ও ব্যভিচার করো না।"[৩৩৮] চুরির ভয়াবহতার কারণে এর শাস্তিকে দৃষ্টান্তমূলক করা হয়েছে। এমনকি এ বিধানে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনরূপ বিভেদ করা হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন, "পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হস্তচ্ছেদন কর; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৩৩৯] তবে ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী আইনে দশ দিরহাম (টাকা) এর কম মূল্যের চুরির জন্য হাত কাটা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "এক দিনার বা দশ দিরহামের কমে হাত কাটা যাবে না।"[৩৪০]
ইসলাম অপরাধ ও অপরাধ প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করেছে। অপরাধীদের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে পরিবেষ্টিত করে দিয়েছে। তাই যে মাল অপহৃত বা চুরি করে আনা হয়েছে কিংবা মালিকের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে নিয়ে নেওয়া হয়েছে তা জেনে-শুনে ক্রয়-বিক্রয় করা মুসলমানদের জন্য জায়িয নয়। কেননা তা করা হলে অপহরণকারী, চোর ও ছিনতাইকারীকে তার কাজে সাহায্য করা হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি জেনে-শুনে চুরির মাল ক্রয় বিক্রয় করল, সে তার গুনাহ ও অন্যায় কাজে শরিক হয়ে গেল।"[৩৪১]

ঘুষ বা উৎকোচ (Bribery)

প্রচলিত অপরাধ গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো ঘুষ। সাংসারিক অভাব-অনটনে বা রাতারাতি ধনী হওয়ার আশায় ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় স্ত্রীর মন রক্ষার জন্য অনেক সময় এ গর্হিত দুর্নীতির কাজটি করার জন্য উৎসাহী হয় একজন অসুখী দাম্পত্য সদস্য। "বাতিল উপায়ে ও অন্যায়ভাবে লোকদের ধনমাল ভক্ষণ করার একটি পন্থা হলো ঘুষ। কেননা প্রভাব ও কর্তৃত্বসম্পন্ন বা সাধারণ দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে এ উদ্দেশ্যে ধনমাল দেওয়া যে, সে তার পক্ষে রায় দেবে, তার প্রতিপক্ষের উপর তাকে জিতিয়ে দেবে কিংবা তাকে কোন কাজ দেবে বা তার শত্রুর কাজকে বিলম্বিত করে দেবে-প্রভৃতি উদ্দেশ্যে তা-ই ঘুষ।"[৩৪২] সুতরাং এটি দুর্নীতি। শাসক-প্রশাসক বা তার সহকারীদের জন্যে ঘুষের পথ অবলম্বন

৩৩৫.আল-কুর'আন, ২ঃ৬০, كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ
৩৩৬.সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকাঃ পৃ.৩৬৩
৩৩৭.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, দিল্লী ঃ আলমাকতাবা রশীদয়িা ১৩৭৬ হি.(কায়রোঃ ১৯৫৬ খ্রি.) কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-১০০
৩৩৮.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৩৩৯,৩৪০
৩৩৯.আল-কুর'আন, ৫ঃ ৩৮, والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان لَهُ قَرِيناً فَسَاء قِرِيناً
৩৪০.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবা, বাব-আমার মিনাল বিতই,*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০০১,আবু দাউদ, *সুনান*, হাদীস নং-৩৬৮২,তিরমিযি, হাদীস নং-১৮৩৪
৩৪১.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী, এপ্রিল-১৯৯৫খ্রি.পৃ.৩৪২
৩৪২.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত,পৃ.৪২১

করাকে ইসলামে চিরতরে হারাম করেছে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,তোমরা তোমাদের ধনমাল পরস্পরে বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না, না প্রশাসকদের সামনে এ উদ্দেশ্যে পেশ কর যে, লোকদের ধন-মালের একাংশ তোমরা নিজেরা ভক্ষণ করবে পরের হক নষ্ট করে এবং জেনে শুনে।"[৩৪৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ঘুষ দেয় এবং যে ঘুষ খায়, উভয়ের উপরই আল্লাহ অভিসম্পাদ করেছেন।"[৩৪৪] তিনি আরও বলেছেন, ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহিতা ও উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী এ সকলের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন।"[৩৪৫] ঘুষের কুফল সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই দোযখের আগুনে জ্বলবে।"[৩৪৬]

ঘুষের কারণে প্রকৃত হকদার তার হক থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যজনকে প্রদান করা হয়। এটি ঘৃণ্য অপরাধ। ঘুষের কারণে পার পেয়ে যায়। মজলুম তার ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। যে সমাজে বা রাষ্ট্রে পদস্থ কর্মচারী-কর্মকর্তা ঘুষে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, প্রশাসনিক কাজে কোন অগ্রগতি হয় না। ঘুষ ছাড়া ফাইল নড়ে না। এটি বন্দুক ঠেকিয়ে টাকা আদায় করার চেয়েও ভয়ানক। এ জন্যে প্রশাসনিক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দায়িত্বে থাকা অবস্থায় কোন কোন উপঢৌকনও নেওয়া ঘুষের শামিল। মহানবীর যামানায় এক লোককে যাকাত-সাদকা আদায়কারী নিয়োগ করা হলে লোকেরা তাকে কিছু উপঢৌকন প্রদান করেন। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, এটি আমার হাদিয়া'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন, "তোমার কথাই যদি সত্য হয়; তাহলে তুমি তোমার বাড়িতে মা-বাবার কাছে বসে থাকতে, তখন দেখা যেত তোমাকে কে হাদিয়া দিচ্ছে?..।"[৩৪৭]

জুয়ার আসরে অংশগ্রহণ (Gambling)

জুয়ারী স্বামীর আচরণে বা দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী অসুখী তথা মনমালিন্যের কারণে পরস্পরে বিশেষত স্বামী মানসিক প্রশান্তির জন্য কাজের মধ্যে-জুয়ার আসরেও অংশগ্রহণ করে অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়তে পারে। এ জুয়া খেলাকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, যা ফৌজদারী দন্ডের আওতাভূক্ত। ইসলামে বেশ কিছু খেলাকে জায়িয মনে করলেও জুয়া খেলাকে হারাম করেছে। "জুয়াকে অর্থোপার্জনের উপায় হিসেবে যেমন গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য জায়িয নয়; তেমনি তাকে খেলা, মনের সান্ত্বনা, পরিতৃপ্তি ও অবসর বিনোদনের উপায়রূপেও গ্রহণ করা যেতে পারে না।"[৩৪৮] পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মুমিনগণ! মদ্য, জুয়া, বলিদানের স্থান ও পাশা-ছক্কা-এসব অপবিত্র মলিনতা, পঙ্কিল, শয়তানের কাজ। এ গুলো পরিহার কর; যেন তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পার।"[৩৪৯] জুয়াকে আরবিতে 'মায়সির' 'কিসার' বলা হয়। বস্তুত মায়সির বা কিসার এমন খেলাকে বলা হয়,যা লাভ ও ক্ষতির মধ্যে আবর্তিত থাকে। অর্থাৎ যার মধ্যে লাভ বা ক্ষতি কোনটাই স্পষ্ট নয়।"[৩৫০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কেউ যদি তার স্বামীকে বলে, এসো জুয়া খেলব। তাহলে (কাফ্ফারা স্বরূপ) সাদকা করা তার উপর অপরিহার্য।"[৩৫১]

জুয়ার কয়েকটি ক্ষতিকর দিক হলো এই ঃ-

৩৪৩.আল-কুর'আন, ২ঃ ১৮৮, وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

৩৪৪.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, দিল্লীঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া,১৩৭৬ হি. (কায়রোঃ ১৯৫৬ খ্রি.) কিতাবুল ঈমান, বাব নং-১৪৭

৩৪৫.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত,পৃ.৪২১

৩৪৬.ড. শাহ মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়-সমাজ জীবনে ইসলাম, পৃ.২০৫

৩৪৭.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত,পৃ.৪২৩

৩৪৮.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৮৬

৩৪৯.আল-কুর'আন, ৫ঃ৯০, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

৩৫০.সম্পাদনা পরিষদ.*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,অধ্যায়.পারিবারিক জীবন, জুন, ২০০০ খ্রি.পৃ. ৫১৬

৩৫১.সম্পাদনা পরিষদ.*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৭

১.জুয়া খেলায় বিজয়ী ব্যক্তি শুধু লাভবানই হয়; আর পরাজিত ব্যক্তি শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে পরাজিত জুয়ারী ঘরবাড়ি পর্যন্ত বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে যায়।
২.জুয়া খেলোয়ার বিনা পরিশ্রমের কারণে দিন দিন অলস হয়ে পরে। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন উন্নয়নমূলক কাজে অবদান রাখতে পারে না।
৩.মদের মত জুয়ায়ও পরস্পরের মধ্যে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। এমনকি খুন-খারাবির ঘটনাও ঘটে।
৪.জুয়ারী ব্যক্তি জুয়ার নেশায় সর্বদা ব্যস্ত থাকে। ফলে স্ত্রী সন্তান ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নিতে সে পারে না। সর্বদা নিজেকে আড়াল করে রাখে।
৫.সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর দিক হলো, সে নিজেকে আল্লাহ বিমুখ করে রাখে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক 'ইবাদত থেকে সে গাফিল হয়। ফলে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে দুর্বিসহ পরিবেশ এবং সর্বনাশ ডেকে আনে জীবনের।"[৩৫২]

বর্তমানে আধুনিক জুয়া হলো বিভিন্ন ধরনের লটারী। একে সাধারণ জিনিস মনে করা এবং জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও মানবিক স্বার্থের নামে লটারীকে জায়িয মনে করা কোনক্রমেই সহীহ কাজ হতে পারে না। জুয়া-লটারী সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে।

মাদকদ্রব্য সেবন (Drug Addiction)

দাম্পত্য জীবনে অসুখী হলে বিশেষত: স্বামী মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে মাদকদ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। যা সচারাচর দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া বিবাদ বা কলহের কারণে স্বামী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরে। সাথে সাথে সন্তানাদিও মাদকাসক্ত হতে পারে। বাংলাদেশের বেশকিছু পরিবারে এসব ঘটতে দেখা যায়। বাবা-মা'র মনের গড়মিল দেখে সন্তানাদিও সঠিক রাস্তা থেকে সরে বিপথগামী হয় এবং এ ধরনের অপরাধ কর্মের সাথে জড়িয়ে পড়ে। ইসলাম মানবতার রক্ষা কবচ। ইসলাম মানব স্বভাব বিরুদ্ধ যাবতীয় বিষয়কে অবৈধ ঘোষণা করেছে। মাদকাসক্তি যা মানব প্রকৃতি ও স্বভাব বিরুদ্ধ; যা মানুষের দৈহিক তথা মানসিক, আধ্যাত্মিক, আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক তথা সর্বদিক দিয়েই অনিবার্য ধ্বংসকারী তা থেকে ইসলাম মানুষকে বিরত থাকার আহবান জানিয়েছে এবং এর উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে। মাদকদ্রব্যের আরবি প্রতিশব্দ 'খামর'। উহার অর্থ-সমাচ্ছন্ন করা, ঢাকিয়া দেয়া, কোন বস্তুর সহিত মিশিয়া গিয়া ক্ষতির কারণ হওয়া। এই সকল অর্থের সহিত সম্পর্কিত হওয়ার কারণে মদ ও শরাবকে 'খামর' বলা হয়। পারিভাষিক অর্থে- "যে সকল বস্তু সেবনে মাদকতা সৃষ্টি করে এবং বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে অথবা বোধ শক্তি উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাহাকে মাদকদ্রব্য বলে।"[৩৫৩]

অন্যভাবে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার মতে, যে দ্রব্য সেবনে মানুষের শারীরিক মানসিক অবসন্নতা দেখা দেয় এবং ব্যথা উপশম হয় তাই মাদকদ্রব্য।"[৩৫৪] "মাদকাসক্তি একটি জঘন্যতম বদঅভ্যাস এবং অমার্জনীয় অপরাধ। এটি একটি অসংখ্য পাপকার্য, যা অপরাধ ও অসামাজিক কর্মের মূল। সাধারণত নেশা জাতীয় পানীয় বস্তুকে মদ বলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মুমিনগণ! মদ,জুয়া, বলিদানের স্থান ও পাশা ছক্কা এসব অপবিত্র। মলিনতা পঙ্কিল শয়তানের কাজ, এগুলো পরিহার করো; যেন তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পার"[৩৫৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মদ বা মাদকদ্রব্য তা-ই ; যা জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত করে।"[৩৫৬] তিনি আরও বলেন, "নেশা জাতীয় যে কোন দ্রব্যই মাদক, আর যাবতীয় মাদকদ্রব্যই হারাম।"[৩৫৭] হাদীসে এসেছে, "প্রতিটি নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম।"[৩৫৮]

৩৫২.সম্পাদনা পরিষদ.*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮
৩৫৩.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত,পৃ.২৭৫
৩৫৪.এম এমদাদুল হক, *মাদকাসক্তি: জাতীয় বিশ্বপরিপ্রেক্ষিত*, ঢাকাঃ ছায়া প্রকাশনী, ১৯৯৩ খ্রি, পৃ.২৪
৩৫৫.আল-কুর'আন, ৫ঃ ৯০, إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ
৩৫৬.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল তাফসীর, হাদীস নং-৩২
৩৫৭.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবা, হাদীস নং-৬৭,৬৮
৩৫৮.ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস আস-সাজিস্তানী, *সুনানে আবু দাউদ,প্রাগুক্ত*, কিতাবুল আশরিবা,বাব-৫

"মদ বা সুরা বলা হয় এমন এক এ্যালকোহলীয় পদার্থ,যা পান করা হলে নেশাগ্রস্ত হতে হয়।"[৩৫৯] বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে মাদকাসক্তি হচ্ছে এক ধরনের অবিরাম প্রক্রিয়া বা পর্যায়ক্রমিক নেশাগ্রস্ত অবস্থা; যাতে বাধ্যতামূলকভাবে ঐ মাদক সেবন করা দরকার হয় ও ক্রমাগত মাদকের মাত্রা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়, নিজের প্রয়োজনের তাড়নায় বৈধ বা অবৈধ যে কোন উপায় মাদক সংগ্রহ করতে হয়। শারীরিক,মানসিক বা উভয় ভাবে এই মাদকের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমবর্ধমান আকারে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে।"[৩৬০] এ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ মূলনীতি। হযরত উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দানকালে এ নীতি ঘোষণা করেছিলেন। এ কথার আলোকে কুর'আনে ব্যবহৃত 'খামর' শব্দের তাৎপর্য বোঝা যায় এবং এ ব্যাপারে কোনরূপ শোবাহ-সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এ থেকে অকাট্যভাবে জানা গেল, যে দ্রব্য মানুষের বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে অনুভূতি ও বিচার-বুদ্ধি, বোধ শক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে শক্তি হরণ বা কোনরূপ প্রভাবিত করে; তাই 'খামার' বা সুরা (মদ) নামে অভিহিত। আর আল্লাহ ও রাসূল (স.) সে জিনিসকেই চিরতরে হারাম করেছেন।"[৩৬১] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মস্তিষ্ক বিকৃত করে এমন সকল পানীয় হারাম।"[৩৬২] অনেক সময় দেখা যায় যে,দাম্পত্য কলহের কারণে স্বামী স্ত্রীর ওপর রাগ করে নেশা পান করে মাতাল অবস্থায় বাড়িতে ফিরে বাড়ির লোকজনদের সাথে খারাপ আচরণ করে। বাংলাদেশের সমাজে বাস্তবেও তাই দেখা যায় যা মুসলিম সমাজে একেবারেই অনাকাঙ্খিত।

মাদকদ্রব্য দু'ধরনের হয়ঃ-

১. প্রাকৃতিক ২. রাসায়নিক। প্রাকৃতিক যা তা হলোঃ- প্রাকৃতিক গাছ-গাছালি থেকে আসে। যেমন-তাড়ি,আফিম, গাঁজা, ভাঙ্গ, চরস, হাশিশ, মারিজুয়ানা, ইত্যাদি। রাসায়নিকভাবে যেমন-হেরোইন, মরফিন, কোকেন,প্যাথেডিন, ফেনসিডিল, সঞ্জিবনী সুরা, এ্যালকোহল, ইয়াবা ট্যাবলেট ইত্যাদি। এসব প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক যে প্রকারেরই হোক তা কম-বেশি ইসলামে হারাম। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যার বেশি অংশ নেশাগ্রস্ত করে তার কম অংশও হারাম।"[৩৬৩] তিনি আরও বলেন, "নেশা জাতীয় যে কোন দ্রব্য মদ, আর যাবতীয় মদই হারাম।" [৩৬৪] মদের নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার সাথে সাথে সাহাবীগণ মদকে ঢেলে দেন এবং মদের পাত্রগুলো ধ্বংস করেন। এমনকি যে পাত্র ঠোঁটে স্পর্শ অবস্থায় ছিল ঐ অবস্থায়ই তারা পেয়ালা দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা মদ প্রবাহিত করে দাও, আর পাত্রগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।"[৩৬৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "তোমরা উন্মাদনা সৃষ্টিকারী প্রতিটি বস্তু পান করো না।"[৩৬৬] "যে সব জিনিস নেশা সৃষ্টি করে তোমরা তা বর্জন কর।"[৩৬৭] মাদকদ্রব্যে মারাত্মক দৈহিক ক্ষতি বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "লোকে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে মদ ও জুয়া কি? বলুন! উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু এ গুলোর পাপ (ক্ষতি) উপকার অপেক্ষা বেশি।"[৩৬৮]

মাদক সেবনে একাধারে দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, মানবিক, আর্থিক ও জাতীয় ক্ষতি সাধিত হয়। এমনকি ঈমানও ধ্বংস করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কেউ মুমিন থাকা অবস্থায় মাদকদ্রব্য সেবন করতে পারে না।"[৩৬৯]

৩৫৯.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত,পৃ.১০০

৩৬০.আব্দুল হাকিম সরকার ও ফারুক হোসেইন, *বাংলাদেশ মাদকাসক্তি সমস্যা, সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতি*, ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা, ৬, অক্টোবর-১৯৯৯ খ্রি, পৃ.২০৫,২০৬

৩৬১.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত,পৃ.১০৮

৩৬২.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবা, হাদীস নং-৬৮,৬৯

৩৬৩.ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস আস-সাজিস্তানী, *সুনানে আবু দাউদ,প্রাগুক্ত*, কিতাবুল আশরিবা,বাব-৫

৩৬৪.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবূল আশরিবা, হাদীস নং-৬৭,৬৮

৩৬৫.ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, রিয়াদঃ কিতাবুল মাযালিম, বাব-৩২

৩৬৬.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাহী, হাদীস নং-৩৭

৩৬৭.ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস আস-সাজিস্তানী, *সুনানে আবু দাউদ,প্রাগুক্ত*, কিতাবুল আশরিবা, বাব ৭

৩৬৮.আল-কুর'আন, ২ঃ ২১৯, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

৩৬৯.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-১০০

মাদকাসক্ত ব্যক্তি সুদখোরের চেয়েও খারাপ। সুদখোর ব্যক্তির 'ইবাদত কবুল হয় না। নবীজী (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি মাদকদ্রব্য সেবন করে, আল্লাহ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার ফজরের নামায কবুল করেন না।"[৩৭০] অন্য একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি নেশাজাতীয় বস্তু পান করে, তার সালাত ধ্বংস হয়ে গেল, আর যে ব্যক্তি মদ পান করে তার সালাত কবুল হবে না।" [৩৭১] মদপানকারী কাফির সমতুল্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি মদ পান করে, সে কাফির।"[৩৭২] জাহিলী যুগে মূর্তি পুজারীরা মূর্তি পুজা করত আর মদ পান করত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মদপানকারী ব্যক্তি মূর্তিপুজকদের ন্যায়।"[৩৭৩] মদের ঘৃণ্যতা এতই জঘণ্য যে মদপানকারীদের সালাম প্রদান করতেও ইসলাম নিষেধ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা মদপানকারীদেরকে সালাম প্রদর্শন করো না।"[৩৭৪] তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি মদপান করা অবস্থায় মারা যায় সে জাহান্নামী।"[৩৭৫]

আরেকটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে নেশা করা অবস্থায় মারা যায় তার মুখ গরম পানি দিয়ে সিক্ত করা হবে।"[৩৭৬] মাদক সেবনকারীরা জান্নাতে যাবে না। মহানবী (স.) বলেছেন, "মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[৩৭৭] ইসলামে মদ যেমন হারাম তার ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম। মহানবী (স.) বলেন, "মদের ব্যবসাকে হারাম করে দেয়া হয়েছে।"[৩৭৮] অন্য হাদীসে এসেছে,তিনি বলেন, "মাদকদ্রব্য মৃত বস্তু, শুকর ও প্রতিমার ব্যবসাকে হারাম করে দেয়া হয়েছে।"[৩৭৯]

মাদক সেবনে দৈহিক ক্ষতিঃ

১.কলিজা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাওয়া। যা লিভারে সিরোসিস নামে খ্যাত।
২.অগ্নাশয় ও যকৃতের প্রদাহ
৩.অম্লনালীর ক্যান্সার এবং মাথা,গলা, কলিজা ও মননালীর ক্যান্সার
৪ স্নায়ু ও মস্তিষ্কের সমস্ত রোগ
৫.হৃদপিন্ডের রক্ত সঞ্চালনের নালীসমূহের সমুদয় গলনালী প্রদাহ এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া
৬.পক্ষাঘাত, সন্যাস রোগ এরকম আরও অন্যান্য প্যারালাইসিস
৭.হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া সংক্রান্ত সকল হাইপার টেনশন। এরকম আরও অসংখ্য রোগ রয়েছে।"[৩৮০]

খারাপ মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ

দাম্পত্য জীবন মধুময় না হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন মনের অমিল দীর্ঘদিন চলতে থাকে তখন উভয়ের ভিতরই বিভিন্ন খারাবী কার্যকলাপ চলে আসে। যেমন স্বামী পরকীয়া সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অথচ ব্যভিচারকে ইসলাম চিরতরে হারাম করেছে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেও না।"[৩৮১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

৩৭০.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী,*জামি'উত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবা, বাব নং-১
৩৭১.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *জামি'উত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবা, বাব নং- ১,
৩৭২.আবু আব্দির রাহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আননাসায়ী,*সুনানুননাসায়ী*, কায়রোঃ মাকতাবা সালাফিয়া, ১৯৮২ খ্রি.কিতাবুল আশরিবা, বাব নং-৪৩
৩৭৩.মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাযা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবা, বাব নং- ৩
৩৭৪.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, রিয়াদঃ কিতাবুল ইসতি'যান, বাব-২১
৩৭৫.মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী,*আসসুনান লিবন মাযা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবা, বাব নং- ৪
৩৭৬.আবু আব্দির রাহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আননাসায়ী, *সুনানুননাসায়ী*, কায়রোঃ মাকতাবা সালাফিয়া, ১৯৮২খ্রি.কিতাবুল আশরিবা, বাব নং-৪৬
৩৭৭.মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাযা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবা, বাব নং- ৩
৩৭৮.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং-৬৯
৩৭৯.*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৭১
৩৮০.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, (অনুবাদ ও সম্পাদনা আলোচকবৃন্দ ইসলামিক টিভি বাংলাদেশ) প্রকাশক, আব্দুল কুদ্দুস ও মোঃ ইমাম উদ্দিন, ঢাকাঃ বাংলাবাজার, জানুয়ারী, ২০১০ খ্রি.খ. ১, পৃ.২৩২
৩৮১.আল-কুর'আন, ১৭ঃ ৩২, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

Dhaka University Institutional Repository

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ব্যভিচারকারী ব্যভিচার অবস্থায় মুমিন থাকতে পারে না।"[৩৮২] খারাপ মানুষের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো, সে জুয়ারী হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, বলি দানের স্থান ও পাশা ছক্কা এসব অপবিত্র মলিনতা, পঙ্কিল এসব শয়তানের কাজ। এগুলো পরিহার কর; যেন তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পার।"[৩৮৩] জুয়া এক ধরনের প্রতারণামূলক অর্থ উপার্জনের মাধ্যম। আর প্রতারণা ইসলামে জায়িয নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমদের কেউ প্রতারণা অবস্থায় মুমিন থাকতে পারে না।"[৩৮৪] খারাপ লোকঘুষখোর হয়। ঘুষও ইসলামে জায়িয নেই। আল্লাহ বলেন, "তোমরা পরস্পর ধনমাল বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না।"[৩৮৫] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়ের উপর আল্লাহ অভিসম্পাদ করেছেন।"[৩৮৬]

এছাড়া খারাপ মানুষের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো মিথ্যা কথা বলা। অসুখী দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী যখন বিভিন্ন খারাপ পথে পা বাড়ায়, বা জড়িয়ে পড়ে, তখন এগুলো আড়াল করার জন্যই মিথ্যার অশ্রয় নিয়ে থাকে। মিথ্যাচার সকল পাপের মূল। মিথ্যা সত্যের বিপরীত; যা মানুষকে অমানুষ বানায় এবং ধ্বংস করে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবনে এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। মিথ্যার মত এত অমানবিক ও মূল্যবোধ বিরোধী কর্ম আর দ্বিতীয়টি নেই। কারণ মিথ্যার দ্বারা অবাস্তব অনেক কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারে। আবার চরম সত্যে মিথ্যার মধ্যে চাপা পড়ে যেতে পারে। মিথ্যার দ্বারা সাধু এবং শয়তান প্রমাণিত হয়ে যেতে পারে। মিথ্যা এমন একটি জঘন্য অপরাধ যে,মিথ্যার ফলে ব্যক্তির ঈমান প্রশ্নের মুখোমুখি হয়।"[৩৮৭] মিথ্যা বলা ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মুমিন বান্দা কি মিথ্যা বলতে পারে? জবাবে তিনি বলেছিলেন, না।"[৩৮৮]

আল্লাহ তা'আলা মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে বলেন, "যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না, তারা তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী।"[৩৮৯] মিথ্যাবাদীকে অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক একটি স্থানে সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন, "সুতরাং তুমি মিথ্যাবাদীদের অনুসরণ করো না।"[৩৯০] মিথ্যাচার এতটাই ভয়াবহ যে, কুর'আনে কাফির ও মিথ্যাবাদীকে এক শ্রেণিতে গণ্য করা হয়েছে। আর এদের কারোই হেদায়েতের সৌভাগ্য নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে মিথ্যাবাদী ও কাফির আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[৩৯১] কিয়ামতের দিন মিথ্যাবাদীদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুর'আনে অনেক স্থানে তাদের দুর্ভাগ্যের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সে দিন দুর্ভোগ মিথ্যাবাদীদের জন্য।"[৩৯২] মিথ্যাবাদীদের রোযার মত ফজিলতপূর্ণ 'ইবাদতও কবুল হয় না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সংশ্লিষ্ট কর্ম ত্যাগ করতে পারেনি, তার খাবার ও পানীয় বর্জনে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।"[৩৯৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, "এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার সাথে খিয়ানত করতে পারে না এবং মিথ্যা বলতে পারে না।"[৩৯৪]

৩৮২.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-১০০,১০৪

৩৮৩.আল-কুর'আন, ৫ঃ ৯০, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

৩৮৪.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবূল ঈমান, হাদীস নং-১০৩

৩৮৫.আল-কুর'আন, ২ঃ ১৮৮, وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

৩৮৬.*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-১৪৭

৩৮৭.ড.মোঃ শামছুল আলম, *পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ-ঢাকা* বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ২০০৭ খ্রি, প্রাগুক্ত,পৃ.১৯৮

৩৮৮.ইমাম মালিক ইবন আনাস,*মুয়াত্তা*, কিতাবুন নিকাহ, কায়রোঃ ১৩৭০ হি.(১৯৯৫ খ্রি.) বাব-জামিউ মালাইয়ায়ুয,

৩৮৯.আল-কুর'আন, ১৬ঃ ১০৫,إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

৩৯০.আল-কুর'আন, ৬৮ঃ ৮, فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ

৩৯১.আল-কুর'আন, ৩৯ঃ ৩, ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

৩৯২.আল- কুর'আন, ৭৭ঃ ১৫,১৯, ২৪,২৮, ৩৪, ৩৭,৪০,৪৫,৪৭,৪৯, ৮৩ঃ ১০, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

৩৯৩.মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাযা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল সিয়াম, বাব নং-২১

৩৯৪.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *জামি'উত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, বাব নং- ১৮

বিবাহ বিচ্ছেদ (তালাক)

অসুখী দাম্পত্য জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতির দিক হলো স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ বা তালাক। তালাকের অর্থ- পরিত্যাগ করা, মুক্তি বা বিচ্ছেদ। নির্দিষ্ট বাক্যের সাহায্যে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাই তালাক।"[৩৯৫] স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কের নাম হলো বিয়ে। সুদৃঢ় ও স্থায়ী সম্পর্ক দ্বারাই দাম্পত্য তথা পারিবারিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এইসম্পর্কের কারণেই ভবিষ্যত বংশধরগণ প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার সুখময় পরিবেশে সুশিক্ষিত, চরিত্রবান ও সুনাগরিকরূপে গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেই মধুর সম্পর্ক যদি তিক্ত হয়, দাম্পত্য জীবন যদি কুড়োক্ষেত্রে পরিণত হয়, সেক্ষেত্রে সেই বিয়ের উদ্দেশ্য আর মধুর থাকে না,হয়ে যায় বিদ্বেষ ও শত্রুতার যমিন। আধুনিক সভ্যতায় পাশ্চাত্য জগতে বিয়ের বন্ধন নেই বললেই চলে। তামাশার স্থলে যে সকল বিয়ে সংঘটিত হয়,তা আবার নিমেষই ভেঙ্গে যায়। "ফ্রান্সে প্রতি বছর প্রতি হাজারে সাত-আট জন নারী-পুরুষের বিবাহ হইয়া থাকে এবং বিবাহ করিয়া পবিত্র ও সৎভাবে জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে তাহাদের অধিকাংশেরই থাকে না। যে নারী অবৈধ সন্তান প্রসব করিয়াছে বিবাহ করিয়া স্বামী দ্বারা এই সন্তানকে বৈধ ঘোষণা করিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যেও অনেক নারী বিবাহ করিয়া থাকে এবং এই উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পরই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইয়া পড়ে।"[৩৯৬]

পাশ্চাত্য জগতে খুব কম বিয়ে হয় তারপরও বৈবাহিক বন্ধনও খুব দুর্বল। ফ্রান্সের এক প্রভাবশালী মন্ত্রী বিয়ের পাঁচ ঘন্টার মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করেন। "সীনের আদালতে একবার একই দিনে ২৯৪ টি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। ১৮৪৪ সালে বিবাহের নতুন আইন পাশ হওয়ার সময় চার হাজার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯০০ সালে এ সংখ্যা সাত হাজারে এবং ১৯১৩ সালে একুশ হাজারে পৌঁছে।"[৩৯৭] এই বিচ্ছেদের কারণ হলো, পাশ্চাত্যে অবাধ যৌন স্বাধীনতা স্বীকৃত। যুবক-যুবতীর অবৈধ যৌন সম্ভোগ করে। খুব বেশি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়লে তখন একে অপরকে বিয়ে করে। কিন্তু উত্তেজনা শেষ হলেই বিচ্ছেদ ঘটায়। জর্জ লিন্ডসে বলেন, "১৯২২ খৃস্টাব্দে ডেনভারের প্রতিটি বিবাহই বিচ্ছেদে পরিণত হয় এবং প্রতি দুইটি বিবাহে একটি করিয়া তালাকের মামলা হয়। আমেরিকায় প্রতিটি শহরেই প্রায় এরূপ ঘটনা ঘটে।"[৩৯৮] বর্তমানে আমেরিকায় প্রচুর বিবাহ বিচ্ছেদে আতংকিত হয়ে লিং বলেন, "the divors-rate, certainly an aspect of social harmony, is at an all high, more than one in every five marriages, and promises in twenty years to be one in every marriage.- তালাকের হার কোন কালেই এত বৃদ্ধি পায়নি। প্রতি পাঁচটি বিবাহে একটি তালাক হইতেছে এবং এতে নি:সন্দেহে প্রতীয়মাণ হয়, আগামী বছরের মধ্যে যতটা বিবাহ হবে ততটা তালাক হইবে।"[৩৯৯]

রাশিয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদ দূরিকরণের উপায় হিসেবে একটি উপায় উদ্ভাবন করে। অর্থাৎ নারী পুরুষ বিবাহ বন্ধন ছাড়াই কিছুদিন একত্রে বসবাস করবে। মনের মিল হয়ে গেলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। এটি হলো পরীক্ষামূলক অস্থায়ী ব্যবস্থা। মনের মিল না হলে আপনা হতেই বিচ্ছিন্ন হবে। তবে শর্ত হলো এই পরীক্ষামূলক সময়ের মধ্যে কোন সন্তানাদি জন্ম দিতে পারবে না: কিন্তু যৌনকর্ম করতে পারবে। কেননা সন্তান জন্মিলে তাদের বিবাহ বাধ্যতামূলক হইয়া পড়িবে। রাশিয়াতে ইহা স্বাধীন প্রেম (Free love) নামে অভিহিত।"[৪০০]

আমাদের দেশেও সেই তথাকথিত উন্নত ও প্রগতিশীল সভ্যতার সমাজ-সংস্কৃতির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সেই হাওয়ায় প্রবাহিত আমাদের কৃষ্টি-কালচার, মুসলমানদের ব্যক্তিগত জীবন,পারিবারিক ও সামাজিক জীবন। সংবাদ পত্রের পাতা খুললেই দেখা যায় সেই ভয়াবহ দাম্পত্য বিচ্ছেদের কাহিনী। মনে হয় বাংলাদেশে এখন যেন এ মামুলি ব্যাপার। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার কাউলতিয়া অঞ্চলের কাজী মোঃ সাখওয়াত হোসেনের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, প্রতি মাসে গড়ে ২০-২৫ টি বিবাহ বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। এর মধ্যে অধিকাংশই পরকীয়া সংক্রান্ত এবং স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক দান।

৩৯৫.সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,এপ্রিল, ১৯৯৫ খ্রি, খ. ১ম,পৃ.৫০৯

৩৯৬.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউনেডশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.১০১

৩৯৭.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউনেডশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.১০২

৩৯৮.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০২

৩৯৯.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩

৪০০.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৪

টংগী অঞ্চলের কাজী জনাব মাও: নুরউদ্দিন সাহেবের অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, এ অঞ্চলে প্রতি মাসে প্রায় ১৫-২০ টি বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে। এর অধিকাংশই স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক। স্বামীর প্রতারণা ও পরকীয়ার শিকার তারা। এদের বেশির ভাগ স্ত্রীই গার্মেন্টস কর্মী। গাজীপুর সদরের কাজী মো: মোজম্মেল হকের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, শুধু ১ নং ওয়ার্ডেই প্রতিদিন গড়ে ৬-৭ টি তালাক সংঘটিত হয়। এর অধিকাংশই নিম্ন আয়ের মানুষ এবং পরকীয়া সংক্রান্ত। এই যদি হয় একটি জেলার একটি উপজেলার তিন কাজীর দেওয়া তথ্য; তাহলে গোটা বাংলাদেশের চিত্র কী হতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইসলামে বিবাহ বন্ধন ছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কল্পনাই করা যায় না। বিচ্ছেদ অনুমোদিত হলেও এটি ঘৃণ্য ও অপ্রিয় কাজ বলে বিবেচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা তালাকের তুলনায় অধিক ঘৃণ্য কোন জিনিস হালাল করেননি।"[৪০১] আর বিয়ে বিচ্ছেদের অনুমতি ইসলামে থাকলেও এটি একমাত্র স্বামীর এখতিয়ারভূক্ত রাখা হয়েছে। তবে স্বামী যদি বিয়ের সময়ে তার স্ত্রীকে স্বত্ত্ব প্রদান করে; তবে স্ত্রী তিনি নিজেকে স্বামীর বন্ধন থেকে বিচ্ছেদ নিতে পারেন, এমন ব্যবস্থাও ইসলামে রাখা হয়েছে। বর্তমানে দেশে কোথাও এসব নিয়ম মানা হচ্ছে না। যখন ইচ্ছে হচ্ছে তখনই পাশ্চাত্য সমাজের মত স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিয়ে দিচ্ছে। অন্য আর একটি হাদীসে এসেছে, "সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে মহান আল্লাহর নিকট তালাক সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য।"[৪০২]

"ইসলামী শরী'য়তে তালাকের সুযোগ রাখা হইয়াছে একটি অপরিহার্য ও নিরুপায় উপায় হিসেবে। অতএব যথেষ্ট চিন্তা ভাবনার পর উহার ব্যবহার হওয়া উচিত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হইলে বিভিন্ন উপায়ে উহার সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে। কোন প্রকার সংশোধন সম্ভব না হইলে কেবল তখনই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।"[৪০৩] কিন্তু আমাদের দেশে অতি সামান্য কারণে স্বামী স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী স্বামীকে অহরহ তালাক প্রদান করছে। এ ধরনের পুরুষ ও নারীর প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে। হাদীসে এসেছে মাহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা বিবাহ কর, কিন্তু তালাক দিও না; কেননা যে পুরুষ বা স্ত্রীলোক অনেক জায়গায় স্বাদ গ্রহণ করে তাহাকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না।"[৪০৪] অন্য হাদীসে নবীজী বলেন, "যে মেয়েলোক একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নিজে ইচ্ছা করিয়া স্বামীর নিকট থেকে তালাক চাহিবে তাহার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম হইবে।"[৪০৫] কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের সমাজে অতি সামান্য কারণেই এই বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে এবং দিনে দিনে তা বেড়েই চলছে। এটি অসুখী দাম্পত্য জীবনের ভয়াবহ ও জঘন্য পরিণতির সামান্য চিত্র মাত্র।

হত্যা বা খুন (killing)

অসুখী দাম্পত্য জীবনের শেষ পরিণতি হতে পারে স্বামী কর্তৃক বা স্ত্রী কর্তৃক খুনের মত ঘটনা। দাম্পত্য জীবনের গড়মিলের কারণে শেষ অস্ত্র হিসেবে তালাক বা বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটলেও কোন কোন ক্ষেত্রে কলহের জের থেকেই যায়। আর এ কারণেই হত্যার মত ঘটনাও ঘটে যায়। আমাদের দেশে এমন অনেক দম্পতির জীবনে এরূপই দেখা যায়। আবার কোন সময়ে তালাক না দিয়েও অমানুষ হয়ে তালাকের বিকল্প হিসেবে স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করে। অবশ্য এ ব্যাপারে স্বামীর ভূমিকাই বেশি লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনা তুলে ধরা যায়। "সিরাজগঞ্জ জেলার সদরের ওয়াবদা বাঁধ এলাকায় 'দুই ছেলের হাতে মা খুন' শিরোনামে এক সয়বাদে জানা যায়, ২৬ বছর পূর্বে জুরান আলী নামে (৪০) এক ব্যক্তির একই এলাকার কহিনুর নামে এক মহিলার বিবাহ হয়। কহিনুর ৫ সন্তানের জননী। স্বামীর সংগে বনিবনা না হওয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদ হয় এবং ছেলেদের কাছেই রয়ে যায় মা। প্রায় ৪ বছর পর মা কহিনুর রহমত নামে একজনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে জুরান তার দুই ছেলে দিয়ে কহিনুরকে হত্যা করায়।"[৪০৬] হত্যা এমন একটি জঘন্য অপরাধ, যা ইসলামে শুধু হারামই করেনি; বরং এটি একটি দন্ডযোগ্য অপরাধ

৪০১.আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস আস-সাজিস্তানী,*সুনানে আবু দাউদ*,প্রাগুক্ত,কিতাবুত তালাক,বাব-ফি কারাহিয়াত, হাদীস নং- ২১৭- " أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ "

৪০২.ইমাম আবু দাউদ *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১৭৮ ও ইবনে মাজা, *সুনান*, কিতাবুত তালাক, হাদীস নং-২০১৮

৪০৩.সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,এপ্রিল, ১৯৯৫ খ্রি. পৃ.৫৬৫, ৫৬৬

৪০৪.মুহাম্মদ আবুল বাশার, *মুসলিম পারিবারক আইন কানূন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৭ খ্রি.,পৃ.৮৩

৪০৫.মুহাম্মদ আবুল বাশার, *মুসলিম পারিবারক আইন কানূন*, *প্রাগুক্ত*

৪০৬."খবর, দুই ছেলের হাতে মা খুন", *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১৫/৭/২০১১, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। "হত্যা হলো একটি চূড়ান্ত অন্যায়। এটি শীর্ষস্থানীয় কবিরা গুনাহ। মানুষের জীবন দেন আল্লাহ অতএব মানুষের জীবন নেওয়ার মালিকও আল্লাহ তা'আলা। অতএব এ কাজে হস্তক্ষেপ করা জঘন্য ঔদ্ধত্ব ছাড়া আর কিছু নয়।"[৪০৭] বিদায় হজ্বের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের জীবন; তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে।"[৪০৮] এ ধরনের অপরাধে 'ইবাদতে নষ্ট হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি নিঃস্ব-গরীব ? সাহাবীগণ বলেন, আমাদরে মধ্যে সেই লোক নিঃস্ব-গরীব যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। তিনি বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব-গরীব ব্যক্তি হচ্ছে সে,যে কিয়ামতের দিনে নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদির যাবতীয় 'ইবাদতসহ আবির্ভূত হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে (সে এসব গুনাহ সাথে করে নিয়ে আসবে) এদরেকে তার নেক 'আমলগুলো দিয়ে দেওয়া হবে। উল্লেখিত দাবিসমূহ পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেক 'আমলও শেষ হয়ে যায় তবে দাবিদারদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে অত:পর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।"[৪০৯]

সে দিন আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীদের বিচার বিলম্ব করতে চাইবেন না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সর্বপ্রথম মানুষের সামনে তাদের রক্তসমূহের (জীবনসমূহ) ফায়সালা করা হবে।"[৪১০] আমাদের দেশে দাম্পত্য কলহে এমন অনেক হত্যাকান্ড হচ্ছে। বগুড়া জেলার শাহজাহানপুরে এরকম একটি ঘটনা ঘটে। 'পরকীয়া জেরে খুন' শিরোনামে প্রকাশিত ঘটনা হলো স্ত্রী মুকুলের সাথে স্থানীয় এক যুবকের অবৈধ প্রেম হয়। এতে স্বামী শাহীন ও স্ত্রী মুকুলের মধ্যে ঝগড়া হয় এবং কলহের রূপ নেয়। বিষয়টি সুরাহার জন্য শাহিন শশুর বাড়ি গিয়ে শালা জাহিদকে সংগে নিয়ে আসে। কিন্তু এসেই শাহিন তার ঘরে স্ত্রীর সাথে ঐ যুবককে অনৈতিক অবস্থায় দেখতে পায়। এ নিয়ে শালা জাহিদের সামনেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয় এক পর্যায় স্ত্রী মুকুল স্বামী শাহিনকে লাঠি দিয়ে আঘাত করলে শাহিন ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।"[৪১১] আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। 'গৃহবধুকে পুড়িয়ে হত্যা' শিরোনামে প্রকাশিত ঘটনাটি ঘটে কুষ্টিয়া জেলা সদরের মনোহরদিয়ার ছয়ঘরিয়া গ্রামে। মাত্র সাত মাস আগে পান্নার ছেলে সাহেদুল ওরফে সাবুর সাথে একই গ্রামের ইজারুলের মেয়ে রেশমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই সাবু যৌতুকের জন্য রেশমাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করত। গত ৫/৭/১১ তারিখে রাতে সাবু নেশাগ্রস্ত অবস্থায় রেশমার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং এতে রেশমা মারা যায়। এ দৃশ্য দেখে স্থানীয় এক বৃদ্ধের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়।"[৪১২]

"সাথিয়ায় গৃহবধুকে পিটিয়ে হত্যা' শিরোনামে প্রকাশিত ঘটননাটি ঘটে পাবনা জেলার সাথিয়া উপজেলায়। ছয় বছর পূর্বে থানার আটিয়া গ্রামের মজিবরের মেয়ে শিল্পীর (২৪) সাথে সলঙ্গা গ্রামের কোবাদ আলীর ছেলে হেলালের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই হেলাল শিল্পীকে বিভিন্নভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে আসছিল। গত ৯/৭/১১ তারিখে ঝগড়া-ঝাটির এক পর্যায়ে হেলাল শিল্পীকে বেদম মারধোর করে। মুমূর্ষ অবস্থায় শিল্পীকে পাবনা মেডেকেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে মারা যায়। "যৌতুকের জন্য নববধু খুন' শিরোনামে প্রকাশিত খবরে বলা হয় মাদারীপুর জেলার সদরে লক্ষান্ধ গ্রামের মোখলেছ কাজীর ছেলে সাহাদত কাজী স্ত্রী খাদিজাকে পারিবারিক কলহের কারণে শাসরোধ করে হত্যা করে পিতাপুত্র মিলে। মাত্র ২ মাস পূর্বে তাদের বিয়ে হয়েছিল। যৌতুক হিসেবে দেওয়ার কথা ছিল ৩০ হাজার টাকা। বিয়ের সময়ে ১০ হাজার পরিশোধ করা হয় বাকী থাকে ২০ হাজার টাকা। বাকী ২০ হাজার টাকার জন্য সাহাদত খাদিজাকে চাপ দিকে থাকে; কিন্তু খাদিজা টাকা না দিতে পারায় এ ভাবে হত্যাকান্ডটি ঘটায়।"[৪১৩] এ হলো বাংলাদেশের দাম্পত্য জীবনের কয়েকটি পরিণতির চিত্র।

৪০৭.ড.মোঃ শামছুল আলম, *পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ-ঢাকা* বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ২০০৭ খ্রি প্রাগুক্ত,পৃ.১২৫

৪০৮.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, রিয়াদঃ ২০০০ খ্রি. কিতাবুল যুহুদ, বাব-৯

৪০৯.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং-৬০

৪১০.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাুল কাসামাত, হাদীস নং-২৮

৪১১.খবর, দুই ছেলের হাতে মা খুন, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১৫/৭/২০১১, পৃ. ৯

৪১২.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা* , তারিখ. ৬/৭/২০১১, পৃ. ৯

৪১৩.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১১/৭/২০১১, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়
দাম্পত্য জীবনের সমস্যা-কলহের কারণসমূহ

বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে দাম্পত্য সমস্যার (কলহ) সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে কতিপয় কারণ এখানে উল্লেখ করা হলোঃ-

১.দম্পতি পরস্পরকে অসম্মান-অবহেলা করলে

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় দাম্পত্য জীবনে স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরের সঙ্গী, সাথী, সহযোগী, সহকর্মী, সহযোদ্ধা। বস্তুত, স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কই একটি সুখী ও শান্তিময় পরিবারের পূর্বশর্ত। এ জন্য উভয়ের রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ দায়িত্ব ও কর্তব্য পুরুষের জন্য এক রকম আবার নারীর জন্য আরেক রকম। এসব কর্তব্য পালনে তারা একে অপরের পরিপূরক। স্বামী-স্ত্রী নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যে যখন অবহেলা করে তবে সেটি হবে মূলত পরিবারে একে অপরের প্রতি অসম্মান বা অবহেলারই শামিল। আর এ কারণে দাম্পত্য সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। "স্বামী স্ত্রীর মিলিত দাম্পত্য জীবনে পুরুষের প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া সত্ত্বেও ইসলাম স্ত্রীকে পুরুষের দাসী বাঁদী বানিয়ে দেয়নি। যদি কেউ তা মনে করে, তবে সে মারাত্মক ভুল করে।"[১] ইসলামী পরিবারে হক ও অধিকারের দিক দিয়ে স্বামী-স্ত্রী সমান। কিন্তু সংসার পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বামী পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের সভাপতির আসনে আসীন থাকবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন, "স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, ঠিক তেমনি সমান অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর স্ত্রীলোকদের এবং তা সুস্পষ্ট প্রচলিত নিয়মানুযায়ী হবে।"[২]

এ আয়াতটিতে বলা হয়েছে সকল ব্যাপারে ও বিষয়ে নারী ও পুরুষ সমান অধিকারসম্পন্ন। সকল মানবীয় অধিকারে নারী ও পুরুষ সমান, প্রত্যেক্যের উপর প্রত্যেকের নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চই তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক-অধিকার রয়েছে এবং তাদেরও অধিকার রয়েছে তোমাদের উপর।"[৩] একটি স্থানে পুরুষ তথা স্বামী স্ত্রীর উপর প্রাধান্য পাবে। আর তা হলো, সংসারে কর্তৃত্ব। আল্লাহ জাল্লে শানুহু বলেন, "পুরুষেরা নারীদের রক্ষক ও ব্যবস্থাপক, কেননা আল্লাহ একজনকে অধিক শক্তি দান করেছেন অপরজনের থেকে এবং তারা তাদের জন্য সম্পদ ব্যয় করে।"[৪] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "তারা তোমাদের পোশাক তোমরাও তাদের পোশাক।"[৫] পোশাকের উদ্দেশ্য কি? এটি ঢেকে রাখা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। "স্বামী স্ত্রী একে অপরের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে একে অপরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবেন এটি হাত ও হাত মোজার সম্পর্ক।"[৬] যে সমস্ত আচরণ ও কর্ম করলে অসম্মান করা বুঝায় তা নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হলোঃ-

(ক) মন্দ ব্যবহার করা

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য হলো সুন্দর আচরণ করা। আর তা না করা হলে তাকে অসম্মান করা হয়। আর এ কারণেও দাম্পত্য কলহ দেখা দেয়। আল্লাহ বলেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর, অত:পর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর; তবে হতে পারে আল্লাহ এর মধ্যেই প্রকৃত কল্যাণ দান করেছেন।"[৭] এমনকি কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে অপছন্দ করে, তারপরও তার সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম এবং পরিবারবর্গের সাথে স্নেহাশীল আচরণ করে।"[৮]

১.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা ঃ খায়রুন প্রকাশনী, নভেম্বর ১৯৮৩ খ্রি. পৃ.২০৮

২.আল-কুর'আন, ২ঃ ২২৮, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ

৩.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৮

৪.আল-কুর'আন, ৪ঃ ৩৪, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

৫.আল-কুর'আন, ২ঃ ১৮৭, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

৬.ডা.জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, অনুবাদ ও সম্পাদনা-ডা. হুমায়ুন কবীর প্রমুখ, প্রকাশক আব্দুল কুদ্দুস সাদী ও সোহেল, বাংলাবাজার ঢাকা ঃ জানুয়ারী ২০১০ খ্রি. খ.১, পৃ.১৮৪

৭.আল-কুর'আন, ৪ঃ ১৯, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيرا

৮.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫ খ্রি. পৃ.২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরও বলেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।"[৯] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি স্ত্রীর কাছে ভাল সে আসলেই ভাল, আর আমিও আমার স্ত্রীদের কাছে ভাল।"[১০]

(খ) অত্যাচার-নির্যাতন করা

স্বামী-স্ত্রীর অসম্মানের মধ্যে একে অপরেকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা, গালি-গালাজ করা অন্যতম। এটি স্বামী কর্তৃক হলে স্ত্রীকে চরম অবহেলা করা হয় তেমনি স্ত্রী কর্তৃক হলে তা স্বামীকেও অবহেলা ও অসম্মান করা হয়। তাছাড়া এটি যুলুম বৈ কিছু নয়। এটি ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট ও উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে আটক করে রেখো না। যে লোক এরূপ করবে সে নিজের উপর জুলুম করবে। আর তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে খেলানার বস্তুতে পরিণত করো না।"[১১] তবে স্ত্রী যদি শরী'আত বিরোধী কোন কাজ করে, বিদ্রোহী হয়ে উঠে, অবাধ্য আচরণ করে সে ক্ষেত্রে তাকে সংশোধন বা শিক্ষা দেওয়ার জন্য সামান্য প্রহার করার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে; কিন্তু মুখমন্ডলে মারা যাবে না, বেদম প্রহার করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তুমি তোমার স্ত্রীর মুখমন্ডলে আঘাত করবে না, গাল-মন্দ করবে না এবং ঘর থেকে বের করে দেবে না।"[১২] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রিকে দাস-দাসীদের মত না মারে, আর মারার পর দিন শেষে তার সাথে যেন যৌন সঙ্গম না করে।"[১৩] এসব শারীরিক মানসিক ও অকথ্য গালি-গালাজের কারণে দাম্পত্য জীবনে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সুতরাং এটি অবশ্যই পরিত্যজ্য।

(গ) সর্বদা স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি ধরা

দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী যদি কোন কারণে কোন অন্যায়-অপরাধ করে বসে বা অশোভন আচরণ করে, তাহলে স্বামীর উচিত তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। এটি স্ত্রীর প্রতি সম্মান দেখানোরই বহিঃপ্রকাশ। এ ক্ষেত্রে স্বামীর কর্তব্য হলো, স্ত্রীর অন্য কোন গুণের কথা বিবেচনা করে তার প্রতি খুশি থাকা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোন মুসলিম পুরুষ যে কোন মুসলিম মহিলাকে তার কোন একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হলে অন্য একটি অভ্যাসের কারণে যেন ঘৃণা না করে। কেননা একটি অপছন্দ হলে আরো একটি অভ্যাস দেখে সে খুশিও হয়ে যেতে পারে।"[১৪]

স্ত্রীর প্রতি ক্ষমাশীলতা দাম্পত্য জীবনের মাধূর্য ও স্থায়ীত্বের জন্য একান্তই অপরিহার্য। এতটুকু না করতে পারলে দাম্পত্য জীবনে সুখ তো হয়ই না; বরং কলহের রূপ নিতে পারে। "যে স্বামী তার স্ত্রীকে ক্ষমা করতে পারে না, ক্ষমা করতে জানে না, কথায় কথায় দোষ ধরাই যে স্বামীর স্বভাব, শাসন ও ভীতি প্রদর্শনই যার কথার ধরন তার পক্ষে কোন নারীকে স্ত্রী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে স্থায়ী জীবন-যাপন করা সম্ভব হতে পারে না।"[১৫] আল্লাহ নিজে স্বামীদের উপদেশ দিয়েছেন স্ত্রীদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য। তিনি বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে সাবধান! তবে তোমরা যদি তাদের ক্ষমা কর, তাদের উপর বেশি চাপ প্রয়োগ না কর বা জবরদস্তি না কর এবং তাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও; তাহলে জেনে রেখো যে, আল্লাহ নিজেই বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"[১৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা দয়া প্রদর্শন করলে

৯.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আলমুসনাদ*, কায়রোঃ মাতবা'আ আশ্‌শারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি. (১৮৯৫ খ্রি,) খ.২,পৃ.৪৭২

১০.ইমাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাজা*, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুন নিকাহ্, বাব নং-৫০

১১.আল-কুর'আন, ২ঃ ২৩১, وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً

১২.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আলমুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৪৪৭ وَلاَ يَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ يُقَبِّحْ وَلاَ يَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ"

১৩.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*,খ. ২,পৃ.৭৮৪ ও মাওঃ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৭৫

১৪.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আলমুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৩২৯

১৫.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৩

১৬.আল-কুর'আন, ৬৪ঃ ১৪, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের প্রতিও দয়া প্রদর্শন করা হবে,তোমরা ক্ষমা করলে তোমাদেরকেও আল্লাহ ক্ষমা করে দেবনে।"[১৭] ক্ষমার বিনিময়ে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। মহান আল্লাহ বলেন, "মন্দের প্রতিফল মন্দ এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ করে নিষ্পত্তি করে, তবে তার পুরুস্কার আল্লার নিকট আছে। আল্লাহ যালিমদের পছন্দ করেন না।"[১৮] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, "তোমরা যদি এদের ক্ষমা কর,তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে মার্জনা কর, তবে জেনে রেখো আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"[১৯] দোষে গুণেই মানুষ। এই সত্য স্বীকার করে নিয়েই সংসার-সাগর পাড়ি দিতে হবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যেই কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এই দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে স্বামী স্ত্রী একে অপরকে গ্রহণ করতে হবে। দাম্পত্য জীবনের কল্যাণ নিহিত রয়েছে এতে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার মহিলাকে ঘৃণা না করে। কারণ তার মধ্যে এমন একটি বিষয় অপছন্দণীয় থাকলেও অন্য কোন বিষয় পছন্দনীয় পাওয়া যাবে।"[২০]

(ঘ) গোপন বিষয় প্রকাশ করা

মানব জীবনে প্রতিটি স্তরেই একটি গোপনীয়তার বিষয় আছে। তেমনি দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও গোপনীয় অনেক বিষয় আছে। হতে পারে কথার গোপনীয়তা, শারীরিক গোপনীয়তা, অর্থনৈতিক গোপনীয়তা। যা রক্ষা না করলে স্ত্রীর সম্মানহানি হতে পারে। আর এই গোপনীয়তা ফাঁস করলেও অনেক সময়ে দাম্পত্য জীবনে কলহের রূপ নেয়। ইসলাম একদিকে যেমন স্বামীকে স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষার জন্য বলেছে, অপরদিকে প্রকাশ করলে শাস্তির হুমকিও প্রদান করেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি স্ত্রীর নিকট মিলিত হতে যায় স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়; অতপর সে তার স্ত্রীর গোপন বিষয়াদি প্রকাশ করে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট সে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে।"[২১] হাদীসের ভাষায় স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করা নির্লজ্জতা ও অন্যায় কাজ। এটি স্ত্রীকে অসম্মান-অবহেলারই নামান্তর। "সুতরাং দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়া তাহারা একজন অপরজনের মান-সম্ভ্রম নষ্ট করিতে পারে না। ইহা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও গুনাহের কাজ।"[২২]

(ঙ) উপহার দেওয়া থেকে বঞ্চিত করা

স্বামী-স্ত্রী উভয় কর্তৃক পরস্পরকে উপহার বিনিময় করে সম্মান দেখাতে পারে। এতে দম্পতির মন প্রফুল্ল থাকবে। অন্যদিকে কলহ এড়ানো সম্ভব হতে পারে। তাছাড়া ভালবাসার ভিতও মজবুত হয়। অনেক সময়ে এ সামান্য উপহারের কারণেও দাম্পত্য জীবনে মনমালিন্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন বিভিন্ন পর্বে বিশেষ করে ঈদ ও বিশেষ দিনগুলোতে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে উপহার প্রদানে উৎসাহ দিতেন। তিনি বলেন, "তোমরা পরস্পর উপহার বিনিময় কর, কেননা উপহার বিনিময় দিলের ক্লেদ ও হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়।"[২৩] উপহার আদান প্রদান ইসলামী কৃষ্টিও বটে। এতে ভালবাসাও বৃদ্ধি হয়। "উপহার প্রদান একটি উৎকৃষ্ট রীতি। ইহা পরস্পরের প্রতি স্নেহ,প্রেম-প্রীতি,ভালবাসা এবং সম্মান ও শ্রদ্ধার উন্মেষ ঘটায়। দাম্পত্য জীবনে ইহার গুরুত্ব কম নহে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সহধর্মিনীদের ও সাহাবীদেরকে উপহার দিতেন।"[২৪]

(চ) যৌতুক দাবি করা

স্ত্রীর কাছে যৌতুক দাবি করে স্ত্রীকে প্রকারান্তরে ছোট বা অসম্মান করা হয়। বর্তমান সমাজে যৌতুক একটি মারাত্মক

১৭.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আলমুসনাদ*, কায়রোঃ আল মাতবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া ১৩১৩ হি খ. ২, পৃ. ৪৭২

১৮.আল-কুর'আন, ৪২ঃ ৪০,وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

১৯.আল-কুর'আন, ৬৪ঃ ১৪,فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

২০.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫ খ্রি. পৃ.২৫৫

২১.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৮ ও ইবন মাজা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাজা*, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুন ফিতান্, বাব নং-১১

২২.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৭

২৩.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮১

২৪.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৭২৫.অধ্যাপিকা মাওলানা শারাবান তহুরা, *সীরাত স্মরনীকা*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৬ হি. পৃ.১২৮

Dhaka University Institutional Repository

অভিশাপ। যৌতুক প্রথা সমাজের জন্য বিপর্যয় ডেকে এনেছে। আমাদের সমাজে যৌতুকের করাল গ্রাসে অসংখ্য দরিদ্র পরিবারের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না। ফলে প্রাপ্ত বয়স্ক যুবতী পিতা-মাতার গলগ্রহ হয়ে থাকতে হচ্ছে। "যৌতুক প্রথার কারণে শুধু সমাজের অধিকাংশ নারীরাই নির্যাতিত হচ্ছে, তাই নয়; বরং গোটা সমাজ ব্যবস্থা এর জের টানছে। একটি সুখী-সম্মৃদ্ধশালী পরিবার গঠনে নারী-পুরুষ উভয়ের ভূমিকা রয়েছে। একা নারীর পক্ষে যেমন অসম্ভব তেমনি নরের পক্ষেও একা সম্ভব নয় সুন্দর সংসার গড়ে তোলা। কাজেই বিয়ের প্রাথমিক পর্বই যদি দেনা-পাওনার বিষাক্ততায় ভরে উঠে, তাহলে স্বভাবতই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তিক্ততা ছড়াবে। সুতরাং যৌতুক প্রথা শুধু পরিবারের জন্য প্রতিবন্ধকাতাই সৃষ্টি করে না; বরং গোটা সমাজের জন্যই ধ্বংস বয়ে আনছে।"[২৫] যৌতুক দাবি প্রত্যক্ষভাবে হোক অথবা পরোক্ষভাবেই হোক তা অপরাধ। "একজন স্বামী তার স্ত্রীর নিকট সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে যৌতুক দাবি করা ইসলামে হারাম। যদি কনের পিতা স্বেচ্ছায় কোন কিছু দেয় তবে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দাবি করা বা জোড় করে আদায় করা ইসলামে হারাম।"[২৬] হাদীসে যৌতুককে ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যৌতুক সর্বনিকৃষ্ট উপার্জন।"[২৭] তিনি আরও বলেছেন, "অন্যায় যৌতুক সর্বনিকৃষ্ট, অপবিত্র।"[২৮] সুতরাং স্বামী স্ত্রীর নিকট যৌতুক দাবি করা স্ত্রীর জন্য অবমাননাকর, অতি অসম্মানের। এ পর্যন্ত দেশে যতগুলো দাম্পত্য কলহ দেখা দিয়েছে তার মধ্যে যৌতুক দাবি সবচেয়ে বেশি।

(ছ) স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ না করে অবজ্ঞা করা

স্বামী-স্ত্রী সুখে দুঃখে একে অপরের পরিপূরক। সাংসারিক জীবনে স্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত স্বামী এককভাবে নিলে তা সঠিক নাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী অভিযোগ করতেই পারে যে, তাকে অবহেলা করা হচ্ছে। এসব কারণেও দাম্পত্য কলহ দেখা দিতে পারে। সুতরাং দাম্পত্য জীবনে কলহমুক্ত করতে হলে, বেশ কিছু বিষয়েই স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। আল্লাহ পাক বলেন, "কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ কর।"[২৯] "পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করিলে কাজও সুন্দর হয় এবং ইহার ফলও ভাল হইয়া থাকে। পরামর্শক্রমে কাজ করিলে ইহাতে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি ও অভিযোগ থাকিতে পারে না এবং অভিযোগের কোন কারণও সৃষ্টি হয় না।"[৩০] স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা স্ত্রীকে মূল্যায়ন করা বুঝায়, সম্মান করা বুঝায়। "স্ত্রীর সহিত পরামর্শে পারিবারিক ও সাংসারিক অনেক জটিল সমস্যার সহজ ও সুন্দর সমাধান পাওয়া যায়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার পবিত্র সহধর্মিনীদের সহিত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করিতেন।"[৩১]

(ঝ) নির্দোষ হাসি-তামাশার অভাব এবং সফরসঙ্গী না করা

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যেহেতু বন্ধুত্বের সম্পর্ক, সেহেতু মাঝে মধ্যে উভয়ই উভয়ের সাথে কৌতুক করা বা হাসি তামাশা করা, আমোদ-প্রমোদ করা দোষের কিছু তো নয়ই; বরং তাতে বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়। তাছাড়া সফরে গেলে বিশেষ করে স্বামী স্ত্রীকে সঙ্গী করে নেওয়াকে স্ত্রী নিজেকে সম্মানবোধ করবেন। এতে যেমন সম্পর্ক ভাল হয় অপরদিকে দাম্পত্য কলহ এড়ানো সম্ভব হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সহধর্মিণীদের সাথে মাঝে মধ্যে হাসি তামাশা করতেন এবং সফরে সাথেও নিতেন। "হযরত আয়িশা (রা.) হ'তে বর্ণিত আছে, তিনি এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহিত ছিলেন, তিনি বলেন ঃ আমি তাঁহার সহিত দৌড় প্রতিযোগিতা করিলাম। প্রতিযোগিতায় তাঁহাকে হারাইয়া আমি বিজয়ী হইলাম। কিন্তু আমার দেহ যখন ভারী হইয়া পড়িল, তখন আবার দৌড় প্রতিযোগিতায় আমাকে হারাইয়া তিনি বিজয়ী হইলেন। তখন তিনি (স.) আমাকে বলিলেন, ইহা তোমার সেই

২৬.ডা.জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১৮৪

২৭.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, দিল্লী ঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. (কায়রোঃ ১৯৫৬ খ্রি.) কিতাবুল মুসাকাত, বাব- তাহরিমু ছানালিল কালব" شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ

২৮.ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস আস-সাজিস্তানী, *সুনানে আবু দাউদ*, কানপুর ঃ আল-মাতবা আল-মজীদী, ১৩৭৫ হি.কিতাবুল বুয়ু, বাব-ফি কাসাবিল হাজ্জম وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ"

২৯.আল-কুর'আন, ৩ঃ ১৫৯, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

৩০.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৭

৩১.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত,পৃ.২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিযোগিতার প্রতিশোধ।"[৩২] এমন কোন সফর ছিল না যে, নবীজী তাঁর স্ত্রীদের মধ্য থেকে কাউকে সফরসঙ্গী করেননি। কিন্তু আমাদের দেশে স্বামীরা স্ত্রীদের সফরে নেওয়াকে খুব একটা পছন্দ করেন না; বরং এটিকে জঞ্জাল মনে করে থাকেন। আর সফর করতে বেশি পছন্দ করেন অন্যের স্ত্রীর সাথে, মহিলা সহকর্মীদের সাথে, বান্ধবীদের সাথে। অনরূপভাবে স্ত্রীরাও দেখা যায় বর্তমানে সহকর্মীদের সাথে সফর করা কৌতুক করা হাসি তামাশা বেশি পছন্দ করে থাকেন, যা পারিবারিক কলহের অন্যতম কারণ।

(ঞ) স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে না নেয়া

আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষায়-দর্শনে শিক্ষিত নারীরা স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ায় খুব একটা বিশ্বাসী নয়। তারা সর্বক্ষেত্রে পুরুষ তথা স্বামীর সমান বলে দাবি করেন। যার ফলে বহু পরিবারে শুধুমাত্র এ কর্তৃত্বের কারণে কলহের সৃষ্টি হচ্ছে এবং সংসারও ভাঙ্গছে। এটি স্বামীকে অসম্মান করা, অবজ্ঞা করার শামিল। ইসলাম সংসার পরিচালনায় স্বামীকে পরিচালক আর স্ত্রীকে করেছে তার সহযোগী। কারণ সংসারের সকল দায়-দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন, "পুরুষ নারীদের কর্তা। কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এই জন্য যে, পুরুষ তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে।"[৩৩] তবে এ শ্রেষ্ঠত্ব নারী পুরুষের মান-মর্যাদা কম-বেশি বুঝায় না। "ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগত ভাবেই পুরুষকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও শক্তি দান করিয়াছেন, যাহা তিনি নারীকে প্রদান করেন নাই অথবা কম দিয়াছেন। এই জন্য পারিবারিক জীবনে পুরুষেরই কর্তা হওয়ার যোগ্যতা রহিয়াছে।"[৩৪] "আধুনিক জ্ঞান-গবেষণা অনুযায়ীও স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতা অধিক।"[৩৫] পবিত্র কুর'আনে এ পর্যায়ে বলা হয়েছে, "আর স্ত্রীদের উপর পুরুষের এক ধরনের প্রাধান্য রয়েছে।"[৩৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে বলেছেন, "আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদাহ করার নির্দেশ দিলে স্ত্রীকে তার স্বামীর উদ্দেশ্যে সিজদাহ করার নির্দেশ দিতাম।"[৩৭] জনৈক সাহাবী নবীজীকে প্রশ্ন করলেন, কোন নারী উত্তম? জবাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সেই নারী, যার প্রতি স্বামী দৃষ্টি দিলে সে তাকে খুশি করে দেয়, যে স্বামীর কথামত চলে, নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করে না এবং স্বামীর অমতে ধন-সম্পদ ব্যয় করে না।"[৩৮] তিনি আরও বলেছেন, "দুই প্রকার মানুষের নামায তার মাথার উপরে উঠে না। প্রভুর নিকট থেকে পালানো দাস ফিরে না আসা পর্যন্ত এবং স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী তার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত।"[৩৯] প্রতিটি পুরুষই এহেন কর্তৃত্ব না মানাকে তাদের মর্যাদা হানিকর বলে মনে করে এবং ইসলামের দৃষ্টিতে এটি স্বামীকে অসম্মান করার শামিল।

(ট) স্বামীর আহবানে সাড়া দিয়ে আনুগত্য প্রকাশ না করা

স্বামী কোন প্রয়োজনে স্ত্রীকে ডাকলে তাতে সাড়া না দেওয়া স্বামীকে অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা, অসম্মান ও অবহেলা করাই বুঝায়। ইসলাম স্ত্রীর এ ধরনের আচরণ জায়িয রাখেনি। হাদীসে এসেছে, "যখন স্বামী নিজ প্রয়োজনে স্ত্রীকে আহবান করে, তখন তার ডাকে সাড়া দেওয়া স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব। যদিও সে তন্দুর পাকানোর কাজে ব্যস্ত থাকে।"[৪০] স্বামীর আহবানে সাড়া না দেওয়ার ধর্মীয় পরিণামের কথা উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে কিন্তু সে আসে না, ফলে স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকাবস্থায় রাত কাটায়; ফেরেস্তারা তাকে (স্ত্রীকে) সকাল হওয়া পর্যন্ত অভিশাপ দিতে থাকে।"[৪১]

৩২.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৭

৩৩.আল-কুর'আন, ৪ঃ ৩৪, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

৩৪.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ, প্রাগুক্ত*, পৃ.২২৪

৩৫.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৭

৩৬.আল-কুর'আন, ২ঃ ২২৮, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ

৩৭.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আলমুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭৬

৩৮.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অধ্যায়, পারিবারিক জীবন, জুন, ২০০০ খ্রি. পৃ ৪০৭

৩৯.সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী,মে ১৯৯৭ খ্রি.পৃ.২১৮

৪০.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আলমুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.২৩

৪১.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, দিল্লী ঃ আল-মাকতাবা রশীদিয়া ১৩৭৬ হি. কিতাবুন নিকাহ, বাব-তাহরিমু ইমতিনায়িহা মিন ফিরাশি জাওজিহা।

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِ"رَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীর উচিত সর্বাবস্থায় স্বামীকে খুশি করার চেষ্টা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যার হাতে আমার প্রাণ! তার শপথ করে বলছি, যে স্বামীর হক আদায় করে না, সে আল্লাহর হকও আদায় করে না।"[৪২] স্ত্রীর নিকট স্বামীর মর্যাদা ও সম্মানের কথা উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "স্ত্রীর জন্য স্বামী যেমন বেহেশ্‌ত তদ্রুপ দোযখও।"[৪৩] তবে ইসলাম বিরোধী কোন কাজে আহবান করলে স্ত্রী তাতে সাড়া দেবে না। শুধু তাই নয়; তা অমান্য করাই ঈমানদার স্ত্রীর কর্তব্য। হাদীসে এসেছে, "গুনাহের কাজে স্ত্রী স্বামীর আদেশ মানবে না।"[৪৪]

(ঠ) স্বামীর গোপন বিষয় ফাঁস করে অসম্মান করা

স্বামীর গোপন বিষয় রক্ষা করা স্ত্রীর মহাকর্তব্য। এসব গোপন বিষয় রক্ষায় ব্যর্থ হলে দাম্পত্য জীবনে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এতে স্বামীকে যেমন লজ্জিত হ'তে হয়, তেমনি অসম্মান ও অবমাননাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হয় স্বামী। হাদীসে গোপন বিষয় ফাঁসকারী পুরুষ ও নারীকে শয়তান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তাহারা এমন শয়তান পুরুষ ও নারীর ন্যায়, যে তার সঙ্গিনীর সহিত রাজপথে মিলিত হইয়া যৌন বাসনা চরিতার্থ করে এবং সমস্ত লোক ইহা দেখিতে থাকে।"[৪৫] এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে কার্য প্রসঙ্গে যত কিছু এবং যা কিছু ঘটে থাকে, তার কোন কিছু প্রকাশ করা, অন্যদের কাছে বলে দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। "স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালবাসার আদান প্রদান হয়, হয় পারস্পরিক মনের গোপন কথা বলাবলি। একজন তো অকৃত্তিম আস্থা ও বিশ্বাস নিয়েই অপরজনের কাছে তা বলেছে, তখন যদি কেউ অপর কারো কথা বা যৌন মিলন সংক্রান্ত কোন রহস্য অন্য লোকদের কাছে বলে দেয়, তাহলে একদিকে যেমন বিশ্বাস ভঙ্গ হল অপরদিকে লজ্জার কারণও ঘটল। এই কারণেই ইসলামে এ কাজকে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে।"[৪৬]

নেককার ও পরহেজগার স্ত্রীলোকের গুণ বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেছেন, "তারা বিনীতা, আল্লাহ যা হিফাযত করার যোগ্য করে দিয়েছেন, তা তারা লোকচক্ষুর আড়ালে হিফাযত করে।"[৪৭] "এ আয়াতে যে সব অদৃশ্য-গোপন বিষয়াদির সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্ক পর্যায়ের বিষয়- ব্যাপারাদিও তার মধ্যে রয়েছে। এসব গোপন তত্ত্বের উল্লেখ করা বন্ধু-বান্ধবীদের মজলিসে-বৈঠকে সভায় প্রকাশ করা নিষিদ্ধ।"[৪৮]

উপরিউক্ত কাজ-কর্ম ও কর্তব্য অবহেলা পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অবমাননা এবং অসম্মান করা বুঝায়। এ অসম্মানের কারণে দাম্পত্য জীবনে সুখ তো দূরের কথা; বরং কলহ লেগেই থাকে।

২.পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থায়ী সম্পর্ক। এ সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য পরস্পরের প্রতি অবশ্যই আস্থা বা বিশ্বাস থাকতে হবে। আর এ বিশ্বাসই যখন না থাকে,পরস্পর সন্দেহ করে; তখনই সংসার জীবনে দেখা দেয় বিবাদ তথা কলহ। সুতরাং সন্দেহ করা একে অপরকে অবিশ্বাস-অনুমান করা দাম্পত্য জীবনে কলহের বড় কারণ। ইসলাম চায় মুসলিম পরিবারে স্বামী-স্ত্রীরূপে পরস্পরের প্রতি পরিচ্ছন্ন, নির্মল-নির্দোষ মন-মানসিকতা নিয়ে বসবাস করুক। পরস্পরের প্রতি পরম আস্থা ও নির্ভর স্থিতিশীল হোক। পরস্পরের প্রতি কোনরূপ সন্দেহ বা খারাপ ধারণা ও অবিশ্বাস পোষণ না করুক। কেউ কারো প্রতি যেন খারাপ চিন্তা বা অনুমান না করে, মিথ্যা দোষারোপ না করে। ইসলাম কোন অবস্থায়ই মানুষের মান-মর্যাদার ক্ষুন্নতা বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৪২.ইমাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল-কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাজা*, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুন নিকাহ্, বাব নং-৫০ لاَ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا

৪৩.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

৪৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.২০৭

৪৫.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

৪৬.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৭

৪৭.আল-কুর'আন, ৪: ৩৪, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً

৪৮.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, ঢাকা ঃ খাইরুন প্রকাশনী,এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.পৃ. ২৫৯

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা লোকদের প্রতি বহু ধরনের ধারণা পোষণ এড়িয়ে চল। কেননা কোন কোন ধারণা গুনাহের কারণ হয়ে থাকে।"[৪৯] "মানুষ সম্পর্কে মৌলিকভাবে ধরে নিতে হবে যে, তারা নির্দোষ। খারাপ ধারণার ওয়াস-ওয়াসা নির্দোষ মানুষকে দোষী সাব্যস্ত করবে, তা কিছুতেই হওয়া উচিত নয়।"[৫০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "লোকদের সম্পর্কে কুধারণা থেকে দূরে থাক। কেননা কুধারণা অত্যন্ত মিথ্যা কথা।"[৫১] অহেতুক কাউকে সন্দেহকরার জন্য ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন, "আদেশ করা হবে, তোমরা উভয়কে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক ঔদ্ধত্য কাফিরকে, কল্যাণকর কাজে বাধাদানকারী সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারীকে।"[৫২] হাদীসে সন্দেহ করাকে কুফুরীর পর সবচেয়ে পাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কুফুরীর পর সন্দেহের চেয়ে ভয়াবহ কিছু আর নেই।"[৫৩]

অনেক সময়ে স্বামী ব্যবসা করে অথবা চাকুরি করে, এই ব্যবসা বা চাকুরি করার কারণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শ্রেণির নারী পুরুষের সাথে লেনদেন বা কথা বার্তা বলতে হয়। মহিলা সহকর্মীদের সাথে অফিসিয়াল প্রয়োজনে আলাপ আলোচনা করতে হয়। কিংবা অফিস থেকে বাসায় ফিরতে দেরি হয়। অনুরূপভাবে স্ত্রীও যদি অফিসের বস্ বা পুরুষ সহকর্মীদের সাথে প্রয়োজনে কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনা করে, সে ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে এক ধরনের সন্দেহের জন্ম হয়। আর এ থেকে উভয়ের মাঝে অবিশ্বাস জন্মায়। আর সে থেকেই পারিবারিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আমাদের দেশে পারিবারিক কলহের এটি একটি বড় কারণ। "নৈতিক চরিত্রের উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়াকে ইসলাম অতি জঘন্য পাপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে এবং এ জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করিয়াছে। সুতরাং বিনা প্রমাণে অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া স্ত্রীর উপর দোষারোপ নিতান্ত অন্যায়। পরস্পরের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়-এমন উক্তি করা স্বামী-স্ত্রী কাহারও পক্ষে সঙ্গত নহে। কারণ ইহাতে একের প্রতি অপরের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার সৃষ্টি হয় এবং ইহার ফলে পরিশেষে দাম্পত্য অশান্তি নামিয়া আসিতে পারে"[৫৪]

সন্দেহ আর অনুমানের উপর ভিত্তি করে কাউকে অপরাধী বানানো বা শাস্তি দেওয়া ইসলামে জায়িয নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা মুসলমানদের বিপদে ফেলে দিও না। মুসলমানদের ব্যাপারগুলোকে সন্দেহ বা অনুমান করে গ্রহণ করো না।"[৫৫] স্বামী স্ত্রী সন্দেহের কারণে শুধু ঝগড়া-ঝাটি বা সামান্য মন-মালিন্যই ঘটে না: বরং এর চেয়ে বড় ধরনের ঘটনাও ঘটতে পারে। এমনকি মারামারি,হত্যার চেষ্টা বা কোন কোন ক্ষেত্রে হত্যাও করা হয়। উদাহরণ হিসেবে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগের শিক্ষক রোমানা মঞ্জুরের উপর পৈচাশিক নির্যাতনের ঘটনাটি। বিভিন্ন মিডিয়া মারফত প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, তাঁর স্বামী সাঈদ হাসান একজন স্বঘোষিত প্রকৌশলী, যিনি মিসেস রোমানার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায়ই বেকার অবস্থায় থাকতেন। মিসেস রোমানা উচ্চ শিক্ষা-পি এইচ.ডি-এর জন্য কানাডায় ছিলেন। সেখানে ইরানী এক সহকর্মীর সাথে পড়াশুনা সংক্রান্ত মেইল আদান প্রদান হত। মিঃ হাসান সন্দেহ করে তাকে অপবাদ দেয় যে, রোমানার সাথে ঐ ইরানীর অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে প্রথমে ঝগড়া-ঝাটি হয়, পরে হাতাহাতি এবং মারামারি হয়। এক পর্যায় তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাসান নির্যাতন চালায়, না পেরে অবশেষে মিসেস রোমানার দু'টি চোখ উপড়িয়ে ফেলেন। এতে মিসেস রোমানা বর্তমানে চক্ষুহারা হয়ে অন্ধত্ব জীবন যাপন করছেন। প্রথমে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হলে বিদেশে তথা ভারতে নেওয়া হয়। এতেও সুস্থ না হওয়ায় আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য বর্তমানে কানাডার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে মিসেস রোমানার বাসায় ৫/৬/২০১১ তারিখে। গত ১৫/৬/২০১১ তারিখে মিঃ হাসানকে গ্রেফতার

৪৯.আল-কুর'আন, ৪৯ঃ ১২, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

৫০.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, ঢাকা ঃ খাইরুন প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.৩৯৯

৫১.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯

৫২.আল-কুর'আন, ৫০ঃ ২৪-২৫, أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ

৫৩.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাতবা'আ আশ্‌শারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি. খ.১, পৃ.৮

৫৪. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৬

৫৫.ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মুয়াত্তা*, কায়রোঃ ১৩৭০ হি. (১৯৯৫ খ্রি.) কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-২৮

করে কারাগারে পাঠানো হয়। জানা যায়, হাসান বেকার থাকার কারণে কিছুটা মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত ছিলেন।”[৫৬] অবশ্য ২/৩ মাস পর হাসান কারাগারের অভ্যন্তরে ইতোমধ্যে আত্মহত্যা করেছেন। সুতরাং পরস্পর সন্দেহের ফল এমনই হয় বা হতে পারে বিধায় ইসলাম এটিকে হারাম ঘোষণা করেছে।

৩.অবাধ মেলামেশা

ইসলাম প্রত্যেকটি ব্যাপারে সীমারেখা টেনে দিয়েছে। মানুষের জীবন-যাপনেরও একটা সীমারেখা করে দেওয়া হয়েছে। এ সীমা অতিক্রম করলেই বিপর্যয় দেখা দিবেই এতে বিন্দু মাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর কথা-বার্তা, চলা-ফেরা, কাজ-কর্ম, গতি-বিধি এসব কিছুই একটি রেখা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইসলামের দৃষ্টিতে বল্গাহীন চিন্তা-চেতনা এবং কাজ-কর্ম ও চলাফেরায় অবাধ স্বাধীনতার কোন সুযোগ নেই। কেননা ইসলামে দাম্পত্য জীবন সুশৃঙ্খল, শান্তিময় করার লক্ষ্যে পবিত্র কতকগুলো নীতিমালা দ্বারা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছে করলেই স্বামী নিজ স্ত্রী ছাড়া পরস্ত্রী বা পর নারীর সাথে সম্পর্ক করতে পারে না, পারে না ঢলাঢলি করতে, কিংবা পারে না বেগানা কোন মহিলার বাসা-বাড়িতে অবাধ যাতায়াত করতে। অনুরূপভাবে স্ত্রীও পারে না কোন বেগানা পুরুষের সাথে যে কোন ধরনের সম্পর্ক করতে, অন্য কোন পুরুষেকে স্বামীর বিছানায় স্থান দিতে উপরন্তু স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে যাওয়া স্ত্রীর জন্য হারাম করা হয়েছে। ইসলামী পরিবারে দাম্পত্য জীবনকে শান্তিময় সুখী ও কল্যাণময় করার জন্য ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর প্রতি কতকগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য বেঁধে দিয়েছে। সাথে সাথে দাম্পত্য জীবনে সমস্যা তথা কলহ এড়ানোর জন্য বর্জনীয় কিছু শর্তও আরোপ করে দিয়েছে। আমাদের দেশে যে সব কারণে দাম্পত্য কলহ বা বিবাদ হয় বা হচ্ছে তার অন্যতম একটি কারণ হলো, নারী-পুরুষের এই অবাধ মেলামেশা। বর্তমানে আমদের দেশে মুসলিম পরিবারে পাশ্চাত্যের হাওয়া লেগেছে। কি চলা-ফেরায়, কি কথা-বার্তায়, কি পোশাক-আশাকে, কি লেখা-পড়ায়, সর্বস্তরেই একটি স্লোগান ‘নারী অধিকার’। বলা হচ্ছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার ও নারী স্বাধীনতার কথা। “পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচন্ড আঘাতে উৎক্ষিপ্ত অত্যানুধিনকতা আজ মুসলিম সমাজের পরিবার ও পারিবারিক জীবনকে এক মহা বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আজ মুসলিম পরিবারে ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধী আদর্শের জীবন যাত্রার প্রবর্তন হচ্ছে। পর্দা প্রায় সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে,চলছে যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা ও প্রেম-ভালবাসার অভিনয়। নাচ-গানের অনুষ্ঠান আজ জাতীয় সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্নোদ্যোমে চলছে সহ:শিক্ষা। যুবতী নারী আজ ঘর সংসারের ক্ষুদ্র পরিবেশ ডিঙ্গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নানা কাজের বিশাল উন্মুক্ত ময়দানে-নাট্যমঞ্চে, ক্লাবে, পার্টিতে, সভা-সমিতির টেবিলে। বেতার যন্ত্রে ও ছায়া-যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে অবাধ সংমিশ্রনের প্লাবন ছুটছে। নারী সমাজের কণ্ঠে আজ ধ্বনীত হচ্ছে, ‘থাকবনাকো বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগতটাকে’। ফলে পারিবারিক জীবনের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হচ্ছে, শুদ্ধতা ও পবিত্রতা বিঘ্নিত হচ্ছে। দাম্পত্য জীবনে শুরু হয়েছে মহাভাঙ্গনের তরঙ্গাঘাত।”[৫৭]

ডা. জাকির নায়েক তাঁর লেকচারে বলেছেন, “নারী স্বাধীনতার নামে পশ্চিমা শ্লোগান একটি প্রতারণা । নারীর দেহের সৌন্দর্যকে খুলে খুলে ব্যবসা করার একটি লোভনীয় ফাঁদ। এটা তার আত্মার অবমাননা এবং তার সম্মান ও মর্যাদাকে ধ্বংস করার শয়তানী ষড়যন্ত্র। পশ্চিমা সমাজ দাবি করে যে, নারীকে তারা সঠিক মর্যাদা দিয়েছে। আর কঠিন বাস্তবতা হলো, তাদেরকে তাদের সম্মানজনক থেকে নামিয়ে উপপত্নী, রক্ষিতা এবং সুশীল সমাজের লালসা পূরণের জন্য উড়ন্ত প্রজাপতি বানিয়ে ছেড়েছে।”[৫৮] ইউরোপের মহিলারা নারী স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদিকে খুঁইয়েছে তাদের পারিবারিক জীবন কেন্দ্রের স্থিতি, আর অপরদিকে সর্বক্ষেত্রে ভিন পুরুষদের সাথে অবাধ মেলা-মেশা করে হারিয়েছে তাদের নৈতিকতার অমূল্য সম্পদ। শুধু তাই নয়; তাদের নারীত্ব-মূলত সকল কোমলতা, মাধুর্য, শ্লীলতা,শালীনতা ও পবিত্রতা খতম হয়ে গেছে, আর তার ফলে গোটা মানব বংশকে তারা ঠেলে দিয়েছে এক মহা সংকটের মুখে। আমাদের দেশের সর্বস্তরে পুরুষের পাশাপাশি থেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত ধরে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং নৈতিক শ্লিলতার অনুভূতিটুকুও চিরতরে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। নারী-পুরুষের এরূপ

৫৬.খবর,*এটিএন বাংলা*, চ্যানেল আই,সকাল ৭.০০,এন টিভি,সকাল৭৩০, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন*, তারিখ, ১৪/৬/২০১১ পৃ.১

৫৭.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৯৬

৫৮.ডা.জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.২১১

Dhaka University Institutional Repository

অবাধমেলা-মেশার সুযোগ করে দেওয়ার পর নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করে নিজস্ব পারিবারিক জীবনের স্থিতি রক্ষা করে চলা কারো পক্ষেই সম্ভব হতে পারে না। না ইউরোপ-আমেরিকায় তা সম্ভব হয়েছে, না সম্ভব হয়েছে বর্তমানে এশিয়ায় ও আফ্রিকায়।"[৫৯] তদুপরি অবাধ মেলা-মেশার ফলে দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী হতে পারে পরকীয়া সম্পর্কের প্রেমিক-প্রেমিকা অর্থাৎ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনী। এ ধরনের কর্ম শুধু দাম্পত্য জীবনেই কাল হয়ে দাঁড়ায় না; ভাঙ্গন হয় অবসম্ভাবী। অপরদিকে দুনিয়াতে মহাশাস্তি তো আছেই পাথর মেরে মৃত্যু দন্ড। হাদীসে বর্ণিত আছে, "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাজির হয়ে তার যিনার কথা ব্যক্ত করলে নবীজী (স.) বললেন, তুমি কি পাগল? লোকটি বলল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বিবাহিত? লোকটি বলল হ্যাঁ। তৎপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে পাথর মেরে হত্যার আদেশ দেন এবং ইদগাহ ময়দানে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো।"[৬০] এই সমস্ত ব্যভিচারে রোগ-ব্যধিও হয়। যেমন সিপিলিস, গণেরিয়া, প্রমেহ, এইডস ইত্যাদি। যার অনেক রোগের আবার পৃথিবীতে কোন প্রতিষেধকও আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। এইডস মানেই মৃত্যু যার প্রতিষেধক তৈরি হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কখনো কোন জাতির মধ্যে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়লে তখন তাদের মধ্যে মৃত্যু বৃদ্ধি পায়।"[৬১]

অবাধ মেলামেশার কারণে আরও সমস্যা হতে পারে তাহলো ধর্ষণ। নারী ধর্ষণের সর্বোচ্চ হার আমেরিকায়। "উন্নত বিশ্বের দাবিদার শীর্ষ অবস্থানে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নৈমিত্তিক সংঘটিত নারী ধর্ষণের হার সমগ্র বিশ্বে রেকর্ড,যা কেউ স্পর্শও করতে পারবে না। ১৯৯০ সালের এফ বি আই-এর দেয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী গোটা আমেরিকা জুড়ে প্রতিদিন গড়ে ১৭৫৬ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়। পরবর্তী পর্যায়ে আরো একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিদিন সংঘটিত ধর্ষণ অপরাধের সংখ্যা ১৯০০ উল্লেখ করা হয়েছে।"[৬২] বাংলাদেশেও বর্তমানে অবাধ মেলা-মেশা, পর্দাহীনতা, অশালীন পোশাক পরিধান করা ও অশ্লীল অনুষ্ঠানাদি অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রায়ই ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। অথচ যে সমস্ত কারণে দেশে ধর্ষণের সংখ্যা বেড়ে গেছে তার সবগুলো কারণই ইসলামে নিষিদ্ধ। পত্রিকার পাতা খুললেই এর ভয়াবহ চিত্র পরিলক্ষিত হয়। গৃহবধূ ধর্ষণ, তরুণী ধর্ষণ, ছাত্রী ধর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবাধ মেলামেশার পরিণতি কী হতে পারে তা নিম্ন বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। "নাটোর সদর এলাকায় গৃহবধূ নাদিরা বেগম দেবর সুমনের পরকীয়ার জেরে অনৈতিক কর্মে রাজী না হওয়ায় গায়ে ডিজেল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে।"[৬৩]

এদিকে ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার এক তরুণী (১৮) গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। "শনিবার সন্ধায় টমটম যোগে কাউখালি গ্রামের বাড়ি থেকে দাদা বাড়ি যাওয়ার সময়ে টমটম থেকে নামিয়ে গ্রামের মনু রুবেল, মাহমুদ তাকে ধর্ষণ করে।"[৬৪] বর্তমানে মেলামেশা মানেই পর্দাহীন অবস্থায় বের হওয়া এবং অশালীনতার লালন করা যা ইসলাম অনুমতি দেয়নি। আবার অবাধ মেলামেশার কারণে দম্পতির সাজানো সংসার এক নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে পারে। এমন একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। "তানসিন শবনম (৪৫) বাসা গুলশান মডেল টাউন। মিডিয়া কর্মী, স্বামী একজন ব্যবসায়ী। ১ ছেলে ১ মেয়ের মা। দেবর ডা.মনজুর হোসেনের সাথে অবাধ মেলামেশার কারণে অনৈতিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। এ দিকে ডা. মনজুরের প্রথম স্ত্রী এ নতুন বিয়ের খবর জানতে পেরে তীব্র প্রতিবাদ করলে ডা. মনজুর তার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে দেন। বাবার এ অনৈতিক কাজের খবর পেয়ে একমাত্র মেয়ে মিতুল লন্ডনে এম.বি.বি এস পড়ছিল তা ছেড়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে দেশে আসে এবং লেখাপড়া ছেড়ে ঢাকায় মায়ের সাথে বসবাস করছে। ডিসিসি গুনশান অঞ্চল এ দু'টি বিবাহ বিচ্ছেদ কার্যকর করেছে।"[৬৫]

৫৯.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৯

৬০.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, বাব-আল-রজম বিল মুসাল্লা / আব্দুল খালেক,*নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৪

৬১.ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মুয়াত্তা*, কায়রোঃ ১৩৭০ হি. (১৯৯৫ খ্রি.) কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং-২৬

৬২.ডা.জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত,খ. ১, পৃ.২১১

৬৩.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনপত্রিকা*, তারিখ-২৭/৭/২০১১, পৃষ্ঠা.১২

৬৪.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন*, তারিখ-২৬/৭/২০১১, পৃষ্ঠা.১২,

৬৫.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনপত্রিকা*, তারিখ-১/১০/২০১১ পৃ. ১২

অবাধ, মেলামেশা মানেই বেপর্দা হওয়া এবং অশালীনতার লালন করা বুঝায় যা ইসলামে নিষিদ্ধ। ইসলামে পর্দা ব্যবস্থা পরিবারের পবিত্রতা ও স্থায়ীত্ব বিধানের জন্য একান্তই অপরিহার্য। শুধু তাই নয়; পর্দা ব্যবস্থা বাস্তবায়িত না হলে পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা ও শান্তিপূর্ণ স্থিতি ধারণাতীত। ইসলামে এই পর্দা ব্যবস্থার দু'টি পর্যায় রয়েছে। একটি হচ্ছে ঘরের ভিতরে আর অপরটি ঘরের বাইরে। এ উভয় ক্ষেত্রের যে পর্দা ব্যবস্থা তাই হচ্ছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পর্দা ব্যবস্থা। "পর্দা ব্যবস্থার প্রথম পর্যায় হচ্ছে ঘরোয়া জীবনে, ঘরের অভ্যন্তরে পালন ও অনুসরণের নিয়ম-বিধান। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তার ঘর। ঘরকেই আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করা; বরং স্থায়ীভাবে ঘরের অভ্যন্তরে অবস্থান করাই হচ্ছে মুসলিম নারীর কর্তব্য।"[৬৬]
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তোমরা তোমাদের ঘরের অভ্যন্তরে স্থায়ীভাবে বসবাস কর এবং পূর্বকালীন জাহিলিয়াতের মত নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য ও যৌনদীপ্ত দেহাঙ্গ দেখিয়ে বেড়িও না।"[৬৭] হাদীসে কিছু সংখ্যক মহিলা সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, "যে মেয়েলোক তার ঘরে অবস্থান করল, ঠিক সে আল্লাহর পথে জিহাদকারীর কাজ সম্পন্ন করতে পারল।"[৬৮] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে নবী! আপনি আপনার সহধর্মিণীদের ও আপনার কন্যাদের এবং মুসলিম নারীদের বলে দেন যে, তারা যেন নিজেদের উপর স্ব-স্ব আবরণী বিন্যাস্ত করে।"[৬৯]

আয়াতে বলা হচ্ছে সকল মুসলিম বালিগ নারীগণ সমস্ত শরীর ঢেকে রাখবে (হাতের কব্জী ও মুখমন্ডল ব্যতীত) এবং মাথায় ও বুকের উপর অতিরিক্ত কাপড় রাখবে। আজকাল বাংলাদেশে বিধর্মীদের কালচারে মুসলিম মেয়েরা কি বিবাহিত কি অবিবাহিত সকলেই শরীর ঢেকে রাখাকে কুসংস্কার বা সেকেলের বলে চালিয়ে দেবার অপচেষ্টা করে এবং তারা নিজেদেরকে খোলা রাখাকে স্মার্ট/ আধুনিক শিক্ষিত মহিলা বলে দাবি করে। তাছাড়া শরীরের সৌন্দর্য অংশ, মুখমন্ডলে মেকাপ দিয়ে এবং অলংকার প্রকাশ করে অবাধে চলাফেরা করছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, শিক্ষিকা, মিডিয়াকর্মী, সাংবাদিকরা নগ্নভাবে বিভিন্ন অফিস-আদালতে এবং মহিলা কর্মকর্তা-সহকর্মী, উকিল, ব্যারিষ্টার সকলেই বর্তমানে অবাধ মেলামেশাকে অধিক পছন্দ করে থাকেন এবং সেভাবেই সমাজে অবাধে চলাফেরা করছেন। রাস্তায় বের হলেই অনেক সময়ে তারা ইভটিজ ও দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। কিন্তু আল্লাহ পাক এ ব্যাপারে মুসলিম নারীরা কিভাবে চলাফেরা করবে তা পবিত্র কুর'আনে বলে দিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "মেয়েলোকেরা তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, গর্ভজাত ছেলে-সন্তান, স্বামীর পুত্র, সহোদর ভাই, ভাইপো, বোনপো, মেলামেশার মেয়েলোক, দাস, মেয়েদের প্রতি কোন প্রয়োজন রাখে না এমন পুরুষ এবং যেসব ছেলেপেলে এখনও মেয়েদের লজ্জাস্থান সম্পর্কে অবগত নয় এমন শিশু-এদের ছাড়া আর কোন কারো সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না।"[৭০] অথচ মুসলিম পরিবারে বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত সব শ্রেণির মেয়েলোকেরা পশ্চিমাদের অনুকরণ করতে গিয়ে প্রকারন্তরে তাদের নারীত্বের বিলোপ সাধন করছে। অবাধ মেলামেশায় কুমারী মেয়েরা তাদের কুমারিত্ব-সতীত্ব হারাচ্ছে। পত্রিকার পাতায় প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে মিডিয়া জগতের অমুক তারকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অমুখ ছাত্রী প্রেমিক কর্তৃক প্রতারিত হচ্ছে, তাদের অনৈতিক সম্পর্কের বা অবৈধ কর্মের ভিডিও চিত্র তথা পর্নোগ্রাফী বাজারে ছাড়ছে আর প্রায় এসব কারণে মেয়েরা বিভ্রান্ত হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে। "বিয়েতে প্রেমিকের আপত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর আত্মহত্যা" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়, বিয়েতে প্রেমিক অম্লান সাহা (২৩) রাজী না হওয়ায় প্রেমিকা রুবেনা সুলতানা তন্বী (২২) গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। উভয়ই ঢাকার

৬৬.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫২

৬৭.আল-কুর'আন, ৩৩ঃ ৩৩, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

৬৮.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫২

৬৯.আল-কুর'আন, ৩৩ঃ ৫৯, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً

৭০.আল-কুর'আন, ২৪ঃ ৩১, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء

ওয়েষ্ট ইষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী। গত এক বছর ধরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। সম্পর্ক গভীর হলে (অনৈতিক সম্পর্ক) তন্বী গতকাল অম্লানের বাসায় গিয়ে বিয়ের জন্য চাপ দেয়। তন্বী মুসলমান হওয়াতে হিন্দু অম্লানের বাবা-মা এ বিয়েতে আপত্তি করে। এজন্য তন্বী আর অম্লানের মধ্যে প্রথমে ঝগড়া হয়। পরে তন্বী ব্যর্থ হয়ে ও সমাজ থেকে বাঁচতে উপায় না দেখে রাত ১১:৩০ টার সময়ে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে নিজ বাসায় আত্মহত্যা করে। অম্লানের বাবা মিলন সাহার বাড়ি নেত্রকোনা আর তন্বীর বাবা ফজলুল করিম একজন ঢাকার ব্যবসায়ী। থানায় মামলা হয়েছে এবং অম্লানকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।"[৭১] এখানে আরও একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। "নগ্ন ভিডিও চিত্র ইন্টারনেটে ছেড়ে দিলে বখাটের বাড়িঘর ভাংচুর" শিরোনামে একটি খবরে জানা যায়, টাংগাইলের কালিহাতি থানার বল্‌তা গ্রামের স্বামী পরিত্যক্তা এক মহিলার সঙ্গে একই গ্রামের রাসেলের প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। সম্পর্কের গভীরে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং দৈহিক মিলনের ভিডিও দৃশ্য মোবাইলে ধারণ করে মহিলার কাছে ২ লাখ টাকা দাবি করে । মহিলা টাকা দিতে না পারায় রাসেল আরও কয়েকটি মোবাইলে এ নগ্ন দৃশ্য স্থানান্তর করে এবং ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়। এ দৃশ্য দেখে গ্রামের লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে বখাটে রাসেলের বাড়ি ভাংচুর করে।"[৭২]

অবাধ মেলামেশার আরও কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। "প্রেমের কারণেই সুইটি খুন হন" শিরোনামে সংবাদে জানা যায়, ভাগ্নে (চাচাতো বোনের ছেলে) সাইফুল ইসলাম রণি প্রেমের ফাঁদে ফেলে খালা শামীমা নাসরিন সুইটির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। পরে বিয়ের চাপ দেওয়ায় হত্যা করা হয় ঢাকার সিটি কলেজের মেধাবী ছাত্রী সুইটিকে। সুইটি হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসব তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সাইফুল ইসলাম রণির (৩৩) সাথে তার খালা সুইটির (২১) পাঁচ বছর ধরে গভীর প্রেম ছিল এটা উভয় পবিারের সদস্যরা জানত। তাদের অস্বাভাবিক চলাফেরায় কোন পরিবারই বাধা দেয়নি খালা-ভাগ্নে সম্পর্কের কারণে। এক পর্যায়ে প্রেমের সম্পর্ক এবং দৈহিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। দুইজনের বয়সের পার্থক্য ১৫ বছর। প্রায়ই একে অপরের বাসায় রাত্রী যাপন করত। ঘটনার দিন সাইফুল সুইটিকে তার নিজ বাসায় ডেকে নিয়ে আসে এবং ঐ বাসায় সুইটি নিহত হয়। সুইটির বড় বোন বলেন, খালা-ভাগ্নে সম্পর্ক হওয়ার কারণে আমরা তাদের সম্পর্ককে অন্যভাবে নেইনি। কিন্তু এখন অনেক তথ্য প্রকাশ পেয়ে হতবাক হয়ে যাচ্ছি। পুলিশ খিলক্ষেত নিকুঞ্জ-২ এর ৩ নং সড়কের ১৪ নং বাসার ৫ম তলা সাইফুলের ফ্ল্যাট থেকে সুইটির লাশ উদ্ধার করে। সুইটি সিটি কলেজের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্রী ছিল।"[৭৩]

এছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর আত্মহত্যা" শিরোনামে একটি খবর থেকে জানা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সদ্য মাস্টার্স পরীক্ষা দেওয়া ছাত্রী মারজিয়া জান্নাত সুমি গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ৯/৮/১১ বেলা ১১.১৫ টার দিকে। সুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ তম ব্যাচের ছাত্রী ছিল। সহপাটিদের বক্তব্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানি বিভাগের প্রভাষক সুমন সাহেবের সাথে তার সম্পর্ক ছিল এবং সম্প্রতি বিয়ের কথাবার্তাও চলছিল। কিন্তু মেয়েটির (জামালপুরের মেয়ে) অমতে কলেজ পড়ুয়া অবস্থায় তার একবার বিয়ে হয়েছিল। কিছুদিন পরে অবশ্য বিবাহ বিচ্ছেদও হয়। এ খবরটি ঐ শিক্ষক জানার পর মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে সে অভিমানে আত্মহননের পথ বেছে নেয়।"[৭৪] অবাধ মেলামেশার ফল এরূপ অহরহ চলছে, যার সামান্যই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। অথচ নারীরা আব্রু করে চলবে, সংযত হয়ে চলবে এটিই তাদের জন্য উপযুক্ত। হাদীসে এসেছে, "নারীরা গোপনযোগ্য। যখন সে ঘর থেকে বের হয়, শয়তার তখন তার দিকে তাকাতে থাকে এবং পিছু নেয়।"[৭৫] বর্তমানে বাংলাদেশের বেশির ভাগ মহিলারা যে ভাবে চলাফেরা করে তা শুধু বেপর্দাই নয়; বরং তা একেবারে বেহায়া-অশ্লীলও বটে। বেহায়া মানে লজ্জাহীনতা আর অশ্লীল মানে কুরুচিপূর্ণ। হায়া তথা লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। অশ্লীলতা শয়তানের কাজ। "পারিবারিক জীবনের বন্ধন অটুট রাখার জন্য এ লজ্জা-শরম বস্তুত মহামূল্যবান সম্পদ। এ সম্পদ যথাযথভাবে বর্তমান থাকলে উভয়ের প্রতি উভয়ের তীব্র আকর্ষণ স্থায়ীভাবে বর্তমান থাকবে বিরাগভাজন হবে না কোখনও।"[৭৬]

৭১.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ-২৫/৪/২০১২, পৃষ্ঠা.১২

৭২.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ-২৩/৯/২০১১, পৃষ্ঠা.১২

৭৩.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ-২৪/৮/২০১১, পৃষ্ঠা.১,

৭৪.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন*, তারিখ-১০/৯/২০১১, পৃষ্ঠা.১,

৭৫.সম্পাদনা পরিষদ. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,জুন- ২০০০ খ্রি, পৃ ৩৯৩

৭৬.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নিশ্চয়ই লজ্জা-শরম ঈমানেরই অঙ্গ।"[৭৭] সুতরাং যার লজ্জা নেই তার ঈমানও নেই। অশ্লীলতা যে শয়তানের কাজ তা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের অনুসরণ করলে শয়তান তা অশ্লীল ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়।"[৭৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন "নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীল ও অশ্লীলতা প্রদর্শন করাকে পছন্দ করেন না।"[৭৯] এই অশ্লীলতা ছড়ানোর বড় মাধ্যম হলো, অশালীন পোশাক। মেয়েদের ঘরের বাইরে যেতে শরী'আতে নিষেধ করা হয়নি: বরং অনুমতিই দেওয়া হয়েছে। সে অনুমতি দু'টি শর্তের অধীন। প্রথম শর্ত, বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে ঘুরে বেড়ানো চলবে না। প্রয়োজন-নিতান্ত প্রয়োজনীয় জায়গার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বাইরে বের হতে পারে। আর দ্বিতীয় শর্ত হলো, নিজের মাথা-বুক-পিঠ এবং সমগ্র শরীর ভালভাবে আবৃত করে বের হওয়া চলবে। বুক-মাথা-পিঠ উন্মুক্ত রেখে গায়ের বর্ণ ও যৌনোজ্জ্বল দেহাবরণ প্রকাশ করে বের হওয়া মেয়েদের জন্য হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন "যে সব নারী পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ, যারা নিজেদের কুকর্মকে অন্য লোকের কাছে জানান দিয়ে চলে, যারা বুক-কাঁধ বাঁকা করে এক দিকে ঝুলিয়ে চলে, যাদের মাথা ষাঁড়ের চুটের মত ডান-বামে ঢুলে ঢুলে পড়ে, তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং বেহেশতের সুগন্ধিও পাবে না। যদিও তার সুগন্ধি বহুদূর থেকে পাওয়া যাবে।"[৮০]

হাদীসে অশ্লীলতা মুনাফিকের অংশ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "লজ্জা এবং সংকোচ ঈমানের অঙ্গ, আর অশ্লীল এবং বেশি কথা নিফাকের অঙ্গ।"[৮১] অশ্লীলতার ভয়াবহতা এতই মারাত্মক যে, কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শিরক করা পাপের পূর্বে আনা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "বলুন! আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা; আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শিরক করা যার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্মন্ধে এমন কিছু বলা হয় যা তোমরা জান না।"[৮২] বাংলাদেশের মুসলিম পরিবারের মেয়েরা আজকাল আরও একটি অপসংস্কৃতির লালন করছে: যা ইসলাম অনুমোদন দেয়নি। এটি বিজাতীয় সংস্কৃতি। আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃত করণ-ভ্রু সরু করণ, শরীরের বিভিন্ন স্থানের চুল উপড়ানো ইত্যাদি। এর উদ্দেশ্য হলো বেগানা মানুষকে দেখানো; যাতে তাকে সুন্দর দেখা যায়। সৌন্দর্য প্রকাশের এটি একটি আধুনিক উপায়। সাধারণত: কপালের উপরের ভ্রু ও পশম উপড়িয়ে সরু করা। এ কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। যারা এমন কাজ করে রাসূলুল্লাহ (স.) তাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "যে স্ত্রীলোক চুল বা পশম উপড়ায় এবং যে অপরের দ্বারা এ কাজটি করায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়ের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।"[৮৩]

তবে স্বামীর অনুমতি নিয়ে স্বামীকেই দেখানোর জন্য মুখমন্ডলের পশম উপড়ানো যেতে পারে বলে ইমাম আবু হানিফা এবং কোন কোন ইমাম জায়িয বলেন। এক হাদীসে এসেছে, "তাবারানী গ্রন্থের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, আবু ইসহাকের স্ত্রী যুবতী ছিলেন,সৌন্দর্যের পিপাসু ছিলেন। তিনি হযরত আয়িশার কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞসা করলেনঃ স্ত্রী কি স্বামীর জন্য মুখমন্ডলের পশম দূর করতে পারে? হযরত আয়িশা বললেন, কষ্টের ব্যাপারগুলো সাধ্যমত দূর কর।"[৮৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন "নারীর জন্য পুরুষালী পোশাক পরিধান করা এবং পুরুষের জন্য নারীসুলভ পোশাক পরা সম্পূর্ণ হারাম।"[৮৫] সাদৃশ্যকরণ পর্যায়ে কথাবার্তা, গতিবিধি, চলাফেরা ও ওঠাবসা ও পোশাক পরা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই গণ্য। পুরুষের সাথে নারী আর নারীর সাথে পুরুষের স্বদৃশ্যকারীদের উপর রাসূলুল্লাহ

৭৭.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৪

৭৮.আল-কুর'আন, ২৪ঃ ২১, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

৭৯.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আলমুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.২০২

৮০.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আলমুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.২৯৯

৮১.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আলমুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.২৬৯

৮২.আল-কুর'আন, ৭ঃ ৩৩, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

৮৩.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী,*ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, ঢাকা ঃ খাইরুন প্রকাশনী,এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.পৃ. ১২৪

৮৪.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী,*ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৫

৮৫.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত,.পৃ.১২০

Dhaka University Institutional Repository

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাদ করেছেন।"[৮৬]

৪.দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে; যা ইসলাম তার উপর ওয়াজিব করে দিয়েছে। এ দায়িত্ব পালন না করলে দাম্পত্য কলহ অবশ্যম্ভাবী। এর মধ্যে স্বামী তার সাধ্যমত স্ত্রীর ভরণ-পোষণসহ অন্যান্য দাবি পূরণ করবে। সামর্থ থাকা সত্বেও এতে কৃপণতা করা জায়িয নয়। বিয়ের পর স্বামীর দায়িত্ব হলো স্ত্রীর মৌলিক চাহিদা যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং যৈবিক চাহিদাসহ অন্যান্য দাবি পূরণ করা। স্ত্রীর অগাধ সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তার এ সব দাবি স্বামীকেই পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা স্বামীর উপর এসব ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন, "বিত্তবান নিজ সামর্থ অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত, সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ দিয়েছেন, তদাপেক্ষা গুরতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দেবেন।"[৮৭] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, "স্বামী বিত্তবান ও সচ্ছল হলে তার স্বচ্ছলতা অনুসারেই ভরণ-পোষণ করবে। আর অসচ্ছল হলে তদানুযায়ীই তার ভরণ-পোষণ করবে।"[৮৮] "উপরোক্ত আয়াতের শেষাংশ প্রমাণ করে যে, সামর্থের বাইরে বেশি কিছু স্বামীর পক্ষে ওয়াজিব নয়। ইমাম আবু হানিফারও এই মত। আল্লামা ইবনুল হুম্মান লিখেছেন, স্বামী যদি গরীব হয়, তার স্ত্রী সচ্ছল অবস্থার; তাহলে স্বামী গরীব উপযোগী ভরণ-পোষণ দেওয়ার জন্য দায়িত্বশীল।"[৮৯]

ভরণ-পোষণে কৃপণতা বৈধ নয়। হাদীসে এসেছে আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী উৎবা কন্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি, সে আমার ও আমার সন্তানদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভরণ-পোষণ দেয় না, তবে আমি তাকে না জানিয়ে প্রয়োজনমত গ্রহণ করে থাকি। এতে কি আমার অন্যায় হবে? নবীজী (স.) উত্তরে বললেন, সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী তোমার ও তোমার সন্তানদের প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ তুমি গ্রহণ করতে পার।"[৯০] অন্য হাদীসে তিনি আরও বলেন, "তোমরা যখন যা খাবে তাদেরকেও তাই খাওয়াবে, আর যা পরবে তাদেরকেও তাই পরাবে।"[৯১] স্বামীর দায়িত্বের প্রথম ও প্রধান হলো, ভরণ-পোষণ। ভরণ-পোষণ এর দায়িত্বে অবহেলা করলে বা স্বামী বিদেশে থাকাকালীন স্ত্রী ধার-কর্জ করে সংসার চালাতে পারে। "আবার স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী তাহার স্বার্থে অন্যের নিকট হইতে ধার গ্রহণ করিয়া নিজের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে; ঋনদাতা গ্রহিতার স্বামীর নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে।"[৯২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল- হে আল্লাহর রাসূল! স্বামীর উপর স্ত্রীর কী কী অধিকার আছে? তিনি বলেন, "তুমি যখন যাহা আহার কর তখন তাহাকেও আহার্য দিবে এবং তুমি যখন বস্ত্র পরিধান করবে তখন তাহাকেও বস্ত্র পরিধান করিতে দিবে। তাহাকে চপেটাঘাত করিবে না, গালাগালি করিবে না এবং তাহাকে ঘরের ভিতরে না রাখিয়া তুমি বাইরে যাইবে না।"[৯৩] আজকাল স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই সংসারের জন্য আয়-রোজগার করে সংসারে ব্যয়ও করে। অনেক সময়ে স্বামী স্ত্রীর উপার্জিত আয় সংসারে ব্যয় করতে বাধ্য করে। ইসলামে স্ত্রীর সম্পদ সংসারে ব্যয় করা বাধ্যতামূলত নয়। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় এবং সমঝোতা করে সংসারে শান্তির জন্য কিছু বা যাই ব্যয় করে তবে তা দোষের কিছু নয়; বরং ভাল। কেননা স্বামী সংসার দেখাশুনার দায়িত্ব স্ত্রীর উপর থাকলে স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে কিছু বিঘ্নিত হয় আর এই ঘার্টতি পূরণের

৮৬.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত,.পৃ.১২০

৮৭.আল-কুর'আন, ৬৫ঃ ৭, لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً

৮৮.আল-কুর'আন,২ঃ ২৩৬, لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ

৮৯.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৮

৯০.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৮,১৮৯
"خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

৯১.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রো ঃ মাতবা'আ আশ্‌শারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি. (১৮৯৫ খ্রি,) খ.৪, পৃ.৪৪৪,৪৪৭

৯২.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী,*ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৬৫

৯৩.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,জুন ১৯৯৫খ্রি. পৃ.২৩৪

জন্য স্ত্রী যদি কিছু দিয়ে সমঝোতা করে বা সাহায্য করে তাহলে উত্তম। এ ব্যাপারে ইসলাম অনুমতি দিয়েছে। হাদীসে এসেছে "একদিন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শিল্পকর্মে পারদর্শী একজন মহিলা। আমি বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করে বিক্রি করি। আমার স্বামী ও সন্তানদের আয়ের কিছুই নাই। সুতরাং আমি কি আমার আয়লব্ধ অর্থ তাদের জন্য ব্যয় করতে পারি? উত্তরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ তুমি তাদের জন্য ব্যয় করতে পারবে তবে এর জন্য তুমি আল্লাহর নিকট আলাদা পুরুস্কার লাভ করবে।"[৯৪] ভরণ-পোষণের পাশাপাশি স্ত্রীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এবং একত্রে থাকা স্বামীর মৌলিক দায়িত্ব। স্ত্রীকে অন্য বাড়িতে বা আলাদাভাবে রাখার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যা ইচ্ছা স্বানন্দে গ্রহণ কর।"[৯৫] তিনি আরও বলেন, "তোমাদের সামর্থানুযায়ী যে ঘরে বাস কর তাদেরকেও সেরূপ ঘরে বাস করতে দেবে।"[৯৬]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) এর সাথে হযরত আলী (রা.) এর বিয়ের পর কিছুদিন পিতার কাছেই ছিলেন কিন্তু যখন আলী (রা.) সমর্থ হলেন এবং অবকাশ পেলেন তখন ফাতিমাকে নিয়ে আলাদা বাসস্থানে বসবাস শুরু করেন। "বিবাহের দশমাস পরে রুখসতী কার্যকর হয়। হযরত আলী (রা.) এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটই ছিলেন, কিন্তু রুখসতি সময়ে তিনি হারিস ইবনে নুমান (রা.) এর ভাড়ার ঘরে চলিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়কে বিদায় জ্ঞাপন করলেন এবং মহব্বতের জীবন-যাপন করার নসীহত করলেন।"[৯৭] অন্যদিকে স্বামীর আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে স্ত্রী অবজ্ঞা করে স্বামী থেকে আলাদা হয়ে বসবাস করবে অথবা পিতার বাড়িতে চলে যাবে ইসলাম তা অনুমতি দেয়নি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রমণীগণ কখনই নবীর ঘর ছেড়ে কঠিন মুহুর্তেও চলে যাননি। "কঠিন পরিস্থিতি জীবন ও নবুয়তের সুমহান ও কঠিন দায়িত্বের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রীগণ সম্মানের বাসস্থান ও তাঁর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখার অংশীদার হয়েছেন।"[৯৮] ফিকাহবিদগণ বলেছেন, "যে লোক তার স্ত্রীর সাথে বসবাসের মধ্যে কোন ঘর নির্মাণ করবে এবং তা পরিচালনার অধিকার তারই হাতে অর্পণ করবে,সে যেন তার স্ত্রীকে একখানি ঘর সম্পূর্ণ হেবা করে দিল, তারই কছে তা হস্তান্তর করে দিল।"[৯৯]

হাদীসে এসেছে "তাদের ঘরই তাদের জন্য সুখ-শান্তির আকর।"[১০০] তাদের ঘর বলতে তাদের স্বামীদের ঘরকেই বুঝানো হয়েছে। তার সাথে স্ত্রীর নিজস্ব ঘর থাকা আবশ্যক। "এ জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক একজন বেগমের জন্য এক একটি হুজরা-ছোট কক্ষ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন এবং যে বেগম যে হুজরায় বসবাস করতেন তিনিই ছিলেন তার মালিক-ব্যবস্থাপনা-পরিচালনার কর্ত্রী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপস্থিতিতেও তিনিই তাতে মালিকানা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতেন।"[১০১] স্ত্রীর জীবনে স্বামীই তার সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ট সঙ্গী এবং যাবতীয় বিষয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া ও তত্ত্বাবধান করার জন্য স্বামীই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। "সুতরাং রোগ-শোক ও বিপদাপদে স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং তাহার সকল সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। রোগাক্রান্ত হলে স্ত্রীর সেবা-শুশ্রুষা ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা স্বামীর অপরিহার্য দায়িত্ব। স্বামী স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল না হইলে স্ত্রীও স্বামীর প্রতি সহানুভূতিশীল হইবে না।"[১০২] স্ত্রীর রোগ-শোকে

৯৪.আমিনুল ইসলাম মারুফ, *মানব জীবনে বিবাহের উপকারিতা ও কল্যাণ: একটি সমীক্ষা*, ইফাবা পত্রিকা, ৪৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী ২০০৭,পৃ.৯৯

৯৫.আল-কুর'আন, ২ঃ ৩৫, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ

৯৬.আল-কুর'আন, ৬৫ঃ ৬, أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ

৯৭.মোহাম্মদ গরীবুল্লাহ মাসরূর, *কাতেবীনে ওহী*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৮৬ খ্রি, পৃ.১৫৭

৯৮.ডা.জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, অনুবাদ ও সম্পাদনা-ডা. হুমায়ুন কবীর প্রমুখ, প্রকাশক আব্দুল কুদ্দুস সাদী ও সোহেল, বাংলাবাজার ঢাকা ঃ জানুয়ারী ২০১০ খ্রি.খ. ১, পৃ.২৯৫

৯৯.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী,নভেম্বর-১৯৯৩ খ্রি. পৃ.২৫৫

১০০.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৪

১০১.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*,প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

১০২.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.২৪৬

পাশে না দাঁড়ালে তথা অর্থ খরচ করে চিকিৎসা না করা স্বামীর দায়িত্ব অবহেলার শামিল, যা গুনাহের কাজ। এটি স্বামী তার দায়িত্ব এড়াতে পারে না। "স্ত্রী রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা করা স্বামীরই দায়িত্ব। বস্তুত স্ত্রী সবচেয়ে বেশি দুঃখ পান তখন, যখন বিপদে-আপদে তার স্বামীকে সহানুভূতিপূর্ণ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখতে পায় না অথবা স্ত্রীর যখন বিপদ হয়, শোক হয় কিংবা রোগ হয় তখন স্বামীর মন যদি তার জন্য দ্রবীভূত না হয়; বরং স্বামীর মন মৌমাছির মত অন্য ফুলের সন্ধানে উড়ে বেড়ায়, তখন বাস্তবিকই স্ত্রীর দুঃখ ও মনকষ্টের কোন অবধি থাকে না।"[১০৩] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে লোক অপরের জন্য দয়াকুল হয় না, সে কখনো অপরের দয়া-সহানুভূতি লাভ করতে পারে না।"[১০৪] স্বামীর উপর আরও একটি মৌলিক দায়িত্ব হলো, বিয়ের সময়ে মোহরানা পরিশোধ করা। বিয়ের প্রাক্কালে যদি পরিশোধ না করতে পারে, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা পরিশোধ করে নিজেকে ঋনমুক্ত করা স্বামীর দায়িত্ব। এ ব্যাপারে ইসলামে বিশেষ তাকিদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালাামে ইরশাদ করেছেন, "আর মেয়েদের অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে তাদের বিয়ে কর এবং তাদের মোহরানা প্রচলিত নিয়মে ও সকলের জানামতে তাদেরকেই আদায় করে দাও।"[১০৫] মোহরানা স্ত্রীর অধিকার, কারো কোন দান বা করুণার বিষয় নয়। "বস্তুত স্ত্রীর উপর স্বামীত্বের অধিকার লাভের জন্য স্ত্রীকে স্বামী যাহা প্রদান করে ইহাকেই মহর বলে। ইহা নিছক দান নহে; বরং ইহা আল্লাহ তা'আলার দেওয়া স্ত্রীর অধিকার। কারণ পবিত্র কুর'আনে অর্থের বিনিময়ে বিবাহ করা বৈধ করা হইয়াছে।"[১০৬]

পবিত্র কুর'আন মজীদে রক্তের ও বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে পুরুষের জন্য কতিপয় মহিলাকে বিবাহ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন, "তোমরা ঐ সকল মহিলাকে বিবাহ করো না, যাদেরকে তোমাদের পিতা বিবাহ করেছে।"[১০৭] "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাতৃকন্যা, ভগিনি কন্যা, তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে, তোমাদের দুধবোন, শাশুড়ি, যে সমস্ত মহিলার সাথে সহবাস হয়েছে তাদের কন্যা-যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তাহলে এ বিবাহে তোমাদের কোন দোষ নেই। তোমাদের ঔরশজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং একসঙ্গে আপন দুইবোনকে বিবাহ করা, কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।"[১০৮] "উল্লেখিত মহিলা ব্যতীত আর সকল মহিলাকে অর্থের বিনিময়ে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা উপভোগ করবে, তাদেরকে নির্ধারিত মোহরানা দিবে।"[১০৯] মোহরানা কোন চাপে পড়ে কিংবা কৃপণতাভরে আদায় নয়; বরং সত:স্ফূর্তভাবে আদায় করতে হবে। আল্লাহ পাক বলেন, "তোমাদের স্ত্রীদের মোহরানা আনন্দচিত্তে দিয়ে দাও।"[১১০] মোহরানা স্বামীর জন্য দেনা স্বরূপ। কখনই তা রহিত হয় না। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় বা খুশিমনে আংশিক বা পূর্ণ মোহরানা ছেড়ে দেয় কিংবা মাফ করে দেয়, তবে তা ভিন্ন কথা। "মুহর মূলত দেনা স্বরূপ, অনাদায়ের ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর অধিকার রহিত হয় না। অতএব মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে প্রাপ্য মহর আদায় করিতে হইবে। কিন্তু ইহার প্রকৃতি জামানত বিহীন দেনার মত।"[১১১] স্ত্রীকে মোহরানা পরিশোধ না করলে স্বামী ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। রাসূলুল্লাহ

১০৩.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৪

১০৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

১০৫.আলকুর'আন, ৪ঃ ২৫, فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

১০৬.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৩

১০৭.আল-কুর'আন, ৪ঃ ২২, وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً

১০৮.আল-কুর'আন, ৪ঃ ২৩, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً

১০৯.আল-কুর'আন,৪ঃ ২৪, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً

১১০.আল-কুর'আন, ৪ঃ ৪, وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً

১১১.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত,পৃ.২০৩

সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে মহর দানের শর্তে, অথচ মোহর আদায়ের নিয়ত তাহার নাই, তবে সে যিনাকারী।"[১১২] এদিকে স্বামীর প্রতিও স্ত্রীর অত্যাবশ্যকীয় কিছু দায়িত্ব রয়েছে যা পালন না করলে নিশ্চিতভাবে উভয়ের মধ্যে কলহ-সমস্যা দেখা দেবে। এর মধ্যে প্রথমটি হলো, স্বামী গৃহের অভ্যন্তরে কাজ-কর্ম সম্পন্ন করা ও তত্ত্বাবধান করা। অন্যভাবে স্ত্রীকে ঘরের রাণী বলে আখ্যায়িত করা হয়। উভয়ের কাজ-কর্ম ও দায়িত্ব আলাদা করে দেয়া হয়েছে। "পুরুষ বাইরের জগতে নিজের কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করে যেমন করবে কামাই রোজগার, তেমনি গড়বে সমাজ-রাষ্ট্র, শিল্প ও সভ্যতা। আর নারী ঘরে থেকে একদিকে করবে ঘরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, অপরদিকে করবে গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, লালন-পালন ও ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তোলার কাজ।"[১১৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আর নারী-স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের পরিচালিকা, রক্ষণাবেক্ষণকারিণী- কর্তী।"[১১৪]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিজের ও কন্যাদের দায়িত্ব ঘরের দেখাশুনাসহ সকল কিছুই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। হাদীসে এসেছে, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যা ফাতিমার উপর তাঁর ঘরের মধ্যকার যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং হযরত আলী রা.) উপর দিয়েছিলেন ঘরের বাইরের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব।"[১১৫] স্ত্রীর নিকট গৃহের সম্পদ সংরক্ষণ করাও তার দায়িত্ব। আর এটি স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব। কারণ এটি তার নিকট রাখা আমানত। স্ত্রী ঘর গোছানোর পাশাপাশি স্বামীর সম্পদ যাতে বিনষ্ট না হয়, চুরি না হয়, সে দিকে পূর্ণ দায়িত্বশীলা। এ ক্ষেত্রে স্বামীর সম্পদ ইচ্ছামত ব্যয় করাও তার জন্য উচিত নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী তার গৃহ হতে কিছু ব্যয় করবে না।"[১১৬] তিনি আরও বলেছেন, "স্ত্রী স্বামীর ঘরের অভিভাবিকা। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞসা করা হবে।"[১১৭] স্বামীর ধন-সম্পদ থেকে অতিরিক্ত ব্যয় করতে নিষেধ করা হলেও দান-খয়রাত করতে নিষেধ করা হয়নি। তবে নিজে জমা করে রাখা যাবে না। জনৈক মহিলা সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যা পার দান কর-করতে পার, তবে নিজের তহবিলে জমা করে রেখো না। তাহলে মনে রেখো, আল্লাহও তোমার জন্য শাস্তি জমা করে রাখবেন।"[১১৮]

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো সন্তান ধারণ করা আর তাদের লালন-পালন করা। এ কাজটিও স্ত্রীর উপর ফরজ। সন্তান প্রসবের পর নূন্য পক্ষে দুই বছর দুধ খাওয়ানো স্ত্রীর উপর ফরজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "স্ত্রী স্বামীর পরিজন ও সন্তানদের তত্ত্বাবধানকারিনী এবং এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[১১৯] সন্তান ভূমিষ্ট হলে পরামর্শ করে সুন্দর নাম রাখা, দুধ খাওয়ানোর পাশাপাশি অন্যান্য খাবার খাওয়ানো, প্রাথমিক শিক্ষা দান, আদব-কায়দা-ভদ্রতা শিক্ষা দান, হালাল-হারাম শিক্ষা দান ইত্যাদি স্ত্রীর উপর দায়িত্ব। আজকাল রাষ্ট্র, সমাজ, যুগের বেশ পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় নারীরা পুরুষের কাছে বেশি পরিমাণ জিম্মি হওয়ার কারণে এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে শুধু ঘরের কাজে সময় দিতে রাজি নন। তারা এখন পরিবারে সচ্ছলতা বাড়ানোর জন্য বাইরে পুরুষের মত শ্রম দিয়ে একদিকে যেমন নিজের অধিকারে সোচ্চার হয়ে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করছে, অপরদিকে সংসারে বাড়তি আয় করে সচ্ছলতার মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ইসলাম এ

১১২.সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.২০৪

১১৩.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৫

১১৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৫

১১৫.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৮

১১৬.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *আসসুনান*, রিয়াদঃ দারুসসালাম, ২০০০ খ্রি.কিতাবুয যাকাত,মাজ'আ ফিন্নাফকাতিল মার'আতি বিল বাইতি জাওজিহা, বাব-৪ "لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا"

১১৭.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী,*সহীহ আল-বুখারী*, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি. কিতাবুল আহকাম, আতি'উল্লাহা ওয়া আতি'উর রাসূল ওয়া উলিল আমরিম মিনকুম বাব-১৫

১১৮.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৫

১১৯.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *জামে'উত তিরমিযি*, দিল্লি ঃ আল মাকতাবা রশিদিয়া, ১৯৫০ খ্রি.কিতাবুল আহকাম, বাব নং ৬ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

ক্ষেত্রে বাধা দেয়নি; বরং তা জায়িয রেখেছে। কিন্তু এখানে শর্তারোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ নারী যেন তার শালীনতা বজায় রাখে এবং এতে স্বামীর অনুমোদন থাকতে হবে। কারণ এ কাজটি তাদের জন্য ফরজ বা ওয়াজিব নয়। "স্বামী তার স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহের জন্য দায়ী। এটা তার জন্য ওয়াজিব। তাই তার কর্তব্য স্ত্রীকে খোরপোষ ও জীবন যাপনের ব্যয় নির্বাহ থেকে মুক্ত রাখা। অনুরূপ পিতা তার কন্যার ব্যয় নির্বাহের জন্য দায়ী। স্বামী কিংবা পিতা যদি মৃত্যু মুখে পতিত হয় অথবা অক্ষম হয় এবং স্ত্রী বা কন্যার প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম কাউকে রেখে না যায়, তাহলে রাষ্ট্র সে দায়িত্ব পালন করবে।"[১২০] মহান আল্লাহ বলেছেন, "পুরুষ নারীর জন্য ব্যবস্থাপক। কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং এজন্য যে পুরুষ নারীর জন্য অর্থ ব্যয় করে।"[১২১] "জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তাদের (স্ত্রীদের) কে খাদ্য ও বস্ত্র উত্তমরূপে দেওয়া তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য..।"[১২২] "আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিজের পরিবার থেকে ব্যয় শুরু কর। এটা কি ভাল যে, স্ত্রী বলবে আমাকে খাবার দাও নতুবা তালাক দাও..সন্তান বলবে আমাকে খাবার না দিয়ে কার জন্য পরিত্যাগ করছ?"[১২৩]

তবে সন্তানাদি যদি সচ্ছল হয় সে ক্ষেত্রে পিতার দায়িত্ব তাদের জন্য ওয়াজিব নয়। হাফেজ ইবনে হাজার 'সন্তান বলবে, আমাকে খাবার না দিয়ে কার জন্য পরিত্যাগ করছো?' এ কথার ব্যাখ্যায় বলেছেন, "সন্তানদের মধ্যে যারা বা যাদের অর্থ-সম্পদ আছে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য আছে তাদের ভরণ-পোষণ করা যে পিতার দায়িত্ব নয় মনিষীগণ এটিকে তার প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন। কেননা যে সন্তান বলে যে, আমাকে কার জন্য পরিত্যাগ করছো, তার অবস্থাই এমন বলে প্রতীয়মান হয় যার পিতার পক্ষ থেকে ভরণ-পোষণ লাভ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আর যার কোন ব্যবসায়-বাণিজ্য বা পেশা আছে বা অর্থ-সম্পদ আছে সে এরূপ কথা বলতে পারে না।"[১২৪] এদিকে খায়রুর রামালী বলেছেন, মেয়েরা যদি সূচীকর্ম বা সুতাকাটার মত কাজের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় তাহলে নিজ উপার্জন থেকেই জীবন-যাপনের ব্যয় নির্বাহ করবে।"[১২৫]

তৎকালীন সময়ে মহিলাদের জন্য সুতাকাটা, সুক্ষ শিল্পকর্ম কাজ উপযোগী ছিল। কিন্তু বর্তমানে এরূপ অনেক কাজ আছে যা মহিলাদের জন্য বেশ উপযোগী। যেমন শিক্ষকতা, ডাক্তারি, তাঁত শিল্পে হাতের কাজ করা, টেইলারিং, ঘরে বসে ব্যবসা করা, অন্যান্য অফিসে অধিকতর কম পরিশ্রমের এমন অনেক কাজ। স্বামী কিংবা পিতার অবর্তমানে নারী বা তার সন্তান উপার্জনে অক্ষম হলে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। "আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আমি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও নির্ভরযোগ্য। মুমিনদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তা তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর কেউ সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করলে তা তার ওয়রিশদের জন্য।"[১২৬] অন্য একটি বর্ণনায় আছে "আর কেউ অভাবী সন্তান রেখে গেলে তার দায়িত্ব আমার।"[১২৭] হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, "হাদীস সংকলক (ইমাম বুখারী) হাদীসটিকে 'নাফাকাত' অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করে এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত দিতে চেয়েছেন যে, সন্তান-সন্ততি রেখে যে ব্যক্তি মারা গেল কিন্তু সম্পদ রেখে গেল না, মুসলমানদের বায়তুল

১২০.আব্দুল হালীম আবু শুককাহ, *রাসুলের স.যুগে নারী স্বাধীনতা*, অনুবাদ মাওঃ মোজাম্মেল হক সম্পাদনা আব্দুল মান্নান তালিব, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থ্যট,নভেম্বর ২০০২ খ্রি. খ. ২, পৃ.৩৮১

১২১.আল-কুর'আন, ৪ঃ ৩৪, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

১২২.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, ইস্তাম্বুল ঃ কিতাবুল হাজ্জ, বাব, নবী (স.) এর হজ্জ, খ. ৪, পৃ. ৪১ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ

১২৩.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কায়রোঃ ১৩৪৫ হি. কিতাবুন নফকাত, বাব-পরিবার ও সন্তানদের জন্য ব্যয় করা ওয়াজিব, খ. ১১, পৃ. ৪২৮ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي

১২৪.হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী, *ফতহুল বারী*, কায়রোঃ মোস্তফা হালাবী ছাপাখানা কর্তৃক মুদ্রিত, তা.বি. খ.১১,পৃ.৪২৮

১২৫.ইবনে আবেদীন, টীকা দুররে মুখতার, খ. ২, তা.বি.পৃ.৬৭১

১২৬.*সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাব-ঋণ গ্রহণ, ঋণ পরিশোধ,খরচ করা থেকে বিরত থাকা এবং দরিদ্র হওয়া, বাব-ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির জানাযা, খ. ৫, পৃ.৪৫৮

১২৭.*সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নফকাত, বাব-নবী (স.) এর বাণী ঃ কেউ ঋণ বা শিশু সন্তান রেখে মারা যায়, তার দায়িত্ব আমার, খ.১১,পৃ.৪৪৪

মাল থেকে সে সন্তানদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা ওয়জিব।”[১২৮] আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা প্রত্যকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্যেকেই নিজের অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মানুষের ওপর যিনি শাসক নিযুক্ত হয়েছেন তিনিও একজন তত্ত্বাবধায়ক। ফলে তিনিও তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন।”[১২৯] হাদীসে এসেছে, “যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা আসলাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর সাথে বাজারে গেলাম। এক যুবতী মহিলা উমরের কাছে এসে বললো,হে আমীরুল মুমিনিন! আমার স্বামী ছোট ছোট সন্তানাদি রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহর শপথ! তাদের না আছে খাদ্য, না আছে ক্ষেত-খামার কিংবা দুধেল পশু..। উমর তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকলেন, স্থান ত্যাগ করলেন না। তারপর তিনি (বায়তুল মালের) আস্তাবলে বাঁধা একটি শক্তিশালী উটের কাছে গেলেন এবং খাদ্য ভর্তি দুটি বস্তা তার পিঠে চাপিয়ে তার মাঝে কিছু নগদ অর্থ ও কাপড়-চোপড় রেখে তার লাগাম মহিলার হাতে দিয়ে বললেন, এটি চালিয়ে নিয়ে যাও। এ গুলো শেষ না হতেই আল্লাহ তোমাদেরকে কল্যাণ দান করবেন।”[১৩০]

৫.পরস্পর গালমন্দ-তিরস্কার করলে

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে গালিগালাজ বা তিরস্কার করলে দাম্পত্য জীবনে বিরোধ দেখা দেয়। আমাদের দেশে এমন অনেক দম্পতি আছে যারা একে অপরকে গালিগালাজ করে সংসারকে উত্তপ্ত করে রাখে। অধিকাংশ মুসলিম পরিবারে দেখা যায়, দাম্পত্য জীবনে সামান্য কারণেই ঝগড়া-ঝাটি হয়। এক পর্যায় উভয়ই অকথ্য ভাষায় একে অপরকে গালিগালাজ বা তিরস্কার করে বসে। এতে শুধু নিজেদের চরিত্রকেই কলুষিত করে না; বরং সন্তানদের এবং প্রতিবেশিদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে এর প্রভাব। আবার স্বামী বা স্ত্রীর সামান্য ভুল, অন্যায় অথবা শারীরিক গঠন, স্বামীর রোজগারে অস্বচ্ছলতা এবং স্ত্রীর শারীরিক ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখ করে তিরস্কার করা হয়। এই গালিগালাজ ও তিরস্কার ইসলামে হারাম করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “মুসলমানকে গালি দেওয়া ফিস্ক।”[১৩১] কাউকে গালি দেওয়া রাসূলের চরিত্রের সম্পূর্ণ খেলাপ। তিনি তাঁর পুরো জীবনে কখনো কাউকে গালি দেননি। হাদীসে এসেছে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গালি প্রদানকারী ও অভিসম্পাদকারী ছিলেন না।”[১৩২]

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, যিনি রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে তাঁর গৃহে দশ বছর অতিবাহিত করেছেন। তিনি বলেন, “তিনি কখনো আমাকে ধমক দেননি,প্রহার করেননি এবং গালি দেননি।”[১৩৩] হযরত আনাস (রা.) আরও বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে গালাগাল করতেন না এবং কাউকে অশ্লীল কথাও বলতেন না। যখন তিনি আমাদের কাউকে ভর্ৎসনা করতে চাইতেন, তখন তিনি বলতেন, তার কি হয়েছে? তার হাত ধুলি মলিন হোক।”[১৩৪] গালি দেওয়া কাবিরা গুনাহ। এটি একটি অশ্লীল কাজও বটে। আজকাল স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে আর স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে গালিগালাজ করা অতি সামান্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাদীসে গালি দেওয়া নিষেধ করা হয়েছে। তিনি (স.) বলেন, “তুমি তোমার স্ত্রীর মুখমন্ডলে আঘাত করবে না, গালিগালাজ করবে না এবং ঘর থেকে বের করে দেবে না।”[১৩৫] অনেক সময়ে স্ত্রী স্বামীর ভালবাসার পরিবর্তে কুরুক্ষেত্রের প্রতিপক্ষ হয়ে যায়। গালিগালাজ করা মুনাফিকের কাজ ও তাদের বৈশিষ্ট্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে মুনাফিকদের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে ঝগড়ার সময়ে গালিগালাজ করা একটি। তিনি (স.)

১১২৮.হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী, *ফতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, খ.১১,পৃ.৪৪৪

২৯.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কায়রোঃ ১৩৪৫ হি. কিতাব-দাসমুক্তি, বাব-দাস দাসীদের ওপর হাত তোলা, খ. ৬, পৃ.১০৬, মুসলিম, কিতবুল ইমামত, ফদলু ইমামি আদেল ওয়া হদ্দুজ জালিম, খ. ৬, পৃ. ৮

১৩০.*সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত,কিতাবুল মাগাযী, বাব- হুদাইবিয়ার অভিযান, খ. ৮, পৃ. ৪৫১

১৩১.মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, দিল্লী ঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. কিতাবুল ঈমান, (কায়রোঃ ১৯৫৬ খ্রি.) হাদীস নং ১১৬

১৩২.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী,*সহী বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, বাব নং ৩৮,৪৪

১৩৩.মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত,কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস নং ৩৩

১৩৪.হাফিজ আবু শায়খ আল ইসফাহানী (র.)*আখলাকুননবী (স.)*ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশঃ অক্টোবর ১৯৯৪ খ্রি,পৃ.২৯

১৩৫.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আলমুসনাদ*, কায়রোঃ মাতবা‘আ আশ্‌শারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি. (১৮৯৫খ্রী,) খ.৪, পৃ.৪৪৭ "وَلاَ يَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ يُقَبِّحْ وَلاَ يَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ"

বলেছেন, "মুনাফিকদের চারটি বৈশিষ্ট্য, কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে, আমানতের খেয়ানত করে এবং ঝগড়ার সময় গালি প্রদান করে।"[১৩৬] সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য থাকা পরিহারযোগ্য। স্বামী স্ত্রীকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, হেয় প্রতিপন্ন করা, ছোট জ্ঞান করা, তিরস্কার করে, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, অবজ্ঞা, উপহাস করা বর্তমানে অতি সমান্য বা সাধারণ ব্যাপার মনে করা হচ্ছে। এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং খারাপ অভ্যাস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কোন লোকের খারাপ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তিরস্কার করে।"[১৩৭] এসব কারণেও দাম্পত্য জীবনে মনোমালিন্য তথা বিরোধ দেখা দেয় বা দিচ্ছে এবং এ থেকে আরও বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ পাক এ অভ্যাসকে পরিত্যাগ করতে বলেছেন। তিনি বলেন, "হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ কোন পুরুষকে যেন উপহাস না করে; কেননা, যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী যেন কোন নারীকে উপহাস না করে। কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরে গালমন্দ করো না। ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা তাওবা না করে তারা জুলুমকারী।"[১৩৮] "এ আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়কে তিনটি কাজ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।
১.কোন মুসলমানকে বিদ্রুপ-উপহাস করা;
২.কাউকে দোষারোপ করা;
৩.কাউকে অবমাননাকর বা মন্দ নামে ডাকা।"[১৩৯]

৬.স্বামী-স্ত্রী পরস্পর নির্যাতিত হলে

এখানে নির্যাতন বলতে শারীরিক ও মানসিক উভয়ই বুঝানো হয়েছে। এতে উভয়ের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং মধুর সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায়। পাশ্চাত্য সমাজ নারীকে পুরুষ সাজিয়ে পুরুষরূপী মর্যাদা দিয়ে পারিবারিক জীবনে যে সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে এটি একটি। এটি পরস্পরের অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুন্ন করার উত্তম হাতিয়ার। কারণ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে বলেছেন, "তোমাদের নারীদের উপর যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি তোমাদের উপরে তাদের সমান অধিকার রয়েছে।"[১৪০] কিন্তু ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য, পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান, মান-মর্যাদা, অধিকার নির্ধারণ করে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে। তারপরও স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মান মর্যাদা ও অধিকার, কর্তব্য থেকে দূরে সরে এসে পরস্পর অমানবিক, অনৈতিক আচরণ করে থাকে। এটি তাদের মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার চরম অধ:পতন। এর ফলে সুখের সংসার নরকে পতিত হয়, হয় যুদ্ধক্ষেত্র। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বামী কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় আমাদের দেশে স্ত্রীরা। আর স্বামী হন মানসিক নির্যাতনের শিকার। কোন কোন সময়ে শারীরিক নির্যাতনের শিকারও হয়ে থাকে। উভয়ে ক্ষেত্রেই ইসলাম চরমভাবে নিষেধ করেছে। পুরুষেরা নারীদের যে মানসিক নির্যাতন করে থাকে তার উদাহরণ হলো, আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নানাভাবে কষ্টদান, উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে আটক রেখো না। যে লোক এরূপ করবে সে নিজের উপরই জুলুম করবে। আর তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে খেলনায় পরিণত করো না।"[১৪১]

আয়াতে নিজের উপর জুলুমের অর্থ হলো,এরূপ কর্মে সংসারে তিক্ততার সৃষ্টি হয়, হিংসা-বিদ্বেষ তৈরি হয়, স্ত্রীর সাথে মধুর সম্পর্ক বিনষ্ট হয় ফলে সে নিজেই বিপদে পড়ে যায় এবং নিজেও মানসিক কষ্টে ভুগতে থাকে। "বস্তুত স্ত্রীদের সাথে মিষ্টি ও মধুর ব্যবহার করা এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট না দিয়ে শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করা সম্পর্কে আল্লাহ পাক স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও যদি কেউ তার স্ত্রীকে অকারণে জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়, ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেষ্টিত

১৩৬.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-১০৬ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ

১৩৭.ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং-৩২

১৩৮.আল-কুর'আন, ৪৯ঃ ১১, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

১৩৯.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০০ খ্রি, পৃ. ৪৫০

১৪০.আল-কুর'আন, ২ঃ ১২৮, إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ

১৪১.আল-কুর'আন, ২ঃ ২৩১, وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dhaka University Institutional Repository

হয়, তবে সে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কারণে আল্লাহর গযবে পড়ার যোগ্য হবে।"[১৪২] হাদীসে স্ত্রীর প্রতি জুলুম রোধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তুমি স্ত্রীর মুখমন্ডলে আঘাত করবে না, গালাগাল দিবে না এবং ঘর থেকে বের করে দিবে না।"[১৪৩] স্ত্রীর সাথে রুক্ষ ও কর্কশ ব্যবহার করা এবং ঘৃণা করাও নির্যাতনের শামিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর যদি তোমরা তাদেরকে ঘৃণা কর, তবে এমন এক জিনিসকে ঘৃণা করবে;যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।"[১৪৪] হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, "রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোন স্ত্রীকে কিংবা কোন চাকর-খাদেমকে কখনো মারধোর করেননি-না তাঁর নিজের হাত দিয়ে না আল্লাহ পথে।"[১৪৫] নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা স্ত্রীদের আদৌ মারধোর করো না এবং তাদের মুখমন্ডলকে কুশ্রি ও কদাকার করে দিও না।"[১৪৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "আল্লাহর দাসীদের তোমরা মারধোর করবে না।"[১৪৭] "লক্ষণীয় যে, স্ত্রীদেরকে এখানে আল্লাহর দাসী বলা হয়েছে, পুরুষদের তথা স্বামীদের দাসী নয়। তাই তাদের অত্যাচার করা বা তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করার কোন অধিকার স্বামীদের নেই।"[১৪৮]

তবে কোন কারণে স্ত্রী বিপথগামী হয়ে গেলে বা অবাধ্য হলে তাদের সাধারণ মানুষের ন্যায় সংশোধনের নিমিত্তে সামান্য মারধোর বা উপদেশ শরী'আতে জায়িয আছে। এটি মূলত নির্যাতন নয়; বরং শান্তির জন্য উপায় মাত্র। অনুরূপভাবে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে শারীরিক ও মানসিক কোন প্রকার নির্যাতন জায়িয নয়। চাই সেটি সংশোধনের নিমিত্তেই হোক আর কষ্ট দেওয়ার জন্যই হোক। বর্তমানে বাংলাদেশে মুসলিম পরিবারে বিজাতীয়দের অনুকরণে মুসলিম রীতিনীতি তথা সংস্কৃতি ভুলে যেতে বসেছে। বর্তমানে নারীরা উচ্চ শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত হয়ে চাকরী বাকরী করছে, শুধু সংসার যারা করছে তাদের মধ্যে অনেকেই স্বামীকে, স্বামীর পিতা-মাতা ও অন্যান্য সদস্য বা আত্মীয়দেরকে অবজ্ঞার চোখেই দেখে থাকে। যেমন স্বামীকে অবজ্ঞাভরে নাম ধরে অসম্মানের সাথে ডাকা, তার দুর্বল দিক তুলে ধরা, নিজের ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ব্যয় করতে বাধ্য করা নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীর বৈধ কাজের বা আদেশ পালন তো দূরের কথা স্বামীকেই বাইরের ও ঘরের কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অথচ স্বামীর আনুগত্য করা, স্বামীকে সম্মান করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব করেছে ইসলাম। এটি স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে নির্যাতন করার শামিল। হাদীসে বর্ণিত আছে, "যখন স্বামী নিজ প্রয়োজনে স্ত্রীকে আহবান করবে তখন তার আহবানে সাড়া দেওয়া স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব যদিও সে তন্দুর পাকানোর কাজে ব্যস্ত থাকে।"[১৪৯]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে কিন্তু সে আসে না, ফলে স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়; ফেরেশতারা ঐ স্ত্রীকে সকাল হওয়া পর্যন্ত অভিশাপ দিতে থাকে।"[১৫০] ইসলামে স্বামীকে নির্যাতন তো দূরের কথা স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফল 'ইবাদতও স্ত্রীর জন্য জায়িয নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীর নিকট স্বামীর মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন, "আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদাহ করার অনুমতি থাকিলে স্বামীকে সিজদাহ করার আদেশ স্ত্রীর উপর প্রদান করা হইত।"[১৫১] বাংলাদেশে স্ত্রী বা নারী নির্যাতনের হার বেশি। পাশাপাশি স্বামী নির্যাতনের ঘটনাও বেশ পরিলক্ষিত হয়। অনেক স্বামী সমাজ তথা লোকচক্ষুর ভয়ে নিজের অবস্থান এবং সন্তানদের ভবিষ্যত ভেবে তার নির্যাতনের কথা মুখ ফুটে অন্যের কাছে বলতে পারে না।

১৪২.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, নভেম্বর-১৯৯৩, পৃ.১৭৫

১৪৩.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রো ঃ মাতবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি. খ.৪, পৃ.৪৪৭ "وَلاَ يَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ يُقَبِّحْ وَلاَ يَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ

১৪৪.আল-কুর'আন, ৪ঃ১৯, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً

১৪৫.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্, পৃ.১৭৬

১৪৬.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৬

১৪৭.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*,প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৬

১৪৮.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৬

১৪৯.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আলমুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.২৩

১৫০.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*,প্রাগুক্ত,কিতাবুন্নিকাহ, বাব-তাহরিমু ইমতিনায়িহা মিন ফিরাশি জাওজিহা "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ" .

১৫১.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ জুন ১৯৯৫ খ্রি. পৃ.২৫৪

এমনও দেখা যায়, স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে হত্যাও করা হয়। এমন অনেক ঘটনা বাংলাদেশে অহরহ ঘটছে। গত ৩০/৬/২০১১ তারিখের একটি ঘটনা। 'পাবনায় স্বামী খুন,স্ত্রী আটক' শিরোনামে সংবাদ মাধ্যমে জানা যায়,বিউটি খাতুন নামে স্ত্রী পরকীয়া প্রেমের জের ধরে স্বামী মোশাররফ হোসেন খোকনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। বিউটির প্রেমিক রুহুল আমিন ও সোলাইমানকে পুলিশ আটক করেছ। ১৯৮৮ সালে তাদের পারিবারিকভাবেই বিয়ে হয়েছিল।"[১৫২]

৭.ভরণ-পোষণে অক্ষমতার কারণে

দাম্পত্য জীবনে স্বামীর উপর ফরয করা হয়েছে স্ত্রীসহ পরিবারের সকল সদস্যের ভরণ-পোষণ। প্রচলিত বাজার অনুপাতে স্ত্রীর নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে স্বামী অক্ষম হলে অথবা অভাব-অনটন হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ দেখা দেয়। স্ত্রীর শোভনীয় মান অনুযায়ী খোরপোষ নিয়মিত সরবরাহ করা স্বামীরই কর্তব্য, যেন সে নির্লিপ্তভাবে, মনোযোগ সহকারে; আনন্দচিত্তে স্বামীর ঘর-সংসার পরিচালনা ও সংরক্ষণ এবং সন্তান ধারণ,প্রসব, ও লালন-পালনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে লোককে অর্থ-সম্পদে স্বাচ্ছন্দ্য দান করা হয়েছে, তার কর্তব্য সে হিসেবেই তার স্ত্রী-পরিজনদের জন্য ব্যয় করা। আর যার আয়-উৎপাদন স্বল্প পরিসর ও পরিমিত, তার সে ভাবেই আল্লাহর দান থেকে খরচ করা কর্তব্য। আল্লাহ প্রত্যেকের উপর তার সামর্থ অনুযায়ী দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন।"[১৫৩]

স্ত্রীর ব্যয়ভার শরী'আতে নির্দিষ্ট নয়; বরং তা বিচার-বিবেচনার উপরই নির্ভর করা হয়েছে। এ ব্যাপরে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের অবস্থা বিবেচনীয়। সচ্ছল অবস্থায় স্ত্রীর জন্য সচ্ছল অবস্থার স্বামী সচ্ছল লোকদের উপযোগী ব্যয় বহন করবে। অনুরূপভাবে অভাবগস্ত স্ত্রীর জন্য অভাবগ্রস্ত স্বামী ভরণ-পোষণের নিম্নতম দায়িত্ব পালন করবে।"[১৫৪] আমাদের দেশে অনেক পরিবার আছে, স্বামীর আয়ের সাথে ব্যয়ের অসঙ্গতার কারণে দাম্পত্য বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। স্বামী অভাবী কিন্তু স্ত্রী উচ্চাভিলাসী, উচ্চ আকাংখার মনের মানুষ। পারিপার্শিক বিভিন্ন কারণে আর্থিক সামর্থ না থাকলেও স্ত্রী স্বামীকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে থাকে। অথবা অতিরিক্ত আয় রোজগার করার জন্যও চাপ দেয়। এক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর অন্যায় আবদার রক্ষার্থে অবৈধ বা অনৈতিকভাবে বাড়াতে না পারলে উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। আবার স্বাভাবিক অভাবের কারণেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

ইসলাম একটি বৈজ্ঞানিক ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। তাই সর্বক্ষেত্রেই ইসলাম ভারসাম্যের কথা বলে। অভাবী সংসারে যেমন ব্যয়ের ব্যাপারে অবৈধ আয়ে নিষেধ করে থাকে তেমনি স্বচ্ছল সংসারে কৃপণতা করতেও নিষেধ করে। স্বামীর আর্থিক অবস্থানুযায়ী স্ত্রীর খোরপোষ দেওয়া কুর'আন থেকেই প্রমাণিত। হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেছেনঃ আবু সুফিয়ানের স্ত্রী উৎবা কন্যা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমীপে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক, সে আমার ও আমার সন্তানদের প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ দেয় না, তবে আমি তাকে না জানিয়ে প্রয়োজনমত গ্রহণ করে থাকি। এ কাজ কি আমার জন্য জায়িয? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থাকে বললেন, সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী তোমার ও তোমার সন্তানদের প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ তুমি গ্রহণ করতে পার।"[১৫৫] এদিকে যদি সংসারের কাজে স্ত্রীর খাদেম-চাকর বা আয়া-বুয়ার প্রয়োজন হয়; তাও যোগার করে দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "স্ত্রীদের খাবার ও পরার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে।"[১৫৬] এ প্রসঙ্গে শেষ কথা হলো, ইসলামী শরী'আত পরিবারের যাবতীয় ব্যয়ভার স্বামীর উপর ন্যস্ত করেছে।

১৫২.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ, ২/৭/২০১১, পৃ. ৯

১৫৩.আল-কুর'আন, ৬৫ঃ ৭, لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً

১৫৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৮৮

১৫৫.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮,১৮৯

"خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

১৫৬.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯০

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু তাই বলে স্ত্রীকে এ অধিকার দেওয়া হয়নি যে,সে স্বামীকে সর্বাবস্থায় খাবার-দাবারের বিশেষ একটি নির্দিষ্ট মান রক্ষা করে চলতে বাধ্য করবে। পবিত্র কুর'আনেও তাই বলা হয়েছে। ইসলাম সংসার ও পরিবারের যাবতীয় ব্যয় মেটানোর জন্য অপচয় ও অপব্যয় করতে নিষেধ করেছে; পক্ষান্তরে মিতব্যয়ী হওয়ার জন্য বিশেষ তাকিদ প্রদান করেছে। কারণ এগুলো শয়তানের কাজ এবং গুনাহ্ও বটে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

ইসলাম দুটো জিনিসকে অবৈধ ঘোষণা করেছে আর তাহলো, অপচয় এবং অপব্যয়। পবিত্র কুর'আনের ভাষায় অপচয়কে 'ইসরাফ' বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "হে বণী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান কর, আহার কর, পান কর কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।"[১৫৭] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ফসল তোলার দিনে তোমরা এর হক আদায় কর এবং অপচয় করবে না, নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।"[১৫৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা অপচয় ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন ছাড়া খাও, পান কর, দান কর এবং পরিধান কর।"[১৫৯] অপব্যয় এর কুর'আনিক ভাষা হলো, তাবযির। এটিও ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা কিছুতেই অপব্যয় করবে না। যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।"[১৬০] আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ব্যয় করার উত্তম রীতি-নীতি, পন্থা বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, আবার কৃপণতাও করে না ; বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।"[১৬১]

লক্ষণীয় বিষয় হলো,অধিকাংশ অপব্যয়কারী ও অপচয়কারীরা অহংকারী হয়। তারা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খরচ করে কিন্তু দরিদ্র লোকদের দিকে খেয়াল করে না। ইসলাম এমন সমাজ ও আচরণকে অনুমোদন বা সমর্থন করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন, "পুরুষের জন্য একটি বিছানা, স্ত্রীর জন্য একটি বিছানা, মেহমানের জন্য আরও একটি বিছানা আর শয়তানের জন্য আরও একটি বিছানা।"[১৬২] হাদীস প্রমাণ করে অতিরিক্ততা শয়তানের কাজ। অনেকে নিজেকে প্রকাশের জন্য অহংকারের বশবর্তী হয়ে খুব দামী দামী জিনিসপত্র ব্যবহার করে অপচয় করে থাকে। অনেকেই আবার স্বর্ণ-রৌপ্যের বাসন- পাত্র ব্যবহার করে নিজেকে অভিজাত পরিবার বা উচ্চ রুচিশীল বলে প্রকাশের চেষ্টা করে। এরা মন্দ লোক এবং এসবের কানাকরি মূল্যও নেই ইসলামে। এ প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাবধান বাণী হলো, "যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে সে বাস্তবিকার্থে তার উদরে আগুন প্রবেশ করাল।"[১৬৩]

অপচয় ও অপব্যয় সম্পদ নষ্ট কারার শামিল বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "আল্লাহ পাক তোমাদের তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন আর তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। যে তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন তা হলো-তোমরা একমাত্র আল্লাহর 'ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না,আর তোমরা আল্লাহর রশিকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ করবে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না। যে তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন তা হলো-অতি কথন, বেশি বেশি প্রশ্ন করা,এবং সম্পদের অপচয় করা।"[১৬৪] এদিকে শয়তানের পছন্দের কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো,অপব্যয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর

১৫৭.আল-কুর'আন, ৭ঃ ৩১, يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

১৫৮.আল-কুর'আন, ৬ঃ ১৪১, كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

১৫৯.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী,*সহীহ আল-বুখারী*, রিয়াদঃ দারুস সালাম ২০০০ খ্রি.,কিতাবুল লিবাস, বাব-১

১৬০.আল-কুর'আন,১৭ঃ ২৬-২৭, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورا

১৬১.আল-কুর'আন,২৫ঃ ৬৭, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً

১৬২.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, দিল্লীঃ আলমাকতাবা রশীদিয়া ১৩৭৬ হি. কিতাবুল লিবাস, হাদীস নং-৪১

১৬৩.ইমাম মালিক ইবনে আনাস, মু'আত্তা, কায়রোঃ ১৩৭০ হি. (১৯৫১ খ্রি.) কিতাবু সিফাতিন্নবী, হাদীস নং ১১
"الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ"

১৬৪.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*,প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৭১৫

অপছন্দের মধ্যে অপব্যয় অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।"[১৬৫] অপব্যয় ও অপচয় শয়তান ও কাফিরের গুণ বা বৈশিষ্ট্য, আর মিতব্যয়িতা নবীদের অন্যতম গুণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নবুয়তের পঁচিশ ভাগের একভাগ হলো মিতব্যয়।"[১৬৬] সুতরাং স্বামী স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যাপারে যেমন কৃপণতা করবে না তেমনি অপচয় বা অপব্যয়ও করবে না। এর কোন একটি ঘটলেই অনেক ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনে কলহ সৃষ্টি হয়। এছাড়াও স্বামী অপরাধী হিসেবে সাব্যস্তও হবেন।

৮.স্বামী বেশি দিন প্রবাসে থাকলে

বিবাহ শব্দটির অর্থই হলো,মিলন,সঙ্গম ইত্যাদি। প্রতিটি যুবক-যুবতীর মধ্যেই যৈবিক ক্ষুধা বা চাহিদা বিদ্যমান। এ জন্য ইসলামে পরিণত বয়সে ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দেওয়া পিতা-মাতা বা অভিভাবকের দায়িত্ব। দাম্পত্য জীবনের প্রধান তথা প্রথম কর্মটি হলো, যৌন মিলনের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করা। যৌন মিলন স্বামী-স্ত্রীর যে কোন একজন অসমর্থ হলে দাম্পত্য অঙ্গনে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। যৌন দাবি পূরণে অক্ষম এ ধরনের বৈবাহিক সম্পর্কে শরী'আত বিচ্ছেদের কথা বলে। কিন্তু সক্ষম ব্যক্তির জন্য পরস্পরে মনের চাহিদা পূরণ করা ওয়াজিব। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের ক্ষেত্রে এ কথা অতীব বাস্তব। এ জন্য স্ত্রীদের মনের আবেগ উচ্ছাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বামীর একান্তই কর্তব্য। স্বামী বেশিদিন বিদেশে কিংবা স্ত্রী থেকে দূরে থাকলে স্ত্রী কিংবা স্বামী এই যৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য বিপথে পা বাড়ানোর সম্ভাবনা থাকে। অথবা একে অপরে এ কারণেই পরস্পরকে দোষারোপ করে থাকে ফলে দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে সন্দেহ ও বিরোধ।

এ প্রসঙ্গে হযরত উমর (রা.) এর যামানায় তাঁর একটি আদেশনামা স্মরণীয়। তিনি এক বিবাহিতা নারীর আবেগ উচ্ছাস দেখতে পেয়ে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন এবং এ ফরমান জারি করেছিলেন। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হলো, "প্রজাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য তিনি একদিন ঘরের বাইরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটি বাড়ির ভেতর থেকে একটি মহিলা কন্ঠের উচ্চকণ্ঠে সুমধুর বিরহের গান শুনতে পেয়ে দরজায় কড়া নাড়লেন। কিন্তু দরজা খোলা থেকে মহিলাটি বিরত থাকেন। কারণ খলিফা ওমরের কথা শুনে হতভম্ব ও ভীত হয়ে পড়েছিলেন। অনেক ডাকাডাকির পরও না খুললে হযরত উমরের সন্দেহ হয় যে হয়তবা এ বাড়িতে কোন অনৈতিক, অবৈধ কাজ হচ্ছে। তাই তিনি বাড়ির দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে এক সুন্দরী যুবতীকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন উচ্চ আওয়াজে বিরহের গান গাওয়া হচ্ছিল। মহিলা পাল্টা প্রশ্ন করেন, আপনি আমার অনুমতি এবং সালাম ছাড়া কেন এ বাড়িতে ঢুকলেন? এটাতো ইসলাম বিরোধী। উমর (রা.) লজ্জিত হয়ে ফিরে গেলেন এবং পরদিন ঐ মহিলাকে তলব করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন উচ্চ আওয়াজে গান করছিল। মহিলা জওয়াব দিলেন, খলিফা উমরের নির্দেশে তাঁর স্বামী ১৫ দিন ধরে যুদ্ধে গিয়েছে অথচ তাঁর বিয়ে হয়েছে মাত্র তিন দিন আগে। স্বামী বিরহে মনের জ্বালা মিটানোর জন্য তার এই গান গাওয়া ছিল।"[১৬৭]

হযরত উমর হাদীস অনুসন্ধান করলেন কিন্তু এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন হাদীস তিনি খুঁজে পেলেন না। "অত:পর স্বীয় কন্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী হযরত হাফসা (রা.) কে জিজ্ঞসা করলেনঃ মেয়েলোক স্বামী ছাড়া বেশির ভাগ ক'দিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকতে পারে? হযরত হাফসা (রা.) বললেনঃ চার মাস।"[১৬৮] এরপর হযরত উমর ফরমান জারি করলেন, "চার মাসের অধিককাল বিবাহিত কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী-পরিজন থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না থাকে। এই ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর মনের কামনা-বাসনা ও আন্তরিকতা ভাবধারার প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। আর স্ত্রীদের পক্ষে স্বামী হারা হয়ে বেশি দিন ধৈর্য ধরে থাকা সম্ভব নয়-এ কথা তার

১৬৫.আল-কুর'আন, ১৭ঃ ২৭, إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً

১৬৬.ইমাম মালিক ইবনে আনাস, মু'আত্তা, কায়রোঃ ১৩৭০ হি.(১৯৫১ খ্রি.)কিতাবুশশির, হাদীস নং ১৭/ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *জামি' উত তিরমিযী*, রিয়াদ ঃ দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি. কিতাবুল আদব, বাব নং-২

১৬৭.মোহাম্মদ গরীবুল্লাহ মাসরুর, *কাতেবীনে ওহী*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,ডিসেম্বর ১৯৮৬ খ্রি. পৃ.৩৪৯

১৬৮.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.১৮৪

কিছুতেই ভুলে যাওয়া উচিত নয়।"[১৬৯] পবিত্র কুর'আনেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে সব লোক তাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে কসম খেয়ে বলে বসে যে, তাদের সাথে দেখা সাক্ষাত ইত্যাদি করবেনা, তাদের জন্যে মাত্র চার মাসের মেয়াদ অপেক্ষা করা হবে। এর মধ্যে তারা যদি ফিরে আসে, তবে আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা মার্জনাকারী ও অতিশয় দয়াবান।"[১৭০] "আয়াতটি ঈলা সম্পর্কিত অর্থাৎ কসম করে কোন কাজ না করা। এখানে শরী'আতের মর্মার্থ হলো- কসম করে স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম না করা-স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম করা থেকে বিরত থাকা। আর এর সর্বোচ্চ সময়সীমা চার মাস। চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে হয় সঙ্গী করে ফিরিয়ে আনবে অথবা তালাক দেবে।" [১৭১]

আমাদের দেশে মুসলিম পরিবারে বহু এমন দম্পতি রয়েছে যে, বিয়ের ১/২ মাস পরেই স্ত্রীকে নিজ বাড়ি কিংবা শ্বশুর বাড়ি রেখে স্বামী বছরের পর বছর বিদেশে পড়ে থাকে। এতে অনেক দুর্ঘটনাও ঘটে থাকে। স্ত্রীরা পরকীয়া প্রেমে আসক্ত হয় এবং স্বামীর আমানত সতীত্ব আর রক্ষা করতে পারে না। এমনকি বিবাহ পর্যন্ত বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন স্বামী বিদেশে থাকলে দাম্পত্য জীবনে যে সমস্ত সমস্যা হতে দেখা যায়, তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। "স্ত্রীর স্বীকারোক্তি, শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে স্বামী হত্যা" শিরোনামে প্রকাশিত খবর হলো, কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার হারিয়াল গ্রামের অধিবাসী সালাউদ্দিন (৩৫) বিদেশ থেকে ফেরার ১২ ঘন্টার মাথায় পরকীয়ার জের ধরে স্ত্রী উর্মি আক্তার (১৯) ১৯ শে জুন ২০১১ রাতে প্রথমে তার স্বামীকে ঘুমের বড়ি খাওয়ায় পরে অচেতন হলে গায়ে কেরোসিন ঢেলে স্বামীকে পুরিয়ে হত্যা করে।"[১৭২]

এ প্রসঙ্গে আরও ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে, "প্রবাসীর স্ত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু" শিরোনামে গত ১/৭/১১ তারিখে আমেনা নামে এক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। মালেশিয়া প্রবাসী স্বামী আজিজুল হক বিদেশে থাকেন। স্বামী বিদেশ থেকে স্ত্রীর একাউন্টে টাকা পাঠাত। স্ত্রীর নামে টাকা পাঠানোর বিষয়টি শ্বশুর বাড়ির লোকজন মানতে পারে না। এ নিয়ে তারা গৃহবধূর সাথে খারাপ আচরণ করত এবং প্রায়ই ঝগড়া-ঝাটি করত। ঘটনার দিন এ নিয়ে তারা আমেনা উপর ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং উভয়ের মধ্যে বাকবিতন্ড হয়। এতে আমেনা নিজেকে অসহায় ভেবে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে।"[১৭৩] "প্রবাসীর স্ত্রী উধাও" শিরোনামে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে যে,নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার অধিবাসী প্রবাসী রহিমের স্ত্রী শিরিন বেগম স্বামীর জমানো টাকা ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে গত ২৮/৩/১১ তারিখে পরকীয়া প্রেমিক ঢাকার রামপুরার যুবক রফিকের সাথে পালিয়ে যায় এবং মোবাইলে রহিমের পরিবারের সদস্যদের হুমকি প্রদান করছে যেন এ নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি না করে।"[১৭৪] বাংলাদেশে এটি একদম বাস্তব চিত্র। সুতরাং বাস্তবতার আলোকেই দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি এবং বন্ধন অটুট রাখতে হলে স্বামীকে অবশ্যই বিদেশে বেশিদিন অবস্থান করা উচিত নয়। এতে যেমন একদিকে দাম্পত্য জীবন বিচ্ছেদ থেকে রক্ষা পাবে অন্যদিকে শরী'আতের আইনেরও বরখেলাপ হবে না।

৯.স্বামীর দ্বিতীয় বা বহু বিবাহের কারণে

আমাদের দেশে যে সমস্ত কারণে দাম্পত্য জীবনে বিরোধ বাধে তার অন্যতম কারণ হলো স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে বা বহুবিবাহ। বাংলাদেশের মুসলমানেরাও এ বিষয়টির সাথে নেতিবাচকভাবে পরিচিত। সাধারণত: ইতর শ্রেণির লোকেরাই এই বহু বিবাহ করে থাকে। ইসলাম স্বামীর জন্য একাধিক বিয়ের অনুমোদন দিয়েছে। তবে এ অনুমোদন ইসলামী পরিভাষায় ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মোস্তাহাব কোনটিই নয়; বরং এটি মোবাহ। একাধিক বিয়ে বা বহুবিবাহ শর্তসাপেক্ষে অনুমোদনযোগ্য।আর তা হচ্ছে সমতা বিধান এবং চারটির অধিক নয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে

১৬৯.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.১৮৫

১৭০.আল-কুর'আন, ২ঃ ২২৬, لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

১৭১.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ.১৮৫

১৭২.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা, তারিখ*, ২৫/৬/২০১১, পৃ. ৯

১৭৩.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ, ২/৭/২০১১, পৃ. ৯

১৭৪.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ, ২/৬/২০১১, পৃ. ১২

১৭৫.আল-কুর'আন, ৪ঃ ৩, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا

বলেন, "বিবাহ কর তোমাদের পছন্দের নারী-দু'জন অথবা তিনজন অথবা চারজন কিন্তু যদি আশংকা কর যে, তোমরা তাদের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করতে পারবে না, তাহলে মাত্র একজন।"[১৭৫] "কুর'আন নাযিলের পূর্বে একাধিক বিবাহের কোন সীমা নির্ধারিত ছিল না এবং ক্ষমতাবান অধিকাংশ লোক এতে অজ্ঞাতও ছিল। কেউ কেউ তো শ' পর্যন্ত না ছাড়ালে ক্ষান্ত হতো না।"[১৭৬] উক্ত আয়াত নাযিলের পর থেকেই মুসলমানদের জন্য একটি সীমা ও শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাধারণত মানুষ উক্ত শর্ত পূরণে সমর্থ হতে পারে না। বাস্তবতার আলোকেই আল্লাহ পাক অন্য একটি আয়াত দ্বারা মানুষকে জানিয়ে দিয়ছেন। তিনি বলেন, "তুমি কখনো পেরে উঠবে না স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে।"[১৭৭]

কাজেই একাধিক বিয়ে কোন বিধান নয়; বরং ব্যতিক্রম। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যে, স্ত্রীর সংখ্যা একজনকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বলেছে। অন্য কোন ধর্ম বা ধর্ম গ্রন্থে নেই বা পূর্বে ছিল না। খ্রীস্টান, ইহুদী, হিন্দু ধর্মে কিছুদিন পূর্বেও বহুবিবাহ চালু ছিল। অবশ্য বর্তমানে খ্রিষ্টান, হিন্দু, ইহুদিরা সংস্কার করে বহুবিবাহ রহিত করেছে। "মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে তাদের চার্চ বা পুরোহিত স্ত্রীর সংখ্যা এক এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। ইহুদিরা ১৯৫০ সালের পরে ইস্রাঈলের প্রধান রব্বাঈ একাধিক স্ত্রী রাখার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। ১৯৫৮ সালে হিন্দু বিবাহ আইনে (রাষ্ট্রীয় আইনে) একাধিক বিবাহ অবৈধ ঘোষণা করে। তবে হিন্দু ধর্মগ্রন্থের আইন নয়।"[১৭৮] পশ্চিমারা ইসলামের এই একাধিক বিয়ের অনুমোদনের সমালোচনা করে। "পাশ্চাত্যের লোকেরা বহুবিবাহকে মৌলিক কুকর্ম বলে মনে করতে অভ্যস্ত। তারা এ প্রথার আচরণকে শুধু অবৈধই মনে করে না, লাম্পট্য আর নীতিহীনতার ফল বলেও ভাবে। তারা ভুলে যায় যে,এই ধরনের প্রথা যুগের অবস্থা আর প্রয়োজনীয়তা থেকেই জন্মলাভ করে।"[১৭৯] "পাশ্চাত্য খৃস্টান পাদ্রীরা এটা নিয়েই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে পৃথিবীব্যাপী ঝড় তুলেছে। কিন্তু তারা তাদের নিজেদের অবস্থান হচ্ছে এই যে, তারা পুরুষের জন্যে অসংখ্য প্রেমিক-বান্ধবী- রক্ষিতা রাখার অবাধ সুযোগ ও অনুমতি দিয়েছে এবং তাতে কোনরূপ আইন যা নৈতিকতার নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করেনি।"[১৮০]

এহেন অনৈতিক রীতি-নীতির কারণে একদিকে যেমন প্রচুর জারজ সন্তান জন্মলাভ করছে অপরদিকে সমাজ হচ্ছে কলুষিত। অথচ ইসলাম অনুমতি দিয়েছে মহান আল্লাহর বিধান মুতাবিক। ইসলাম উল্লেখিত দু'টি শর্ত ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি শর্তে একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে।

১.যখন একজন স্ত্রী বন্ধ্যা- তার সন্তান ধারণের ক্ষমতা নেই, কিন্তু স্বামী সন্তান চায়। এক্ষেত্রে বন্ধ্যা স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার চেয়ে দ্বিতীয় বিবাহের গ্রহণ করাই উত্তম। অবশ্য এক্ষেত্রে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের যুক্তিতে বন্ধ্যা স্ত্রী চাইলে তার স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিতে পারে।

২.স্ত্রী যদি এমন দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত যে,তার পক্ষে দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালন ও গার্হস্থ্য কর্ম সম্পাদন সম্ভব না হয়, তাহলে সে আরেক নারীকে বিয়ে করতে এবং এর মাধ্যমে পারিবারিক স্থিতিশীলতা পুন:প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

৩.বহুবিবাহকে সেই সমাজের সামাজিক সমস্যার সমাধান বলে গণ্য করা যেতে পারে যেখানে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি। বিশেষ করে যুদ্ধের পর এ অবস্থা দেখা দিতে পারে। কুর'আন মাজিদেও যে আয়াতে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তা উহুদ যুদ্ধের পরে নাযিল হয়। ঐ যুদ্ধে বহু পুরুষ মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন।"[১৮১] প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশ গুলোতে ঐ দু'টি যুদ্ধের পর পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে সৃষ্ট সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে যেমন পুরুষের পক্ষে একাধিক বিবাহ করা

১৭৬.ডা.জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, অনুবাদ ও সম্পাদনা-ডা. হুমায়ুন কবীর গং,প্রকাশক আব্দুল কুদ্দুস সাদী ও সোহেল, বাংলাবাজার ঢাকাঃ জানুয়ারী ২০১০ খ্রি.খ.১, পৃ.১৯৯

১৭৭.আল-কুর'আন, ৪ঃ ১২৯, وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً

১৭৮.ডা.জাকির নায়িক, *লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.১৯৮

১৭৯.সায়্যিদ আমির আলী, *দি স্পিরিট অব ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী' ১৯৯৩ খ্রি.পৃ.২৬৮

১৮০.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী ,এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.২৫৫

১৮১.অধ্যাপক গোলাম সারোয়ার, *ইসলাম ঈমান ও শিক্ষা*, ঢাকাঃ দারুল খিদমাহ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ২০০৩ খ্রি.পৃ. ২৪৬

এবং স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়নীতি করা। বিরাট সংখ্যক নারীকে অবিবাহিত বা স্বামীহীন অবস্থায় ফেলে রাখার পরিবর্তে এটাই উত্তম। ডা.জাকির নায়িক তার লেকচারে পশ্চিমা বিশ্বের এ সংক্রান্ত একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করেছেন। "আমেরিকায় পুরুষের চেয়ে ৭০,৮০,০০০ নারী বেশি। শুধু নিউইয়র্ক সিটিতে পুরুষের চেয়ে দশ লাখ নারী বেশি। উপরন্তু নিউইয়র্কের এক তৃতীয়াংশ পুরুষ সমকামী। অর্থাৎ তারা কোন নারী সঙ্গ বা বিবাহ করতে আদৌ আগ্রহী নয়। ইংল্যান্ডে পুরুষ জনসংখ্যা অপেক্ষা চল্লিশ লক্ষ নারী বেশি। একইভাবে জার্মানিতে পঞ্চাশ লাখ অতিরিক্ত নারী। রাশিয়াতে নব্বই লাখ। আমেরিকার প্রতিটি পুরুষ যদি একজন করে মহিলাকে বিবাহ করে তারপরও তিন কোটিরও বেশি এমন নারী থেকে যাবে, যারা নিজেদের জন্য কোন স্বামী পাবে না। উপরন্তু গোটা আমেরিকায় সমকামী পুরুষের সংখ্যা দুই কোটি পঞ্চাশ লাখেরও বেশি। অনুরূপ চল্লিশ লাখের বেশি নারী ইংল্যান্ডে। পঞ্চাশ লাখের মত জার্মানিতে এবং প্রায় এক কোটি নারী রাশিয়াতে-যারা কোন স্বামী পাবে না।"[১৮২]

এমতাবস্থায় নারীর জন্য দু'টি পথ খোলা ঃ-
১.কোন ব্যক্তির দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্ত্রী হওয়া অথবা
২.ব্যভিচার করে বেড়ানো। ঈমানদার অথবা রুচিশীল, ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই প্রথমটিই বেছে নেবে। পাশ্চাত্যে এক বিবাহের প্রচলন একটি প্রহসন মাত্র। বাস্তবে তথায় বিবাহ বন্ধনের দায়িত্ব ব্যতিরেকে বহু নারী সম্ভোগ অবাধে চলছে। নারী যখন পুরুষের নিকট ক্লান্তি ও বিরক্তিকর হয়ে উঠে, তখন সে তাকে দূরে ছুড়ে ফেলে দেয়। আর তখন নারী হয়ে যায় অসহায় এবং পথে গিয়ে দাঁড়ায়। এই অসহায়ত্ব ঘুচাবার জন্য বাধ্য হয় পতিতাবৃত্তি করতে। ইসলামের বহুবিবাহের উপকারিতা সমগ্র দুনিয়া আজ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। এমনকি এর চরম বিরোধী ছিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজের প্রফেসর মিস নাবিয়া এবটও (Miss Nabia abbot) বলতে বাধ্য হয়েছেনঃ "Monogamous society at its worst is not free from prostiutes or the kept mistress or the Proverbial cat and dog family life."[১৮৩] (একবিবাহ প্রথা প্রচলিত সমাজের নিকৃষ্টতম দিক এটি প্রতিতাবৃত্তি রক্ষিতা, প্রণালী অথবা প্রবাদের কুকুর- বিড়াল'-এর পারিবারিক জীবন হতে মুক্ত নয়।) ফ্লোয়ার ম্যাক-ফ্যাবলেন বলেনঃ Whether question is Considered socially, ethically or religiously, it can be demonstrated that polygamy is not contrary to the highest standerd of civilization. The suggetion offers a practical remedy for the western problems of the destitute and unwanted female. The alternative is contimed and increased prostitution, concubinage and distressing spinsterhood."[১৮৪]

(সমাজ, নৈতিকতা বা ধর্ম যে কোন দৃষ্টিকোন হতেই বিবেচনা করা হোকনা কেন, এটি নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা যেতে পারে যে, বহুবিবাহ সভ্যতার উন্নততম মানের পরিপন্থী নয়। অসহায় ও পরিত্যক্ত পাশ্চাত্য নারীদের সমস্যা সমাধানের এটাই একমাত্র উপায়। বহুবিবাহ প্রথা গ্রহণ না করণে পতিতাবৃত্তি অবিরতভাবে বৃদ্ধিই পাবে এবং অবৈধ প্রণয়নী ও অবিবাহিতা নারীর সংখ্যা মর্মান্তিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে।) বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত মহিলা চিন্তাবিদ ড. এ্যানি বেসান্ত (D.Anie Besant) ও মাক-ফারলেন (Mc-Farlane) বহুবিবাহ সম্পর্কে বলেনঃ "It is a beneficial Institution which can save womanhood from destitution and prostitution"[১৮৫] (এটি একটি কল্যাণজনক প্রথা, যা নারীত্বকে অসহায়তা ও পতিতাবৃত্তি হতে রক্ষা করতে পারে।) পাশ্চাত্য সমাজে পতিতা বৃদ্ধি অবৈধ সন্তান অধিকহারে বৃদ্ধিতে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। "বিংশ শতকের শুরু থেকেই ইউরোপীয় সমাজ-দার্শনিকগণ একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করণের কুফল প্রত্যক্ষ করতে পারছেন। তাঁরা দেখছেন; সমাজে হু হু করে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা কিভাবে বেড়ে যাচ্ছে; কিভাবে অবৈধ সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে তারা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা

১৮২.ডা.জাকির নায়িক, *লেকচার সমগ্র*, অনুবাদ ও সম্পাদনা-ডা. হুমায়ুন কবীর গং,প্রকাশক আব্দুল কুদ্দুস সাদী ও সোহেল, বাংলাবাজার ঢাকাঃ জানুয়ারী ২০১০ খ্রি.খ. ১, পৃ.১৯৮

১৮৩.Fida hossain malik, *wives of profet (s.)*, p. 75 ও আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৬

১৮৪.Clark Mc-Farlab: *The for polygamy* ও আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৭

১৮৫.Fida hossain malik, *of cit, p.* ৭৬ ও আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৬

করেছেন; একাধিক স্ত্রী গ্রহণের রেওয়াজ করে না দিলে এ সমস্যার কোন সমাধানই সম্ভব নয়।”[১৮৬] বিখ্যাত মনীষী টমাও উপলব্ধি করে এ সম্পর্কে বলেছেন, “প্রত্যেক পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অবাধ অনুমতি দিতে হবে। এর ফলেই এ বিপদ কেটে যাবে এবং আমাদের মেয়েরা ঘর পাবে, স্বামী পাবে।”[১৮৭] এ থেকে বোঝা গেল যে, পশ্চিমা বিশ্বে নারীর আধিক্য একটি জটিল সমস্যা। আর এ সমস্যার কারণ হলো, পুরুষকে শুধুমাত্র একজন স্ত্রী গ্রহণ করতে বাধ্য করা। “বর্তমানে আমেরিকায় যে লক্ষ লক্ষ জারজ সন্তান এক জটিল সামাজিক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে, তা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, পুরুষেরা নিজের এক স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না, আর শত-সহস্র নারী বৈধ উপায়ে পাচ্ছে না যৌন মিলন লাভের সুযোগ।”[১৮৮]

ইসলাম একাধিক বা বহুবিবাহের অনুমতি দিয়েছে নৈতিক, মানবিক ও সামাজিক কারণে। “প্রাচীন কালের মহান ধর্মগুরুদের অনুমোদনক্রমে অসহায় ও বিধবা স্ত্রীলোকদের ভরণ-পোষণ ব্যবস্থার অভাবে রাসূলুল্লাহ (স.)যে আদর্শে প্রণোদিত হয়ে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন তা পক্ষপাততুষ্ট ও কপট শত্রুরা পরশ্রীকাতরতাবশত বিকৃত করেছে তিনি তাদেরকে পুনর্বাসনে সাহায্য করেন, কারণ যুগের অবস্থা আর সমাজের মানুষ এ উদ্দেশ্যে তখন মাত্র ঐ একটি পথই খোলা রেখেছিল।”[১৮৯] তবে এজন্য বহু বিবাহের যেমন উপকারিতা রয়েছে তেমনি একটি খারাপ দিকও রয়েছে,যা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। আর তা হলো পারিবারিক-দাম্পত্য জীবনে বিবিধ সমস্যা। এই একাধিক বিবাহের কারণে আমাদের দেশে যে সকল সমস্যা দেখা দেয় তা হলোঃ-

(ক) এ পর্যায়ে সবচেয়ে খারাপ দিক যেটি মারাত্মক হয়ে উঠে, স্ত্রীদের মধ্যে মন-কষাকষি ও ঝগড়া-ঝাটি। এ যে অনিবার্য তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এর ফলে যে পারিবারিক জীবন তিক্ত বিষে জর্জড়িত হয়ে উঠে তাও অনস্বীকার্য। এ রকম অবস্থায় স্বামী বেচারার দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা স্ত্রীদের মধ্যে ঝগড়া মেটানোর কজেই চলে যায়। এতেও তার জীবন জাহান্নামে পরিণত হয়। এমন সময়ও আসে,যখন সে অতিষ্ট হয়ে উঠে এবং একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার জন্য নিজেকে রীতিমত অপরাধী করতে শুরু করে। দ্বিতীয়তঃ স্বামী যেহেতু স্বাভাবিক কারণেই একজন স্ত্রীর প্রতি বেশি টান ও বেশি ভালবাসা পোষণ করে, ফলে স্ত্রীদের মধ্যে জ্বলে উঠে হিংসার আগুন, যা দমন করতে পারে কেবল স্বামীর বুদ্ধিমত্তা আর এ আগুন থেকে বাঁচতে পারে কেবল সে যে নারীর আদর্শ পবিত্র অবলম্বন করতে পেরেছে।
(খ) হিংসার আগুন স্ত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা স্ত্রী সন্তানদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। তারাও বিভিন্ন মায়ের সন্তান হওয়ার কারণে পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে। ভ্রাতৃত্ব পারস্পরিক শত্রুতায় পরিণত হয়ে যায়। ফলে গোটা পরিবারই হিংসা-বিদ্বেষের আগুনে জ্বলতে থাকে। এরূপ অবস্থায় বিশেষ করে পিতার পক্ষে একাধিক স্ত্রীদের স্বামীর পক্ষে-হয়ে পড়ে অত্যন্ত মারাত্মক। পরিবারের স্থিতি বিনষ্ট হয়,শান্তি ও সৌভাগ্য থেকে হয় বঞ্চিত।

(গ) ভালবাসার দিক দিয়ে স্ত্রীদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যে স্ত্রী নিজেকে স্বামীর ভালবাসা বঞ্চিতা বলে মনে করে, সতীনের প্রতি তার স্বামীর মনের ঝোক-আকর্ষণ ও টান লক্ষ্য করে, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই মনে করে যে, তারও একদিন ছিল, যখন সে স্বামীর হৃদয়ভরা ভালবাসা লাভ করেছিল। তখন তার মনে জাগে হতাশা। স্বামীর ভালবাসায় পরবর্তী শরীককে তখন সে নিজের শত্রু বলে মনে করতে শুরু করে। আর তখন তার মনে যে ব্যর্থতার বেদনা জাগ্রত হয়, তা অনেক সময় তার নিজের জীবনকেও নষ্ট করে দিতে পারে: সে সতীনকে অপসারিত করার উপায় উদ্ভাবনের তৎপরতাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

(ঘ) অনেকের মতে একাধিক স্ত্রীসম্পন্ন পরিবারের ছেলেমেয়েরা উচ্ছৃঙ্খল ও বিদ্রোহী হয়ে পড়ে। ঘরে যখন দেখতে পায় মায়েদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি দিন রাত লেগেই আছে, আর তার সামনে বাবা নিতান্ত অসহায় হয়ে চুপচাপ নির্বাক থাকে, না হয় স্ত্রীদের উপর চালায় অত্যাচার, নিষ্পেষণ; নির্যাতন, তখন পরিবারের শৃঙ্খলা ও শাসন

১৮৬.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, নভেম্বর-১৯৯৩, পৃ.২৩৪
১৮৭.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, পৃ.২৩৪
১৮৮.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন,প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩৫
১৮৯.সায়্যিদ আমির আলী, *দি স্পিরিট অব ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী' ১৯৯৩ খ্রি. পৃ.২৬৮

বাঁধন শিথিল হয়ে পড়ে। ছেলেমেয়েরা ঘরে শান্তি-সম্প্রীতির লেশমাত্র না পেয়ে ঘরের বাইরে এসে পড়ে, আর শান্তির সন্ধানে যত্র তত্র ঘুরে মরে।"[১৯০] বহু বিবাহের কারণে পারিবারিক কলহের মাদারীপুরর একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। "সতীনের কান্ড' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, একাধিক বিয়ের অকল্যাণকর দিক। ঘটনাটি হলোঃ সতীন ও স্বামীকে ঘায়েল করতে খাবারের সঙ্গে নেশা জাতীয় ওষুধ মিশিয়ে তাদেরকে খাইয়ে অচেতন করে নগদ টাকা, সোনার গহনা,মোবাইল সেটসহ অন্যান্য মালামাল লুট করে নিয়ে যায় স্বামীর প্রথম স্ত্রী ফেরদৌসী বেগম চিনু। স্বামী জসিম উদ্দিন ও তার দ্বিতীয় স্ত্রী ফারাজনা হাসপাতালে চিকিৎসারত।ঘটনাটি ঘটেছে জেলা সদরের সরদারকান্দি গ্রামে।"[১৯১] ইসলামে প্রয়োজনে একাধিক বিবাহের অনুমতি থাকলেও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি ধারণা আছে যে, এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। সাধারণত: মন্দ ধরনের লোকেরাই একাধিক বিয়ে করে থাকে। তবে দেশের আইনে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে। কিন্তু এটি ইসলামী আইন নয়।

১০.যৌন মিলনে অক্ষমতার কারণে

দাম্পত্য জীবন মূলত যে বিষয়ের উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে তাহলো,স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের যৌন মিলনের ক্ষমতা। কারণ বিবাহের পূর্বশর্তই হলো যৌনমিলন। এ যৌনমিলনে অক্ষমতার কারণে অথবা দূর্বলতার কারণেও পরস্পরের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এমনকি চূড়ান্ত-বিচ্ছেদের রূপও ধারণ করে। বাংলাদেশে প্রায়ই এ যৌন অক্ষমতার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে। তাছাড়া বিবাহ বন্ধন ঠিক রেখেও স্বামী বা স্ত্রী পরকীয়া সম্পর্ক করে ব্যভিচার করে বেড়ায়। বিয়ের অর্থ সঙ্গম বা যৌনমিলন। আর যৌনমিলনের উদ্দেশ্য শুধু আনন্দ ও সুখভোগই নয়; বরং গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীতে পরবর্তী বংশধরের আগমনের পথ সুগম করা, এর ধারাবাহিকতা উন্মুক্ত রাখা। এ ক্ষেত্রে যৌনকর্মে কারো অক্ষমতা বা দুর্বলতা একদিকে কামনা-বাসনা ও আনন্দ ব্যহত হয়, দাম্পত্য জীবনের প্রথম শান্তি যেমন প্রতিবন্ধকতা হয় অন্যদিকে তেমনি অনাগত সন্তানাদির আগমনের পথ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এজন্য ইসলামে শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির বিয়ে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আবার কোন কারণে স্বামী স্ত্রী যে কেউ যৌনকর্মে অনিহা বা আপত্তি প্রকাশ করলে সে ক্ষেত্রেও দাম্পত্য জীবনে বিরোধ দেখা দেয়। ইসলাম এ পর্যায়েও নিষিদ্ধ বাণী উচ্চারণ করেছে। "যৌনমিলনের দাবি এক স্বাভাবিক দাবি। এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ই সমান। কিন্তু এ ব্যাপারে নারী সবসময়ে নিশ্চেষ্ট, অনাগ্রহী, ও অপ্রতিরোধীও। পুরুষই এ ক্ষেত্রে অগ্রসর; সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। সেজন্যে যৌনমিলনের ব্যাপারে সাধারণত স্বামীর তরফ থেকেই আসে আমন্ত্রণ। তাই এ ব্যাপারে স্বামীর দাবিকে প্রত্যাখান করা কখনই স্ত্রীর উচিত হতে পারে না।"[১৯২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "স্বামী যখন নিজে যৌন প্রয়োজন পূরণের জন্যে স্ত্রীকে আহবান জানাবে, তখন সে চুলার কাছে রান্না-বান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও সে কাজে তার প্রস্তুত হওয়া উচিত।"[১৯৩] অপর হাদীসে এসেছে,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "স্বামী স্ত্রীকে যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে নিজের শয্যায় আহবান করে, তখন যদি সে সাড়া না দেয়-অস্বীকার করে,তাহলে ফেরেশ্‌তারা সকাল হওয়া অবদি তার উপর অভিশাপ করতে থাকে।"[১৯৪] অপর হাদীসে এসেছে, "যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, যে ব্যক্তিই তারস্ত্রীকে যৌনমিলনের উদ্দেশ্য তার শয্যায় ডাকবে, তখন যদি স্ত্রী অমান্য করে-যৌনমিলনে রাযী না হয়, কাছে না যায়, তবে আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট-ক্রুদ্ধ হয়ে থাকবেন যতক্ষণ না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে।"[১৯৫] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না, আকাশের দিকে উত্থিত হয় না তাদের কোন নেক কাজও। তারা হচ্ছে ঃ পলাতক ক্রিতদাস- যতক্ষণ না মনিবের নিকট ফিরে আসবে, নেশাখোর, মাতাল যতক্ষণ না সে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হবে এবং সেই স্ত্রী, যার স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট- যতক্ষণ না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে।"[১৯৬] তবে শরী'আত সম্মত কোন ওজর থাকলে তা ভিন্ন কথা। স্ত্রীর শরী'আত সম্মত ওযর থাকলে অবশ্যই

১৯০.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৩৯

১৯১.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনপত্রিকা*, তারিখ, ১৬/৭/১১, পৃ. ৯

১৯২.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২০০

১৯৩.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২০১

১৯৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২০১

১৯৫.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

১৯৬.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২০১

স্ত্রীকে যৌনকাজে বাধ্য করা যাবে না। ফিকহবিদগণও এজন্য বলেছেন, "অতিমাত্রায় যৌনসঙ্গমে যদি স্ত্রীর পক্ষে ক্ষতিকর হয়, তাহলে তার সামর্থের বাইরে বেশি যৌনসঙ্গম করা জায়িয নয়।"[১৯৭] শুধু স্বামীর দিক থেকেই যৌন দাবি পূরণে স্ত্রী বাধ্য নয়; বরং স্ত্রীর যৌন দাবি পূরণেও স্বামী বাধ্য। এজন্য হাদীসে চার মাসের অধিককাল স্ত্রীকে ছেড়ে থাকা স্বামীর জন্য বৈধ নয়। তাছাড়া স্বামীর ইচ্ছাকৃত যৌনসঙ্গম করা থেকে বিরত থাকার কারণে স্ত্রী যদি বিপথগামী হয়, এক্ষেত্রে স্বামীও উক্ত দোষে দোষী সাব্যস্ত হবেন। স্ত্রীর মনের আবেগ উচ্ছাসের দিকে খেয়াল রাখা স্বামীর একান্তই কর্তব্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীর প্রতি দয়াবান, সহানুভূতি হবার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "যে লোক নিজে অপরের জন্য দয়াপূর্ণ হয় না, সে কখনো অপরের দয়া-সহানুভূতি লাভ করতে পারে না।"[১৯৮] যৌনমিলন বা সঙ্গম স্ত্রী সহবাস হতে হবে শরী'আত সমর্থিত পন্থায়। স্ত্রীর গুহ্যদ্বার ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু স্ত্রীর যৌনাঙ্গে পিছন দিক থেকে হোক অথবা সামনের দিক থেকে হোক তাতে কোন দোষ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ করেন, "স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত স্বরূপ। অতএব তোমরা ক্ষেতে গমনাগমন কর যেমন তোমরা চাও। আর নিজেদের ভবিষ্যতের সামগ্রী বানাও। আল্লাহকে ভয় কর। জেনে রেখ, তোমাদের তাঁর সাথে অবশ্যই সাক্ষাত হতে হবে। আর ঈমানদার লোকদের সুসংবাদ শোনাও।"[১৯৯]

এ আয়াতটি নাযিলের ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "ইহুদীরা স্ত্রী সঙ্গম পর্যায়ে কোনরূপ আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশ ছাড়াই শুধুই সংকীর্ণতার সৃষ্টি করেছিল। আর তাদের কাছাকাছি বসবাসকারী আনসার সমাজের লোকেরা তাদেরই পন্থা অনুসরণ করত। তারা বলতঃ স্ত্রীর পেছন দিক থেকে স্ত্রী অঙ্গে সঙ্গম করলে সন্তান টেরা হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।"[২০০] সঙ্গম তো স্ত্রীর যৌন অঙ্গেই হবে তা সম্মুখ দিক থেকে হোক কিংবা বাইরের দিক অর্থাৎ পেছনের দিক থেকে। যৌন সঙ্গমের কোন বিশেষ পন্থা বা পদ্ধতির কোন সম্পর্ক নেই সামাজিক-তমুদ্দিন বা জাতীয় ব্যাপারাদির সাথে। তার পরে ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারে তো প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই জানে। ঐ ব্যাপারে ইয়াহুদীদের দৃষ্টি সংকীর্ণতা তাদের সূক্ষাতিসূক্ষতার ফসল। এ কারণে তা প্রত্যাখ্যান করাই বাঞ্ছনীয়।"[২০১] আর একটি বর্ণনা হলো, হযরত উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন কাজ তোমাকে ধ্বংস করল? তখন উমর (রা.) বললেন, গত রাতে আমার সওয়রীর দিক বদল হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ পিছন দিক থেকে স্ত্রী অঙ্গে সঙ্গম করেছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম কোন জবাব দিলেন না। পরে উপরিউক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সম্মুখ দিয়ে কর পিছন দিয়েও করতে পার। তবে হায়েজ অবস্থা ও গুহ্যদ্বার পরিহার করে চল।"[২০২]

আরও উল্লেখ আছে, আনসার বংশের একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, স্ত্রীর পিছন দিক থেকে সঙ্গম করা যায় কিনা? জবাবে রাসূলুল্লাহ (স.) এ আয়াতখানা পাঠ করে শোনান। "বস্তুত: সঙ্গম কার্যের পদ্ধতি ও অবস্থার নির্ধারণ দ্বীন বা ধর্মের কর্ম নয়। মানুষ আল্লাহকে ভয় করবে আর আল্লাহর সাথে যে সাক্ষাত হবেই, এ কথা সে ভাল করে জেনে নেবে। এজন্যে সে গুহ্যদ্বার পরিহার করে চলবে। কেননা তা পায়খানার রাস্তা। এ কাজ তো পকিংল লেওয়াতাতের শামিল। শরী'আত এ কারণেই তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।"[২০৩] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা স্ত্রীদের গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করো না।"[২০৪] অন্য আরও একটি হাদীসে তিনি (স.)

১৯৭.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২০২

১৯৮.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৮৪

১৯৯.আল-কুর'আন, ২ঃ ২২৩,نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

২০০.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী,*ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, অনুবাদ: মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.২৫৮

২০১.শাহ ওয়লিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা*, খ.২,পৃ.১৩৬

২০২.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, অনুবাদ: মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, পৃ. ২৫৯

২০৩.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

২০৪.প্রাগুক্ত,পৃ.২৫৮

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, "যে লোক তার স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে সে ছোট লেওয়াতাতকারী (সমকামী)।"[২০৫] গুহ্যদ্বার নিজ স্ত্রী হোক, পর স্ত্রী বা অন্য কোন নারী হোক কিংবা পুরুষই হোক ইসলামে তা জায়িয নেই। সমকামিতা ঘৃণ্য এবং যেনার অপরাধে অপরাধী না হলেও তাযিরের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অর্থাৎ সমকামিতার শাস্তি মৃত্যুদন্ড যদি অভ্যাসে পরিণত হয়। আল-কুর'আনেও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে, এ ধরনের ঘৃণ্য কর্মের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধংস করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আমি লুতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি? তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষের কাছে গমন কর নারীদের ছেড়ে। বরং তোমরা সীমালংঘন করছ। তার সম্প্রদায় এ ছাড়া কোন উত্তর দিল না যে, বের করে দাও এদেরকে শহর থেকে। এরা খুব সাধু থাকতে চায়। অত:পর আমি তাকে ও তার পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম কিন্তু তার স্ত্রী। সে তাদের মধ্যেই রয়ে গেল। আমি তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করলাম।"[২০৬] অন্য আয়াতে তিনি বলেন, "এবং আমি লুতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাঁকে ঐ জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা নোংরা কাজে (সমকামিতা) লিপ্ত ছিল। তারা মন্দ ও নাফরমান সম্প্রয়দায় ছিল।"[২০৭] পুরুষে পুরুষে সমকামিতা সম্পর্কে হাদীসে কঠোর হুশিয়ারি এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত,মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা যাদেরকে সমকামিতায় পাইবে, তাদের উভয়কেই হত্যা কর।"[২০৮]

১১.স্বাধীনতা ও পেশাগত কাজে বাধা-হস্তক্ষেপ করলে

পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই, যেখানে কোন সুনির্দিষ্ট আইন নেই। ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরের সকল কর্মকান্ডই একটি নির্দিষ্ট আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর সেই সুনির্দিষ্ট আইনই হলো সে দেশের সংবিধান। সংবিধানে বলা আছে ব্যক্তির কাজ কি হবে, চলাফেরা, আচার-আচরণ কিরূপ হবে, কতুটুকু স্বাধীনতা ভোগ করবে তার জন্যে কোনটা বৈধ আর কোনটা অবৈধ ইত্যাদি। একটি দেশের নাগরিক কতটুকু স্বাধীন সে নারী হোক অথবা পুরুষ হোক, তা সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা থাকে। ইসলাম বিশ্বমানবতার সংবিধান হিসেবে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং মানুষের জন্য মনোনীত করেছেন। এ সংবিধানে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল কিছুই সুস্পষ্টভাবে বলা আছে। বলা আছে মানুষের স্বাধীনতার কথা ও তার সীমারেখা। যেমন আছে পুরুষের তেমন আছে নারীর। ইচ্ছা করলেই কোন পুরুষ বা কোন নারী নিজের মত করে যা মনে চায় তা করতে পারে না। মুসলমান জাতির জীবনের প্রতিটি স্তরেই স্বাধীনতা রয়েছে; তবে তা ইসলামী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অবাধ নয়। দাম্পত্য জীবনেও স্বামী-স্ত্রীর ইসলামী আইনের আওতায় ব্যক্তি স্বাধীনতা রয়েছে। এই স্বাধীনতায় একে অপরে হস্তক্ষেপ করলে এবং পেশাগত কাজে বাধা দান করলে বিরোধ অনিবার্য হয়ে যায়। আমাদের দেশে পুরুষেরা স্বাধীনতার নামে ঝুট প্রেম তথা পরকিয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আবার নারীরাও একই অবস্থা করে। ফলে দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে কলহ। আবার ইদানিং অধিকাংশ নারী স্বাধীনতা বলতে পুরুষের মত চলা-ফেরা, যত্র-তত্র ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি বুঝাতে চায়,কিন্তু ইসলাম এ স্বাধীনতার একটি সীমা বেঁধে দিয়েছে। অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাধীনতা কতটুকু, স্বাধীনতার ধরন কেমন? ইত্যাদি। এখানে স্বাধীনতাকে দু'টি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে; যা মানুষের কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। তা হলো-

১. ঘরের ভিতরে
২. ঘরের বাইরে।

২০৫.প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

২০৬.আল-কুর'আন, ৭ঃ ৮০-৮৪, إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

২০৭.আল-কুর'আন, ২১ঃ ৭৪, وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ

২০৮.সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন,এপ্রিল ১৯৯৫, পৃ.৩৪১ ও মুফতি মুহাম্মাদ শফি (র.) তাফসিরে মা'রেফুল কর'আন,(সংক্ষিপ্ত) অনুবাদ ও সম্পাদনা, মাওলানা মহিউদ্দিন খান, খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুর'আন প্রকল্প,মদিনা ঃ ১৪১৩ হি. পৃ.৪৬১/ *আবু দাউদ*, কিতাবুল হুদুদ, বাব-ফীমান 'আমিলা 'আমালা কাওমি লুত, হাদীস নং-৪৪৬২/ *তিরমিযি*, কিতাবুল হুদুদ, বাব-ফীমান 'আমিলা 'আমালা কাওমি লুত, হাদীস নং- ১৪৫৬/ *ইবনে মাযা*, কিতাবুল হুদুদ, বাব- ফীমান 'আমিলা 'আমালা কাওমি লুত, হাদীস নং ২৫৬৪ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ"

Dhaka University Institutional Repository

"বিশ্বস্রষ্টা জাগতিক শৃঙ্খলাকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছেন 'গৃহ কর্তব্য ও সামাজিক কর্তব্য'। প্রথম কর্তব্যটি নারীর উপর ন্যস্ত করে তাকে সন্তান-সন্ততি প্রতিপালিকা হিসেবে নির্দিষ্ট করে গৃহকর্তী বা রাণী করে দিয়েছেন, আর দ্বিতীয় কর্তব্যটি পুরুষের ওপর ন্যস্ত করে তাকে সমাজ-রাষ্ট্রের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করেছেন।"[২০৯] প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলা মৌলিকভাবে নারী-পুরুষকে দুটি ভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে দেননি; বরং মানবিক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে উভয়ের সমষ্টিগত শক্তিতে একটি পরিপূর্ণ ব্যক্তিরূপে সৃষ্টি করেছেন। সংগত কারণেই পুরুষের মধ্যে এমন কিছু ত্রুটি রয়েছে যা নারীর অংশগ্রহণে পূর্ণতা পায়,আবার নারীর মধ্যে এমন কিছু অপুর্ণতা রয়েছে, যা পুরুষের সহায়তায় পূর্ণতা লাভ করে। "সুতরাং নারী-পুরুষের এমন একটি সমষ্টির নাম, যাদের প্রচেষ্টা ও কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জাগতিক শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে।"[২১০] ইসলামে মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষের অধিকার সমান বলা হয়েছে; তবে কর্তব্যের ক্ষেত্রে বা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পুরুষকে একটু বেশি কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, "নারীদের তেমন অধিকার রয়েছে,যেমন অধিকার রয়েছে তোমাদের তাদের উপর। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষের কিছুটা মর্যাদা রয়েছে।"[২১১] হাদীসে নারী পুরুষের কাজের পরিধি ও স্বাধীনতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "পুরুষ তাদের স্ত্রী-পরিবার পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বশীল। এ জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী তার গৃহের পরিচালিকা ও দায়িত্বশীলা। এ জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে।"[২১২]

পবিত্র কুর'আন হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, নারী-পুরুষের দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন। এতে পুরুষের দায়িত্ব হলো বাইরে এবং সেখানে সে পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে তার দায়িত্ব পালন করবে। আর নারী দায়িত্ব পালন করবে ঘরের অভ্যন্তরে এবং সেও সেখানে তার পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে দায়িত্ব পালন করবে। এখানে কেউ কারো কাজের হস্তক্ষেপ করবে না; বরং সহযোগিতা করবে। তবে নারী ঘরের বাইরে যেতে চাইলে বা তার কাজের আওতার বাইরে যেতে হলে পুরুষের তথা স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি অফিসের স্টাফের মধ্যে একজন প্রধান থাকেন সেখানে প্রধান ও সহকর্মীদের অধিকার সমান থাকলেও দায়িত্বেও কিছুটা ভিন্নতা থাকে।আবার অধিকার সমান থাকলেও শৃঙ্খলার্থে সহকর্মীরা কেউ অফিস কক্ষ ত্যাগ বা অফিসের বাইরে যেতে চাইলে অবশ্যই প্রধানের অনুমতি নিয়ে যেতে হয়। তেমনি বাস্তবিক পক্ষে পরিবারও একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে অনেকগুলো সদস্য তাদের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব পালন করে থাকে। অন্যদিকে সাংসারিক জীবনের প্রয়োজনে স্বামী-স্ত্রীর পেশাগত কাজে একে অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা গ্রহণযোগ্য নয়। "কোন ব্যক্তির স্ত্রী যদি ডাক্তার হয় এবং সে কোন হাসপাতালে কর্মরত থাকে, তাহলে তার এই কাজে স্বামীর কোন দখল থাকতে পারে না এবং হাসপাতালের কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তার কোন কর্তৃত্ব খাটাতে পারে না।"[২১৩]

অনুরূপভাবে শিক্ষকতা পেশায়, উকালতি, মিডিয়ায় খবর পরিবেশন, যেকোন অফিস ও অন্যান্য পেশায় এ নীতি সমভাবে প্রযোজ্য। তবে শর্ত হলো "শালীন পোশাক পরা, দৃষ্টি আনত রাখা, নিভৃতে সাক্ষাত না করা এবং ভীর এড়িয়ে চলা। অনুরূপ বারবার দীর্ঘ সময় ধরে দেখা-সাক্ষাত বর্জন করা অর্থাৎ প্রত্যেকের কাজ আলাদা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও কাজের পুরো সময়টাতে নারী ও পুরুষকে একত্রে একই স্থানে রাখা থেকে বিরত থাকা।"[২১৪] নারী ঘরের অভ্যন্তরের পাশাপশি যদি সমাজের কল্যাণমূলক কাজের উপযোগী হয়, তাহলে সেখানে স্বামী বা পিতার বাধাদান উচিত হবে না।কেননা শরী'আত এ ব্যাপারে নারীদেরকে নিরুৎসাহিত করেনি; বরং উৎসাহ প্রদান করেছে। "নারীকে পর্যাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে ইসলামী প্রশিক্ষণের সাধারণ লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হওয়ার পাশাপশি দুটি গুরুত্বপূর্ণ

২০৯.ইসহাক উবায়দী, *যুগে যুগে নারী*, ঢাকা ঃ শান্তিধারা প্রকাশনী, আগষ্ট- ১৯৯৬ খ্রি. পৃ.৮৭

২১০.ইসহাক উবায়দী, *যুগে যুগে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭

২১১.আল-কুর'আন, ২ঃ২২৮, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

২১২.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আলবুখারী,*সহিহ বুখারী*, কায়রোঃ ১৩৪৫ হি. কিতাবুল আহকাম, বাব-আতিউললাহা ওয়া আতিউররাসূল ওয়া উলিল আমরিম মিনকুম, খ. ১৬, পৃ ২২৯... أَلا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"

২১৩.আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ, *রাসুলের স.যুগে নারী স্বাধীনতা*-অনুবাদ মাওঃ মোজাম্মেল হক সম্পাদনা আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থ্যট ঢাকাঃ নভেম্বর ২০০২খ্রি. খ. ২, পৃ. ৪০১

২১৪.আব্দুল হালীম আবু শুককাহ, *রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, অনুবাদ-মাওঃ মোজাম্মেল হক সম্পাদনা আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থ্যট নভেম্বর ২০০২খ্রি. খ. ২,পৃ.৪০৪

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় অর্জিত হয়। প্রথমটি হলো, নারী যেন সর্বোত্তমরূপে গৃহ ও সন্তানাদির তত্ত্বাবধানে সক্ষম হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীর তাৎপর্য অনুসারে বিয়ের পর তার দায়িত্ব কর্তব্য পালনের যোগ্য হয়ে উঠে। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, উপযুক্ত পেশাগত কাজের জন্য নারীকে দক্ষ করে গড়ে তোলা, যাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা সামাজিক যে কোন প্রয়োজনের মুহূর্তে তার যথাযথ সেবা গ্রহণ করা যায়।"[২১৫] হাদীসেও বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নারী তার স্বামীর পরিবারের সবার তত্ত্বাবধায়িকা। সে তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।"[২১৬] হাদীসে এসেছে, হযরত আবু দারদা তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোন ব্যক্তির যদি দাসী থাকে আর সে তাকে অতি উত্তমরূপে শিক্ষা দান করে এবং শিষ্টাচার ও ভদ্রতা শেখায় এবং তারপর দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে বিয়ে করে তাহলে সে দ্বিগুন পুরুস্কার লাভ করবে।"[২১৭]

দাসীকে শিক্ষাদান ও শিষ্ট করে তোলার মাহাত্ম যখন এই, তখন নিজের স্ত্রী, কন্যাকে শিক্ষা দিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা নি:সন্দেহে মহোত্তম। হযরত আয়িশা (রা.) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে আসলো। তার সাথে ছিল তার দু'টি শিশু কন্যা। সে আমার কাছে কিছু চাইল । কিন্তু আমার কাছ থেকে একটিমাত্র খেজুর ছাড়া আর কিছুই পেলো না। আমি তাকে খেজুরটি দিলে সে তা দুই ভাগ করে তার দুই মেয়েকে দিল এবং উঠে চলে গেল। তারপর নবী (স.) আসলে আমি তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন, এ ধরনের কন্যা সন্তান দিয়ে যাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে সে যদি তাদের প্রতি দয়াদ্র আচরণ করে তাহলে তারা তার জন্য দোযখের আগুন থেকে রক্ষার অন্তরাল হয়ে যাবে।"[২১৮] হযরত আয়িশা (রা.) হ'তে বর্ণিত একটি হাদীসের ব্যাখায় হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী মেয়েদের প্রতি ইহসান সম্পর্কিত বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণিত কয়েকটি হাদীসে উদ্ধৃত করেছেন। তারমধ্যে রয়েছে ঃ ইহসান হলো, তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করলো, বিয়ে দিল এবং উত্তমরূপে শিষ্টাচার শিক্ষা দিল..। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করলো, এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করলো..। তাদেরকে শিষ্টাচার ও ভদ্রোচিত রীতিনীতি শিক্ষা দিল, তাদের প্রতি দয়া ও স্নেহের আচরণ করলো এবং তাদের ভরণ-পোষণ করলো। এসব বর্ণনার পর হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ইহসান শব্দটি এসব গুণাবলীর সম্মিলিত অর্থ প্রকাশ করে। আয়িশা (রা.) হ'তে বর্ণিত হাদীসে সংক্ষেপে 'ইহসান' শব্দ দ্বারা এই অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে।"[২১৯]

বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় অর্থনৈতিক কারণে মানুষের সামাজিক প্রেক্ষাপট ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানসিকতারও পরিবর্তন হয়েছে, বেড়েছে সচেতনতা। ফলে মেয়েদেরও জীবিকা অর্জন এখন সময়ের দাবি রাখে। "তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা হওয়ার ক্ষেত্রে নারীর নিজের এবং সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের জন্য অভিভাবকের সামর্থের ওপর যে প্রচন্ড চাপ পড়ে তা এড়ানোর জন্যও নারীর উপার্জনের প্রয়োজনীয়তার ওপর বর্তমান সময়ে জোর দেওয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ইবনে আবেদীন অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেনঃ পিতার কর্তব্য হচ্ছে কন্যাকে এমন কোন নারীর তত্ত্বাবধানে দেয়া যে তাকে সূক্ষ সূচিকর্ম ও সেলাইয়ের কাজ শেখাতে পারবে। এভাবে সে নিজেই নিজের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম হয়।"[২২০] নারীদেরকে পেশাগত দায়িত্ব পালনে স্বক্ষম করতে হলে তিনটি শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার। "উক্ত তিনটি বিষয়ের প্রথমটি হচ্ছে, কোন একটি পেশাগত কাজের জন্য তাত্বিক শিক্ষাদান। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কিছুটা উন্নত মানের প্রশিক্ষণের তাকিদসহপেশাগত বিষয়ে বাস্তব শিক্ষাদান। পেশাগত কাজের বাস্তব অনুশীলনের পূর্বেই যদি বিয়ে হয়ে যায়, তাহলে প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত পুনঃ প্রশিক্ষণের পর সে যেন সন্তোষজনকভাবে তার পেশাগত দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে। তৃতীয়টি হচ্ছে, মহিলাদের পেশাগত কাজের সাথে

২১৫.আব্দুল হালীম আবু শুককাহ, *রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.৩৮৭

২১৬.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আলবুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আহকাম, বাব-আতিউললাহা ওয়া আতিউররাসূল ওয়া উলিল আমরিম মিনকুম,খ.১৬,পৃ ২২৯ وَالمَرْأَ ةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ

২১৭.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আলবুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, বাব-বন্দী গ্রহণ করা ও নিজ দাসীকে মুক্ত করে বিয়ে করা, খ. ১১, পৃ.২৮ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا ... انِوَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَ

২১৮.ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, বাব-সন্তানের প্রতি দয়া ও চুম্বন,খ. ১৩,পৃ.৩৩

২১৯.হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী, *ফতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪

২২০.আব্দুল হালীম আবু শুককাহ, *রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৮০

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কিত শরয়ী বিধানসমূহ শিক্ষা দেয়া। এগুলো সবই মূল শিক্ষার অতিরিক্ত।"[২২১] নারীর কর্তব্য সময়কে পূর্ণরূপে ব্যবহার করে সমাজের জন্য উৎপাদক ও কল্যাণকর উপাদান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং যৌবন, প্রৌঢ়তা ও বার্ধক্য কোন পর্যায়ে এবং কন্যা, স্ত্রী, তালাকপ্রাপ্তা বা বিধাব কোন অবস্থাতেই কর্মহীনা ও বেকার না থাকা। গৃহকর্ম সম্পাদনের পর যে বাড়তি সময় থাকবে তা পেশাগত বা অপেশাগত কোন কল্যাণপ্রসু কাজে ব্যয় করবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী, "পুরুষ বা নারী যে-ই হোক যারা ভাল কাজ করবে, সে যদি মুমিন হয়,তাহলে তাকে আমি দুনিয়ার পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন দান করব এবং আখেরাতে প্রতিদান দেব তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুসারে।"[২২২] মানুষ সে নারী হোক পুরুষ হোক কিয়ামতের দিন তার সৎ কাজের প্রতিদান সম্পর্কে আয়াতটিতে কত উত্তম কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি হাদীসে বিস্তারিতভাবে যা বলা হয়েছে তা আমাদের আয়ুষ্কালকে উত্তমরূপে কাজে লাগানোর দিক নির্দেশনা দান করে এবং অন্যায় ও অনর্থক কাজে আমাদের জীবনকাল ব্যয় ও নষ্ট করা সম্পর্কে আমাদেরকে হুশিয়ার করে দেয়। অর্থাৎ আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কিভাবে ব্যয় করছি আমাদের অচিরেই তার হিসাব দিতে হবে,যেমন আমাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাল বা মন্দ কাজেরও হিসাব দিতে হবে। হযরত আবু বারযা (রা.)থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "বান্দা তার আয়ুষ্কাল কিভাবে ব্যয় করেছে, অর্জিত জ্ঞান অনুসারে কি কাজ করেছে, অর্থ-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে ও কি কাজে ব্যয় করেছে এবং দেহটাকে কি কাজে নিয়োজিত রেখেছে সে সম্পর্কিত প্রশ্নের মুখোমুখি হবার আগে তার দুটি পা সরিয়ে নিতে পারবে না।"[২২৩]

এ কথা সবারই জানা যে, "শরীয়ত এবং প্রথাগত বিধান উভয়ই পুরুষকে পরিবারের নেতৃত্ব এবং পেশাগত কজে স্ত্রী বা কন্যাকে অনুমতি দানের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করেছে। তাই শরয়ী বিধান বা বৈধতা ছাড়া সে নারীর বা সমাজের জন্য কল্যাণকর কোন কাজে স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে বাধা দিতে পারে না, যেমন পারে না বিনা প্রয়োজনে বৃত্তিমূলক কোন কাজ গ্রহণে বাধ্য করতে।"[২২৪] মুসলিম নারীর নিজের পবিত্রতা রক্ষা এবং পবিত্র চরিত্রবান সমাজ গঠনের জন্য অবিলম্বে বিয়ে করা বৈধ অথবা অত্যাবশ্যক। এভাবে পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে মুসলিম সমাজের সদস্যরা নিয়মিত হিসেবে সুন্দর মানসকিতা উত্তম নৈতিকতা চরিত্রগত স্বাস্থ্য লাভ করতে পারে। "পেশাগত কাজ যদি নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখার কিংবা বিনা প্রয়োজনে বিলম্বিত বিবাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা নারীর জন্য মাকরূহ বা হারাম বলে গণ্য হবে। অপরদিকে কোন পেশাগত কাজ যদি তার বিবাহ সম্পাদনে সহায়ক হয় তাহলে সেটা হবে তার জন্য বৈধ কাজ।"[২২৫] হযরত আনাস (রা.)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে আমি আল্লাহকে বেশি ভয় করি এবং অধিক তাকওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু আমি কখনো রোযা রাখি আবার কখনো রাখি না এবং আমি রাত জেগে নামায পড়ি আবার ঘুমাই এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। সবই আমার সুন্নাত। যারা আমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করে তারা আমার কেউ নয়।"[২২৬]

পরিবারের আর্থিক সামর্থ ও সমাজের প্রয়োজনের গন্ডির মধ্যে মুসলিম নারী সন্তান উৎপাদনে উৎসাহী হবে। পেশাগত কাজের দরুণ সন্তান নেওয়া থেকে বিরত থাকা মোটেই উচিত নয়। কারণ আল্লাহ তা'আল মানুষের মাধ্যমেই মানুষের বংশ বিস্তারের ব্যবস্থা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "আর আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বজাতীয় স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তোমাদের এ স্ত্রীদের থেকে পুত্র ও নাতি-নাতনী দান করেছেন।"[২২৭] হযরত জাবের (রা.) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হে জাবের! সন্তান কামনা করো! সন্তান কামনা

২২১.আব্দুল হালীম আবু শুককাহ, *রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৮০

২২২.আল-কুর'আন, ১৬ ঃ ৯৭, مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

২২৩.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *আসসুনান*, রিয়াদঃ দারুসসালাম, ২০০০ খ্রি.কিতাবুল কিয়ামাত, বাব-হিসাব ও কিসাস, খ. ২, হাদীস নং ১৯৭০,পৃ. ২৯০ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَ.. لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ

২২৪. আব্দুল হালীম আবু শুককাহ, *রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৮৪

২২৫.আব্দুল হালীম আবু শুককাহ, *রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৮৪

২২৬.ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী* ,প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ খ.১৮, পৃ.৪,/ *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, ইস্তাম্বুলঃ তা.বি.কিতাবুন নিকাহ,খ.৬,পৃ. ১২৯

২২৭.আল-কুর'আন,১৬ঃ ৭২, وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

করো!"[২২৮] তিনি আরও বলেন, "তোমরা অধিক স্নেহশীলা ও সন্তান উৎপাদনকারী মহিলাকে বিবাহ করো। আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করবো।"[২২৯] ইসলামী বিধান অনুযায়ী নারী তার ঘর ও সন্তানাদি দেখাশুনা করার জন্য দায়ী। আর এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসাও করা হবে। বিবাহিতা নারীর এটি তার প্রাথমিক মৌলিক দায়িত্ব। তবে এ দায়িত্ব পালনের জন্য পেশাগত কাজ বা কর্তব্য পালন পরিত্যাগ কার উচিত নয়। তৎকালীন আরবের মহিলাদের মধ্যে কুরাইশদের মেয়েরা সব দিক থেকে পারদর্শী ছিল। যেমন ছিল ঘোড়া বা উটের পিঠে উঠা, আবার যুদ্ধে শরীক হওয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ তারা প্রায় সকল কাজেরই যোগ্য ছিল। "আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উটের পিঠে আরহণকারিনী মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ মহিলারাই উত্তম, যারা নিজেদের ছোট ছোট বাচ্চার প্রতি অধিকতর স্নেহাশীলা এবং স্বামীর সম্পদ হিফাযতকারিনী।"[২৩০] পেশাগত কাজ সম্পাদন করার পরও বাড়ি ও সংসার নারীর জন্য জান্নাতে পরিণত হয়। সেখানে তাকে আনন্দ ও পুনরায় কর্মশক্তি অর্জনরূপ নি'য়ামত দ্বারা ভূষিত করা হয়। আর তা হয় স্বামীর স্বানন্দ সমর্থন, সহযোগিতা এবং সন্তানদের আদর সোহাগ করার মত সৌভাগ্য লাভের মধ্য দিয়ে। এটি তার সাংসারিক ও পেশাগত কাজের অতিরিক্ত পুরুস্কার, যার সাহায্যে সে পরোপকার, বদান্যতা ও নতুন কিছু করার পর্যায়ে উপনীত হতে পারে।"[২৩১]

শিশু সন্তানদের বেড়ে ওঠার বিভিন্ন পর্যায়ে দরকার পারিবারিক যত্ন ও তত্ত্বাবধান। যেমন সন্তানকে মায়ের স্তন্যদান অতপর তাকে লালন-পালন করে গড়ে তোলা, উত্তম প্রশিক্ষণ দেওয়া। এসব হবে এমন একটি পরিবেশে যেখানে আল্লাহ ভীতির সাথে সাথে প্রবাহিত হবে ভালবাসা ও অপত্য স্নেহের ফল্গুধারা। "একটি বাড়ি ও পরিবার এভাবে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানদের জান্নাতে রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু নারীর বুদ্ধিমত্তা, সুস্থ আবেগ ও মনন এবং যত্নশীল হাত ছাড়া এ জান্নাতের কুঁড়িসমূহ প্রস্ফুটিত হওয়া, তার সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়া এবং সে নিয়ামত দ্বারা সবার উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। তাই নারী যখন পেশাগত কাজ আঞ্জাম দেবে তখন তাকে চলতে হবে ভারসাম্য রক্ষা করে ও হিসেবী পদক্ষেপ নিয়ে, যাতে তার এই কাজ গৃহের অধিকার খর্ব না করে। এবং পেশাগত কাজের সাফল্য যেন তাকে এই সমন্বিত ভূমিকা থেকে মোটেই দূরে সরিয়ে না দেয়। এই আনুসাঙ্গিক ও অস্থায়ী কাজ এবং পেশাগত কাজের কিছু চাকচিক্য ও বাহ্যিক জৌলুস যেন তাকে তার প্রকৃত জীবন ও মৌলিক ভূমিকা সম্পর্কে উদাসীন না করতে পারে।"[২৩২]

নারীদের পেশাগত কাজ কেন প্রয়োজন

বর্তমানে বিশেষ করে বাংলাদেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে নারীদের পেশাগত কাজ একেবারে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। যে অবস্থায় একজন নারীর পেশাগত কাজের মাধ্যমে উপার্জনের প্রয়োজন হয় তা দু'টি অবস্থার প্রেক্ষিতে হতে পারে। তার একটি হতে পারে তার জন্য মৌলিক তথা ফরয কাজ আর অপরটি হতে পারে ফরযে কিফায়া।

"এক. পরিবারের জন্য উপার্জনশীল ব্যক্তির (পিতা স্বামী অথবা রাষ্ট্র) অবর্তমানে বা অক্ষমতার কারণে নিজের ও পরিবারের জীবিকার জন্য।

দুই. মুসলিম সমাজের কাঠামো ও সংহতি সংরক্ষণের নিমিত্ত নারীদের জন্য ফরযে কিফায়া পর্যায়ভুক্ত কাজসমূহ আদায় করার সময়। এ অবস্থায় পরিবার ও সন্তান সন্ততির প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসব অত্যাবশ্যকীয় কাজ যথাসম্ভব আঞ্জাম দেয়ার জন্য নারী চেষ্টা করবে।"[২৩৩] হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমার খালাকে

২২৮.আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল,*সহীহ বুখারী*, কায়রোঃ প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, বাব-সন্তান কামনা, খ.১১, পৃ. ২৫৬/ *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুর রিদা'আত, বাব-কুমারি মেয়েকে বিবাহ করা উত্তম, খ. ৪, পৃ. ১৭৬

২২৯.আবু আব্দির রহমান আহমদ ইবনে শু'আয়ব আনসারী,*সুনানুনাসায়ী*, কায়রোঃ মাকতাবা সালাফিয়া, ১৯৮২ খ্রি.কিতাবুন নিকাহ, বাব-বন্ধ্যা নারীকে বিবাহ অপছন্দনীয়, হাদীস নং ৩০২৬, খ.২, পৃ. ৩৮০

২৩০.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আলবুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নফকাত, বাব-স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর অর্থ-সম্পদ সংরক্ষণ এবং সাংসারিক ব্যয়, খ. ১১,পৃ.৪৪০

২৩১.আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ, *রাসূলের স.যুগে নারী স্বাধীনতা*, অনুবাদ মাওঃ মোজাম্মেল হক সম্পাদনা আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থ্যট ঢাকাঃ নভেম্বর ২০০২ খ্রি. খ.২,পৃ.৩৮৮

২৩২.আব্দুল হালীম আবু শুককাহ, *রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, অনুবাদ মাওঃ মোজাম্মেল হক সম্পাদনা আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থ্যট ঢাকাঃ নভেম্বর ২০০২ খ্রি. খ.২, পৃ. ৩৮

২৩৩.আব্দুল হালীম আবু শুককাহ, *রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, অনুবাদ মাওঃ মোজাম্মেল হক সম্পাদনা আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থ্যট ঢাকাঃ নভেম্বর ২০০২ খ্রি. খ.২,পৃ.৩৮৮

তালাক দেওয়া হলে তিনি তার বাগান থেকে খেজুর আহরণে মনস্থ করলেন। এতে এক ব্যক্তি তাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করলে তিনি নবী (স.) এ কাছে এসে বললেন। নবী (স.) বললেন, তুমি বাগান থেকে খেজুর আহরণ কর।"[২৩৪] এ হাদীস থেকে জানা যায়, অন্যের দারস্থ হওয়ার চেয়ে নিজ হাতের কামাই উত্তম। হাদীসে বলা হয়েছে ভিক্ষা করা বা প্রার্থনা করা নিন্দনীয় কাজ। রাসূল (স.) সাদাকাহ সম্পর্কে বলেছেন, " তা হচ্ছে, মানুষের ময়লা।"[২৩৫] হযরত আয়িশা (রা.) হ'তে বর্ণিত, এক মহিলা এসে তার কাছে কিছু চাইলে তিনি একটি খেজুর দিলে সেটি তার দুই কন্যাকে দুই ভাগ করে দিয়ে তাদের প্রতি ইহসান করলেন মর্মে ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মন্তব্যের মর্মার্থ এই যে, তাদের প্রতি কতই না ইহসান হতো যদি সে সাদকার পরিবর্তে নিজে কামাই করে তাদের প্রতি ইহসান করত। বিবাহিতা একজন নারীর প্রথম ও মৌলিক যে দায়িত্ব তা হলো, স্বামী-সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের তত্ত্বাবধান করা। এটি তার জন্য ওয়াজিব বা ফরয। কিন্তু পেশাগত অন্য কাজ করা প্রয়োজনে কোন কোন ক্ষেত্রে তার জন্য ফরয, কোন কোন ক্ষেত্রে ফরযে কিফায়া, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা মোবাহ হয়ে থাকে। ফরয কাজ দুই প্রকার ঃ
১.ফরযে আইন
২.ফরয়ে কিফায়া।

শরী'আতের আদেশ নিষেধ পালনে আদিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে শরী'আত প্রণেতা কোন কিছু পালনের দাবি করলে তাকে ফরযে আইন বলে। আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে অপর কোন ব্যক্তি আদায় করলে তা আদায় হবে না। যেমন ঃ সালাত, সওম,যাকাত, হজ, ওয়াদা পালন এবং জুয়া ও মদ বর্জন। আবার শরী'আত প্রণেতা কোন কিছু পালনের দাবি স্বতন্ত্রভাবে সব আদিষ্ট ব্যক্তির কাছে না করে আদিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমষ্টির কাছে যদি এমনভাবে করেন যে, কোন একজন পালন করলে তা আদায় হয়ে যাবে এবং অন্য সবার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, কিন্তু কেউ-ই পালন না করলে সবাই গুনাহগার হবে তাকে ফরযে কিফায়া বলে। যেমন জানাযার নামায, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের কাজ, ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধার, হাসপাতাল নির্মাণে, চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন, বিচার কার্য, সালামের জবাব দান ইত্যাদি। "পেশাগত কর্মের ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের কোন প্রয়োজনীয়তা সামগ্রিকভাবে গোটা নারী সমাজের জন্য যেসব কাজ সম্পাদন অত্যাবশ্যকীয় করে দেয় এবং ঐ কাজ যদি প্রকৃতপক্ষে এককভাবে নারীদের দায়িত্বভূক্ত হয় কিংবা তাতে তাদের অংশগ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয় অথবা ঐ কাজ প্রকৃতপক্ষে এককভাবে পুরুষদের দায়িত্বভূক্ত হয় কিন্তু পুরুষদের একক প্রচেষ্টা তা সম্পাদনে অক্ষম হয়ে নারীদের প্রচেষ্টার মুখাপেক্ষী হয় কিন্তু তাহলে সমাজের প্রয়োজনের বিবেচনায় ঐসব কাজ আঞ্জাম দেওয়া নারীর জন্য ফরযে কিফায়া হিসেবে পরিগণিত হয়। প্রথম প্রকারের কাজের উদাহরণ হচ্ছে নারীদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও নার্সিং, শিশুদের লালন-পালন ও শিক্ষাদান, ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধান ও ঘর পালানো বখে যাওয়া শিশুদের সংশোধন এবং অনুরূপ সমাজ সেবার বিভিন্ন ক্ষেত্র।"[২৩৬]

পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার শর্তে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে পেশাগত কাজ নারীর জন্য মানদুব (ভাল)। শর্তগুলো হলো ঃ
(ক) দরিদ্র স্বামী, পিতা বা ভাইকে সাহায্য করা;
(খ) মুসলিম সমাজে বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ করা;
(গ) কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা।"[২৩৭]

দরিদ্র স্বামী, পিতা বা ভাইকে সাহায্য করা

২৩৪.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুলিম*, ইস্তাম্বুলঃ তা.বি. কিতাবুত তালাক, বাব-তালাকপ্রাপ্তাদের ঘরের বাইরে গমন, খ.৪, পৃ. ২০০ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ طُلِّقَتْ خَالَتِ.. "قَالَ . "بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا
২৩৫.ইমাম মুসলিম *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, বাব- নবী (স.) এর বংশধরদের সাদকা গ্রহণ পরিত্যাগ করা, খ.৩, পৃ. ১১৯ " تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لاَ .
২৩৬.আব্দুল হালীম আবু শুককাহ, *রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৯১
২৩৭.আব্দুল হালীম আবু শুককাহ, *রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, অনুবাদ মাওঃ মোজাম্মেল হক সম্পাদনা আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থ্যট ঢাকাঃ নভেম্বর ২০০২ খ্রি.খ.২, পৃ. ৩৯২

Dhaka University Institutional Repository

"আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা.) এর স্ত্রী যয়নব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বেলাল আমাদেও পাশ দিয়েযাচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করুন, আমি আমার স্বামী ও আমার কোলের ইয়াতীম শিশুদের জন্য যে সাদকা করছি তা কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে? আমরা তাকে এ কথা বললাম যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের নাম বলবেন না। তখন বেলাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মহিলা দু'জন কে? তিনি (বেলাল) বললেন, যয়নব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কোন যয়নব? তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন হ্যা, সে দ্বিগুন পুরুস্কার লাভ করবে। আত্মীয়তার অধিকার রক্ষার পুরুস্কার ও দান করার পুরুস্কার।"[২৩৮] অন্য একটি রেওয়াতে আছে তুমি যে দান করবে তা তোমার স্বামী ও সন্তানেরা তার বেশি হকদার।"[২৩৯]

মুসলিম সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণ করা

সাধারণত মহিলাদের বুদ্ধি-জ্ঞান পুরুষের চেয়ে ত্রুটিপূর্ণ থাকে। যা কুর'আন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তা সত্ত্বেও এখানে সেইসব মহিলাদের কথা বলা হয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সবিশেষ প্রতিভা, যোগ্যতা ও ক্ষমতা এবং মেধাদান করেছেন। যেমন চমৎকার বাকপটুতার অধিকারী, মর্মস্পর্শী বক্তব্য প্রদান, সুন্দর উপস্থাপনা, আবেগময় বচনশৈলী অথবা তাদের বুদ্ধিদীপ্ত মেধা যা বিমুগ্ধ করতে সক্ষম হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ সব মহিলাগণ সহজাত মেধা ও যোগ্যতা তাদের কর্মক্ষেত্রে অনেক পুরুষের চেয়েও অধিক সুফল বয়ে আনে। "হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ঈদুল আযহা কিংবা ঈদুল ফিতরের সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদগাহে মহিলাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে নারী সমাজ! বুদ্ধি ও দীনের দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিমান পুরুষের জ্ঞান বিলোপ করার ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে কাউকেই সিদ্ধহস্ত দেখতে পাইনি। মহিলারা আরয করল হে আল্লাহর নবী! দ্বীন ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটি কি? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মহিলাদের সাক্ষ্য পুরুষের তুলনায় অর্ধেক নয় কি? তারা বলল জি হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন এটিই বুদ্ধি ও জ্ঞানের ত্রুটি। তাদের কেউ যদি ঋতুবতী হয় তখন সালাত ও সিয়াম আদায় করতে তারা কি বিরত থাকে না? তারা বলল জি হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটিই তাদের দ্বীনের কমতি।"[২৪০] হাদীসের অংশ 'বুদ্ধি-জ্ঞান ও দ্বীনের ত্রুটি হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিমান পুরুষের জ্ঞান বিলোপ করার ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়ে আর কাউকে বেশি সিদ্ধহস্ত দেখিনি।' প্রমাণ করে কোন কোন মহিলা পুরুষের চেয়েও বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হয়ে থাকে।

কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা

এ ব্যাপারে উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। "উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন.. আমাদের মধ্যে দীর্ঘ হাতের অধিকারিনী ছিলেন যয়নাব বিনতে জাহাশ। কারণ তিনি নিজ হাতে কাজ করে উপার্জন করতেন এবং দান করতেন।"[২৪১] আরও একটি হাদীসে এসেছে, "আয়িশা (রা.) থেকেবর্ণিত। তিনি বলেছেন.. দ্বীনের ব্যাপারে যয়নাব বিনতে জাহাশ এর চাইতে উত্তম কোন নারী আমি দেখিনি। তিনি সর্বাধিক খোদাভীরু, সত্যবাক, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারিনী ও সাদকা দাতা ছিলেন এবং নিজেকে অধিক মাত্রায় এমন কাজে নিয়োজিত রাখতেন যার উপার্জন থেকে দান করতেন এবং তার সাহায্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভে প্রয়াসী থাকতেন।"[২৪২]
"জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার খালাকে তালাক দেওয়া হলে তিনি তার খেজুর বাগানে

২৩৮.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আলবুখারী,*সহিহ বুখারী*, কায়রো ঃ ১৩৪৫ হি.কিতাবুয যাকাত,বাব-নিকটাত্মীয়দের যাকাত দান, " صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ "لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

২৩৯.*সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যকাত, বাব- নিজের শিশু ও স্বামীকে যাকাত দান, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, বাব-নিকটাত্মীয় ও স্বামীর ভরণ-পোষণের ব্যয় ও সাদকা দেওয়া, খ. ৩ পৃ. ৮০

২৪০.*সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত কিতাবুল হায়েয, বাব-ঋতুবতীর রোযা না রাখা/ *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, বাব-ঈমানের ক্ষতি, খ.১, পৃ. ৬১ "ذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَ "قَالَ . "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

২৪১.ইমাম মুসলিম,*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাব-সাহাবাদের মর্যাদা, বাব-উম্মুল মুমিনিন যয়নাব (রা.) এর মর্যাদা, খ.৭, পৃ. ১৪৪

২৪২.ইমাম মুসলিম,*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত,কিতাব-সাহাবাদের মর্যাদাবলী, আয়েশা (রা.) এর মর্যাদা, খ.৭, পৃ. ১৩৯

গিয়ে খেজুর আহরণ করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু এক ব্যক্তি তাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করলেন। তিনি নবী (স.) এর কাছে গিয়ে বিষয়টি বললে নবী (স.) তাকে বললেন, তুমি বরং তোমার বাগানে যাও, খেজুর সংগ্রহ কর। কেননা তুমি হয়তবা তা দান করবে কিংবা কোন কল্যাণকর কাজে ব্যয় করবে।"[২৪৩]

উপার্জিত অর্থ ব্যয়ে নারী স্বাধীন

ইসলাম নারীকে পূর্ণ মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। আর ব্যক্তিত্ব ও ইচ্ছার স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। অনুরূপভাবে নিজ মালিকানার যথেচ্ছা ব্যবহারের স্বাধীনতাও তাকে দিয়েছে। নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিধি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। "এ সকল দৃষ্টান্তের কোনোটিতে স্বামী বা অভিভাবকের বন্ধন থেকে নারীর মুক্তির কথা পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে। আবার কোনোটিতে বা তাদের কারো সাথে যে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে তা হলো অতীতে মুসলিম নারীরা ব্যক্তি স্বাধীনতার আকাংখা নিয়ে নিজ নিজ অঙ্গনে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। নিজ অধিকারের প্রশ্নে তারা স্বোচ্চার হয়েছে। প্রিয়জনকে উপহার দিয়েছে। নিজ সম্পদ দান করেছে। নিজের জমিতে কাজ করতে বের হয়েছে। স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষ থেকে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তারা এ সব করেছে।"[২৪৪] স্ত্রীর পেশাগত কাজে নিয়েজিত থাকার ক্ষেত্রে উক্ত কাজের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে পরোপুরি স্বাধীন হলেও স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে কাজ করা উচিত। "ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত দাস কুরাইব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মায়মুনা বিনতে হারেস (রা.) তাকে জানালেন যে, তিনি তাঁর এক দাসীকে দাসত্বের শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন; কিন্তু এ ব্যাপরে রাসূল (স.) এর অনুমতি নিতে পারেননি। অতপর রাসূল (স.) তার পালার দিনে তার ঘরে আসলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি জানেন আমি আমার দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছি? তিনি বললেন, তুমি কি এ কাজ করেছো? তিনি বললেন হ্যাঁ। নবী (স.) বললেন, যদি তুমি দাসীটিকে তোমার মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে তাহলে সর্বাধিক পুরুস্কার লাভ করতে।"[২৪৫]

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) তার স্বামীর অজ্ঞাতসারে নিজের দাসীর বিক্রয়মূল্য দান করে দেন। "আসমা (রা.) বলেন, আমি দাসীটিকে বিক্রয় করে দিলাম। এমতাবস্থায় বিক্রয়মূল্য আমার কাছে থাকতেই যোবায়ের এসে বলল এগুলো আমাকে দান করে দাও। আমি তাকে বললাম, আমি এগুলো তোমাকে দান করে দিলাম।"[২৪৬] এছাড়া নারীদের পেশাগত কজের মধ্যে রয়েছে যেমন কল্যাণমূলক কাজ। "জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর স্ত্রী যয়নবের কাছে গেলেন। যয়নব তখন একখন্ড চামড়া পাকা করছিলেন।"[২৪৭] ইবনে হাজার বলেছেন, হাকেম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে আয়িশা (রা.)থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়িশা (রা.)বলেছেন, যয়নাব ছিলেন একজন হস্তশিল্পী মহিলা। তিনি চামড়া পাকাতেন, সূচীকর্ম করতেন এবং উপার্জিত অর্থ আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন।"[২৪৮] আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যুবায়ের যখন আমাকে বিয়ে করেন তখন তার একটিমাত্র পারিবাহক উট ও একটি ঘোড়া ছাড়া কোন জায়গা-জমি, অর্থ-সম্পদ বা দাস-দাসী কিছুই ছিল না। আমি তার ঘোড়াকে খাদ্য দিতাম ও পানি দিতাম,তার পানির মশক ছিঁড়ে গেলে সেলাই করে দিতাম এবং আটার খমির তৈরী করে দিতাম। কিন্তু আমি ভাল করে রুটি তৈরি করতে পারতাম না। আমার কয়েকজন আনসার প্রতিবেশিনী আমাকে

২৪৩.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তালাক, বাব-বায়েন তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দত পালনকারিনীর বাইরে গমন, খ.৪,পৃ.২০০

২৪৪.আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ,*রাসূলের স.যুগে নারী স্বাধীনতা*, অনুবাদ মাওঃ মোজাম্মেল হক সম্পাদনা আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থ্যট ঢাকাঃ নভেম্বর ২০০২ খ্রি.খ.১,পৃ.৩৬১

২৪৫.*সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাব-দান ও তার মর্যাদা এবং দানের জন্য উৎসাহিত করা, বাব-নারী কর্তৃক স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে দান করা/ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাব-নিকটাত্মীয়দের ভরণ-পোষণ করা ও তাদের সাদকা দেওয়ার মর্যাদা,খ.৩,পৃ. ৮৯
لِكَ لِرَسُولِ اللَّهِعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَ
صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَ.كِ كَانَ كِ أَعْظَمَ لأَجْرِ "

২৪৬.ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাম, বাব- অপরিচিতা মহিলাদের সালাম দেয়া যায়েয, খ. ৭, পৃ. ১২ فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ .. . قَالَتْ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا

২৪৭.*সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, বাব-যে ব্যক্তির মনে কোন মহিলাকে দেখে আকাংখা জাগ্রত হয়, সে যে তার নিজের স্ত্রীর নিকট গিয়ে আকাংখা পূরণ করে,খ.৪,পৃ. ১৩০, اذ حَدُكُمْ الْمَرْأَةُ أَعْجَبَتْهُ .. فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

২৪৮.হাফেজ ইবনে হাজার, *ফতহুল বারী*, প্রাগুক্ত,খ. ৪, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

রুটি তৈরি করে দিতেন। তারা খুব ভাল মহিলা ছিলেন।"[২৪৯] "শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি হাফসার কাছে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময়ে নবী (স.) আমাদের কাছে আসলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি যে ভাবে তাকে লেখা শিখিয়েছ, ঠিক তেমনি এই পাঁজরের ঘায়ের চিকিৎসা কি শিখিয়ে দেবে না?"[২৫০] এসব উদাহরণ হলো মহিলাদের পেশাগত কাজের। ইবনে মাস'উদের স্ত্রী যয়নব (রা) হ'তে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্ত্রীর উপর্জিত অর্থ দ্বারা স্বামীকে সাহায্য করা 'মানদুব' (জায়িয)। তবে পেশাগত কাজের জন্য স্ত্রীর অবশ্যই স্বামীর জন্য কিছু কায়িক ও মানসিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্ত্রী যদি পেশাগত কাজে নিজেকে নিয়োজিত না করে তবে সম্পূর্ণ সময়টাই গৃহের কাজে নিয়োজিত করতো তাহলে স্বামীকে এই কষ্ট পোহাতে হত না। এককভাবে পরিবারের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব পালনের কারণে স্ত্রীর অবকাশের সবটাই স্বামীর অধিকারের মধ্যে গণ্য। তাই স্ত্রীর পেশাগত কাজ থেকে উপার্জিত অর্থের আংশিক স্বামীর এই কষ্টের বিনিময় হওয়া উচিত। "বিনিময়ের পরিমাণ কিভাবে নির্ধারণ করা যাবে সে ব্যাপারে ইসলামী গবেষণা সংস্থা থেকে ফতোয়া গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিষয়টি মিমাংসার ব্যাপারে সাহায্য করবে। এখানে আমরা কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছিঃ

(ক) পরিবারের প্রকৃত ব্যয়ের পুরোটাই পুরুষ নির্বাহ করবে। (কারণ পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য সেই প্রকৃত দায়ী।)
(খ) নারী পেশাগত কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে পরিবারের প্রকৃত ব্যয়ের অতিরিক্ত যে ব্যয় হচ্ছে তা নারী নির্বাহ করবে। কারণ তার জন্যই এই অতিরিক্ত ব্যয় করতে হচ্ছে।
(গ) বস্তুগত ও মনস্তাত্বিক কাজের যে প্রতিকুল প্রভাব পুরুষকে বরদাশত করতে হয় তার বিনিময়ে নারী তার উপার্জিত অর্থের কিছুটা পুরুষের হাতে তুলে দেবে। স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকের আর্থিক অবস্থার নিরিখে এই পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। তাদের উভয়ের মধ্যে যে আর্থিকভাবে অধিক সচ্ছল হবে সে তার নিজের অধিকারকে কিছুটা উপেক্ষা করবে, যাতে অপরজন সৎ ও কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে সক্ষম হয়।"[২৫১]

নারী-পুরুষ তাদের মৌলিক কাজ হোক আর পেশাগত কাজই হোক তাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বজায় রেখেই করবে। "আল্লাহ তা'আলা নারী পুরুষ সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা তাদের একজনকে অপরজন থেকে পৃথক করে রাখে। তাই স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের দায়িত্ব সকল নারী পুরুষের। প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব রয়েছে। পুরুষের নারীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা আর নারীর পুরুষের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা দোষণীয়।"[২৫২] "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব পুরুষ নারীর স্বাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং যে সব নারী পুরুষের স্বাদৃশ্য গ্রহণ করে, তাদের প্রতি রাসূল অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।"[২৫৩] "হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূল (স.) এমন পুরুষ ও নারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন, যে পুরুষ নারীর পোশাক পরিধান করে এবং নারী পুরুষের পোশাক পরিধান করে।"[২৫৪]
নারী পুরুষ প্রত্যেকের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যগুলো তার দৈনন্দিন কর্মকান্ড এবং অনুশীলনের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। এই অনুশীলন যদি পূর্ণভাবে না করা হয় এবং একজন অপরজনের দায়িত্ব পালন করে বা কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে, তাহলে নারী পুরুষের একজন আরেক জনের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয় এবং সাথে সাথে নিজের কিছু বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। "এমনকি তাতে নারীর সাধারণ মানবিক গুণাবলী পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়, যা তাকে পুরুষের সাথে মিলিয়ে দেয় এবং সে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় স্তরের মানুষে পরিণত হয়। তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হয়। কাজেই এতে না তার ইচ্ছা ও আশা-আকাংখার কোন স্বাধীনতা থাকে এবং না তার সমাজকল্যাণমূলক কাজে বা রাজনৈতিক

২৪৯.ইমাম বুখারী,*সহীহ বুখারী*,কিতাবুন নিকাহ,কায়রো ঃ ১৩৪৫হি.বাব-আত্মমর্যাদাবোধ,খ.১১,পৃ.২৩৯,*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাম, বাব-পথ চলতে কোন গায়ের মাহরেম মহিলাকে সওয়ারীতে তুলে নেয়া, খ. ৭, পৃ.১১

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ ... وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ

২৫০.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল,*মুসনাদ*, প্রাগুক্ত,/ আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ,*রাসূলের স.যুগে নারী স্বাধীনতা*,পৃ.৪২৩
২৫১.আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ, *রাসূলের স.যুগে নারী স্বাধীনতা*, প্রাগুক্ত,খ.২, পৃ.৩৯৬
২৫২.আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ, *রাসূলের স.যুগে নারী স্বাধীনতা*, প্রাগুক্ত,খ.২, পৃ.৩৯৬
২৫৩.*সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল লিবাস, বাব-পুরুষের পোশকের সাথে নারীর পোশাকের সামঞ্জস্য

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .. نْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابَعَهُلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِ

কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকে। সে পরিণত হয় এক অক্ষম নির্জীব সৃষ্টিতে, পরিপূর্ণ কোন মানুষে নয়।”[২৫৫] পাশ্চাত্য সমাজে নারী-পুরুষকে আলাদা স্বত্তা বলে স্বীকার করা হয় না। তাদের একটাই শ্লোগান, ‘সবাই মানুষ’। কিন্তু প্রকৃতি তা বলে না। প্রকৃতি বলে নারী পুরুষ আলাদা এবং তাদের কর্মক্ষেত্রও আলাদা। পদার্থ বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থাকার জনৈক ফরাসী পন্ডিত লুজাভিয়ার একটি গ্রন্থের সমালোচনা সম্পর্কিত রিভিউ অব রিভিউজ’ নামক সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ নারীর উচিত নারীই থাকা। হ্যাঁ অবশ্যই নারী থাকাই নারীর কর্তব্য। তাতেই তার কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং এই গুণটাই তাকে পূন্যের লক্ষস্থলে পৌঁছাতে পারে। এটা প্রকৃতির বিধান,প্রকৃতির উপদেশ। অতএব নারী যতই এই বিধানের নিকটবর্তী হবে, ততই তার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আর যতই এই বিধান হতে হটতে থাকবে, ততই তার বিপদাপদ বৃদ্ধি পাবে।”[২৫৬] দাম্পত্য জীবনে উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্তের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সব কারণে বিরোধ বেশি দেখা দেয়,তার মধ্যে এটিও একটি কারণ। আমাদের দেশের নারীরাও পাশ্চাত্যের অনুকরণে পরিবারতন্ত্রকে অস্বীকার করতে চাচ্ছে। তারাও ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে স্বামীর আনুগত্য মানতে চাইছে না। “কিন্তু পাশ্চাত্যে নারীরা স্বাধীন হয়েছে ঠিকই; কিন্তু তারা বর্তমানে উপলব্ধি করছে যে, তারা সব কিছুই হারিয়েছে।”[২৫৭]

আসলে আমরা পাশ্চাত্যের দাসত্ব ও গোলামী করতে করতে গোলামীর দিক থেকেও দূরে সরে পড়েছি। কারণ স্বয়ং পাশ্চাত্যের মনিষীরা যখন নারীদের ঘরে ঢোকানোর কথা বলছেন এবং অতীতের স্বাধীনতার উপর কান্নাকাটি করছেন, ঠিক তখন আমরা অনুকরণপ্রিয় অতিভক্তরা তাদের বহুকাল আগের সেই নারী স্বাধীনতা নিয়েই শ্লোগান দিচ্ছি। এই শ্লোগানদাতা তাদের মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে যারা বোকা,দুরদর্শিতা নেই, নারী স্বাধীনতা নামের একটি বিপ্লবী শ্লোগানকে তারা কর্মমুখর। আর কিছু আছে নারীদের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন,তবুও এই শ্লোগানের সাথে সুর মেলায়ে শুধু নিজেদের স্ব স্ব অবৈধ কাম চরিতার্থ করার জন্য নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা থেকে শুরু করে সর্ব ব্যাপারে তাদের সমান অধিকারের কথা বলে।”[২৫৮]

পাশ্চাত্যের মত আমাদের দেশে অনেক মুসলিম নারীরাও বলতে শুরু করেছে, নারী ও পুরুষের আলাদা কোন প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য নেই; এটি মানুষের সৃষ্ট, সমাজের তৈরি। “আধুনিক নারী স্বাধীনতা আন্দলনকারীদের মূল বক্তব্য এই যে, নারী-পুরুষের আবরণ বা স্বভাবগত পার্থক্য আসলে সামাজিক ব্যবস্থার ফলাফল। কিন্তু সম্প্রতি ক্যালির্ফোনিয়ার দু’জন মনোবিজ্ঞানীর গবেষণায় দেখা গেছে স্ত্রী হরমোনে যা মূলত নারীকে দৈহিক দিক থেকে নারী হিসেবে পরিচিত করায়; সেই স্ত্রী হরমোনের মধ্যেই রয়েছে-ঐতিহ্যগত দিক থেকে নারী সুলভ স্বভাব, নম্রতা, বিনয় ও পরনির্ভরতা। এই বিষয়টা শুধু সামাজিক আচার-আচরণে নয়, নারীর দাম্পত্য আবরণেও পরিস্ফুটিত বলে উক্ত দুই বিজ্ঞানী অভিমত প্রকাশ করেছেন।”[২৫৯] “নারী স্বাধীনতার মাধ্যমে নারী স্বামীত্বের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু নারী প্রগতির মাধ্যমে নারী সমাজে এখন সামগ্রিক পুরুষ সমাজের ব্যাপক দাসত্বে আবদ্ধ হয়েছে। নারীকে এখন অফিস-আদালত, কল-কারখানা এং মাঠে-ময়দানে পুরুষের মত কাজ করতে হয়। সন্তান ধারণ নারীকেই করতে হয়। অফিস থেকে ফিরে ঘরে সন্তানদের দেখতে হয় নারীকেই, রান্নাঘর সামলাতে হয়। স্বামীকে আনন্দ দিতে হয়। সকালে আবার স্বামীরই মতো কাজ করতে অফিসে যেতে হয়। অফিসে গিয়ে সহকর্মী ও অফিস কর্তা এর মনোরঞ্জন করতে হয়।”[২৬০] বাংলাদেশে নারী স্বাধীনতা বলতে যা চলছে তা নারীর উন্নতি তো হচ্ছেই না’ বরং আরও নিচে নামানো হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে স্বাধীনতার নামে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে,অশ্লীল কাজ বেশি হচ্ছে বিশেষ করে যারা অনৈতিক

২৫৪.ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ আস সাজিস্তানী, *সুনানে আবু দাউদ*, কিতাবুল লিবাস, বাব-মহিলাদের পোশাক, খ.৪, পৃ. ৩৫৫

২৫৫.আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ, *রাসূলের স.যুগে নারী স্বাধীনতা*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩৭১

২৫৬.ইসহাক উবায়দী, *যুগে যুগে নারী*, ঢকাঃ শান্তিধারা প্রকাশনী, আগষ্ট ১৯৯৬ খ্রি. পৃ. ৮৮

২৫৭.ডা.জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, অনুবাদ ও সম্পাদনা-ডা.হুমায়ুন কবীর গং,প্রকাশক আব্দুল কুদ্দুস সাদী ও সোহেল, বাংলাবাজার ঢাকাঃ জানুয়ারী ২০১০ খ্রি.খ.১, পৃ.১৬৪

২৫৮.ইসহাক উবায়দী, *যুগে যুগে নারী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩

২৫৯.ইসহাক উবায়দী, *যুগে যুগে নারী*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৯৪

২৬০.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.৮

ও অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত তাদেরকেই বেশি হাইলাইট করা হচ্ছে বিশষত মিডিয়া জগতে। জীবনের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণেই এমনটি হচ্ছে। নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা নিয়ে সরকার কর্তৃক ২০১০ সালে 'পারিবারিক আইন' পর্যন্ত করা হয়েছে। কিন্তু কোনভাবেই নারীরা মুক্তি পাচ্ছে না। "পারিবারিক আইনে প্রথম মামলা' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়, পারিবারিক সহিংসতা ও সুরক্ষা আইনে প্রথম মামলা ঢাকার আইনজীবী এডভোকেট লুৎফুন্নেসা বেগম তার স্বামী জাইকার কনসালটেড ড. মোঃ শাহজাহান হাওলাদারের বিরুদ্ধে এ মামলাটি করেন। কারণ দর্শাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাদী আইনজীবী বলে বাংলাদেশে পারিবারিক আইনে এটিই প্রথম মামলা। মহানগর হাকিম মুহাম্মদ আনোয়ার সা'দাত বাদীর জবান বন্দী গ্রহণ করে ও আইনের ১৪ ধারা মোতাবেক কেন বাদীকে সুরক্ষার আদেশ দেওয়া হবে না এ মর্মে ১৪/৭/১২ তারিখে আদালতে স্বশরীরে হাজির হয়ে জানাতে বলেছেন। বিবাদীকে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ বাড়িতে বাদীকে বসবাসে বাধা ও স্ত্রীকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে না দেওয়ায় এ মামলা করা হয়েছে। তিনি বলেন, আগে এর কোন প্রতিকার ছিল না,কিন্তু এ আইন ২০১০ সালে হওয়ায় এ আইনে স্ত্রীরা স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে।"[২৬১]

ইসলামে নারীকে ধর্ম গ্রহণ করা না করা এবং উপার্জিত অর্থ সংরক্ষণ ও ব্যয়ের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ কাফরদের জন্য নূহ ও লুতের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেছেন, তারা ছিল আমার দুই নেক বান্দার স্ত্রী। কিন্তু তারা তাদের স্বামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তাই আল্লাহর শাস্তি থেকে নূহ ও লুত তাদের রক্ষা করতে পারেনি। তাদের বলা হয়েছিল-দোযখবাসীদের সাথে তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর। এমনিভাবে আল্লাহ মুমিনদের জন্য ফেরাউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেছেন। সে প্রার্থনা করেছিল, হে আল্লাহ! তোমার জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর তৈরি করে দাও এবং ফেরাউনের এবং তার পাপাচার ও দুস্কৃতি থেকে আমাকে রক্ষা কর। সাথে সাথে ফেরাউনের জালিম সম্প্রদায়ের হাত থেকেও আমায় রক্ষা কর।"[২৬২] তাছাড়া ব্যক্তি স্বাধীনতা তুলে ধরে আদর্শ ও অনুকরণীয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুপম চরিত্রের অধিকারী মরিয়ম ছিলেন পবিত্র ও সতী-স্বাধ্বী নারী। আল্লাহভীরুতার জ্বলন্ত প্রতীক। মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ এমনকি ইমরান তনয়া মরিয়মের একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। সে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল ফলে আমি তার মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিলাম এবং সে তার আল্লাহর কথা ও তার কিতাবসমূহকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। প্রকৃত পক্ষে সে অনুগত ও বিজয়ীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল।"[২৬৩]

নারীদের উপার্জিত অর্থ ব্যয়ের স্বাধীনতা সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে এসেছে, "পুরুষের জন্য তাদের উপার্জনের নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্যও তাদের উপার্জনের নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে।"[২৬৪] তবে প্রকৃতি ও দৈহিক অবয়ব এবং শারীরিক ক্ষমতায় নারী ও পুরুষ সমান নহে। তাই একই পরিবেশে নারী-পুরুষ অবাধ মেলা-মেশা করে অর্থ উপার্জনে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে বিধায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জন করা বাঞ্ছনীয়। "নারীগণ এইভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে উপার্জন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। তবে তারা সম্পূর্ণ সময় বাইরের কাজে ব্যাপৃত থাকলে অনেক সময় গৃহের কাজে বাধাগ্রস্ত হয় এবং সন্তান-সন্ততির সুষ্ঠু লালন-পালনে অসুবিধা দেখা দেয়।"[২৬৫] কিন্তু অবাধে মেলা-মেশার মাধ্যমে যে কোন পরিবেশে পুরুষের মত সহাবস্থানে দিন-রাত পরিশ্রম করে উপার্জন ও সংরক্ষণ ইসলামে বৈধতা নেই। যেখানে স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে যাওয়াই নিষিদ্ধ সেখানে স্বামীর বিনা অনুমতিতে এ ধরনের পরিবেশে কাজ করা তো প্রশ্নই উঠে না। একইভাবে বাংলাদেশের নারীরা বর্তমানে নিজেরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে ব্যাপকভাবে যে কোন কাজে অংশগ্রহণ করছে।

২৬১.সংবাদপত্র, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন*, তারিখ. ১৩/৭/২০১১, পৃ. ১২

২৬২.আল-কুর'আন, ৬৬ঃ ১০,১১, ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

২৬৩.আল-কুর'আন, ৬৬ঃ ১২, وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ

২৬৪.আল-কুর'আন, ৪ঃ ৩২, لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً

এতে তারা মনে করছে এটি তাদের মর্যাদা ও গৌরবের বিষয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তারা নিজেরা জুলুমের শিকার হচ্ছে। পরিবারের মেয়েরা শিশু-সন্তানদের ঘরে রেখে অফিসে যেতে বাধ্য হচ্ছে এবং সন্তানেরা লালিত পালিত হচ্ছে চাকর বাকরদের কাছে। প্রশ্ন হলো, সে সন্তানাদি কি চাকর চাকরাণীদের কাছে মায়ের আদর পাচ্ছে?। অপরদিকে স্বামী যাচ্ছে এক অফিসে স্ত্রী যাচ্ছে অন্য আর এক অফিসে। এতে স্বামী পর নারীর সঙ্গে কাজ করছে আর স্ত্রীও পর-পুরুষের সাথে কাজ করতে হচ্ছে। উভয়ের ক্ষেত্রেই অনৈতিক সম্পর্ক হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আবার "এ কথা সুস্পষ্ট যে, যৌন মিলনের স্বাধ যদিও নারী পুরুষ উভয়ই ভোগ করে। কিন্তু বাস্তব পরিণাম ভোগ করতে হয় শুধু স্ত্রীকেই। স্ত্রীর গর্ভেই সন্তান সঞ্চারিত হয়। দশমাস দশদিন গর্ভে বহু কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ সহকারে সন্তান গর্ভধারণ করে তাকেই চলতে হয়,সন্তান প্রসব এবং তজ্জনিত কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ পোহাতে হয়। আর এ সন্তানের জন্য স্রষ্টার তৈরি খাদ্য সন্তান জন্মের সময় থেকে কেবলমাত্র তারই স্তনে এসে পঞ্জিভূত। কিন্তু পুরুষরা এসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। জনেন্দ্রিয়ে শুক্রকীট প্রবিষ্ট করানোর পর মানব সৃষ্টির ব্যাপারে পুরুষকে আর কোন দায়িত্বই পালন করতে হয় না। এ এক স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ব্যাপার; যৌন মিলনকারী কোন নারীই এ থেকে রেহাই পেতে পারে না। এখন এহেন নারীকে যদি পরিবারের জন্যে উপার্জনের কাজেও নেমে যেতে হয়, তাহলে তাকে কতখানি কষ্টদায়ক, কত মর্মান্তিক এবং নারী সমাজের প্রতি কত সাংঘাতিক জুলুম তা পুরুষেরা না বুঝলেও অন্তত নারী সমাজের তা উপলব্ধি করা উচিত।"[২৬৬]

১২.চারিত্রিক ত্রুটির কারণে

দাম্পত্য জীবনে চরিত্রগত অধ:পতনের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। আমাদের দেশে এরূপ বহু ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে যা কিনা ঘর ভাঙ্গার জন্য যথেষ্ট। স্বামী নিজে পরকীয়া প্রেমে পড়ে তার চরিত্র নষ্ট করতে পারে আবার অসৎসঙ্গ পেয়ে মাদকাসক্তও হতে পারে। হতে পারে কবিরা গুনাহগার। যেমন ঘুষখোর, সুদখোর, বা ফৌজদারী কোন দন্ডপ্রাপ্ত আসামী। এক্ষেত্রে হত্যাকারীও হতে পারে। অন্যদিকে স্ত্রীও যে কোন কারণেই পরকীয়া প্রেম, প্রতারণার আশ্রয়গ্রহণকারিনী ইত্যাদি হতে পারে। এখানে স্বামী স্ত্রী যে কেউ ব্যতিক্রম হলেই দাম্পত্য জীবন কুরুক্ষেত্র হতে বাধ্য। এ জন্য বলা হয়, চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে কতকগুলো নীতিমালা দিয়েছেন; যা মেনে চললে মানুষ হতে পারে প্রকৃতই মানুষ, হতে পারে চরিত্রবান। "আল্লাহর রংগের চাইতে অধিক সুন্দর রংগে কে অধিক রাঙ্গাতে পারে? "[২৬৭] আল্লাহর রং বলতে তাঁর মনোনীত গুণাবলী। "মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে জীবন,সে জীবন যাতে একজন মানুষ আল্লাহর মনোনীত গুণে বিভূষিত হয়ে যাপন করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় করণীয় ও বর্জণীয় পথ নির্দেশ ও নীতিমালা আলকুর'আনে প্রদান করা হয়েছে। মানুষ সহজ ভাবে কুপ্রবৃত্তির অধিকারী । যাতে সে তার কুপ্রবৃত্তিকে অবদমিত করে সুপ্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হতে পারে এবং পরিণামে জান্নাত লাভ করতে পারে, সে জন্যই এ পথ; এ নীতিমালা । এ নীতিমালা অনুসারে গড়ে ওঠা একজন মানুষকে বলা হবে চরিত্রবান মানুষ।"[২৬৮]

মানুষ পার্থিব সুযোগ-সুবিধার জন্য মহামূল্যবান চরিত্রকে বিকিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করছে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অনেক জাতি পার্থিব সম্পদের জন্য তাদের চরিত্র বিক্রি করে দেয়।"[২৬৯] উন্নত চরিত্র না হলে কোন দেশকে উন্নত করা সম্ভব নয়। মানুষের চরিত্র মাধুর্য অন্যের উপর প্রভাব হ'তে সহায়তা করে। এমনকি আখলাকের উপরই ঈমান নির্ভর করে। ঈমানের পূর্ণতা উন্নত নৈতিক চরিত্রের উপরই নির্ভরশীল। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "মুমিনের মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণ ঈমানের অধিকারী সে ব্যক্তি, যার নৈতিক চরিত্র তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। আর যে তার স্ত্রীর কাছে ভাল, সে তোমাদের মধ্যে উত্তম।"[২৭০] ইসলামের দৃষ্টিতে যার চরিত্র যত সুন্দর সে তত ভাল মানুষ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

২৬৫.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫ খ্রি.(প্রথম প্রকাশ) দ্বিতীয় প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৪ খ্রি,পৃ.২৬২

২৬৬.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, নভেম্বর- ১৯৯৩ খ্রি. পৃ.৩১১

২৬৭.আল-কুর'আন, ২ঃ ১৩৮, صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ

২৬৮.ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুর'আন পরিচিতি*, ঢাকা ঃ নুবালা পাবলিকেশন্স, মে ১৯৯২ খ্রি. পৃ.১১০

২৬৯.ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, আল*মুসনাদ*, প্রাগুক্ত,.খ ৪, পৃ. ২৭৩

২৭০.ইমাম মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র.) *রিয়াদুস সালেহীন*, অনুবাদ মাওঃ আব্দুল মান্নান তালিব ও মাওঃ মুহাম্মাদ মূসা, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,এপ্রিল ১৯৯৩ খ্রি. হাদীস নং ২৭৮, পৃ ২১৭,২১৮

ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র সুন্দর সেই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।"[২৭১] আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে সকল নবী-রাসূলকে সৎচরিত্রের শিক্ষা দানের জন্য পাঠিয়েছেন। আর শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে চরিত্রের পূর্ণতা শিক্ষা দানের জন্য পাঠিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ব্যাপারে বলেছেন, "সৎ চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে।"[২৭২] সৎচরিত্রের সংজ্ঞায় রাসূল (স.) বলেছেন, নওয়াল ইবনে সামআল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "সদাচারই সৎচরিত্র। আর পাপ তা-ই, যা তোমার অন্তরে উদ্বেগের সৃষ্টি করে এবং তুমিই অপছন্দ কর যে, মানুষ তা জেনে ফেলুক।"[২৭৩] রাসূলুল্লাহ (স.) সব কিছুর জন্য দু'আ করার পাশাপাশি চরিত্র সুন্দর হওয়ারও দু'আ করতেন। তিনি বলতেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার অবয়বকে সুন্দর করেছো,এবার আমার চরিত্র সুন্দর কর।"[২৭৪] তিনি দু'আ করেছেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ঘৃণিত কাজ এবং ঘৃণিত চরিত্র হ'তে বাঁচাও।"[২৭৫] রাসূল (স.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন ঈমান সর্বোত্তম? তখন তিনি বললেন,উত্তম চরিত্র।"[২৭৬]

হাদীসে চরিত্রকে সেরা দান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "মানুষকে সর্বোত্তম যা দেওয়া হয়েছে, তা উত্তম চরিত্র।"[২৭৭] অপর এক হাদীসে তিনি বলেন, "ভাল মেধা সৌভাগ্যের প্রতীক আর মন্দ চরিত্র দুর্ভাগ্যের প্রতীক।"[২৭৮] চরিত্রের দু'টি দিক রয়েছে। একটি প্রকাশ্য যা মানুষের সাথে লেন-দেনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি কর্মে প্রকাশিত হয়। মানুষের সাথে চরিত্রের যে দিকটি জড়িত ইসলাম সেটিকে সমাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। অর্থাৎ মানুষের জন্য এবং মানুষের মঙ্গলে চরিত্রকে সুন্দর করতে হবে।"[২৭৯] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবী মু'আজ ইবনে জাবালকে একবার বলেন, হে মু'আজ! তুমি মানুষের জন্যে তোমার চরিত্রকে সুন্দর কর।"[২৮০] চরিত্রবান হওয়া বড় সাধনার ব্যাপার। এমনিতেই চরিত্রবান হওয়া যায় না। কারো প্রশংসায় চরিত্রবান হওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "তোমরা যখন শুনবে যে, কোন ব্যক্তি তার সৎ চরিত্র হতে সরে এসেছে,তখন তাকে আর বিশ্বাস করবে না।"[২৮১] তিনি আরও বলেছেন, "কিয়ামতের দিন মুমিনের দাড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্রের চেয়ে বেশি ভারী আর তো কিছু হবে না।"[২৮২]

চরিত্র শব্দটির আরবি আখলাক। আর এই আখলাককে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।
১.আখলাকে জামিমা/সায়্যিয়া-অসৎচরিত্র
২.আখলাকে হামিদা-সৎচরিত্র।

আখলাকে জামিমা বর্জনীয়। এটি আল্লাহর অপছন্দনীয় এবং শয়তানী স্বভাব। যেমনঃ কামরিপু, মিথ্যা কথন, গীবত, চোগলখোরী, ক্রোধ ও হিংসা-বিদ্বেষ, দুনিয়ার মহব্বত, ধনাসক্তি, কৃপণতা, প্রভূত্বলিপ্সা ও আড়ম্বড় প্রিয়তা, রিয়া-লোক দেখানো 'ইবাদত, অহংকার ও আত্মগর্ব, মুনাফেকী, অপব্যয়, অপচয় ইত্যাদি।

কামরিপু

মানববংশ রক্ষার জন্য মানুষের অন্তরে কামভাব প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে গেলে সে নানা প্রকার ভয়ংকর

২৭১.ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশায়িরী, *সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফাযায়িল, হাদীস নং ৬৮
২৭২.ইমাম মালিক ইবনে আনাস, *মুয়াত্তা*, কায়রোঃ ১৯৯৫ খ্রি. কিতাবুল হুসনিল খুলক্, হাদীস নং ৮
২৭৩.ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশায়িরী, *সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং ১৪,১৫
২৭৪.ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪০৩
২৭৫.ইমাম আব্দির রহমান আহম্মদ ইবন শু'আয়ব আন্নাসায়ী, *সুনান*, মাকতাব সালাফিয়া,১৯৮২ খ্রি. কিতাবুল ইফতিতাহ, বাব ১৬
২৭৬.ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩৮৫
২৭৭.ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.২৭৮
২৭৮.ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ আস সাজিস্তানী, *সুনানে আবুদাউদ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, বাব-১২৪
২৭৯.ড.মোঃ শামছুল আলম, *মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলামঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, অভিসন্দর্ভ, ২০০৭(১৯৭১-২০০১) ঢাবি, পৃ.২৪৭
২৮০.ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মুআত্তা*, কায়রোঃ কিতাবু হুসনিল খালক, ১৯৯১ খ্রি.হাদীস নং.১
২৮১.ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬,পৃ.৪৪৩
২৮২.ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ আস সাজিস্তানী, *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, বাব-৭

Dhaka University Institutional Repository

বিপদে পতিত হতে পারে। এজন্য আল্লাহ বলেছেন, “আর তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেও না। নিশ্চয়ই এটি নিতান্তঅশ্লীল কাজ।”[২৮৩] “এই আয়াতে কেবল ব্যভিচারই নিষিদ্ধ হয় নাই; বরং যে সকল বিষয় ব্যভিচারে প্রলুব্ধ করে, সমুদয়ই নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।”[২৮৪] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “শয়তানের বিষাক্ত তীরসমূহের মধ্যে (অসংযত) দৃষ্টি একটি বিষময় দৃষ্টি তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে স্বীয় চক্ষুকে সংযত ও শাসন রাখে, আল্লাহ তাকে এরূপ ঈমান দান করেন যার মাধুর্য সে অন্তরে অনুভব করে। গুপ্তাঙ্গের ন্যায় চক্ষুও ব্যভিচার করে।”[২৮৫] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “দুশ্চরিত্র ও রুঢ় স্বভাবের মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে না।”[২৮৬]

মিথ্যা কথন

মিথ্যা বলা মহাপাপ, জঘন্য অপরাধ। সত্যের অপলাপ ও সত্য গোপন করা বা ঢেকে রাখা এ সমস্তই মিথ্যা কথনের অন্তর্ভূক্ত। মিথ্যার আশ্রয়ে সাময়িক বিজয়ী লাভ করলেও পরবর্তীতে ধরা পড়তে হয়। মিথ্যাবাদী সকলের আস্থা হারায়। এটি সকলের রোধ করা দরকার। অন্যথায় দাম্পত্য জীবনে বিদ্যমান পরস্পরের মধুর সম্পর্ক বিনষ্ট হবে। এ ক্ষেত্রে অধিক কথন বর্জন করতে হবে। হাসি ঠাট্টার ছলে অনেকেই মিথ্যা বলে। এতে পরিবারে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা-মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা বিনষ্ট হয়। এটি বর্জন করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (স.)এর কয়েকটি হাদীসের সংক্ষিপ্তরূপঃ-

(ক) যে ব্যক্তি নীরব রয়েছে সে মুক্তি পেয়েছে। (খ) রসনাই মানুষের অধিকাংশ পাপের উৎস

(গ) সহজতম ‘ইবাদত তোমাদিগকে শিক্ষা দিচ্ছি ইহা নীরব রসনা ও সৎস্বভাব।

(ঘ) যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, তাদেরকে বলে দাও, তারা যেন ভাল কথা ব্যতীত আর কিছুই না বলে অথবা নীরব থাকে।

(ঙ) যে ব্যক্তি অতিরিক্ত কথা বলে, তার কথায় অধিক অপরাধ ও ভুল হয়। সে বড় পাপী, দোযখের অগ্নিই তার জন্য প্রকৃষ্ট স্থান।

(চ) উদর, কাম-ইন্দ্রীয় ও রসনার ক্ষতি হতে আল্লাহ যাকে হেফাযত করেছে সে সকল আপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে।

হযরত ইবনে মাসউদ বলেন, কারাবদ্ধ থাকার নিমিত্ত রসনার ন্যায় এমন উপযুক্ত পদার্থ আর কিছুই নাই।”[২৮৭] পবিত্র কুর’আনে বলা হয়েছে, “অতএব তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন থেকে।”[২৮৮] আল্লাহর খাঁটি বান্দা হওয়ার জন্য মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষ্য বর্জন করা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, “এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে মর্যাদার সাথে পরিহার করে চলে।”[২৮৯] মিথ্যা জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। রাসূল (স.) বলেন, “তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাক। কেননা মিথ্যা পাপাচারে লিপ্ত করে। আর পাপাচার জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। ব্যক্তি যখন অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে তখন আল্লাহর নিকট তাকে মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়।”[২৯০] “অল্পবয়সী এক সাহাবী বলেন, একদা আমার মা আমাকে ডাকলেন। তখন আমাদের ঘরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসা ছিলেন। মা আমাকে ডেকে বললেন, এসো তোমাকে কিছু দেব। তা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তাকে কি দেবে? আমার মা বললেন,আমি তাকে একটি খেজুর দেব। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তুমি তাকে এ সময়ে কিছু না দিতে তাহলে এই মিথ্যাটিও তোমার ‘আমল নামায় লিখা হতো।”[২৯১]

২৮৩.আল-কুর’আন, ১৭ঃ ৩২, وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

২৮৪.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ জুন ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.৩৭০

২৮৫.ইমাম গাযযালী,.*সৌভাগ্যের পরশমণি*, ইফাবা, জুন ১৯৯৩ খ্রি.খ. ৩, পৃ. ৮০

২৮৬.শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ আল-খতীব আততিবরিযি, *মিশকাত-আল মাসাবীহ*, দিল্লী ঃ কুবুবখানা রশীদিয়া, ১৯৫৬ খ্রি. পৃ.৪৩১

২৮৭.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১, ৩৭২

২৮৮.আল-কুর’আন, ২২ঃ ৩০,فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

২৮৯.আল-কুর’আন, ২৫ঃ ৭২, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً

২৯০.শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ আল-খতীব আততিবরিযি, *মিশকাত-আল মাসাবীহ*, দিল্লীঃ কুতুবখানা রশীদিয়া ১৯৫৬ খ্রি. পৃ. ৪১২

২৯১.ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ আস সাজিস্তানী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, বাব-কথা বলার ভয়াবহতা, খ. ২,পৃ.৩৪১

গীবত

কোন মানুষই দোষ-ত্রুটির উর্দ্ধে নয়। তাই কারো অনুপস্থিতিতে অপরের নিকট প্রকাশ করা এবং অসাক্ষাতে কারো সম্মন্ধে এমন কথা বলা যা তা সম্মুখে বললে সে অসন্তুষ্ট হয় এরূপ উক্তিকেই গীবত বলে। আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন গীবত কী তোমরা জান? লোকেরা উত্তর করল আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, গীবত হলো, তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে যদি এমন কথা বলা হয় যা সে অপছন্দ করে। জিজ্ঞসা করা হলো আমি যা বলি যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে তা থাকে, এটিও? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যা বল যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তা গীবত। আর যদি না থাকে সে ক্ষেত্রে সেটি হবে বুহতান বা অপবাদ।"[২৯২] পবিত্র আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমরা কি চাও তোমাদের মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত ভক্ষণ করতে? ।"[২৯৩] আল্লাহ গীবতকারীকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পশ্চাতে এবং সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।"[২৯৪] "রাসূল (স.) বলেন, "গীবত হতে দূরে থাক, কারণ গীবত ব্যভিচার থেকেও মন্দ।"[২৯৫]

তিনি আরও বলেন, "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্ট সে ব্যক্তি, যে পরোক্ষ নিন্দা করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরাপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে বেড়ায়।"[২৯৬] গীবত সুদের চেয়েও ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সুদের পাপের চেয়েও মারাত্মক।"[২৯৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তুমি তার অনুসরণ করবে না,যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লজ্জিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অন্যের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়।"[২৯৮] গীবতকারীকে হাদীসে সর্বনিকৃষ্ট লোক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূল (স.) বলেছেন,"আমি কি তোমাদের সর্বনিকৃষ্ট লোকের কথা বলে দিব? তারা,যারা পরনিন্দা করে বেড়ায়।"[২৯৯]

রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন "গীবত শ্রবনকারী গীবতকারীর পাপের অংশীদার।"[৩০০] গীবত আগুনের চেয়েও ভয়ংকর। রাসূল (স.) বলেছেন, "বান্দার নেক 'আমল গীবতের দ্বারা যত দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়,আগুনও তত দ্রুত শুকনো বস্তু ধংস করতে পারে না।"[৩০১] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি মজলিসের বাইরে চলে গেল। তখন এক ব্যক্তি সে লোকটি সম্পর্কে অপমানকর কথা বলল। তখন রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ব্যক্তিকে বললেনঃ তুমি খেলাল কর। লোকটি বলল আমি কেন খেলাল করব, আমি কোন গোশত খাইনি? নবীজী বললেন তুমি এইমাত্র তোমার ভাইয়ের গোশত খেয়েছ।"[৩০২] হযরত জাবির বলেন, আমরা রাসূলের কাছে বসা ছিলাম। তখন দুর্গন্ধময় বাতাস প্রবাহিত হল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা জান এটি কিসের বাতাস? এটি হচ্ছে ঐ মুমিনদের যারা গীবত করে, তাদের বাতাস।"[৩০৩] তবে মজলুম ব্যক্তি প্রতিবাদ বা ফরিয়াদ কিংবা জালিম বাদশার বিরুদ্ধে সমালোচনা গীবতের মধ্যে পড়বে না। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ খারাপ ধরনের কথা প্রকাশ ও প্রচার পছন্দ

২৯২.শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ আল-খতীব আততিবরিযি, *মিশকাত-আল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২

২৯৩.আল-কুর'আন, ৪৯ ঃ ১২, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً

২৯৪.আল-কুর'আন, ১০৪ঃ ১, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

২৯৫.আল্লামা আব্দুল হাই লোখনভী, *গীবত বা পরনিন্দা*, ভাষান্তরঃ মুহাম্মদ মূসা, ঢাকাঃ আলহেরা প্রকাশনী, মে ১৯৯৪ খ্রি.পৃ.৩২

২৯৬.ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৪,পৃ.২২৭,খ.৬,পৃ.৪৫৯

২৯৭.ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১৯০, ইমাম আবু দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, বাব,৩৫

২৯৮.আল-কুর'আন, ৬৮ঃ ১০,১১, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ {} هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ

২৯৯ ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬,পৃ.৪৫৯

৩০০.আল্লামা আব্দুল হাই লোখনভী, *গীবত বা পরনিন্দা*,প্রাগুক্ত, পৃ.১১

৩০১.আল্লামা আব্দুল হাই লোখনভী, *গীবত বা পরনিন্দা* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৩০২.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, খায়রুন প্রকাশনী, জুন ১৯৯৫ খ্রি. পৃ.৪০৫

৩০৩.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত

করেন না। তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে, তার তা করা স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"[৩০৪] যে সমস্ত কারণে গীবত জায়িয আছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ-

১.মাযলুম কর্তৃক যালিমের বিরুদ্ধে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নালিশ করা

২.মুফতীর নিকট ফতোয়া চাওয়ার সময় ঘটনার বিবরণ দিতে কারো দোষত্রুটি বলার প্রয়োজন হলে তা বলা

৩.প্রকাশ্য পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি যাতে গোটা সমাজকে মন্দ কাজে জড়িত করতে না পারে,সে জন্য তার পাপাচারের কথা প্রকাশ করা

৪.সাধারণ মানুষকে কোন অনিষ্টকর লোকের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য তার সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া।"[৩০৫] কোন মুসলমানের গীবত শুনেও যদি কেউ তা প্রচার না করে স্খলন করে বা গোপন করে তার জন্যে আল্লাহ তরফ থেকে পুরুস্কার রয়েছ। রাসূল (স.) বলেন, "যে লোক তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইজ্জত রক্ষা করল তার দোষ স্খলন করল, তার হক হচ্ছে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবেন।"[৩০৬] তিনি আরও বলেন, "যে তার ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করল এ দুনিয়ায়, আল্লাহ তার থেকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে ফিরিয়ে নেবেন।"[৩০৭] হযরত হাসান ইবনে মালেক (র.) হ'তে বর্ণিত। শবে মে'রাজের হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেনঃ আমাকে নিয়ে যাওয়া হলে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম যাদের নখ ছিল তামার। তারা তাদের মুখমন্ডল ও দেহের মাংস আঁচরাচ্ছিল। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম এরা কারা? তিনি বললেন এরা তাদের ভাইয়ের গীবত করত এবং ইজ্জতহানি করত।"[৩০৮] হযরত আবু সাঈদ (রা.) ও জাবের এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, গীবত যিনার চেয়েও মারাত্মক গুনাহ। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন এটি কিভাবে? তিনি বললেন, একব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তাওবা করলে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। কিন্তু গীবত করলে প্রতিপক্ষের মাফ না করা পর্যন্ত মাফ হয় না।"[৩০৯]

চোগলখোরী

একজনের কথা অপরজনের নিকট অপ্রিয়ভাবে কানে লাগানোকে চোগলখোরী বলে। গীবত যেমন খারাপ স্বভাব; তেমনি চোগলখোরীও। গীবত চোগলখোরীর কারণে পরিবার ও সমাজের সম্প্রীতি-বন্ধন বিনষ্ট হয় এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাসূল (স.) বলেছেন, "চোগলখোর বেহেশত পাবে না। তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নিকৃষ্ট তা জানিয়ে দিচ্ছি, যে ব্যক্তি একজনের কথা বিকৃত করে অন্যজনের কাছে বা কানে, দেয়, মিথ্যা যোজনা করে বলে এবং মানুষকে ক্রুদ্ধ ও বিশৃঙ্খল করে ফেলে, সে ব্যক্তি নিকৃষ্ট।"[৩১০] হাদীসে কুদসীতে আছে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আট ব্যক্তিকে তিনি বেহেশেতে প্রবেশ করতে দিবেন না।

১.মদ্যপায়ী

২.অবিরত ব্যভিচারী

৩.চোগলখোর

৪.দায়ুস অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে ব্যভিচার করতে দেখেও কোন প্রতিরোধ করে না,

৫.গায়িকা ও নর্তকী

৬.দুর্বৃত্ত ও ব্যভিচারী

৭.আত্মীয়তা ছিন্নকারী

৮.যে ব্যক্তি বলে আমি আল্লাহর সাথে অঙ্গিকারাবদ্ধ যে অমুক কাজ আমি করব অথচ সে করে না।"[৩১১] চোগলখোর বিষয়ে হাদীসে একটি ঘটনা রয়েছে। "বর্ণিত আছে, বণী ইসরাঈলের মধ্যে একদা দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মূসা (আ.)

৩০৪.আল-কুর'আন, ৪ঃ ১৪৮, لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِيماً

৩০৫.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০০০ খ্রি. পৃ. ৪৫৪

৩০৬.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭

৩০৭.প্রাগুক্ত

৩০৮.শায়খ অলীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-খতীবুতিবরিযি, *মিশকাত আল মাসাবীহ*, দিল্লীঃ কুতুবখানাম রশীদিয়া, ১৯৫৬ খ্রি.পৃ. ১৭/ মুফতী মুহাম্মদ শফি, *সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মা'রেুল কুর'আন*, খাদেমুল হারামাইন বাদশা ফাহাদ প্রকল্প, পৃ.১২৮৫

৩০৯.শায়খ অলীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-খতীবুতিবরিযি, মিশকাত আল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১৫

৩১০.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ১৯৯৫ খ্রি. পৃ.৩৭৩

৩১১.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭২

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে গিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। কিন্তু বৃষ্টি হলো না। পরে ওহী আসল তোমাদের মধ্যে একজন চোগলখোর আছে এ জন্য আমি দোয়া কবুল করি নাই এবং বৃষ্টিও বর্ষণ করি নাই। তখন মুসা বললেন হে আল্লাহ! কে সে ব্যক্তি? আল্লাহ বললেন আমি নিজে চোগলখোরদের অপছন্দ করি। আর আমিই চোগলখোর হব? তখন মূসা তার কওমের নিকট এসে বললেন, তোমরা চোগলখোরী থেকে তাওবা কর। সকলেই তাওবা করল এবং অবিলম্বে বৃষ্টি হলো।"[৩১২] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স.)বলেন, "চোগলখোর জান্নাতে যাবে না।"[৩১৩] "আল্লাহর নিকৃষ্টতম বান্দা তারা, যারা চোগলখোরী করে। বন্ধুদের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও ফাটলের সৃষ্টি করে এবং নির্দোষ লোকদের দোষ বের করার জন্যে চেষ্টা করে।"[৩১৪] এটি মারাত্মক একটি খারাপ স্বভাব যার প্রতিবাদ করে আল্লাহ পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন, "এমন ব্যক্তির কথা তোমরা মেনে নিও না, যে খুব বেশি কিরা-কসম খায়, যে লোকদের দুঃখ দেয়, অভিশাপ বর্ষণ করে বেড়ায় এবং চোগলখোরী করে ফিরে।"[৩১৫] সুতরাং চোগলখোরী হলো, একজনের দ্বারা কারো খারাপ কথা কেউ শুনে সাথে সাথে অন্যের কাছে এমনভাবে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে পৌঁছায় যার ফলে দু'জনের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি হয় এবং একে অপরের মনের মধ্যে পংকিলতা ও ময়লা সৃষ্টি হয়। এটি চরিত্রের খুব খারাপ দিক।

ক্রোধ বা রাগ

ক্রোধ বা রাগ এমন একটি স্বভাব,এর সীমা ছড়িয়ে পড়লে অনেক জঘন্য অনিষ্ট সাধিত হয়। এ স্বভাব স্বামী-স্ত্রী যেকোন একজনের মধ্যে থাকলে দাম্পত্য জীবনে সংঘাত অনিবার্য। রাসূল্লাহ (স.) বলেছেন, "সিরকা যেমন মধু ধ্বংস করে দেয়, তেমনি ক্রোধ ঈমান ধ্বংস করে। যে ব্যক্তি ক্রোধ দমন করে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন।"[৩১৬] ক্রোধকে দমন করা মুত্তাকির কাজ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "এবং তারা যখন ক্রোধান্বিত হয় তখন ক্ষমা করে দেয়।"[৩১৭] স্বাভাবিক অবস্থায় কাউকে ক্ষমা করে দেওয়া সহজ ব্যাপার কিন্তু রাগের সময় ক্ষমা করা সহজ নয়। তারপরও একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো নিজেকে সংবরণ করা। হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "কুস্তি লড়াইতে সক্ষম ব্যক্তি প্রকৃত বীর বা শক্তিশালী নয়, প্রকৃত বীর সেই যে ক্রোধের সময় তা দমিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।"[৩১৮] হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক এসে রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বললেন, রাগ করবে না। লোকটি বারবার তার কথাটি বলতে থাকলে রাসূলুল্লাহও (স.) একই জবাব দিলেন এবং বললেন রাগ করবে না।"[৩১৯] তিনি আরও বলেন, রাগ শয়তানের তরফ থেকে আসে। শয়তান আগুনের তৈরী। আর আগুনকে পানি ঠান্ডা করে। যদি কারো রাগ হয় তাহলে সে যেন পানি দিয়ে অযু করে নেয়।"[৩২০] হযরত আবু যার গিফারি (রা) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন তোমাদের কারো যদি রাগ হয় তাহলে দাড়ানো অবস্থায় থাকলে যেন বসে যায়। এতেও যদি প্রশমিত না হয়, তবে সে যেন শুয়ে পড়ে।"[৩২১] দাম্পত্য জীবনে এর প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর।

হিংসা-বিদ্বেষ

আখলাকে জামিমার মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের বিষয়টি মারাত্মক ক্ষতিকর। অন্যের সুখ-সম্পদ নষ্ট হয়ে নিজে এর মালিক হওয়ার কামনাকে হিংসা-বিদ্বেষ বলা হয়। ইসলামী শরী'আতে হিংসা নিষিদ্ধ। পারিবারিক ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, তোমরা হিংসা থেকে বিরত থাক। কেননা আগুন যেমন শুকনো কাঠকে জালিয়ে দেয় তেমনি হিংসা-বিদ্বেষ নেক 'আমলকে নষ্ট করে দেয়।"[৩২২] তিনি আরও বলেন, ... তোমরা হিংসা করবে না, একে অপরের

৩১২.প্রাগুক্ত

৩১৩. আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮

৩১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩

৩১৫.আল-কুর'আন, ৬৮ঃ ১০-১১, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

৩১৬.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৭৩ ও শায়খ অলীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-খতীবুততিবরিযি, *মিশকাত আল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪৪

৩১৭.আল-কুর'আন, ৪২ঃ ৩৭, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

৩১৮.শায়খ অলীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-খতীবুততিবরিযি, *মিশকাত আল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩৩

৩১৯.প্রাগুক্ত

৩২০.শায়খ অলীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-খতীবুততিবরিযি, *মিশকাত আল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪৪

৩২১.প্রাগুক্ত

৩২২.প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮

প্রতি বিদ্বেষ করবে না এবং পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করবে না, বরং সবাই আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে থাকবে।"[৩২৩] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ হিংসা থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য বলেন, "আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই যখন সে হিংসা করে।"[৩২৪] রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, "প্রতি জুমার দিনে সোম ও বৃহ: মানুষের 'আমলনামা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয় এবং সমস্ত মু'মিন বান্দদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু তাদেরকে ক্ষমা করা হয় না যাদের মধ্যে হিংসা বিদ্যমান থাকে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, তাদেরকে ছেড়ে দাও, যেন তারা ফিরে আসে অর্থাৎ পরস্পর মিলে যায়।"[৩২৫] তিনি আরও বলেন, "তিন ব্যক্তির গুনাহ মাফ করা হয় না। তন্মধ্যে একজন হচ্ছে অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষকারী।"[৩২৬] হিংসা বিদ্বেষ কোন মুসলমানের কাজ নয়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, মুসলমানদের মধ্যে কোন ঘৃণা ও হিংসা থাকতে পারে না।"[৩২৭] তিনি আরও বলেন, "ইসলামে শত্রুতা ও হিংসার কোন স্থান নেই।"[৩২৮] কোন ঈমানদার হিংসুক হতে পারে না। কারণ হিংসা ও ঈমান দুটি আলাদা জিনিস। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, কোন বান্দার মধ্যে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হতে পারে না।"[৩২৯] তিনি আরও বলেন, তোমরা পরস্পর হিংসা করো না।"[৩৩০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, "তোমরা হিংসা বর্জন কর।"[৩৩১]

দুনিয়ার মহব্বত

অসৎ চরিত্রের অন্যতম একটি হলো দুনিয়ার প্রতি আসক্ত। দুনিয়ার মহব্বত সকল দোষের আকড় এবং যাবতীয় পাপের মূল। তাই সাংসারিক জীবনকে স্বচ্ছ রাখার জন্য দুনিয়ার আসক্তি সর্বতোভাবে বর্জনীয়। দুনিয়ার মহব্বত কাফিরদের স্বভাব। মুসলিম পরিবারে এটি কাম্য নয়। আল্লাহ বলেন, "কাফিররা বরং দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের তুলনায় প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কিন্তু আখিরাত দুনিয়ার চেয়ে উত্তম ও স্থায়ী।"[৩৩২] যারা পার্থিব বিষয়াদিতে নিমজ্জিত থাকে তাদের প্রতি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা জেনে রেখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ উপমা বৃষ্টি, যার দ্বারা উৎপন্ন শস্য ভাণ্ডার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তা পিতবর্ণ দেখতে পাও .. ..পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।"[৩৩৩]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "সাবধান! দুনিয়া অভিশপ্ত তবে আল্লাহর যিকির তাঁর প্রিয় 'আমল, আলিম এবং মুতা'ল্লিম (জ্ঞানী ও জ্ঞান অন্বেষণকারী) ব্যতীত পৃথিবীতে যত কিছু আছে সবই অভিশপ্ত।"[৩৩৪] তিনি আরও বলেন যে দুনয়িাকে মহব্বত করল সে তার আখিরাতকে ধংস করল। সুতরাং তোমরা অস্থায়ী বস্তুর উপর চিরস্থায়ী বস্তুকে প্রাধান্য দিবে।"[৩৩৫] তিনি আরও বলেন, "দুনিয়া পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে। আর আখিরাত সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। এ দু'টির প্রত্যেকটির রয়েছে আসক্তবৃন্দ। সুতরাং তোমরা আখিরাতের প্রতি আসক্ত হয়ে থাকো। দুনিয়ার আসক্ত হয়ো না। কারণ এখন 'আমলের সময় কিন্তু হিসাব নেই।

৩২৩.প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭

৩২৪.আল-কুর'আন, ১১৩ঃ ৫, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

৩২৫.শায়খ অলীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-খতীবুতিবরিযি, *মিশকাত আল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৮

৩২৬.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন,জুন ২০০০ খ্রি. পৃ.৭৪১

৩২৭.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহী বুখারী*, কায়রোঃ ১৩৭৬ হি. কিতাবু বাদায়িল খালক,বাব-৮

৩২৮.আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল কাযবীনী, *আস সুনান লিবন মাজা*, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবুর রাহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুল যুহুদ,বাব-২৪

৩২৯.আবু আব্দির রহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন নাসায়ী, *সুনানুননাসায়ী*, মাকতাবু সালাফিয়া, ১৯৮২ খ্রি. কিতাবুল জিহাদ, বাব-৮

৩৩০.ইমাম মুসলিম ইবন আল- হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহী মুসলিম*, দিল্লী ঃ আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৫০ খ্রি.কিতাবুল বিরর, হাদীস নং ২৪

৩৩১.ইমাম আবু দাউদ ইবনে সুলায়মান ইবনে আল আশআস আস সাজিস্তানি, *সুনান*, কিতাবুল আদব, বাব- ৪৪

৩৩২.আল-কুর'আন, ৮৭ঃ ১৬-১৭,بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

৩৩৩.আল-কুর'আন, ৫৭ঃ ২০, اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

৩৩৪.শায়খ অলীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-খতীবুতিবরিযি, *মিশকাত আল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪১

৩৩৫.প্রাগুক্ত

আর আগামীকাল হবে হিসাবের, সেখানে 'আমল করার সুযোগ নেই।"[৩৩৬] রাসূলুল্লাহ (স.) আরও বলেন, "দীনার ও দিরহামের গোলামবৃন্দ ধ্বংস হোক। তাদেরকে এসব কিছু দেওয়া হলে তারা সন্তুষ্ট থাকে। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়।"[৩৩৭] "সংসার অভিশপ্ত, সংসারে যা আছে তাও অভিশপ্ত কিন্তু যা আল্লাহর জন্য আছে তা অভিশপ্ত নয়।"[৩৩৮] "যে দুনিয়াকে গৃহ বলে মনে করে, প্রকৃত পক্ষে সে গৃহহীন। যে ব্যক্তি দুনিয়ার ধনকে ধন মনে করে, সে ধনহীন এবং যে দুনিয়াতে আবশ্যক পরিমাণ অপেক্ষা অধিক সঞ্চয় করিবে সে প্রকৃত প্রস্তাবে নির্বোধ। যার জ্ঞান নাই, সেই এটি অন্বেষন করিতে যেয়ে অন্যের সহিত বিবাদে জড়াইয়া পড়ে। যাহার বিচার নাই, সেই এর জন্য অপরকে হিংসা করে। যার ইয়াকীন নাই সেই ইহা অন্বেষণ করে।"[৩৩৯] "প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগকালে যার অধিক শক্তি সংসারের দিকে নিয়োজিত থাকে, সে কখনো আল্লাহর প্রিয় পাত্রগণের অর্ন্তভূক্ত নয়। কারণ তাহার জন্য দোযখ নির্ধারিত এবং তাহার হৃদয়ে চারটি বস্তু অবশ্যই থাকিবে;

১. অসীম দুঃখ যা কখনো নিঃশেষ হয় না,
২. অপার কর্ম ব্যস্ততা, যা তাহাকে সে কখনো অবকাশ পায় না;
৩. অনন্ত দৈন্য যা কাটাইয়া সে কখনো ধনবান হইতে পারে না এবং
৪. অফুরন্ত আশা, যার কোন সীমা নাই।"[৩৪০]

সম্মান ও ধনাসক্তি

ওলীগণের মতে সম্মান ও সম্পদের মোহ হচ্ছে সমস্ত অনিষ্টের মূল। বস্তুত সম্মানের মোহ-এর মর্ম হল, জনগণের উপর আধিপত্য বিস্তারের কামনা করা বা এরূপ আকাংখা করা যে, সকলের মন যেন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, সকলে যেন আমার প্রশংসা করে।"[৩৪১] এ ধরনের স্বভাব দাম্পত্য জীবনকে কলুষিত করে এবং সমস্যার সৃষ্টিও হতে পারে। মান সম্মান লিপ্সা ব্যক্তির দ্বীন-দুনিয়া উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "ধনাসক্তি ও প্রভুত্বপ্রিয়তা মানব হৃদয়ে এমনভাবে মুনাফিকী উৎপন্ন করে, যেমন পানি ঘাস উৎপন্ন করে। প্রভুত্বপ্রিয়তা ও ধনাসক্তি মানব হৃদয়ে যেরূপ ক্ষতিসাধন করে, দুইটি ব্যাঘ্রও ছাগলের পালে তদ্রূপ ক্ষতি সাধন করিতে পারে না।"[৩৪২] মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা। এর মূলে রয়েছে ধন-সম্পদ। ধন-সম্পদের মাধ্যমেই এ সকল চাহিদা পূরণ করা হয়। কিন্তু প্রচুর পরিমাণ ধন-সম্পদ হস্তগত হলে মানুষ অহংকারে গর্বিত হয়ে উঠে। তাই ধনাসক্তি বর্জনের জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। কারণ এটিও একটি মানুষের বদঅভ্যাস-খারাপ অভ্যাস। আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন আল্লাহর যিকির-স্মরণ থেকে তোমাদের বিমূখ না রাখে। যারা এরূপ করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"[৩৪৩]

বস্তুত সম্মান অতিমোহ নিতান্তই ক্ষতিকর। এর কারণে মানবতার মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সহ নানা প্রকার রোগ-ব্যধি সৃষ্টি হয়। এতে পরস্পরের মধ্যে হানাহানি, দন্দ্ব-সংঘাত এমনকি পর্যায়ক্রমে তা খুন-খারাবির কারণ হয়ে যায়। সম্পদের লোভ-লালসাও আখলাকে সায়্যিার মধ্যে একটি গুরতর বিষয়।"[৩৪৪] ধনাসক্তি মানুষের মনে মুনাফেকী সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "ধনাসক্তি ও প্রভুত্বপ্রিয়তা মানুষের মনে এমনভাবে মুনাফেকী সৃষ্টি করে যেমন পানি ঘাস উৎপন্ন করে।"[৩৪৫] "দু'টি স্বভাব আল্লাহ খুব পছন্দ করেন। একটি দানশীলতা আর অপরটি সৎস্বভাব। দু'টি স্বভাব

৩৩৬.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকাঃ জুন ২০০০খ্রি. পৃ. ৪৫৪, পৃ.৭৩৭
৩৩৭.শায়খ অলীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-খতীবুততিবরিযি, *মিশকাত আল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫২
৩৩৮.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৪
৩৩৯.আব্দুল খালেক, নারী সমাজ,প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৪
৩৪০.প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৫
৩৪১.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩৫
৩৪২.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৬
৩৪৩.আল-কুর'আন, ৬৩ঃ ৯,يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
৩৪৪.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩৫
৩৪৫.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৫

আল্লাহ খুব ঘৃণা করেন, একটি হলো, কৃপণতা অপরটি হলো, মন্দ স্বভাব।"[৩৪৬]

কৃপণতা

ইসলাম কৃপণতার মূলউৎপাটনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ কারণেই ক্ষুধার্থকে খাদ্য দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, অভাবগ্রস্তকে সাহায্য দান, ইয়াতিমদের লালন-পালন মুসলমানদের কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। "রাসূলুল্লাহ (স.) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে এ সকল গুণে গুণান্বিত ছিলেন বলে খাদিজা (রা.) এর উক্তি থেকে প্রকাশ পায়। তিনি বলেন,আপনি আত্মীয়দের প্রতি সদাচার করেন, অসহায় ব্যক্তির বোঝা বহন করেন, নিঃস্ব ব্যক্তির উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেন, অতিথিদের আপ্যায়ন করেন এবং বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রতি সহায়তা করেন।"[৩৪৭] কৃপণতা মানুষের জন্য কখনো কল্যাণকর নয়। বরং তা অনিষ্টই বয়ে আনে। এ প্রসঙ্গে কুর'আন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে, "আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল এটি যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। বরং এটি তাদের জন্য অমঙ্গল। যে বিষয়ে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে।"[৩৪৮]

কৃপণতা মানুষকে আল্লাহর যিকির হতে দূরে সরিয়ে রাখে। কৃপণ ব্যক্তি জান্নাত পাবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন "কৃপণ ব্যক্তি জান্নাত থেকে দূরে থাকবে, মানুষের থেকে দূরে থাকবে, কিন্তু জাহান্নামের নিকটবর্তী থাকবে।"[৩৪৯] "কৃপণ প্রতারক এবং যে ব্যক্তি নিজ অনুগ্রহের কথা বলে বেড়ায় তারা জান্নাতে যেতে পারবে না।"[৩৫০] "কৃপণতা ও মন্দ স্বভাব মুমিন ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হতে পারে না।"[৩৫১] কৃপণতা মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে জাহান্নামের দিকে পৌঁছে দেয়। আল্লাহ বলেন, "তোমাদেরকে কিসে সাকার (জাহান্নাম) এ নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম না এবং আমরা অভাবগ্রস্তদের আহার্য দান করতাম না।"[৩৫২] নবী করীম (স.) বলেন, "তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা এ কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদেরকে উসকিয়ে দিয়েছে যেন তারা রক্তপাত ঘটায় এবং হারামকে হালাল সাব্যস্ত করেছে।"[৩৫৩]

ইমাম গাযযালী বলেন, "তিনটি বস্তু ধ্বংস করে;

১.কৃপণতা, যদি এর বিরোধিতা না কর এবং এর অনুগত হও।

২.সেই অন্যায় আকাংখা,যার তুমি অনুবর্তী হও।

৩.খোদপছন্দী অর্থাৎ নিজেকে নিজে উৎকৃষ্ট মনে করা।"[৩৫৪] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "বান্দা প্রতিদিন ভোরে উপনিত হতেই দু'জন ফিরিশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীর প্রতিদান দিন এবং অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণের ধন ধ্বংস করে দিন।"[৩৫৫]

রিয়া বা লোক দেখানো কাজ

রিয়া বা লোক দেখানো কাজ এটি মুনাফেকী কাজ। 'ইবাদতে রিয়া মহা পাপ এবং এটি হৃদয়ের জঘন্য প্রীড়া। এ বদ অভ্যাসের প্রভাব দাম্পত্য জীবনে পড়ে স্বামী-স্ত্রীর জীবনকে দুর্বীসহ করে তুলতে পারে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মুনাফিকেরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুত তিনিই তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন

৩৪৬.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৬

৩৪৭.আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আলবুখারী,*সহী বুখারী*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খ.১, পৃ.৩

৩৪৮. আল-কুর'আন, ৩ঃ ১৮০, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩৪৯.ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আলমুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.১,পৃ.৪,৭

৩৫০.শায়খ অলীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-খতীবুততিবরিযি, *মিশকাত আল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৫

৩৫১.ইমাম তিরমিযি, *জামি'উত তিরমিযি*, প্রাগুক্ত,কিতাবুল বিরর,বাব-৪১ ও *মিশকাতুল মাসাবিহ*, পৃ.১৬৫/ *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ইফাবা, পৃ.৭৩৮

৩৫২.আল-কুর'আন, ৭৪ঃ ৪২-৪৪, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ

৩৫৩.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ইফাবা, পৃ.৭৩৮ ও ইমাম মুসলিম, *সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং ৫৬

৩৫৪.ইমাম গাযযালী, *সৌভাগ্যের পরশমণি*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৩ খ্রি. খ. ৩, পৃ. ২১৪,২১৫

৩৫৫.ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহহিয়া আন নববী, *রিয়দুস সালেহীন*, প্রাগুক্ত,খ. ১, পৃ. ২২৪, হাদীস নং-২৯৫

এবং যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায় কেবল লোক দেখানোর জন্য।"[৩৫৬] অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, "সুতরাং দুর্ভাগ্য সেই সমস্ত সালাত আদায়কারী লোকদের জন্য যারা তাদের সালাতে উদাসীন এবং যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।"[৩৫৭] কিয়ামতের দিন আল্লাহ রিয়াকারীদের সকল গোপন উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেবেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি লোকের শোনার জন্য 'ইবাদত করেছে, আল্লাহ তা লোকদেরকে শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোককে দেখানোর জন্য কোন কাজ করেছে আল্লাহ তা লোকদেরকে দেখিয়ে দিবেন।"[৩৫৮] হাদীসে এসেছে, বিচার দিবসে তিন ধরনের বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারা হলোঃ-

(ক) এমন 'আলিম, যিনি পার্থিব লাভের জন্য ইলম অর্জন করেছেন।
(খ) এমন মুজাহিদ, যিনি এ উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছে যে, লোকে তাকে বীর বলবে এবং
(গ) এমন দাতা, যিনি এ উদ্দেশ্যে দান করেছে যে, লোকেরা তাকে দানবীর বলে ডাকবে।"[৩৫৯] রিয়া শিরকের ন্যায় অপরাধ। রাসূল (স.) বলেছেন, "রিয়া শিরক।"[৩৬০]রাসূল (স.) আরও বলেছেন, "যে 'ইবাদতে রেনু পরিমাণ রিয়া করে থাকে আল্লাহ তা কবুল করবেন না।"[৩৬১]
হযরত আলী (রা.) বলেন, রিয়ার তিনটি নিদর্শন আছে ঃ-
১.নির্জনে একাকী থাকলে 'ইবাদত কাজে শিথিল এবং অলস থাকে; কিন্তু লোকে দেখলে আনন্দিত হয়ে 'ইবাদতে আগ্রহ ও নিপুনতা দেখায়,
২.লোক মুখে প্রশংসা শুনলে অধিক 'ইবাদত করে এবং
৩.নিন্দা শুনলে 'ইবাদত নিতান্ত কম করে।"[৩৬২] হাদীসে আছে,একদা রাসূলুল্লাহ (স.) সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা আল্লাহর নিকট 'জবলুল হুযন' (দুঃখ-কষ্টের গর্ত) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! জবলুল হুযন কি? তখন তিনি বলেন, তা হচ্ছে জাহান্নামের একটি গভীর গর্ত, যা থেকে জাহান্নামীরা দৈনিক চারশত বার আশ্রয় প্রার্থনা করে। তিনি বলেন, ওই সমস্ত 'ইবাদতকারী লোক যারা লোক দেখানোর জন্য 'আমল করে।"[৩৬৩]

অহংকার ও গর্ব

অহংকার আত্মগর্ব মানবের অতি নিকৃষ্ট স্বভাব। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন একজন বংশ মর্যাদায় হোক, শিক্ষা- দীক্ষায় হোক, ধন-সম্পদের কারণে হোক অথবা রূপে-গুণেই হোক অহংকারী হয়ে উঠলে অনেক সময় দাম্পত্য জীবনে বিরোধ দেখা দেয়। অহংকারী ব্যক্তি প্রভূত্ব নিয়ে আল্লাহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হয়। কারণ প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহরই ভূষণ। অহংকারী ব্যক্তির নিন্দা করে আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে বলেন, "এইরূপে আল্লাহ প্রতিটি অহংকারী ও গর্বিত লোকের অন্তরে মোহর লাগিয়ে থাকেন।"[৩৬৪] আল্লাহ অন্যত্র বলেন, "প্রত্যেক অহংকারী অবাধ্য লোক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।"[৩৬৫] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "বড় হওয়ার গৌরব আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার পরিধেয়। এ দু'টির একটিও আমার নিকট থেকে যে কেড়ে নিতে চাইবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।"[৩৬৬] অহংকার ও গর্ব কোন মুমিনের চরিত্র নয়। এটি শয়তানের স্বভাব। আল্লাহ পাক বলেন, "সে অহংকার করল,এবং কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল।"[৩৬৭] আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ দম্ভকারীকে পছন্দ করেন না।"[৩৬৮] রাসূলুল্লাহ

৩৫৬.আল-কুর'আন,৪ঃ ১৪২, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ
৩৫৭.আল-কুর'আন, ১০৭ঃ ৪-৬, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ
৩৫৮.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, *সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল যুহুদ, হাদীস নং ৪৭
৩৫৯.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আলকুশায়রী,*সহীহ মুসলিম* দিল্লী ঃ আলমাকতাবা রশীদিয়া ১৩৭৬ হি.কিতাবুয যাকাত,হাদীস নং ২৫
৩৬০.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযি, *জামি'উত তিরমিযি*, প্রাগুক্ত,কিতাবুন নুযুর, বাব- ৯
৩৬১.ইমাম গায্যালী, *সৌভাগ্যের পরশমণি*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ.২৬৮
৩৬২.ইমাম গায্যালী, *সৌভাগ্যের পরশমণি*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ.২৭১
৩৬৩.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১২
৩৬৪.আল-কুরআন, ৪০ঃ ৩৫,كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ
৩৬৫.আল-কুরআন, ১৪ঃ ১৫,وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
৩৬৬.আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল কাযবীনী, *আস সুনান লিবন মাজা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল যুহুদ,বাব.১৬
৩৬৭.আল-কুরআন, ২ঃ ৩৪, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
৩৬৮.আল-কুরআন, ৪ঃ ৩৬, إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً

(স.) বলেন, "যার মধ্যে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার বিদ্যমান সে জান্নাতে যেতে পারবে না।"[৩৬৯] মহানবী (স.) দু'আও করেছেন। তিনি দু'আয় বলতেন, "হে আমার আল্লাহ! তোমার কাছে অলসতা ও অহংকারের অকল্যাণ হতে পানাহ চাই।"[৩৭০] হাদীসে এসেছে, "যে অহংকারে নিজের পোশাক টানে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।"[৩৭১]

মুনাফেকী

মুখে একরূপ আর অন্তরে অন্যরূপ এবং একজনের নিকট একভাবে আবার অন্যজনের নিকট ভিন্নভাবে কোন কথা বা সংবাদ উপস্থাপন করাই মুনাফেকী। "মানুষের অন্যতম একটি মানবিক দূর্বলতা হলো নিফাক বা কপটতা। এর আরো কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করলে এর সীমা আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। নিফাকের আরো অর্থ হলো, ভন্ডামী, অসাধুতা,বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা হঠকারিতা, খিয়ানত, দু'মুখো ভূমিকা, ভিতরে এক বাইরে আরেক রূপ, নির্দিষ্ট অবস্থান না নেয়া এবং ধোঁয়াটে আচরণ। অন্তর ও বাইরের বৈপরীত্য অথবা কথা ও কাজের অমিলকে নিফাক বলে।"[৩৭২] এটি এমন একটি স্বভাব যা ইসলামী পরিবার ও সুন্দর দাম্পত্য জীবন গড়ার অন্তরায়। পরকালে তাদের স্থান হবে জাহান্নাম যা নিকৃষ্ট জায়গা। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান হবে দোযখের নিম্নস্তরে।"[৩৭৩] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "দু'মুখো লোক সর্বনিকৃষ্ট।"[৩৭৪] হাদীসে আছে মুনাফিকদের তিনটি বৈশিষ্ট্য বা নিদর্শনঃ-

১.যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে;
২.প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে;
৩.আমানতের খিয়ানত করে।"[৩৭৫] অন্য একটি হাদীসে এসেছে, মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য (আলামত) ৪ টি।
১.কথা বললে মিথ্যা বলে,
২.ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে,
৩.আমানতের খিয়ানত করে,
৪.ঝগড়ার সময় গালি-গালাজ করে।"[৩৭৬] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "কিয়ামতের দিন তোমরা দ্বিমূখী ব্যক্তিকেই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থায় দেখতে পাবে। (দুনিয়াতে) সে কারো নিকট একরূপে হাজির হতো এবং অন্যের নিকট অন্যরূপে।"[৩৭৭]

অপব্যয় ও অপচয়

কুর'আন ও হাদীসে অপব্যয়ের যে শব্দটি এসেছে, তাহলো 'তাবযীর' ইসলাম অপব্যয়কে হারাম ঘোষণা করেছে। পরিবারে সুখ-শান্তির জন্য মিতব্যয়িতার কোন বিকল্প নেই। অপরিমিত ব্যয়ের কারণে জীবনে দুর্ভোগ পোহাতে হয়, সুখ-শান্তি চলে যায়, পরিবারে অভাব-অনটন দেখা দেয়, অবশেষে দাম্পত্য জীবনে সমস্যার সৃষ্টি হয়। "ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা যেমনিভাবে দোষণীয় অনুরূপভাবে অপব্যয়ও দোষণীয়।'ইসরাফ'অর্থ সীমা অতিক্রম করা। শরীয়তের পরিভাষায়, বৈধ কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাকে ইসরাফ বা অপচয় বলে।"[৩৭৮] আল্লাহ পাক বলেন, "পানাহার

৩৬৯.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং১৪৭, ১৪৯

৩৭০.ইমাম আবু আব্দির রহমান আহমদ ইবনে শু'আইব আন নাসায়ী, *সুনান*, লাহোর ঃ মাকতাবা সালাফিয়া, ১৯৫১ খ্রি. কিতাবুল ইসতী'আযা, বাব নং ৩৮

৩৭১.ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল কুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, দিল্লী ঃ আলমাকতাবা রশীদিয়া ১৩৭৬ হি. কিতাবুল জান্নাত, হাদীস নং ৪২

৩৭২.ড. মোঃ শামছুল আলম,*মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম,প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, প্রাগুক্ত, পৃ.১২১

৩৭৩. আল-কুর'আন, ৪ঃ ১৪৫, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

৩৭৪.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিররে, হাদীস নং ৯৮

৩৭৫.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮০ ২৪৫, ৩০৭

৩৭৬.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১০৬/ ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, খ.২,পৃ.১৯৮

৩৭৭.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, প্র. ৩৮১/ *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং ৯৮,৯৯/ *আল-মুসনাদ*, খ.২, পৃ.

৩৭৮.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৮

Dhaka University Institutional Repository

করো এবং অপব্যয় করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[৩৭৯] তিনি আরও বলেন, "অপব্যয় করো না, অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভূর নিকট বড়ই অকৃতজ্ঞ।"[৩৮০] "তারাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা, যারা ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপচয় করে না, অহেতুক কোন কিছু করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং উভয়ের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে।"[৩৮১] ইসলামে যেমন অপব্যয় হারাম তেমনি কৃপণতাও হারাম। সকল ব্যাপারে ইসলাম মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে বলেছে। নবী রাসূলগণ সকলেই এরূপ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তারা ছিলেন ভারসাম্যের মূর্তপ্রতীক। রাসূল (স.) বলেন, "নবুয়তের পঁচিশ ভাগের একভাগ হলো মিতব্যয়।"[৩৮২] আল্লাহ কুর'আনে বলেন, "তুমি তোমার হাত তোমার ঘাড়ে আবদ্ধ করে রেখো না (কৃপণতা) এবং সম্পূর্ণ সম্প্রসারিত করো না, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।"[৩৮৩] অধিক বিলাসিতাও অপব্যয়ের মধ্যে গণ্য। জনৈক সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদেরকে বিলাসিতা করতে নিষেধ করেছেন।"[৩৮৪] রাসূলুল্লাহ (স.)বলেন, "যে ব্যক্তি ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে সে কখনো ফকীর ও অভাবগ্রস্ত হয় না।"[৩৮৫] এসব অসৎ চরিত্রের কারণে দাম্পত্য জীবন অশান্তিময় হতে পারে।

আখলাকে হামিদা

অর্থাৎ সৎচরিত্র যা আল্লাহর মনোনীত এবং মুমিন মাত্রই এটি অর্জন করা আবশ্যক। সৎস্বভাব- সৎচরিত্র দুনিয়া ও আখিরাতের মহামূল্যবান সম্পদ। এটি অর্জন ছাড়া মুসলমানের কোনই বিকল্প নেই। জীবনের প্রতিটি স্তরেই এর আবশ্যকতা রয়েছে। বিশেষ করে ব্যক্তিগত, দাম্পত্য, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে। আখলাকে হামিদার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- তাকওয়া, তাওবা, সবর বা ধৈর্য, প্রতিজ্ঞা রক্ষা, আমানতদারী, ক্ষমাশীলতা, কৃতজ্ঞতা, ইখলাস, তাওয়াক্কুল, আল্লাহ- রাসূলের প্রতি মহব্বত, পরকালে আসক্তি, মৃত্যুচিন্তা ইত্যাদি।

তাকওয়া

আভিধানিক অর্থে তাকওয়ার অর্থ হলো, ভয় করা, বিরত থাকা, রক্ষা করা, আত্মশুদ্ধি, পরহেজগারী, নিজেকে কোন বিপদ থেকে অকল্যাণ থেকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে বেঁচে থাকা। ইসলামী পরিভাষায় সকল প্রকার অন্যায় অনাচার ও পাপকার্য বর্জন করে কুর'আন ও সুন্নাহর নির্দেশ মতো জীবন-যাপনের মাধ্যমে আল্লাহকে প্রতিনিয়ত প্রেমমাখা ভয় করে চলাকে তাকওয়া বলে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আল্লাহর মনোনীত চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাকওয়া। তাকওয়া বা আল্লাহভীতি মুমিনের অমূল্য ভূষণ। মানব জীবনে তাকওয়া এমন একটি মহৎ গুণ,যা মানবকে যাবতীয় কু-কর্ম থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ সুগম করে। মোট কথা মহান আল্লাহকে ভয় করে তাঁর নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা এবং সকল হুকুম আহকাম পালন করাই হচ্ছে তাকওয়া। আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! ঐদিনকে তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চলতে থাক; তাহলে তিনি তোমাদিগকে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার মানদন্ড বা যোগ্যতা ও শক্তি দান করবেন। তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন। কেননা, আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।"[৩৮৬] মুত্তাকীদের পুরুস্কার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবার ভয় করে এবং নিজেকে কু-প্রবৃত্তি ও জৈবিক চাহিদা থেকে বিরত রাখে, তার স্থান হবে জান্নাত।"[৩৮৭] ইসলামী জীবন দর্শনে তাকওয়াই সকল সৎগুণের মূল। তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানবের ব্যক্তি ও সামাজিক চরিত্র গঠনে তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। তাকওয়া অবলম্বনকারী আল্লাহকে হাজির নাজির জানে, যে কোন পাপ কাজ

৩৭৯.আল-কুর'আন, ৭ঃ ৩১, وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

৩৮০.আল-কুর'আন, إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ

৩৮১.আল-কুর'আন, ২৫ঃ৬৭, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً

৩৮২.ইমাম মালিক ইবনে আনাস,*মু'আত্তা*, কায়রোঃ ১৩৭০ হি.কিতাবুশশির, হাদীস নং ১৭/ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *জামি'উত তিরমিযী*, রিয়াদঃ দারুসসালাম, ২০০০ খ্রি. কিতাবুল আদব, বাব নং-২

৩৮৩.আল-কুর'আন, ১৭ঃ ২৯, وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً

৩৮৪.ইমাম আবু দাউদ ইবন সুলায়মান আসসাজিস্তানি,*সুনান*,কানপুরঃ আলমাকতাবা আল-মজিদী ১৩৭৫ হি. কিতাব-তারাজ্জুল,বাব নং-১

৩৮৫.মুফতী মুহাম্মদ শফী,অনুবাদ-মাওঃ মহিউদ্দীন খান,সংক্ষিপ্ত *তাফসীরে মারেফুল কুর'আন*, বাদশাহ ফাহাদ কর্তৃক কুর'আন মুদ্রন প্রকল্প, সৌদি আরব, ২০০০ খ্রি. পৃ. ৯৭০

৩৮৬.আল-কুর'আন, يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

৩৮৭.আল-কুর'আন, ৭৯ঃ ৪০-৪১,وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

করতে পারে না। অপরদিকে যার মধ্যে তাকওয়া নেই, তার দ্বারা সকল অপকর্ম করাই সম্ভব। যারা মুত্তাকী, তারা সর্বদা পূত-পবিত্র থাকার জন্য সদা জাগ্রত ও সতর্ক। তারা পাপকর্ম বর্জন এবং ভাল কাজের অনুসরণ করেন। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন সেগুলো হলো ঃ

১.তারা অদৃশ্যে বিশ্বাসী

২.সালাত প্রতিষ্ঠাকারী,

৩.আল্লাহ দেওয়া সম্পদ থেকে দানকারী

৪.শেষ নবীর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী

৫.পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের প্রতিও বিশ্বাসী

৬.পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী।”[৩৮৮]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, “পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোর মধ্যে কোন পূণ্য নেই। আসলে পূণ্যবান ঐ ব্যক্তি (ক) যে আসমানী কিতাবের উপর (খ) পরকালের উপর (গ) ফেরেশতাদের উপর (ঘ) আসমানী কিতাবসমূহের উপর (ঙ) নবীদের উপর (চ) আল্লাহর ভালবাসায় উৎসাহী হয়ে সম্পদ ব্যয় করে-নিকটাত্মীয়, অনাথ, দরিদ্র, মুসাফির ও অভাবীদের সাহায্যার্থে-দাস-দাসীদের মুক্তির জন্যে (ছ) আর সালাত আদায় করে যাকাত প্রদান করে (ঝ) প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে (ঞ) বিপদাপদে ও জিহাদের সময় ধৈর্য ধারণ করে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।”[৩৮৯] ‘ইবাদতের মূল বিষয়ই হলো তাকওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আল্লাহর কাছে তোমাদের কুরবানীর গোশত, রক্ত কিছুই পৌঁছায় না পৌঁছে শুধু তোমাদের তাকওয়া।”[৩৯০] তাকওয়া ঈমানের পূর্ণতা আনে। আল্লাহ বলেন, “হে মুমিনগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ না করে মৃত্যুবরণ করো না।”[৩৯১] তাকওয়া আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সোপান। আল্লাহ বলেন, “মুত্তাকীগণ পরকালে অবস্থান করবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে। অবস্থান করবে তারা যথাযোগ্য আসনে। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর অতি সান্নিধ্যে।”[৩৯২] আল্লাহ আরও বলেন, “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর কেননা, জেনে রেখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।”[৩৯৩] তাকওয়া এমন একটি গুণ যা মানুষের মর্যাদার চাবিকাঠি। আল্লাহ বলেন, “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি বেশি মর্যাদাবান; যার মধ্যে তাকওয়া আছে।”[৩৯৪]

পবিত্র কুর'আনের বাণী থেকে বুঝা যায়,যাদের জীবনে তাকওয়া বিদ্যমান,তারা আল্লাহর বন্ধু হিসেবে পরিগণিত। কাজেই তাদের জন্য অন্য কিছুর কোন ভয় বা আশংকা নেই। আল্লাহ বলেন, “মনে রেখো,যারা আল্লাহর বন্ধুরূপে বিবেচিত, তাদের জন্য কোন ভয়-ভীতি, বা দুঃখ-যন্ত্রণা নেই। আল্লাহর বন্ধু হলেন তারা যারা বিশ্বাস করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে। তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ জাগতিক এবং পারলৌকিক জীবনেও।”[৩৯৫] তাকওয়ার গুণই মানুষের ইহকাল-পরকালে সাফল্য বয়ে আনে। আল্লাহর বাণী “যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তাদেরকে সকল জটিলতা থেকে মুক্তি লাভের উপায় করে দেন এবং তাদের জন্য এমন পদ্ধতিতে জীবনউপকরণের ব্যবস্থা করে দেন যে,তারা কল্পনাও করেনি।”[৩৯৬]

৩৮৮.আল-কুর'আন, ২ঃ৩-৪, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ والَّذِينَ يُؤْمِنُون بِمَا أنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

৩৮৯. আল-কুর'আন, ২ঃ ১৭৭, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

৩৯০.আল-কুর'আন, ২২ঃ ৩৭, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ

৩৯১.আল-কুর'আন, ৩ ঃ১০২, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

৩৯২.আল-কুর'আন, ৫৪ঃ ৫৪-৫৫, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ

৩৯৩.আল-কুর'আন, ২ঃ ১৯৪, وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

৩৯৪.আল-কুর'আন, ৪৯ঃ ১৩, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

৩৯৫.আল-কুর'আন, ১০ঃ ৬২-৬৪, أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

৩৯৬.আল-কুর'আন, ৬৫ঃ ২-৩, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধি ও পরিশোধনের জন্য তাকওয়া প্রয়োজন। হৃদয়ে তাকওয়া থাকলে সে কখনো অশ্লীল কাজ করতে পারে না। তাকওয়া মানুষের চরিত্রে তার আকীদায়, তার কাজ-কর্মে, আচার-আচরণে, ' ইবাদত-বন্দেগীতে এবং দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিষ্ঠার সৃষ্টি করে। তাই সে হয় সকল কাজে অত্যন্ত আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান। আল্লাহর তা'আলার বাণি, "হে বিশ্বাসীগণ! তাকওয়ার জীবন অবলম্বন কর। প্রত্যেক মানুষের জন্য উচিত একটু ভেবে দেখা, একটু চিন্তা করা যে আাগামী কালের জন্য কি 'আমল সে অগ্রে পাঠিয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় কর। তিনি তোমাদের সকল 'আমলের খবর রাখেন।"[৩৯৭] তাকওয়া মানুষের ঈমানকে মজবুত-সুদৃঢ় করে। যে ব্যক্তি যত তাকওয়া সম্পন্ন তার ঈমান তত মজবুত।সে ব্যক্তি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি স্তরে আল্লাহকে ভয় করে চলে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোন ও আনুগত্য কর।"[৩৯৮] মুত্তাকীদের জন্য জান্নাত অবধারিত। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই মুত্তাকী বান্দাদের জন্য রয়েছে অতি উত্তম আবাস চিরস্থায়ী জান্নাত। সদা উন্মুক্ত তাদের জন্য এবং তরণসমূহ। সেখানে তারা সমাসীন থাকবে হেলান দিয়ে। তারা আদেশ দেবে রকমারী ফলমূল ও পানীয় দ্রব্যের জন্য। তাদের পাশে থাকবে আয়তনয়না সমবয়সের তরুণীগণ। এটিই হিসাব দিবসের জন্য তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি এবং এটিই আমার দেওয়া রিযিক যা কখনো নিঃশেষ হবে না।"[৩৯৯]

তাকওয়া অবলম্বনকারীর মধ্যে সকল মহৎগুণের সন্নিবেশ ঘটে। তাকওয়াই মানুষের বদান্যতা। রাসূলুল্লাহ (স.)বলেন, "মুমিনের বদান্যতা হলো তার তাকওয়া।"[৪০০] তাকওয়ার স্থান হৃদয়ে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "তাকওয়া এখানে তাকওয়া এখানে তাকওয়া এখানে।"[৪০১] মুত্তাকীরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হিসেবে মনোনীত। এ ব্যাপারে মহানবী (স.) বলেন, "মহাপরাক্রমশালী ও সম্মানীত আল্লাহ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন।"[৪০২] মহানবী (স.) আরও বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ ভাল লোকদের এবং মুত্তাকীদের ভালবাসেন।"[৪০৩] রাসূলুল্লাহ (স.) নিজেই পরহেজগারী জীবন যাপন করতেন এবং এই বলে আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পরহেজগারী জীবন ও স্বাভাবিক মৃত্যু কামনা করি।"[৪০৪] তাকওয়া জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি দান করে। মহানবী (স.)বলেন, "সেই দু'টি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না ১.যে চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রু ঝরায়, ২.আর যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় পাহারায় রত থেকে রাত্রি জাগরণ করে।"[৪০৫] সর্বপরি তাকওয়ার গুণ অর্জিত হলে মানব জীবনের সবচেয়ে বড় নি'আমত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভ করা যায়। স্বয়ং আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।"[৪০৬] আল্লাহ আরও বলেন, "হে রাসূল! মানুষকে জানিয়ে দিন, আমি কি তোমাদের সে সব জিনিসের কথা জানিয়ে দিব যেগুলো তোমাদের ইহকালের যাবতীয় প্রিয়বস্তু ও স্বার্থের জিনিসসমূহ থেকেও অনেক উত্তম? যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে; তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করে, তাদের জন্য তাদের প্রভুর দরবারে এমন বহু বাগ-বাগিচা প্রস্তুত করা আছে, যেগুলোর রয়েছে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনী এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।"[৪০৭]

৩৯৭.আল-কুর'আন, ৫৯ঃ ১৮, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

৩৯৮.আল-কুর'আন, ৬৪ঃ ১৬, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

৩৯৯.আল-কুর'আন, ৩৮ঃ ৪৯-৫৪, هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ

৪০০.ইমাম মালিক ইবনে আনাস, *মু'আত্তা*, কায়রোঃ ১৩৭০ হি. (১৯৫১ খ্রি.) কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ৩৫

৪০১.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আলকুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং ৩২

৪০২.ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল যুহুদ, হাদীস নং ১১

৪০৩.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে য়্যাযিদ ইবনে মাজা আল কাযবীনী, *আসসুনান*, দেওবন্দঃ আল মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুল ফিতান, বাব নং ১৬

৪০৪.ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল, *আলমুসনাদ*, কায়রোঃ মাতবাআ আশশারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি.(১৮৯৫ খ্রি.) খ.৪,পৃ.৩৮১

৪০৫.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা, *জামি'উত তিমিযি*, রিয়াদঃ দারুস সালাম ২০০০ কিতাবু ফাযায়িলিল জিহাদ, বাব.১২

৪০৬. আল-কুর'আন, ৯ঃ ৪,إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

৪০৭.আল-কুর'আন, ৩ঃ ১৫, قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

Dhaka University Institutional Repository

তাওবাকৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সেটি বর্জন করা এবং পুনরায় সেটি না করার নিমিত্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়াকে তাওবা বলে। "তাওবা দ্বারা যে অনুশোচনা ও অনুতাপের উৎপত্তি হয়, মনুষ্য স্বভাবকে মন্দ দিক থেকে ভালোর দিকে ফিরিয়ে আনতে তার এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কেননা এর দ্বারা পাপীর মনে পাপের নিকৃষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠে এবং পাপীর কাছে পাপের পরিণাম-ফল আর এর অশুভ প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অতএব তাওবা হলো ঐ প্রকৃত পরিবর্তন ও অনুতাপ, যা মানুষকে তার স্বভাব পরিবর্তন করতে উদ্বুদ্ধ করে।"[৪০৮] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "মানুষ নিষ্পাপ নয়,তবে তাওবাকারীগণই উত্তম।"[৪০৯] তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "প্রকৃত অনুশোচনাই তাওবা"[৪১০] আল্লাহ বলেন, "কিন্তু যারা তাওবা করে নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মকে নির্মল অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই 'ইবাদত করে, তারা ঈমানদারগণের সঙ্গে থাকবে এবং ঈমানদারদের আল্লাহ মহাপুরুস্কার দিবেন।"[৪১১] তিনি আরও বলেন "যারা সৎ পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদেরকে সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি এবং তাদেরকে পরহেজগারীর শান্তি দান করেন।"[৪১২] যে আল্লাহতে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন।"[৪১৩]

তাওবা কবুল হলে নিষ্পাপ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন "গুনাহ হতে যে ব্যক্তি তাওবা করে, সে নিষ্পাপ হয়ে পড়ে।"[৪১৪] তাওবার গুরুত্বের কারণে তাওবা করার জন্য কুর'আনে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "আর তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে ক্ষমা প্রার্থন। অনন্তর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। তাহলে তিনি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন এবং অধিক 'আমলকারীকে বেশী করে দেবেন। আর যদি তোমরা বিমুখ হও,তাহলে আমি তোমাদের উপর এক মহা দিবসের আযাবরে আশঙ্কা করছি।"[৪১৫] কোন কোন আয়াতে তাওবাকে সফলতার পূর্বশর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। "তবে যে ব্যক্তি তাওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আশা করা যায় সে সফলতা অর্জনকারীদের অর্ন্তভূক্ত হবে।"[৪১৬]

মানুষ মাত্রই ভুল করে। আর ভুলের কারণেই পাপ হয়। তাই প্রত্যেক মানুষেরই উচিত তাওবা করা। আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর:-বিশুদ্ধ তাওবা, সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দগুলোকে মুছে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে।"[৪১৭] মহান আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালবাসেন। তিনি বলেন, "নিশ্চই আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকেন তাদেরকেও ভালবাসেন।"[৪১৮] তাওবা মানুষকে পাপের চিন্তা ও ভয় থেকে মুক্তি দান করে। কেননা পাপীর ঐ সকল সর্বনাশ ও পাপের অনিবার্য প্রতিকুলতা প্রত্যক্ষ করে না তার পাপের দরুণ তার অন্তরকে নাড়া দেয়। তাওবা না করা বড় ধরনের অপরাধ। এমনকি ইসলামে এটিকে যুলুম হিসেবে উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন, "যারা তাওবা করে না তারাই যালিম।"[৪১৯] তবে পাপ-অন্যায় কাজ করতে করতে জীবন সায়াহ্নে এসে গেলে তাদের তাওবা কবুল করবেন না। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ অবশ্যই তাদের তাওবা কবুল করবেন যারা ভূলবশত: মন্দ কাজ করে এবং সত্বর তাওবা করে, এরাই তারা যাদের

৪০৮.ড. মোঃ শামছুল আলম, *মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাবি ২০০৭ খ্রি. পৃ.২৫০

৪০৯.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮২/ *জামি'উত তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কিয়ামত, বাব-৪৯.

৪১০.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ,কায়রোঃ আল মাতব'আ আশশারকিল ইসলামিয়া,১৩১৩ হি.*(১৮৯৫ খ্রি.) খ.১, পৃ.৩৭৬

৪১১.আল-কুর'আন, ৪ঃ ১৪৬, إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ
الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً

৪১২.আল-কুর'আন, ৪৭ঃ ১৭, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ

৪১৩.আল-কুর'আন, ৬৪ঃ ১১, ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم

৪১৪.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৩

৪১৫.আল-কুর'আন, ১১ঃ ৩, وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ

৪১৬.আল-কুর'আন, ২৮ঃ ৬৭, فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ

৪১৭.আল-কুর'আন, ৬৬ঃ ৮, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ

৪১৮.আল-কুর'আন, ২ঃ ২২২,إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

৪১৯. আল-কুর'আন, ৪৯ঃ ১১, وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

তাওবা আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা আজীবন পাপ কাজ করে, অবশেষে তাদের কারো মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। তারাই যাদের জন্য মর্মন্তদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।"[৪২০]

সবর (ধৈর্য)

সবর বা ধৈর্য মানব জীবনের সৎচরিত্রের একটি অন্যতম গুণ। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমাজ জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা,উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সবর-ধৈর্যের গুরুত্ব অপরিসীম।বিপদ-আপদে, বালা-মুসিবতে, সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় সবরের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সবরের আভিধানিক অর্থ হলো, ধৈর্য ধারণ করা, সহ্য করা, বিরত থাকা সবর মুমিনদের জীবনে পরীক্ষাস্বরূপ। অতএব প্রতিকুল অবস্থায় বিচলিত না হয়ে হা-হুতাশ না করে বুকে করাঘাত না করে এবং সুখে হায়-হায় রব না করে আল্লাহর মর্জির উপর সন্তুষ্ট থেকে সবর ইখতিয়ার করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[৪২৪] তিনি আরও বলেন, "অবশ্যই আমি তোমদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ ও জীবনের ক্ষতি, আর ফসল-ফল নষ্ট করে পরীক্ষা করব। আপনি সবরকারীদের সুসংবাদ দিন।"[৪২৫] সবরকারীদের জন্য আল্লাহ অগণিত পুরুস্কার ঘোষণা করেছেন। "সবরকারীগণ তাদের অগণিত প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে পাবে।"[৪২৬] 'ইবাদতের সবর করার জন্য আল্লাহ কুর'আনে বলেন, "অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব-যাতে করে তোমাদের মধ্যকার মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদেরকে চিনে নিতে পারি।"[৪২৭]

কেননা আল্লাহর 'ইবাদতে চরম ধৈর্যের প্রয়োজন। দৈনকি পাঁচ ওয়াক্ত নামায,রমজানে ক্ষুধা-তৃঞ্চার যন্ত্রণা সহ্য করে রোযা পালনের সময় ধৈর্যের খুবই প্রয়োজন। মুমিনের জীবনে বিভিন্ন সমস্যা,বিপদাপদ অবশ্যম্ভাবী। বিপদ না আসলে কাউকে ধৈর্যশীল কিনা তা পরখ করা যায় না। হাদীসে এসেছে, "মুমিন পুরুষ হোক মহিলা হোক (পরীক্ষা) তার সাথে লেগেই থাকে।"[৪২৮] অন্য হাদীসে আছে, "এমন কোন মুমিন নেই, যার উপর বিপদ আপতিত হয় না।"[৪২৯] পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সহনশীলতার অভাব হলে মানুষ অত্যাচার করে একে অপরের প্রতি। এ যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও শান্তির জন্য সবর করা মহত্বের কাজ। প্রায় সকল নবী-রাসূল দ্বীন রক্ষার্থে অনেক কঠিন মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছেন। ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন কিন্তু ধৈর্যচ্যুত হননি; বরং ধৈর্য সহকারে দ্বীন প্রচার করেই গেছেন। আর বহু নবী এমন ছিলেন, যাদের সাথী হয়ে অনেকে আল্লাহতে নিবেদিত হয়ে যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহর পথে তারা বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়েছেন সে জন্য তারা দুর্বল হয়ে পড়েননি এবং দমেনওনি। এরূপ ধৈর্যশীলদের আল্লাহ পছন্দ করেন। আল্লাহ বলেন, "অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন রাসূলগণ।"[৪৩০] সবরে উন্নতি ও সফলতা। সবর না থাকলে কোন অবস্থায়ই উন্নতি সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা সবর কর সবরের প্রতিযোগিতা কর পরস্পরের সাথে, সবরের বন্ধনে নিজদিগকে আবদ্ধ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর; যাতে তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পার।"[৪৩১]

---

৪২০. আল-কুর'আন, ৪ঃ ১৭, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَـئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيم

৪২১. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৩

৪২২. আল-কুর'আন, ৩২ঃ ২৪, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

৪২৩. আল-কুর'আন, ৩৮ঃ ১৭, اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ

৪২৪. আল-কুর'আন, ২ঃ১৫৩, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

৪২৫. আল-কুর'আন, ২ঃ ১৭৫,أُولَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

৪২৬. আল-কুর'আন, ৩৯ঃ ১০, قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

৪২৭. আল-কুর'আন, ৪৭ঃ ৩১,وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

৪২৮.ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল,*আলমুসনাদ*, কায়রো ঃ আলমাতবা'আ আশশারফিল ইসলামিয়া ১৯৮৫ খ্রি. খ.২,পৃ.২৮৭, ৩০২

৪২৯.ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১৫৯

৪৩০.আল-কুর'আন, ৪৬ঃ ৩৫,فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

৪৩১.আল-কুর'আন, ৩ঃ ২০০,اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

যাতে তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পার।"[৪৩১] রাসূল (স.) বলেন, "এমনিভাবে মুমিন পরীক্ষার মাধ্যমেই যোগ্যতা অর্জন করে থাকে।"[৪৩২] শয়তান মানুষকে অধৈর্যের কু-পরামর্শ দেয়। কিন্তু সাহাবীরা ধৈর্যের মাধ্যমে ঈমানকে আরও মজবুত করেছিলেন। ধৈর্য ধারণ আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও আল্লাহর উপর অধিক নির্ভশীলতার প্রতিফলন ঘটায়। অনেক সময় এই ধৈর্য ব্যক্তির জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে আবির্ভূত হয়। রাসূল (স.) বলেন, ধৈর্য আলো স্বরূপ।"[৪৩৩] ধৈর্যের ফলাফল সুদুর প্রসারী। এর বিনিময় শুধুই লাভ। মহানবী (স.) বলেছেন, "মুমিনের ধৈর্যের বিনিময়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে প্রতিদান দেওয়া হবে।"[৪৩৪] আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক বৃদ্ধিও অনেকটা ধৈর্যের কারণে হয়ে থাকে। রাসূল (স.) বলেন, বান্দাকে যে রিযিক দেওয়া হয়; তা ধৈর্যের কারণে সম্প্রসারিত হয়।"[৪৩৫] ধৈর্য ধারণকারীদের উপর আল্লাহর রহমত ও দয়া বর্ষিত হয়। রাসূল (স.) বলেছেন, "আল্লাহ সহনশীলদের উপর রহম করে থাকেন।"[৪৩৬]

যে সমস্ত গুণ আল্লাহর নিকট পছন্দীয় তার মধ্যে সবর একটি। রাসূল (স.) বলেছেন, "আল্লাহ দু'টি স্বভাব পছন্দ করেন। তাহলো সহনশীলতা ও ধীরস্থীরতা।"[৪৩৭] ধৈর্যশীল আল্লাহর সাহায্য পেয়ে থাকে। রাসূল (স.) বলেছেন, "সাহায্য সবরের সাথে থাকে।"[৪৩৮] ঈমানের সাথে সবরের নিবিড় সম্পর্ক। আমর ইবনে আকসা নামক এক সাহবী রাসূল (স.)কে জিজ্ঞাসা করলেন,হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কি? তিনি বলেন, ধৈর্য ও সহনশীলতা।"[৪৩৯] ঈমানের সম্প্রসারণের পিছনে যে জিনিসগুলো কাজ করেছিল তার মধ্যে ধৈর্য একটি। প্রাথমিক যুগে সাহাবীগণ সকলেই এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন। জান্নাতের পথ মানেই ধৈর্যের পথ। ধৈর্যধারণ ব্যতিরেকে কেউ জান্নাতে যেতে পারেবে না। অধৈর্য ব্যক্তির জন্য জান্নাত নয়। রাসূল (স.) বলেছেন, মানুষ তার ধৈর্যশীলতার গুণে জান্নাতে প্রবশ করবে।"[৪৪০]

ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হলো সহনশীলতা। শেষ নবীকেও এ মহান গুণ দিয়েই পাঠানো হয়েছিল। রাসূল (স.) বলেন, "আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম পন্থা হলো সদা নিষ্ঠা ও সহনশীলতা।"[৪৪১] অন্য হাদীসে এসেছে, "আমি প্রেরিত হয়েছি স্বাভাবিকতা ও সহনশীলতা নিয়ে।"[৪৪২] একটি হাদীসে আছে, "রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথীগণ কষ্টে ধৈর্যধারণ করতেন।"[৪৪৩] রাসূলুল্লাহ (স.) এর শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সহনশীলতা। একজন সাহাবী নবীজীর শিক্ষার ব্যাপারে বলেন, "তিনি আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে, ধৈর্যধারণ করতে এবং শান্তি বজায় রাখতে নির্দেশ দিতেন।"[৪৪৪] রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্বভাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুর রহমান বিন আরযা বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সহিষ্ণু, সর্বাধিক ধৈর্যশীল ও সর্বাধিক ক্রোধ সম্বরণকারী।" [৪৪৫] হাদীসে এসেছে, "আল্লাহ মূসা (আ.) এর উপর দয়া করেছেন। তাঁকে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল....অত:পর তিনি তাতে ধৈর্যধারণ করেছিলেন"[৪৪৬] যেহেতু মুমিনের জীবন মানহৈ পরীক্ষার জীবন। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যতবার পরীক্ষা ততবার পুরুস্কার।"[৪৪৭]

৪৩২.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহী বুখারী*, কায়রোঃ ১৩৭৬ হি. কিতাবুত তাওহীদ, বাব-৩১
৪৩৩.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, দিল্লী ঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. কিতাবুত তাহরাত, হাদীস নং ১
৪৩৪.ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত,খ.১,পৃ.১৭৩
৪৩৫.ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩,পৃ.৪৭
৪৩৬.ইমাম মালিক ইবনে আনাস, *মু'আত্তা*, কায়রোঃ ১৩৭০ হি. (১৯৫১ খ্রি.) কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস নং ১০০
৪৩৭.ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ২৫,২৬
৪৩৮.ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.৩০৭
৪৩৯.ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৫,পৃ.৩১৯
৪৪০.ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.২১০
৪৪১.মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খ. ১,পৃ.২৩৬
৪৪২.মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খ.৫,পৃ.২২৬
৪৪৩.ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, বাব ১১০
৪৪৪.ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ আস সাজিস্তানী, *সুনান* ,প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, বাব নং ৪৯
৪৪৫.হাফিজ আবু শায়খ আল-ইস্ফাহানী (র.) *আখলাকুননবী* স., ইফাবা, এপ্রিল ১৯৯৪ খ্রি. হাদীস নং ১৬৯,পৃ.১১৮
৪৪৬.ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, বাব নং ৫৩
৪৪৭.আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল কাযবীনী, *আস সুনান লিবন মাজা*, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবুর রাহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুল ফিতান,বাব-২৩

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, “যে মানুষের সাথে মিশে যায়, সে মুমিন। আর মানুষের দেওয়া কষ্ট ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করে।”[৪৪৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “সকল কাজ হবে আত্মসমালোচনামূলক। আর সকল প্রকার বিপদে আপদে ধৈর্যধারণ করতে হবে।”[৪৪৯] মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স.)বলেন, মুমিনের জীবনের দুঃখ,দুর্দশা,দারিদ্র আসলে সে সবর করে।”[৪৫০] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত আর কিছুই কাউকে দেওয়া হয়নি।”[৪৫১] হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা মোকাবিলার হাতিয়ার ধৈর্য। আল্লাহ বলেন “তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং মুত্তাকী হও তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।”[৪৫২] ইসলামে ক্রোধ-রাগ নিষিদ্ধ। বিপরীতে ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “কুস্তিতে যে ভাল লড়তে পারে সে প্রকৃত বীর নয়, প্রকৃত বীর হলো সেই যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে।”[৪৫৩] সকল কাজ তাড়াহুড়া না করে ধীরস্থিরভাবে করাও ধৈর্যের অন্তর্ভূক্ত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, “ধীরস্থির আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর তাড়াহুড়া হলো শয়তানের পক্ষ থেকে।”[৪৫৪]

প্রতিজ্ঞা রক্ষা

প্রতিজ্ঞা হলো, সংকল্প, প্রতিশ্রুতি, ওয়াদা ইত্যাদি। এটি সৎচরিত্রের একটি অংশ। মানব জীবনের বড় গুণ। ইসলামে এর গুরুত্ব অনেক। এটি ছাড়া দাম্পত্য জীবনে পারিবারিক ও সমাজের প্রীতি বন্ধন ও শান্তি শৃঙ্খলার পরিবেশ বিনষ্ট হয়। কারণ প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে পরস্পরের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা থাকে না। তাই পরিবার, সমাজ-দেহে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ইসলামে প্রতিশ্রুতি পালনের প্রতি খুব জোর দেওয়া হয়েছে।পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, “এবং প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর। কিয়ামতে অবশ্যই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”[৪৫৫] “যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্কে অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন, যারা এটি ছিন্ন করে এবং দুনিয়াতে অশান্তি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।”[৪৫৬] “ইসলামে আনুষ্ঠানিক ‘ইবাদত পালনের চেয়ে অঙ্গীকার পালনসহ এ ধরনের মানবধর্মী কাজের গুরুত্ব অনেক বেশি। আল-কুর’আনের আরেক ভাষ্য মতে যারা ওয়াদা পালন করে তারাই মুত্তাকী।”[৪৫৭]

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, “তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদের যামিন করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন।”[৪৫৮] ইসলামের সকল বিধিবিধান এক অর্থে মহান আল্লাহর সাথে সম্পাদিত অঙ্গীকার ও চুক্তির ন্যায়। এ জন্য বিচার দিবসে এ সম্পর্কে জিজ্ঞসা করা হবে। আল্লাহ বলেন, “ইয়াতিম বয়:প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং প্রতিশ্রুতি পালন কর, নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”[৪৫৯] প্রতিশ্রুতি রক্ষার উপর দ্বীনদারী নির্ভর করে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন “যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না তার দ্বীন নেই।”[৪৬০] ইসলামে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার পরিণাম ভয়াবহ। এটি নিকৃষ্ট মানুষের স্বভাব এবং মুনাফিকদের আলামত।

৪৪৮.ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.৪৩

৪৪৯.ইমাম আব্দির রহমান আহম্মদ ইবন শু‘আয়ব আন্নাসায়ী, *সুনান*, মাকতাবা সালাফিয়া, ১৯৮২ খ্রি.কিতাবুল জানায়িয, বাব নং ২২ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . "الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

৪৫০.ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জুহুদ, হাদীস নং ৬৪

৪৫১.ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন নববী (র.) *রিয়াদুস সালেহীন*, খ.১, হাদীস নং ২৬, পৃ.৪৭

৪৫২.আল-কুর’আন, ৩ঃ ১২০, وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

৪৫৩.ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিরর, হাদীস ১০৭

৪৫৪.ইমাম তিরমিযি, *জামি‘উত তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, বাব নং ৬৫

৪৫৫.আল-কুর’আন, ১৭ঃ ৩৪, وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً

৪৫৬.আল-কুর’আন, ২ঃ ২৭, الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

৪৫৭.ড. মোঃ শামছুল আলম, *মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাবি, ২০০৭ খ্রি., পৃ.৬৮

৪৫৯.আল-কুর’আন, ১৭ঃ ৩৪, وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً

৪৬০.ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৩,পৃ.১৩৫

কারণ মুনাফিকরা ওয়াদা করলে তা পালন করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যার মধ্যে চারটি স্বভাব বা আলামত রয়েছে তারা খাঁটি মুনাফিক। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে। যখন কেউ তার কাছে কোন আমানত রাখে তখন তার খিয়ানত করে। যখন ঝগড়া করে তখন অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে।"[৪৬১] এই মুনাফিকরা কিয়ামতের দিন কোন সাহায্য পাবে না। আল্লাহ বলেন, "মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নস্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সহায় পাবে না"[৪৬২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা মুসলমানের কাজ নয়; বরং মুনাফিকের নিদর্শন।"[৪৬৩]

আমানতদারী

আমানতদারী সৎ ও চরিত্রবান মানুষের একটি গুণ। আমানত শব্দের আভিধানিক অর্থ-অবিকল ও নিরাপদে ফিরিয়ে দেওয়া,বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করা ইত্যাদি। ইংরেজিতে এর প্রতি শব্দ হলো-Deposit, Credit, Trust property. অন্যদিকে খেয়ানত শব্দের অর্থ হলো- বিশ্বসঘাতকতা,বিশ্বাস ভঙ্গ করা, (গচ্ছিত সম্পদ বা কথা গ্রাস করা) প্রতারণা করা ইত্যাদি।"[৪৬৪] আমানত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। শুধু বৈষয়িক সম্পদের ব্যাপারেই আমানত নয়; বরং গোপন কথা রক্ষা করা আমানত, শিক্ষকের নিকট ছাত্রের পড়ানো আমানত, যে কোন দায়িত্ব পালন আমানত, বিচারকের সুবিচার আমানত, রোগীর সুচিকিৎসা করা ডাঃ এর জন্য আমানত, নির্বাচিত প্রতিনিধির নিকট জনগণের সেবা করা আমানত। এ আমানত রক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন। "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। তোমরা যখন বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন সুবিচার করবে।"[৪৬৫]

রাসূলুল্লাহ (স.)বলেন, "যখন তোমাদের কাছে আমানত রাখা হয়, তখন তোমরা তা যথাযথভাবে আদায় কর।"[৪৬৬] তিনি আরও বলেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে সালাত ও আমানত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।"[৪৬৭] অন্য হাদীসে আছে, "তোমার কাছে যে আমানত রেখেছে তাকেই তুমি সে আমানত ফিরিয়ে দাও।"[৪৬৮] আমানতের সাথে ঈমানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সকল মানুষের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, "অবশ্যই সফলকাম হয়েছে .. .. যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।"[৪৬৯] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যার আমানত নেই তার ঈমানও নেই। যার মধ্যে ওয়াদা নেই, তার দ্বীন নেই।"[৪৭০] কুর'আন ও হাদীসের সারমর্ম হলো এই যে, যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান দুর্বল, মজবুত নয়। আমানত রক্ষা না করাই হলো খিয়ানত। আর কুর'আন ও হাদীসে অসংখ্যবার খিয়ানত করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তাদেরকে খিয়ানত না করতে এবং আগামীকালের জন্য গুদামজাত না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"[৪৭১] খিয়ানত করা কোন মুসলিমের কাজ নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারে না এবং মিথ্যা বলতে পারে না।"[৪৭২]

ক্ষমাশীলতা

মানুষ একেবারে নিষ্পাপ এবং দোষ-ক্রুটির উর্দ্ধে নয়। এমতাবস্থায় একের প্রতি অপরের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি না থাকলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপন সম্ভব নয়। মানবের এটি মহৎ গুণ। ইহকাল-পরকালে এর প্রভাব ও সুফল অপরিসীম। সুতরাং মুসলিম নর-নারীর জন্য এই মহাগুণে গুণান্বিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এটি খালেছ নারীদের

৪৬১.ইমাম মুসলিম, *সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-১০৬, ১০৮

৪৬২.আল-কুর'আন, ৪ঃ ১৪৫, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً

৪৬৩.আব্দুল খালেক, নারী ও সমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫

৪৬৪.*Bangla Academy begali-English Dictionary*, Bangla Academy, Dhaka: june, 1994, পৃ. ১৫৭

৪৬৫.আল-কুর'আন, ৪ঃ ৫৮, إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ

৪৬৬.ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.২৭০, খ. ৫, পৃ. ৩২৩

৪৬৭.ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুশ শাহাদত,বাব-২৮

৪৬৮.ইমাম তিরমিযি, *জামি'উত তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ু, বাব নং ৩৮

৪৬৯.আল-কুর'আন, ২৩ঃ ১,৮, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

৪৭০.ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল,*আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৩,পৃ. ১৫

৪৭১.ইমাম তিরমিযি,*জামি'উত তিরমিযি, প্রাগুক্ত*, কিতাবুল তাফসীরি সুরা, বাব-৫

৪৭২.ইমাম তিরমিযি, *জামি'উত তিরমিযি, প্রাগুক্ত*, কিতাবুল বিরর, বাব-১৮ " لاَ يَكْذِبُهُالْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَخُونُهُ وَ

স্বভাব, সাহাবীদের স্বভাব। এটি আল্লহর গুণবাচক নাম ‘ক্ষমাশীল’। পবিত্র কুর’আনে আল্লাহ বলেন, “ক্ষমা করা উত্তম কাজ।”[৪৭৩] আল্লাহ পাক আরও বলেন, “যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ ক্ষমাকারীদের ভালবাসেন।”[৪৭৪] ক্ষমাকারীর পুরুস্কার আল্লাহর নিকট গচ্ছিত। তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় এবং আপোষ-নিষ্পত্তি করে, তার পুরুস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে।”[৪৭৫] পবিত্র কুর’আনে ক্ষমা করে দেওয়াকে দুর্বল বা কাপুরুষতার বিপরীত বিরত্বের কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, “কেউ ধৈর্য ধারণ করলে এবং ক্ষমা করলে সেটি হবে বিরত্বের কাজ।”[৪৭৬] ইসলামে ক্ষমা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কুর’আনে গফুর আল্লাহর গুণবাচক নামটি ৯১ বার এসেছে। আল্লাহ মানুষকে ক্ষমা করে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। “তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎ কাজের আদেশ কর এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চল।”[৪৭৭] ক্ষমা ও দয়া পাশাপাশি দুটি শব্দ বা গুণ। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, “তোমরা দয়া প্রদর্শন কর, ক্ষমা কর; তাহলে তোমাদের প্রতিও দয়া প্রদর্শন করা হবে। তোমরা ক্ষমা করলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন।”[৪৭৮] আল্লাহ অন্যত্র বলেন, “তোমরা সৎকর্ম প্রকাশ্যে বা গোপনে করলে কিংবা দোষ ক্ষমা করলে তবে আল্লাহও দোষ মোচনকারী, শক্তিমান।”[৪৭৯] আল্লাহ বলেন, “তোমরা যদি তাদেরকে মাফ কর ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[৪৮০] মহানবী (স.) নিজের সকল ক্ষেত্রে ক্ষমা করে দিতেন। হাদীসে এসেছে, “রাসূলুল্লাহ (স.) নিজের জন্য কখনো কোন প্রতিশোধ নেননি।”[৪৮১]

কৃতজ্ঞতাবোধ

আখলাকে হামিদার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কৃতজ্ঞতাবোধ। কৃতজ্ঞতা মানবের ব্যক্তি চরিত্রকে মহিমান্বিত ও সুষমামন্ডিত করে। এটি মানবীয় গুণের উত্তম গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম। কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহ সমীপে আনুগত্যের চেতনা জাগ্রত করে। আল্লাহর অযাচিত দয়া ও করুণায় আমরা জীবন লাভ করেছি এবং পৃথিবীতে বেঁচে আছি। সর্বক্ষণ তাঁর নি‘আমতে আমরা ডুবে আছি। আসমান, যমিন, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, কুল-মাখলুকাত অহরহ আমাদের সেবায় নিয়োজিত। এ জন্য সমগ্র জগতের বিধানকর্তা ও প্রতিপালকের প্রতি সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং প্রশংসা করা মুমিন হৃদয়ের পরিচয় বহন করে। আর অকৃতজ্ঞতা কুফুরির শামিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও,আর অকৃতজ্ঞ হয়ো না।”[৪৮২] অন্যত্র আল্লাহ বলেন, “তোমরা আল্লাহর মহিমা-কীর্তন করবে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।”[৪৮৩] পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই দান, আল্লাহরই নি‘আমত। তাই মানুষ আল্লাহর নি‘আমত প্রাপ্ত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আল্লাহ তা বৃদ্ধি করার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, “তোমরা আমার নি‘আমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আমি তা বৃদ্ধি করে দিব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে অবশ্যই শাস্তি হবে কঠিন।”[৪৮৪] কৃতজ্ঞতার আরবি শব্দ শোকর যার বাংলা আর একটি অর্থ হলো ধন্যবাদ জ্ঞাপন, সাধুবাদ জানানো, দান স্বীকার করা ইত্যাদি। প্রচলিত অর্থে কারো অনুগ্রহ অনুদান-দান ভোগ-ব্যবহার করার পর দাতার প্রতি সবিনয়তা প্রকাশ করে তার দান স্বীকার করাকে শোকর বলে। কৃতজ্ঞতা দু’ধরনের হয়। স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা আর সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞতা।

৪৭৪.আল-কুর’আন, ৩ঃ ১৩৪,الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
১৯৬

৪৭৩.আল-কুর’আন, ২ঃ ২৬৩, قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ

৪৭৫.আল-কুর’আন, ৪২ঃ ৪০,فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

৪৭৬.আল-কুর’আন, ৪২ঃ ৪৩,وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

৪৭৭.আল-কুর’আন, ৭ঃ ১৯৯, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

৪৭৮.ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৬৫,২১৯

৪৭৯.আল-কুর’আন, ৪ঃ ১৪৯,إِن تُبْدُواْ خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً

৪৮০.আল-কুর’আন, ৬৪ঃ ১৪, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৪৮১.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত,কিতাবুল ফাযায়িল, হাদীস নং ৭৭

৪৮২.আল-কুর’আন, ২ঃ ১৫২,فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ

৪৮৩.আল-কুর’আন, ২ঃ১৮৫ُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

৪৮৪.আল-কুর’আন, ১৪ঃ ৭, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে দুটোর প্রতিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাকিদ এসেছে। আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ তোমাদের শ্রবনশক্তি দিয়েছেন, দিয়েছেন দৃষ্টি শক্তি, এবং হৃদয়; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।”[৪৮৫] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, “তোমরা প্রত্যেকেই যেন কৃতজ্ঞ আত্মা এবং আল্লাহর সম্মানকারী জিহবা গ্রহণ করে।”[৪৮৬] শোকর আদায়কারী ব্যক্তিকে আল্লাহ পুরুস্কৃত করবেন। আল্লাহ বলেন, “অচিরেই আল্লাহ শোকর আদায়কারীদের পুরুস্কার দিবেন।”[৪৮৭] কৃতজ্ঞতা আল্লাহর ‘ইবাদতের অংশ। কৃতজ্ঞতা ছাড়া ‘ইবাদত পূর্ণতা পায় না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “তোমরা যদি আল্লাহর ‘ইবাদত করতে চাও, তাহলে তাঁর নি‘আমতের শুকরিয়া আদায় কর।”[৪৮৮] কৃতজ্ঞতা ইসলামের পরিচয় বহন করে। কৃতজ্ঞতা ঈমানকে মজবুত করে, ঈমান অক্ষুন্ন রাখতে এর বিকল্প নেই। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, “ঈমানদার ব্যক্তির লক্ষণ হলো, যখন সে সুখে থাকে, তখন শুকরিয়া আদায় করে, আর যখন দুঃখে থাকে, তখন ধৈর্য ধারণ করে।”[৪৮৯] শোকর আদায়কারীর সম্মান বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। রাসূল (স.) বলেন, “যে ব্যক্তি পানাহার করে শুকরিয়া আদায় করে; তার মর্যাদা ধৈর্যশীল রোযাদারদের মত।”[৪৯০]

ইসলাম যেমন আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে বলে, তেমনি আল্লাহর সৃষ্টিকুলের প্রতিও কৃতজ্ঞ হতে নির্দেশ দিয়েছে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম হলো, মাতা-পিতা। আল্লাহ বলেন, “আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারের নির্দেশ দিয়েছি। মা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করে এবং দুধ ছাড়ানো হয় দু’বছরে। সুতরাং আমার প্রতি এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।”[৪৯১] মানুষ মানুষের দ্বারা বেশ উপকৃত হয়। সে সব উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে একে অপরের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয় এবং শত্রুতা দূর হয়। এ মর্মে মহানবী (স.) বলেন, “যে ব্যক্তি মানুষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে না, সে আল্লাহকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে না। আর যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।”[৪৯২] অন্য হাদীসে এসেছে, “যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি বেশি কৃতজ্ঞ, মানুষের মধ্যে সে আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ।”[৪৯৩] শোকরের আলামত হিসেবে আল্লাহর ভয়কে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।”[৪৯৪]

মানুষ তার নিজের স্বার্থেই শোকর করা উচিত। এতে মনের উদারতা প্রকাশ পায়। আল্লাহ বলেন, “যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজের কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।”[৪৯৫] আল্লাহ তার বান্দাদের কৃতজ্ঞ হওয়া পছন্দ করেন। তিনি বলেন, “তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন, তিনি তার বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তিনি তোমাদের জন্য এটিই পছন্দ করেন।”[৪৯৬] শোকর এটি একটি অভ্যাসের ব্যাপার। যে কৃতজ্ঞ সে সব কিছুতেই কৃতজ্ঞ হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ, সে কোন কিছুতেই শোকর করতে অভ্যস্ত নয়। রাসূল (স.) বলেন, “যে অল্প সংখ্যকের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না, সে বেশি সংখ্যকের প্রতিও কৃতজ্ঞ হতে পারে না।”[৪৯৭]

ইখলাস

৪৮৫.আল-কুর’আন, ১৬ঃ ৭৮, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

৪৮৬.ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৫,পৃ.২৭৮

৪৮৭.আল-কুর’আন, ৩ ঃ ১৪৪, وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ

৪৮৮.আল-কুর’আন, ১৬ঃ ১১৪,وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

৪৮৯.ড. শাহ মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ.৭৯

৪৯০.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আত‘ইমা ,বাব-৫৬

৪৯১. আল-কুর’আন, ৩১. ১৪, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

৪৯২.ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ আস সাজিস্তানী, *আসসুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং ১১

৪৯৩.ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খ, ৫,পৃ.২১২

৪৯৪.আল-কুর’আন, ৩ঃ ১২৩, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

৪৯৫.আল-কুর’আন, ২৭ঃ ৪০وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

৪৯৬.আল-কুর’আন, ৩৯ঃ৭ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

৪৯৭.ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল- মুসনাদ*,খ.৪,পৃ. ২৭৮

Dhaka University Institutional Repository

ইখলাস আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- নিষ্ঠা, হৃদ্যতা, একাগ্রতা, আন্তরিকতা, বিশুদ্ধতা, ঐকান্তিকতা, একনিষ্ঠতা, নিষ্কলুষতা ইত্যাদি। পরিভাষায়-কোন প্রকার মান-সম্মান, নাম, যশ-খ্যাতি, পার্থিব স্বার্থ ও সুখ্যাতির আশা না করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে অকপটভাবে আন্তরিকতার সাথে বিশুদ্ধচিত্তে ‘ইবাদত কর্ম সম্পাদন করাকে ইখলাস বলে। ইখলাস ছাড়া যেমন ‘ইবাদত কবুল হয় না; তেমনি পরিবারে ও সমাজে আস্থাশীল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ সম্ভব হয় না। আজকাল মানুষের মধ্যে ইখলাসের চরম অভাব। দুনিয়ার কাজে, আখিরাতের কাজেও। অথচ ইসলামের শিক্ষা হলো, প্রতিটি কাজের পেছনে সৎ নিয়ত, নিষ্ঠা ও আন্ত-রিকতা থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন, “তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্টভাবে তাঁর ‘ইবাদত করতে এবং সালাত কায়িম করতে ও যাকাত দিতে, এটিই সঠিক দীন।”[৪৯৮] আল্লাহ বলেন, “আমি এই কিতাব যথাযথবাবে অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যে অকপটভাবে আন্ত-রিকাতর সাথে বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর ‘ইবাদত কর। জেনে রেখ,অবিমিশ্রিত আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য।”[৪৯৯] “প্রত্যেক সালাতে তোমরা তোমাদের লক্ষ্য স্থীর করবে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে।”[৫০০] ইখলাস বা নিষ্ঠা ছাড়া কোন কিছুই আল্লাহর দরবারে গ্রহণ করা হবে না, যদি না তাতে নিষ্ঠা থাকে এবং তার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়া না হয়।”[৫০১]

ইখলাসের সাথে কিভাবে কাজ করতে হবে তা আল্লাহ নিজেই শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “বল, আমার সালাত, আমার ‘ইবাদত, আমার জীবন ও মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক শুধু আল্লাহরই উদ্দেশ্যেই।”[৫০২] আমরা আখিরাত বিমূখ। তাই দুনিয়াবী কাজে একাগ্রতা থাকলেও পরকালের কাজে তা খুবই অভাব। এজন্য ‘ইবাদতে আমারা ফল পাই না। ইসলামে ইখলাসের জন্য নিয়ত অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। সঠিক নিয়তই ইখলাস বা নিষ্ঠা। এ জন্য নিয়ত খুবই জরুরী। মহানবী (স.) বলেছেন, “সকল কাজের ফলাফল তার নিয়তের উপর নির্ভর করে।”[৫০৩] ইখলাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই ইমাম বুখারী (র.) এই নিয়তের হাদীস দিয়ে তাঁর মূল্যবান সহী বুখারী গ্রন্থ শুরু করেছেন। ইখলাস বা একাগ্রতা ছাড়া যেমন কোন ‘ইবাদত কবুল হয় না তেমনি ঐ ‘ইবাদতের প্রতিদানের পরিবর্তে তিরস্কারই তার প্রাপ্য বলে পবিত্র কুর’আনে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, “সুতরাং দুর্ভাগ্য সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য, যারা তাদের সালাতে উদাসীন (নিষ্ঠাহীন)। যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।”[৫০৪] বর্তমানে মানুষের মধ্যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এ থেকে দূরে থাকা এবং প্রকৃত নিষ্ঠাবান বান্দা হওয়া আমাদের উচিত। হাদীসে ইসলামকে অন্তরের প্রাচুর্যতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, “আন্তরিকতাই (ইসলামে) আসল প্রাচুর্যতা।”[৫০৫] সুতরাং সকল কাজের জন্য খালিস নিষ্ঠা একান্ত জরুরি।

তাওয়াক্কুল

তাওয়াক্কুল আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো-নির্ভর করা, ভরসা করা, ইত্যাদি। পরিভাষায়- সকল শক্তির উৎস একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই সংঘটিত হয় না। সুতরাং যাবতীয় বিষয়ে কেবল তাঁরই উপর নির্ভর করা আবশ্যক। আল্লাহর উপর এই নির্ভরশীলতাকে তাওয়াক্কুল বলে। তবে কাজ-কর্ম সবকিছু থেকে বিমূখ হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকাকে তাওয়াক্কুল বলে না; বরং যে কাজের জন্য যে তদবীর ও রীতিনীতি প্রচলিত আছে,তা যথারীতি সম্পন্ন করে ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করাকে তাওয়াক্কুল বলে। পবিত্র কুর’আনে আল্লাহ পাক বলেন, “আর তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকলে আল্লাহর উপরই নির্ভর কর।”[৫০৬]

৪৯৮.আল-কুর’আন, ৯৮ঃ ৫, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

৪৯৯.আল-কুর’আন, ৩৯ঃ ২-৩, إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ

৫০০.আল-কুর’আন, ৭ঃ২৯, قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

৫০১.ইমাম আব্দুর রহমান আহম্মদ ইবন শু‘আয়ব আননাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, বাব নং- ২৪

৫০২.আল-কুর’আন, ৬ঃ ১৬২, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

৫০৩.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহী বুখারী*, কায়রো ঃ ১৩৭৬ হি. কিতাবুল বাদায়িল ওহী, হাদীস নং ১ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِ

৫০৪.আল-কুর’আন, ১০৭ঃ ৪-৬, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ

৫০৫.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহী বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আযান, বাব-১৫৫

৫০৬.আল-কুর’আন, ৫ঃ ২৩, وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

বর্তমানে মানুষ বড়ই অস্থির, ছটফটে। কাজ করে ফলাফলের অপেক্ষা করতে চায় না। সবকিছুই বিজ্ঞানের আলোকে পরিমাপ করতে চায়। তারা মনে করে, ডিজিটাল যুগে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফলাফল, এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু তারা ভুলেই গেছে যে, সকল কর্মের স্রষ্টা যেমন আল্লাহ, তেমনি ভাল-মন্দের ফলাফলের মালিকও সেই আল্লাহ। এ জন্য আল্লাহ বান্দাদের কাজের পর আল্লাহর উপর নির্ভর করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "তুমি নির্ভর কর তার উপরে, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।"[৫০৭] আল-কুর'আনের অসংখ্য আয়াতে তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। আল্লাহ পাক বলেন, "তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর ভরসা করবে, যারা নির্ভর করে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।"[৫০৮] অন্য আয়াতে বলেন, "আল্লাহর প্রতি ভরসা কর; কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"[৫০৯]

তাওয়াক্কুলও ঈমানের অংশ, ঈমানী গুণ। এটি মুমিনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন, "মুমিন তো তারাই, যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।"[৫১০] আল্লাহর প্রতি ভরসা করা 'ইবাদতের শামিল। আল্লাহ বলেন, "তুমি আল্লাহর 'ইবাদত কর এবং তারই উপর ভরসা কর।"[৫১১] যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট। তাওয়াক্কুলকারীদের আল্লাহ অকল্পনীয় রিযিক দান করেন। রাসূল (স.) বলেন, "যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথার্থই ভরসা করতে, তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে রিযিক দেওয়া হতো, যেমনিভাবে পাখিদেরকে রিযিক দেওয়া হয়। তারা খুব ভোরে খালি পেটে বেড়িয়ে পড়ে আবার সন্ধায় ভরা পেটে ফিরে আসে।"[৫১২] সুতরাং চরিত্রের উত্তম গুণাবলীর মধ্যে তাওয়াক্কুল একটি অন্যতম গুণ। যা প্রত্যেক মুমিনের অর্জন করা খুব জরুরি। দাম্পত্য জীবনেও স্বামী-স্ত্রী এর বাইরে নয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এটি থাকলে দুনিয়ার অন্য কিছু না থাকলেও কোনই ক্ষতি নেই। আর এটি নিয়ে মৃত্যু বরণ করলেও চিন্তার কোন কারণ নেই। আল্লাহ বলেন, "আর ঈমানদারদের সর্বাপেক্ষা অধিক মহব্বত আল্লাহর সাথে হয়ে থাকে।"[৫১৩] হাদীসে আছে, "তোমরা কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আমি তোমাদের নিজের, সন্তান-সন্ততী ও সমস্ত লোকদের চেয়ে প্রিয়পাত্র হব।"[৫১৪]

ভালবাসার মর্মই হলো আনুগত্য করা। কারণ, যে যার ভালবাসায় নিপতিত হয়, সে তার আনুগত্য না হয়ে পারে না। অতএব যারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (স.) এর নাফরমানী করে ও বিরুদ্ধাচরণ করে অথচ তাদের প্রতি মহব্বতের দাবি করে; তারা মিথ্যুক, ভন্ড, প্রতারক, ধোকাবাজ। রাসূল (স.) এর অনুকরণ করলেই আল্লাহরও ভালবাসা লাভ করা যায়। আল্লাহ বলেন, "তোমরা যদি আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাও, তাহলে রাসূলের আনুগত্য কর, তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।"[৫১৫] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "আমি যে শরী'আত নিয়ে এসেছি তোমাদের মন এর অনুগামী- অনুসারী না হওয়া পর্যন্ত তোমরা মুমিন হ'তে পারবে না।"[৫১৬] আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন, "যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি রাসূলের নাফরমানী করল সে আল্লাহর নাফরমানী করল।"[৫১৭] পার্থিব যাবতীয় বিষয়-বস্তু হতে যাদের ভালবাসা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল এর প্রতি সর্বাধিক না

৫০৭.আল-কুর'আন, ২৫ঃ ৫৮, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً

৫০৮.আল-কুর'আন, ৩ঃ ১৫৯, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

৫০৯.আল-কুর'আন, ৪ঃ ৮১, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً

৫১০.আল-কুর'আন, ৮ঃ২, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

৫১১. আল-কুর'আন, ১১ঃ১২৩, وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

৫১২.আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল কাযবীনী, *আস সুনান লিবন মাজা*, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবুর রাহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুল যুহুদ,বাব-১৪

৫১৩. আল-কুর'আন, ২ঃ ১৬৫, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

৫১৪. শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ আল-খতীব আততিবরিযি, *মিশকাত-আল মাসাবীহ*, দিল্লী ঃ কুবুবখানা রশীদিয়া, ১৯৫৬ খ্রি. পৃ.৪৩১ কিতাবুল ঈমান হাদীস নং ৬ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى . "أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

৫১৫. আল-কুর'আন, ৩ঃ৩১, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৫১৬. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.৩৮৯

৫১৭. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯

Dhaka University Institutional Repository

হবে, তাদেরকে ধমক দিয়ে আল্লাহ বলেন, "হে রাসূল! আপনি ঘোষণা করুন, তোমাদের পিতা-মাতাগণ, সন্তানগণ, ভাইগণ, স্ত্রীগণ,আত্মীয়-স্বজন, উপার্জিত ধন-সম্পদ, তৃপ্তিজনক বাণিজ্য ও আরামদায়ক গৃহ তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ও জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হলে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা কর। আল্লাহ পাপাচারীকে পথ দেখান না।"[৫১৮] রাসূলকে অনুসরণ করাই তাঁর প্রতি মহব্বত। যখন সে সমাজে তার আদর্শকে অমান্য করা হয়েছে; সেখানেই মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, মানুষ অপমানিত হয়েছে, নিগৃহীত হয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন, "যারা আমার আদর্শের খেলাপ করবে, তার জন্য এটি অপমান ও ছোট হওয়ার কারণ হবে।"[৫১৯] এ কথা ভূলে গেলে চলবে না যে, মুহাম্মদ (স)কে অনুসরণ করাও ফরয। কারণ আল্লাহ এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে বলেন, "রাসূল তোমাদের যা দেয়, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদের নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক।"[৫২০] অন্য আয়াতে আল্লাহ মহান চরিত্রের প্রশংসা করে এবং তা অনুসরণীয় বলে বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"[৫২১] সুতরাং আল্লাহ ও তদীয় রাসূল এর ভালবাসা অর্জন করতে হলে অবশ্যই আল্লাহর হুকুম পালন এবং রাসূলের অনুসরণের বিকল্প নেই।

পরকাল আসক্তি

সৎ মানবীয় গুণের আরেকটি দিক হলো-পরকালে আসক্তি। দুনিয়া নিতান্তই তুচ্ছ, নগন্য ও ক্ষণস্থায়ী। অপরদিকে পরকাল পরম লোভনীয়, চিরসুন্দর ও চিরস্থায়ী। এমতাবস্থায় ক্ষণস্থায়ী, তুচ্ছ বস্তু পরিত্যাগ করে চিরস্থায়ী চির সুন্দরকে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু বিভ্রান্ত মানুষ দুনিয়ার মোহে মত্ত রয়েছে এবং পরকালকে ভুলে যেতে বসেছে। দুনিয়ার মোহ একদিন শেষ হয়ে যাবে। কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। তখন প্রত্যেকেই দুনিয়াতে তার কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। পুণ্যের পাল্লা ভারী হলে অনন্ত সুখের চিরস্থায়ী জান্নাত মিলবে; আর পাপের পাল্লা ভারী হলে অতীব যন্ত্রণাদায়ক জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। কোন মানুষের এই অভ্রান্ত সত্যকে ভুলে থাকা উচিত নয়। সংসারের সকল কাজ-কর্ম বর্জন করতে হবে, এটি পরকাল-আসক্তির অর্থ নয়। পরকালের চিন্তা বলতে দুনিয়া বর্জন বুঝায় না। সমগ্র জিন্দেগীই আল্লাহর দান। দুনিয়া এর আরম্ভ। দুনিয়ার জীবন শেষে পরকালের অনন্ত জিন্দেগী শুরু হবে। সুতরাং ইসলামের বিধান অনুযায়ী দুনিয়া ও আখিরাত অবিভাজ্য। দুনিয়া হ'তে আরম্ভ এবং আখিরাত পর্যন্ত জিন্দেগী। মানুষ তার পার্থিব জীবনে ইসলামের অনুগত থাকলে এটিই তার পরকালীন জীবনের পাথেয় হিসেবে পরিগণিত হবে। এজন্য বলা হয়, দুনিয়া আখিরাতের ক্ষেত স্বরূপ।

দুনিয়ার মোহে মানুষ তার পরকালকে বরবাদ করতে পারে না। আখিরাতের চিন্তা মনে সর্বদা জাগ্রত রেখেই তা গোটা জীবন অতিবাহিত করতে হবে এবং পার্থিব কাজের মুকাবিলায় পারলৌকিক কাজেরই প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ পার্থিব জীবনের শুরু আছে এবং শেষও আছে। আখিরাতের জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। নিতান্ত নির্বোধ ও পাগল ছাড়া কেউ তার ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য অনন্তকালের জীবনকে বরবাদ করতে পারে না। ঈমানদার ব্যক্তির জন্য পরকালের জীবন পরম সুখের। সেখানে দুঃখ-কষ্ট, ক্লেশ-অশান্তির লেশমাত্র নেই ও থাকবে না। তদুপরি পরম প্রেমাসম্পদ আল্লাহর দীদার সেখানেই লাভ হবে। সুতরাং প্রতিটি ঈমানদারদের পক্ষে পরকালের জন্য উদ্বিগ্ন ও আসক্ত হয়ে থাকাই তো একান্ত স্বভাবিক। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "হে রাসূল! আপনি ঘোষণা দিন, ইহকালের ভোগ নিতান্তই সামান্য এবং মুত্তাকী ব্যক্তির জন্য পরকালই উত্তম।"[৫২২] অনেক সময় আখিরাত ছাড়া দুনিয়াকে প্রাধান্য দিলে ধোকায় পড়তে হয়। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, "পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।"[৫২৩] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয় এবং মুত্তাকীদের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম।"[৫২৪] ইহকাল পরকালের তুলনায় কিছুই নয়, একদম তাসের ঘরের মত ঠুনকো।

---

৫১৮. আল-কুর'আন, ৯ঃ ২৪, قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

৫১৯. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-*মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.৫০

৫২০.আল-কুর'আন, ৫৯ ঃ ৭, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

৫২১.আল-কুর'আন, ৩৩ ঃ ২১, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

৫২২.আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৭৭, قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً

৫২৩.আল-কুর'আন, ৩ ঃ ১৮৫, وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ

৫২৪.আল-কুর'আন, ৬ ঃ ৩২ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

যারা আখিরাত বাদ দিয়ে দুনিয়ার প্রাচুর্যের পিছনে প্রতিযোগিতায় ছুটবে; তাদের জন্য শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মুমিন বান্দা যারা আখিরাতমূখী তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরুস্কার। আল্লাহ বলেন, "ভালভাবে জেনে রেখো, পার্থিব জীবন ক্রীড়া কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক আত্মগর্ব ও ধনে-জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ দৃষ্টান্ত বৃষ্টি, যদ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার অবিশ্বাসীদেরকে চমৎকৃত করে। তৎপর সেটি শুকিয়ে যায়। ফলে সেটি তুমি পীতবর্ণের দেখতে পাও। অবশেষে তা খর-কুটায় পরিণত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি পরকাল পরিত্যাগ করে দুনিয়ার কাজে মশগুল, তার জন্য রয়েছে পরকালে কঠিন শাস্তি এবং মুমিনদের জন্য রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।"[৫২৫] আল্লাহ তাকওয়ার মাধ্যমে পরকালের প্রাচুর্য সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "আর তোমরা পরকালের পাথেয় সংগ্রহ কর এবং তাকওয়াই উত্তম পাথেয়।"[৫২৬] দুনিয়ার সম্পদ-প্রাচুর্য অস্থায়ী এবং আখিরাতের প্রাচুর্য স্থায়ী। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, "অনন্তর তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ। কিন্তু আল্লাহর নিকট যা আছে তা যারা ঈমান এনেছে ও আল্লাহর উপর ভরসা করেছে, তাদের জন্য উত্তম ও স্থায়ী।"[৫২৭]

রাসূল (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি পার্থিব জগতকে বেশি ভাল বলবে, তারা আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে বেশি ভাল বলবে তার দুনিয়াকে দুর্বিসহ করে দেওয়া হবে।"[৫২৮] মুমিন ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে মহানবী (স.) বলেন, "দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার, আর কাফিরদের জন্য জান্নাত।"[৫২৯] মুমিনরা কিভাবে থাকবে বা থাকতে হবে, তা হাদীসে উল্লেখ আছে। মহানবী (স.) বলেন, "তুমি পৃথিবীতে গরীব অথবা পর্যটকের ন্যায় থাক।"[৫৩০] আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়ে মহানবী (স.) বলেন, "কষ্টকর বস্তু দিয়ে জান্নাতকে ঘিরে রাখা হয়েছে,আর জৈব আকাংখা উচ্চাভিলাস দিয়ে জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে।"[৫৩১] আরেক হাদীসে মহানবী (স.) বলেন, "দুনিয়ার স্বাদ হলো- আখিরাতের তিক্ততা, আর আখিরাতের স্বাদ দুনিয়ার তিক্ততা।"[৫৩২] কেউ সাময়িক জীবনকে বেছে নিলে তার চেয়ে হতভাগা আর কেউ নেই। রাসূল (স.) বলেন, "সে লোক সর্বনিকৃষ্ট, যে দুনিয়ার বিনিময়ে তার দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয়।"[৫৩৩] ইসলাম পরকালের প্রতি যেমন উৎসাহিত করে, দুনিয়ার প্রতিও তদ্রুপ নিরুৎসাহিত করে তোলে। রাসূল (স.) বলেন, "আমি তোমাদের ব্যাপারে দুনিয়া প্রেমের ভয় করছি। যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা প্রভাব বিস্তার করেছিল।"[৫৩৪] অনেকে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে দুনিয়ার মায়াজালে জড়িয়ে পড়ে দুনিয়ার গোলাম হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (স.) বলেন, "তোমরা দুনিয়ার সন্তান হয়ে যেও না।"[৫৩৫] যে যত দুনিয়া বিমুখ হবে সে তত সফলকাম হবে। রাসূল (স.) বলেন, তুমি দুনিয়া বিমুখ হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভাল বলবেন।"[৫৩৬]

মৃত্যুচিন্তা

পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণিই মৃত্যুবরণ করবে। তাই মানুষও মরণশীল। বেঁচে থাকাটা প্রকৃতই আশ্চর্যের বিষয়; মরে যাওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়। আমাদের সামনে অবিরত মানুষ মারা যাচ্ছে। প্রতিদিন বাস, ট্রাক দুঘটনায়,লঞ্চ- স্টীমার ডুবিতে,বিমান বিধ্বংসে প্রায়ই অনেক লোক মারা যাচ্ছে। এমনভাবে মারা যাচ্ছে যা কল্পনায়ও আসে না। এর মধ্যে

৫২৫.আল-কুর'আন, ৫৭:২০, اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

৫২৬.আল-কুর'আন, ২: ১৯৭, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ

৫২৭.আল-কুর'আন, ৪২: ৩৬, فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

৫২৮.ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৪,পৃ.৪১২

৫২৯.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল যুহুদ, হাদীস নং ১

৫৩০.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহী বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুর রিকাক, বাব-৩

৫৩১.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জান্নাত, হাদীস নং-১

৫৩২.ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৫,পৃ.৩৪২

৫৩৩.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী,*জামি'উত তিরমিযি*, রিয়াদঃ দারুসসালাম,২০০০খ্রি.কিতাবুল কিয়ামাত,বাব-১৭

৫৩৪.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশায়রী,*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল যুহুদ, হাদীস নং ৬/ *সহী বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিযিয়া, বাব-১

৫৩৫.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহী বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুর রিকাক, বাব নং ৪

৫৩৬.আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল কাযবীনী, *আস সুনান লিবন মাজা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল যুহুদ, বাব-১

যুবক, শিশু, মহিলা অকালে ঝরে যাচ্ছে। তবুও সে নিজে যে মরবে, তা খুব কম লোকই স্মরণ করে থাকে। সৎকজে মনে জাগ্রত করার জন্য মৃত্যুচিন্তা অত্যন্ত ফলদায়ক। আর এটি সংসার আসক্তি হ্রাস করে এবং ভালকাজের প্রেরণা জোগায়। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।"[৫৩৭] ধনী-গরীব,ছোট-বড় কেউই এর হাত থেকে রেহাই পাবে না। অনেক মানুষের মনোভাব এমন বা দুনিয়ার কাজে এমনভাবে ডুবে থাকে এবং মনে করে যে, তারা কখনো মরবে না। আল্লাহ তা'আলা ঐ কথা স্মরণ করে দিয়ে বলেন, "তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই। এমনকি সুউচ্চ দূর্গে অবস্থান করলেও।"[৫৩৮] কেউ মৃত্যু কামনা করলে বা ইচ্ছা করলেই মৃত্যু হয় না। এটির নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। এ মেয়াদের আগেও মরবে না, পরেও মরবে না। রাসূল (স.) বলেন, "যা সকল স্বাদ বিনষ্ট করে দেয়, সেই বস্তুকে অর্থাৎ মৃত্যুকে সর্বদা স্মরণ করতে থাক।"[৫৩৯] মানুষের মনে মৃত্যু চিন্তার স্মরণের মাধ্যমগুলোর একটি মাধ্যম হলো- মানুষের কবর যিয়ারত করা। এ জন্য মাঝে মধ্যে কবর যিয়ারত করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেন, "তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত কর। নিশ্চয়ই কবর যিয়ারত তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৫৪০] কবর যিয়ারত মানুষের মন নরম করে,আখিরাতমূখী করে,পাষান্ড মনকে বিগলিত করে। রাসূল (স.) বলেন, "তোমরা কবর যিয়ারত কর, কেননা তা দুনিয়াবিমূখ করে আখিরাতের কথা স্মরণ করে দেয়।"[৫৪১]

উপরিউক্ত আখলাকে হামিদা তথা সৎগুণাবলী পারিবারিক জীবনে খুবই জরুরি। আর যখনই এসব গুণাবলী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আসবে,তখন দুনিয়ার সংসারে আর কোন কলহ-বিবাদ থাকতে পারে না। তাই দাম্পত্য জীবনে সুখী-শান্তিময় রাখতে হলে উল্লেখিত গুণাবলী একজন মুমিনের অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন।

১৩.স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য বেশি হলে

দাম্পত্য জীবনের সমস্যা- বিবাদের আরও একটি কারণ হতে পারে তাদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বয়সের পার্থক্য ও সামঞ্জস্যতার ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আর তা হলো তাদের বয়সের পার্থক্য যেন বেশি না হয়। এতে দাম্পত্য জীবনে অনেক বড় ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য ইসলামের অভিমত হলো- সমান সমান বয়স হলে অথবা সামান্য পার্থক্য হলেই উত্তম। বিশেষ করে স্ত্রীর বয়স স্বামীর চেয়ে একটু কম হলেও তাতে কোন সমস্যা নেই। ছিহাহ ছিত্তা হাদীস গ্রন্থের অন্যতম গ্রন্থ নাসায়ী শরীফে 'সমান সমান বয়সে বর-কনের বিয়ে' নামে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ই রয়েছে। সুতরাং ইসলামে এর গুরুত্ব কম নয়। হাদীসে মেয়েদের অভিভাবক-অলীদেরকে হুশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যে,তারা যেন তাদের কম বয়সী মেয়েদেরকে বুড়ো, বা বেশি বয়সের পুরুষের সাথে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন বিয়ে না দেয়। ফিকাহবিদগণও এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন "পিতা বা অলী যেন তার যুবতী মেয়েকে খুনখুনে বুড়ো বা কুৎসিত চেহারার লোকের নিকট বিয়ে না দেয়।"[৫৪২]

দাম্পত্য জীবন মানে আনন্দ ভাগাভাগির সম্পর্ক, সুখের সম্পর্ক, মধুময় সম্পর্ক। এই সম্পর্ক বা চাহিদা প্রাচুর্য দিয়ে, গহনাগাটি দিয়ে, গাড়ী বাড়ি দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই দুনিয়ার উপস্থাপিত কোন স্বার্থের কারণে যদি অসামঞ্জস্য বয়সী বর-কনের বিয়ে দেওয়া হয়; তাহলে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। "বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু ও বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজে এর দৃষ্টান্ত কিছুমাত্র বিরল নয়। অনেক খুন খুনে বুড়ো যেদাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালনে আদৌ সামর্থবান নয়, নিকট দাম্পত্য সুখ লাভে বঞ্চিতা থাকে। তখন সে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করতে শুরু করে অথবা পাপের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়। ইসলামী শরীয়ত এ ধরনের বিয়ে যদিও স্পষ্ট ভাষায় হারাম করে দেয়নি; কিন্তু শরীয়তের ঘোষিত দাম্পত্য জীবনের আদর্শে ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে অনায়াসেই বলা যায় যে, এরূপ কাজ অত্যন্ত আপত্তিকর ও অভিসম্পাতের ব্যাপার।"[৫৪৩] কোন কোন ফিকাহবিদ এ ধরনের বিয়ে হারাম ঘোষণা করেছেন। অধিকাংশ ফিকাহবিদ একমত

৫৩৭.আল-কুর'আন, ৩ঃ ১৮৫,كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

৫৩৮.আল-কুর'আন, ৪ঃ৭৮, أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

৫৩৯.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ জুন ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.৩৯৩,

৫৪০.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয,বাব নং ৭৭

৫৪১.অবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল কাযবীনী, *সুনান লিবন মাজা*, প্রাগুক্ত,কিতবুল জানায়িয,বাব নং ৪৭

৫৪২.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, নভেম্বর-১৯৯৩ খ্রি. পৃ.১৩৩

৫৪৩.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৩৩,১৩৪

হয়েছেন যে, "ছোট মেয়েকে বৃদ্ধ ও অন্ধ প্রভৃতির নিকট বিয়ে দেওয়া যদিও শুদ্ধ; কিন্তু এরূপ বিয়ে করা তার পক্ষে হারাম।"[৫৪৪] স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য বেশি হলে মানসিক দিক দিয়ে সমস্যা হয়,আবার শারীরিক দিয়েও। এক সময়ে স্বামী বা স্ত্রী বয়সের ভারে বুড়ো হয়ে গেলে যৌন কাজে সমর্থ থাকে না, এদিকে উভয়ের মধ্যে যিনি বয়সে কম থাকে যুবক বা যুবতী,তখন বিপদে পড়ে যায়। আর তখনই দাম্পত্য জীবনে বিরোধময় হয়ে উঠে। তবে সর্বক্ষেত্রে এ কথা একরকম প্রযোজ্য নাও হতে পারে। কারণ প্রত্যেক বিষয়ের ব্যতিক্রম আছে। "অনেক বয়স্ক লোক এমন হতে পারে-হয়ে থাকে, যারা পূর্ণ স্বাস্থ্যবান, সামর্থবান ও দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালনে সক্ষম। আর অনেক বুড়োও স্বীয় যুবতী স্ত্রীকে প্রেম-ভালবাসা, যৌন সুখ-তৃপ্তি ও আনন্দ- উৎসাহের মাদকতায় অনেক যুবকের তুলনায় মাতিয়ে রাখতে পটু হয়ে থাকে।"[৫৪৫]

নবীজীর ক্ষেত্রেও এই ব্যতিক্রমটি ছিল। হযরত আয়িশা (রা.) কে বিয়ের সময় নবীজীর বয়স ছিল ৫০ বছর আর ঘর বাধার সময় হযরত আয়িশার বয়স ছিল ৯ বছর। এই ব্যতিক্রম দু'একজন ছাড়া সবার বেলায় সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। নবী করীম (স.) আয়েশা (রা.)কে বিয়ে করার পূর্বে এবং পরে কুমারী যুবতী যার আগে বিয়ে হয়নি এমন বিয়ে করার উৎসাহ দিতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) একদা হযরত আয়েশাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "নবী করীম (স) আপনাকে ছাড়া 'বাকেরা' (কুমারী) অবস্থায় আর কাউকে বিয়ে করেনি।"[৫৪৬] হাদীসে যুবতীর বিয়ে বুড়ো লোকের সাথে হওয়া শুদ্ধতা থাকলেও বুড়োদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। "কিন্তু যেহেতু এ ধরনের বিয়ে হারাম হওয়া সত্ত্বেও অনেক খুন খুনে বুড়ো টাকার অহংকারে যুবতী মেয়েকে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে আর অনেক গরীব পিতাও টাকার লোভে নিজের কাঁচা বয়সের মেয়েকে বুড়ো বরের নিকট বলি দিতেও দ্বিধাবোধ করে না,তাই আইনের সাহায্যে এ কাজ বন্ধ হওয়া বাঞ্চনীয়।"[৫৪৭]

বাল্য বিবাহ প্রসঙ্গ

ইসলামে বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। আবার এতে উৎসাহিতও করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (স.) নিজে বালিকা বিবাহ করেছেন; কিন্তু অন্যান্য সাহাবীদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না এবং স্বামী স্ত্রী উভয়ই নাবালগ তাও তেমন দেখা যায় না। বরং এটি মুবাহ অবস্থায় ইসলামী শরি'আতে সাব্যস্ত। কিন্তু বাল্য বিবাহের কারণে যদি দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে সমস্যা দেখা দেয়; তাহলে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। এ উপমহাদেশে বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। স্বাবালক হিসেবে ছেলের বয়স ধরা হয়েছে ২১ আর মেয়ের বয়স ধরা হয়েছে ১৮। এর নিচে বিবাহ দেওয়া বা করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। তাছাড়া এতে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতিও নিহিত। এ কারণেও দাম্পত্য ও পারিবারিক সমস্যা দেখা দেয়। বাল্য বিবাহ যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ তা আন্তর্জাতিক মা দিবসে সংবাদপ্রত্রের নিম্নের রির্পোটে বুঝা যায় যা দৈনিক স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। "Woman Face extra hurdles' WFP says half of Bangladeshi girls get marries befor 16. The united nations world Food programme(WFP) said yesterday. higher pregnancy rate in adolescence and hurder nourished mothers mean nutrition deficiency is likely to pass from one generation to other with of least one in erey three children on born underwoight, according to a press release issued by the WFP on the eve of the International woman's day today."[৫৪৮] বাল্য বিবহ আইনত অপরাধ জানার পরও আমাদের দেশে এখনও এর প্রচলন থামানো যাচ্ছে না। 'বর ও কাজীর কারাদন্ড' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে, জামালপুর জেলা শহরের বেলপিয়া এলাকার রিক্সাচালক ইমান আলীর তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়ে লিমার সঙ্গে চুনিয়ারচর এলাকার মজিবর রহমানের ছেলে সোহাগ মিয়ার বাল্য বিবাহের প্রস্তুতি চলছিল। খবরপেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বর,

---

৫৪৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৪

৫৪৫.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৩

৫৪৬.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহী বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, বাব-নিকাহুল আবকার/ মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৪

৫৪৭.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

৫৪৮.খবর, *The daily star*-p. 13 date-8/3/12

বরের ভগ্নিপতি ও কাজীকে আটক করে রাতেই ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিঝুম গুল বরকে ৭ দিন ভগ্নিপতি হাসান ও আশু মিয়াকে এক হাজার টাকা করে জরিমানা এবং কাজী মোজাম্মেল হককে এক মাসের কারাদন্ড প্রদান করেছে।”[৫৪৯] অন্যদিকে বাল্য বিবাহ রোধে অবহেলা করাও অপরাধ তা নিম্নের ঘটনার মাধ্যমে জানা যায়। “বাল্য বিয়েঃ মেহেরপুরের ইউএনও সহ চারজনকে হাইকোর্টে তলব’ বাল্য বিয়ে দেওয়ার ঘটনায় মেহেরপুর সদরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহ মোমিন ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম সহ চারজনকে আদালতে তলব করা হয়েছে। একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপ্রতি জাহাঙ্গীর হোসেনের বেঞ্চ স্বপ্রণোদিত হয়ে এ আদেশ দেন। তলবের আওতায় থাকা অপর দু’জন হলেন মেহেরপুর পৌরসভার এক নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও শহর যুবদলের নেতা মনিরুজ্জামান মনি এবং দুই নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও শহর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন। তাদেরকে আগামী ২৯ শে মে স্বশরীরে হাজির হতে হবে। তাছাড়া বাল্য বিবাহ দেওয়ার জন্য কেন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তাও জানতে চেয়েছে আদালত। তাদেরকে ৩ সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে।”[৫৫০] ‘বর ও কাজীসহ গ্রেফতার চার’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়,রূপগঞ্জ উপজেলার মুড়াপাড়া ইউনিয়নের মাকিনপুর এলাকায় বাল্য বিয়ের অভিযোগে গতকাল শুক্রবার বর রহমত উল্লাহ, বরের বাবা আবু তালেব ও মেয়ের মা সখিনাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মেয়ের নাম সুমি (১৩) পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। মেয়ের মা পরিবারের সবার অমতে নিজে জোড় করে এ বিয়ে দিতে চাইলে কনের ভগ্নিপতি শাহীন মিয়া প্রথমে বাধা দেন। কিন্তু তাতে কাজ না হলে থানায় খবর দিলে পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করেন।”[৫৫১] এসব বাল্য বিয়ের কারণে দাম্পত্য জীবনে পরবর্তীতে সমস্যা দেখা দেয়।

১৪.কুফু বা বংশ মর্যাদা সমান না হলে

কুফু শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো-সমান সমান। এ কুফু বা সমতা না হওয়ার কারণেও দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গড়মিল দেখা দেয়। “ধর্ম, বংশ, সম্পদ, সামাজিক পদ মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে পাত্রীর সমকক্ষ পাত্রকে কুফু বলে।”[৫৫২] “এমন দুইজন নারী-পুরুষকে কুফু বলা যায়, যারা মুসলমান, বংশ মর্যাদায় সমান, সমান এবং পেশা, দ্বীনদারী, আর্থিক প্রাচুর্য ইত্যাদিতে পরস্পর সমকক্ষ।”[৫৫৩] ইসলামী শরী‘আতের দৃষ্টিতে এমন দুইজন নারী-পুরুষের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হোক যাদের দাম্পত্য জীবনে প্রেম-ভালবাসার পরিবেশ গড়ে উঠার আশা করা যায়। এমন দু’জন নারী পুকুষকে কুফু বলে যারা মুসলমান বংশ মর্যাদায় সমান সমান,স্বাধীন এবং পেশা, দ্বীনদারী আর্থিক সঙ্গতি ইত্যাদি পরস্পর সমপর্যায়ের। বিবাহের ব্যাপারে ইসলামী শরী‘আত কুফুর প্রতি লক্ষ্য রাখা ভাল বিবেচনা করেছে,কিন্তু একে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্ব সময়ই কুফু বিবেচনার বিষয় হতে পারে, বিয়ের পরে এর বিবেচনা অনাবশ্যক।”[৫৫৪] “বিবাহে পুরুষের নারীর সমকক্ষ হওয়াই জরুরি; কিন্তু নারীর পুরুষের সমকক্ষ হওয়া জরুরী নয়। সে স্ত্রী হওয়ার সুবাধে স্বামীর সমকক্ষ বিবেচিত হয়।”[৫৫৫] বিয়ের উদ্দেশ্য যখন স্বামী-স্ত্রীর অন্তরে প্রশান্তি লাভ,উভয়ের সতীত্ব রক্ষা করা তখন উভয়ের মধ্যে যাতে করে সমতা রক্ষা পায়-যেন এ মিলমিশ লাভের পথে সামান্যতম কোন কারণ ঘটতে না পারে সে ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরী। পবিত্র কুর’আনে আল্লাহ বলেন, “সেই মহান আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে পানি থেকে, তারপর তাকে পরিণত করেছেন বংশে ও শশুর জামাতার সম্পর্কে। আর তোমার আল্লাহ বড়ই শক্তিমান।”[৫৫৬] ইমাম বুখারী নিকাহ অধ্যায়ের কুফু অনুচ্ছেদে এ আয়াতটি সূচনায় উল্লেখ করেছেন। কেননা শশুর-জামাতার সম্পর্ক প্রকারন্তরে কুফুর সাথে সম্পৃক্ত। কুফু শব্দটির অর্থ যদিও সমতা-সমান সমান;তথাপি বিয়ের ব্যাপারে কোন্ কোন্ দিক দিয়ে এর বিচার করা আবশ্যক তা আলোচনা সাপেক্ষ। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি বলেন, “কুফু যা ইসলামের বিশেষজ্ঞদের নিকট সর্বসম্মত ও গৃহীত- তা গণ্য হবে দ্বীন পালনের

৫৪৯.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ, ১৮/৪/১২ পৃ.৯

৫৫০.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ, ২২/৫/১২,পৃ.১/ দৈনিক কালের কণ্ঠ, তারিখ. ২২/৫/১২ পৃ.২

৫৫১.খবর, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা, তারিখ.৮/৯/১২, পৃ. ৪

৫৫২.সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি. পৃ. ৫৪৪

৫৫৩. সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৪

৫৫৪.সম্পাদনা পরিষদ.*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,জুন ২০০০ খ্রি, পৃ ৪০০

৫৫৫.সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৪

৫৫৬.আল-কুর’আন, ২৫ঃ ৫৪, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً

ব্যাপারে। কাজেই মুসলিম মেয়েকে কাফিরের নিকট বিয়ে দেওয়া যেতে পারে না।"[৫৫৭] আল্লামা মুহাম্মদ ইসমাঈল সায়য়নী বলেন, "কুফুর হিসাব হবে দ্বীনদারীর দৃষ্টিতে। আর এ হিসাবেই কোন মুসলিম মেয়েকে কোন কাফির পুরুষের নিকট বিয়ে দেওয়া যেতে পারে না- ইজমা'র সিদ্ধান্ত এই।"[৫৫৮] পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারী কিংবা মুশরিক নারীকে বিয়ে করবে, পক্ষান্তরে ব্যভিচারী নারীকে অনুরূপ ব্যভিচারী কিংবা মুশরিক পুরুষ ছাড়া আর কেউ বিয়ে করবে না। মুমিনদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে।"[৫৫৯]

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, "মুমিন কি কোনক্রমেই ফাসিকদের সমান হতে পারে? না এরা সমান নয়।"[৫৬০] অর্থাৎ মুমিন ও ফাসিক এক নয়; নেই এদেরে মধ্যে কোনরূপ সমতা ও স্বাদৃশ্য। অতএব মুমিন স্ত্রী বা পুরুষ ফাসিক বা কাফির স্ত্রীরা পুরুষের কুফু নয়। ব্যভিচারী নারী কোন সৎ পুরুষের কুফু নয়। জনৈক সাহাবী উম্মে মাহজুম নামক এক ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করার অনুমতি চাইলে নবী (স.) বলেন, "ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী বা মুশরিক ছাড়া অন্য কেউ বিবাহ করবে না।"[৫৬১] এ ব্যাপারে কুর'আনে এসেছে, "দুশ্চরিত্রশীলা মেয়েলোক দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা মেয়েদের জন্য আর সৎচরিত্রবতী মেয়েলোক সৎচরিত্রবান পুরুষের জন্য এবং সৎচরিত্রবান পুরুষ সতী নারীদের জন্য।"[৫৬২] রাসূলুল্লাহ (স.) বিয়ের ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কুফু'র বিচার করতে বলেছেন। তবে সে কুফু হবে নৈতিক চরিত্র ও দ্বীনদারীর দিক দিয়ে। অন্য কিছু নয়। তিনি বলেন, "যখন তোমরা বিয়ের জন্য এমন ছেলে বা মেয়ে পেয়ে যাবে যার মধ্যে দ্বীনদারী চরিত্র ও জ্ঞান-বুদ্ধি, তোমরা তো পছন্দ করবে তখনই তার সাথে বিয়ের সম্মন্ধ স্থাপন করো।"[৫৬৩]

কুফু প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "চারটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি খেয়াল করে সাধারণত বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ, তার সৌন্দর্য, তার বংশ মর্যাদা এবং তার দ্বীনদারী। তবে দ্বীনদারীকে তোমরা প্রাধান্য দিবে।"[৫৬৪] যদি তারা সমপর্যায়ের না হয়, তবে তাদের দাম্পত্য জীবনে এর প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। "কুফু বা সমতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর হয়ে থাকে।

১.ইসলাম- এর দিক দিয়ে সমান কিনা; অর্থ এই যে, ইসলামে বাপ ও দাদার দিক থেকে নসব বা বংশ ধরা হয়, মা বা নানার দিক থেকে নয়, কাজেই যার বাপ ও দাদা মুসলমান সে ঐ মেয়ের কুফু হয়ে যাবে, যার বাপ দাদা মুসলমান।

২.দ্বীনদারী- এর দিক দিয়ে সমান কিনা; এর অর্থ এই যে, দুশ্চরিত্রবান পুরুষ যিনাকারী, বে-নামাযী, পর্দানশীল, নামাযী সতী নারীর কুফু হবে না।

৩.সম্পদশালীর দিক দিয়ে সমান কিনা; এর অর্থ এই যে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও মহরানা দিতে অক্ষম সে গরীব ও ধনী মেয়ের কুফু হবে না।

৪.পেশা'র দিক দিয়ে সমান কিনা; উচ্চ পেশাদার ও নিম্ন পেশাদার কুফু হবে না।

৫.স্বাধীনতার দিক থেকে সমান কিনা; গোলাম স্বাধীন মেয়ের কুফু নয়।"[৫৬৫]

১৫.সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা কিংবা কন্যা সন্তান জন্মদানের কারণে

নিঃসন্তান অথবা কন্যা সন্তান জন্ম হলে স্বামী-স্ত্রী একে অপরে দোষারোপ করে দাম্পত্য জীবনকে অশান্তিময় করে তোল। আর এ কারণে বিরোধ বেধে যায়, এবং এটি আমাদের দেশে অহরহ ঘটছে। মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া পৃথিবীর কোন শক্তি নেই তা দখলে নিতে পারে বা আয়ত্বে নিতে পারে। এমনকি এ ব্যাপারে মানবের কোন

৫৫৭.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৫৫৮.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

৫৫৯.আল-কুর'আন, ২৪ঃ ৩, الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

৫৬০.আল-কুর'আন, ৩২ঃ ৮, ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ

৫৬১.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৫৬২. আল-কুর'আন, ২৪ঃ ২৬, الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

৫৬৩.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৫৬৪.ইমাম বুখারী, *সহী বুখারী*, কিতাবুন নিকাহ,বাব-আফকাউ ফিদ্দীন,কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি. পৃ. ৪৪০

৫৬৫.মোহাম্মদ আবুল বাশার,*মুসলিম পারিবারিক আইন কানূন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৭ খ্রি.পৃ.৬৫-৬৬

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানই নেই। আদম- হাওয়ার সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো পৃথিবীতে মানব জাতি ছড়িয়ে পড়া। কিন্তু পিতা-মাতা মানব সৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হলেও সন্তান প্রজননে তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতার কোনই দখল নেই। দখল তো দূরের কথা,সন্তান জন্মের পূর্বেও মা জানে না যে, তার গর্ভে কি আছে। এটি আল্লাহর বিশেষ দান। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজস্ব প্রজাতি হতেই জুড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের সেই জুড়ি থেকেই তোমাদের জন্য সন্তান-সন্ততি ও পৌত্র-পৌত্রী বানিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত সন্তান-সন্ততি আল্লাহর এক বিশেষ দান বৈ কিছু নয়।"[৫৬৬] "ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য।"[৫৬৭] তবে বর্তমানে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে অগ্রগতির ফলে মায়ের উদরে ছেলে সন্তান না কন্যা সন্তান আছে তা আল্ট্রাসোনগ্রামের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে দু'টি কথাঃ

এক. স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের এই আধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে জানা গেলেও তা পুরোপুরি ১০০% নির্ভূলভাবে জানা যায় না। কোন কোন সময় বেঠিকও হয়ে থাকে।
দুই. মায়ের উদরে বাচ্চা যখন পূর্ণাঙ্গরূপ ধারণ করে ঠিক তখন এ পদ্ধতির মাধ্যমে জানার চেষ্টা করা হয়; তার আগে নয়। আল্লাহর ইচ্ছাতেই মানুষ সন্তান লাভ করে। তিনি কাউকে সন্তান দেন আবার কাউকে সন্তান না দিয়ে নিঃসন্তান বানিয়ে রাখেন- বন্ধ্যা করে রাখেন। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে দোষারোপ করলে আল্লাহর উপর বিশ্বাস না থাকারই শামিল হয়। কাউকে পুত্র সন্তান আবার কাউকে কন্যা সন্তান দান করেন। আবার কাউকে পুত্র কন্যা উভয়ই দান করেন। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আকাশ মন্ডল ও ভূমন্ডলের সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সষ্টি করে থাকেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান আবার যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান আবার যাকে ইচ্ছা পুত্র কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"[৫৬৮]

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো- এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সন্তানের প্রসঙ্গে প্রথমে কন্যা সন্তানের উল্লেখ করেছেন, আর পুত্র সন্তানের কথা পরে উল্লেখ করেছেন। এ ইঙ্গিতদৃষ্টে হযরত ওয়াসেলা বলেন, "যে নারীর গর্ভে প্রথমে কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করবে সে নারী পূণ্যময়ী।"[৫৬৯] পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত কোন শিশুই এলোমেলোভাবে নারী বা পুরুষ হয়ে এ ধরাধামে আগমন করে না; বরং নভমন্ডলের একচ্ছত্র অধিপতি মহাপরক্রমশালী ও পরম কৌশলী মহান আল্লাহ জাল্লে সানুহুই শিশুটি নর হবে না নারী হবে, তা নির্ধারণ করে থাকেন। সে নর বা নারী যাই হয়ে থাকুক না কেন,ঈমানদারের পক্ষে এতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ছেলে-মেয়ে যা-ই হোক না কেন এ নিয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কন্যা সন্তান জন্ম বা বন্ধ্যাত্বে অনিহা অসন্তুষ্টি এটি জাহিলী যুগের বিকৃত মানসিকতা। এ কারণে তারা কন্যা সন্তান হলে জীবন্ত মেরে ফেলত। ইসলাম এ অমানবিকতা রহিত করে দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, "তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া হলে তখন তাদের মুখমন্ডল কাল হয়ে যেত এবং সে অসহনীয় হয়ে মনস্তাপে ক্লিষ্ট হত। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয় এর গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হ'তে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা নিকৃষ্ট।"[৫৭০]

ইসলাম মানবতা বিরোধী ভাবধারার প্রতিবাদ করেছে। এ কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং কন্যা সন্তানকে পুরুষের মতই জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে।"[৫৭১] ইসলাম কন্যা সন্তানদের ব্যাপারে বরং ইহকালীন কল্যাণ এবং পরকালে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছে। হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি

৫৬৬.আল-কুর'আন, ১৬ঃ ৭২, وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ
৫৬৭.আল-কুর'আন, ১৮ঃ ৪৬, الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
৫৬৮.আল-কুর'আন, ৪২ঃ ৪৯,৫০, لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ
৫৬৯.মুফতি শফী (র.) অনুবাদ মাওলানা মহিউদ্দিন খান,*সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মা'রেফুল কুর'আন*, খাদেমুল হারামাইন বাদশা ফাহাদ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, সৌদি আরব, ২০০০ খ্রি.পৃ. ১২২২
৫৭০. আল-কুর'আন, ১৬ঃ ৫৮-৫৯, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ
৫৭১.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

তিনটি কন্যা সন্তান অথবা তিন বোনকে লালন-পালন করল, তারা (কন্যা বা বোন) সে ব্যক্তির দোযখে যাওয়ার প্রতিবন্ধক হবে।"[৫৭২] অর্থাৎ তার জন্য জান্নাত। রাসূল (স.) আরও বলেন, যে ব্যক্তি তার দুটি কন্যা সন্তানকে তাদের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি এবং আমি এভাবে থাকবো। এই বলে তিনি তাঁর হাতের আংগুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।"[৫৭৩] উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। আয়িশা (রা.) তাকে বলেন একবার এক মহিলা আমার কাছে ভিক্ষা করতে আসলো। কিন্তু একটি খেজুর ছাড়া সে আমার কাছ থেকে কিছুই পেল না। আমি সেটি দিলে সে দুই টুকরা করে দুই মেয়েকে দিল। এরপর সে উঠে চলে গেল। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে আসলে আমি তাঁকে ঘটনাটি বললাম। সবকিছু শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যে ব্যক্তি কন্যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে তাদের প্রতি সদাচার করবে এই কন্যারা তার জাহান্নামে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হবে।"[৫৭৪]

জাহিলী যুগে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে হত্যা করা সম্পর্কে পিতাকে কাল কিয়ামতে জিজ্ঞাসা করা হবে মর্মে আল্লাহ বলেন, "জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে কোন অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল?"[৫৭৫] "কন্যা সন্তানের প্রতি চরম অমানবিক অবজ্ঞা এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উন্নতির যুগেও যত্রতত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আধুনিক চীনের দু'জন নারীকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে শুধু এ অপরাধে যে, তারা কেবল কন্যা সন্তান প্রসব করেছে; স্বামীকে কোন পুত্র সন্তান উপহার দিতে পারেনি।"[৫৭৬] আমাদের দেশেও অহরহ পারিবারিক কলহের কারণ হিসেবে এটি এখন মারাত্মক হয়ে উঠেছে। কন্যা সন্তান জন্ম নিলে স্ত্রীকে দোষারোপ করা হয় এবং দ্বিতীয় আরও একটি বিয়ে করার পাঁয়তারা করে। এ নিয়ে দাম্পত্য জীবনে কলহের রূপ নেয়। আবার স্ত্রী বন্ধ্যা হলে তো কথাই নেই। পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তান পিতা মাতার কাছে উভয়ই সমান। আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স) এর দরবারে বসা ছিল। এমন সময় তার পুত্র সন্তান তার কাছে এলে সে চুমু দিল এবং কোলে তুলে নিল। এরপর তার কন্যা সন্তান এল সে তাকে সামনে বসিয়ে রাখল। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন তুমি এদের উভয়ের সাথে একই ব্যবহার করলে না কেন?"[৫৭৭]

হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যার তত্ত্বাবধানে কোন শিশু বালিকা থাকে আর সে তাকে জীবিত দাফন না করে, তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করে এবং বালকদেরকে তার উপর কোনরূপ প্রাধান্য না দেয় আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।"[৫৭৮] রাসূলুল্লাহ (স.) আরও বলেন, কন্যা সন্তান সুগন্ধি ফুল। আমি তার সুগন্ধি গ্রহণ করি আর তার রিযিক তো আল্লাহর হাতে।"[৫৭৯] এ সব হাদীসের আলোকে উচিত হলো, কন্যা সন্তান জন্মে অধিকতর আনন্দিত হওয়া। "কেননা কন্যার উপলক্ষেই আখিরাতে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাহাচর্য লাভ হইবে এবং কন্যা সন্তানই দোযখের অগ্নি হতে রক্ষার উপায় হইবে বিধায় হাদীসে উল্লেখ আছে।"[৫৮০] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যাকে এই কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষায় ফেলা হয়, সে যদি তাদের সাথে মর্ম ভাল ব্যবহার করে এবং উত্তমরূপে লালন পালন করে, তবে এই কন্যাগণই তার দোযখের পথে প্রতিবন্ধকতা হইবে।"[৫৮১] রাসূল (স.) আরও বলেন, যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তানের ভরণ-পোষণ করবে তাদের পূর্ণ বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত কিয়ামতের দিন

৫৭২.আব্দুল হালিম আবু শুক্কাহ,*রাসূলের স.যুগে নারী স্বাধীনতা*, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন্স,খ.১, ১৭১ / ইমাম বায়হাকী,*আল- জামি'উসগীর*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৫২৪৮

৫৭৩.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০০,খ্রি. পৃ. ১৩২/ আব্দুল হালিম আবু শুক্কাহ, *রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৩

৫৭৪.ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল আদব, অনুচ্ছেদ:সন্তানকে আদর করা,চুমু খাওয়া, কুতুবুস সিত্তা, রিয়াদ, দারুস সালাম ২০০০খি.খ.১৩

৫৭৫.আল-কুর'আন, ৮১ঃ ৮-৯, وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ

৫৭৬.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

৫৭৭.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩০

৫৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

৫৭৯.প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

৫৮০.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

৫৮১.প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

সে আমার সঙ্গে থাকবে।"[৫৮২] পরিশেষে বলা যেতে পারে যে,কন্যা সন্তানের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা জাহিলী যুগের বৈশিষ্ট্য। ইসলাম জাহিলী যুগের এ সব বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করে ইনসাফের বিধান প্রবর্তন করেছে। সুতরাং সন্তানদের প্রতি কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ না করে পুত্র-কন্যা নির্বিশেষে সকলকেই সমান নযরে দেখা উচিত।

১৬.তৃতীয় পক্ষ হস্তক্ষেপ করলে

বাংলাদেশে শতকরা ৮০ ভাগ লোকই গ্রামে বাস করে। এই গ্রামে রয়েছে আবার অধিকাংশই যৌথ পরিবার। এখানে স্বামী স্ত্রী ছাড়াও সাথে থাকেন মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী; অপরদিকে স্ত্রীর মা, বোনও অনেক সময়ে পরিবারের সদস্য হিসেবে থাকেন। ইসলামে এই যৌথ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদেরও পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য বিদ্যমান। আমাদের দেশে এ ধরনের পরিবারে দাম্পত্য জীবনে কলহের সৃষ্টি হয় মা, বাবা, ভাই-বোন তথা স্বামী স্ত্রীর দিক থেকে শশুর, শাশুরি, ভাসুর, দেবর, শালা, শালী, ননদদের কারণে। সাংসারিক জীবনে তারা পরিবারের সদস্য হলেও দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় পক্ষ। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীর মা-বাবা,ভাই-বোন,আর স্ত্রীর মা-বাবা, ভাই-বোনদের কারণেও বিপত্তি ঘটে থাকে। স্ত্রীর মা মেয়েকে অধিকতর সুখী দেখার জন্য মেয়েকে কুপরামর্শ দিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। অপরদিকে স্বামীর মা বাবারাও ছেলেকে একান্ত করার জন্য চাপ প্রয়োগের ফলেও দাম্পত্য সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে যা বাস্তবে পরিলক্ষিত হতে দেখা যাচ্ছে। দাম্পত্য জীবনে স্বামীর স্ত্রীর পাস্পরিক পরামর্শ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা পরামর্শ করে কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।"[৫৮৩] "স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করে পারিবারিক ও সাংসারিক অনেক জটিল সমস্যার সহজ ও সুন্দর সমাধান পাওয়া যায়। স্বয়ং রাসূল (স.) তাঁহার সহধর্মিনীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করিতেন।"[৫৮৪]

অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর সাথে পরামর্শ না করে মা বাবা/ অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করার কারণে দাম্পত্য জীবনে সমস্য দেখা দেয়। অধুনা সমাজে স্বামী- স্ত্রী অবাধে বাইরে চলা-ফেরা করে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই চাকুরী করে অথবা ব্যবসা বাণিজ্য করে। সাংসারিক বিষয় নিয়ে স্বামী বা স্ত্রী তাদের সহকর্মী অথবা বন্ধু-বান্ধবের নিকট আলোচনা করে থাকে। এতেও তাদের মধ্যে ভূল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং কলহের রূপ নেয়। তৃতীয় পক্ষের কারণে যে দাম্পত্য সমস্যা হয় তার একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। "স্বামী কেরোসিন ঢালে শাশুড়ি আগুন দেয়' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়, গাজীপুরের চান্দুরায় বছর দেরেক আগে হানিফ নামে এক ছেলের সাথে ফেরদৌসী আক্তার বৃষ্টি (২২) নামে মেয়ের বিয়ে হয়। বর্তমানে বৃষ্টি অন্তসত্বা। বিয়ের সময় থেকেই শশুর বাড়ির লোকজন যৌতুকের জন্য বৃষ্টিকে চাপ দিতে থাকে। এ পর্যন্ত বৃষ্টি বাবার বাড়ি থেকে আড়াই লক্ষ টাকা যৌতুক হিসেবে দিলেও আরও চাহিদা পূরণ করার জন্য চাপ দিতে থাকে স্বামী, ভাসুর ও শাশুড়িসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। এ ব্যাপারে বৃষ্টি আরও যৌতুকের টাকা দিতে অপরগতা প্রকাশ করে। ফলে তাদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি হয়। এক পর্যায়ে একটি ঘরে তারা বৃষ্টিকে আটকে বেদম মারধোর করে এবং স্বামী হানিফ তার গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেয় আর শাশুড়ি আগুন ধরিয়ে দেয়। তার চিৎকারে প্রতিবেশিরা এগিয়ে আসে এবং তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। তার শরীরের ৪০% পুড়ে গেছে। পুলিশ তার ভাসুর মজিবরকে গ্রেফতার করেছে।"[৫৮৫]

'দাম্পত্য জীবনে শাশুড়িই!' শিরোনামে প্রকাশিত আরেক তথ্যে জানা যায় যে, সম্প্রতি ভারতে দাম্পত্য জীবনে ঝগড়ার কারণ নিয়ে একটি গবেষণায় বলা হয়েছে "দাম্পত্য জীবনে কম-বেশি ঝগড়া হয়েই থাকে। তাদের মতে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার মূল তিনটি কারণের মধ্যে গৃহস্থলী কাজ ও অর্থের পাশাপাশি শাশুড়িও অন্যতম কারণ। গবেষণায় দেখা গেছে দাম্পত্য জীবনে অর্থ সংকট ও সঞ্চয়ের স্বল্পতা ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি কারণে কলহের সৃষ্টি হয়। ঝগড়ার শীর্ষ দশ কারণের মধ্যে রয়েছে-

১.গৃহস্থলী কাজ নিয়ে,

৫৮২.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৪

৫৮৩.আল-কুর'আন, ৩ঃ ১৫৯,وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

৫৮৪. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭

৫৮৫.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১৩/৮/১১ পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

২.অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে,
৩.সঞ্চয়ের স্বল্পতা নিয়ে,
৪.শাশুড়ির নির্যাতন নিয়ে,
৫.পানাহারের অভ্যাস নিয়ে,
৬.কোন কিছু গোপন করা নিয়ে,
৭.এঁটে বাসন-কোষণ ধোয়া নিয়ে,
৮.টিভির প্রোগ্রাম দেখা নিয়ে,
৯.মেঝেতে তোয়ালে রাখা নিয়ে এবং
১০.বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে সময় বেশি নেওয়া নিয়ে।

দুই হাজার প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষের উপর জরিপ চালিয়ে এই তথ্য পেয়েছেন গবেষকেরা। গবেষণাটি পরিচালনা করেছে বৃটিশ 'ফিলিপস' কম্পানি, আর প্রতিবেদন তৈরি করেছে ভারতের 'দৈনিক টাইমস অব ইন্ডিয়া'। গবেষণায় আরও বলা হয়, গড়ে প্রতিদিন প্রতি দশ দম্পতির মধ্যে এক দম্পতির ঝগড়া হয়,আর প্রতি বিশ দম্পতির মধ্যে এক দম্পতি বেশ কয়েকবার ঝগড়া করে।"[৫৮৬] দেশের শরীয়তপুর জেলার 'প্রবাসীর স্ত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, গতকাল দুপুরে আমেনা বেগম নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। তার স্বামী আজিজুল হক মালেশিয়ার প্রবাসী। তিনি তার উপার্জিত টাকা তার স্ত্রীর এ্যাকাউন্টে পাঠাতেন। এতে পরিবারের অন্যান্য লোকজনের বিষয়টি ভাল লাগে না। তাই প্রায়ই এ নিয়ে শশুড়-শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি হত। ঘটনার দিন বাড়ির সবার সঙ্গে আমেনার বাকবিতান্ড হয় এবং এক পর্যায়ে আমেনা গলায় ফাঁস লটকিয়ে আত্মহত্যা করে। এতে পুলিশ শশুর ইউসুফ, শাশুড়ি জোহরা বেগম, ভাসুর সিরাজ বেপারী, দেবর মোক্তার বেপারী, এমদাদ বেপারী, রিয়াজ বেপারী, মনির হোসেন ও ননদ কহিনুরকে আটক করেছে।"[৫৮৭]

৫৮৬.খবর, প্রাগুক্ত, তারিখ.১২/৩/১২, পৃ ১১
৫৮৭.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ২/৭/১১ পৃ.১২

বাংলাদেশে দাম্পত্য কলহের চিত্র

এশিয়া মহাদেশের ছোট্ট দেশ বাংলাদেশ। এর আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার (৫৬৯৭৬ বর্গ মাইল)। ৪৪ বছর পূর্বে এই দেশ পাকিস্তান থেকে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। তবে এর আয়তন ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভাজনের সময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে নির্দ্ধারিত হয়। ১৯৭১ সালে এর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি। আর বর্তমান বাংলাদেশের সর্বশেষ পঞ্চম আদম শুমারি ১৪-১৯ শে মার্চ, ২০১১ খ্রি. প্রাথমিক জরিপ অনুযায়ী লোক সংখ্যা ১৪ কোটি ২৩ লাখ ১৯ হাজার। এর মধ্যে পুরুষ লোকের সংখ্যা ৭ কোটি ১২ লাখ ৫৫ হাজার এবং মহিলা ৭ কোটি ১০ লাখ ৬ হাজার ৪০০। পরবর্তীতে ২০১২ সালের দ্বিতীয় দফা যাচাই জরিপ ও গৃহ গণনায় বাদ পড়া আরও প্রায় ৫৭ লাখ যোগ হয়ে বর্তমানে মোট জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১৪ কোটি ৮০ লাখ। ১৬ জুলাই ২০১২ চূড়ান্ত হিসেব অনুযায়ী ১৪ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ৩৬৪।"[১] অর্থাৎ প্রায় ১৫ কোটি। কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা পুরুষ ৪.০২ কোটি এবং মহিলা ১.৩৫ কোটি, মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৭.৪% মহিলা ও পুরুষ এবং নির্ভরশীল ৫২% এর একটু উপরে। ২০০৯ সালের জরিপ অনুযায়ী-এর মধ্যে ৪৮.৪% কৃষিজীবী ২৪.৩% শিল্পক্ষেত্রে,বাকী ১৪.২% ব্যবসায়ী ও সাধারণ চাকুরিজীবী। শিক্ষিতের হার ৫৪.৮% অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, বাকী ৪৫.২% নিরক্ষর।"[২] পরিসংখ্যানে বুঝা যায়, স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত লোকসংখ্যা দ্বিগুণে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চম আদম শুমারীর চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ১৬ জুলাই ২০১২ দেশের প্রাক্কলিত মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি ২৫ লাখ ১৮ হাজার ১৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৭ কোটি ৬৩ লাখ ৫০ হাজার ৫ শ ১৮ জন এবং নারী ৭ কোটি ৬১ লাখ ৬৭ হাজার ৪ শ ৯৭ জন।"[৩] অপরদিকে মোট জনসংখ্যার ৮৮.৩% মুসলমান, ১০.০৫% হিন্দু, ১.২% বৌদ্ধসহ অন্যান্য।"[৪] এ ছাড়া ১/৮/২০১৫ তারিখ থেকে আরও প্রায় ৪০ হাজার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ভারতের সাথে ১১১ টি ছিটমহল বিনিময়ের কারণে।

পরিসংখ্যানে আরও স্পষ্ট হয়েছে যে, এখনও বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার অত্যন্ত কম। ফলে পরিবারে ও সমাজে বসবাসকারী লোকের সচেতনতা কতটুকু; তা সহজেই অনুমেয়। বাংলাদেশে শুরু থেকেই সকল ধর্মের, শ্রেণিপেশার মানুষ সহাবস্থানে থেকে ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, পার্বন পালন করে আসছে। এখানে সকল ধর্মের লোকই পরিবারতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং পরিবারের মধ্য থেকেই দাম্পত্য জীবন গঠন করে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এ দেশের মানুষ বর্তমানে কতটুকু দাম্পত্য জীবন পরিচালনায় পারিবারিক নিয়ম কানুন এবং ধর্মীয় বিধান মেনে চলছে? প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সূত্রে সমাজের চিত্রে দেখা বা শোনা, সংবাদ পত্র, রেডিও টিভির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী অনুমান করা যায় বাংলাদেশের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের বাস্তব চিত্র। ছোট বেলায় মসজিদের খতীব সাহেবের বক্তৃতা শুনে এবং ইসলামের ইতিহাস পড়ে জেনেছিলাম আমাদের শেষ নবী (স.) এর আগমনের পূর্বে একটি বর্বর যুগ ছিল যার নাম জাহিলিয়াতের যুগ বা 'আইয়্যামে জাহিলিয়াত'। সে যুগে সামান্য কারণেই মানুষকে হত্যা করা হতো, মেয়েদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো, শিশু কন্যাকে জীবন্ত পুঁতে হত্যা করা হতো, ব্যভিচারে লিপ্ত থাকত,মদ্যপান ছিল তাদের প্রধান নেশা, খেলা ছিল জুয়া ও লটারী, স্ত্রীকে দাসী-বাঁদী মনে করা হতো ইত্যাদি। তখন এগুলো শুনে বা পড়ে শরীর শিহরে উঠত এবং মনে প্রশ্ন করতাম তারা আসলেই মানুষ ছিল কিনা! কিন্তু ইসলাম আগমনের পর পরশ পাথরের (নবীজী স.) ছোঁয়ায় সেই মানুষেরাই সত্যিকারের মানুষ হলো, হলো খাঁটি সোনার মানুষ। কিন্তু আজ ১৫০০ বছর পর যেখানে ৮৮% এর উপরে মুসলমান, সেখানে পারিবারিক ও সামাজিক এবং দাম্পত্য জীবনে বাংলাদেশের ভূখন্ডে কী দেখি? পারিবারিক কলহে বাবা ছেলেকে, ছেলে বাবা-মাকে, ভাই ভাইকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে হত্যা বা খুন করছে, সামান্য কারণেই মুক্তিপণের আশায় নিষ্পাপ শিশুকে গুম করে হত্যা, ৩/4 বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণ,শিক্ষকের দ্বারা ছাত্রী ধর্ষণ,বখাটে কর্তৃক উঠতি বয়সী মেয়েদেরকে উত্যক্ত করা, অবৈধ মেলামেশায় অনৈতিক সম্পর্ক তৈরি

---

১. সম্পাদক মন্ডলী, *কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স*, প্রফেসর প্রকাশনী, আগস্ট ২০১২ খ্রি. বর্ষ ১৭, সংখ্যা ১৯৪, পৃ.১৭।

২. রঞ্জন কুমার নাথ, *অর্থনীতি*, ২য় পত্র, ঢাকাঃ প্রবাহ প্রকাশনী, মে ২০১১ খ্রি. পৃ.২৬০

৩. খবর, ইসলামিক টিভি/ আর টিভি, তারিখ ১৬/৭/১২, রাত ৭.৩০ / কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭

৪. রঞ্জন কুমার নাথ, *অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

এবং মোবাইলে পর্ণোগ্রাফী ধারণ এবং তা ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়া, পরকীয়াপ্রেম, স্বামী স্ত্রীর বন্ধন ছিন্ন অবশেষে হত্যা-খুন ইত্যাদি দিন দিন এমনভাবে বেড়ে চলছে যা জাহিলিয়াতের যুগকেও হার মানিয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি কিয়ামতের আলামত বৈ কিছু নয়। বিদায় হজ্জের সময় মহানবী (স.) বলেছিলেন, "দেখো, আমার পরে তোমরা আবার কুফুরিতে ফিরে যেও না,এ ভাবে যে, তোমরা পরস্পর পরস্পরের ঘাড় মটকাতে শুরু করে দেবে।"[৫] হুজুরে আকরাম (স.) বেশ কিছু ভবিষ্যত বাণী করে গেছেন। নিম্নে তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো। "এমন একটি যুগ নিকটবর্তী হচ্ছে, যখন জ্ঞান লোপ পাবে এবং ফিৎনা বেড়ে যাবে।"[৬] "শেষ যুগ এমন হবে যে, এমন জাতিসমূহ থাকবে যাদের মধ্যে প্রকাশ্যে ভ্রাতৃত্ব থাকবে আর গোপনে থাকবে শত্রুতা।"[৭] "শেষ যুগে এমন লোকজন আর্বিভূত হবে, যারা দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীন বিসর্জন দিবে।"[৮] "পৃথিবীতে তোমাদের উত্তরাধিকারীরা হবে তোমাদের মধ্যকার মন্দ লোকগুলো।"[৯] "এ যমীনের বাসিন্দাদের মধ্যে নিকৃষ্ট লোকগুলো রয়ে যাবে।"[১০] "মন্দ লোকগুলো ভাল মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে।"[১১] "অচিরেই তোমরা ক্ষমতা লোভী হবে। কিয়ামত দিবসে এটি তোমাদের লজ্জার কারণ হবে।"[১২] উপরিউক্ত হাদীসগুলো বিশ্লেষণ করলে প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশে এর একটিও সংঘটিত হওয়া থেকে বাদ পড়েনি। নবীজীর এরূপ ভবিষ্যৎ বাণী আমার মনে হয় যেন বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে প্রজোয্য। বর্তমানে বাংলাদেশে দাম্পত্য জীবনে সমস্যা তথা কলহের চিত্র এতই নাজুক ও বর্বরতায় ভরপুর যা বর্ণনাতীত। নিম্নে কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে এর বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

ঝগড়া-ঝাটি, নির্যাতন, হত্যা,আত্মহত্যা

ঢাকা অঞ্চলের চিত্র ঃ নুসরাত জাহান নামে এক গৃহবধূ বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন। ঢাকার মোহাম্মাদপুর এলাকার রায়ের বাজার হাউজিং গলির ৮০/৩ নং বাসায় স্বামী আকবর আলীর সঙ্গে ভাড়া থাকতেন। স্বামী আকবর একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতেন। স্ত্রী ছিলেন একজন গৃহিনী। তাদের মধ্যে দাম্পত্য কলহ প্রায় লেগেই থাকত। খবরে প্রকাশ,দাম্পত্য কলহের কারণেই রংপুরের মেয়ে নুসরাত আত্মহত্যা করেছেন। তাদের ২ জন সন্তান রয়েছে।"[১৩] 'রূপগঞ্জে স্ত্রীর রগ কর্তন স্বামী গ্রেফতার' শিরোনামে সংবাদে প্রকাশ, নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার ভুলত ইউনিয়নের বলাইখা গ্রামের হারুন মিয়ার বাড়িতে ভাড়াটিয়া গাড়ীচালক এরশাদ (৩২) শুক্রবার রাত সাড়ে দশটায় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় স্ত্রী হামিদার সাথে ঝগড়া হয়। এক পর্যায় এরশাদ পকেট থেকে ধারালো খুর বের করে স্ত্রীর হাতের রগ কেটে দেয়। হামিদার চিৎকারে প্রতিবেশিরা ছুটে আসে এবং এরশাদকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে এবং হামিদাকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করে।"[১৪]

ত্রিশালে স্বামীর লাঠির আঘাতে স্ত্রী খুন' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, ত্রিশালে পারিবারিক কলহের জের ধরে পাষণ্ড স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন হয়েছে। ত্রিশাল থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার হরিরামপুর ইউনিয়নের নিগুরকান্দা গ্রামের হাবিবুর রহমানের (৫০) সাথে স্ত্রী স্বপ্না আরা বেগমের মঙ্গলবার রাতে ঝগড়া হয়। ঝগড়ার এক পর্যায়ে স্বামী হাবিবুর রহমান স্বপ্না বেগমের মাথায় আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই স্বপ্নার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় এলাকাবাসী হাবিবুরকে পুলিশে সোপর্দ করে। স্বপ্নার বড় ছেলে বাদী হয়ে ত্রিশাল থানায় মামলা করেছে।"[১৫] নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার সাদিপুর ইউনিয়নের খিদিরপুর ভেরগাঁও গ্রামের আবদুল মজিদের ছেলে সোনা মিয়া ওরফে

৫.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, দিল্লীঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১১৮, ১২০

৬.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আলকুশায়িরী,*সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ১১

৭.ইমাম আহম্মদ ইবন হাম্বল,*আল-মুসনাদ*,কায়রো ঃ মাতবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া, ১৯৯৫ খ্রি.খ.৫, পৃ.২৩৫

৮.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা, *জামি'উত তিরমিযি*, দিল্লীঃ আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৫০ খ্রি. কিতাবল যুহুদ, বাব-৬০

৯.ইমাম তিরমিযি, *জামি'উত তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান,বাব-৯,

১০.ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল,*আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.৮৪,১৯৯, ২০৯

১১.ইমাম তিরমিযি, *জামি'উত তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান, বাব নং ৭৪

১২.ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল,প্রাগুক্ত,খ.২,পৃ.৪৪৮,৪৭৬

১৩.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ ১৪/৬/১১ পৃ. ৯

১৪.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ৩/৭/১১, পৃ. ৯

১৫.খবর, *দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা*, তারিখ. ২০/৯/১২, পৃ. ১১

কায়েসের সাথে একই ইউনিয়নের মোহাম্মদ আব্দুল মান্নানের মেয়ে তাসলিমা আক্তারের পারিবারিকভাবে ৩ বছর আগে বিয়ে হয়। বিভিন্ন কারণে উভয়ের মধ্যে কলহ দেখা দেয়। গত ২০/৭/১২ তারিখে দুই জনের মধ্যে ঝগড়ার এক পর্যায়ে স্বামী কায়েস ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে তাসলিমাকে কুপিয়ে জখম করে। তাসলিমার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে পাঠায়। শেষ খবর পাওয়া পযর্ন্ত তসলিমা সেখানে মুমূর্ষ অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে। তাদের ১ জন পুত্র সন্তান রয়েছে।”[১৬] ‘রডের আঘাতে এক নারীর মৃত্যু’ প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, কেরাণীগঞ্জ উপজেলার আয়েশা বেগম নামে এক নারী ছেলের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন গত ২১/৭/১২ তারিখে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ২০/৭/১২ তারিখে শুক্রবার সকালে আয়েশা বেগম ছেলে রাশেদের ২ বছরের পুত্র (নাতী) কে নিয়ে পাট ছড়ানোর কাজে বাড়ির বাইরে যান। সারাদিন বাড়ির বাইরে থেকে সন্ধায় ফিরে আসলে ছেলে ও ছেলের বউ এর সাথে এ নিয়ে ঝগড়া হয়। এক পর্যায়ে রাশেদ তার মাকে লোহার রড দিয়ে আঘাত করলে মা আয়েশা বেগম অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে প্রতিবেশিরা এসে তাকে সাভার হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডা. তাকে মৃত ঘোষণা করেন।”[১৭] ‘স্ত্রীকে কোদাল দিয়ে হত্যা’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়,দাম্পত্য সন্দেহের জের ধরে রাজধানীর কল্যাণপুরে কোহিনুর বেগম (৪০) নামের এক গৃহবধূকে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে তার স্বামী আয়নাল হক বেপারী। মিরপুর থানার পুলিশ জানায়,কল্যাণপুরে এসপি রোডের ভাড়া বাসায় তারা থাকতেন। শুক্রবার গভীর রাতে কাহিনুর মুঠোফোনে কারও সঙ্গে কথা বলায় আয়নালের সন্দেহ হয়। কোহিনুর অন্য কারো সাথে সম্পর্ক করেছে বলে আয়নালের সন্দেহে উভয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়। এক পর্যায়ে আয়নাল কোহিনুরকে কোদাল কিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। এ সময়ে তাদের কিশোরী মেয়ে সুমি চিৎকার করলে আয়নাল তাকেও দা দিয়ে কোপ মারে। এরপর আশপাশের লোকজন এসে আয়নালকে ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।”[১৮]

‘বাড্ডায় দাম্পত্য কলহে গৃহবধূর আত্মহত্যা’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, গলায় ফাঁস দিয়ে আনমি আক্তার মিশা আত্মহত্যা করেছেন। তিনি আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউ: অব বাংলাদেশ (আউবি) এ ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। তার স্বামী ছিলেন একজন পলি লেবেল ব্যবসায়ী। পুলিশের ভাষ্য মতে দাম্পত্য কলহের কারণে মিশা আত্মহত্যা করেন।”[১৯] ‘পল্লবীতে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা স্বামী গ্রেফতার’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়,পল্লবীতে জাহানারা বেগম (৫০) নামের এক গৃহবধূকে গতকাল তার স্বামী কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। হত্যার অভিযোগে পুলিশ স্বামী আব্দুল হালিমকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, জাহানারার স্বামী দুপুরে ভাত রান্না করা নিয়ে উভয়ের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয় । এক পর্যায়ে হালিম ক্ষিপ্ত হয়ে এলাপাথাড়ি কোপাতে থাকে। এতে জাহানারা গুরুতরভাবে জখম হন। তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যান। সেখানে তিনি বেলা ৩ টার দিকে মারা যান। নিহত জাহানারার ছেলে সেলিম জানায় তার বাবা হালিম একজন বদমেজাজি লোক যে কোন কারণেই মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করত।”[২০] “রাজধানীর মিরপুরে যমুনা ব্যাংকের এক কর্মকর্তা ইফতেখার আহমেদ ওরফে বাপ্পী (২৮) দাম্পত্য কলহের জের ধরে আত্মহত্যা করেছেন। তবে স্বামীর পরিবার থেকে অভিযোগ উঠেছে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এজন্য স্ত্রী মারিয়া ছন্দাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে উভয়ের মধ্যে খারাপ সম্পর্ক যাচ্ছিল। ঘটনার দিন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। বাপ্পী মিরপুরের ১০ নং এ বি ব্লকে ভাড়া বাসায় এক সন্তানসহ থাকতেন।”[২১] রাজধানীর পল্লবীতে স্বামী সাইফুল ইসলাম তার স্ত্রী সাথীকে নিয়ে ১০ নং এর বি ব্লকে ভাড়া থাকতেন। বিকালে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। রাত বারটা পর্যন্ত সাইফুল বাসায় না আসাতে প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয়। প্রতিবেশীরা বাসার লক ভেঙ্গে ঘরে সাথী আক্তারের লাশ দেখতে পান এবং পুলিশে খবর দেন। পুলিশের সূত্রে জানা যায়,সাথীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে।”[২২]

১৬.খবর, *দৈনিক সমকাল পত্রিকা*, তারিখ ২১/৭/১২ পৃ. ১১
১৭.খবর, *দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা*, তারিখ. ২৩/৭/১২ পৃ. ৪
১৮.খবর, *দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা*, তাং ২৩/৮/১২ পৃ. ১২
১৯.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, ৬/৮/১১ পৃ. ১২
২০.খবর *দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা*, তাং ৫/৯/১২ পৃ. ৭
২১.সংবাদ, এন টিভি, সন্ধ্যা ৭.৩০,তারিখ. ১৮/৮/১১/ *বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১৯/৮/১১, পৃ. ৯
২২.খবর, *দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা*, তাং. ১১/৮/১১ পৃ.৩

'ঘরে স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ রেল লাইনে স্বামীর মৃতদেহ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে, রামপুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওহিদুজ্জামানের ভাষ্যমতে,গতকাল রাতে অফিস শেষ করে ফিরে ৯ টার দিকে স্বামী রফিকুল ইসলাম (৪০) স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ দেখে ভারসাম্যহীন হয়ে মালিবাগ চৌধুরী পাড়ার রেল লাইনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তাদের বাসা রাজধানীর খিলগাও এর তালতলার বি ব্লকে। তাদের একটি সন্তান রয়েছে। পুলিশের ভাষ্যমতে,দাম্পত্য কলহের কারণে স্ত্রী শিউলি আক্তার (৩২) ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেন।"[২৩] নারায়নগঞ্জ জেলার 'রূপগঞ্জে গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে, স্ত্রী আরিফা আক্তার (১৮) স্বামী-শাশুড়িসহ যৌথ পরিবারে বাস করতেন। আরিফার শাশুড়ি হালিমা বেগম বিদ্যুৎ খরচ কমানোর জন্য আরিফাকে টিভি দেখতে নিষেধ করেন। আরিফা দিনের বেলায় টিভি না দেখে রাত ১০টায় টিভি চালু করলে শাশুড়ির সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আরিফার স্বামী মনির হোসেন আরিফার হাত-পা বেঁধে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। এ ব্যাপারে আরিফার বাবা থানায় মামলা দায়ের করেছেন।"[২৪]

'মেয়ের গলা কেটে হত্যার পর মায়ের আত্মহত্যা' শিরোনামে প্রকাশ, স্বামীর অবহেলা, প্রতারণা ও মানুষের অপমান সইতে না পেরে নিজ কন্যা সন্তানকে জবাই করে মৃত্যু নিশ্চিত করে তারপর নিজে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন মর্জিনা আক্তার (৩০) নামক এক গৃহবধূ। তার মেয়ে আনিকার বয়স ছিল মাত্র এক বছর। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বাড্ডার নর্দা জগন্নাতপুরের শহীদ হারেজ সড়কের ৭৮/১ নং বাড়িতে তারা ভাড়া থাকতেন এবং সেখানেই এ ঘটনা ঘটে। স্বামী আনিছুর রহমান ঢাকার ছেলে। ভুয়া সনদে একটি চাকুরী নেন; কিন্তু ধরা পড়ে চাকুরী হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং প্রায়ই স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন। ঘটনার আগ থেকেই আনিছ ৩/4 দিন ধরে বাসার বাইরে থাকে ও স্ত্রী সন্তানের কোন খবরও নেন না। তিন বছর পূর্বে তাদের প্রেম করে বিয়ে হয়। মাত্র ৩-4 মাস আগে এই বাসাটি ভাড়া নেন তারা। এদিকে স্ত্রী স্বামীর অবর্তমানে ধার দেনা করে ঋনগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পরে স্বামীর প্রতারণা, নির্যাতন ও মানুষের অপমান সহ্য করতে না পেরে মর্জিনা এ পথ বেছে নেন।"[২৫]

'স্বামীর ছুরিকাঘাতে স্ত্রী খুন' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, গাজীপুরের কাসিমপুর এলাকায় পারিবারিক কলহে স্বামীর ছুরিকাঘাতে স্ত্রী খুন হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ৮/৮/১২ তারিখে রাত আনুমানিক দেড়টার দিকে এ ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় যে, বগুড়ার ধনুটের মেয়ে রোজিনা (২৩) সিরাজগঞ্জের হান্নান মিয়ার (৩৫) এর সাথে কয়েক বছর আগে বিয়ে হয়। ২ জনই গাজীপুরে চাকুরি করতেন। ২ মাস আগে হান্নান চাকুরি ছেড়ে দিয়ে বেকার অবস্থায় স্ত্রীর টাকায় সংসার চালাচ্ছিলেন। এ নিয়ে রাতে ওই দিন উভয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়। এক পর্যায়ে হান্নান মিয়া রোজিনার পেটে ছুরি দিয়ে আঘাত করলে রোজিনা তাৎক্ষনিক মারা যান। রোজিনার মা বাদী হয়ে জয়দেবপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে।"[২৬] 'বন্দরে স্বামী-স্ত্রীর আত্মহত্যার চেষ্টা' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, নারায়নগঞ্জ জেলার বন্দর থানায় পারিবারিক কলহের কারণে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তাদের সিদ্ধিরগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আলমগীরের সাথে হাবিবার এক বছর আগে বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই তাদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়। ঐদিন কলহের এক পর্যায়ে দুইজনই একসঙ্গে বিষ পানে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে। তাদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে তাদেরকে উদ্ধার করে স্থানীয় শুভেচ্ছা হাসপাতালে ভর্তি করে।"[২৭] 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক রুমানা মঞ্জুর নির্যাতিত' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মিসেস রুমানা মঞ্জুরের এক সময়ের বুয়েটের ছাত্র ছাঈদ হাসানের সাথে প্রেম করে বিয়ে হয়। বিয়ের ৪/৫ বছর হয়েছে এবং তাদের একটি কন্যা সন্তানও আছে। জনাব রুমানা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার কারণে কানাডার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পড়াশুনার সুযোগে সেখানে তিনি যান। কিন্তু স্বামী ছাঈদ এতে অমত করেন। মিসেস রুমানাস্বামীর অমতেই শিক্ষালাভের জন্য কানাডায় যান এবং বেশ কিছুদিন পর গষেণার ফাঁকে দেশে আসেন। কিন্তু আবার সেখানে যেতে চাইলে স্বামী এতে বাধ সাজেন এবং উভয়ের

২৩.খবর, *দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা*, তাং ১০/৩/১২ পৃ.২৪
২৪.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ২৩/৬/১১
২৫.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১৬/৭/১১, পৃ. ৯
২৬.খবর, *দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা*, তাং ৯/৮/১২ পৃ. ৪
২৭.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ২৩/৮/১১, পৃ. ৯

মধ্যে ঝগড়া ঝাটি হয়। স্বঘোষিত প্রকৌশলী ছাঈদ হাসানের ভাষ্যমতে রুমানা নিজেকে বিচ্ছেদ চেয়েছিলেন। তিনি তাকে চারিত্রিকভাবে সন্দেহ করেন এবং গায়ে হাত তোলেন। এক পর্যায়ে রুমানার চোখ উপড়িয়ে ফেলেন। এতে রুমানা অন্ধ হয়ে যান। ঘটনাটি ঘটে গত ৫/৬/১১ তারিখে এবং সাঈদ গ্রেফতার হন ১৫/৬/১১ তারিখে। তারপর মিসেস রুমানা ভরতের চিকিৎসা শেষে কানাডা সরকারের অভিবাসন মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে সুচিকিৎসার জন্য গত ৪/৭/১১ তারিখে সেখানে গেছেন। এদিকে স্বামী প্রকৌশলী ছাঈদ গ্রেফতার হয়ে হাজতে থাকাকালীন সময়ে ইতোমধ্যে আত্মহত্যা করেছেন।"[২৮] 'প্রেমের বিয়ে মেনে না নেওয়ায় জাবির ছাত্রীর আত্মহত্যা' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, উভয়ের পরিবার প্রেমের বিয়ে মেনে না নেওয়ায় শাহলীনা পারভীন তনা (২৫) নামে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য সাবেক এক ছাত্রী আত্মহনন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে আমবাগান এলাকার একটি বাসা থেকে পুলিশ তার লাশ গতকাল সকালে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছে। তনা প্রত্নতত্ব বিভাগের ছাত্র মিহিরের সাথে প্রেম করে ছাত্র জীবন শেষে তিন মাস আগে বাবা-মায়ের অমতে বিয়ে করে। কিন্তু এ বিয়ে দুই পরিবারই মেনে নেয় না। পরে তনা সাভারে 'কিশালয় কিন্টার গার্টেন' নামে একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরি নেন। কোন পরিবারেই তার ঠাঁই না হওয়ায় তনা পাশেই একটি বাসা ভাড়া নেন। তনার গ্রামের বাড়ি ঝিনাইদহে এবং বাবা লিয়াকত হোসেন। তার ভাই নয়নও একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। দুই পরিবারই বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য তাদেরকে চাপ দেয়। মিহিরের মা ছেলেকে অন্যত্র বিয়ে দেবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় এবং মিহিরও মায়ের কথামত তনার সাথে যোগাযোগ কমিয়ে দেয়। তনার সহপাটিরা জানান,এতে তনা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন এবং হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেন। তাদের অভিযোগ, মিহিরের মা-সহ পরিবারের অন্যান্য লোকজন তনাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে।"[২৯]

সাত বছরে ৭৩ হাজার আত্মহত্যা ঃ দেশে আত্মহত্যার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। পুলিশ সদর দপ্তরের পরিসংখ্যান মতে প্রতিদিন গড়ে আত্মহত্যা করছে ২৯ জন। ওই পরিসংখ্যানে আরও বলা হয়েছে, ২০০২ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত সাত বছরে দেশে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে ৭৩৩৮৯ জন ব্যক্তি। এর মধ্যে গলায় ফাঁস ৩১৮৫৭ জন এবং বিষপানে ৪১৫৩২ জন। তাদের মধ্যে রয়েছে অল্পবয়সী, কিশোর-কিশোরী থেকে যুবক-যুবতী, পুরুষ-মহিলা। পুলিশ সদর দফতরের পরিসংখ্যান মতে-

২০০৩ সালে ১০,৩৮৩ জন
২০০৪ সালে ১০১৬৪ "
২০০৫ সালে ১০৩৫৭ "
২০০৬ সালে ১০৬৮০ "
২০০৭ সালে ১১২০৫ "
২০০৮ সালে ১০৫৯০ " এবং
২০০৯ সালে ১০০১০ জন আত্মহত্যা করেছে।

পরিসংখ্যানটি গাবষণা করলে দেখা যায় যে, প্রতি বছর গড়ে ১০৪৮৪ জন আত্মহত্যা করেছে। প্রতিমাসে গড়ে ৪৭৪ জন। সে হিসেবে প্রতিদিন ২৯ জন। পুলিশের তদন্ত সোর্স বলেছে, মেট্রোপলিটন শহরে গলায় ফাঁস এবং গ্রামগুলোতে বিষপানে আত্মহত্যার প্রবণতা (হার) বেশি। সূত্র জানায়, পারিবারিক কলহ, সাংসারিক অশান্তি, পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা, পরকীয়া ও মাদকাসক্তির জের ধরে এসব আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া সামান্য মান-অভিমানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে কিশোর কিশোরীরা। অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে এর মাত্রা বেশি। এ দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের আত্মহত্যারোধে তাদের হলগুলোতে কাউন্সেলিং ও মটিভেশনের জন্য মনোবিজ্ঞানী নিয়োগ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়তে আসে তারা সাধারণত সচ্ছল ও ধনী পরিবারের। তাদের সমস্যা কম, তাই মটিভেশন ও কাউন্সেলিং দ্বারা হয়ত কিছুটা সম্ভব। কিন্তু এর চেয়ে বড় ধরনের অপরাধ কাউন্সেলিং ও মটিভেশন দ্বারা সম্ভব নয়।"[৩০]

২৮.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ৬/৭/১১, পৃ. ১২
২৯.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ২৮/৬/১২, পৃ. ১২
৩০.আবুল কাসেম ফজলুল হক, *সংবাদ প্রতিবেদন*, *দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা*, তারিখ.১১/৮/১১ পৃ.১১

খুলনা অঞ্চল ঃ 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করল স্বামী' শিরোনামে প্রকাশিত, ঢাবির আইন বিভাগের মেধাবী ছাত্রী মাশহুদা খাতুনকে (২৩) শ্বাসরোধ করে হত্যা করল স্বামী একই বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র আব্দুল কুদ্দুস। পুলিশ সূত্রে জানা যায়,গত বছর ৪ জুন সদর উপজেলার খানপুর গ্রামের মৃত মাওঃ আবুল হোসেনের মেয়ে মাশহুদার খুলনার পাইকগাছা থানার শ্রীকপুর গ্রামের মহিউদ্দিনের ছেলে কুদ্দুসের সাথে বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই দাম্পত্য কলহ চলে আসছিল। এক সপ্তাহ আগে মাশহুদা বাবার বাড়ি সাতক্ষীরায় বেড়াতে আসে। স্বামী কুদ্দুসও সেখানে আসে। রাতের খাবার খেয়ে স্বাভাবিকভাবেই একসঙ্গে তারা ঘুমাতে যায়। রাতেই কোন এক কারণে কুদ্দুস স্ত্রী মাশহুদাকে মারধোর শুরু করে এক পর্যায়ে তাকে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। কুদ্দুসকে সন্দেহ করা হলে কুদ্দুস থানায় আত্মসমর্পন করে এবং হত্যার দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে।"[৩১] 'অন্তসত্ত্বা স্ত্রীর পেটে লাথি, মৃত্যু' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, মিতা খাতুন (২৪) কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার এলঙ্গী গ্রামে তার বাড়ি। মঙ্গলবার দুপুরে তার স্বামী চানু শেখ (৩০) দাম্পত্য কলহের জের ধরে স্ত্রীর পেটে লাথি মেরে খুন করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রায় সাত বছর আগে তাদের বিয়ে হয়। বর্তমানেও মিতা খাতুন অন্তসত্ত্বা ছিলেন। বুধবার দুপুরে বাড়িতে এসে চান্নু শেখ খাবার চান। মিতা তাকে জানান,খাবার এখনও হয়নি একটু দেরি হবে। এতে চান্নু উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং মিতার পেটে সজোড়ে লাথি মারেন। এতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মিতা মারা যান। থানায় মামলা হয়েছে এবং চান্নু শেখকে গ্রেফতার করা হয়েছে।"[৩২]

রাজশাহী অঞ্চল ঃ 'সিরাজগঞ্জে শশুর, শাশুড়ি ও ননদ জেল হাজতে' শিরোনামে শহরের প্রবাসীর স্ত্রী সুর্বনা খাতুন (২১) তাদের নির্যাতনে (প্রহারে) মারা যায়। গত ২৯/৬/১১ তারিখে তাদের শশুর আকবর আলী, শাশুড়ি মোসলেয়ারা, ননদ অলোকাকে আটক করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।"[৩৩] 'পারিবারিক অশান্তির কারণে উল্লাপাড়ায় এক দম্পতির বিষপান' সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়ার লাহিরি মোহনপুরে পারিবারিক কলহের কারণে গতকাল দুপুরে স্বামী মোঃ রাসেল (২২) এবং স্ত্রী আছিয়া(২০) দম্পতি আত্মহত্যার জন্য বিষপান করে।"[৩৪] 'রাজশাহীতে দ্বিতীয় বিয়ে অনুমতি না দেওয়ায় স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা' রাজশাহীর বাগমারায় এক গৃহবধূকে গতকাল সকালে হত্যা করেছে তার স্বামী। নিহত গৃহবধূর নাম লাকী বেগম (২৭)। গতকাল সকালে উপজেলার যোগীপাড়া ইউপির ভাঙ্গাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, ঘটনার পর শশুর বাড়ির লোকজন পলাতক রয়েছে।"[৩৫] 'পুলিশ স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রী নির্যাতনের অভিযোগ' নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার মশিন্দা গ্রামের এক পুলিশ আব্দুল বারী তার প্রথম স্ত্রী ফাতেমাকে গর্ভবতী অবস্থায় বেধরক মারপিটের কারণে সন্তান জন্মদানের সময় তিনি মারা যান। এরপর সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার বাসিন্দা ঝর্ণা বেগমকে বিয়ে করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষে ৩ সন্তান হলেও আব্দুল বারী স্ত্রী-সন্তানদের কোন খোঁজ-খবর নেন না। ঝর্ণা বেগম এর প্রতিবাদ করলে তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেন। তিনি চাকুরি করেন সিপাহী পদে এবং কর্মস্থল সিরাজগঞ্জ কোর্টে। গত ১৭/৮/১২ তারিখে সিরাজগঞ্জ কোর্ট থেকে আব্দুল বারী ছুটি না নিয়েই বাড়িতে আসেন এবং আগের পক্ষের সন্তানদের নামে জমি লিখে দেওয়াকে কেন্দ্র করে তার সাথে ঝগড়া হয়। এরপর ঝর্ণা বেগমকে বেধরক লাঠিপেটা করে। এতে ঝর্ণা বেগমের হাত পা ভেঙ্গে যায়। কোনরূপ চিকিৎসা না করেই আব্দুল বারী সিরাজগঞ্জ চলে যায়। ফলে ঝর্ণা বেগম গুরুদাসপুর থানায় এবং এস পি অফিসে লিখিত অভিযোগ করেও কোন প্রতিকার না পেয়ে স্থানীয় সাংবাদিক ও মানবাধিকার সংস্থার স্মরণাপন্ন হন। সংস্থার ম্যানেজার আবু সাকি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন।"[৩৬] 'মান্দায় স্ত্রীকে জবাই করে হত্যা, স্বামী গ্রেফতার' সাড়ে চার বছর আগে নওগাঁর মান্দা উপজেলার কেটে গ্রামে শমসের আলী (৬০) খাদিজা বেগম (৩৫)কে দেড় বিঘা জমি পণ দিয়ে বিয়ে করে। বিয়ের পর ঐ জমি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য শমসের স্ত্রীকে চাপ দিতে থাকে। কিন্তু স্ত্রী এতে অস্বীকৃতি জানায়। এ কারণে শমসের স্ত্রী খাদিজাকে মারধোর করে এবং এক পর্যায়ে ধারাল ছুরি দিয়ে স্ত্রীকে জবাই করে হত্যা করে। স্বামী

৩১.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ২৪/৬/১২ পৃ.১২
৩২.খবর, *দৈনিক প্রথম আলো*, তারিখ. ২৩/৮/১২ পৃ. ১৭
৩৩.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১/৭/১১ পৃ. ৯
৩৪.খবর, *দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা, তারিখ.* ১৫/৮/১১
৩৫.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১৪/৮/১১, পৃ. ৯
৩৬.খবর, *দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা*, তারিখ. ১৯/৯/১২ পৃ. ১৬

আটক এবং মামলা হয়েছে। ওসি জানায়, সে স্ত্রী হত্যার কথা স্বীকার করেছে।"[৩৭]

রংপুর অঞ্চলঃ 'স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্য' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে, দিনাজপুরে এক কলেজ শিক্ষক পারিবারিক কলহের কারণে তার স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। পুলিশ নিহত সাকিনা আক্তারের লাশ উদ্ধার করেছে।"[৩৮] 'স্ত্রীর গায়ে এসিড ছুঁড়েও পার পেয়ে গেলেন স্বামী' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার ভান্ডারদহ গ্রামে তালাক দিতে রাজি না হওয়ায় স্ত্রী সেলিনা আক্তারকে এসিড ছুঁড়ে মেরেছে তার স্বামী তৈমুর রহমান। এসিডদগ্ধ সেলিনাকে বালিয়াডাঙ্গি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরে ওইদিন রাতে এলাকার প্রভাবশালীদের সহায়তায় ৪ লাখ টাকায় সমঝোতা হয় যেন থানায় মামলা না হয়। ভান্ডারদহ গ্রামের দবিরুল ইসলামের পুত্র তৈমুর পাশের গ্রামের আব্দুল মালেকের মেয়ে সেলিনাকে ভালবেসে গত বছরের ১৬ অক্টোবর মাসে বিয়ে করে। কিন্তু তৈমুরের পরিবার এ বিয়ে মেনে নেন না। ফলে তৈমুর ও সেলিনা ঢাকায় এসে একটি গামেন্টেসে কাজ নেয়। কিছুদিন পর তৈমুর ঢাকা থেকে সেলিনাকে না বলে বাড়িতে চলে আসে এবং সেলিনাকেও চলে আসতে বলে। সেলিনাও চলে আসে তার শ্বশুর বাড়ি। কিন্তু শ্বশুর বাড়ির লোকজন সেলিনাকে নির্যাতন শুরু করে। এক পর্যায়ে তৈমুর সেলিনাকে বলে যেন তাকে তালাক দেয়। কিন্তু সেলিনা এতে রাজি না হওয়ায় তৈমুর রাতে হত্যার উদ্দেশ্যে তার গায়ে এসিড মারে। পরে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই স্থানীয় রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালীদের মধ্যস্থতায় ৪ লাখ টাকা জরিমানা করে একটি সালিস করে।"[৩৯]

'স্ত্রীকে জীবন্ত কবর দেওয়ার চেষ্টা' প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, গত শনিবার রাতে নীলফামারী সদরের কছুকাটা ইউঃ তালুকা মানুষমারা গ্রামে মঞ্জুআরা বেগম (৫২) নামে এক গৃহবধূকে পারিবারিক কলহের জের ধরে ঘরের ভেতর কবর খুরে জীবন্ত কবর দেওয়ার চেষ্টা করে স্বামী তছলিম উদ্দিন (৬০)। খবরে প্রকাশ, তাদের ছয় ছেলেমেয়ের মধ্যে সবার ছোট ছেলে তাদেরকে না জানিয়ে বিয়ে করে। এতে পিতা তছলিম উদ্দিন ওই ছেলেকে ত্যাজ্য করে এবং স্ত্রীকেও নির্দেশ দেন যেন ছেলের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ না করে। কিন্তু স্বামীর নির্দেশ উপেক্ষা করে স্ত্রী মঞ্জুআরা ছেলের বিয়ে মেনে নেন এবং ছেলে বাড়িতে মায়ের সাথে যোগাযোগও করতে থাকে। এমনি একদিন ছেলেকে মায়ের সাথে বাড়িতে দেখে তসলিম উদ্দিন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং স্ত্রীকে বলে তাকে জীবন্ত কবর দেবে। রাতে ঘরের ভেতর কবর খুরে সেখানে স্ত্রীকে মাটিচাপা দেওয়ার সময়ে তার চিৎকারে এলাকাবাসী ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে এবং মঞ্জুআরাকে হাসপাতালে পাঠায়। মঞ্জুআরা বলেন, প্রথমে ভেবেছিলাম স্বামী আমার উপর রাগ করে কবর খুরে জীবন্ত কবর দেওয়ার ভয় দেখাচ্ছেন। কিন্তু সত্যি সত্যি যখন দেখলাম স্বামী আমাকে কবরে নামিয়ে দিয়ে মাটিচাপা দিচ্ছেন তখন আমি চিৎকার করলাম। এ সময়ে স্বামী আমার মাথায় কোদাল দিয়ে কোপ মারতে থাকেন। জীবন্ত কবরস্থ হতে বেঁচে গিয়ে হাসপাতালে মঞ্জুআরা এসব কথা বলেন।"[৪০] 'স্ত্রীর লাথিতে গাইবান্ধা সদর উপজেলায় ঘটনাস্থলেই এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল রবিবার বিকেল পাঁচটায় এ ঘটনাটি ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম আব্দুস সাত্তার (৪৭)। স্বামী হত্যার দায়ে স্ত্রী রেশমা বেগমকে (৩০) পুলিশ গ্রেফতার করেছে। সূত্রমতে,পারিবারিক বিরোধকে কেন্দ্র করে সদর উপজেলার সাহাপাড়া ইউনিয়নের বিষ্ণুপুর গ্রামে আব্দুস সাত্তারের সঙ্গে স্ত্রী রেশমার ঝগড়া হয়। এক পর্যায়ে স্ত্রী রেশমা সাত্তারকে লাথি মারলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।"[৪১]

চট্টগ্রাম অঞ্চলঃ 'স্ত্রীকে নির্যাতন, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা গ্রেফতার' বি. বাড়িয়া শহরের দক্ষিণ মৌরাইলে স্বামী মেসবাহ উদ্দিন চৌধুরী মিশু স্ত্রী শাহিনাকে দাম্পত্য দন্ধে দা দিয়ে কুপিয়ে জখম করে এবং ঘরে আটকে রাখে। শাহিনার ভাই আরিফ খোঁজ নিতে আসলে তাকেও মেসবাহ মারধোর করে। পরে পুলিশকে খবর দিলে শাহিনাকে উদ্ধার করা হয় এবং মেসবাহকে গ্রেফতার করে।"[৪২]

৩৭.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ.৭/৭/১১
৩৮.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ৯/৮/১১
৩৯.খবর, *দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা*, তারিখ. ৯/৯/১২, পৃ. ২০
৪০.খবর, *দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকা*, তারিখ. ২/৭/১২, পৃ.১
৪১.খবর, *দৈনিক সমকাল পত্রিকা*, তারিখ. ২০/৬/১১ পৃ.১
৪২.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১০/৭/১১

'পাষন্ড স্বামীর নৃশংস হত্যা' বছর চারেক আগে রং নাম্বারে ফোনে ফেনীর ছেলে সাইফুল ইসলাম জুয়েলের সাথে বাগের হাটের এইচ এস সি'র ছাত্রী ফারজানা ইসলাম মিলির পরিচয় হয় এবং পরবর্তীতে প্রেমের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ১ বছর আগে মিলি বাবা-মাকে না জানিয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে জুয়েলকে চট্টগ্রামে গিয়ে বিয়ে করে। বিয়ের পর মিলি জানতে পারে জুয়েল বিবাহিত এবং তার প্রথম স্ত্রীও আছে। এটি জানার পর থেকেই মিলির সঙ্গে জুয়েলের প্রায়ই ঝগড়া হত। পুলিশের বরাত দিয়ে জানানো হয় যে, ঘটনার দিন প্রথমে ঝগড়া হয় পরে জুয়েল মিলিকে মারধোর করে এতে মিলি অজ্ঞান হয়ে যায়। মিলিকে মৃত ভেবে জুয়েল মিলির লাশকে চারটি টুকরো করে। ২ টুকরো নিজ বাসার ফ্রিজের মধ্যে রেখে অপর ২ টুকরো বস্তায় নিয়ে ছাগলনাইয়ার শুভ্রপুর ব্রীজের নিচে পুঁতে ফেলার জন্য টেম্পুযোগে একটি পুটলিতে করে নিয়ে গেলে পুলিশের সন্দেহ হয়। পুলিশ তাকে পথমে পুটলিতে কী আছে জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দেয় এতে মাছ আছে। পুলিশ সেটি খুলতে লাগলে জুয়েল দৌড়ে পালিয় যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পালাতে পারে না; বরং গ্রেফতার হয়।"[৪৩]

<u>**বরিশাল অঞ্চল**</u> ঃ 'স্বামীর সাথে অভিমান করে..' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, ঝালকাঠি জেলার রাজাপুরের রনি (২৬) একই এলাকার পপি (২৩) নামে এক মেয়েকে বিয়ের পর থেকেই কারণে অকারণে নির্যাতন করত। নির্যাতন সহ্য না করতে পেরে পপি এক পর্যায়ে স্বামীর কাছ থেকে বাবার বাড়ি চলে আসে। গত ১৪/৭/১১ তারিখে রনি স্ত্রী পপিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য শশুর বাড়িতে আসে। কিন্তু পপি যেতে চায় না এতে তাৎক্ষণিক অভিমান করে রনি স্ত্রী পপির সামনেই শশুর বাড়িতে বিষপান করে আত্মহত্য করে। কিন্তু রনির পরিবারের অভিযোগ, শশুরবাড়ির লোকজন রনিকে হত্যা করেছে এবং এটি ঢাকার জন্য মৃত রনির মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে আত্মহত্যা বলে অপপ্রচার করছে। থানায় মামলা হয়েছে।"[৪৪] 'মা-চাচার পিটুনিতে প্রাণ গেল মুক্তার' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়, স্বামী পছন্দ না হওয়ার অপরাধে জীবন দিল একাদশ শ্রেণির ছাত্রী মুক্তা (১৮)। তবে মুক্তা অভিমানে আত্মহত্যা করেছে না পিটনিতে মারা গেছে তা এখও স্পষ্ট নয়। ঘটনার বিবরণ হলো- সদর উপজেলার পরকাল গ্রামে প্রবাসী নান্টুর মেয়ে মুক্তার অমতে গত ৩/৬/১১ তারিখে আয়লা গ্রামের আঙ্গার পাড়া গ্রামের শফিকুলের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে মুক্তা এলাকার অন্য একটি ছেলেকে ভালবাসে বলে স্বামীকে জানিয়ে দেয় তার সাথে সংসার করা সম্ভব নয়। এতে স্বামী শফিকুল তাদের বাড়িতে আসতে চাইলে মুক্তা নিষেধ করে এবং বলে মা যেন এ কথা জানতে না পারে। পরে মা মিনারা বেগম জানার পর মেয়েকে বকাবকি করে এবং এক পর্যায়ে মা-চাচা মিলে মুক্তাকে লাঠি দিয়ে পিটনি দেয়। পরে চাচার ঘরে মুক্তার ঝুলন্ত লাশ দেখা যায়। এলাকাবাসীর দাবি মুক্তাকে পিটিয়ে হত্যা করে লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এদিকে মা বলেন, মেয়েকে মারধোর করার পর অভিমানে গলায় ওড়না দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।"[৪৫]

মঠবাড়িয়ায় গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে হত্যার অভিযোগ' শিরোনামে সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়,পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলার ফুলঝুড়ি গ্রামে গতকাল রোববার শাহীনুর বেগম (৩০) নামের এক গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। হত্যাকান্ডে জড়িত সন্দেহে গৃহবধূর শ্বশুর আব্দুর রশিদ হাওলাদার ও ননদের ছেলে ইব্রাহিমকে পুলিশ আটক করেছে। এদিকে ঘটনার পর থেকেই স্বামী কামাল হোসেন পলাতক। মঠবাড়িয়া থানার ওসি জাহিদ হোসেন বলেন, গৃহবধূ শাহীনুরের গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।"[৪৬]

<u>**সিলেট অঞ্চল**</u> ঃ 'এবার দুই বছরের সন্তান নিয়ে ট্রেনের নিচে মায়ের আত্মহনন' মৌলভীবাজারের শমসের নগর রেল স্টেশনের কাছে গতকাল সকাল দশ টার দিকে স্বামী লেচু মিয়ার নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে রুমা (৩২) নামে এক গৃহবধূ ২ বছরের সন্তান নিয়ে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহনন করেছে লেচু মিয়া রাজমিস্ত্রির কাজ করে। রুমার বোন জানান, স্বামীর সঙ্গে কলহের কারণে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।"[৪৭]

৪৩.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ.২৩/৪/১২, পৃ.১২
৪৪.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১৬/৭/১১
৪৫. খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১১/৭/১১, পৃ. ৯
৪৬.খবর, *দৈনিক প্রথম আলো*, তারিখ. ২৩/৭/১২ পৃ. ২১
৪৭.*দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১৭/৮/১১, পৃ. ১২

যৌতুকের বলী

ঢাকা অঞ্চল ঃ ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ গ্রামের পঃ পাড়ার মোঃ মহিউদ্দিনের ছেলে মোঃ মামুনের সাথে পারিবারিকভাবেই একই উপজেলার অমি নামে এক মেয়ের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই মামুন অমির কাছে যৌতুক দাবি করে। অমি যৌতুকের টাকা যোগার করতে না পারায় প্রথমে উভয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়। এক পর্যায়ে মামুন অমিকে লাঠিপেটা করে, এতে অমি মারা যায়।"[৪৮] 'স্বামীর লাথিতে অন্ত:সত্ত্বা গৃহবধূর মৃত্যুর অভিযোগ' শিরোনামে জানা যায় যে,রাজধানীর বাড্ডার ১ নং সড়কের ৬ নং বাড়িতে স্বামী আকবর হোসেনের সঙ্গে স্ত্রী রুমা (২৪) থাকতেন। আকবর পেশায় মাংস বিক্রেতা (কসাই)। পারিবারিক কলহের জের ধরে গতকাল সকালে রুমার পেটে লাথি মারে আকবর। রুমা অচেতন হলে স্বজনেরা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রুমা সেখানে মারা যায়। রুমার মা মাসুদা অভিযোগ করেন, যৌতুকের জন্য আকবর আমার মেয়েকে পিটিয়ে হত্যা করেছে।"[৪৯] 'স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার ভাগনাহাটি গ্রামের দম্পতি স্বামী খলিল স্ত্রী সাহেরাকে (৩৫) নেশার টাকা যোগার করে না দেওয়াতে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। ঘটনার বিবরণ হলো, স্বামী খলিল দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত, নিজে কাজ করে না সন্তান সংখ্যা তিন জন। বড় সন্তান মেয়ে স্কুলে লেখাপড়া করত। পারিবারিক ভরণ-পোষণ মেটাতে পারে না। এক বেলা আধা বেলা খেয়ে না খেয়ে দিনাতিপাত করত। এরূপ অবস্থা স্ত্রী সহ্য করতে না পেরে বড় মেয়ের পড়ালেখা বন্ধ করে নিজে গার্মেন্টেস কারখানায় চাকুরি নেন। বেতনের অর্ধেক টাকা স্বামীর হাতে তুলে দিত এবং সে টাকা দিয়ে খলিল নেশা করত। কিন্তু ঘটনার দিন খলিল আরও টাকা চাইলে সাহেরা তা দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং কাজে চলে যান। এতে খলিল পরিকল্পনা মাফিক স্ত্রী সাহেরা অফিস থেকে ফেরার সময় বাড়ির কাছেই রাত ১১ টার দিকে ওড়না পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যা করে।"[৫০]

"যৌতুকের জন্য নববধূ খুন' শিরোনামে খবরে প্রকাশ মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলার লক্ষীবন্ধ গ্রামে রাত ১১.০০ টার দিকে স্বামী শাহাদত হোসেন কাজী পিতা মোসলেম কাজী মাত্র বিশ হাজার টাকা যৌতুকের জন্য স্ত্রী খাদিজাকে পিতা-পুত্র মিলে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। মাত্র দুই মাস পূর্বে শাহাদত ও খাদিজার পারিবারিকভাবেই বিয়ে হয়। বিয়েতে ত্রিশ হাজার টাকা যৌতুক নির্ধারণ করা হয়। বিয়ের দিন দশ হাজার নগদ প্রদান করেন খাদিজার পিতা এবং বাকী থাকে ঐ বিশ হাজার টাকা। বাকী টাকার জন্য খাদিজাকে তারা হত্যা করে। এ ব্যাপারে থানায় খাদিজার বাবা মামলা দায়ের করেছেন।"[৫১] 'সাভারে গৃহবধূকে শ্বাসরোধে হত্যা' শিরোনামে প্রকাশ, রাজধানীর উপকণ্ঠে সাভারের রাজাশনে বিউটি বেগম (২০) নামে এক গৃহবধূকে গত ২৪/৭/১২ তারিখ মঙ্গলবার রাতে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার অভিযোগে পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে। বিউটি মধ্য রাজাশনের শেখ সাদী সরকারের স্ত্রী এবং চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা। বছর দুয়েক আগে তাদের বিয়ে হয়। সাভার থানার পুলিশ ও বিউটির বাবার বাড়ির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের জন্য শ্বশুর বাড়ির লোকজন মারপিট করত। গত মঙ্গলবার রাতে এ নিয়ে প্রথমে ঝগড়া হয় এবং এক পর্যায়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। মারা যাওয়ার পর তারা বিউটির মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে আত্মহত্যার প্রচারণা চালায়। কিন্তু থানার প্রাথমিক রিপোর্টে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে।"[৫২]

'স্বামীর নির্যাতনে মৃত্যু শয্যায় স্ত্রী' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়, যৌতুকের দাবি মেটাতে না পারায় স্বামীর হাতে অমানুষিক নির্যাতনে এখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন স্ত্রী খাদিজা খাতুন (৩২)। বর্তমানে খাদিজা ঢাকার মোহম্মাদপুর কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জানা গেছে, গত ১০ বছর আগে মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার বাগর গ্রামের ছেলে আব্দুর রহমানের (৪২) সাথে নড়াইল জেলার ঝিকরগাছা গ্রামের কাউসার হোসেনের মেয়ে খাদিজার বিয়ে হয়। খাদিজা পোষ্ট অফিসে চাকরী করতেন। বিয়ের পর থেকে শাহ আলী এলাকার ৪২/৩

৪৮.একুশের চোখ, *একুশে টিভি বাংলাদেশ*, প্রচারিতঃ ২২/৬/২০১১ রাত-৮৩০
৪৯.খবর, *দৈনিক প্রথম আলো*, তারিখ. ১৬/৮/১২ পৃ. ১৭
৫০.খবর, *দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা*, তারিখ.৭/৭/১২, পৃ. ৩
৫১.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১১/৭/১১, পৃ.৯
৫২.খবর, *দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা*, তারিখ. ২৬/৭/১২ পৃ. ৪

নবাবের বাগেস্বামীসহ ভাড়া থাকতেন। বিয়ের পর থেকেই রহমান নানা অজুহাতে খাদিজার কাছ থেকে যৌতুক দাবি করে আসছিল। না দিলেই নেমে আসত অমানবিক নির্যাতন। খাদিজার বড় ভাই সোহরাব হোসেন জানান, দেড় মাস আগেও রহমানকে দুই লাখ ষাট হাজার টাকা দেওয়া হয়। রহমান সম্প্রতি ইউপি নির্বাচন করার জন্য আরও এক লাখ সত্তর হাজার টাকা নেয়। কিন্তু নির্বাচনে হেরে গেলে আরও টাকার দাবি করে খাদিজার কাছে। আর খাদিজা তা না দেওয়াতে এরূপভাবে তাকে মারধোর করা হয়েছে।"[৫৩]
এদিকে নরসিংদী জেলায় 'স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা' শিরোনামে আরও একটি তথ্যে জানা যায়, প্রায় চার বছর আগে সদর উপজেলার শ্রীনগর গ্রামের শাকিল মিয়ার (৩২) রায়পুরা উপজেলার গোপীনাথপুর গ্রামের ইয়াসমিনের বিয়ে হয়। কিন্তু শাকিল তার পরিবার নিয়ে দক্ষিণ দেওরা গ্রামে নানার বাড়িতে থাকতেন। বিয়ের কিছুদিন পরই ইয়াসমিনকে যৌতুকের জন্য চাপ দেয় এবং নির্যাতন করতে থাকে। তখনই ইয়াসমিনের মা শাকিলের বিরুদ্ধে শিশু ও নারী নির্যাতন আইনে মামলা করে। গত ১৪/৪/১২ তারিখে শনিবার শাকিল দুপুরের দিকে স্ত্রী ইয়াসমিন ও আড়াই বছরের একমাত্র ছেলে সাজিদের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাদের চিৎকারে আশে পাশের লোকজন ছুটে আসে এবং অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। ইয়াসমিনের অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেলে স্থানান্তর করে। একদিন পর ইয়াসমিন মারা যায়। ছেলে সাজিদ চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। শাকিল গ্রেফতার হয়েছে।"[৫৪]
'আড়াইহাজারে অগ্নিদগ্ধ সেই গৃহবধূর মৃত্যু' শিরোনামে সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়, নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় অগ্নিদগ্ধ হওয়ার নয়দিন পর গৃহবধূ মারিয়া আক্তার (২৬) মারা গেছেন। ২০ জুলাই শ্বশুর বাড়ির লোকজন মারিয়ার গায়ে কেরাসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ উঠেছে। মারিয়ার বাবা ইসমাঈল হোসেন অভিযোগ করেন ৪ বছর আগে উপজেলার ব্রাহ্মন্দী ইউ: এর বিনাইচর গ্রামের ফজর আলীর ছেলে সোলায়মানের সঙ্গে তার মেয়ে মারিয়ার বিয়ে দেন। বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের জন্য শ্বশুর বাড়ির লোকজন মারিয়াকে নির্যাতন করত। গত ২০ জুলাই তারিখে মারিয়ার এ নিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক হয়। পরে গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় মারিয়ার গায়ে কেরাসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। মারিয়ার চিৎকারে আশ-পাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে পাঠান। সেখানে সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নয়দিন পর মারা যায়।"[৫৫]

রাজধানীর 'তুরাগে স্ত্রী খুন' শিরোনামে সংবাদে প্রকাশ, ১৫ বছর আগে শুক্রডাঙ্গায় আদশ আলীর সঙ্গে রুমা নামে এক মেয়ের বিয়ে হয় পারিবারিকভাবেই। এরই মধ্যে তাদের দু'জন সন্তানও রয়েছে। বর্তমানেও রুমা অন্তসত্বা ছিলেন। স্বামী আদশ আলী সেদিন রুমার কাছে যৌতুক দাবি করলে উভয়ের মধে ঝগড়া-ঝাটি হয়। এরই জের ধরে স্ত্রীকে বেদম মারধোর করে এক পর্যায়ে আদশ আলী স্ত্রী রুমাকে পেটে লাথি মারলে তার পেটের বাচ্চা নষ্ট হয়ে পড়ে যায় এবং স্ত্রী রুমাও সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। রুমার ভাই অভিযোগ করে বলেন,আদশ প্রায়ই রুমাকে যৌতুকের জন্য মারধোর করত।"[৫৬] যৌতুকের বলি দুই গৃহবধূ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, মাদারীপুর সদর উপজেলার পূর্ব কলাগাছিয়া যৌতুকের জন্য স্বামী ও শশুর বাড়ির লোকজন পিটিয়ে ও শ্বাসরোধ করে অঞ্জু বেগমকে হত্যা করেছে। ঘটনার পর থেকে স্বামীর পরিবার পলাতক রয়েছে। পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে স্বামী রব কালাসির সঙ্গে অঞ্জু বেগমের যৌতুকের ৫০ হাজার টাকা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। অঞ্জু টাকা দিতে অস্বীকার করলে এক পর্যায়ে স্বামী ও শশুর বাড়ির লোকজন পিটিয়ে ও শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। গতকাল সকালে এলাকাবাসী থানায় খবর দিলে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। হত্যার সাথে জড়িত সন্দেহে শশুর হাকিম খালাসিকে আটক করেছে।"[৫৭] এদিকে সাভারের ওয়াবদা রোড এলাকার সোবহানবাগ মহল্লায় আব্বাস উদ্দিনের ভাড়া বাড়িতে এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সে পাবনার সুজানগরের খালিশপুর গ্রামের মেয়ে ছিল। এলাকাবাসীর ধারণা, নিহত আসমা বেগমকে তার স্বামী হৃদয় দাম্পত্য কলহের জেরে নির্যাতন করে এবং শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। আসমা বেগম স্থানীয় গার্মেন্টেসে চাকুরি করত।"[৫৮] যৌতুকের জন্য স্ত্রীর পায়ের রগ কর্তন' ঝিনাইদহে যৌতুকের জন্য

৫৩.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ৩০/৩/১২ পৃ.১১
৫৪.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১৬/৪/১২
৫৫.খবর, *দৈনিক প্রথম আলো*, তারিখ. ৩০/৭/১২, পৃ. ৪
৫৬.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ২৫/৪/১২ পৃ.৩
৫৭.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ.৩০/৬/১২ পৃ.৯
৫৮.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১৯/৫/১২ পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী ওহিদুল ইসলাম সাড়ে তিন বছর আগে বিয়ে করা স্ত্রী বিলকিস (২৪) কে তার পায়ের রগ কেটে দিয়েছে। পুলিশ ওহিদুলকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনা ঘটেছে হরিনাকুন্ডু থানার দরিবিশ্রী গ্রামে। বিয়ের সময়ে নগদ দেওয়া হয়েছিল ৩০ হাজার টাকা এবং একটি গরু। কিছুদিন পরে আরও দাবি করলে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয় এবং এক পর্যায়ে ওহিদ এ ঘটনাটি ঘটায়।"[৫৯]

খুলনা অঞ্চল ঃ 'গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যার দৃশ্য দেখে বৃদ্ধের মৃত্যু' ৭ মাস পূর্বে কুষ্টিয়া জেলার সদর থানার মনোহরদিয়া ইউনিয়ন দরঘরিয়া গ্রামের ইজারুলের মেয়ে রেশমার সঙ্গে বিয়ে হয় একই এলাকার পান্নার ছেলে সাজেদুলের (সাবু)। বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের দাবিতে প্রায়ই রেশমাকে নির্যাতন করত। সাবু নিশা করত এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ঐদিন ৫/৭/১১ রাত বারটার দিকে প্রথমে বেদম মারধোর করে পরে রেশমার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে মারার দৃশ্য দেখে ৬০ উর্দ্ধ বৃদ্ধ বদর উদ্দিন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়। সাবুকে পুলিশ আটক করেছে।"[৬০] 'স্বামীর এসিডে দগ্ধ গৃহবধূ' বাবার বাড়ি থেকে ৫০ হাজার টাকা এনে না দিতে পারায় মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার দরিরামপুর গ্রামের বৃষ্টি নামে (১৬) এক গৃহবধূকে এসিডে মুখ ঝলছে দিয়েছে তার স্বামী। দুই বছর পূর্বে তাদের বিয়ে হয়েছিল। বর্তমানে বৃষ্টি মাগুরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।"[৬১] 'পুলিশের বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ' শিরোনামে প্রকাশ,নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার কালাচাঁদপুর গ্রামের বাসিন্দা পুলিশের কনষ্টেবল শরিফুল ইসলাম তার স্ত্রী সুলতানা খানমকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। লোহাগড়া থানায় পুলিশ গতকাল শনিবার রাতে ঘটনাস্থল থেকে সুলতানা খানমের লাশ (২২) উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। শরিফুল সাতক্ষীরা পুলিশ লাইনে কর্মরত। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কালাচাঁদপুর গ্রামের শরিফুলের সাথে চাচড়ি গ্রামের সুলতানার সাথে ৩ বছর আগে বিয়ে হয়। বিয়ের পর যৌতুক হিসেবে ৫ লাখ টাকা এবং একটি মোটর সাইকেল দেওয়া হয় শরিফকে। তারপর আরও যৌতুকের জন্য শরিফুল সুলতানাকে চাপ দেয়। কিন্তু সুলতানা তা দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং এ নিয়ে ঝগড়া হয়। পরে রাতে শরীফ বাড়ির অন্যান্য লোকজনের সাহায্যে খাবারের সাথে বিষ মাখিয়ে প্রথমে সুলতানাকে অজ্ঞান করে। পরে কাপড় দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। তবে শরীফ তা অস্বীকার করে।"[৬২]

রাজশাহী অঞ্চল ঃ 'পাবনায় যৌতুকের দাবিতে নববধূকে পিটিয়ে হত্যা' শিরোনামে সংবাদে জানা যায়, পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলায় ঢুরাটি বাজার এরাকায় যৌতুকের দাবিতে এক নববধূকে পিটিয়ে হত্যা করেছে পাষান্ড স্বামী ও তার পরিবার। নববধূর নাম কাকলী খাতুন (২৬) সে জয়নগর গ্রামের আবুল হাসেমের মেয়ে। হত্যার পর থেকে ঘাতক স্বামী লিটন (৩২) ও তার পরিবারের সদস্যরা পলাতক রয়েছে।"[৬৩] 'রাজশাহীতে যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়, রাজশাহী শহরের হেতমূখী সাহাজী পাড়ার সাজ্জাদ আলীর মেয়ে সাথী ইয়াসমিনের সাথে রাণী নগরের আলমগীরের ছেলে আরিফের পারিবারিক সম্মতিতেই বিয়ে হয়। বিয়েতে যৌতুক হিসেবে ধার্য ছিল আড়াই ভরি স্বর্ণালংকার। গরীব পিতার পক্ষে সময়মত সেযৌতুকের দাবি পূরণ করতে পারে না। ঘটনার দিন প্রথমে স্বামী আরিফ পেশায় গাড়ীচালক সাথীকে মারধোর করে। পরে ঘরে আটকেওরেখে কেরোসিন ঢেলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাহায্যে গায়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করে। এ ব্যাপারে স্বামী আরিফ,শশুর আলমগীর,শাশুড়ি মর্জিনা বেগম, জা ইভা ও ননদ লাইবাকে আসামী করে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।"[৬৪] এদিকে নওগাঁয়ে 'শাশুড়ি অগ্নিদগ্ধ পুত্রবধূ গ্রেফতার' শিরোনামে সংবাদে জানা যায়, পারিবারিক কলহে পুত্রবধূ শাপলা বানু তার শাশুড়িকে গায়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে। এতে শাশুড়ির শরীর ঝলসে যায়। বিকালে তার স্বামী মায়ের অগ্নিদগ্ধের জন্য স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলে স্ত্রী শাপলা বানুকে (পুত্রবধূ) পুলিশ গ্রেফতার করে।"[৬৫]

৫৯.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ৬/৮/১১
৬০.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ৬/৭/১১ পৃ.১২
৬১.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১৯/২/১২, পৃ. ৯
৬২.খবর, *দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা*, তারিখ. ১৫/৭/১২, পৃ. ৪
৬৩.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ.১৯/৫/১২, পৃ. ১১
৬৪.খবর, *দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা*, তারিখ. ৬/৪/১২ পৃ.১
৬৫.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ৯/৮/১১, পৃ. ৯

'নেশার টাকা না পেয়ে স্ত্রীকে হত্যা' শিরোনামে খবরে জানা যায়, নেশার টাকা না পেয়ে রেজাউল ইসলাম তার স্ত্রী জুলেখাকে (২৫) পিটিয়ে পরে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। এ ঘটনায় পুলিশ রেজাউলকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ থানার বিরৌহালী গ্রামে। উপজেলার আমসারা গ্রামের জমসের আলীর মেয়ে জুলেখার সাথে ৪ বছর আগে বিয়ে হয়। তাদের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। বিয়ের পর থেকে রেজাউল জুলেখাকে নির্যাতন করত। রেজাউল নেশা করত। গত ৮/৭/১২ তারিখে রেজাউল জুলেখার কাছে টাকা চাইলে জুলেখা টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে রেজাউল উত্তেজিত হয়ে জুলেখাকে মারপিট করে এবং পরে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। জুলেখার বাবা অভিযোগ করে বলেন, রেজাউলকে বিয়ের পর ৬০ হাজার টাকা যৌতুক হিসেবে দেওয়া হয়। এ টাকা রেজাউল নেশা করে শেষ করে। গত রোববার নেশা করার জন্য আরও টাকা চাইলে জুলেখা প্রতিবাদ করায় রেজাউল আমার মেয়েকে হত্যা করেছে।"[৬৬]

রংপুর অঞ্চল ঃ রংপুরে যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীর হাত-পায়ের রগ কর্তন' বাবার বাড়ি থেকে যৌতুকের টাকা এনে দিতে না পারায় স্ত্রী আজিনা বেগমকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে আহত করার পর হাত-পায়ের রগ কেটে দিয়েছে এক পাষান্ড স্বামী। ঘটনাটি ঘটেছে গত ৩১/৩/১২ তারিখের রাত ১১ টায় হাতিমান্ধা উপজেলার চরপারুলিয়া গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৪ সালে এই এলাকার আমঝোল গ্রামের আজাদ আলীর মেয়ে আজিমার বিয়ে হয় চরপারুলিয়ার ছেলে কোরবান আলীর ৫০ হাজার টাকার যৌতুক দিয়ে বিয়ে হয়। পরে আরও যৌতুকের জন্য কোরবান আলী চাপ দেয়। প্রায় প্রতিদিনই স্বামী-শাশুড়ির এই নির্যাতন আজিনা সহ্য করত। বর্তমানে আজিনা রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।"[৬৭] 'স্বামী স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা' লালমনিরহাটের সদর উপজেলায় হীরামানিক গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের মেয়ে রোজিনার সঙ্গে চার মাস আগে হারাটি গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে হারুনের বিয়ে হয়। বিয়ের সময় যৌতুক হিসেবে ৫০ হাজার টাকা ধার্য করা হলেও সালাম ছেলের বাবার হাতে ৩০ হাজার টাকা দেন। বাকী থাকে ২০ হাজার টাকা। কিছুদিন পর হারুন ওই ২০ হাজার টাকা এনে দিতে রোজিনাকে চাপ দিতে থাকে। রোজিনা টাকা দিতে না পারায় ২৮/৩/১২ তারিখে রাতে শ্বাসরোধ করে রোজিনাকে হত্যা করে।"[৬৮] 'নাগেশ্বরীতে স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যা' কুড়িগ্রাম জেলায় যৌতুকের দাবিতে আলী আকন্দের ছেলে আশরাফ আলী (৩০) স্ত্রী মেহের আলীর কন্যা হাসিনা বানুকে (২৫) হত্যা করে। বিয়ের সময় বর পক্ষকে ৫০ হাজার টাকা যৌতুক দেওয়ার কথা থাকলেও বিয়ের সময়ে নগদ ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়। বাকী থাকে ২৫ হাজার। এই ২৫ হাজার টাকার জন্য আশরাফ স্ত্রী হাসিনাকে চাপ দেয়। এতে উভয়ের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয় এক পর্যায়ে আশরাফ হাসিনাকে পিটিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। তাদের দেড় বছরের এক সন্তান রয়েছে।"[৬৯]

চট্টগ্রাম অঞ্চল ঃ আব্বু আম্মুকে আগুন লাগিয়ে দেয়' (ইমনের ছেলের উক্তি) শিরোনামে প্রকাশ, ফেনী জেলার সোনাগাজীর চরশাহভিকার গ্রামের হালিমা ইয়াসমিন রুমার সাথে একই এলাকার আব্দুল মালেক বিএস সি'র ছেলে হারুন অর রশীদ ইমনের বিয়ে হয়। ২০০৮ সালে তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের সময়ে কোন যৌতুকের কথা ছিল না। কিন্তু ব্যবসার নাম করে হালিমার মায়ের কাছ থেকে এ পর্যন্ত ১০ লক্ষ টাকা নিয়েছে হারুন অর রশীদ ইমন। ইমন আরও যৌতুক দাবি করলে রুমা অস্বীকৃতি জানায় এ নিয়ে পারিবারিক কলহ সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে স্বামী হারুন, হারুনের মা গত ২ জুন/১১ হত্যার উদ্দেশ্যে রুমার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। বর্তমানে রুমা ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তাদের একটি সাড়ে তিন বছরের ছেলে সন্তান রয়েছে।"[৭০] 'গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা' খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দং বড়বিল গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে আব্দুর রশিদের সাথে একই এলাকার হারুন অর রশিদের মেয়ে হালিমার বিয়ে হয় তিন বছর আগে। বিয়ের পর থেকেই রশিদ যৌতুকের জন্য হালিমাকে মারধোর করত। ঘটনার দিন রশিদ, রশিদের মা, বাবা মিলে হালিমার হাত-পা বেঁধে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে হালিমার চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে এবং হালিমাকে উদ্ধার করে

৬৬.খবর, *দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা*, তারিখ. ১৪/৭/১২, পৃ. ৫
৬৭.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ.২/৪/১২, পৃ. ৯
৬৮.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ . ৩০/৩/১২, পৃ.১১
৬৯.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ .১৫/৬/১১, পৃ. ৯
৭০.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ২৬/৬/১১, পৃ.১২

হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু হালিমার অবস্থা আশংকাজনক। হালিমার ভাই আবু তাহের জানান, হালিমার সমস্ত শরীর ঝলছে গেছে।"[৭১]

বরিশাল অঞ্চল ঃ 'বরগুনায় গৃহবধূকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ' বরগুনা জেলার বেগাতিতে গৃহবধূ রানু বেগমের সাথে ২ বছর আগে ফুলতলা গ্রামের সিদ্দিকের বিয়ে হয়। যৌতুকের জন্য সিদ্দিক রানুকে মারপিট করত। গত পরশু সিদ্দিক স্ত্রী রানুকে বেদম মারপিট করে ফলে রানু মারা যায়। এই হত্যকান্ড চাপা দেওয়ার জন্য হত্যার পর রানুর মুখে বিষ ঢেলে দেয়। রানুর মা শেফালি বেগমের অভিযোগ কিছুদিন আগেও সিদ্দিককে একটি স্বর্ণের চেইন দেওয়া হয়েছে। রানুর শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তারপরও আমার মেয়েকে সিগারেটের আগুন দিয়ে প্রায়ই স্যাঁকা দেওয়া হত এবং যৌতুক দাবি করত।"[৭২] এদিকে একই জেলার সদর উপজেলার মনপাশা গ্রামে গৃহবধূ হাসিনা বেগম দাম্পত্য কলহের কারণে (২৫) বিষপানে আত্মহত্যা করেছে বলে স্বামীর বাড়ির লোকজন দাবি করছে। কিন্তু হাসিনার স্বজনরা বলছে তাকে যৌতুকের জন্য আগেও মারপিট করা হত এবং ওই দিন তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করার পর আত্মহত্য বলে প্রচার করা হচ্ছে। স্বামী শাহ আলম বলেন, সামান্য কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে হাসিনা ঘরে ঢুকে কীটনাসক পান করলে তাকে হাসপাতালে নিলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। মামলা হয়েছে এবং থানার কর্মকর্তা বলেছেন, ময়না তদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"[৭৩] 'ঝালকাঠির নলসিটিতে গৃহবধূ হত্যার আসামিরা গ্রেফতার হয়নি' বিয়ের ৭০ দিনের মধ্যে ১ লক্ষ টাকা যৌতুকের দাবি পূরণ না করতে পারায় চায়না বেগম নামে এক গৃহবধূকে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় স্বামী-শশুর সহ ৬ জনকে আসামী করে মামলা হলেও আজও কোন আসামী গ্রেফতার হয়নি।"[৭৪]

সিলেট অঞ্চল ঃ সুনামগঞ্জে ঘুমন্ত দুই সন্তানকে পুড়িয়ে হত্যা' কুয়েত প্রবাসী স্বামী বর্তমানে আয় কম বলে স্ত্রী সাজিয়াকে তার বাবার বাড়ি থেকে ৩ লক্ষ টাকা ব্যবসার জন্য ভাইদেরকে এনে দিতে বলে। এ নিয়ে শশুর বাড়ির লোকজনের সাথে সাজিয়ার ঝগড়া হয়। হঠাৎ রাতে ৪/৭/১১ তারিখে দেবর সফিক ঘরে ঢুকে সাজিয়ার বিছানায় ও গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে সাজিয়া জীবনে বেঁচে গেলেও তার শিশু মেয়ে রিয়া(৫) ও ছেলে (৩) ইমন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। ঘটনাটি ঘটে জগন্নাথপুর টিয়ারগাঁও গ্রামে। সাজিয়া বর্তমানে হাসপাতালে।"[৭৫]

পরকীয়া প্রেমের পরিণতি

ঢাকা অঞ্চল ঃ 'প্রবাসীর স্ত্রী উধাও' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়, নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার পবনপুর গ্রামের মোঃ আব্দুর রহিম একজন প্রবাসী। দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকাতে তার স্ত্রী শিরিন বেগমের ঢাকার রামপুরার বারেক নামের এক যুবকের সাথে পরকীয়া সম্পর্ক গড়ে উঠে। সুযোগ বুঝে শিরিন গত **২৮/৩/১১** তারিখে স্বামী রহিমের দেওয়া গচ্ছিত কয়েক লাখ টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে ঐ যুবক বারেকের সাথে পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে থানায় মামলা না করার জন্য শিরিন তার স্বামী রহিম ও শাশুড়িকে হুমকি প্রদান করে। রহিমের মা থানায় জিডি করলেও তখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।"[৭৬] "পরকীয়ার জের ধরে রূপগঞ্জে গৃহবধূর আত্মহত্যা স্বামী গ্রেফতার' শিরোনামে সংবাদে জানা যায়, কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার মৈচালী গ্রামের আমেনা বেগম (২৭) স্বামীসহ নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জে তরাবর ওহাব উকিলের বাড়িতে ভাড়া থাকত। স্বামীর অভিযোগ তার স্ত্রী আমেনার সাথে বাড়ির কেয়ার টেকার রফিকের পরকীয়া সম্পর্ক আছে। এ নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। এরই জের ধরে গত **১৮/৬/১১** তারিখে আমেনা গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করে।"[৭৭] 'লাশ তিন টুকরো করে বস্তায় ভরে নদীতে ফেলে দেই' শিরোনামে প্রকশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়, কেরানীগঞ্জের মেয়ে শামীমা আক্তার হ্যাপী নামে এক গৃহবধূকে তার স্বামী মুকুল পরকীয়ার জের ধরে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর লাশ তিন টুকরো করে নদীতে

৭১.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ২৫/৪/১২ পৃ.১২
৭২.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১৫/৬/১১ পৃ.১২
৭৩.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ.৩০/৬/১২ পৃ.৯
৭৪.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ৩/৭/১১ পৃ.৯
৭৫.খবর, *দৈনিক* আমাদের সময়- ৫/৭/১১, পৃ. ১
৭৬.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ২/৬/১১, পৃ. ১২
৭৭.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১৯/৬/১১, পৃ. ৯

ফেলে দেয়। মাত্র তিন মাস পূর্বে তাদের বিয়ে হয়েছিল। স্ত্রী হ্যাপী গুম হওয়ায় তার ভাই সাইফুল ইসলাম ভগ্নিপতি মুকুলকে সন্দেহ করে থানায় মামলা করে। মুকুলকে গ্রেফতার করা হয় এবং তার স্বীকারোক্তিতে এ লোমহর্ষক ঘটনা জানা যায়। মুকুল স্বীকারোক্তি দেয় যে, সাভারে তার একটি প্যাকেজ কারখানা আছে। ঐ কারখানার পাশেই নীলু নামে এক মহিলার সাথে তার প্রেম ছিল। এ নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হয়। প্রেমিকা নীলুর সাথে পরিকল্পনা করা হয় হ্যাপীকে হত্যার। একদিন হ্যাপীকে কারখানা দেখানোর কথা বলে সাভারে নিয়ে আসে মুকুল। প্রথমে মুকুল ও নীলু হ্যাপীকে কারখানার ভিতরেই শ্বাসরোধ করে হত্যা করে এবং লাশ গুম করার জন্য লাশকে তিন টুকরো করে কারখানার পাশে নদীতে ফেলে দেয়।"[৭৮]

'পরকীয়া: রাজবাড়িতে গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ' পরকীয়ার জের ধরে গতকাল সকালে স্বামী হিটলু তার স্ত্রী সোনালীকে হত্যা করে মুখে বিষ ঢেলে লাশ হাসপাতালে রেখে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এলাকাবাসী জানান ঃ বিয়ের পর থেকেই হিটলু প্রতিবেশী এক গৃহবধূর সাথে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি হয় এবং এ নিয়ে শুক্রবার তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। পরদিন সকালে সোনালী লাশ হয়। সোনালীর বাবার অভিযোগ হিটলু তার মেয়েকে হত্যা করে বাঁচার জন্য মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে পালিয়েছে।"[৭৯] 'পরকীয়া সফল করতে স্বামী খুন স্ত্রী গ্রেফতার' শিরোনামে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, বিমান বন্দরের সিভিল এ্যভিয়েশনের গাড়িচালক জাহাঙ্গীরের (৪৮) সাথে স্ত্রী মুক্তা জাহানের (৩০) বিয়ে হয়েছিল পারিবারিকভাবেই। কিন্তু সাত আট বছর ধরে আর্থিক অনটন ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হওয়ায় দাম্পত্য জীবনে কলহের সৃষ্টি হয়। এরই সুযোগে জাহাঙ্গীরের চাচাত ভাই জসিমের সাথে মুক্তার পরকীয়া সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। বিমান বন্দরের পুলিশের বরাত দিয়ে জানানো হয়, ঘটনার দিন জাহাঙ্গীরের সাথে মুক্তার ঝগড়া হয়। পরে মুক্তা পরিকল্পনা করে পথের কাঁটা সরিয়ে জসিমকে বিয়ে করবে। পরিকল্পনামত সকালে দুই বাচ্চাকে কোচিং সেন্টারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুক্তা বাসা থেকে বের হয়ে যায়; কিন্তু বাসার দরজা খোলা রেখে যায়। জাহাঙ্গীর বাসাতেই ছিল। এতবসরে জসিম বাসায় ঢুকে জাহাঙ্গীরকে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করে। মুক্তা জাহানকে আটক করলে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে।"[৮০]

'সাভারে গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যা' ঢাকার সাভারে রাজামন এলাকায় শাহীনুর বেগম নামের এক গৃহবধূকে গলাকেটে হত্যা করা হয়েছে। শাহীনুর নিখোঁজ হওয়ার ৯ দিন পর পুলিশ তার গলিত লাশ উদ্ধার করে। শাহীনুর রাজাসেন মন্ডল পাড়ার লিয়াকত হোসেনের মেয়ে। ২০০৮ সালে বরিশালের মুলাদী থানার লক্ষীপুরের জহির আলমের ছেলে কাইউমের সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই কাইউম দুইজন একসঙ্গেই থাকত। কয়েকমাস আগে শাহীনুর এলাকার এমদাদ নামে এক ছেলের সাথে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। কিছুদিন পূর্বে বিষয়টি জানাজানি হলে শাহিনুর এমদাদকে বিয়ের জন্য চাপ দিতে থাকে। এমদাদ গত ২৯/৬/১২ তারিখে বন্ধু কামালকে দিয়ে শাহিনুরকে তার বাসায় ডেকে আনে। এরপর শাহিনুর বাসায় ফেরেনি। তার নিখোঁজের কারণে কাইউম স্ত্রী হত্যার মামলা করলে পুলিশ সন্দেহ করে এমদাদকে আটক করে। তার স্বীকারোক্তিতে পাশের ক্ষেত থেকে শাহীনুরের লাশ উদ্ধার করে।"[৮১] 'পরকীয়ার বলী মহিলা সদস্য' শিরোনামে প্রকাশ, পরকীয়ার বলী হলেন, নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার সাতগ্রাম ইউপি সদস্য কহিনুর বেগম (৩৫)। ঘটনার পর ঘাতক প্রেমিক পলাতক। সাতগ্রাম ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল ওয়াদুদ জানান, ৭-৮ বছর আগে কহিনুরের সাথে একই গ্রামের জাহিদের বিয়ে হয়। তাদের দুটি ছেলে সন্তানও রয়েছে। বছর দেড়েক পূর্বে হঠাৎ কহিনুরের অশোঘাট গ্রামের অমিত (২৮) এর সাথে প্রেমের সম্পর্ক তৈরী হয়। এরই জের ধরে কাউকে কিছু না বলে কহিনুর অমিতের সাথে বি.বাড়িয়া বেড়াতে যায়। স্বজনরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে পত্রিকায় এক যুবতীর লাশ দেখে তা কহিনুরের বলে শনাক্ত করে। প্রেমিক অমিত এখনো পলাতক রয়েছে।"[৮২]

<u>**রাজশাহী অঞ্চল**</u> ঃ প্রেমিক প্রেমিকার পলায়ন' নওগাঁর সাপাহার উপজেলার তিলানী হাজীখোলা গ্রামের ভ্যানচালক

৭৮.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ.২৬/১/১২, পৃ.১
৭৯.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ২১/৮/১১
৮০.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১৫/৮/১১
৮১.খবর, দৈনিক প্রথম আলো তারিখ. ১০/৭/১২ পৃ. ৪
৮২.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১৩/৬/১২ পৃ. ৯

সোবহান আলীর স্ত্রী ও দুই সন্তানের জননী রোজিনা বেগমের (২৪) সাথে পার্শ্ববর্তী তিলানী শিষপুকুর গ্রামের আঃ রহীমের (৩২) দীর্ঘদিনের পরকীয়া সম্পর্ক ছিল। গত শুক্রবার সকাল দশটায় তারা দুজনে স্বামী সন্তান ফেলে অজানার উদ্দেশ্যে পালিয়ে যায়। রহিমও দু'সন্তানের জনক। সোবহান থানায় মামলা করেছে।"[৮৩] সিরাজগঞ্জ ও দিনাজপুরে দুই খুন' স্ত্রীর পরকীয়ায় খুন হলো স্বামী আব্দুল আলীম। তিনি জাতীয় জুট মিলের কর্মকর্তা ছিলেন। পুলিশ গতকাল দুপুরে তার লাশ উদ্ধার করে কালিয়া বিলের ধানক্ষেত থেকে। পুলিশের ধারণা, তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। নিহতের স্ত্রী খালেদার চাচাত ভাই সোহেলের সঙ্গে পরকীয়া প্রেম ছিল। এরই জের ধরে আব্দুল আলীম খুন হয়েছে।

রংপুর অঞ্চল ঃ 'প্রেমের টানে' কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলার বোতলারপার গ্রামের প্রেমের টানে এক সন্তানের জননী স্বামীর ঘর ছেড়ে তার ভাসুরের সাথে পালিয়ে গেছে। জানা যায়, ভাসুরের সাথে দীর্ঘদিন ধরে তার পরকীয়া প্রেম ছিল।"[৮৪] 'স্বামীসহ তিনজন হাজতে' কুড়িগ্রাম জেলায় ঘটনার বিবরণ হলো-বাড়ির কাজের মেয়ের সাথে অনৈতিক সম্পর্ক থাকার জন্য স্ত্রী কলেজ শিক্ষক সালমা বেগম এ পরকীয়ার প্রতিবাদ করে এবং দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি হয়। এতে শশুর বাড়ির অন্যান্য লোকজনও সালমার উপর ক্ষেপে যায়। পরে সালমার স্বামী শামসুজ্জোহার নির্দেশে ২৯/১/১২ সালমা বেগমকে শশুর বাড়ির লোকজন পিটিয়ে হত্যা করে। পরে আত্মহত্যা বলে প্রচারের জন্য লাশ ফাঁসিতে ঝুলিয়ে অপপ্রচার চালায়। সালমার ছোট ভাই মোশাররফ এটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে তিনজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করে। আদালতের রায়ে গত ১৭/৫/১২ তারিখে তারা নিম্ন আদালতে হাজির হলে আদালত তাদেরকে জেল হাজতে প্রেরণ করে।"[৮৫]

চট্টগ্রাম অঞ্চল ঃ 'স্ত্রীর শিকারোক্তি, শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে স্বামী হত্যা' শিরোনামে প্রকাশ, কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার হারিয়াল গ্রামে দৌলত মুন্সির ছেলে বিদেশ ফেরত সালাউদ্দিনকে (৩৫) তার স্ত্রী মজিবর রহমান টুনুর মেয়ে উর্মি আক্তার (১৯) পরকীয়ার জেরে দেশে ফেরার ১২ ঘন্টার মধ্যে ১৯ শে জুন রাতে প্রথমে জুসের সাথে ঘুমের বড়ি খাইয়ে স্বামীকে অজ্ঞান করে। পরে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে হত্যা করে।"[৮৬]

বরিশাল অঞ্চল ঃ "বরিশালে স্ত্রীর পরকীয়ায় স্বামীর মামলা" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, স্বামীর মামলায় গৌরনদীর ঘরছাড়া গৃহবধূ নার্গিস মণি (২৯) ও তার কথিত প্রেমিক সঞ্জয় সাহা (৩৪) কে আটক করে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। নার্গিস ফাঁদে পড়ে সৌদি প্রবাসী স্বামীর নগদ ১৭ লাখ টাকা ও ২২ ভরি স্বর্ণ নিয়ে পালিয়ে আসে ঢাকার মিরপুরে। সাথে থাকে প্রেমিক সঞ্জয়, ছোটবোন মুক্তা এবং ৯ বছরের শিশুপুত্র নিরব। সেখানে তারা কাজিপাড়ায় বাসা ভাড়া নেয়। সঞ্জয় নার্গিস ও মুক্তাকে দিয়ে দেহ ব্যবসা শুরু করে। প্রবাসে বসে স্বামী হাবিবুর স্ত্রী নার্গিসের পালিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে দেশে ফিরে আসে এবং স্থানীয় থানায় মামলা করে। গত ৫/১০/১২ তারিখে পুলিশ সঞ্জয়, নার্গিস ও মুক্তাকে গ্রেফতার করে। বর্তমানে তারা জেল হাজতে এবং পুত্র নিরব বাবার জিম্মায় রয়েছে।"[৮৭]

খুলনা অঞ্চল ঃ মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার ছবিনগর গ্রামে স্ত্রীর পরোকীয়া প্রেমের খেসারত দিতে স্বামী নাসির শেখকে (৩৬) গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে গ্রামবাসী জানান, উপজেলার ছবিনগর গ্রামের মৃত নাসির সেখের স্ত্রী ফুলমতি বেগম (৩২) স্বামীর অবাধ্য হয়ে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বিভিন্ন লোকের সাথে পরকীয়া কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছিল। গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে স্বামী নাসিরকে ঘুমন্ত অবস্থায় খোলা জানালা দিয়ে স্ত্রীর সহায়তায় দুর্বৃত্তরা গুলি করে হত্যা করে এবং লাশ বালুর বস্তার সাথে বেঁধে কুমার নদীতে ফেলে দেয়। ৪ দিন পর লাশ ভেসে উঠলে পুলিশে খবর দিলে তা উদ্ধার করা হয়। ঘাতক স্ত্রী ও এলাকার লুৎফরকে আটক করা হয়েছে।"[৮৮]

অবাধ মেলামেশার করুণ পরিণতি

ঢাকা অঞ্চল ঃ প্রেমিকের কোলে যুবতীর লাশ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে, শাহীন নামের

৮৩.খবর, প্রাগুক্ত, তারিখ. ২২/৮/১১
৮৪.খবর, প্রাগুক্ত, তারিখ. ১০/২/১২ পৃ.৯
৮৫.খবর, প্রাগুক্ত, তারিখ. ১৯/৫/১২ পৃ.৯
৮৬.খবর, প্রাগুক্ত, তারিখ. ২৫/৬/১১ পৃ.৫
৮৭.খবর, *দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা*, তারিখ ১৬/১০/১২, পৃ. ১১
৮৮.খবর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

এক প্রতারক বিলকিস নামের এক তরুণীর সাথে প্রেম করে। সে বিবাহিত হয়েও বিলকিসের সাথে অবিবাহিত পরিচয়ে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। বিলকিস (১৭) সে বিষয়টি নিয়ে শাহীনের সাথে আলোচনা করে ঢাকা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসে এবং বিয়ে করতে বলে। শাহীন এতে অস্বীকৃতি জানালে বিলকিস তার ব্যাগ থেকে বিষের শিশি বের করে তা পান করে। মুমূর্ষ অবস্থায় শাহীন নিজেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে সে মারা যায়।"[৮৯] 'বিয়েতে প্রেমিকের আপত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর আত্মহত্যা' শিরোনামে প্রকাশ, বিয়েতে প্রেমিক অম্লান সাহা (২৩) রাজী না হওয়ায় প্রেমিকা রুবেনা সুলতানা তন্বী (২২) গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে।উভয়ই ঢাকার ওয়েষ্ট ইষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। গত এক বছর ধরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। কথা ছিল অম্লান তাকে বিয়ে করবে।কিন্তু তন্বী মুসলমান হওয়ায় অম্লানের মা-বাবা এতে রাজি হননি। আর অম্লানও বাবা-মায়ের কথামত তন্বীকে প্রত্যাখ্যান করে। এতে হতাশা ও প্রতারিত হয়ে তন্বী নিজ বাসায় আত্মহত্যা করে।"[৯০] 'ধরা পড়ার ভয়ে রুমিকে ২৮ টুকরো করে বাচ্চু' গত শুক্রবার ১/৬/১২ তারিখে রাজধানীর পরিবাগ এলাকার নাহার প্লাজার ১৩ তলায় রুমি নামে এক যুবতীকে গলাটিপে হত্যা করে প্রেমিক বাচ্চু। ঘটনার বিবরণ হলো, প্রায় দুই বছর পূর্বে ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গার নাওড়া গ্রামের এক গরীব তরুণী রুখসানা সুলতানা রুমি ওরফে সুস্মিতার পরিচয় ঘটে মোবাইলের মাধ্যমে একই জেলার মধুখালী থানার বকশী চাদপুরের সাইফুজ জামান বাচ্চুর সাথে।

গত এক বছর ধরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। এরই জের ধরে গত ১/৬/১২ তারিখে রুমি পিতা মৃত সোবহান ফকির গার্মেন্টস কর্মী (১৫) বাচ্চু মিয়া পিতা বাসেত শেখ সোনালী রিক্রুটিং এজেন্সির মালিক তার অফিসে রুমিকে ডেকে নিয়ে আসে। পরে রাতে তার সাথে অনৈতিক কাজ করে। বিষয়টি স্থানীয় লোকজন দেখে ফেলে এবং রূম থেকে বের হলে তাদের বিয়ে পড়িয়ে দেবে বলে ভয়-ভীতি দেখায় এবং বাইর থেকে তার রূম বন্ধ করে দেয়। এ কারণে বাচ্চু স্থানীয় লোকদের থেকে ধরা পড়বার ভয়ে রুমিকে বিয়ে না করার জন্যে প্রথমে গলা টিপে হত্যা করে। পরে লাশ ২৮ টুকরো করে। জানালা দিয়ে হাড়-হাড্ডি ফেলে দেয়।"[৯১] 'জাবির ছাত্রীর আত্মহত্যা' শিরোনামে প্রকাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ৩৫ তম ব্যাচের ছাত্রী মারজিয়া জান্নাত সুমি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সুমনের প্রতারণার শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন। সহপাটিদের সূত্রে জানা যায়, সুমির সঙ্গে বোটানি বিভাগের প্রভাষক জনাব সুমনের বেশ কিছুদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কথা ছিল মাস্টার্স পরীক্ষা শেষে তাদের বিয়ে হবে। কিন্তু বিয়ের যখন কথাবার্তা চলছিল, তখন সুমন জানতে পারেন সুমির পূর্বে বিয়ে হয়েছিল। তাই সুমন তাকে প্রত্যাখ্যান করলে সুমি অভিমান ও হতাশায় আত্মহত্যা করেন।"[৯২]

বরিশাল অঞ্চল ঃ বরিশালে 'ধর্ষণের পর দুই প্রেমিক বালিশ চাপা দিয়ে খুন করে সোনিয়াকে' শিরোনামে প্রকাশ, কথিত দুই প্রেমিক রাশেদ ও শাহীন প্রেমিকা দশম শ্রেণির ছাত্রী সোনিয়াতে প্রথমে ফোনে তাদের বাসায় নিয়ে আসে পরে তাকে দুইজনই ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর তাকে তারা বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করে। এ ব্যাপারে তাদেরকে গ্রেফতার করা হলে তারা জানায়, সোনিয়া অনেকের সাথে প্রেমের অভিনয় করে। সম্প্রতি আমাদের ছাড়াও অন্য আর একজনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করার ফলে আমরা তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।"[৯৩]

সরাসরি সাক্ষাৎকার

নির্যাতিতা মহিলার নাম শিউলি আক্তার। মহল্লা-মুন্সিপাড়া,গাজীপুর সদর। স্বামী আব্দুর রহিম দেশের বাড়ি মেলান্দহ, জামালপুর। ৩ বছর পূর্বে তাকে বিয়ে করে অনেক টাকা ব্যবসার নাম করে হাতিয়ে নেন। তাদের একটি সন্তানও রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তাকে ও তার সন্তানকে ফেলে নিখোঁজ রয়েছেন এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রেখেছেন। স্ত্রী শিউলির অভিযোগ স্বামী রহিম অন্যত্র আরেকটি বিয়ে করে তার সাথে প্রতারণা করেছে। এ ব্যাপারে শিউলি আক্তার স্বামীর বিরুদ্ধে গাজীপুর জজকোর্টে ২০১১ সালে মামলা দায়ের করেছেন। মামলার উকিল এডভোকেট এম এ মান্নান, জজকোর্ট, গাজীপুর ।

৮৯.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ-১৫/৭/১১
৯০.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ২৫/৪/১২ পৃ.১২
৯১.খবর, *দৈনিক সমকাল পত্রিকা*, তারিখ. ৪/৬/১২ পৃ.১
৯২.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১০/৯/১১, পৃ. ১
৯৩.খবর, প্রাগুক্ত, তারিখ. ১৩/৮/১১, পৃ. ৯

রাজধানী ঢাকায় তালাকের চিত্র

'বাড়ছে তালাক ভাঙ্গছে ঘর' প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, শুধু রাজধানীতেই পারিবারিক জীবনে সংসার ভাঙ্গার ঘটনা অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে। এর বেশির ভাগই হচ্ছে মেয়েদের পক্ষ থেকে। স্ত্রীরা স্বত:স্ফুর্তভাবে স্বামীকে তালাক দিচ্ছেন। ঢাকা সিটি করপোরেশনের (ডিসিসি) হিসাব অনুযায়ী মোট তালাকের ৭৫ ভাগই দিচ্ছেন নারীরা। বছরে নগরীতে পাঁচ হাজার (৫০০০) এর বেশি বিয়ে বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে। দিন দিন এর মাত্রা বাড়ছে বলে ডিসিসির তথ্যে জানা যায়। সমাজ বিজ্ঞানী অধ্যাপক মেহতাব খানম বলেন, দু'টি কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে।

প্রথমত: মেয়েরা আগের চেয়ে বেশি শিক্ষিত হচ্ছে। তারা এখন অনেক সচেতন। মুখ বুজে নির্যাতন সহ্য না করে ডিভোর্সের পথ বেছে নিচ্ছেন।

দ্বিতীয়ত: মোবাইল কোম্পানিগুলোর নানা অফার, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, ফেসবুক এবং পর্নোগ্রাফীর মত সহজলভ্য উপাদান থেকে আকৃষ্ট হয়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা হারাচ্ছেন। ফলে বিয়ের মত সুদৃঢ় সম্পর্ক এবং নৈতিক বিষয়টি ছিন্ন করতে এতটুকুও দ্বিধা করছে না তারা। অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিয়ে বিচ্ছেদের বেশির ভাগ ঘটনা ঘটছে উচ্চবিত্তদের ক্ষেত্রে। পরকীয়া, পরনারী আসক্ত, যৌতুক ও শারীরিক নির্যাতন, মাদকাসক্তি সহ নানা কারণে বিয়ে বিচ্ছেদের ঘটনা বাড়ছে। ডিসিসি'র সালিসি কার্যক্রম ফলপ্রসু না হওয়াকেও কারণ হিসেবে মনে করছেন অনেকে। নোটিসের তিন মাসের মধ্যে উভয় পক্ষকে উপস্থিত করে মিমাংসা করার নিয়ম থাকলেও তা হচ্ছে না। নামমাত্র চিঠি দিয়েই তিন মাস পরে তালাক কার্যকর করেন।

ডিসিসি'র ১০ টি অঞ্চলের হিসেব মতে,

২০০৫- সালে ঢাকা সিটিতে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা ছিল - ৫,৫২৫ টি,
২০০৬- সালে ঢাকা সিটিতে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা ছিল - ৬,১২০ টি,
২০০৭- সালে ঢাকা সিটিতে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা ছিল - ৭,২০০ টি,
২০০৮- সালে ঢাকা সিটিতে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা ছিল - ৭,০৭৮ টি,
২০০৯- সালে ঢাকা সিটিতে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা ছিল - ৭,৭০৪ টি,
২০১০- সালে ঢাকা সিটিতে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা ছিল - ৭,৯০৫ টি,
২০১১- সালে ঢাকা সিটিতে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা ছিল - ৫,৫৫৫ টি আবেদন করেছেন আগস্ট পর্যন্ত।

এ বিষয়ে মনস্তত্ববিদ, সমাজ বিশ্লেষক, গবেষক, নারী নেত্রী ও মানবাধিকারকর্মী সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের এটি নিয়ে রয়েছে বিচিত্র বিশ্লেষণ। তবে সবাই বিস্ময় ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। জানতে চাইলে ডিসিসি'র কর্মকর্তা মফিজুল ইসলাম বলেন, বিয়ে বিচ্ছেদের ঘটনা প্রতি বছরই বাড়ছে। পুরুষের তুলনায় নারীরাই বেশি তালাক দিচ্ছেন। মেয়েদের পক্ষ থেকে ৭৫ ভাগ বিয়ে বিচ্ছেদের আবেদন করা হচ্ছে। কেস স্টাডি-২ তাজুল ইসলাম। উত্তরা মডেল টাউনের ১১ নং সেক্টরের বাসিন্দা। বনিবনা না হওয়ার কারণ দেখিয়ে স্ত্রী তাহেরাকে তালাক দেন। ২০০৮ সালের ৭ নভেম্বর তারিখে ডিসিসি'র কাছে আবেদন জমা দেন। স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় স্ত্রী তাহেরা বাবার বাড়ি মুন্সিগঞ্জে অবস্থান করছিলেন। তালাকের আবেদনে স্বামী স্ত্রীর ঠিকানা ভুল দেওয়ায় ডিসিসি ৯০ দিনের মধ্যে তিনটি নোটিশ করে। কিন্তু কোন জবাব না পাওয়ায় তালাক কার্যকর করে। তালাক কার্যকরের পর স্ত্রী পক্ষ জানতে পেরে অনেক ছুটাছুটির করেও কোন ফল হয়নি। জানা যায়, আরেকটি বিয়ে করার জন্য তাজুল ইসলাম এ কাজটি করেছেন। ডিসিসি ৯ অঞ্চলের নির্বাহী কর্মকর্তা রওনক মাহুদ বলেন, সামাজিক অস্থিরতা, মাদকাসক্তের প্রভাব,জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি,পরস্পরকে ছাড় না দেওয়া ও শশুর-শাশুড়ির কারণে ঘর ভাঙ্গে। এ ছাড়াও ন্যায়বিচার পাওয়ার অনিশ্চয়তায় নারীরা বিবাহ বিচ্ছেদ করে বলে তিনি জানান। অভিযোগ রয়েছে ডিসিসি'র সালিসি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে নামমাত্র। শুধু তালাকের সার্টিফিকেট ছাড়া কোন কার্যক্রম নেই তাদের। দুই পক্ষকে ডেকে পারস্পরিক সমঝোতার কার্যক্রম একেবারেই হচ্ছে না। অঞ্চল ৪,৬, ও ৭ এ কার্যক্রম নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। সালিস কার্যক্রমের কোন রেকর্ড নেই। প্রতিমাসে মেয়রের কাছে প্রতিবেদন পাঠানোর কথা থাকলেও তা হচ্ছে না। এ ব্যাপারে মেয়রের ভূমিকাও নির্বিকার। ২০০5 সালে থেকে ৪ অঞ্চলে কোন প্রতিবেদন জমা দিচ্ছে না; ফলে আবেদন করলেই তালাক কার্যকর হচ্ছে।"[৯৪]

৯৪.প্রতিবেদেক, মতিন আব্দুল্লাহ, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ .১/১০/১১, পৃ.১

কাজী সাহেবদের সাক্ষাৎকার ঃ গাজীপুর সিটির কাউলতিয়া এলাকায় নুতন ১৯ নং ওয়ার্ডের কাজী জনাব সাখাওয়াৎ হোসেন তার এলাকার তালাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জানান, প্রতি মাসে এ ওয়ার্ডে প্রায় ২০/২৫ জনের তালাক সংঘটিত হয়। এর বেশির ভাগই নারী কর্তৃক সংঘটিত হয়। স্বামীর প্রতারণা,পরকীয়ার শিকার হয়ে তারা এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সিটির সদরে ১ নং ওয়ার্ডের কাজী ও হাক্কানী উত্তর ছায়াবীথি মহল্লা মসজিদের ইমাম মোঃ মোজাম্মেল হক সাহেব বলেন,এ ওয়ার্ডে প্রতি মাসে ১২/১৩ জনের তালাক সংঘটিত হয়। নারীরাই বেশি তালাক দেন। ৪/৫ জন পুরুষ স্ত্রীকে তালাক দেন। তিনি বলেন পরকীয়া প্রেমের কারণে এবং দারিদ্রের কারণে তালাকের ঘটনা হচ্ছে। সিটির আরেক অঞ্চল টঙ্গী। টঙ্গীর ১ নং ওয়ার্ডের কাজী ও কলেজ গেইট মসজিদের খতিব মাওঃ নুর উদ্দীন সাহেবের প্রতিনিধির নিকট থেকে জানা যায় যে,শুধু ১ নং ওয়ার্ডে প্রতিমাসে ১৫/১৬ জনের তালাক সংঘটিত হয়। এর মধ্যে মেয়েরাই বেশি। নিম্ন শ্রেণির বিশেষ করে গার্মেন্টস কর্মীদের মধ্যে এ তালাকের হার বেশি। ধনীদের মধ্যেও ঘটে তবে সংখ্যায় কম। তিনি জানান, সাধারণত: পরকীয়া সম্পর্ক, যৌতুকের দাবি ও নির্যাতনের কারণে এসব তালাক হচ্ছে।

'পারিবারিক সহিংসতায় বছরে ক্ষতি ১৪ হাজার কোটি টাকা' প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, পারিবারিক সহিংসতায় দেশে বছরে ১৪ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয় বলে তথ্য প্রকাশ করেছে কেয়ার বাংলাদেশ। ডমিস্টিক ভায়োলেন্স এাগেইনিস্ট 'উইমেন্স কস্ট টু দ্যা নেশন' শীর্ষক এক সেমিনারে পেশকৃত গবেষণা পত্রে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। গবেষণা পত্রে আরও বলা হয়,এ ক্ষতি জাতীয় প্রবৃদ্ধির ২.০৫ শতাংশ (জিডিবি)। গতকাল নগরীর একটি হোটেলে ইউএইড এর সহযোগিতায় এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বলা হয় নির্যাতিত নারীর চিকিৎসা, বিচার প্রক্রিয়া সম্পাদন, বিচার প্রার্থী, আসামির যাতায়াত, খাবার, প্যালান্টি এবং সালিশ আয়োজনে এই পরিমাণ টাকা খরচ হয়। তাছাড়া নারী নির্যাতনের কারণে পরিবার,সমাজ ও রাষ্ট্রকে অনেক মূল্য দিতে হয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় নির্যাতিত নারীর শিশুদের, যার মূল্য তাদের সারা জীবন দিতে হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের চেয়ারপার্সন ড.হামিদা হোসেন,প্রধান অতিথি ছিলেন নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ড.শিরীন শারমীন চৌধুরী।"[৯৫]

দাম্পত্য জীবনের উপর জনমত জরিপ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১০% এর উপর দাম্পত্য সমস্যা/ কলহ নিয়ে একটি জনমত জরিপ করা হয়। তন্মধ্যে প্রশ্ন ছিল-

১.বাংলাদেশে দাম্পত্য জীবনে কোন সমস্যা/ কলহ আছে কি-না?
২.যদি সমস্যা থাকে, তাহলে কী ধরনের সমস্যা, কত ধরনের সমস্যা। না থাকলে এর কারণ কী?
৩.দাম্পত্য জীবনে সমস্যার কারণে কী কী পরিণতি ঘটে।
৪.দাম্পত্য জীবনে সমস্যার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে কি-না?
৫.সবচেয়ে বেশি সমস্যা কোনটি?
৬.স্বাধীনতার পর দেশে আজ পর্যন্ত দাম্পত্য সমস্যা/কলহ বেড়েছে না কমেছে?
৭.কী কী কারণে দাম্পত্য জীবনে সমস্যার সৃষ্টি হয়?
৮.এ সমস্যার জন্য দায়ী কে বা কারা?
৯.দাম্পত্য জীবনের সমস্যা কোন শ্রেণির লোকের মধ্যে বেশি?
১০.এ সমস্যা সমাধানের/ নিরসনের উপায় কী?
১১.দাম্পত্য জীবনের সমস্যা সমাধানে ইসলামের ভূমিকা আছে কি-না
১২.এ ব্যাপারে কোন গবেষণা কর্ম হতে পারে কী-না?
১৩.দাম্পত্য সমস্যা প্রতিরোধ এবং সমাধানে সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব আছে কি-না
১৪.এ সমস্যা সমাধানে মানুষ কতখানি আন্তরিক ও সচেতন?

৯৫.প্রতিবেদন, *দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা*, তারিখ. ২৬/৯/১২, পৃ.৩

Dhaka University Institutional Repository

যাদের মধ্যে জরিপ চালানো হয়, তারা হলেন-উচ্চশ্রেণির মধ্যেঃ-রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা,ডাক্তার, প্রকৌশলী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, মসজিদের ইমাম ইত্যাদি। শিক্ষকের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি কলেজের শিক্ষক, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অন্তর্ভূক্ত। মধ্যম শ্রেণির মধ্যেঃ- অফিসের কর্মচারী,কৃষিজীবী, শিক্ষার্থী,সাধারণ ব্যবসায়ী, সমাজের মাতব্বর, গৃহিনী ইত্যাদি।

নিম্নশ্রেণির মধ্যে-রিক্সাচালক, ঠেলাগাড়িচালক, বাস-ট্রাকের ড্রাইভার, দিনমজুর, বাসাবাড়ির কাজের লোক, সাধারণ শ্রমিক ।

তাঁরা যে মতামত দিয়েছেন তাতে বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। এসব প্রশ্নের উত্তর যেভাবে এসেছে, তা নিম্নে ধারাবাহিভাবে তুলে ধরা হলোঃ

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ৯৯% বলেছেন ‘হ্যাঁ’। ১% ‘হ্যাঁ’ ‘না’ কোন উত্তর দেননি।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে সমস্যা আছে বলে মত দিয়েছেন, ৯৫%। আর ৫% কোন উত্তর দেন নি। সমস্যার ধরন সম্পর্কে বলেছেন-অমানবিক, অনৈতিক, লোমহর্ষক এবং জীবন-মরণ সমস্যা। সমস্যার প্রকারের মধ্যে বলেছেন, প্রায় তিন প্রকারের সমস্যা।

এক.শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত সমস্যা

দুই.পারিবারিক সমস্যা অর্থাৎ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এর সাথে জড়িত।

তিন.তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ জনিত সৃষ্ট সমস্যা। ১০০% উত্তরদাতা ‘সমস্যা না থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না’ বলে মন্তব্য করেছেন।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে শারীরিক, মানসিক নির্যাতনসহ অন্যান্য সমস্যার কথা বলেছেন ৫০% উত্তরদাতা। অমানবিক ঘটনা, বিবাহ বিচ্ছেদ এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে মত প্রকাশ করেছেন ৪০%। ১০% কোন উত্তর দেননি।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে ৮০% উত্তরদাতা ‘হ্যাঁ’ বলেছেন। ২০% উত্তরদানে বিরত ছিলেন।

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে ৫০% বলেছেন যৌতুক সমস্যা। ৪০% উত্তরদাতা প্রতারণা ও পরকীয়া বলে উল্লেখ করেছেন। ১০% কোন উত্তর দেননি।

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরে ৯০% বলেছেন বেড়েছে। ১০% লোক কোন উত্তর দেননি।

সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে ৫০% বলেছেন অর্থলোভের কথা যার মধ্যে যৌতুক দাবি অন্যতম। ৩০% বলেছেন পরকীয়া প্রেম এবং ১০% বলেছেন মানবিক মূল্যবোধের অভাব। ৫% বলেছেন পরস্পর সন্দেহ/অবিশ্বাস এবং ৫% মতের অমিল হওয়া কারণ হিসেবে মত ব্যক্ত করেছেন।

অষ্টম প্রশ্নের উত্তরে ১২% বলেছেন ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব, নৈতিকতা সম্বলিত জ্ঞানের অভাব এবং সামাজিক সচেতনতাকে দায়ী করেছেন। ৮% দায়িত্ব অবহেলাকে দায়ী করেছেন। ১৭% দারিদ্রকে দায়ী করেছেন। ৭% যৌন অক্ষমতাকে দায়ী করেছেন। ৬% ব্যক্তি,পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সমভাবে দায়ী বলে মন্তব্য করেছেন। ১০% তৃতীয় পক্ষ যেমন শশুর-শাশুড়ি অন্যান্যের হস্তক্ষেপকে দায়ী করেছেন। ১০% কুশিক্ষা ও অন্য সংস্কৃতির লালনকে দায়ী করেছেন। ৮% রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে দায়ী করেছেন। ৩% একাধিক বিবাহকে দায়ী করেছেন। ১০% নিরক্ষর হওয়াকে দায়ী করেছেন। ৫% স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য হওয়াকে দায়ী করেছেন। ৪% চারিত্রিক ত্রুটিকে দায়ী করেছেন।

নবম প্রশ্নের উত্তরে ৫০% উত্তরদাতা বলেছেন নিম্ন শ্রেণির মধ্যে দাম্পত্য সমস্যা বেশি। ৩০% বলেছেন মধ্যম শ্রেণির কথা। ১০% বলেছেন উচ্চ শ্রেণির কথা। ১০% কোন উত্তর দেননি।

দশম প্রশ্নের উত্তরে ২৭% বলেছেন ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার কথা। ১৩% বলেছেন নৈতিক শিক্ষার কথা। ১০% বলেছেন রাষ্ট্রীয় কঠোর আইন প্রয়োগের কথা। ১০% বলেছেন মানবিক মূল্যবোধের কথা। ১০% দারিদ্র দূরীকরণের কথা। ১০% বলেছেন অযোগ্য লোকের ফতোয়া নিষিদ্ধ করণের কথা। ১০% বলেছেন ধৈর্যের মাধ্যমে পরস্পর সমঝোতা করা। ১০% বলেছেন, নিকটাত্মীয়দের মধ্যস্থতা/ কোর্টের মাধ্যমে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা অন্যথায় বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করা।

একাদশ প্রশ্নের উত্তরে ৭৫% ‘হ্যাঁ’ বলেছেন। ২০% ধর্ম ও রাষ্ট্রের যৌথ আইনের কথা উল্লেখ করেছেন। ৫% কোন উত্তর দেননি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশই অর্থাৎ ৯৩% 'হ্যাঁ' বলেছেন। ৭% কোন উত্তর দেননি। তবে কেউ 'না' উত্তর দেননি।
ত্রয়োদশ প্রশ্নের উত্তরে ৮০% লোক আছে বলে উত্তর দিয়েছেন। ১০% 'না' উত্তর দিয়েছেন। ১০% কোন উত্তর দেননি।
চতুর্দশ প্রশ্নর উত্তরে ৫৫% উত্তরদাতা আন্তরিক ও সচেতন নয় বলে মন্তব্য করেছেন। ২৫% সচেতন কিন্তু সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক কারণে সম্ভব হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন। ২০% কোন মন্তব্য করেন নি।

দেশের মানুষের মতামতের প্রেক্ষিতে জরিপের ফলাফলকে সংক্ষেপে বলা যায় যে, দাম্পত্য জীবনের সমস্যা সমাধানের মত যুগোযোগী বিষয়ের গবেষণা প্রয়োজন। বাংলাদেশের মানুষের দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন সমস্যায় ভরা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে তা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এখানে সমস্যা থাকলে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র কোনখানেই শান্তির আশা-কল্পনাও করা যায় না। প্রতিটি স্থানেই পঁচন অবশ্যম্ভাবী। এহেন অবস্থার জন্য কয়েকটি বিষয় দায়ী। যেমন-অশিক্ষা-কুশিক্ষা, ধর্মীয় তথা নৈতিক শিক্ষার অপর্যাপ্ততা, দারিদ্র, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অভাব, অর্থলিপ্সা, মানবিক মূল্যবোধের অভাব, নিরক্ষরতা, সামাজিক অসচেতনতা ইত্যাদি। এ অবস্থার জন্য কম-বেশি সবাই দায়ী। বিশেষত দম্পতি নিজে, বাবা-মা, শিক্ষক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গ, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা। এ জন্য ব্যক্তি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একজন ভাল মানুষ হওয়া দরকার। ভাল মানুষ হতে পারলে দাম্পত্য জীবনসহ সর্বক্ষেত্রেই উন্নতি ও শান্তি বজায় রাখা সম্ভব। যারা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও শান্তির বার্তাবাহক তারাই ভাল মানুষ। খারাপ মানুষের স্বভাব ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে অশান্তি করে বেড়ানো। প্রায় প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এ ব্যধি বা প্রবণতা রয়েছে। তাই দৃশ্যত: প্রতিটি দাম্পত্য জীবনেই কম-বেশি সমস্যা বিদ্যমান। মানব বিচরণের ক্ষেত্রে এটি বড় সমস্যা। ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশাসনের মাধ্যমেই এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব। অর্থাৎ ইসলামের শিক্ষাই যথেষ্ট। সমস্যা পীড়িত দাম্পত্য জীবনের উন্নতির জন্য সর্বস্তরে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রচলন এখন সময়ের অপরিহার্য দাবি।

অষ্টম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

দাম্পত্য বিরোধ-সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ

১.ইসলামী নীতি, শিক্ষা ও নৈতিক কাজের অনুসরণ

(ক) ইসলামী নীতি,শিক্ষা ও নৈতিকতা অনুসরণ করতে হলে প্রথমেই ব্যক্তিকে শিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষা মানুষকে মনুষত্বের বিকাশ ঘটায়, পশুত্বকে দূর করে দেয়। শিক্ষা মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে, হিংস্রতা দূরীভূত করে। তাই ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা গ্রহণ ইসলামী নীতি-নৈতিকতার অপরিহার্য অঙ্গ। প্রত্যেক নর-নারীর জন্য শিক্ষাকে আবশ্যক করা হয়েছে। হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলিম (নর-নারী) এর জন্য বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করা ফরয।"[১] এ জন্য যে,প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজে সচেতনতার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যেন অসুবিধা না হয়। ইসলাম যে শিক্ষা ও নীতির কথা বলে নিঃসন্দেহে তা মানবের উপকারী ও কল্যাণের। কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, যে নৈতিকতার কথা বলা হচ্ছে তা অধিকাংশই শুধু পড়ার জন্য, মানার জন্য নয়। কারণ "বাংলাদেশের মৌলিক সমস্যা এটি একটি। এখানকার অধিকাংশ দূর্নীতি ও মানবতা বিরোধী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত শিক্ষিত ব্যক্তিরা। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দুর্নীতিগ্রস্ত বিভাগগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একটি হলো শিক্ষা বিভাগ। তাই বলা যায় শিক্ষা মানেই মানবিক নয়। শিক্ষা মানেই কল্যাণকর নয়।"[২]

এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কল্যাণকর শিক্ষার কামনা এবং অকল্যাণকর শিক্ষা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইতেন। তিনি বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী শিক্ষা; পবিত্র জীবনোপকরণ এবং গ্রহণযোগ্য 'আমল করার সাহায্য প্রার্থনা করছি।"[৩] তিনি আরও বলেছেন, "আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই,তোমরাও আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও-এমন শিক্ষা হ'তে যা কোন উপকারে আসে না।"[৪] আমাদের দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, বহুভাষাবিদ প্রয়াত ড.মু.শহীদুল্লাহ দেশের শিক্ষার দুরাবস্থা দেখে আফসোস করে বলেছিলেন, "আমাদের বিদ্যালয় মন্ত্রী,গভর্নর,ডাক্তার,ইঞ্জিনিয়ার,আইনজীবী,প্রশাসক সবই প্রসব করেছে, কিন্তু মানুষ প্রসব করেছে কম।"[৫] শিক্ষার সাথে নীতি নৈতিকতা যোগ না হলে সে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ মাত্রা পায় না। কিন্তু ইসলামী শিক্ষায় এর পূর্ণাঙ্গতা লক্ষণীয়। কারণ ইসলামী শিক্ষা মানেই নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শের সমন্বয়। একটি ছাড়া অপরটি অপূর্ণাঙ্গ। দার্শনিক,কবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন, "একজন ব্যক্তির জীবন নির্ভর করছে আত্মা ও দেহের সম্পর্কের ওপর,আর একটি জাতির জীবন নির্ভর করছে তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ওপর। আত্মার জীবন প্রবাহ বন্ধ হলে ব্যক্তির জীবন হয় মৃত। জাতি মৃত্যু বরণ করে যদি তার আদর্শ হয় পদদলিত।"[৬]

হাদীসে উল্লেখিত কল্যাণকর শিক্ষার যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তা মূলত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। এ জন্য ইসলামে প্রত্যেক নারী-পুরুষের ইসলামের সম্যক জ্ঞান লাভ করতে বলা হয়েছে। দাম্পত্য জীবনের সমস্যারোধে এক্ষেত্রে নারীকেও এই কল্যাণকর তথা ইসলামী শিক্ষা অবশ্যই অর্জন করতে হবে। মানব যাতে উপকৃত হয়; ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আর ক্ষতি বাহ্যত দুনিয়ার ক্ষতি নয়; বরং আখেরাতেরও ক্ষতি। অবশ্য নারীকে ইসলামী শিক্ষার প্রগাঢ় পান্ডিত্যের অধিকারী হতে হবে এমন কথা নয়। তবে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, হালাল-হারাম, পাক-নাপাক ইত্যাদি আবশ্যক জ্ঞান অবশ্যই অর্জন করতে হবে। নচেৎ পরিবারের অভ্যন্তরীণ দায়িত্ব পালনে তার অসুবিধা হতে পারে। "আদর্শ ও ইসলামী পরিবার গঠনের জন্য নারীকে অনেক প্রকার দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হয়। সন্তান-সন্ততি

১.ইমাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল কাযবীনী, *আস সুনান লিবন মাজা*, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবুর রাহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. মুকাদ্দামা, বাব ১৭

২.ড. মোঃ শামছুল আলম, *পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ*, মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম: পেক্ষাপট বাংলাদেশ, ঢাবি-২০০৭,পৃ. ২৫৯

৩.ড. হামিদুল্লাহ, *মহানবী স.এর যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা*,(অনুবাদ: আ.ক.ম. আব্দুল কাদের) চট্টগ্রামঃ শাহীন প্রকাশনী, ১৯৮৯খ্রি.পৃ.৫৫

৪.ইমাম মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহী মুসলিম*, দিল্লী ঃ আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৫০ খ্রি. কিতাবুয যিকর, হাদীস নং ৭৩

৫.মুহাম্মদ নাজমুল হুদা,*'আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় গলদঃ উত্তরণের উপায়'* শরী'আহ ফ্যাকাল্টি জার্নাল, ২০০৩, চিটাগংঃ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনির্ভাসিটি, ডিসেম্বর, ২০০৩ খ্রি. পৃ.৮২

৬.অধ্যাপক খুরশিদ আহমদ, *ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি*, (অনুবাদ: অধ্যাপক নাজির আহমদ) ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯০ খ্রি. পৃ.১০

Dhaka University Institutional Repository

লালন-পালন, তাদেরকে ইসলামী আদর্শ শিক্ষাদান ও তাদেরকে ইসলামী অনুশাসনসমূহ মেনে চলতে অভ্যস্ত করে তোলা,গৃহে ইসলামী আদর্শ ও পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবার-পরিজনের মধ্যে ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারা উজ্জীবনের দায়িত্ব সম্পাদন করতে হয়। তদুপরি আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদের সুখ-দুঃখে অংশীদার হওয়া, রোগী ও আহতদের সেবা-শুশ্রুষা এবং ব্যথিতদের সান্ত্বনা দেওয়া তারই দায়িত্বের অর্ন্তভূক্ত।"[৭] মোট কথা আদর্শ ইসলামী পরিবার গঠনে নারীর দায়িত্ব অনেক। আর এসব দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের উপরই পরিবারের সুখ-শান্তি ও কল্যাণ যেমন নির্ভর করে তেমনি কলহ বিবাদ এড়িয়ে চলা সম্ভব হয়। রাসূল (স.) বলেছেন, "আল্লাহর স্মরণ ও এর নিকটস্থ বস্তুসমূহ এবং আলিম (ধর্ম জ্ঞানে জ্ঞানী) ও ধর্মীয় জ্ঞান অবলম্বকারী ব্যতীত গোটা দুনিয়া ও দুনিয়াতে যতকিছু আছে, সকলই অভিশপ্ত (অর্থাৎ আল্লাহর নি'আমত হ'তে বঞ্চিত)।"[৮]
পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও।"[৯] আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে তোমাদেরকে বাঁচাও। এর কারণ হলো, যে লোক নিজেকে আল্লাহর আযাব-গযব থেকে বাঁচার চেষ্টা করে না সে অপরকে তথা সন্তান-সন্তুতি ও পরিজনকে বাঁচানোর চেষ্টা কখনই করবে না। এখানে আহল বলতে স্ত্রীসহ গোটা পরিবারকে বুঝানো হয়েছে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত কাতাদাহ ও মুজাহিদ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে বাঁচাও নিজেদের কাজের সাহায্যে,আর তোমাদের পরিজনদেরকে বাঁচাও তাদের সৎশিক্ষা ও সদুপদেশ দিয়ে।"[১০] ইমামুল মুফাসসিরিন ইবনে জারীর আত তাবারী (র.) লিখেছেন, "আল্লাহর এ আদেশের পরিপেক্ষিতে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আমরা আমাদের সন্তানদের দ্বীন ইসলাম ও সমস্ত কল্যাণময় জ্ঞান এবং অপরিহার্য ভাল চরিত্র শিক্ষা দেব।"[১১] হযরত আলী (রা.) এ আয়াতের ভিত্তিতে লিখেছেন, "তোমরা নিজেরা শেখো ও পরিবারকে শেখাও সমস্ত কল্যাণময় রীতি-নীতি এবং তাদের সে কাজে অভ্যস্ত করে তোল।"[১২] শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সাথে সাথে মানবীয় গুণাবলী অর্জনের জন্য শিক্ষা দান করেছেন। কারণ শিক্ষাই মানবের সুপ্ত মানবিক ও মনুষ্যত্বের আলো জ্বালায়। মূলত মানুষকে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টজীব হিসেবে মনুষ্যত্ব ও মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত করে তোলার পাশাপাশি পৃথিবীর সকল কাজের আঞ্জাম সুষ্ঠুভাবে দেওয়ার লক্ষ্য হলো শিক্ষার ব্যবস্থা। দার্শনিক সক্রেটিসের মতে, "শিক্ষা হলো মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের আবিস্কার।"[১৩]

সত্যিকারের শিক্ষা ব্যক্তির ইহকাল ও পরকালের উন্নতির আলোক বর্তিকা হিসেবে কাজ করে। কমোনিয়াসের মতে, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক উন্নতির সাহায্যে ইহলোক ও পরলোকের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি। শিক্ষার সাহায্যে মানুষ নিজেকে ও বিশ্বকে জানতে পারে।"[১৪] এ কথা স্পষ্ট যে, একজন মানবিক আচরণের লোক, ভাল লোক, চরিত্রবান, নীতিবান, আদর্শবান, খোদাভীরু লোকই কেবল ইহকাল ও পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তার দ্বারা দাম্পত্য জীবনে পারিবারিক কলহ সম্ভব নয়। যা বাংলাদেশে অহরহ ঘটে চলছে। ফ্রেডারিক প্রোয়েবেলের মতে, "সুন্দর, বিশ্বস্ত এবং পবিত্র জীবন উপলব্ধি হল শিক্ষা।"[১৫] দার্শনিক রাসেলের মতে, "শিক্ষা হচ্ছে কতিপয় মানবিক গুণের তথা সাহস, উদ্যম, অনুভূতিশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির বিকাশ সাধন।"[১৬] প্লেটো বলেছেন, "নৈতিক গুণাবলী বিকাশের পরিপন্থী কোন কিছু শিক্ষার মধ্যে থাকবে না।"[১৭] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুর নুর শিক্ষা সম্পর্কে বলেন, "ইসলামের

৭.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ জুন ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.৩৪২

৮.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

৯.আল-কুর'আন, ৬৬ঃ ৬, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً

১০.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা ঃ নভেম্বর-১৯৯৩, পৃ.৩৪৬

১১.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

১২.প্রাগুক্ত

১৩.ড.আব্দুল আউয়াল খান, ড. আজহার আলী, মোঃ আব্দুস সামাদ ও মোঃ মিজানুর রহমান, *শিক্ষার ভিত্তি*, ঢাকাঃ সামাদ পাবলিকেশন্স এন্ড রির্চাস, ১৯৯৯ খ্রি.পৃ.৬৩

১৪.প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

১৫.ড. আব্দুল আউয়াল খান, প্রাগুক্ত পৃ.৬৭

১৬.প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

১৭.আব্দুন নুর, *শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি;* ঢাকাঃ ইফাবা পত্রিকা, ৩৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, এপ্রিল- জুন ১৯৯৪ পৃ.১৩

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশাবলীতে নিম্নোক্ত তিনটি সংযোজিত হয়েছে ঃ
১.আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদরাশিকে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি সৃষ্টি।
২.বিশ্বের সৃষ্টি রহস্য ও প্রকৃতির ঘটনা প্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে এ সবের পশ্চাতে সক্রিয় চিরন্তন সত্যের উপলব্ধি এবং
৩.পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে নির্ধারিত ভূমিকা পালনার্থে প্রয়োজনীয় আত্মিক বিকাশ বা মানবিক গুণাবলীর বিকাশ।”[১৭]

উপরিউক্ত দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, মনীষীদের দেওয়া শিক্ষার সংজ্ঞায় স্পষ্ট হয় যে, শিক্ষা মানুষের মধ্যে দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, উপকার কল্যাণ, সরলতা, উদারতা, ধৈর্য, সততা, নিষ্ঠা, প্রতিজ্ঞা- প্রতিশ্রুতি, সাম্য-মৈত্রী, ন্যায়বোধ, আতিথেয়তা, কর্তব্যপরায়ণতা, নিয়মানুবর্তিতা, সহমর্মিতা, সাহায্য-সহযোগিতা, ইহ্‌সান, পরোপকার ক্ষমাশীলতা, কল্যাণ কামনা, দায়িত্বশীলতা, সামাজিকতা লজ্জাশীলতা, অল্পতুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, তাওক্কুল ইত্যাদি গুণের যোগান দেয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা, অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, শত্রুতা, তিরস্কার, গালি, ঝগড়া-বিবাদ, লোভ লালসা, অপবাদ, কুচিন্তা-কুধারণা, অনুমাননির্ভরতা, তোষামদ-চাটুকারিতা, গীবত, চোগলখোরি, রিয়া, একগুঁয়েমী, সংকীর্ণতা, কপটতা, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, স্বজনপ্রীতি, দূর্নীতি, অশ্লীলতা, ব্যভিচার, যুলুম, নিষ্ঠুরতা, ছিন্তাই, রাহাজানি, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, সীমালংঘন, হত্যা, পরকীয়া ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কর্মকান্ড থেকে দূরে রাখে। পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের একজন সদস্য প্রথম গুণাবলী গ্রহণ করে এবং পরের গুণাবলী থেকে যদি নিজেকে দূরে রাখতে পারে তাহলে দাম্পত্য জীবনে কলহ-বিবদ তো দূরের কথা; বরং সংসার হবে স্বর্গপুরী। পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে শিক্ষিত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে আছে প্রকৃত শিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তি হবে একজন ভাল মানুষ, সোনার মানুষ, হবে আল্লাহভীরু। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহক ভয় করে সেই জ্ঞানী।”[১৮] আবার অন্য হাদীসে আল্লাহভীরুকে গভীর জ্ঞানের অধিকারী বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। নবীজী (স.) বলেন, “যে আল্লাহকে ভয় পায়; সে গভীর জ্ঞানের অধিকারী।”[১৯]

ইসলামে গভীর জ্ঞানের অধিকারীকে ফকীহ্ বলা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম বলেন, “গভীর জ্ঞানের অধিকারী দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হয়ে থাকে।”[২০] ইসলাম শূধু নিজেকেই শিক্ষিত হতে বলেনি; বরং নিজে শিক্ষিত হয়ে অন্যের মাঝে শিক্ষাকে বিস্তার করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছে। তাই অন্যকে শিক্ষা দান ইসলামে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর গুরুত্বের মাত্রা বৃদ্ধি পায় তখনই যখন সুশিক্ষা, কল্যাণের শিক্ষা দান করে। এমন শিক্ষকের জন্য আল্লাহ, প্রাণীকুল এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত দু'আ করে থাকে। হাদীসে এ ধরনের জ্ঞানী ব্যক্তির গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “তোমাদের একজন সাধরণ লোকের উপর আমার যেমন মর্যাদা তেমনি একজন 'আবিদের উপর একজন 'আলিমের তেমন মর্যাদা।” তারপর তিনি বলেন, “যারা মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দেয়, আল্লাহ তার ফিরিশতাগণ, আসমান যমীনের বাসিন্দাগণ, এমনকি গর্তের পিপিলিকা এবং মাছ তাদের জন্য দু'আ করতে থাকে।”[২১] শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের পরিবর্তন আসে। তাই ইসলামে শিক্ষা ও শিক্ষিতদের এত মর্যাদা। প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ.) কে নবুয়তের পূর্বেই জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ বলেন, “আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন,তারপর সে সমুদয় ফিরিশতাদের সামনে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, এ সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।”[২২] কুরআন ও হাদীসে শিক্ষার ফযিলত সম্পর্কে অনেক স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা

১৮.ইমাম দারেমী, *সুনানুদদারেমী*, কানপুর ঃ ১২৯৩ হি. বৈরুতঃ দারু ইহইয়্যায়িস সুন্নাতিন নাবাবিয়া, তা. বি.মুকাদ্দামা, বাব নং-২৭
১৯.ইমাম দারেমী, *সুনানুদদারেমী*, প্রাগুক্ত, বাব নং-২৯
২০.ইমাম দারেমী, *সুনানুদদারেমী*, প্রাগুক্ত
২১.আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *জামি'উত তিরমিযি*, দিল্লী ঃ আল-মাতবা আল মজীদী, ১৩৭৫ হি.কায়রোঃ ১৯৩৪ খ্রি. হাদীস নং ২৬৮৬
২২.আল-কুর'আন, ২ঃ ৩১,وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

হয়েছে, তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন, তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।”[২৩] অন্যত্র আল্লাহ বলেন, “আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।”[২৪] মানুষ অধিকাংশ সময়েই নিজের খেয়াল খুশিমত চলে এবং কুশিক্ষার কারণে বিপথগামী হয়ে পড়ে এবং সে সীমা অতিক্রান্ত করে ফেলে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, “অনেকে অজ্ঞান বশত: নিজেদের খেয়াল-খুশি দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে’ নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সীমালঘনকারীদের সম্মন্ধে সবিশেষ অবহিত।”[২৫] অজ্ঞতা ও কুশিক্ষার প্রতি হুশিয়ার উচ্চারণ করে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, “যারা নির্বুদ্ধিতার দরুণ ও অজ্ঞানতাবশত: নিজেদেরেকে হত্যা করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ সম্মন্ধে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তারা তো ক্ষতিগস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।”[২৬]

অর্থাৎ সুশিক্ষায় শিক্ষিত না হলে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। রাসূল (স.) বলেন, “যারা অজ্ঞানবশত: তাদের সন্তানদের হত্যা করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।”[২৭] অজ্ঞানতা অশিক্ষা মানব জাতির অভিশাপ। অজ্ঞানতার দ্বারা মানুষ যেমন নিজেকে বিপথগামী করে তেমনি অন্যকে বিভ্রান্ত করে। আল্লাহর ভাষায় এরা যালিম এবং সৎপথ প্রাপ্ত হয় না। আল্লাহ বলেন, “সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত: মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? আল্লাহ তো যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।”[২৮] হাদীসে শিক্ষা, জ্ঞান-প্রজ্ঞাকে ঈমানের অংশ বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূল (স.) বলেন, “জ্ঞান হলো, ঈমানের অংশ।”[২৯] প্রাক ইসলামী যুগে ঈমানহারা যুগ ছিল। আর সেটি ছিল অজ্ঞতার যুগ তথা জাহিলী যুগ। কিন্তু ইসলাম আসার পর ঈমানের যুগ সোনালী যুগ হিসেবে খ্যাতি লাভ করল। হাদীস থেকে জানা যায় যে, সর্বকালে, সর্বযুগেই জ্ঞানীরাই ছিল শ্রেষ্ঠ। রাসূল (স.) বলেন, “যারা জ্ঞানার্জন করেছে তারা জাহিলী যুগেও সেরা এবং ইসলামী যুগেও সেরা।”[৩০]

শিক্ষাই মানুষকে মানবিক আচরণে বাধ্য করে। শিক্ষা ও মানবিক আচরণ উভয়ই ফরয করা হয়েছে। হাদীসে উল্লেখ আছে. নবী করিম (স.) বলেন, “মানুষেরা জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটায়।”[৩১] আল্লাহ তা‘আলার কাছে শিক্ষা ব্যতীত ‘ইবাদতও গ্রহণযোগ্য হয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি জ্ঞানহীন অবস্থায় ‘ইবাদত করে যে সব ব্যাপার তার মধ্যে সংশোধন হওয়ার কথা তার অধিকাংশই নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে।”[৩২] শিক্ষা মানুষকে ইসলামী নীতি মানার যোগ্যতা ও আদর্শবান হতে শিখায়। তার মধ্যে সৎগুণাবলীর অনুপ্রবেশ ঘটে। রাসূল (স.) বলেন, “শিক্ষার সৌন্দর্য হলো তার ধারকদের ধৈর্য-সহিষ্ণুতা।”[৩৩] বাংলাদেশে দাম্পত্য ও পারিবারিক বিরোধ তুলনামূলকভাবে অশিক্ষিত ও কম শিক্ষিত পরিবারে বেশি লক্ষ্য করা যায়। আর যারা শিক্ষিত তারাও আবার ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত নয়। ফলে কম-বেশি সকল শ্রেণির মধ্যে দাম্পত্য কলহ বিরাজমান। তাই ইসলামী নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আদর্শ শিক্ষা, সুশিক্ষা কল্যাণকর শিক্ষা যা দাম্পত্য বিরোধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শিক্ষিত লোকের গুনাবলীর মধ্যে একটি হলো, সহজ-সরল জীবন-যাপন করা। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.) বলেছেন, “কোন ব্যক্তির সহজ-সরল জীবন-যাপন তার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।”[৩৪] রাসূল (স.) একদিকে ছিলেন সেরা শিক্ষক কারণ তাকে পাঠানোই

২৩.আল-কুর’আন, ৫৮ঃ১১, الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

২৪.আল-কুর’আন, ৩৫ঃ ২৮, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

২৫.আল-কুর’আন, ৬ঃ ১১৯, وَإِنَّ كَثِيراً لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

২৬.আল-কুর’আন, ৬ঃ ১৪০, قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَاء عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ

২৭.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহী বুখারী*, কায়রোঃ ১৩৭৬ হি. কিতাবুল মানাকিব,বাব-নং ১২

২৮.আল-কুর’আন, ৬ঃ ১৪৪, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

২৯.ইমাম দারেমী, *সুনানুদদারেমী*, প্রাগুক্ত, মুকাদ্দামা, বাব নং ৪৩

৩০.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহী বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৩৫৩

৩১.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহী বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ‘ইলম, বাব-৩৪

৩২.ইমাম দারেমী, *সুনানুদদারেমী*, প্রাগুক্ত, মুকাদ্দামা, বাব নং ২৯

৩৩.ইমাম দারেমী, *সুনানুদদারেমী*, প্রাগুক্ত, মুকাদ্দামা, বাব নং ৪৮

৩৪.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাতবা‘আ আশ্‌শারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি. (১৯৯৫ খ্রি.) খ.৫,পৃ. ১৯৪

হয়েছে মানব জাতির শিক্ষক হিসেবে। তিনি বলেন, "আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।"[৩৫] অন্যদিকে তিনি আবারও বলেছেন, "চরিত্রের পূর্ণতা প্রদানের জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি।"[৩৬] উপরের দু'টি বাক্যের মধ্যে চমৎকার মিল লক্ষ্য করা যায়। একটি এই যে, আল্লাহ রাসূল (স.) কে শিক্ষার জন্য পাঠিছেন যেমনি, তেমনি উত্তম চরিত্রের জন্যও প্রেরণ করেছেন। অতএব যিনি শিক্ষিত হবেন তিনি অবশ্যই চরিত্রবান ও আদর্শবান হবেন। আবার যিনি চরিত্রবান, নীতিবান, আদর্শবান হবেন তিনি শিক্ষিতও হবেন। সুতরাং শিক্ষক হবেন কোমল হৃদয়ের। যেমনটি ছিলেন মহানবী (স.)। জনৈক সাহাবী বলেন, "আমি রাসূল (স.) এর চেয়ে বেশি কোমল প্রকৃতির শিক্ষক কখনো দেখিনি।"[৩৭] ইসলামে কঠোর চরিত্রের, নীতিভ্রষ্ট শিক্ষকের কোন স্থান নেই। রাসূল (স.) ছিলেন, সহজ সরল। তিনি বলেন, "আমাকে সহজকারী শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে।"[৩৮] ইসলামে শিক্ষা এবং শিক্ষিত ব্যক্তির গুরুত্ব এতই বেশি যে, শিক্ষিত ব্যক্তিকে শয়তানও ভয় পায় এবং সমীহ করে। কারণ শয়তান শিক্ষিত দম্পতির মধ্যে খুব কমই গোলমাল লাগাতে পারে। অশিক্ষিত-মূর্খ লোকদেরকে শয়তান সহজেই বিভ্রান্ত করতে পারে। এ ব্যাপারে রাসূল (স.) বলেছেন, "শয়তানের মোকাবিলায় একজন পন্ডিত ব্যক্তি হাজার 'ইবাদতকারীর চেয়ে বেশি পরাক্রমশালী।"[৩৯]

ইসলামে শিক্ষিত, ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে চাঁদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ তারা সমাজে অমানবিক, অশোভন, লোমহর্ষক, অন্যায়- অবিচার করতে পারে না। বস্তুত তারাই পরিবার ও সমাজে বাতি স্বরূপ। রাসূল (স.) বলেন, "নিঃসন্দেহে 'আবিদের উপর 'আলিমের মর্যাদা এমন, যেমন তারকার উপর চাঁদের মর্যাদা।"[৪০] শিক্ষিত এবং মানবিক গুণে গুণান্বিত এমন লোককে রাসূল (স.) আলোর উপর আলো বলেছেন। তিনি বলেন, "আমাদের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম তিনি ভালোর উপর ভাল।"[৪১] আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে আমাদেরকে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন; যাতে আমরা সে দু'আ করি। তিনি বলেছেন, "আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক! জ্ঞানে সম্মৃদ্ধ কর।"[৪২] শিক্ষিত মানুষ জানে কিভাবে দাম্পত্য জীবন মধুর হয়, সুখী হয়। তাই তারা সদা সতর্কতার সাথে জীবন অতিবাহিত করে। দাম্পত্য জীবনে কলহের রূপ নেওয়ার পেছনে আরও একটি বড় কারণ ক্রোধ। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.) বলেছেন, "তোমরা মানুষদেরকে শিখাও এবং তাদের জন্য সহজ করে দাও। এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন। আর যখন তোমর মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হবে; যখন চুপচাপ হয়ে যাও। এ কথা তিনি দু'বার বলেছেন।"[৪৩]

শিক্ষার ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করে, তা তার অতীত পাপের মার্জনাকারী হবে।"[৪৪] একটি হাদীসে লজ্জা ও জ্ঞানকে একসঙ্গে ঈমানের অংশ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় লজ্জা ও সুক্ষদর্শিতা ঈমানের অংশ।"[৪৫] হাদীসের ভাষা অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, যে যত জ্ঞানী সে তত শালীন ও মার্জিত। তার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রতার মাত্রা বৃদ্ধি করে থাকে। ইসলামে সুশিক্ষা ও নিফাক পরস্পর বিরোধী দু'টি বৈশিষ্ট্য। এ দু'টির মিশ্রন একত্র হতে পারে না। কারণ একটি হলো, সভ্যতা, মানবিক, অপরটি অমানবিক ও হিংস্রতা। রাসূল (স.) বলেন, "মুনাফিকের মধ্যে দু'টি স্বভাব একত্রিত হতে পারে না। তাহলো উত্তম

৩৫.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে য়্যাযিদ ইবনে মাজা আল কাযবীনী, *আস-সুনান লিবন মাজা*, দেওবন্দ, আল মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাববুল মুকাদ্দামা, বাব-১৭

৩৬.ইমাম মালিক ইবনে আনাস, *মু'আত্তা*, কায়রোঃ ১৩৭০ হি. কিতাবু হুসনিল খুলক, হাদীস নং ৮

৩৭.ইমাম আবু দাউদ ইবনে সুলায়মান ইবনে আল আশআস আস সাজিস্তানি, *সুনান*, কানপুর ঃ আলমাকতাবা আল মজীদী, ১৩৭৫ হি. কিতাবুস সালাম, বাব-১৬৭

৩৮.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল,*আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৩,পৃ.৩২৮

৩৯.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে য়্যাযিদ ইবনে মাজা আল কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাজা*, দেওবন্দঃ আল মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. মুকাদ্দামা,বাব-১৭

৪০.ইমাম আবু দাউদ ইবনে সুলায়মান ইবনে আল আশআস আস সাজিস্তানি, *সুনান*, কানপুর ঃ আলমাকতাবা আল মজীদী, ১৩৭৫ হি.কিতাবুল 'ইলম, বাব-১

৪১.ইমাম দারেমী, *সুনানুদদারেমী*, প্রাগুক্ত, মুকাদ্দামা, বাব-৩৪

৪২.আল-কুর'আন, ২০ঃ ১১৪, فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً

৪৩.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *হাদীস শরীফ*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৬৪ খ্রি., পৃ. ১৫৬

৪৪.আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *জামি'উত তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইলম, বাব- ২

৪৫.ইমাম দারেমী, *সুনানুদ দারেমী*, প্রাগুক্ত, মুকাদ্দামা, বাব-৪২

চরিত্র ও নৈতিকতা এবং গভীর জ্ঞান।"[৪৬] সুতরাং দাম্পত্য জীবনকে সুখী করতে হলে, বিরোধ দূর করতে হলে ইসলামী নীতি অনুসরণের কোনই বিকল্প নেই। আর ইসলামী নীতি ও নৈতিকতার প্রধান ধারক হলো সুশিক্ষা। আর এই সুশিক্ষাই হলো আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান, যা নারী- পুরুষ সবার জন্য ফরয।

(খ) ইসলামী নীতি, শিক্ষা ও নৈতিক কাজের মধ্যে আরও একটি অন্যতম কর্ম হলো আল্লাহর 'ইবাদত। এটি ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল প্রকার অমানবিকতা নৃশংসতা ও অন্যায় অপকর্মের মহৌষধ। এটি মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক ও চিকিৎসা। 'ইবাদত মানুষকে বিশুদ্ধ, সংযমী ও মুত্তাকী বানায়। ফলে তার দ্বারা পারিবারিক ও সমাজিক অনাচার-নির্যাতন হতে পারে না। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ পাক বলেন, হে মানব জাতি!তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের 'ইবাদত কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা সংযমী হতে পার।"[৪৭] দাম্পত্য জীবন গঠিত হয় যৌবনকালে। আর এ যৌবনকালে যদি 'ইবাদত করা যায়, তাহলে সে আখিরাতের কল্যাণের সাথে সাথে দুনিয়ার সকল জীবনেই নিয়ন্ত্রিত থাকতে পারবে। এ জন্য দেখা যায়, যে যতবড় 'আবিদ সে তত বড় ভাল মানুষ। যৌবনকালে 'ইবাদত করার মর্যাদা আল্লাহর নিকট অনেক বেশি। হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কঠিন মুহূর্তে যে সব লোককে তাঁর রহমতের ছায়া প্রদান করবেন; তার মধ্যে একজন যৌবনে 'ইবাদতে কাটিয়েছেন। মহানবী (স.) বলেছেন, সাত ব্যক্তিকে সেদিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন,যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না। (তাঁরা হলো)

১.ন্যায়পরায়ণ বাদশা
২.এমন যুবক যে আল্লাহর 'ইবাদতে বেড়ে উঠেছে,
৩.এমন ব্যক্তি যার মন মসজিদের সাথে লেগে থাকে
৪.এমন দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবাসে এবং আল্লাহর উদ্দশ্যে পরস্পর বিছিন্ন হয়
৫.এমন ব্যক্তি যাকে কোন পদস্থ ও সুন্দরী আহবান করলে সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি
৬.এমন ব্যক্তি যে দানে এমন গোপনীয়তা অবলম্বন করে যে, তার ডান হাত দান করলে তার বাম হাতও জানে না এবং
৭.এমন ব্যক্তি যে সংগোপনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চোখ পানিতে ভেসে যায়।"[৪৮] ঈমানের পরে মৌলিক 'ইবাদত হলো, সালাত। আর সালাত আদায় করলে ব্যক্তি অশ্লিলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় সালাত যাবতীয় অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।"[৪৯] সালাতে ব্যক্তি জীবনে আসে যেমন প্রশান্তি তেমনি পরিবারে আসে শৃঙ্খলাবোধ,সমাজে আসে ভ্রাতৃত্ববোধ। সালাত একে অপরকে দায়িত্ববোধ, ঐক্য আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা ও মমতাবোধ শেখায়। ফলে কোন পরিবারের সদস্যরা যদি নামাযী হয়ে যায়,সে পরিবারে কলহ-বিবাদ থাকতে পারে না। সালাত সর্বদা আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণই চিত্ত (মন) প্রশান্তি হয়।"[৫০]

সালাতের পর মৌলিক 'ইবাদত এর মধ্যে পড়ে সাওম বা রোযা। সাওমের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা, দূরে থাকা, বর্জন করা ইত্যাদি। শরী'আতের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সুর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকার নাম সাওম। এ 'ইবাদতটি প্রত্যেক বালেগ নারী-পুরুষ মুমিনের উপর ফরয। আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো, যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেওয়া হয়েছিল; যাতে তোমরা সংযমী হতে পার।"[৫১] মানুষের তাকওয়া লাভের জন্য সাওমের বিকল্প নেই। পাপাচার ও ভীতিপ্রদ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা লাভের জন্য তাকওয়া। সাওম মানব জীবনের তাকওয়া অর্জনের ট্রেনিং অনুশীলন। মানুষ অন্যায় ও গর্হিত কাজে জড়িয়ে পড়ে প্রধানতঃ কয়েকটি কারণে। লাগমহীন কামনা-বাসনার অনুসরণ, যৌনবৃত্তি ও আরাম-আয়েশের আশাবাদ প্রবৃতি।এ সব প্রবৃত্তিকে সুর্নিদিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত করা না গেলে মানুষে মানুষে বিদ্বেষ এবং

৪৬.আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *জামি'উত তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইলম, বাব-১৯

৪৭.আল-কুর'আন, ২ঃ২১, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

৪৮.ইমাম মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহী মুসলিম*, দিল্লীঃ আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৫০ খ্রি. কিতাবুল যাকাত, হাদীস নং ৯১

৪৯.আল-কুর'আন, ২৯ঃ ৪৫,إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

৫০.আল-কুর'আন, ১৩ঃ ২৮,الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

৫১.আল-কুর'আন, ২ঃ ১৮৩, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সাওম যাপনের সময়ে সুবহে সাদিক থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বৈধ-অবৈধ সকল প্রকার খানা-পিনা, ভোগ-বিলাস ও ইন্দ্রিয় সম্ভোগ থেকে বিরত থাকতে হয় বাধাহীন কামনা বাসনা চর্চার কোন প্রশ্নই উঠে না। সারাদিন না খাওয়া ও সংযম যাপনের পরে রাতে বিশ্রামে যাওয়ার কথা; কিন্তু তারাবীর নামায, কুর'আন তিলওয়াত, সাহরী খাওয়া ইত্যাদির কারণে সে আরাম সহজে হয়ে উঠে না। ফলে তাকওয়া লাভ সহজে অর্জন করা যায়। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে সাওমের ভিতর দিয়ে। আল্লাহকে একান্ত নিকটে অনুভূত হয়, নেহাৎই কাদের ভাবা যায়, সাওমের বাস্তব প্রক্রিয়ায় লোভ-লালসা এ পার্থিব জীবনে আল্লাহকে নিকটে রাখতে পারলেই কেবল প্রকৃত মানুষ হিসেবে টিকে থাকা সম্ভব। একজন রোযাদার দিনভর না খেয়ে থাকে। আল্লাহকে একান্ত নিকটে অনুভব করেই সে না খেয়ে থাকে সারাদিন। সায়িম নিভৃতে নির্জনে কিছুই পানাহার করে না। কারণ তার সাওম রাখার ভিত্তিই হচ্ছে দুনিয়ার কোন মানুষ তাকে না দেখলেও সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ পাক তাকে দেখছেন; আল্লাহ তাকে পানাহারে বাধাদান করছেন, আল্লাহ তাকে সরাসরি পরিচালনা করছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমার সম্পর্কে তখন তো আমি নিকটেই। আমি তো আহবানকারীর আহবানে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহবান করে। তাদের কর্তব্য তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যাতে তারা সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকতে পারে।"[৫২]

ইসলামে অন্যান্য মৌলিক 'ইবাদত যেমন সালাত, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি কর্মে গোপন রাখা যায় না। ধনী গরীব, ছোট-বড় সকলের গোচরীভূত হয়। কিন্তু রোযা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে একজন রোযাদার রোযাকে গোপন রাখতে পারে। গোপনে খেলে কেউ জানতে পারবে না যে সে রোযাদার নয়। তাই সাওমে রিয়ার সুযোগ নেই। হাদীসে কুদসীতে রাসূল (স.) বলেছেন, "সাওম আমার জন্য রাখা হয় এবং আমি তার প্রতিদান নিজেই দেব আর প্রতিটি আমলের বিনিময় দশগুণ।"[৫৩] অন্য আরও একটি হাদীসে আছে, "আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার; তবে ব্যতিক্রম রোযা। রোযা আমার জন্য এবং এর প্রতিদান আমিই দেব। রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কারো ফরয রোযার দিন এলে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে, গোলমাল না করে এবং মূর্খতাপূর্ণ আচরণ না করে। যদি তাকে কেউ গালি দেয় অথবা বধ করতে চায় তাহলে সে যেন বলেঃ আমি রোযাদার।"[৫৪] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "সালাত হলো প্রমাণ আর রোযা ঢাল স্বরূপ"[৫৫] রাসূলুল্লাহ (স.) আরও বলেন, "রোযা ব্যক্তির জন্য প্রতিবন্ধক।"[৫৬]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও তদানুযায়ী বাস্তবায়ন বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করার আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।"[৫৭] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, কতক রোযাদার আছে; যারা ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া আর কিছুই পায় না।"[৫৮] "রোযার মাস ধৈর্যের মাস, আর ধৈর্যের বিনিময় হলো জান্নাত। আর এ মাস মানুষের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশের মাস।"[৫৯] তিনি অন্যত্র বলেন রোযা ধৈর্যের অর্ধেক,আর ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক।"[৬০] মৌলিক 'ইবাদতের মধ্যে আরও একটি 'ইবাদত হলো যাকাত। ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হলো-যাকাত। নামাযের পরেই এর স্থান। কুর'আনের বহুস্থানে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে সালাতের সাথে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা সালাত কায়িম কর যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋন দাও।"[৬১] সালাত যেমন মানুষের দেহ মন

৫২.আল-কুর'আন, ২ঃ ১৮৬, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

৫৩.ইমাম বুখারী, *সহী বুখারী*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,এপ্রিল ১৯৮৩ খ্রি.কিতাবুস সিয়াম,খ.৩,পৃ.৩১১ / সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০০ খ্রি. পৃ. ৩০০

৫৪.ইমাম মুসলিম ইবন আল- হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সিয়াম, হাদীস নং ১৬১,১৬২/ ইমাম মালিক ইবনে আনাস, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সিয়াম, হাদীস নং-৫৭

৫৫.আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *জামি'উত তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জুমু'আ, বাব নং ৭৯

৫৬.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে য়্যাযিদ ইবনে মাজা আল কাযবীনী, *আসসুনান*, প্রাগুক্ত, কিতবুন নিকাহ, বাব- ১

৫৭.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

৫৮.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে য়্যাযিদ ইবনে মাজা আল কাযবীনী, *আসসুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সিয়াম,বাব- ২১

৫৯.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০০

৬০.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে য়্যাযিদ ইবনে মাজা আল কাযবীনী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সিয়াম, বাব-৪৪

৬১.আল-কুর'আন, ৭৩ঃ ২০, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Dhaka University Institutional Repository

ও আত্মার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ‘ইবাদত-বন্দেগীর মূল, তেমনি সম্পদ উৎপাদন, বিতরণ ও ভোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ‘ইবাদত-বন্দেগীর মূল হচ্ছে যাকাত। যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা অর্থাৎ যাকাত দিলে মানুষের সম্পদ পরিশুদ্ধ হয়, পবিত্র হয়। যাকাতের অন্য অর্থ হলো, বৃদ্ধি, অর্থাৎ যে সম্পদের যাকাত দেওয়া হয় তা হ্রাস পায় না; বরং আরও বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন, “আর তোমরা যে সুদের কারবার করে থাক মানুষের সম্পদের সঙ্গে মিলে সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার উদ্দেশ্যে, আল্লাহর নিকট তা মোটেই বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত দিয়ে থাক তাই কেবল বৃদ্ধি পায়-এরাই সম্মৃদ্ধশালী।”[৬২] যাকাতের অর্থ গরীব ও অভাবীদের হক। যতক্ষণ তা দেওয়া হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত ধনী ব্যক্তির সম্পদ পবিত্র হবে না। আল্লাহ বলেন, “বঞ্চিত ও প্রার্থীদের অধিকার রয়েছে ; বিত্তশালীদের সম্পদে।”[৬৩] রাসূলুল্লাহ (স.) এক মহিলাকে বলেন, “তুমি তোমার আত্মাকে বিশুদ্ধ করার জন্য যাকাত প্রদান কর।”[৬৪] হযরত আবু বকরের খিলাফতের সময়ে একদল গোমরা লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করায় তিনি শপথ করে বলেছিলেন, “আল্লাহর শপথ! তারা রাসূলের সময় যেরূপ যাকাত দিত তার একটি উষ্ট্রও যদি দিতে অস্বীকার করে; তাহলে তার বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই জিহাদ করব।”[৬৫] যাকাত সম্পদকে পবিত্র করে। পবিত্র করে সম্পদের মালিক যাকাত দাতাকে। এখান থেকে জীবনের প্রতিটি স্তরে,প্রতিটি ক্ষেত্রে অসঙ্গতি, অন্যায়, কলুষতা ও অসুন্দর থেকে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা অর্জনের শিক্ষা পাওয়া যায়। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তাই নির্দেশ দিয়েছিলেন। “আপনি তাদের থেকে যাকাত উসুল করে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে দিন।”[৬৬]

অন্যান্য ‘ইবাদতের ন্যায় হজ্জের মত মৌলিক ‘ইবাদতও অন্যায়-অত্যাচার, যুলুম, বিবাদ-বিরোধ ইত্যাদি কাজ হতে ফিরে থাকার এক বিরাট অনুশীলন। মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “হজ্জ হয় সুবিদিত সম্পদসমূহে। অতঃপর যে কেউ এই মাসগুলোতে হজ্জ করা স্থির করে তার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ- বিবাদ বৈধ নয়।”[৬৭] হজ্জ হলো, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ অবস্থায় আল্লাহর কা‘বাঘর ও তার সন্নিহিত কয়েকটি স্থানে কতকগুলো নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পালন করাকে বুঝায়। হজ্জের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্যে ও ক্ষমা লাভের তৃপ্তি মেলে। রাসূল (স.) বলেন, “যে ব্যক্তি হজ্জের কার্যাবলী আদায়কালে স্ত্রী-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকল ও গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকল যেন সে মাতৃগর্ভ থেকে নিষ্পাপ শিশুর মত হয় ফিরে আসল।”[৬৮] হজ্জ আল্লাহকে কাছে অনুভব করায় যে অনুশীলন ঘটে তা সমাজ জীবনে ব্যক্তি, পারিবারিক জীবনে প্রতিফলিত করতে পারলে যাবতীয় অন্যায়-অত্যাচার যুলুম-নির্যাতন, কলহ-বিবাদ দূর হয়ে যাবে। জীবন হয়ে উঠবে সুন্দর ও সুখের।

(গ) রাসূল (স.) এর আদর্শ অনুসরণঃ মনুষ্য ইতিহাসে হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বকালের, সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, তেমনি নবীকুলের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী-রাসূল। তিনি ছিলেন একাধারে মানুষ,আল্লাহর প্রেরিত দূত, মানবরূপে সমাজ সংস্কারক, রাষ্ট্রনায়ক এবং নির্যাতিত মানুষের রক্ষাকবচ। তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে পারিবারিক ও সামাজিক অসমতা দূর করেন, নারীদের মর্যাদার স্বীকৃতি দেন, ক্রীতদাসদের পরাধীনতার অবস্থার উন্নতি সাধন করেন এবং সমাজে মদ্য পান, জুয়া, হত্যা-খুন, পারিবারিক জীবনে কলহ, দাম্পত্য বিরোধ প্রভৃতি যে সব অসামাজিক কুপ্রথা বা কার্যকলাপ তাঁর নবুয়তের পূর্বে বিদ্যমান ছিল তা সবই তিনি দমন করতে সক্ষম হন এবং সর্বক্ষেত্রে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সফল হন। এজন্য মুসলিম পারিবারিক জীবনে কলহ- বিবাদ এড়াতে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ ও শান্তি আনয়নে তাঁর আদর্শ অনুরণ ছাড়া আর কোনই বিকল্প নেই। একজন ব্যক্তির একার পক্ষে কংকটাপন্ন সমাজ সংস্কার ও

৬২.আল-কুর’আন, ৩০ঃ ৩৯, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

৬৩.আল-কুর’আন, ৫১ঃ ১৯, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

৬৪.ইমাম আবু দাউদ ইবনে সুলায়মান ইবনে আল-আশ আসসাজিস্তানি, *সুনান*, কানপুর ঃ আলমাকতাবা আল মজীদী, ১৩৭৫ হি.কিতাব সালাত, বাব ৯

৬৫.ড. শাহ মুহাম্মদ ‘আব্দুর রাহিম, *ডিগ্রি ইসলামী শিক্ষা*, ঢাকাঃ সেনালী সোপান প্রকাশনী, আগস্ট ১৯৯৪ খ্রি. খ. ২, পৃ. ৭৩

৬৬.আল-কুর’আন, ৯ঃ ১০৩, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

৬৭.আল-কুর’আন, ২ঃ ১৯৭, الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ

৬৮.সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০০, খ্রি. পৃ.৩৪২

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির নৈতিক অবস্থার উন্নতি করা কিভাবে সম্ভব তা ভাবতেই অবাক লাগে। তাঁর চিন্তাধারা ছিল প্রগতিশীল, কার্যকলাপ ছিল সাধারণ প্রচলিত যা ছিল শুধুই মানবতার কল্যাণে। মানব জাতির মুক্তিই ছিল তাঁর লক্ষ্য। মানব মুক্তি ও মানবতার শিক্ষক খোদার হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.)এর অনুসরণের মাধ্যমে এ ঘুনে ধরা পৃথিবীতে, অস্থির ও কলুষিত সমাজ আবারও মানবিক মূল্যবোধের পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিশেষ করে আমাদরে দেশে যে ভাবে সমাজ অবক্ষয়ের মাত্রা দিনের পর দিন বেড়েই চলছে, দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে যেখানে প্রতিদিন ২০/২৫ জন খুন হচ্ছে, আত্মহননের ঘটনা ঘটছে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চলছে হত্যা, রাহাজানি, দুর্নীতি ও লুটপাটের এবং সন্ত্রাসের, সেখানে মহ্ঔষধ হিসেবে নবীর আদর্শ গ্রহণ ছাড়া বিকল্প আর কি হতে পারে? তাঁর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল কিছু ছিল মানবতার কল্যাণের জন্য। হাদীসে বর্ণীত আছে, "নিশ্চিতরূপেই রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর আদর্শের পুরোটাই কল্যাণের জন্য শিখিয়েছেন।"[৬৯] মুসলিম মানবের কল্যাণকর ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না। শুরু থেকেই পৃথিবীর যেখানেই রাসূল (স.) এর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানেই কল্যাণ নেমে এসেছে। পক্ষান্তরে যেখানেই মহানবীর আদর্শ অমান্য ও অমর্যাদা করা হয়েছে; সেখানেই নেমে এসেছে মানবিক বিপর্যয়, মানুষ হয়েছে অপমান ও নির্যাতনের শিকার, খলিফা হয়েছে যালিম শাসক আর জনগণ হয়েছে নির্যাতিত প্রজা। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে আমার আদর্শের খেলাপ করবে তার জন্য এটি অপমান ও ছোট হওয়ার (অপমান) কারণ হবে।"[৭০]

মুসলিমদের এটি ভুলে গেলে চলবে না যে, মুহাম্মদ (স) এর আদর্শ অনুসরণ করা ফরয। কিন্তু বর্তমান অধুনা মুসলিম পরিবারে, সমাজে কি দেখি? দেখি প্রতিবেশি বিধর্মী আদর্শ ও পশ্চিমাদের অপসংস্কৃতির কালছাপ বা মুসলমানদের দাম্পত্য জীবনকে বিদ্ধস্ত করেছে এবং করছে। যার পরিণতি শুধু অশান্তি আর অশান্তি। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন "রাসূলুল্লাহ (স.) তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর আর যা হতে নিষেধ করেন তা গ্রহণ হতে বিরত থাক।"[৭১] রাসুলুল্লাহ (স.) এর অনুসরণীয় চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে অধিক স্মরণ করে,তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[৭২] তিনি অন্যত্র বলেন, "আপনি অবশ্যই মহাচরিত্রের অধিকারী।"[৭৩] রাসূলুল্লাহ (স.)এর অনুসরণ করা মুসলমানের ঈমানের অঙ্গ। এ মর্মে আল্লাহ পাক বলেন, "কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের কসম! তারা মুমিন হবে ততক্ষণ যতক্ষণ তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারের ভার আপনার উপর ছেড়ে দেবে। অতঃপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্মন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়।"[৭৪]

রাসূলুল্লাহ (স.) নির্যাতিত মানুষের আশ্রয়স্থল ছিলেন। ছিলেন অসহায় মানুষের ভরসা। কারণ তিনি কঠোর প্রকৃতির ছিলেন না; বরং কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। এ জন্য তাঁর আশে পাশে লোকের ভির লেগেই থাকত। আল্লাহ কুর'আনে বলেন, "আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয়ের হয়েছিলেন; যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ হতে সরে যেত।"[৭৫] আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল এবং সাহাবীদের পারস্পরিক সম্পর্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল (স.)এবং তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।"[৭৬] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা এবং অজ্ঞদের জন্য রক্ষাকবচ হিসেবে।"[৭৭] তিনি কোমল নরম এর পাশাপাশি সহজ সরল ছিলেন। সরলতা ছিল তাঁর অন্যতম গুণ। তাঁর সাথে যত সহজে মেশা যেত বা যত সহজে কথা বলা যেত তেমন আর

৬৯.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে য়্যাযিদ ইবনে মাজা আল কাযবীনী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাব-নিকাহ, বাব-১৯

৭০.ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল,*আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.৫০

৭১.আল-কুর'আন, ৫৯ঃ ৭, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

৭২.আল-কুর'আন, ৩৩ঃ ২১, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

৭৩.আল-কুর'আন, ৬৮ঃ ৪, وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ

৭৪. আল-কুর'আন, ৪ঃ ৬৫, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً

৭৫.আল-কুর'আন, ৩ঃ ১৫৯,فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ

৭৬.আল-কুর'আন, ৪৮ঃ ২৯,مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً

৭৭.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহী বুখারী*, কায়রোঃ ১৩৭৬ হি. কিতাবুত তাফসীরি সুরা, বাব ৪৮

কারো সাথে তা পারা যেত না। জনৈক সাহাবী বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) সহজ সরল লোক ছিলেন।"[৭৮] রাসূলুল্লাহ (স.) সৃষ্টজীবের মধ্যে সবচেয়ে সদাচারী ছিলেন এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষাকারীও ছিলেন। জনৈক সাহাবী বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল আপনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সদাচারী এবং সম্পর্ক রক্ষাকারী।"[৭৯] রাসূলের চরিত্র কেন অনুসরণীয়, অনুকরণীয় হবে না! কারণ তাঁর স্বভাব মুদ্রণকারী যে স্বয়ং আল্লাহ। তাই আল্লাহ কুর'আনে বলেছেন, "আপনি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নন।"[৮০] রাসূল (স.) নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে নিজের ভূমিকা স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ আমাকে একজন প্রচারক হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে শক্তি প্রদর্শনের জন্য পাঠান নি।"[৮১] অন্য এক হাদীসে রাসূল (স.) কে পৃথিবীর সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জনৈক সাহাবী বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.)চরিত্রের দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন।"[৮২] রাসূল (স.) কুর'আনের চরিত্রের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। অর্থাৎ কুর'আন যে মানের মানুষ প্রত্যাশা করে, তিনি ছিলেন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। রাসূলুল্লাহ (স.) নিজে বলেন, "আল্লাহর শপথ! আমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু এবং সদাচারী।"[৮৩] কুর'আনে এমন কোন মানবীয় আচরণ নেই যেটি তিনি পূর্ণমাত্রায় ধারণ করেন নি। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, "নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর নবীর চরিত্র ছিল কুর'আনের অনুরূপ।"[৮৪] অন্য হাদীসে এসেছে "নিশ্চিতভাবেই আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরহেজগার, সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী এবং বেশি সদাচারী।"[৮৫]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "আমি মানুষের হতাশায় ও নিরাশার আশার সঞ্চারকারী।"[৮৬] হযরত আলী (রা.) এর দৌহিত্র (ইমাম হুসাইনের ছেলে) হযরত ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মদ (র.) বলেন, "হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) যখন নবী (স.) এর সুন্দরতম গুণাবলী বর্ণনা করতেন তখন বলতেন যে, তিনি সবচেয়ে উদারহস্ত, সবচেয়ে সাহসী হৃদয়ের, সবচেয়ে সত্যভাষী, সবচেয়ে ওয়াদা পালনকারী, সবচেয়ে নম্র-স্বভাব এবং সবচেয়ে ভদ্র জীবন যাপনকারী ছিলেন। যে ব্যক্তি হঠাৎ তাঁকে দেখত, তার ভিতর ভীতির সঞ্চার হত এবং যে ব্যক্তি তাঁর সাহচার্য লাভ করত ও তাঁর অতুলনীয় স্বভাব সম্পর্কে অবগত হতো, সে তাঁকে অপরিসীম ভালবাসতে শুরু করত আমি তাঁর পূর্বে কখনো তার মতো সর্বগুণে গুণান্বিত মানুষ দেখিনি এবং পরেও দেখিনি।"[৮৭] মানবিক ভদ্রতা ও দয়ার জন্য তিনি ছিলেন মানব জাতির জন্য আদর্শ। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) একবার নবী (স.) এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "তিনি ছিলেন সবচেয়ে ভদ্র ও দয়ালু।"[৮৮]

হযরত আনাস (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর গৃহে ১০ বছর কাটিয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) কে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তিনি বলেন, "আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূল (স.) এর সেবা করেছি। কিন্তু এত দীর্ঘ সময়ে তিনি আমাকে কোন মারধোর বা ধমক কিংবা আমার সাথে কোন রুক্ষ ব্যবহার করেননি।"[৮৯] আনাস (রা.) আরও বলেন, "আল্লাহর শপথ! তিনি কখনো আমাকে উহ' বলেননি।"[৯০] জনৈক সাহাবী বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে কখনো কাউকে গালি দিতে দেখিনি।"[৯১] হাদীসে আরও বলা হয়েছে "রাসূল (স.) দয়ালু ও বন্ধুসুলভ ছিলেন।"[৯২] রাসূল (স.) নিজেই

৭৮.ইমাম মুসলিম ইবন আল- হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হজ্জ, হাদীস নং ১৩৭
৭৯.ইমাম মুসলিম ইবন আল- হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৬৭
৮০.আল-কুর'আন, ৮৮ঃ ২২, لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ
৮১.আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *জামি'উত তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তাফসীরি সূরা, বাব.৬৬
৮২.ইমাম মুসলিম ইবন আল- হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস নং ২৬৭
৮৩.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহী বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুশ শিরকাহ, বাব- ১৫
৮৪.ইমাম মুসলিম ইবন আল- হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাব মুসাফিরীন, হাদীস নং ১৩৯
৮৫.ইমাম মুসলিম ইবন আল- হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হাজ্জ, হাদীস নং ১৪১
৮৬.আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *জামি'উত তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মানাকিব, বাব নং ১
৮৭.আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *জামি'উত তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মানাকিব,বাব নং ৮
৮৮.হাফিজ আবু শায়খ আল-ইসফাহানী (র.) *আখলাকুননবী*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ১৯৯৪ খ্রি. হাদীস নং ৫৯, পৃ.২৩
৮৯. আবু আব্দির রহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন নাসায়ী, *সুনানুন্নাসায়ী*,মাকতাব সালাফিয়া,১৯৮২ খ্রি.কিতাবুস সাহবী, বাব.২০
৯০.ইমাম মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল,ফাযায়িল,হাদীস নং-৫১
৯১.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে য়্যাযিদ ইবনে মাজা আল কাযবীনী,*সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল লিবাস, বাব নং১
৯২.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহী বুখারী*, রিয়াদঃ দারুস সালাম ২০০০ খ্রি. কিতাবুল আযান, বাব-১৭,১৮,৪৯

বলেছেন, "আমি মুহাম্মদ, আমি দয়ার নবী।"[৯৩] তিনি আরও বলেন, আমাকে অভিসম্পাদকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি; বরং আমাকে রহমত হিসেবে পাঠানো হয়েছে।"[৯৪] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূল (স.) বলেছেন, "আমি সৃষ্ট জাহানের ফিরিয়ে দিয়েছেন। হযরত আয়িশা (রা.) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবী (স.) এর নিকট কোন বস্তু প্রার্থনা করা হয়েছে এবং তিনি তা নিষেধ করেছেন, এরূপ কখনো জন্য প্রেরিত রহমত।"[৯৫] পরিবারে, সমাজে একজন ভাল মানুষ বা একজন স্বামী কিংবা ভাল স্ত্রী হতে হলে অবশ্যই রাসূলের জীবনাদর্শ অনুসরণ করতে হবে। তার জীবনের এমন একটি ঘটনাও নেই যে, তিনি কোন সওয়ালকারীকে হয়নি।"[৯৬] অর্থাৎ অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনই ছিল তাঁর প্রকৃতি বা স্বভাব। রাসূলুল্লাহ (স.) এতই মানবিক সচেতন ও বিবেকবান ছিলেন যে, কারো শারীরিক মানসিক কষ্ট হবে ভেবে নামায পর্যন্ত তাড়াতাড়ি করতেন। আলী ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স.) সালাত পড়ালেন এবং সালাতে খুব দ্রুত শেষ করলেন। তারপর বললেনঃ আমি সালাত ত্বরা করে শেষ করলাম এই জন্য যে,সালাতে আমি যখন কোন শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনি তখন আমার আশংকা হয় যে,শিশুটির এ কান্নার আওয়াজ তার পিতা-মাতার মনে কোন কষ্টের উদ্রেক হয় কি না।"[৯৭] আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল(স.) সালাতরত অবস্থায় যখন কোন শিশুর কান্নার আওয়াজ শোনতেন তখন শিশুটির মায়ের কোন অস্থিরতার সৃষ্টি হতে পারে এ আশংকায় তিনি সালাত সংক্ষিপ্ত করে ছোট একটি সূরা বা আয়াত তিলওয়াতের মাধ্যমে সালাত শেষ করে নিতেন।"[৯৮] রাসূলুল্লাহ (স.) সকল ব্যাপারেই ছিলেন আদর্শের প্রতীক। খানা-পিনা ছিল অতি সাধারণ খাওয়া-দাওয়ায় পুরো জীবনে একবারও অপচয় বা অপব্যয় করেননি। বরং রাষ্ট্র ক্ষমতায় থেকেও তিনি উপবাস যাপন করেছেন। জনৈক সাহাবী বলেন, "আল্লাহর নবী (স.) একাধারে তিনদিন তৃপ্তি সহকারে খাননি।"[৯৯] অন্য এক হাদীসে এসেছে,"রাসূল (স.)তাঁর পরিবার-পরিজনকে তিনদিন তৃপ্তিসহ খাওয়াতে পারেননি।"[১০০]

বিশ্ব পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমাদের দেশ বাংলাদেশ অতি দরিদ্রতম একটি দেশ । কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এক শ্রেণির লোক অনেক ধনী আর অন্য শ্রেণি অতি দরিদ্র। ধনীরা দৈনন্দিন খরচ অতিমাত্রায় করছে, করছে অপচয় এবং অপব্যয়। এরা অতিভোজনে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ছে; আবার অন্য শ্রেণির দরিদ্র লোকেরা ক্ষুধার তাড়নায় রোগাক্রান্ত হচ্ছে অপুষ্টিতে ভূগছে। ইসলাম এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থা অমানবিক আচরণ সমর্থন করে না। রাসূল (স.) মানুষের সুখে সুখী আর মানুষের দুঃখে দুঃখী হতেন। মানুষের কষ্টের কথা বিবেচনা করে তাদের মুক্তির জন্য তিনি হিরা গুহায় অবস্থান করেছিলেন। রাসূলে (স.) ওহী প্রাপ্ত হয়ে ফিরে এসে খাদিজাকে সব বললেন। খাদিজা বলেছিলেন, "কখনো নয়,আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। নিশ্চিতভাবেই আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন। আপনি লোকদের বোঝা লাঘব করেন। আপনি অতিথি সেবা করেন। আপনি নিঃস্বদের সেবা করেন। আপনি সত্য প্রতিষ্ঠায় ব্রতদের পাশে দাঁড়ান।"[১০১] তিনি একাধারে নবী ও রাষ্ট্র নায়ক হয়ে কোন কাজের হুকুম করেই ক্ষন্ত হননি; বরং তিনি সকলের সাথে একাকার হয়ে যেতেন, তিনি নিজে হাতে সাহাবীদের সাথে কাজে অংশগ্রহণ করতেন। বারাহ ইবনে আযিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খন্দক যুদ্ধের দিন দেখেছি রাসূল (স.) নিজে মাটি বহন করেছেন আর ধুলায় তার বুকের পশমগুলো ঢেকে পড়েছিল। তিনি বলেন, আমি আরো দেখেছি, খন্দকের সে দিন প্রিয় নবী (স.) উদ্দীপনা বর্ধক কবিতা আবৃত্তি করছিলেন, আর সাহাবীরা পরিখা খনন করে যাচ্ছিলেন। এ সময়ে তিনিও অন্যান্যদের সাথে মাটি বহন করতেন। এমনকি বালির কারণে তাঁর পেটের চামড়া আবৃত হয়ে গিয়েছিল।"[১০২]

৯৩.ইমাম মুসলিম ইবন আল- হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহী মুসলিম*, দিল্লিঃ আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৫০ খ্রি. কিতাবুল ফাযায়িল, হাদীস নং-১২৬

৯৪.ইমাম মুসলিম ইবন আল- হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং ৮৭

৯৫.হাফিজ আবু শায়খ আল-ইসফাহানী (র.) *আখলাকুননবী*, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৫

৯৬.হাফিজ আবু শায়খ আল-ইসফাহানী (র.) *আখলাকুন্নবী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৯০,পৃ.৫০

৯৭.হাফিজ আবু শায়খ আল-ইসফাহানী (র.) *আখলাকুন্নবী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৬০, পৃ.১০৬

৯৮.ইমাম মুসলিম ইবন আল- হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং ১৯১

৯৯.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে য়্যাযিদ ইবনে মাজা আল কাযবীনী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আত'ইমাহ, বাব-৪৮

১০০.ইমাম মুসলিম ইবন আল- হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল যুহদ, হাদীস নং ৩২,৬৫

১০১.ইমাম মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ২৫২

১০২.ইমাম মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী,*সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ১২৫/ সহী বুখারী কিতাবুর রিকাক, বাব-১

রাসূলুল্লাহ (স.) কোন মানুষের ক্ষতি করেন নি; বরং নিরাপত্তা বিধান করতেন। এ জন্য তাঁকে নিরাপত্তা বিধায়ক বলা হত। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি মানুষকে পূর্ণমাত্রায় নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। অথচ এই লোকগুলোই তার শত্রু ছিলেন, তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। হাদীসে বলা হয়েছে, "মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহর রাসূল মানুষকে পূর্ণমাত্রায় নিরাপত্তা দিলেন।"[১০৩] রাসূলুল্লাহ (স.) কোন কথা বা বক্তৃতার মাধ্যমে কাউকে আঘাত বা কষ্ট দেননি। কারো বিরুক্তির কারণও হতে দেখা যায়নি। বরং তার সুমধুর কথায় মানুষের দুঃখ-বেদনা-কষ্ট দূর হয়ে যেত। হযরত আলী (রা) বলেন, "তিনি মানুষের প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখতেন যাতে তারা অমনোযোগী না হয়ে পড়ে কিংবা অতিষ্ঠ হয়ে না ওঠে।"[১০৪] রাসূলুল্লাহ (স.) ছিলেন ধৈর্যের প্রতীক। বিশেষত প্রতিকুল অবস্থায় তিনি এবং সাহাবীরাও ধৈর্যধারণ করতেন। হাদীসে এসেছে, "রাসূল (স.) এবং তাঁর সাহাবীরা বিপদে ধৈর্যধারণ করতেন।"[১০৫] পারিবারিক শান্তি বজায় রাখার জন্য ধৈর্য একটি মহাঔষধ। রাসূল (স.) ছিলেন ধীরস্থির। কখনই কোন কাজে বা কথায় তিনি অস্থির ছিলেন না। অস্থিরতা একটি বদঅভ্যাস যা মানুষকে ধান্ধাবাজ বানায়। অপরাধী লোকের প্রধান বৈশিষ্ট্য অস্থিরতা ও ধান্ধাবাজী। সাহাবী হযরত হিন্দা ইবনে আবি হালী (রা.) বলেন, "সামান্য পরিমাণের অস্থিরতাও রাসূলের মধ্যে ছিল না।"[১০৬]

মহানবী একাধারে একজন নবী, ব্যক্তি, একজন পারিবারের সদস্য, একজন স্বামী, সমাজের সদস্য,একজন রাষ্ট্র নায়ক ছিলেন। এসব ক'টি ক্ষেত্রেই তিনি বিজয়ী পুরুষ এবং আদর্শবান ছিলেন। আমরা যদি এসকল ক্ষেত্রে তাঁর চরিত্রের আংশিকও অনুসরণ করতে পারি, তাহলে ব্যক্তি হিসেবে একজন ভাল মানুষ, পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের সকল স্বামী, সমাজে ভাল মানুষ সর্বোপরি রাষ্ট্রের একজন সুনাগরিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারব এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আমাদের দেশে মুসলমানেরা মুখে মুখে বা কতিপয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবী (স.) এর অনুসরণের কথা বলি। নির্দিষ্ট দিনে বা তারিখে বিরাট ব্যানার করে অথবা লিফলেট ছড়িয়ে নবী প্রেমের কথা বলি। কিন্তু বাস্তবে সেটি নবী (স.) এর প্রেম নয়। নবীকে অনুসরণ বা প্রেম তখনই হবে, যখন সকল ক্ষেত্রে সকল কাজে নবীর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা হবে। কারণ নবী প্রেম ঈমানের অঙ্গ। সমস্ত কাজের মাধ্যমে তা যদি প্রকাশ না পায় তাহলে তা হবে নিফাকি প্রতারণার শামিল। রাসূল (স.) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেই মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষন না আমি তোমাদের সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা সকল মানুষ থেকে আমি অধিকতর প্রিয় হব।"[১০৭]

ঘ) সুদ, ঘুষ ও মজুদদারী বর্জনঃ মানব জীবনে মৌলিক চাহিদার মধ্যে অর্থের ব্যবহার অতীব জরুরি। এ জন্য মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আর এই অর্থনৈতিক ব্যবহারের মধ্যে সুদ ব্যবস্থা হলো অকল্যাণকর ও অমানবিক। সুদের মত অমানবিক ও ধংসাত্মক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর দ্বিতীয়টি (নেই। সুদের ভয়াবহতা ও ক্ষতির পরিমাণ সীমাহীন। সুদ মানুষকে ধীরে ধীরে নিঃস্ব করে ফেলে। ইসলামে মারাত্মক অপরাধের এটি একটি। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা হুশিয়ার করে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের অবশিষ্ট যা আছে, তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও।"[১০৮] সুদ কাবিরা গুনাহের একটি। রাসূল (স.) বলেছেন, "তোমরা সুদ খেয়ো না এবং নিরাপরাধ নারীকে অপবাধ দিও না।"[১০৯] তিনি আরও বলেছেন, "তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ বর্জন কর। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সেগুলো কি? তিনি বললেন,আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের দিনে পলায়ন করা, এবং সতী-সাধবী কোন নারীকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।"[১১০] ঋণ-ধারের ক্ষেত্রে

১০৩.আবু আব্দির রহমান আহমদ ইবনে শুআইব আন্নাসাঈ,*সুনানুন্নাসাঈ*, লাহোরঃ ১৯৫১ খ্রি.মাকতাবা সালফিয়া,কায়রোঃ ১৯৮২খ্রি. কিতাবুত তাহরীম, বাব ১৪

১০৪.হাফিজ আবু শায়খ আল-ইসফাহানী (র.) *আখলাকুন্নবী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৭, পৃ. ৬,৯

১০৫.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহী বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব,বাব-১১০

১০৬.হাফিজ আবু শায়খ আল-ইসফাহানী (র.) *আখলাকুন্নবী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৯৬, পৃ. ১৩৮

১০৭.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী,*সহী বুখারী*, রিয়াদ ঃ দারুস সালাম ২০০০খ্রি,কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৫১

১০৮.আল-কুর'আন, ২ঃ২৭৮,يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

১০৯.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে য়্যাযিদ ইবনে মাজা আল কাযবীনী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, মুকাদ্দামা, বাব ২

১১০.আস সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, খ.৩, বৈরুতঃ ১১৮৬ হি. পৃ.১৭৭

আসলের চেয়ে অতিরিক্ত যা-ই দাবি বা নেওয়া হয় মূলত তাই সুদ। আরবিতে 'রিবা' বলা হয়। রিবা শব্দটির অর্থ আসলের চেয়ে বাড়তি যোগ হওয়া। কুর'আন এ আসলের বাড়তি যোগ হওয়াকে হারাম ঘোষণা করেছে। যে ঋণ মুনাফা আকর্ষণ করে তাই সুদ হিসেবে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। "রিবা শব্দটি কুর'আনে কয়েকবার এসেছে। রিবা শব্দটি কুর'আনের যে সকল স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপঃ

১.সূরা বাকারা-২৭৫,২৭৬, ও ২৭৮ নং আয়াত;
২.সূরা আলে ইমরান- ১৩০ নং আয়াত;
৩.সূরা নিসা-১৬১ নং আয়াত;
৪.সূরা রূম-৩৯ আয়াত।

রিবা- সুদ শব্দটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করা হয়েছে। রিবা শব্দটি প্রথমে এসেছে সুরা রূমের ৩৯ নং আয়াতে। এ আয়াতে বলা হয়েছে, "মানুষের সম্পদে তোমাদের সম্পদ বাড়বে, এ আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বাড়ে না। অন্যদিকে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য তোমরা যে যাকাত দাও, তাই দ্বিগুন লাভ করে।"[১১১] আল্লাহ অন্যত্র বলেন, "আর এ জন্য যে, তারা সুদ নিতো, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতো অন্যায়ভাবে। বস্তুত আমি কাফিরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি কঠিন আযাব।"[১১২] আরও একটি আয়াতে বলা হয়েছে "হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় কর; যাতে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পার।"[১১৩] কিন্তু অনেক মুসলমান আবার বলে থাকে যে, কুর'আনে যে সুদের কথা বলা হয়েছে, তা মানি লন্ডারিং- এর মতো,যখন মানি লন্ডারিং জনগনকে ধার দেয় এবং মাত্রাতিরিক্ত হারে সুদ গ্রহণ করে। কু'রআন মাত্রাতিরিক্ত সুদ হারাম করেছে কিন্তু Interest (ইন্টারেষ্ট) হারাম করেননি-যা বর্তমানে আধুনিক ব্যাংকগুলো নিয়ে থাকে। Oxfort Dictionary এর মতে Interest এর অর্থ হলো ঋণের টাকা ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ অতিরিক্ত টাকাদেওয়া হয়। এবং Usuary এর অর্থ হলো বিশেষ করে মাত্রাতিরিক্ত সুদের ঋনের লেনদেন। অল্প কথায় Usuary এর অর্থ হলো মাত্রাতিরিক্ত সুদের পরিমাণ। "রিবা অর্থ হলো, মূলধনের সাথে অতিরিক্ত অর্থ বা মূলধনের ওপর বৃদ্ধি। এটা অন্যান্য যোগ বা বৃদ্ধি এবং প্রথমে উভয়ই লাভবান হয়। Usuary হলো সুদেরই অন্যরূপ তা ছোট হোক বা বড় হোক, রিবা তা Interest বা Usuary এটা কুর'আনে হারাম।"[১১৪]

অনেকে মনে করেন সারা বিশ্বই সুদের মাধ্যমে লেনদেন করছে। সুতরাং সুদ এক ধরনের ব্যবসা। কিন্তু পবিত্র কুর'আনে সুদকে সুদ আর ব্যবসাকে ব্যবসা হিসেবে সতন্ত্রভাবে ঘোষণা দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।"[১১৫] সুদের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে এবং তারা চিরদিনের জন্য জাহান্নামী হবে। সুদের অপরাধ অত্যন্ত ঘৃণিত ও মারাত্মক। হাদীসে এসেছে নবী করিম (স.) বলেছেন, "যে লোক জেনে শুনে সুদের একটি টাকা খেলো, সে যেন ছত্রিশবার জেনা করার চেয়েও মরাত্মক অপরাধ করল।"[১১৬] হাদীসে আরও এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, "সুদের পাপের সত্তোরটি অংশ রয়েছে, তার ক্ষুদ্রতম অংশের পরিমাণ হচ্ছে আপন মাতার সাথে সন্তান ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।"[১১৭] অন্য হাদীসে এসেছে ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "সুদখোর, সুদদাতা, সুদী কারবারের

১১১.আল-কুর'আন, ৩০ঃ ৩৯, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

১১২.আল-কুর'আন, ৪ঃ ১৬১,وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً

১১৩.আল-কুর'আন, ৩ঃ ১৩০, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ0 وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

১১৪.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*,(অনুবাদ ও সম্পাদনা আলোচকবৃন্দ ইসলামিক টিভি বাংলাদেশ) প্রকাশক, আব্দুল কুদ্দুস ও মোঃ ইমাম উদ্দিন, বাংলাবাজার ঢাকাঃ জানুয়ারী, ২০১০ খ্রি.খ.১,পৃ. ৪২৬

১১৫.আল-কুর'আন, ২ঃ ২৭৫, وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

১১৬.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, (অনুবাদ ও সম্পাদনা আলোচকবৃন্দ ইসলামিক টিভিক্ষাংলাদেশ) প্রকাশক আব্দুল কুদ্দুস ও ইমাম উদ্দিন , বাংলাবাজার, ঢাকাঃ জানুয়ারী ২০১০ খ্রি. খ. ১, পৃ.৪৩০

১১৭.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত,খ. ১, পৃ ৪৩০

সাক্ষী এবং সুদের চুক্তি লেখককে মহানবী (স.) অভিশাপ দিয়েছেন। আর এরা সকলেই সমান।"[১১৮] রাসূলুল্লাহ (স.) আরও বলেছেন, "তোমরা সুদ ও সন্দেহ পরিত্যাগ করো।"[১১৯] সুদ ব্যবস্থায় শক্তিমানদের স্বার্থে দুর্বলদেরকে শোষণ কারার অবাধ সুযোগ ঘটে। ফলে ধনীরা হয়ে যায় আরও ধনী আর গরীবেরা আরও গরীব হয়ে যায়। এতে সমাজের এক শ্রেণির লোক আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে যায় এবং অন্য শ্রেণি শোষণে সর্বশান্ত হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তা'আলা সুদকে হারাম করেছে গরীব মানুষের স্বার্থে, কারণ সুদখোররা গরীবের অল্প-স্বল্প যে সম্পদ আছে তা শোষণ করে। বাহ্যত বুঝা যায় না, মনে হয় ঋণ নিয়ে গরীব মানুষ উপকৃত হয়। ধরা যাক কোন গরীব মানুষ কৃষি জমির উপর ২০ হাজার টাকা ঋন করল ১০% সুদের চুক্তিতে। জমি আবাদ করল, কিন্তু প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন খড়া, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি বন্যা ইত্যাদির কারণে ফসল নষ্ট হয়ে গেল। এক্ষেত্রে সুদ দাতার কোন সমস্যা নেই, কিন্তু সুদ গ্রহীতাকে অবশ্যই সুদের কিস্তি পরিশোধ করতেই হবে। তাকে নির্ধারিত সময়ে সুদের টাকা পরিশোধ করতে না পারলে আরও একটি চুক্তি হয় চক্রবৃদ্ধি হারে। সেটি শুধু বাড়তেই থাকে। এক সময়ে ঐ গরীব মানুষটি সুদের অতিরিক্ত টাকা যোগার করতে বাধ্য হয় হালের গরু বা বসতভিটা কিংবা সামান্য চাষাবাদের জমি বিক্রি করতে বা ব্যবসায়ী তার সকল পুঁজি সুদ দাতাকে দিয়ে সে নিঃস্ব হয়ে যায়। তাই কুর'আনে সুদকে হারাম করা হয়েছে।

অন্যদিকে সুদের ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির লোকদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ তীব্র হতে তীব্রতর হতে থাকে। সমাজের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। অবশেষে তার পরিণতি দেখা দেয় ধ্বংস ও বিপর্যয়। আধুনিক কালের সমাজ ইতিহাস হতে এ কথার সত্যতা ও যথার্থতা প্রমাণিত হয়। অথচ আল্লাহ চায় মানুষের মধ্যে হৃদ্যতা, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। এ জন্য আল্লাহ মুমিনদেরকে একে অপরের ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমরা ভ্রাতৃত্ত্ব এক ও অটুট রাখো, আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমদের উপর আল্লাহ রহম করেন।"[১২০] তাই দেখা যায়,সুদ এবং সুদদাতারা দেশের রাজনীতি, রাষ্ট্র প্রশাসনের ও শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুদ সমাজের মধ্যে বাহ্যত আর্থিক সম্পর্ক গড়ে তোলে বটে; কিন্তু একে-অপরে সাহায্য-সহযোগিতা করার কোন সম্পর্ক থাকে না। এতে চারিত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে না। ফলে মানুষকে বানায় অলস ও অকর্মা। এতে মানুষটি হয়ে উঠে স্বেচ্ছাচারী, অমানবিক ও নিষ্ঠুর। এ ধরনের স্বভাব যেমন তার ব্যক্তিকে প্রভাবান্বিত করে তেমনি এ অমানুষী প্রভাব পরিবার ও দাম্পত্য জীবনে গিয়ে পড়ে। সুদ মানুষের মধ্যে এক দলকে অন্য দলের গলগ্রহ বানায়। এক দল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে মরে আর অন্যদল বসে বসে তার ফল ভোগ করে। ইসলাম এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলামে নিজের উপার্জিত সম্পদকে উৎকৃষ্ট বলে ঘোষণা করেছে। হাদীসে এসেছে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.)বলেছেন, "অন্য সকল ফরযের মতো হালাল উপার্জন একটি ফরজ।"[১২১]

এ মর্মে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "অতঃপর নামায শেষে (রুযি তালাশের জন্য) তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়, আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশী হও এবং আল্লাহকে বেশি পরিমাণ স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[১২২] সুদ প্রথা পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে সর্বদা বৈরী সম্পর্ক তৈরি করে। কেননা সুদ গ্রহীতারা অধিক মুনাফা লুটতে চেষ্টা করে। এ জন্য তারা মাল আটকিয়ে রাখে; যাতে তার প্রতি ব্যবসায়ীদের অস্থিরতা বেড়ে যায়। এ জন্য তারা বাধ্য হয়ে অধিক সুদ দিতে রাজী হয়। এতে নির্দিষ্ট সুদ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এভাবে সুদ গ্রহীতারা আরও ধনশুন্য হয়ে পড়ে। সুদের ফলাফলে দেখা যায়, একদিকে সুদদাতা নিষ্ঠুর ও অমানবিক হয়ে উঠে অপরদিকে সুদগ্রহীতা তাদের ফাঁদে পড়ে নিঃস্ব হয় অভাব অনটনে পড়ে। এতে উভয় মানসিকতার লোকেরাই পারিবারিক জীবনে অস্বাভাবিক আচরণ করে। আর এ কারণে দাম্পত্য জীবনেও এর প্রভাব পড়ে। ইসলামের অমীয় বাণী হলো, আর্থ-পীড়িতদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। তাই জনস্বার্থে সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান করা; সদুবিহীন সাহায্য সংস্থা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন; যাতে এ সমস্যার সমাধান হয় তাহলে সমষ্টিগতভাবে সকলেই উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাবে।

১১৮.মুসলিম ইবন আল- হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং ৬, ১০,১০৭

১১৯.ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.১,পৃ.৩৬

১২০.আল-কুর'আন, ৪৯ঃ ১০,إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

১২১.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত,খ.১,পৃ ৪৩০

১২২.আল-কুর'আন, ৬২ঃ১০,فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) ঘুষঃ ঘুষ একটি মারাত্মক সামাজিক অনাচার। ইসলাম এটিকে হারাম করেছে। স্বাভাবিক পাওনার পরেও অসদুপায়ে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাই ঘুষ বা উৎকোচ। কোন কর্মচারী-কর্মকর্তার উপর অর্পিত কাজের জন্য নিয়মিত বেতন-ভাতা পাওয়া সত্ত্বেও বাড়তি কিছু গ্রহণ করাকে ঘুষ বা উৎকোচ বলে। "বাতিল উপায়ে ও অন্যান্য ভাবে লোকদের ধনমাল ভক্ষণ করার একটি পন্থা হলো ঘুষ। কেননা প্রভাব ও কর্তৃত্তসম্পন্ন বা সাধারণ দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে এ উদ্দেশ্যে ধনমাল দেয়া যে, সে তার পক্ষে রায় দেবে, তার প্রতিপক্ষের উপর তাকে জিতিয়ে দেবে, কিংবা তাকে কোন কাজ দেবে বা তার শত্রুর কাজকে বিলম্বিত করে দেবে-প্রভৃতি উদ্দেশ্যে, তা-ই ঘুষ।"[১২৩] সুতরাং এটি দুর্নীতি। শাসক- প্রশাসক বা তার সহকারীদের জন্যে ঘুষের পথ অবলম্বন করাকে ইসলামে চিরতরে হারাম করেছে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, "তোমরা তোমাদের ধনমাল পরস্পরে বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না, না প্রশাসকদের সামনে এ উদ্দেশ্যে পেশ কর যে, লোকদের ধন-মালের একাংশ তোমরা নিজেরা ভক্ষণ করবে পরের হক নষ্ট করে এবং জেনে শুনে।"[১২৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ঘুষ দেয় এবং যে ঘুষ খায়, উভয়ের উপরই আল্লাহর অভিসম্পাদ।"[১২৫] তিনি আরও বলেছেন, ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা ও উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী এ সকলের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন।"[১২৬] ঘুষের কুফল সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই দোযখের আগুনে জ্বলবে।"[১২৭]

ঘুষের কারণে প্রকৃত হকদার তার হক থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যজনকে প্রদান করা হয়। এটি ঘৃণ্য অপরাধ। ঘুষের কারণে পার পেয়ে যায়। মজলুম তার ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। যে সমাজে বা রাষ্ট্রে পদস্থ কর্মচারী /কর্মকর্তা ঘুষে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, প্রশাসনিক কাজে কোন অগ্রগতি হয় না। ঘুষ ছাড়া ফাইল নড়ে না। এটি বন্দুক ঠেকিয়ে টাকা আদায় করার চেয়েও ভয়ানক। এ জন্যে প্রশাসনিক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দায়িত্বে থাকা অবস্থায় কোন কোন উপঢৌকনও নেওয়া ঘুষের শামিল। মহানবীর যামানায় এক লোককে যাকাত-সাদকা আদায়কারী নিয়োগ করা হলে লোকেরা তাকে কিছু উপঢৌকন প্রদান করেন। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, এটি আমার হাদিয়া'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন, "তোমার কথাই যদি সত্য হয়; তাহলে তুমি তোমার বাড়িতে মা-বাবার কাছে বসে থাকতে, তখন দেখা যেত তোমাকে কে হাদিয়া দিচ্ছে?..।"[১২৮] হযরত আলী (রা.) এর কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "ন্যায়বাদী রাষ্ট্র নেতাদের জন্য আল্লাহ ফরয করে দিয়েছেন যে,তারা যেন জনগণের দুর্বলতা অনুপাতে নিজেদের জীবিকার পরিমাণ নির্ধারণ করে।"[১২৯]

শুধু তাই নয়, সরকারি দায়িত্বশীল লোকদের উচ্চতর ও পবিত্রতম নৈতিক চরিত্রের গুণে ভূষিত হওয়াও আবশ্যক। তার মধ্যে ও সহনশীলতাও থাকতে হবে। সম্পদের প্রতি হতে হবে লোভহীন। পুরোপুরি ইসলামী আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ হতে হবে এবং মহৎ গুণের অধিকারী হবে। পরিবার ও দাম্পত্য জীবনে অসুখী লোকেরা এরূপ কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে।
(চ) মজুদদারীঃ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মজুদদারী যেমন এক মারাত্মক অপরাধ, তেমনি ব্যক্তি হিসেবেও সে একজন অসৎ, লোভী, ও হিংস্র স্বভাবের লোক বলে প্রতীয়মান হয়। "মজুদদারীর কারণে সমাজে দুর্ভিক্ষ ও অনাচার দেখা দেয়। এজন্য ইসলাম চিরতরে মজুদদারীকে হারাম ঘোষণা করেছে। আর মজুদদারী ব্যক্তি একজন অভিশপ্ত লোক হিসেবে আখ্যায়িত। মজুদদারী অর্থ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়য়ের জন্য বাজারে না ছেড়ে মূল্যবৃদ্ধির আশায় গুদামজাত করে রাখা। চূড়ান্ত পর্যায়ে মূল্যবৃদ্ধির পর বাজারে ছেড়ে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এটি একটি বিরাট সমস্যা। কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর গুদামজাত করার মানসিকতার কারণে বাজারে

১২৩.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি. পৃ.৪২১
১২৪. আল-কুর'আন, ২ঃ১৮৮,وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
১২৫.ইমাম মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহী লিমুসলিম*, দিল্লি ঃ আল-মাকতাবা রশীদিয়া ১৯৫০ খ্রি., কিতাবুল মুসাকাত, পৃ.১৪৭
১২৬.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২১
১২৭.সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামিক স্টাডিজ* কোর্স- ৩, বাউবি, পৃ.২২০
১২৮.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৩
১২৯.সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামিক স্টাডিজ* কোর্স- ৪ বাউবি, পৃ.১১৮

Dhaka University Institutional Repository

কৃত্রিমভাবে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি চক্র বা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এ কাজটি করছে।"[১৩০] ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হলো এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠির হাতে সম্পদ পঞ্জিভূত না হয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে সুষম বন্টিত হওয়া। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, "আর যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তদ শাস্তির সংবাদ দাও। যে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাটে, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে, সে দিন বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জিভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর।"[১৩১] ইসলাম চায় এক হাতে অর্থ-সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়ে না থাকুক। কুর'আনে বলা হয়েছে, "যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান তাদের মধ্যেই কেবল ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।"[১৩২] মজুদদারীকে আরবিতে 'ইহ্তিকার' বলে। ইসলামে এটিকে একদিনের জন্য করতেও নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল (স.) বলেন, "তাদেরকে খিয়ানত করতে এবং আগামী দিনের জন্য জমা করতে বারণ করা হয়েছে।"[১৩৩] বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান ও অপ্রতিরোধ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এই মজুদদারী। এটি মানবতা ও মনুষত্যের বিরাট অবক্ষয়ের বড় দৃষ্টান্ত। এর ফলে নিত্যদিনের দ্রব্যাদির মূল্য অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায় এবং সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। এর লাগাম অবশ্যই টেনে ধরা দরকার। অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যসামগ্রী মজুত করা নিষিদ্ধ বিশেষ করে দুস্প্রাপ্যতার সময়। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.) বলেছেন, "যে লোক অন্যায়ভাবে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখে সে অপরাধী।"[১৩৪]

অন্য হাদীসে আছে, রাসূল (স.) বলেন, পাপীষ্ঠ ছাড়া কেউ দ্রব্যসামগ্রী মজুত করে না।"[১৩৫] তিনি আরও বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মজুত করে রাখে না সে আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত এবং যে ব্যক্তি মজুত করে রাখে সে আল্লাহর অভিশপ্ত।"[১৩৬] মাহনবী (স.) বলেছেন, "মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখে তবে সে আল্লাহ থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।"[১৩৭] সম্পদ আটকে রাখা নিকৃষ্ট ও হীন মানসিকাতার কাজ। যারা একাজ করে তারা পশুর চেয়েও অধম। কারণ পশু-পাখীও খাদ্য মজুত করে না। আরও এর পরিণতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "খরচ কর বা দান কর, অথবা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও। সম্পদ ধরে রেখো না ও পুঞ্জিভূত করে রেখো না। অন্যথায় আল্লাহও তোমার প্রতি তার সরবারাহ বন্ধ করে দেবেন। যে সম্পদ বেঁচে যাবে, তা আটকে রেখো না, নতুবা আল্লাহও তোমাদের থেকে আটকে রাখবেন।"[১৩৮]

(ছ) খাদ্যদ্রব্যে ভেজালঃ জীবিকা নির্বাহের জন্য অতি উত্তম পেশা হলো ব্যবসা। এর মাধ্যমে যেমন ইহকালীন সুখ-শান্তি ও সচ্ছলতা লাভ করা যায়, তেমনি পরকালীন জীবনেও মুক্তি ও সফলতা লাভ করা যায়। তবে এর নীতি অবশ্যই হালাল ও আল্লাহ প্রদত্ত নিয়মানুযায়ী হতে হবে। কারণ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল আর সুদকে হারাম করেছেন। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।"[১৩৯] ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসার নীতি হলো ধোকা, প্রতারণা, মিথ্যার আশ্রয়, শঠতা এবং অসৎ উদ্দেশ্যে হতে পারবে না। ব্যবসার ক্ষেত্রে এগুলোর আশ্রয় দেওয়াই হলো ভেজাল। বাংলাদেশের মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কেনা-বেচায় ঐসব অনৈতিক কাজের আশ্রয় গ্রহণ করে যা ইসলামে জায়িয নেই আর যে আশ্রয় গ্রহণ করে অবশ্যই তারা ভাল মানুষ নয় এবং এটি ইসলামী নীতি-নৈতিকতার পরিপন্থী। ভেজাল এটি বাংলা শব্দ, যার অর্থ হলো: নিকৃষ্ট, খাঁটি নয় এমন নিকৃষ্ট দ্রব্য মিশ্রণ, গন্ডগোল, ঝামেলা,

---

১৩০.ড. মোঃ শামছুল আলম,*মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম,প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭ খ্রি.পৃ.২১৯

১৩১.আল-কুর'আন, ৯ঃ ৩৪,৩৫, يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

১৩২.আল-কুর'আন, ৫৯ঃ ৭, كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ

১৩৩.আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা,*জামি' উত তিরমিযি*, দিল্লী ঃ আলমাকতবা আল রশীদিয়া,১৩৭৫ হি. কিতাবুত তাফসীরি সূরা,বাব-৫,২১

১৩৪.শায়খ অলীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-খতীবুততিবরিযি, *মিশকাত আল মাসাবীহি*, দিল্লী ঃ কুতুবখানা রশীদিয়া, ১৯৫৬ খ্রি.পৃ ২৫০

১৩৫.ইমাম মুসলিম ইবন আল- হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহী মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং- ১৩০

১৩৬.ইবনে মাজা, *সুনান*,প্রাগুক্ত,কিতাবুত তিজারাত, বাব-৬

১৩৭.ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.৩৩

১৩৮.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, *সহী মুসলিম*, কিতাব যাকাত, হাদীস নং ৮৮,৮৯ *মুসনাদ*, খ.৬, পৃ.১৩৯,১৬০,১৪৫

১৩৯.আল-কুর'আন, ২ঃ ২৭৫, أُولَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

বিশৃংখলা।"[১৪০] পবিত্র কুর'আনে সুরা আরাফের ১৫৭ নং আয়াতে ভেজাল দ্রব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, অপবিত্র, নিকৃষ্ট খবার পানীয় যা অকল্যাণকর এবং অস্বাস্থ্যকর।"নিকৃষ্ট পদার্থ যা উৎকৃষ্ট পণ্যের সাথে মিশানো হয়। কিংবা নিকৃষ্ট পদার্থ মিশ্রিত খাঁটি বা বিশুদ্ধ নয় এমন যে কোন বস্তুকে ভেজাল বস্তু বলে।"[১৪১] সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত ভেজাল বিরোধী অভিযানে খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের যে চিত্র ধরা পড়েছে তা একদিকে যেমন হতবাক করেছে অপরদিকে তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত হাজারো অজানা শংকা। যা রীতিমত অমানবিক অনৈতিক ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ভেজালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ-

(ক) বিভিন্ন আড়তে সংরক্ষিত মৃত মুরগী, গরুর গোশত ও পঁচা ডিম। যা বিভিন্ন ধরনের ফাষ্টফুড ও ঝাল জাতীয় খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহার করা হয়।
(খ) হোটেলে, রেস্তোরায় সংরক্ষিত অনেক দিনের পঁচাবাসী খাবার পরিবেশন।
(গ) ফরমালিন জাতীয় বিষাক্ত কেমিক্যাল মিশ্রিত মাছ সরবরাহ।
(ঘ) নপাক শুকরের চর্বি হতে প্রাপ্ত তেলে ভাজা মিষ্টিদ্রব্য,যেমন সেমাই।
(ঙ) বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে কৃত্তিম উপায়ে পাকানো ও সংরক্ষিত ফলমূল ও শাক-সবজি।
(চ) নির্ধারিত মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ ও গুড়ো দুধসহ শিশুদের খাদ্যদ্রব্য।
(ছ) সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে তৈরি খাবার।
(জ) নিম্নমান কিংবা ক্ষতিকারক উপকরণ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের খাদ্য।
(ঝ) দুধের সাথে পানি মিশানো কিংবা পাউডার ও দুধের মিশ্রণ।"[১৪২]

ইসলামের দৃষ্টিতে ভেজাল দ্রব্য- পণ্যের উৎপাদন, বিপণন ও সংরক্ষণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম। নিম্নে ভেজাল সম্পর্কিত কুর'আন ও হাদীসের আলোকে দৃষ্টিভঙ্গি আলোকপাত করা হলোঃ-
১.ভেজাল বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা ঃ যেহেতু পণ্য দ্রব্য ভেজাল থাকলে তা বিক্রেতাকে অবমূল্যায়ন ও অবমাননা করার শামিল। অতএব এটি একটি মারাত্মক ধরনের প্রতারণা। এ মর্মে রাসূল (স.) বলেছেন, "এর চেয়ে আর বড় বিশ্বাসঘাতকতা কিছুই নেই যে, তুমি এক ব্যক্তির সাথে মিথ্যার আশ্রয় নেবে যে তোমাকে বিশ্বাস করবে।"[১৪৩] রাসূল (স.) অন্যত্র বলেন, "যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভূক্ত নয়।"[১৪৪]
২.ভেজাল এক ধরনের মারাত্মক ঘাতকঃ খাদ্যদ্রব্য ভেজালে অস্বাস্থ্যকর ও বিভিন্ন রোগের নিয়ামক শক্তিরূপে পরিগণিত হয়। ফলে এর বিষক্রিয়ায় অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং দিনে দিনে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হতে থাকে। কারণ মানুষের শরীরে রক্ত মাংস তৈরি হয় খাবার থেকেই। সেই খাবার যদি ভেজাল হয় তখন রক্ত দুষিত হয়। আর রক্ত দুষিত হলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এটি এক ধরনের গোপন হত্যা ও অপরাধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "এ কারণেই বণী ইস্রাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে,নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করা হেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করল, সে যেন দুনিয়ার সকল মানবকে হত্যা করল।"[১৪৫] খাদ্যে ভেজাল মিশ্রিত করে অন্যের ক্ষতিসাধন মানবতা বিরোধী জঘন্য অপরাধও বটে। এতে ব্যক্তি শুধু অপরের ক্ষতিই করে না; বরং নিজেরও ক্ষতি করে। এ মর্মে হাদীসে এসেছে, "নিজের কিংবা অন্যের কোন ক্ষতি করা যাবে না।"[১৪৬]
৩.ভেজাল মিশ্রিত ব্যবসা যুলুমের নামান্তর ঃ কোন বিক্রেতা যদি ব্যবসায় ভেজাল মিশ্রণের প্রবণতা থাকে তাহলে সে

১৪০.মোসলেম উদ্দিন, *আধুনিক বাংলা অভিধান*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , ১ জুন, ১৯৮৫ খ্রি, পৃ. ৬৩৪
১৪১.ড.মোঃ আব্দুল কাদের, *খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজালঃ ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রতিকার ইফাবা পত্রিকা*,৪৯ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ,২০১০,পৃ.১৮
১৪২.ড.মোঃ আব্দুল কাদের, *খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজালঃ ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রতিকার ইফাবা পত্রিকা*, জানুয়ারী-মার্চ ২০১০খ্রি. পৃ. ১৯
১৪৩.ইমাম আবু দাউদ ইবনে সুলায়মান ইবনে আল আশআস আস সাজিস্তানি, *সুনান*, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৫, কিতাবুল আদব, বাব ফিল মারিদ, হাদীস নং ৪৯৭১
১৪৪.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহী মুসলিম*, কায়রোঃ দারুল হাদীস, ৩য় প্রকাশনা, ১৯৯৮খ্রি. কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১৬৪
১৪৫.আল-কুর'আন,৫ঃ ৩২, مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً
১৪৬.আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ আল কাযবিনী,*সুনান লিবন মাজা*, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা. বি. হাদীস নং ২৩৪০

পণ্যের মূল্য সাশ্রয় না করে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্যের ন্যায় তার মূল্য নির্ধারণ করে, এতে করে ক্রেতারা যুলুমের শিকার হবেন। এ ধরনের লেনদেনে শঠতা, প্রতারণা ও ধোকাবাজীর সম্ভাবনা থাকে। ফলে এটি অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণের অপকৌশল।”[১৪৭] মহান আল্লাহ বলেন, “তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।”[১৪৮]

৪.ভেজাল ইসলামী নৈতিকতার ধ্বংসকারীঃ খাদ্যদ্রব্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিতকারী নৈতিক গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুৎ হয়ে পড়ে। আত্মস্বার্থ চিন্তা, অর্থলিপ্সা ও নোংরা মন- মানসিকতার নৈতিকতাবোধ ও বিবেককে ধ্বংস করে দেয়। তার যাবতীয় চিন্তা-চেতনা মুনাফাখোরী ও মজুতদারী।”[১৪৯] যারা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশায় তারা অসৎ ব্যবসায়ী। এই অসৎ ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে মহানবী (স.) বলেছেন, “হে ব্যবসায়ী লোকেরা! কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা মহাপাপীরূপে দন্ডায়মান হবে। কিন্তু তারা নয়; যারা আল্লাহকে ভয় করে, সততা সহকারে ব্যবসা করে।”[১৫০] ভেজালকারীরা সাধারণত মিথ্যার আশ্রয় নেয়। মিথ্যা বলা সাধারণত এক জঘন্য অপরাধ। তদুপরি পণ্য প্রসারের মিথ্যা শপথ অবলম্বন আরো মারাত্মক অন্যায়। ভেজাল, নকল ও নিম্নমানের পণ্য ক্রেতা সাধারণের হাতে তুলে দেওয়ার একটি অন্যতম কৌশল। আর এক্ষেত্রে দৈনিক পত্রিকাসমুহ, রেডিও-টেলিভিশনকে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কে কত শৈল্পিক নৈপুন্য প্রদর্শন করতে পারে চলছে তার রীতিমত প্রতিযোগিতা। আর সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানানোর ক্ষেত্রে বড়ই পটু।”[১৫১]

আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, “যারা আল্লহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মুল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না আর তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না; তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তদ শাস্তি।”[১৫২] খাদ্যদ্রব্যে ভেজালদাতাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে মহানবী (স.) বলেছেন, “কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না, রহমতের দৃষ্টি দেবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না,তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তদ শাস্তি। এ কথা তিনি তিনবার বললেন। রাবী আবুযর বলেন, আমি বললাম নিশ্চয়ই এরা ক্ষতিগ্রস্ত ও হতভাগা। কিন্তু তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি অহংকার বশত টাখনুর নিচে কাপড় পড়ে; যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয়; আর যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রি করে।”[১৫৩]

অপর এক হাদীসে রাসূল (স.) বলেছেন, “ব্যবসায়ীরা পাপীষ্ট। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কি ব্যবসাকে হালাল করেন নি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু তারা কথা বললে মিথ্যা বলে এবং মিথ্যা শপথ করে ও গুনাহগার হয়”[১৫৪] মিথ্যা শপথে পণ্য বিক্রয় করা শুধু আখেরাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না;বরং দুনিয়াতেও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেন, “যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ ক্রেতা বিক্রেতার উপর ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা সত্য বলে ও যথাযথ অবস্থা বর্ণনা করে,তাদের ক্রয়-বিক্রয় বরকত হবে। আর যদি পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে ও মিথ্যা বলে তবে ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত চলে যাবে।”[১৫৫] খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করা মুসলমানের কাজ হতে পারে না। ভেজাল তো দূরের কথা, বরং পণ্যদ্রব্যে যদি কোন দোষ-ক্রুটি থাকে তাও গোপন না করে প্রকাশ করে দেওয়া ইসলামী আদর্শ। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, “মুসলমান মুসলমানের ভাই। এটি কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয়

১৪৭.ড. মোঃ আব্দুল কাদের, *খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রতিকার ইফাবা পত্রিকা*, প্রাগুক্ত পৃ. ২১

১৪৮. আল-কুর'আন,৪ঃ ২৯, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً

১৪৯. ড. আব্দুল কাদের, *খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রতিকার*, *ইফাবা পত্রিকা*, প্রাগুক্ত পৃ. ২১,২২

১৫০. ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযি, *জামি'উত তিরমিযি*, কিতাবুল বুয়ু, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১২১০

১৫১. ড. আব্দুল কাদের, *খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রতিকার ইফাবা পত্রিকা*, প্রাগুক্ত পৃ. ২৭

১৫২. আল-কুর'আন, ৩ ঃ ৭৭, إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

১৫৩. ইমাম মুসলিম ইবন আল- হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহী মুসলিম*, কিতাবুল বুয়ু, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১০৬

১৫৪. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৩,পৃ.৪২৮

১৫৫.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী,*সহী বুখারী*, রিয়াদঃ দারুস সালাম ২০০০ খ্রি. কিতাবুল বুয়ু, হাদীস নং ১৩০৩

যে সে তার ভাইয়ের কাছে এমন কোন জিনিস বিক্রিয় করবে যাতে ত্রুটি আছে অথচ সে তা প্রকাশ করবে না।"[১৫৬] অপর এক হাদীসে এসেছে, "রাসূল (স.) একদা খাদ্য স্তুপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি স্তুপটির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তাতে তাঁর হাত ভিজে গেল। রাসূল (স.) বললেন এটি কি করেছ? সে বলল, এগুলো বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছে। রাসূল (স.) বললেন, তাহলে ভিজা অংশ বাইরে রাখলে না কেন? এতে লোকেরা তা দেখে নিতে পারে। জেনে রেখো! যারা প্রতারণা করে তারা আমাদের অর্ন্তভূক্ত নয়।"[১৫৭] সম্পদ আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে কিয়ামতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে জিজ্ঞাসা করবেন। এ মর্মে রাসূল (স.) বলেন, "কিয়ামতের দিন বণি আদমের পা একটুও নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রশ্ন হবে তার জীবন এবং যৌবন কিভাবে কাটিয়েছে সে সম্পর্কে। তার ধন-সম্পদ কিভাবে আয় করেছে এবং কোন পথে ব্যয় করেছে এবং যে জ্ঞান অর্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু 'আমল করেছে সে বিষয়ে।"[১৫৮] যারা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশায় প্রকৃত পক্ষে তারা দুনিয়ালোভী ও আখেরাত বিমুখ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করেছে এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে; জাহান্নামই হবে তাদের ঠিকানা।"[১৫৯] সুতরাং কুর'আন ও হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো গুরুতর অপরাধ। একদিকে কাবিরা গুনাহ তা আবার হক্কুল 'ইবাদ সম্পর্কিত, যা ক্ষমার অযোগ্য। অপরদিকে সৎভাবে ব্যবসা-বানিজ্য- নবীর সুন্নাত এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য পুরুস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ স্বয়ং সৎভাবে ব্যবসা করার জন্য তার বান্দাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! সালাত সমাপ্ত হলে তোমারা প্রথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর (রুযি) এবং আল্লাহকে স্মরণ কর অধিকহারে, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[১৬০]

জীবিকা নির্বাহের উত্তম ও অন্যতম হচ্ছে ব্যবসা-বানিজ্য, তবে তা অবশ্যই সৎ উপায়ে উপার্জন তথা ইসলামী উপায়ে হতে হবে। এ মর্মে রাসূল (স.) বলেন, "রাফে বিন খাদিজ (রা.) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, সর্বোত্তম উপার্জন কোনটি? জবাবে তিনি বলেন, ব্যক্তির নিজস্ব শ্রমলব্ধ উপার্জন ও সততার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়।"[১৬১] অপর হাদীসে এসেছে, রাসূল (স.) বলেন, "সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যবসায়ী পরকালে নবী, সিদ্দিকীন, ও আল্লাহর পথে জীবনদানকারী শহীদদের সঙ্গী হবে।"[১৬২] উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, সৎ ব্যবসায়ী তন্মধ্যে ভেজাল মুক্ত ব্যবসায়ী তারা ইসলামের দৃষ্টিতে ভাল মানুষ। পক্ষান্তরে যারা অসৎ ভেজাল ব্যবসায়ী তারা আল্লাহর চোখে খারাপ মানুষ। খারাপ মানুষ তারাই, যারা আল্লাহকে ভয় করে না, ইসলামের নীতি ও নৈতিকতা অনুসরণ করে না। তারা দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়, ফলে একধরনের অস্থিরতা তাদের মধ্যে কাজ করে। উপরন্তু বিভিন্ন অমানবিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। এজন্য তার দ্বারা সমাজের, পরিবারের মঙ্গল কিছু আশা করা যায় না। দাম্পত্য কলহের কারণসমুহের মধ্যে অন্যতম একটি কারণ অর্থনৈতিক লোভ-লালসাও। সুতরাং দাম্পত্য জীবনে কলহ রোধে এবং সুখী দাম্পত্য গড়ার লক্ষ্যে ইসলামী নীতি ও নৈতিকতা অবশ্যই অনুসরণীয়।

২.যৌতুককে অভিশাপ মনে করে তা বর্জন

বাংলাদেশে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে কলহ ও বিবাদের অন্যতম ও গুরত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়টি হলো যৌতুক দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সমস্যার তালিকায় বর্তমানে সবচেয়ে প্রধান আলোচিত সমস্যা হচ্ছে যৌতুক প্রথা সবচেয়ে বেশি যে কারণে দাম্পত্য সমস্যা হচ্ছে তা এই যৌতুক সমস্যা। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি অন্যায় এবং অনৈতিক। যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে বহু হৃদয়বিদারক, লোমহর্ষক, অমানবিক ঘটনা দাম্পত্য জীবনে ঘটে চলছে যা পত্র-পত্রিকার পাতা খুললেই দেখা যায়। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, যৌতুক প্রথা নারী সমাজের জন্য মারাত্মক

১৫৬.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে য়্যাযিদ ইবনে মাজা আল কাযবীনী, *আসসুনান লিবন মাজা*, দেওবন্দঃ আল মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি.হাদীস নং ২২৪৬

১৫৭.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযি, *জামি'উত তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩১৫

১৫৮.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযি, *জামি'উত তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৪১৬

১৫৯.আল-কুর'আন, ৭৯ঃ ৩৭-৩৯, فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى

১৬০.আল-কুর'আন,৬২ঃ ১০, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

১৬১.ইমাম আহম্মদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ*,খ.৪,পৃ.১৪১

১৬২.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযি, *জামি'উত তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১২০৯

সর্বনাশ ডেকে আনছে। "আমাদের সমাজে যৌতুকের কারণে অসংখ্য দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না। ফলে প্রাপ্ত বয়স্কা যুবতী পিতা-মাতার গলগ্রহ হয়ে আছে। এ সুযোগে কিছু লোক নারী ব্যবসা চাঙ্গা করে তুলছে, যার ফলস্বরূপ শহরে, গ্রামে সবত্র বহু পতিতালয় বৃদ্ধি ছাড়াও দ্রুতবেগে বাড়ছে নারী নির্যাতন, অপহরণ, হত্যা-ধর্ষণ ইত্যাদি। সুতরাং যৌতুক প্রথা বিলোপ না হলে লক্ষ লক্ষ মহিলার ভাগ্য অনিশ্চিত থাকবে, সমাজের বিরাট বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের অবসান হবে না।"[১৬৩] যৌতুক প্রথা মূলত হিন্দু সমাজে প্রচলিত এবং বৈধ। মুসলিম পরিবারে আদিতে বর-কনের নতুন সংসার সাজানোর জন্য ঘরের আসবাবপত্রের সামান্য উপহার হিসেবে দেওয়া হত। "সময়ের পরিবর্তনে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে যৌতুক প্রথার রূপ ধারণ করে। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে এটি মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে। অথচ ইসলামে যৌতুক প্রথার অনুমোদন নেই।"[১৬৪] বাংলাদেশে ১৯৮০ সালের যৌতুক নিবন্ধন আইনে যৌতুকের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা হলো, যৌতুক বলতে বিবাহের এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষকে অথবা বিবাহের যে কোন পক্ষের পিতা-মাতা বা অন্য কেউ কর্তৃক বিবাহের সময়ে, বিবাহের পূর্বে বা পরে যে কোন সময়ে বিবাহের প্রতিদান হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত বা দিতে সম্মত যে কোন সম্পত্তি বা সম্পত্তির মূল্যবান নিদর্শনপত্র বুঝায়।"[১৬৫] বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে বহু অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ করেছে,তারমধ্যে একটি হলো, যৌতুক। "একজন স্বামী তার স্ত্রীর নিকট সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে যৌতুক দাবি করা ইসলামে হারাম। যদি কনের পিতা-মাতা স্বেচ্ছায় কিছু দেয় তা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দাবি করা বা জোর করে আদায় করা ইসলামে হারাম।"[১৬৬]

ছেলেমেয়েদের বিয়েতে দান বা জেহায তথা উপহার ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই চলে আসছে। তবে তার ধরন কিরূপ তা বিচার্য বিষয়। নবী করিম (স.) তার মেয়েকে যে দান বা জিহায দিয়েছিলেন তা যৌতুক ছিল না ছিল উপঢৌকন। হাদীসে এসেছে, "রাসূল (স.) ফাতিমাকে দেহাজ-দান হিসেবে দিয়েছিলেন ১ টি পাড় ওয়ালা কাপড়, ১ টি পানির পাত্র, আর ১টি চামড়ার তৈরি বালিশ- যার মধ্যে তীব্র সুগন্ধিযুক্ত উযখির খর ভর্তি ছিল।"[১৬৭] হযরত আলী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবী করীম (স.) এই কয়টি জিনিস ছাড়াও দুইটি যাঁতা এবং পাকা মাটির একটি পাত্র ফাতিমাকে জেহায হিসেবে দিয়েছিলেন।"[১৬৮] অন্য একটি বর্ণনায় আছে, "এই বিবাহ উপলক্ষে রাসূল (স.) হযরত ফাতিমাকে একটি খাট,একটি চাদর,একটি বিছানা, দুইটি আটার চাক্কি (যাঁতা) এবং একটি পানির মশক দান করেন।"[১৬৯]
যৌতুক দু'ধরনের হতে পারে।
১. প্রত্যক্ষ যৌতুক
২.পরোক্ষ যৌতুক। প্রত্যক্ষ যৌতুক হলো, বিয়ের সময়ে কন্যা পক্ষ বরপক্ষের কাছে কিছু দেওয়ার প্রস্তাব রাখে বা বর পক্ষ সরাসরি কনে পক্ষের নিকট নির্দিষ্ট কিছু দাবি করাকে বুঝায়। এ ধরনের যৌতুকের মধ্যে নগদ টাকা-পয়সা, বা বৈদেশিক মুদ্রা, পণ্য সামগ্রীর মধ্যে রেডিও, টিভি, ফ্রিজ, টুইন ওয়ান, খাট, আলমারী, পাখা, ফার্নিচার, স্বর্ণালংকার, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি। এ ছাড়া বিদেশ ভ্রমন করানো, জামাইকে ঘরবাড়ি করে দেওয়া, আত্মীয়কে বা জামাইকে চাকুরী দেওয়া,চলাচলের জন্য গাড়ী বা মোবাইল সেট দেওয়া ইত্যাদি সরাসরি প্রস্তাব করা হয়। পরোক্ষ যৌতুক হলো, বর পক্ষ কনে পক্ষের নিকট সরাসরি না চেয়ে তৃতীয় অন্য কারো মাধ্যমে অনুরূপ প্রস্তাব যদি দেয় বা সরাসরি ইঙ্গিত আকারে দেয় যেমন জামাই ব্যবসা করে, তার পুঁজি বাড়ানো দরকার, চাকরী করে তার সামাজিক মর্যাদা বাড়ানো দরকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিবেচনা করবেন বলে প্রস্তাব দেয় তা হবে পরোক্ষ যৌতুক। এ ধরণের যৌতুকও নগদ হতে পারে আবার পণ্যও হতে পারে।

১৬৩.সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাত স্মরনিকা*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৬ হি. পৃ.১২৮
১৬৪.আশিকুর রহমান ও মোস্তফা কামাল,*বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যৌতুক প্রথা ও ইসলামঃ* একটি পর্যালোচনা,*ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ২০১০ পৃ.১১৮-১৩৪
১৬৫.সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাত স্মরণীকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮
১৬৬.ডা. জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত,খ.১,পৃ ১৭৮
১৬৭.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকাঃ নভেম্বর-১৯৯৩খ্রি. পৃ.১৬১
১৬৮.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১
১৬৯.মোহাম্মদ গরীবুল্লাহ মাসরুর, *কাতেবীনে ওহী*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৮৬ খ্রি.পৃ. ১৫৮

যৌতুকের উৎপত্তি ঃ “সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, প্রাচীন কালে যৌতুক বা উপহার দান প্রথা আদিম অর্থনীতির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সে সময়ে কোন বাড়িতে অতিথি এলে তাকে একটা কিছু যৌতুক দেওয়া হত। বিনিময়ে অতিথিও কিছু উপহার দিতেন। প্রাচীন রোম, গ্রীস, মধ্যযুগীয় ইউরোপসহ অনেক দেশেই যৌতুক দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল।”[১৬৯] “প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতীয় সমাজে রত্নালংকার, দাস-দাসী, গরু-মহিষ, হাতি-ঘোড়া প্রভৃতি যৌতুক দেওয়ার প্রথা ছিল। ঋগ বেদের ১০ম মন্ডলে বলা হয়েছে, সূর্যকন্যা সুর্যার বিবাহে প্রচুর যৌতুক দেওয়া হয়েছিল। সূর্যার প্রতি গৃহে গমনকালে সেই যৌতুকসহ আগে আগে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মঘা নক্ষত্রের উদয়কালে সেই যৌতুকের অঙ্গীভূত গাভীসমুহ অর্জনী তাড়িয়ে নিয়ে যায়।”[১৭০] আজকাল মুসলমান-সমাজে যৌতুকরূপে দানের প্রথা পাত্রী পক্ষের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে এবং সমাজে নানারূপ জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। হিন্দু সমাজ হইতে ইহা গৃহীত, ইসলামে ইহার কোন ভিত্তি নেই।”[১৭১] প্রাচীন কালে ভারতীয় হিন্দু সমাজে মানবিক কারণে যেহেতু পিতৃ সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানের কোন অধিকার নেই, সেহেতু বিয়ের সময়ে কন্যাকে সম্পত্তি ধরনের কিছু প্রদান করা হত। মধ্য যুগের শেষার্ধে কৌলিন্য প্রথার জাত্যাভিমান পণ প্রথায় পরিণত হয়। পরবর্তীকালে সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায় তা আরো তীব্র আকার ধারণ করে যার চূড়ান্ত পর্যায় হিসাবে যৌতুকের আগ্রাসী ছোবলে আমাদের প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত হতে হচ্ছে।”[১৭২]

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যৌতুক মূলত অর্থনৈতিক সমস্যা হলেও তা বহু সামাজিক ও মানসিক এমনকি রাষ্ট্রীয় সমস্যার জন্ম দেয়। এটি হৃদয়হীন, অমানবিক ও কলঙ্কিত নিষ্ঠুর প্রথা হিসেবে সমাজের সর্বস্তরে বিরাজ করছে। “যৌতুক প্রথার কারণে শুধু সমাজের অধিকাংশ নারীরাই নির্যাতিত হচ্ছে তাই নয়; বরং গোটা সমাজ ব্যবস্থা এর জের টানছে। একটি সুখী- সম্মৃদ্ধিশালী পরিবার গঠনে নারী-পুরুষ উভয়ের ভূমিকা রয়েছে। একা নারীর পক্ষে যেমন অসম্ভব তেমনি নরের পক্ষেও একা সম্ভব নয় সুন্দর সংসার গড়ার। কাজেই বিয়ের প্রাথমিক পর্বই যদি দেনা পাওনার বিষাক্ততায় বলে ওঠে, তাহলে স্বভাবতই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তিক্ততা ছড়াবে। সুতরাং যৌতুক প্রথা শুধু পরিবারের জন্যই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না; বরং গোটা সমাজের জন্য ধ্বংস বয়ে আনছে।”[১৭৩] সমাজ জীবনে যৌতুক প্রথার মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার কয়েকটি দিক হলোঃ-

১. “যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে বিয়ের পর দাম্পত্য কলহ, স্ত্রী নির্যাতন,স্ত্রী হত্যা,বিবাহ বিচ্ছেদ (তালাক) ইত্যাদি বাংলাদেশে অহরহ ঘটছে। ফলে সামাজিক মৌলিক প্রতিষ্ঠান পরিবারের শান্তি মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে।
২. কন্যা দায়গ্রস্থ দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পিতা-মাতা যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে যথাসর্বস্ব বিক্রি করে দুঃস্থ ও নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। যার ফলে আমাদের সমাজে দরিদ্র ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি, অপরাধ প্রবণতা, দুর্নীতি প্রভৃতি সমস্যার পিছনে যৌতুক প্রথার প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।
৩. যৌতুকের লোভে আমাদের গ্রামীণ সমাজে বাল্যবিবাহ এবং বর-কনের বয়সের পার্থক্য অসমাঞ্জশ্যপূর্ণ বিবাহ সম্পন্ন হওয়ায় অসম্পূর্ণ মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব লাভের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক তেমনি সন্তান-সন্ততিদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ মারাত্মক ব্যহত হচ্ছে।
৪. বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে যৌতুক প্রথা। যার প্রভাবে সমাজে অবৈধ যৌন সম্ভোগ এবং পতিতাবৃত্তির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৫. যৌতুকের লোভে অনেক শিক্ষিত ছেলে অথবা শিক্ষার সুযোগ লাভের আশায় অশিক্ষিত, অসুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে। পরিণামে দাম্পত্য জীবনে কলহের শিকার হয়ে স্ত্রীকে অকালে স্বামীর হাতে প্রাণ দিতে হয়; অহরহ নির্যাতন সহ্য করতে হয়।
৬. নারীদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার লাভের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে যৌতুক। অন্যদিকে হয়রানি ও অপমানিত হচ্ছে অনেক পুরুষ। সে পুরুষ কন্যার পিতা। ফলে বাংলাদেশের নারী-পুরুষ উভয়ই নিদারুণ চাপ

১৬৯.আশিকুর রহমান ও মোস্তফা কামাল,*বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যৌতুক প্রথা ও ইসলাম:*একটি পর্যালোচনা,*ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, প্রাগুক্ত,পৃ.১২৯
১৭০.প্রাগুক্ত, পৃ.১২৯
১৭১.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন-১৯৯৫ খ্রি. পৃ.২০২
১৭২.আশিকুর রহমান ও মোস্তফা কামাল,*বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যৌতুক প্রথা ও ইসলাম* :একটি পর্যালোচনা, প্রাগুক্ত,পৃ.১২২
১৭৩.সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাত স্মরণীকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

ভোগ করছে সর্বনাশা যৌতুকে নিষ্পেষণে।

৭. বাংলাদেশে আত্মহত্যার প্রবণতা সৃষ্টির সহায়ক এই যৌতুক প্রথা। বেশির ভাগ আত্মহত্যার কারণ দাম্পত্য কলহ ও দারিদ্র। যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করেই এ সবের সৃষ্টি।"[১৭৪]

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে, গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানার চান্দুরা গ্রামের হানিফ নামের এক ছেলের সাথে বছর দেড়েক আগে পারিবারিক সম্মতিতেই ফেরদৌসী আক্তার বৃষ্টির (২২) বিয়ে হয়। বর্তমানে বৃষ্টি অন্তসত্তা। বিয়ের পর থেকে এ পর্যন্ত আড়াই লক্ষ টাকা স্বামী হানিফ যৌতুক হিসেবে নিয়েছে। এতেও তার মন খুশি না হয়ে আরও টাকা বাবার বাড়ি থেকে আনার জন্য বলে। বৃষ্টি এতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে দাম্পত্য কলহ দেখা দেয়। হানিফের মা,বড় ভাই, বোন সবাই মিলে টাকার চাপ দেয়। কিন্তু বৃষ্টি আরও টাকা দিতে অপরগতা প্রকাশ করে এবং ঝগড়া-ঝাটির রূপ নেয়। এক পর্যায়ে তারা সবাই মিলে বৃষ্টিকে একটি ঘরে আটকে বেদম মারধোর করে। এরই ফাঁকে হানিফ হত্যার উদ্দেশ্যে বৃষ্টির গায়ে কেরোসিন ঢেলে দিলে শাশুড়ি তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বৃষ্টির চিৎকারে আশে পাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। তার শরীরের ৪০% পুড়ে ঝলছে গেছে। বর্তমানে সে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন।"[১৭৫] কুড়িগ্রামের ঘটনাঃ চার বছর আগে জেলা সদরের নাগেস্বরীর অধিবাসী আলী আকন্দের ছেলে আশরাফ আলীর সাথে একই এলাকার মেহের আলীর কন্যা হাসিনা বানু (২৫) ৫০ হাজার টাকার যৌতুকের চুক্তিতে বিয়ে হয়। বিয়ের সময় ২৫ হাজার টাকা নগদ প্রদান করে সংসার চলতে থাকে। গত ১৫/৬/১১ তারিখে আশরাফ আলী স্ত্রীকে বাকী ২৫ হাজার টাকার জন্য চাপ দেয়। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে স্বামী আশরাফ আলী স্ত্রী হাসিনাকে বেধরক লাঠিপেটা করলে হাসিনা নিহত হয়। তাদের দেড় বছরের একটি সন্তান রয়েছে।"[১৭৬]

মাদারীপুর সংবাদঃ যৌতুকে জন্য নববধূ খুন' শিরোনামে সংবাদ থেকে জানা যায় যে, মাদারীপুর সদর উপজেলা ললীগঞ্জ গ্রামে রাত এগারটার দিকে স্বামী শাহাদত কাজী স্ত্রী খাদিজা খাতুনকে পিতা-পুত্র মিলে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। পুলিশের বরাতে জানা যায়, ২ মাস আগে ৩০ হাজার টাকা যৌতুক চুক্তিতে তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের সময়ে নগদ দেওয়া হয়েছিল ১০ হাজার টাকা। বাকী থাকে আরও ২০ হাজার টাকা। ঐ দিন রাতে সাহাদত তার পিতা মোখলেছ কাজী সহ খাদিজাকে বাকী ২০ হাজার টাকার কথা বলে। এত তাড়াতাড়ি টাকা পরিশোধ সম্ভব নয় বলে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়। পরে সাহাদত তার পিতা মিলে খাদিজাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। থানায় মামলা হয়েছে।"[১৭৭] এরকম দু'একটি উদাহরণ নয়;বরং শত শত উদাহরণ আছে যে, যৌতুকের কারণে গৃহবধূ দের নির্যাতন ও প্রাণ দিতে হচ্ছে আমাদের দেশে। বাংলাদেশে যৌতুকের কয়েকটি কারণ লক্ষণীয়; যা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) ধনী ও নব্য ধনী যারা সম্পদের অসম বন্টন ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে রাতারাতি সম্পদশালীতে পরিণত হয়েছে, তাদের মধ্যে যৌতুক প্রদানের যে প্রতিযোগিতা ও অর্থহীন অহমিকতাবোধ রয়েছে তা বাংলাদেশে যৌতুক প্রথাকে তীব্রতর করছে। এ সব সম্পদশালী ব্যক্তিদের জন্যই ক্রয়ের প্রতিযোগিতা যৌতুকের দাবিতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে।

(খ) বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের কর্মস্থানের সুযোগ না থাকায় তাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরনির্ভলশীল জীবন-যাপন করতে হয়। ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদা নেই বললেই চলে। এমনকি বিয়ের ব্যাপারেও তাদের মতামতের কোন মূল্য দেওয়া হচ্ছে না। পরনির্ভরশীল ও মর্যাদাহীন জীবনধারা যৌতুকের প্রবণতা সৃষ্টির অন্যতম সহায়ক।

(গ) অনুকরণ প্রিয়তা মানব চরিত্রের সহজাত প্রবৃত্তি। উচ্চ ও সম্পদশালীদের যৌতুক প্রদানের প্রবণতার অনুকরণে আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শেণিতে যৌতুকের দাবি সম্প্রসারিত হচ্ছে।

(ঘ) দৈহিক খুঁত, অধিক বয়স, সৌন্দর্যের অভাব প্রভৃতি কারণে পিতা-মাতা প্রচুর যৌতুকের বিনিময়ে কন্যাকে পাত্রস্থ করতে বাধ্য হয়।

(ঙ) যে সব পরিবারে কন্যা একমাত্র সন্তান অথবা পুত্র সন্তানদের মধ্যে একজনমাত্র কন্যা সন্তান, এক্ষেত্রে পিতা-মাতা

১৭৪.আশিকুর রহমান ও মোস্তফা কামাল, *যৌতুক প্রথা ও ইসলাম* :একটি পর্যালোচনা, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ৪৯ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০১০ খ্রি.পৃ. ১২৩

১৭৫.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১৩/৮/১১, পৃ.৯

১৭৬.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১৫/৬/১১, পৃ.৯

ও ভাইদের আপন স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ বিপুল পরিমাণে যৌতুক প্রদানের মাধ্যমে কনের বিয়ে দেওয়া হয়।
(চ) আমাদের তথাকথিত ও শিক্ষিত,স্বল্প শিক্ষিত,ছেলে এবং তার অভিভাবকদের নগদ প্রাপ্তির লোভ এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় হিসাবে যৌতুক প্রথাকে গণ্য করার ফলে এ হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য বর পক্ষের আর্থিক অসচ্ছলতাই দায়ী।
(ছ) স্বাধীনতার প্রেক্ষিতে দুর্নীতি, ঘুষ, চোরাকারবার প্রভৃতির মাধ্যমে রাতারাতি কালো টাকার মালিকানা লাভের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হচ্ছে যৌতুক। কালো টাকা যৌতুক প্রথা বিস্তারের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী। মূলত আমাদের মত দরিদ্র-পীড়িত এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যে জর্জরিত সমাজ ব্যবস্থাই যৌতুকের মূল উৎস। নারী সমাজের অর্থনৈতিক পরনির্ভশীলতা ও অশিক্ষাই যৌতুকের মূল কারণ।"[১৭৮]

বর্তমান অধুনা সমাজে মুসলিম পরিবারের অনেকেই বিয়েতে যৌতুককে বৈধ হওয়ার জন্য পাঁয়তারা করে এবং উদাহরণ হিসেবে রাসূল (স.) এর কন্যা ফাতিমার উদাহরণ টানে এবং বলে, নবী করীম (স.) আলী ও ফাতিমার বিয়েতে বেশ কিছু যৌতুক প্রদান করেছিলেন। "লক্ষণীয় যে, নবী করীম (স.) কিন্তু হযরত আলীকে বিবাহের সময়ে কিছুই প্রদান করেন নি। তিনি তাঁর মেয়েকে স্বত: প্রবৃত্ত হয়ে উপহার সামগ্রী দেয়ায় অনেকে যৌতুক প্রদানকে নবী (স.) এর সুন্নাত হিসেবে গণ্য করার প্রয়াস পেয়ে থাকেন। তবে এটিকে অবশ্যই পালনীয় সুন্নাত হিসেবে গণ্য করার কোন সুযোগ নেই। কেননা নবী (স.) এর জীবদ্দশায় সংঘটিত অন্যান্য বিয়েতে এ ধরনের কোন উপহার দেননি। এমনকি নবী (স.) এর কোন সাহাবীও এ প্রথার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। তবে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, মহানবী (স.) স্বেচ্ছায় তাঁর কন্যা ফাতিমার বিবাহের সময় যে দ্রব্যসামগ্রী দিয়েছিলেন তাকে যৌতুক হিসেবে বিবেচনা করার আদৌ কোন সুযোগ নেই। বিবাহের সময় প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ যৌতুক হিসেবে বিবেচনা করতে গেলে দু'টি শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। প্রথমত: পাত্র পক্ষের দাবির প্রেক্ষিতে অর্থ বা সম্পত্তি প্রদান এবং দ্বিতীয়ত: বিবাহের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত বা প্রতিদান হিসাবে তা প্রদান। যাহোক দাবি করে যৌতুক নেয়ার প্রথা কুর'আন সুন্নাহ বা ইসলামী পন্ডিতদের লেখায় কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।"[১৭৯]

যৌতুক প্রথা শুধু বালাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যাই নয়, অনেক সমস্যা সৃষ্টির কারণও বটে। বাংলাদেশ থেকে যৌতুক প্রথার ন্যায় অমানবিক, নিষ্ঠুর, অভিশাপ উচ্ছেদের লক্ষে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।
১.যৌতুক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথম কাজ হওয়া প্রয়োজন যৌতুক দাবির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা। যৌতুক গ্রহণ যে সামাজিক দৃষ্টিতে নিন্দনীয় কাজ সেটি সবাইকে বুঝাতে হবে। যৌতুক দাবি ও গ্রহণকে নিচুতা, ভীরুতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ বলে চিহ্নিত করতে হবে।
২.কন্যার পিতা-মাতার প্রতি সমাজকে সংবেদনশীল হতে হবে। বয়ো:প্রাপ্তির পর কন্যাকে পাত্রস্থ করতে না পারলে পিতা-মাতাকে লাঞ্ছনা- গঞ্জনা না দিয়ে কন্যাকে পাত্রস্থ করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।
৩.যৌতুক সমস্যা নিরসনে মেয়েদের শিক্ষার প্রসার ঘটাত হবে। কেননা কর্মসংস্থান প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌতুক স্বাভাবিকভাবেই কম।
৪.মহিলাদের গৃহকর্মের অর্থনৈতিক গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে। গৃহ শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধি পেলে মহিলারা চাকুরী না পেলেও তাদের শ্রমকে উৎপাদনশীল বলে ধরে নেয়া হবে।
৫.সমাজে মহিলা ও পুরুষের বয়সসীমা সম্পর্কে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিকোন না করে কিছুটা সমতা রক্ষায় সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।
৬.যে পিতা পুত্রের জন্য যৌতুক দাবি করে তাকে নিজ কন্যার যৌতুক প্রদানে প্রস্তুত হতে হয়। অতএব সচেতনভাবে যৌতুক পরিহার করার বাস্তবতা স্বীকার করে নিতে হবে।
৭.অবিবাহিত যুবকেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগ জাতীয়ভাবে নিতে হবে। আত্মনির্ভরশীলতা তাকে যৌতুক গ্রহণে বিরত রাখবে।

১৭৭.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, তারিখ. ১৫/৬/১১, পৃ.৯
১৭৮.আশিকুর রহমান ও মোস্তফা কামাল, *বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যৌতুক প্রথা ও ইসলাম* : একটি পর্যালোচনা, প্রাগুক্ত,পৃ.১২৪, ১২৫
১৭৯. আশিকুর রহমান ও মোস্তফা কামাল, *বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যৌতুক প্রথা ও ইসলাম* :একটি পর্যালোচনা, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ত্রৈমাসিক পত্রিকা,প্রাগুক্ত,পৃ.১৩২

৮.যৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দলোন গড়ে তুলতে দেশের গণমাধ্যমগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।
৯.যৌতুকের নিন্দনীয় সমস্যা ও প্রতিকারের বিষয় নিয়ে জাতীয় সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে সভা-সেমিনার, বিতর্ক, ওয়ার্কশপ,চিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।
১০.স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে বাধ্যতামূলকভাবে যৌতুক সমস্যা ও প্রতিকারের বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করতে হবে।
১১.প্রতিবেশি ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের অঙ্গীকারে যৌতুক প্রতিরোধকল্পে শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে।
১২.সারা দেশে ইউনিয়ন বা মহল্লা পর্যায়ে সরকারের সমাজকল্যাণ যুব ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে বিবাহ সংস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। সে সংস্থার কাজ হবে বিবাহ করতে ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রীর নাম-ঠিকানা ইত্যাদি রেজিস্ট্রি করা এবং যৌতুকবিহীন বিয়ের পাত্র-পাত্রীকে পুরুস্কৃত করে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
১৩.ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শ প্রচার করতে হবে। (এর মাধ্যমে গণসচেতনতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে)।
১৪.নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। (নারীরাও মানুষ অধিকারে তারাও সমান)।
১৫.সর্বপরি যৌতুক নিরোধ আইনকে আরও শক্তিশালী করে যৌতুক দাতা ও গ্রহীতাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।”[১৮০]

যৌতুক প্রথা বাংলাদেশে এখন মানাত্মক বিষফোঁড়া বা অভিশাপ। দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি-স্থিতিশীলতা আনয়নের পথে এটি বড় বাধা। পরিবার ও সমাজ থেকে এ বাধা দূর করতে না পারলে নারী জীবনের নিরাপত্তা, দাম্পত্য কলহ রোধ আশা করা যায় না। এটি অমানবিক, ইসলাম বিরোধী, অনৈতিক হৃদয়হীন প্রথার শিকার হয়ে কেউ অকালে প্রাণ হারাক অথবা পঙ্গু হয়ে থাকুক এটি কোন শিক্ষিত সচেতন মানুষের কাম্য হতে পারে না। তাই নারীর নিরাপত্তা ও দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য আপামর জনসাধারণের এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া কোনই বিকল্প নেই।

৩.পরস্পর সমঝোতা ও ধৈর্যধারণ

দাম্পত্য জীবনে সমস্যা সমাধানের আরও একটি উপায় হলো, পারস্পরিক সমঝোতা ও ধৈর্য ধারণ। সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পারস্পরিক সমঝোতা ও সহিষ্ণুতা। বিভিন্ন মানুষের চরিত্র, মেজাজ-মর্জি, আচার-আচরণ, প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং এটিই স্বাভাবিক। কারণ, সকল মানুষকে একই ধাঁচে সৃষ্টি করা হয়নি। বিশেষ করে নারী ও পুরুষকে। এছাড়া নারী-পুরুষের চরিত্রে সৃষ্টিগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আলাদা এটি বাস্তব সত্য। “সুতরাং ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে উদার মন মানসিকতা লইয়া একজন অপরজনকে কাছাকাছি টানিয়া লইতে হইবে; স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করিতে হইবে। একে অপরের রুচি ও প্রকৃতি আচার-আচরণ এবং চাল চলনের ব্যাপারে সহনশীল হইতে হইবে। জ্ঞান-বুদ্ধির তারতম্য ও কথাবার্তার ধরনে একে অপরের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া উচিত। বস্তুত যে সকল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ক্রোধ, অসন্তোষ ও বিরক্তির আশংকা আছে,এমন সকল বিষয়ই ধৈর্য ধারণ করিয়া,সমঝোতার ভিত্তিতে কালাতিপাত করা নিতান্তই দরকার।”[১৮১] প্রতিটি দাম্পত্য জীবনেই মনোমালিন্য,মান-অভিমান,আছে এবং থাকবে। কিন্তু জিদ্ ও হটকারিতা করা উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্ত্রীকেই বেশি ভূমিকা পালন করতে হবে। কোন কারণে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মন বিষাক্ত হয়ে উঠলে স্ত্রীর উচিত অপরিসীম ধৈর্য সহকারে স্বামীকে বোঝানো। বুঝিয়ে-সুজিয়ে,প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার অমৃত ধারায় স্বামীর মন থেকে কালিমা ধুয়ে মুছে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা। উল্টো তার বদলে রাগ করে মুখ ভার করে, তর্ক-বিতর্ক করে, ঝগড়া-ঝাটি করে গোটা পরিবেশকে বিষময় করে তোলা স্ত্রীর কখনোও উচিত নয়। “স্বামীর বাড়াবড়ি ও ক্রুদ্ধ মেজাজ দেখতে পেলে স্ত্রীর খুব সতর্কতার সাথে কাজ করা, কথা বলা উচিত। এ অবস্থায় স্ত্রীরও বাড়াবাড়ি করা কিংবা নিজের সম্ভ্রম-মর্যাদার অভিমানে হঠাৎ করে কেটে পড়া কোনভাবেই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। স্বামীর কাছে কিছুটা ছোট হয়েও যদি পরিস্থিতি আয়ত্বে রাখা যায়, তবে স্ত্রীর তা-ই করা কর্তব্য। কেননা তাতেই তার ও গোটা পরিবারের কল্যাণ নিহিত।”[১৮২]

---

১৮০. আশিকুর রহমান ও মোস্তফা কামাল, যৌতুক প্রথা ও ইসলাম ঃ একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩,১৩৪

১৮১.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.২৫৬

১৮২.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা ঃ খায়রুন প্রকাশনী ১৯৮৩ খ্রি.পৃ ১৯৯

পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ বলেন, "কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর বদমেজাজ ও তার প্রতি প্রত্যাখ্যান উপেক্ষা অবহেলা দেখতে পায় আর তার পরিণাম ভাল না হওয়ার আশংকা বোধ করে, তাহলে উভয়ের যে কোন শর্তে সমঝোতা করে নেওয়ায় কোন দোষের কিছু নেই। বরং সর্ব অবস্থায়ই সমঝোতা-সন্ধি-মীমাংসাই অত্যন্ত কল্যাণময়।"[১৮৩] ইমাম শওকানী তার বিখ্যাত গ্রন্থ ফতহুল কাদিরের ১ম খন্ডের ৪৮৩ পৃষ্ঠায় এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "আয়াতে সাধারণ অর্থে কথাগুলো বলা হয়েছে। এ ভাবে বলার কারণে বোঝা যায় যে,সমঝোতার মাধ্যমেই উভয়ের মনের মিল হতে পারে,পারস্পরিক বিরোধ দূর হয়ে যাক তাই মোটামুটিভাবে অনেক উত্তম কাজ কিংবা তা অতীত উত্তম বিচ্ছেদ হওয়া থেকে বেশি উত্তম ঝগড়া- ফ্যাসাদ থেকে।"[১৮৪] আয়াতে আল্লাহ পাক মানুষের দাম্পত্য জীবনের এমন একটি জটিল দিক সম্পর্কে পথ নির্দেশ করেছেন, সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেকটি দম্পতিকেই যার সম্মুখীণ হতে হয়। আর তাহলো স্বামী-স্ত্রীর পাস্পরিক মনোমালিন্য ও মন কষাকষি। এটি এমন একটি জটিল সমস্যা,যার সুষ্ঠু সমাধান যথাসময়ে না হলে শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনই দুর্বিসহ হয় না; বরং অনেক ক্ষেত্রে এহেন পারিবারিক মনোমালিন্যই গোত্র ও বংশগত কলহ-বিবাদ তথা হানাহানি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। "কোরআন পাক নর ও নারীর যাবতীয় অনুভূতি ও প্রেরণার প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয় শ্রেণিকে এমন সার্থক জীবন ব্যবস্থা বাতলে দেওয়ার জন্য অবতীর্ন হয়েছে, যার ফলে মানুষের পারিবারিক জীবন সুখময় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর অনুসরণে পারিবারিক তিক্ততা ও মর্ম-প্রীড়া-ভালবাসা ও প্রশান্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।"[১৮৫]

আলকুর'আনের এ আয়াতে সমঝোতার সম্ভাব্যতার প্রতি পথ নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, প্রত্যেক অন্তরেই লোভ বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই স্ত্রী হয়ত মনে করবে যে, আমাকে বিদায় করে দিলে সন্তানাদির জীবন বরবাদ হবে, অথবা অন্যত্র আবার জীবন আরও দুর্বিসহ হতে পারে। তার চেয়ে বরং এখানে কিছু ত্যাগ স্বীকার করে পড়ে থাকাটাই লাভজনক। স্বামী হয়ত মনে করবে যে, দায়-দায়িত্ব হতে যখন অনেকটা রেহাই পাওয়া গেল, তখন তাকে বিবাহ বন্ধনে রাখতে ক্ষতি কি? অতএব এভাবে অনাআসে সমঝোতা হতে পারে। দাম্পত্য কলহের মধ্যে অন্যের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। "তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে যে, বর্ণিত আয়াত 'স্বামী-স্ত্রী নিজেদেরে মধ্যে কোন সমঝোতা করে নেবে' এখানে উভয় শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-কলহ বা সন্ধি-সমঝোতার মধ্যে অহেতুক কোন তৃতীয় ব্যক্তি নাক গলাবে না। বরং তাদের নিজেদেরকে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। কারণ,তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির ফলে স্বামী-স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি অন্য লোকের গোচরীভূত হয়;যা তাদের উভয়ের জন্যই লজ্জাকর ও স্বার্থের পরিপন্থী। তদুপরি তৃতীয় পক্ষের কারণে সন্ধি-সমঝোতা দুষ্কর হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়।"[১৮৬] এ আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ বলেন, "আর যদি তোমরা কল্যাণ সাধন কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে অবশ্যই আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।"[১৮৭]

এখানে বুঝানো হয়েছে যে, স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকে এবং তার ন্যায্য অধিকার পুরণ করা অসম্ভব মনে করে তাকে বিদায় করতে চায়, তবে আইনের দৃষ্টিতে স্বামীকে সে অধিকার দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছুটা স্বার্থ পরিত্যাগ করে সমঝোতা করাও জায়িয। কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্বামী যদি সংযম ও খোদাভীতির পরিচয় দেয়, স্ত্রীর সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করে, মনের মিল না হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করে; বরং তার যাবতীয় অধিকার ও প্রয়োজন পূরণ করে,তবে তার এ ত্যাগ ও উদারতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ওয়াকিবহাল রয়েছেন। অতএব তিনি এহেন ধৈর্য, উদারতা, সহনশীলতা ও মহানুভবতা এমন প্রতিদান দেবেন,যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। "মোট কথা কোরআন পাক উভয় পক্ষকে একদিকে স্বীয় অভাব অভিযোগ দূর করা ও ন্যায্য অধিকার লাভ করার আইনত অধিকার দিয়েছে। অপরদিকে ত্যাগ ধৈর্য, সংযম ও উন্নত চরিত্র আয়ত্ব করার উপদেশ দিয়েছে। এখানে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, বিবাহ বিচ্ছেদ হতে যথাসাধ্য বিরত থাকা কর্তব্য। বরং উভয়ের পক্ষেই কিছু

১৮৩.আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১২৮, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً

১৮৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৯৯

১৮৫.মুফতী শফী (র.) অনুবাদ-মাওঃ মহিউদ্দীন খান,*সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মা'রেফুল কুর'আন*, খাদেমুল হারামাইন বাদশা ফাহাদ কুর'আন মুদ্রন প্রকল্প, সৌদী আরব, পৃ. ২৮৫,২৮৬

১৮৬.মুফতী মুহাম্মদ শফী, অনুবাদ-মাওঃ মহিউদ্দীন খান, *সংক্ষিপ্ত তাফসীর মা'রেফুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

১৮৭.আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১২৮, وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً

কিছু ত্যাগ স্বীকার করে সমঝোতায় আসা বাঞ্ছনীয়।”[১৮৮] স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সমঝোতার পাশাপাশি আরও একটি গুণের প্রয়োজন আর তা হলো, ধৈর্য বা সবর। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক উন্নত রাখার বড় একটি মাধ্যম হলো ধৈর্য। দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রীর মাঝে যখনই কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদ বা মনোমালিন্য দেখা দিবে, তখনই তাদের উভয়ের জন্য এ নসিহত রয়েছে যে, প্রত্যেকেই যেন অপরের ব্যাপারে নিজের মধ্যে সহ্য শক্তির সুরক্ষা করে, অপরের কোন কিছু অপছন্দনীয় হলে বা ঘৃণিত হলেও সে যেন দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য রক্ষার উদ্দেশ্যে তা অকপটে বরদাশ্ত করতে চেষ্টা করে।”[১৮৯] ধৈর্যের আরবি শব্দ হলো, সবর। “প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও বাসনা কামনার তাড়নার বিরুদ্ধে হক পথে অটল-অবিচল থাকাকে সবর বলে”[১৯০] ধৈর্য মানব জীবনের শান্তি ও উন্নতির মাপকাঠি। তাই পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে, “আর তারা যখন ধৈর্যধারণ করেছে, তখন আমি তাদের মধ্য হতে নেতৃবৃন্দ সৃষ্টি করেছি। তারা আমার আদেশক্রমে অপরকে সৎপথ প্রদর্শন করে।”[১৯১] “ধৈর্যের সমার্থক ও কাছাকাছি অর্থের শব্দগুলো সহ্য,সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, নমনীয়তা, ধীরস্থিরতা, আত্মসংযম, তিতিক্ষা ইত্যাদি। মানুষের মধ্য হতে যেসব মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ধৈর্য বা সবর। যার ফলে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘটে চলছে অনাকাংখিত ও অমানবিক ঘটনা। ধৈর্যের অভাবে যে সব মন্দ অভ্যাস ও ঘটনার সৃষ্টি হয় তাহলো-হতাশা, তাড়াহুড়া, টেনশন, অন্যকে কষ্ট দেওয়া, দুর্ঘটনা, মারামারি, ঝগড়া, হত্যা, জিঘাংসা, তালাক ইত্যাদি।”[১৯২] এ কথা বাস্তব যে,নারী ও পুরুষের প্রকৃতি-স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ সৃষ্টিগতভাবে একটু আলাদা। এ জন্য স্বামী-স্ত্রী একে অপরের অসহনীয় ব্যাপারগুলো মানিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা অবশ্যই অর্জন করতে হবে। অন্যথায় সংসার জীবন সুখকর হতে পারে না। ইসলামের শিক্ষাও তা-ই। মহানবী (স.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর দুর্ব্যবহার সহ্য করবে,সে হযরত আইয়ুব (আ.)এর ন্যায় পুরুস্কৃত হবে। আর যে স্ত্রী স্বামীর দুর্ব্যবহারে ধৈর্য ধারণ করবে, সে ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া বিনতে মুফাহিমের ন্যায় পুরুস্কৃত হবে।”[১৯৩]

বাংলাদেশের এমন কোন দম্পতি নেই যাদের মধ্যে কোন মনোমালিন্য বা ঝগড়া-ঝাটি, মান-অভিমান নেই। এমনকি নবী-রাসূল এবং সাহাবীদের জীবনেও এ ধরনের সমস্যার অবতারণা হয়েছে, সেখানে ধৈর্যের মাধ্যমে তা সমাধান এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। “এক হাদীসে আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত উমর রা. এর নিজের স্ত্রীর দুর্ব্যবহারের অভিযোগ পেশ করার জন্য উপস্থিত হলো। সে উমরের বাড়ির ফটকে দাঁড়িয়ে তাঁর বাইরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। এই সময়ে শুনতে পেল, উমরের স্ত্রী তাঁকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করছেন। কিন্তু উমর (রা.) তার কোন জবাব না দিয়ে নীরবে সহ্য করছেন। এটি শোনার পর লোকটি ফিরে যেতে উদ্যত হলো। সে ভাবলো, এমন দোর্দান্ত ও প্রতাপশালী খলিফার যখন এই অবস্থা; তখন আমি আর কোথাকার কি? ঠিক এই সময়ে উমর (রা.) বাইরে বেড়িয়ে দেখলেন, লোকটি চলে যাচ্ছে। তিনি ডেকে বললেন, তুমি কেন এসেছিলে আর কেনইবা দেখা না করে চলে যাচ্ছ? লোকটি বলল, আমীরুল মুমিনীন! আমার সাথে আমার স্ত্রী যে দুর্ব্যবহার করে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য আমি আপনার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু শুনতে পেলাম স্বয়ং আপনার স্ত্রীও তদ্রুপ। তাই ফিরে যাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম যে, আমীরুল মুমিনীনের অবস্থা যখন এরূপ, তখন আমি আর কোথাকার কে? উমর (রা.) বললেন, শোন ভাই, আমার ওপর তার কিছু হক- অধিকার রয়েছে বলেই আমি তাকে সহ্য করলাম। দেখ, সে আমার খাবার রান্না করে, রুটি বানায়, কাপড় ধোয় এবং আমার সন্তানদের দুধ খাওয়ায়। অথচ এসব কাজ তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তবে এসব কাজ করে সে আমার মনকে হারাম উপার্জন থেকে ফিরিয়ে রাখে। এজন্যই আমি তাকে সহ্য করি। লোকটি বলল, আমিরুল মুমিনীন! আমার স্ত্রীও তদ্রুপ। উমর (রা.)বললেন, তাহলে তাকে সহ্য করতে থাক। ভাই দুনিয়ার জীবনটা তো নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী।”[১৯৪]

১৮৮.মুফতী মুহাম্মদ শফী, অনুবাদ-মাওঃ মহিউদ্দীন খান, *সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

১৮৯.ড.মোঃ শামছুল আলম, *দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়ঃ কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি*, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ইসলামী আইন ও বিচার, অক্টোবর-ডিসেম্বরঃ ২০১০, বর্ষ.৬ সংখ্যা.২৪,পৃ ৬১

১৯০.আব্দুল খালেক,*নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩

১৯১.আল-কুর'আন,৩২ঃ ২৪, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

১৯২.ড.মোঃ শামছুল আলম, *মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, অভিসন্দর্ভ, ২০০৭ (১৯৭১-২০০১) ঢাবি, পৃ.৬৩

১৯৩ ড. মোঃ শামছুল আলম, *দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়ঃ কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি*, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

১৯৪.ড. মোঃ শামছুল আলম, *দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়ঃ কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি*, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ.৬১

ধৈর্যের অনেক উপকার। স্বয়ং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে সহায়ক হিসেবে থাকেন। আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।"[১৯৫] ধৈর্যের পরিণতি ও ফলাফল সুদুর প্রসারী। এর পরিণাম লাভ ও পুরুস্কার। মহানবী (স.) বলেন, "মুমিনের ধৈর্যের বিনিময় প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে প্রতিদান দেওয়া হয়।"[১৯৬] ধৈর্যশীলদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। রাসূল (স.) বলেন, "আল্লাহ সহনশীল ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করেন।"[১৯৭] মানুষের মধ্যে নিহিত যেসব গুণ আল্লাহ নিকট পছন্দনীয় তন্মধ্যে ধৈর্য অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "দু'টি গুণ আল্লাহ পছন্দ করেন। (তাহলো) সহনশীলতা ও ধীরস্থিরতা।"[১৯৮] নবীজী (স.) আরও বলেন, "বান্দাকে যে রিযিক দেওয়া হয়, তা ধৈর্যের কারণে সম্প্রসারিত করা হয়।"[১৯৯] অন্য হাদীসে আছে, "সাহায্য ধৈর্যের সাথে থাকে।"[২০০] ধৈর্যের সাথে ঈমানের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কারণ ঈমানদারদের প্রধান গুণ হলো ধৈর্য এবং অধৈর্য হলো শয়তানের গুণ। হাদীসে এসেছে, "সাহাবী আমর ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কি? তিনি বললেন, ধৈর্য ও সহনশীলতা।"[২০১] জীবনের প্রধান ও শেষ আকর্ষণ জান্নাত। আর এই জান্নাত প্রাপ্তি ধৈর্যের সাথে সম্পৃক্ত। অধৈর্য ব্যক্তির জন্য জান্নাত নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মানুষ তার সহনশীলতার গুণে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[২০২]

মুমিনদের অনেক গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ হলো ধৈর্য-সহনশীলতা। কারণ এটি নবীদের অন্যতম গুণ। মহানবী (স.)কেও এ মহাগুণ দিয়েই পাঠানো হয়েছে। রাসূল (স.) বলেন, "আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম পন্থা সাদাসিদা ও সহনশীলতা।"[২০৩] রাসূল (স.) তাঁর নিজের আগমনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "আমি প্রেরিত হয়েছি স্বাভাবিকতা ও সহনশীলতা গুণ নিয়ে।"[২০৪] আরও একটি হাদীসে এসেছে "রাসূল (স.) এর সঙ্গীগণ কষ্টে ধৈর্যধারণ করতেন।"[২০৫] মহানবী (স.) এর হাদীসে বলেন, "যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে চায় আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত আর কোন কিছু কাউকে দেওয়া হয়নি।"[২০৬] ইসলামে যেকোন দায়িত্ব পালনের জন্য পূর্বশর্ত হলো ধৈর্য। ইসলামের ইতিহাসে এমন একটি নযিরও পাওয়া যাবে না, যেখানে ধৈর্যের গুণে উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে কাউকে গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক নবীকে ধৈর্যের পরীক্ষা নেয়ার পরই কেবল নবুয়তের মত কঠিন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।"[২০৭] দাম্পত্য জীবনে সাংসারিক দায়িত্ব পালনও একটি কঠিন কাজ। তাই এ ধরনের কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্য ধৈর্যের বিকল্প নেই। সুতরাং দাম্পত্য জীবনে বিরোধ-কলহ এড়ানোর জন্য পারস্পরিক সমঝোতা ধৈর্যধারণের মাধ্যমে জীবন দুঃখের বদলে সুখ ও শান্তিতে পরিণত করা সম্ভব।

৪.অবাধ মেলামেশা বর্জন ও রোধ

যে সমস্ত কারণে দাম্পত্য জীবনে সমস্যা- কলহ দেখা দেয় তার আরও একটি কারণ হলো, স্বামী পরস্ত্রীর সাথে আর স্ত্রী পরপুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা করা। বিয়ের পূর্বে কোন মেয়ে অবাধে গাইর মোহরেম পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার ফলে যেমন অনৈতিক সম্পর্কের জন্ম দেয় এবং বেশিরভাগ সময়েই তার মূল্যবান কুমারিত্ব হারিয়ে ফেলে, অনুরূপভাবে পুরুষেরা অবাধ মেলামেশার সুযোগে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে অধিকাংশ পুরুষ তার চরিত্র নষ্ট করে ফেলে।

১৯৫.আল-কুর'আন, ২ঃ ১৫৩, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

১৯৬.ইমাম আহম্মদ ইবন হাম্বল, *আলমুসনাদ*, কায়রো ঃ আলমাতবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া ১৯৯৫ খ্রি.খ. ১, পৃ.১৭৩,

১৯৭.ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মুআত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ু, হাদীস নং ১০০

১৯৮.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আলকুশায়রী,সহী *লিমুসলিম*, দিল্লী ঃ আমাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি.কিতাবুল ঈমান,হাদীস নং-২৫,২৬

১৯৯.ইমাম আহম্মদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত, *মুসনাদ*, খ.৩, পৃ৪৭

২০০.ইমাম আহম্মদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত, *মুসনাদ*, খ. ১,পৃ. ৩০৭

২০১.ইমাম আহম্মদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত, *মুসনাদ*,খ. ৫,পৃ.৩১৯

২০২.ইমাম আহম্মদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত, *মুসনাদ*,খ. ২,পৃ. ২১০

২০৩.ইমাম আহম্মদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত, *মুসনাদ*, খ. ১, পৃ. ২৩৩

২০৪.ইমাম আহম্মদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত, *মুসনাদ*, খ.৫, পৃ. ২৬৬,খ. ৬, পৃ.১১৬

২০৫.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহী বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, বাব-১১০

২০৬.ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন নববী (র.) রিয়াদুস সালেহীন, প্রাগুক্ত, খ.১, হাদীস নং ২৬, পৃ.৪৭

২০৭.ড.মোঃ শামছুল আলম, *মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলামঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, অভিসন্দর্ভ, ২০০৭, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭

Dhaka University Institutional Repository

এতে পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী বিয়ের পরও চলতে থাকলে দাম্পত্য জীবনে কলহ অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাই ইসলামে নারী-পুরুষের অবাধে মেলামেশা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশে দাম্পত্য কলহের জের ধরে যতগুলো ঘটনা ঘটেছে তার ৭০% পরকীয়া প্রেম সংক্রান্ত। সুতরাং পরস্ত্রী ও পরপুরুষের সাথে অবাধে মেলামেশা বন্ধ করতে পারলে দাম্পত্য কলহ অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। আল্লাহ পাক পর্দার আয়াত নাযিল করেন বিশেষ করে পর্দার আড়াল থেকে বাইরে বসে কোন জিনিস চাইতে হবে বলে যে নির্দেশ দিয়েছেন, সে আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানীও বলেন, "এ আয়াত প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির জন্যে একটি নীতি শিক্ষা দেয় এবং গায়র মুহাররম মেয়ে লোকদের সাথে গোপনে মিলিত হওয়া ও পর্দার অন্তরাল ছাড়াই পরস্পরে কথাবার্তা বলা সম্পর্কে স্পষ্ট ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।"[২০৮] নবী (স.) বলেছেন, "যে সমস্ত মহিলার স্বামী বা নিকটাত্মীয় পুরুষ অনুপস্থিত, তাদের কাছে যেও না। কেননা তোমদের প্রত্যেকের দেহের প্রতিটি ধমনীতে শয়তানের প্রভাব রক্তের মত প্রবাহিত হয়।"[২০৯]

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা যৌথ পরিবারভূক্ত। তদুপরি সর্বক্ষেত্রে অবাধ চলাচল। ফলে স্বামীর নিকটাত্মীয় যেমন দেবর- ভাসুর,বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির সাথে স্ত্রী যেমন মেলামেশা তেমনি স্ত্রীর বোন, বান্ধবীর সাথেও অনুরূপ স্বামীর মেলামেশায় প্রায়ই অঘটন ঘটতে দেখা যায়। এতে করেও অনেক ক্ষেত্রে দাম্পত্য বিরোধ দেখা দেয়। এ পর্যায়ে দেবর-ভাসুর সম্পর্ক পুরুষদের সাথে মেয়েদের একাকীত্বে সাক্ষাত সর্বাধিক বিপদজনক এবং এ ব্যাপারে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বনের জন্য হাদীসে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাদীসে এসেছে, নবী (স.) কে একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেবর-ভাসুর প্রভৃতি স্বামীর নিকটাত্মীয় পুরুষদের ব্যাপারে আপনি কি বলেন? জবাবে তিনি বলেন, "স্বামীর এসব নিকটাত্মীয়রাই হল মৃত্যুদুত।"[২১০] পত্র -পত্রিকায় প্রায়ই দেখা যায় যে, স্বামী তার স্ত্রীর বোন,বান্ধবীকে পছন্দ করে দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে অপরদিকে স্ত্রীও দেবর বা স্বামীর বন্ধুকে পছন্দ করে ঘর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। এ সব অবাধ মেলামেশার পরিণতি। হযরত 'আমর ইবনুল আস (রা.) একদিন দরকারি কাজে আলী (রা.) এর বাড়িতে আসেন। কিন্তু আলীকে না পেয়ে তিনি ফাতিমার ঘরে প্রবেশ না করে আলীর আগমনের অপেক্ষায় থাকেন। আলী আসলে তিনি প্রবেশ করেন। আলী প্রথমে প্রবেশ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.) এর নিকট থেকে শুনেছি যে মেয়েলোকের স্বামী উপস্থিত নেই, তার ঘরে প্রবেশ করতে রাসূল (স.) নিষেধ করেছেন।"[২১১] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূল (স.) বলেছেন, "যে পুরুষলোক স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন মেয়েলোকের শয্যায় বসবে,আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার উপর একটি বিষধর অজগর নিযুক্ত করে দিবেন।"[২১২]

নর-নারীর অবাধ মেলামেশার এ মারাত্মক পরিণতি অনিবার্য বলেই আল্লাহ পাক তা চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন। অন্যথায় এর মূলে নারী পুরুষের প্রতি কোন খারাপ ধারণার স্থান নেই। মানব চরিত্র ও স্বভাবই এমন যে, তার জন্য এরূপ নিয়ম বিধান না থাকলে মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। শুষ্ক খর কুটোর কাছাকাছি আগুন নিয়ে খেলা করতে গিয়ে যে কোন মুহুর্তে সে আগুন লেগে সব জ্বলে ভস্ব হয়ে যেতে পারে এতে কোনই সন্দেহ নেই। ইসলামে যেহেতু মানুষের নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা এবং পারিবারিক স্থায়ীত্বই হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান ও সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং যে কোন মূল্যে তা রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, এ জন্যই ইসলাম এমন কিছুই বরদাশ্‌ত করতে রাযী নয়,যার ফলে দাম্পত্য জীবনের ভাঙ্গন ও বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে। "স্বামী বা স্ত্রীর নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে শরীয়তে যখন এত কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে,তখন স্বামীর পুরুষ বন্ধুদের সাথে স্ত্রীর বান্ধবীদের সাথে স্বামীর অবাধ মেলামেশা, বাড়ীতে, পার্কে, হোটেলে-রেস্তোরায় আর পথে-ঘাটে কি অফিসে-ক্লাবে গোপন অভিসার কিভাবে বিধি সম্মত হতে পারে! অথচ তাই চলছে বর্তমান সমাজের সর্বস্তরে। এখানকার সমাজে শালার বউ হচ্ছে- নিঃসঙ্গের সঙ্গী আসর বিনোদনের সামগ্রী, আনন্দের ফল্গুধারা। ভাবীর বোন আর বোনো ননদও এ ব্যাপারে কম নয়। বন্ধু বাড়িতে বন্ধুর স্ত্রীর আদর যত্ন না করলে শশুর বাড়ীতে মধুর হাড়ির সন্ধান পাওয়া যায় না। বোনের সহপাটি আর সহপাটির বোনেরা তো

২০৮.মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.২৬৯
২০৯.মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.২৬৯
২১০.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.২৭১
২১১.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.২৭০
২১২.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.২৭০

নিত্য সহচরী। গোপন অভিসারের মধুমল্লিকা। কিন্তু এর পরিণতিটা কি হচ্ছে? নৈতিক পবিত্রতা বিলীন হচ্ছে। বিয়ের পুর্বেই যৌন কার্যের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হচ্ছে। আর যুবক-যুবতীরা হারাচ্ছে তাদের মহামূল্যবান কুমারিত্ব।"[২১৩] এ সব অবাধ মেলাশোার ফলে নৈতিক ও ধর্মের মৃত্যু ঘটে এবং স্বামীর আত্মসম্মানবোধ তীব্র হলে তা বিচ্ছেদের রূপ নেয় বলে দাম্পত্য জীবনের মৃত্যু ঘটে। যৌন শৃঙ্খলা প্রতিষ্টা কল্পে ইসলাম নারীর সাথে অপর পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও নির্জন সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। স্বামী ব্যতীত অন্য যে কোন পুরুষের সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ ও মেলামেশা করা যাবে না। রাসূল (স.) কঠোর ভাষায় বলেছেন, "আজ হতে স্বামীর অনুপস্থিতিতে কেউ যেন অপর কোন নারীর নিকট গমন না করে। যদি তার সাথে একজন বা দুইজন লোক না থাকে।"[২১৪] বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্টানে, অফিস আদালতে বিশেষ করে মিডিয়া জগতে অতিমাত্রায়-এ অবাধ মেলামেশা। ফলে যা হবার তাই হয়। একে অপরে হাত ধরাধরি করা গাত্র স্পর্শ করা আর বাকী থাকে না। স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষের এবং স্ত্রী ব্যতীত অপর মহিলাদেরকে স্পর্শ করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (স.) মহিলাদের নিকট হতে কেবল মৌখিক বায়'আত গ্রহণ করতেন, তাদের হাত স্পর্শ করতেন না। তাঁর সহধর্মিনীগণ ব্যতীত কোন মহিলাকে তিনি স্পর্শ করেননি।"[২১৫]

এ ব্যাপারে হুশায়ারী উচ্চারণ করে বলেন, "যার সাথে তার বৈধ সম্পর্ক নেই, এমন কোন নারীর হাত যদি কেউ স্পর্শ করে তবে কিয়ামতের দিবসে তাহার হাতের উপর জ্বলন্ত অগ্নি রাখা হবে।"[২১৬] মুসলিম সামাজিক জীবনে শিক্ষা দীক্ষা হোক বা সভ্যতা-সংস্কৃতি হোক কিংবা প্রতিরক্ষা ও রাষ্ট্রনীতিই হোক সর্বক্ষেত্রেই নারী ও পুরষের অবাধ মেলামেশা না হওয়া অপরিহার্য। ইসলামে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার ভিত্তিতে গড়ে উঠা কোন সংস্কৃতি কর্মসূচীর যেমন অবকাশ নেই; তেমনি সহশিক্ষারও (একসঙ্গে বসে) কোন সুযোগ নেই। একজন মুসলিম নারী না পারে বেগানা পুরুষের সাথে সামরিক প্রশক্ষণ গ্রহণ বা নারী পুরুষের সম্মিলিত সংস্থায় অংশগ্রহণ করতে। বাজার-ব্যবসার কেন্দ্র থেকে আইনসভা পর্যন্ত নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ এবং বিরাট অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। "নবী করীম (স.) এর বক্তৃতা শোনার জন্য মেয়েরাও রাতে আসত। কিন্তু কখনো তারা পুরুষের পাশাপশি বসতো না। বরং তাদের বসার জায়গা সব সময় পুরুষের বসার জায়গা থেকে আলাদা হতো।"[২১৭]

বুখারী শরীফে 'ইলম পর্বের একটি হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, তিনি খুতবা পূর্ব নামায পড়ালেন(ঈদের নামায) তারপর খুতবা দিলেন। অতপর তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাঁর কথা মেয়েদের শোনাতে পারেননি। তাই তিনি তাদের কাছে গেলেন এবং নছীহত করলেন। এ বর্ণনা থেকে জানা যায়, মেয়েরা পুরুষের থেকে এতটা দূরে ছিল যে, রাসূল (স.) এর মনে সন্দেহ সৃষ্টি হলো, তাঁর কথা হয়তো মেয়েদের কাছে পৌঁছেনি।"[২১৮] ইসলামী বিধি মুতাবিক নারীরা যুদ্ধের ময়দানে, চিকিৎসা সেবা ও অন্যান্য শালীন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে খোলামেলা বা সীমাহীনভাবে নয়। এতে মুহরেম অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে হতে হবে। রাসূল (স.) এর যামানায় মেয়েরা স্বয়ং রাসূল (স.) এর কাছে অনূমতি চাইত অথবা অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে যুদ্ধে গমন করত। কারণ অনুমতি ছাড়া মেয়েরা পুরুষের সাথে খোলামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারে। একবার কয়েকজন মহিলা অনুমতি ছাড়াই জিহাদের আকাংখায় সেনাবাহিনীর সাথে রওনা হলে তিনি কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। হাদীসটি হযরত হাশরাজ ইবনে যিয়াদ তার দাদী থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। "তিনি খায়বারের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য রাসূল (স.) সাথে রওয়ানা হলেন। আরো পাঁচজন মহিলাও তাঁর সাথে ছিল। তিনি (দাদী) বলেন, রাসূল (স.) যখন বিষয়টি জানলেন, তখন তিনি (স.) এক ব্যক্তি পাঠিয়ে আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা তার সামনে হাজির হয়ে তাঁর চেহারায় ক্রোধের অভিব্যক্তি দেখতে পেলাম। তিনি (অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে) বললেন, কার সাথে তেমরা বাড়ি থেকে বের হয়েছ এবং কার অনুমতি নিয়ে বের হয়েছ? "[২১৯]

২১৩.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.২৭৩
২১৪.আব্দুল খালেক,*নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৫
২১৫.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৫
২১৬.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৬
২১৭.সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭
২১৮.সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮
২১৯.সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৪/ *আল মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, ৫ম খ. পৃ.২৭১

যুদ্ধের ময়দানে মেয়েদের সবার কাজও সীমাবদ্ধ থাকতো। তাদের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে। কোন সময় বেগানা পুরুষদের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দিলেও তারা অনিবার্যতার সীমা অতিক্রম করতো না এবং যথাসাধ্য খোলামেলা হওয়া থেকে বিরত থাকতো। ইমাম নববী মুসলিম শরীফের হাদীসের ব্যাখায় বলেন, "মেয়েদের এই চিকিৎসা ও সেবা কাজ তাদের মহরেম পুরুষ ও স্বামীর মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ থাকতো। অন্যদের চিকিৎসার প্রয়োজন হলে শরীর স্পর্শ না করে তা করা হতো। তবে জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে তা ভিন্ন কথা।"[২২০] অবাধ মেলামেশা ব্যক্তির নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দাম্পত্য জীবন ও পারিবারিক জীবনকে অপমৃত্যু, কংকটাপূর্ণ করে। সামাজিক জীবনকে কলুষিত করে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনকে করে বিশৃঙ্খলা। আর এসব কারণেই ইসলাম অবাধ মেলামেশা হারাম ঘোষণা করেছে। বর্তমান পৃথিবীর উন্নতের দাবিদার দেশ ইউরোপ ও আমেরিকা। যেখানে অবাধ মেলামেশাই শুধু নয়; অবাধ যৌনাচারও স্বীকৃত। তাদের দাবি এটি মহিলাদের অধিকার ও স্বধীনতা। নারী-পুরুষের মধ্যে এত সুযোগ-সুবিধার সম্পর্ক থাকার পরও কেন ধর্ষণের মত অমানবিক ঘটনা ঘটছে? সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে আমেরিকায়। "পরিসংখ্যান মতে, বলা হয়েছে গড়ে প্রতিদিন উনিশ শতকেরও বেশি মহিলা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। অর্থাৎ প্রতি ১.৩ মিনিটে ১ জন মহিলা ধর্ষিতা হচ্ছে।"[২২১]

এফ বি. আই. এর ১৯৯০ সালের এক রিপোর্ট মতে ১৯৯০ সালে এক হাজার দুইশত মহিলা ধর্ষিতা হয়েছে। আর ১৯৯৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি ১.৩ মিনিটে একজন ধর্ষিতা হয়।"[২২২] আমাদের দেশেও অবাধ মেলামেশার কারণে বিবাহিত অবিবাহিত নির্বিশেষে নারী ধর্ষণ বেড়েই চলছে যা প্রতিদিন খবরের পাতায় ছাপা হচ্ছে। সুতরাং পারিবারিক বন্ধন অটুট এবং দাম্পত্য জীবনে কলহ এড়ানোর জন্য স্বামী-স্ত্রী যাতে অনৈতিক ও নিষিদ্ধ সম্পর্ক গড়ার কাজে জড়িয়ে দাম্পত্য জীবনের অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য এই অবাধ মেলামেশা রোধ করা অপরিহার্য। "প্রেমের কারণেই খুন হন সুইটি" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে বাংলাদেশে অবাধ মেলামেশার কিছু চিত্র অনুমান করা যায়। বিবরণ হলো, "ভাগ্নে (চাচত বোনের ছেলে) সাইফুল ইসলাম রণি প্রেমের ফাঁদে ফেলে খালা শামীমা নাসরীন সুইটির (২১) সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে পরে বিয়ের চাপ দেওয়ায় হত্যা করে রাজধানীর সিটি কলেজের মেধাবী ছাত্রী সুইটিকে। সুইটি হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসব তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সাইফুল ইসলাম রণি (৩৩) এর সাথে তার খালা সুইটির পাঁচ বছর ধরে গভীর প্রেম ছিল এটি দুই পরিবার জানত। তাদের অস্বাভাবিক চলাফেরায় কেউ বাধা দেয়নি খালা ভাগ্নে সম্পর্কের কারণে। এক পর্যায়ে প্রেমের সম্পর্ক এবং দৈহিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। দুইজনের বয়সের ব্যবধান ১৫ বছর। প্রায়ই একে অপরের বাসায় রাত্রি যাপন করত। ঘটনার দিন সাইফুল সুইটিকে তার বাসায় নিয়ে আসে এবং ওই বাসায় সুইটি নিহত হয়। সুইটির বড়বোন বলেন, খালা-ভাগ্নের সম্পর্কের কারণে আমরা অন্যরকম চিন্তা করি নাই। কিন্তু এখন অনেক তথ্য-প্রমাণ পেয়ে হতবাক হচ্ছি। পুলিশ খিলক্ষেত নিকুঞ্জ-২ এর ৩ নং সড়কের ১৪ নং বাড়ির ৫ম তলার সাইফুলের ফ্ল্যাট থেকে সুইটির লাশ উদ্ধার করে। সুইটি ঢাকার সিটি কলেজের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগে অনার্স ৩য় বর্ষের ছাত্রী ছিল। তার বাসা পূর্ব বাসাবোর কদমতলীর ৬৯/৪ সি/১।"[২২৩]

মানুষ পতিতালয়,বীরাঙ্গনাদের আখড়া এবং পাপের আস্তানা থেকে দৃষ্টি আনত করে অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু যেখানে গোটা সমাজকে ব্যভিচারের আখড়ায় পরিণত করা হয় সেখানে সে কোথায় গিয়ে পালাবে? নিজের নৈতিকতা ও কর্মের পরিমার্জনের জন্য কি ব্যবস্থা সে গ্রহণ করবে? বর্তমান অবস্থা এই যে,কোন ব্যক্তি সে বাজারের দোকানদার হোক কিংবা কারখানার মালিক হোক কিংবা অফিসের কেরানি হোক সে কোন হোটেলে বসে থাকুক বা পার্কে ভ্রমনরত হোক প্রতিটি স্থানেই বিপরীত লিঙ্গ তার সামনে পণ্যের পয়গাম নিয়ে হাজির। জীবনের এমন কোন অঙ্গ নেই বর্তমান সভ্যতা যেখানে নারী পুরুষের এক সাথে অবাধে কাজ কর্ম অনিবার্য করে দেয়নি। "শুধু তাই নয়, বরং এই একত্র মেলামেশাকে এতটা বৈচিত্রময় ও আকর্ষণীয় করে দিয়েছে যে, প্রতি পদে দৃষ্টি বিভ্রান্ত এবং ইচ্ছা ও সংকল্প পরাভূত

২২০.সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৬

২২১.ডা.জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.২৭৩

২২২.প্রাগুক্ত,

২২৩.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন*, তারিখ. ২৪/৮/১১, পৃ.১১

হতে থাকে। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, সমাজের ওপরে যৌন ক্ষুধা ও যৌন উপবাসের মত পরিস্থিতি ছেয়ে আছে। মনে হয় যেন যৌনতা সবত্র ভিক্ষাপাত্র হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"[২২৪] নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা যতদিন উচ্ছেদ না করা হবে সমাজ ততদিন এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে না। তুলা ও আগুন একত্রিত হলে তা সর্বদাই ধ্বংসের কারণ হবে এটি অনিবার্য। "ইসলাম সব সময় নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্র পুরোপুরি আলাদা করে দিয়েছে। তাই ইসলামের নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ নিতান্তই কম। কোন সময় নারী পুরুষকে একই গন্ডির মধ্যে কাজ করতে হলেও ইসলাম তাদের পরস্পর মেলামেশা থেকে দূরে থেকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়।"[২২৫] "আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন নবী (স.) কোন পুরুষকে দুইজন স্ত্রীলোকের মাঝে দিয়ে চলতে নিষেধ করেছেন।"[২২৬]

একবার নবী (স.) নারী পুরুষ পরস্পর একসাথে মিশতে দেখে নারীদের বলেছিলেন, "পিছনে চলে যাও। রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলার তোমাদের কোন অধিকার নেই। তোমাদের রাস্তার একপাশ দিয়ে চলা উচিত।"[২২৭] হযরত আলী (রা.) বলেন, "তোমরা কি লজ্জা অনুভব করো না? আমি জানতে পেরেছি যে, তোমাদের মেয়েরা বাজারে যায় এবং সেখানে কাফিরদের সাথে সাক্ষাত হয়ে যায়।"[২২৮] একবার উমর (রা.) বাজারে ঘুরছিলেন। এমন সময়ে দেখলেন এক লোক এক মহিলার সাথে কথা বার্তা বলছে। শাস্তি স্বরূপ তিনি তাকে বেত্রাঘাত শুরু করলেন। তখন সে লোক বলল হে আমিরূল মুমিনিন! সে তো আমার স্ত্রী। এ কথা শুনে উমর (রা.) লজ্জিত হলেন এবং তিনি বললেনঃ আমি তোমার উপর জুলুম করেছি। ইচ্ছে করলে তুমি প্রতিশোধ নিতে পার। লোকটি বলল আমি ক্ষমা করে দিলাম।"[২২৯] ইসলামী শরী'আত নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশাই শুধু বন্ধ করে না; বরং অত্যন্ত শৌখিন পোশাক পরে এবং সেজে-গুঁজে ঘরের বাইরে যেতেও নিষেধ করে, যাতে সমাজের পূত পবিত্র পরিবেশে গোনাহের বীজ ছড়িয়ে না পড়ে। "হযরত আবু মুসা (রা.) নবী (স.) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ প্রতিটি চোখ যিনা করে থাকে। (এজন্য নারীর উচিত পুরুষের চোখের আড়াল দিয়ে চলে যাওয়া) নারী যখন সুগন্ধি ব্যবহার করে কোন মজলিসের পাশ দিয়ে যায়, তখন সে এরূপ এরূপ অর্থাৎ ব্যভিচার করে।"[২৩০] অন্য হাদীসে এসেছে, "হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে সে যেন আমাদের সাথে 'ইশার নামায আদায় না করে।"[২৩১]
আমাদের দেশের মেয়েরা শুধু বাইরেই বের হয় না; বরং রং-বেরংগের মেকাপ,অর্থাৎ সাজগোজ করার সরঞ্জামাদি নিয়ে বের হয়। কি বাজারে কি অফিসে। এতে পুরুষেরা আরও আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটে। ইমাম নববী (র.) বলেনঃ বিভিন্ন হাদীসের ওপর ভিত্তি করে আলেমগণ বলেছেন, নারীদেরকে তখনই কেবল মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে যখন সে "সুগন্ধি ব্যবহার করবে না,সেজে গুঁজে বের হবে না, পায়ে ঝংকারপূর্ণ পোশাক পরিধান করবে না পুরুষদের মধ্যে মিশে যাবে না,যুবতী হবে না, বা ফিতনা সৃষ্টিকারী অনুরূপ কোন অবস্থা থাকবে না এবং যাতায়াতের পথে ফিতনা বা অনুরূপ কোন অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পরিস্থিতি থাকবে না।"[২৩২] আল্লামা ইলহাম হানাফী বলেন, "যখন আমরা বলি নারীর ঘর থেকে বের হওয়া জায়িয তখন কয়েকটি শর্ত থাকে। সেজে গুজে বের হবে না। এমন অবস্থায় বের হবে না যা পুরুষদেরকে চেয়ে দেখতে বা আকৃষ্ট হতে উৎসাহিত করে।"[২৩৩] "বাজারে উন্মুক্ত স্থানে এবং পুরুষদের সমাবেশে পুরুষদের মেয়েদের সাথে মেলামেশা থেকে বিরত রাখা শাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কারণ ইমাম বা শাসককে এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কেননা এটা একটা বড় ফিতনা। এ ফিতনা

২২৪.সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০
২২৫.প্রাগুক্ত
২২৬.ইমাম আবু দাউদ ইবনে সুলায়মান ইবনে আল আশআস আস সাজিস্তানি,*সুনান*, কানপুর ঃ আলমাকতাবা আল মজীদী, ১৩৭৫ হি. কিতাবুল আদব,বাব-মাশইউন নিছায়ি ফিত তারিক।
২২৭.প্রাগুক্ত
২২৮.ইমাম আহম্মদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১১১৮
২২৯.সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭১
২৩০.ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *আসসুনান*, রিয়াদঃ দারুসসালাম, ২০০০খ্রি, কিতাবুল আবওয়াবুল আদব, বাব- মা জাআ ফি কারাহিয়্যাতি খুরুজিল মারআতি মুতাততাহিরান।
২৩১.ইমাম আবু দাউদ ইবনে সুলায়মান ইবনে আল আশআস আস সাজিস্তানি, *সুনান*, কিতাবুর রাজুল, বাব ফি তীববিল মার'আতি লিল খুরুজ।

বন্ধ করা ইমামের অপরিহার্য কর্তব্য। নবী (স.) বলেছেন, আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য মেয়েদের চেয়ে কোন বড় ফিতনা রেখে যাচ্ছি না। অন্য একটি হাদীসে তিনি মেয়েদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ রাস্তার এক পাশ দিয়ে তোমাদের চলা উচিত। ইমাম বা শাসকের আরো দায়িত্ব হলো, স্ত্রী লোকদের সেজে গুজে বাইরে বের হতে নিষেধ করা এবং এমন পোশাক পরিধান করে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি না দেওয়া যা পরিধান করার পর তাদের উলঙ্গ মনে হয়। যেমন চওড়া ও পাতলা মিহি কাপড়। তাছাড়া রাস্তায় নারী ও পুরুষের কথাবার্তা বলা থেকে বিরত রাখাও তার জন্য অবশ্য কর্তব্য।"[২৩৪] "হযরত উমর (রা.) এমন সব ব্যক্তিবর্গকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিলেন যারা সমাজকে বিপর্যস্ত করার কাজে লিপ্ত ছিল। মদিনায় জা'দাতুস সালমা নামে এক ব্যক্তি ছিল। মুজাহিদরা যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করতেন তখন এ ব্যক্তি তাদের স্ত্রীদের শহরের বাইরে 'বাকী' নামক স্থানে নিয়ে যেত এবং তাদের সাথে আলাপ-সালাপ করত। মুজাহিদরা বিষয়টি জানতে পেরে হযরত উমর (রা.) কে তা লিখে অবহিত করলো। এতে তিনি ঐ ব্যক্তিকে মদীনা থেকে বহিস্কার করেন।"[২৩৫] অবাধ যাতায়াতের ব্যাপারে রাসূল (স.) এর সময়ে এক হিজরাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। "একজন হিজড়া ছিল। সে প্রয়োজনে অবাধে সবার বাড়িতে আসা যাওয়া করতো। কারণ, সবার ধারণা ছিল, তার কোন যৌন আকাংখা নেই। একবার সে হযরত উম্মে সালামার ভাই আব্দুল্লাহকে বলেছিল, তায়েফ বিজিত হলে তোমাকে অতি সুন্দরী নারীকে দেখাব। তারপর সে এমন ভাবে উক্ত মহিলার রূপ ও সৌন্দর্য বর্ণনা দিতে থাকলো যাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাচ্ছিল যে, তার মধ্যেও যৌন আকর্ষণ বিদ্যমান। ঘটনাক্রমে নবী (স.) তার সেই কথাবর্তা শুনে ফেললেন। এর পর একদিকে তিনি তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে জানিয়ে দিলেন, সে যেন তোমাদের কাছে না আসে।"[২৩৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে তাকে মদিনার বাইরে পাঠিয়ে দিলেন।"[২৩৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে "হযরত উমরও (রা.) এক হিজড়াকে বহিষ্কার করেছিলেন।"[২৩৮]

৫.তালাককে সর্বনিকৃষ্ট বলে ঘৃণা করা

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে হলো মানুষকে পবিত্র জীবন যাপনে সাহায্য করা। নারী পুরুষের আনন্দঘন মিলনে এই বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এটি কোন পদ্ম পাতার পানি বা শিশির বিন্দু নয়; বরং স্বামী স্ত্রীর জীবিত থাকাকালীন এই পবিত্র বন্ধন অটুট থাকবে যা ছিন্ন হতে পারে না। পবিত্র কুর'আনে 'মীসাকান গালীজান' বা অতিদৃঢ় প্রতিশ্রুতি ও চুক্তিরূপে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পার, অথচ তোমাদের একজন অন্য জনের কাছে গমন এবং নারীরা তোমাদের থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।"[২৩৯] তাছাড়া "দাম্পত্য জীবন কোন অস্থায়ী ও ঠুনকো সম্পর্কর নয়। এটি স্থায়ী ও মধুর সম্পর্ক। অতএব কখনো এমন পরিস্থিতির দিকে যাওয়া যাবে না; যাতে করে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। যার পরিপেক্ষিতে এক সময়ে তালাকের মত অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্ম হয়।"[২৪০] তালাক শব্দের অর্থ পারিভাষিকভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ। ফিকহাশাস্ত্রের বিধান মতে, বিয়ের বাঁধনকে তুলে ফেলা আর বাঁধন তুলে ফেলার মানে বিয়ের বাধ্যবাধকতা খতম করে দেয়া।"[২৪১] ইসলামে তালাকের উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক যখন এতদূর খারাপ হয়ে যাবে যে, তারা পরস্পর মিলেমিশে ও ঐক্য সৌহার্দ সহকারে জীবন-যাপন করার কোন সম্ভাবনাই দেখতে পায় না, এমনকি এরূপ অবস্থায় সংশোধন বা পরিবর্তনের শেষ আশাও বিলীন হয়ে গেছে,যার ফলে বিয়ের উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন উভয়ের ভবিষ্যত দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ও তিক্ততা-

---

২৩২.ইমাম নববী, *শরহে মুসলিম*, খ. ১ম, পৃ.১৮৩
২৩৩.ফতহুল কাদির, খ.৩য়, পৃ. ৩৩৬
২৩৪.সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৪
২৩৫.ইবনে হাজার, *ফতহুল বারী*, খ. ১২, পৃ. ১৩০
২৩৬. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী, *সহী আল-বুখারী*, রিয়াদঃ দারুস সালাম ২০০০ খ্রি. প্রাগুক্ত, কিতাবুল লিবাস
২৩৭.ইমাম আবু দাউদ ইবনে সুলায়মান ইবনে আল আশআস আস সাজিস্তানি, *সুনান*, কিতাবুল লিবাস, বাব-ফি কাওলিহি গাইরি উলিল ইররা
২৩৮. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০
২৩৯. আল-কুর'আন, ৪ঃ ২১, وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا
২৪০. ড.মোঃ শামছুল আলম, *দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়: কুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গি*, ত্রৈমাসিক পত্রিকা,অক্টোবর-ডিসেম্বরঃ ২০০০ বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৪, পৃ. ৬২
২৪১. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৭৫

বিরুক্তির বিষাক্ত পরিণতি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। "কিন্ত তাই বলে ইসলামে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ কোন পছন্দের কাজ নয়। এ কাজকে কোন দিক দিয়ে কিছুমাত্র উৎসাহিত করা হয়নি। বরং এ হচ্ছে নিরূপায়ের উপায় অগতির গতি। দাম্পত্য জীবনে মিলমিশ রক্ষার সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে পড়ে তখন এ ব্যবস্থার সাহায্যে উভয়ের স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখা আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য।"[২৪২] হাদীস শরীফে হালাল কাজের মধ্যে তালাককে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তালাক তথা বিবাহ বিচ্ছেদ বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে বৈধ। "স্ত্রীকে পছন্দ না হলেও তাকে নিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করার তাকিদ ইসলাম দিয়েছে। কারণ তালাক বৈধ হইলেও এটা একটি চরম দন্ড ও নিষ্ঠুরতম শাস্তি। এতে স্বামী- স্ত্রী যে মধুর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল সেই সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়।"[২৪৩]

দাম্পত্য জীবনে বিরোধ ও কলহ সৃষ্টি না হয় সে জন্য ইসলাম বিচ্ছেদের ব্যাপারটিকে সর্বনিকৃষ্ট বলে ঘোষণা করেছে। রাসূল (স.)বলেছেন, "মহান আল্লাহর কাছে (নিকৃষ্ট) ঘৃণিত হালাল কাজ হলো, তালাক।"[২৪৪] হাকেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল কাহলানী ছান আলী তাঁর 'বুলুগুল ইসলাম' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের ১৬৭ নং পৃষ্ঠায় এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হালালের মধ্যেও কতক কাজ এমন রয়েছে, যা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য। আর এ সব হালাল কাজের মধ্যে তালাক হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য।"[২৪৫] ফতোয়ার কিতাব 'দোররে মোখতার' গ্রন্থের ২য় খন্ডের ৫৭২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, "ফিকহাবিদদের মতেও তালাক মূলত নিষিদ্ধ। তবে তালাক না দিয়ে যদি কোন উপায়ই না থাকে, তাহলে তা অবশ্যই জায়েয হবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের ভাব যদি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, একত্র জীবন সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে, একত্র জীবনে আল্লাহর নিয়ম-কানুন বিধান রক্ষা করা সম্ভবপর না হয়, তাহলে তখন এ তালাকের আশ্রয় নিতে হবে।"[২৪৬] বস্তুত আল্লাহ তা'আলা তালাককে শরী'আত সম্মত করেছেন। তবে বিনা প্রয়োজনে, সামান্য মনোমালিন্য বা দোষ-ত্রুটির কারণে তালাক দেওয়া একেবারেই অমানবিক এবং তা মারাত্মক অপরাধ। কেননা তা করা হলে শুধু স্ত্রীরই নয়, স্বামীরও খুব ক্ষতি ও ভীষন অসুবিধা হওয়া অনিবার্য। তা তার নিজের কল্যাণেরও পরিপন্থী। কাজেই এরূপ অবস্থায় তালাক দেওয়া বা নেওয়া তেমনি হারাম, যেমনি ধন-সম্পদ বিনষ্ট করা হারাম। ইবনে মাযা শরীফে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "না নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, না অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বা তা হতে দেবে।"[২৪৭]

এ হাদীসের দৃষ্টিতে বিনা কারণে তালাক জায়িয নয়। রাসূল (স.) আরও বলেছেন, "যারা আনন্দের অতিশয্যে খুব বেশি তালাক দেয়, তাদের একাজ আল্লাহর পছন্দ নয়, রাসূলেরও নয়।"[২৪৮] হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, তালাক প্রয়োজনের কারণেই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।"[২৪৯] রাসূল (স.) বলেন, "যে মেয়েলোক একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নিজে ইচ্ছা করে স্বামীর নিকট থেকে তালাক চাইবে তার জন্য বেহেস্তের সুগন্ধ হারাম হবে।"[২৫০] তিনি আরও বলেছেন, "তোমরা বিবাহ কর, কিন্তু তালাক দিও না, কেননা যে পুরুষ বা স্ত্রীলোক অনেক জায়গায় স্বাদ গ্রহণ করে তাকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।"[২৫১] অর্থাৎ যে পুরুষ এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অপর স্ত্রীর স্বাদ গ্রহণ করতে ইচ্ছে করে এবং যে স্ত্রী এক স্বামী হতে তালাক নিয়ে অপর স্বামীর স্বাদ গ্রহণ করতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পছন্দ করেন না। "সুতরাং যে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক মিলমিশের কোন প্রকার সম্ভাবনাই বাকী থাকে না এবং তালাক দিলে যতটুকু অনিষ্ট হয়, তালাক না দিলে তদাপেক্ষা অধিক অনিষ্ঠের প্রবল আশংকা থাকে, কেবল এমন স্থানেই শরী'আত তালাকের

---

২৪২. প্রাগুক্ত
২৪৩. আব্দুল খালেক,*নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩২৫
২৪৪.ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে য়্যাযিদ ইবনে মাজা আল কাযবীনী, *আসসুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তালাক, বাব-হাদ্দাছানা সুরায়াইদ ইবনে সাঈদ/ আবু দাউদ, *সুনান*, কিতাবুত তালাক।
২৪৫.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৭৫
২৪৬.প্রাগুক্ত, ৩৭৬
২৪৭.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী,*ইসলামে হালাল হারামের বিধান*,খাইরুন প্রকাশনী,ঢাকা ঃ এপ্রিল ১৯৯৫খ্রি.পৃ.২৭৮
২৪৮.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৮
২৪৯.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৮
২৫০.মোহাম্মদ আবুল বাশার, *মুসলিম পারিবারিক আইন কানুন*,ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,জুন ১৯৯৭খ্রি. পৃ.৮৩
২৫১.প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩

অনুমতি প্রদান করেছে।"[২৫২] তালাকের অধিকার সম্পূর্ণ স্বামীকে দেওয়া হয়েছে বটে; কিন্তু সে যেন এটি অন্যায়ভাবে ব্যবহার না করে, সে জন্য পবিত্র কুর'আনে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছ। আল্লাহ বলেন, "আর তারা যদি তালাকই দিতে সংকল্প করে, (তবে তারা যেন জেনে রাখে) আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন।"[২৫৩] তালাক ঘৃণ্যতম কাজ হওয়ার অর্থ হলো, কেউ যেন পারত পক্ষে এ কাজে অগ্রসর না হয় এবং খামখেয়ালী ব্যাপার বলে মনে না করে। আর এটিও যেন খুব ভালরূপে স্মরণ থাকে, যে পুরুষ তালাক দেয় এবং যে নারী তালাক চায়; তাদের প্রতি আল্লাহর ঘৃণার উদ্রেক হয়ে থাকে। বিয়ের আরও একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো পরস্পর যৌন চাহিদা পূরণে সক্ষম হওয়া। "এ কারণে ইসলাম স্বামী স্ত্রীকে অধিকার দিয়েছে উভয়ের একজনের যৌন দাবী পূরণ করার যোগ্যতা না থাকলে সে যেন দাম্পত্য বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। হযরত উমর, হযরত আলী (রা.) এবং আরো কিছু সংখ্যক সাহাবা ও তাবেয়ীর মতে শুধু যৌন অক্ষমতার কারণেই নয়; বরং কুষ্ঠ, অন্ধত্ব এবং মানসিক রোগও এমন ত্রুটি হিসেবে গণ্য, যে কারণে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার রয়েছে।"[২৫৪]

যে সকল সম্পর্ক পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন-যাপনে সাহায্য করে না; বরং অপবিত্রতার শিক্ষা দেয়, ইসলাম একদিকে সে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার স্বাধীনতা দেয়। পক্ষান্তরে যে সব সম্পর্ক পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন-যাপনে সাহায্য-সহযোগিতা করে, তাকে মজবুত ও দৃঢ়তর করার এবং যথাসাধ্য আঁকড়ে ধরার শিক্ষা দেয়। কারণ যতক্ষণ এ সম্পর্ক দৃঢ় না হবে এবং তার মহত্ব ও মর্যাদা হৃদয় মনে শিকড় গেড়ে না বসবে ততক্ষণ সেই মানসিকতা নিশ্চিহ্ন হয় না, যা মানুষকে সব সময় একজন নতুন প্রিয়পাত্রের অনুসন্ধানে ব্যস্ত রাখে। ঐ সব মানুষ এমন কুরুচিপূর্ণ ও মানসিক বিকারগ্রস্ত যে, তারা পথ চলতে গিয়ে কোন গুন্ডাকে ধমক দিতে গিয়ে যতটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও চিন্তা-ভাবনা করে আপন জীবন সঙ্গিনীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটাতে ততটা চিন্তা-ভাবনা করাও জরুরি মনে করে না। ইসলাম এই মানসিকতার চরম শত্রু। সে এই মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালায়, তার দৃষ্টিতেই কেবল বিয়ে একটি মর্যাদাপূর্ণ চুক্তি ও অঙ্গীকার। বিয়ের বাঁধন যদি এতই গুরুত্বহীন হয়, তবে বিয়ে ও প্রকাশ্য ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য কি? যে ব্যক্তি প্রতিদিন নতুন বিয়ে এবং নতুন সম্পর্কের প্রয়োজন অনুভব করে আর যে তার যৌন ক্ষুধা নিবারণের জন্য কোন পতিতার আস্তানায় ঘুর ঘুর করে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? এই জঘন্য মানসিকতা ও আবেগের বিরুদ্ধে ইসলামের শিক্ষা অত্যন্ত কঠোর। রাসূল (স.) বলেন, "যে সব মহিলা অকারণে স্বামীর কাছে তালাক বা খোলা প্রার্থনা করে, তারাই মুনাফিক।"[২৫৫]

অন্য একটি হাদীসে রাসূল (স.) বলেন, "আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা বড় গোনাহ হলো,সেই ব্যক্তির গোনাহ,যে কোন নারীকে বিয়ে করল এবং নিজের প্রয়োজন পূরণ করার পর তাকে তালাক দিয়ে দেয় এবং তার মোহরানাও পরিশোধ করে না।"[২৫৬] স্ত্রীকে তার পরিবার পরিজন, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, ভাইবোনকে কঠিন বিব্রতকর অবস্থায় ফেলা, বা কষ্টদান করা ও বিপদে ফেলাই যদি তালাকের উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই তালাক জায়িয নেই। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলা কেবলমাত্র তখনই সঙ্গত হতে পারে, যখন উভয়ের স্বভাব-প্রকৃতি ততদূর ফারাক সৃষ্টি হবে,আর পরস্পরের মধ্যে ততদূর শত্রুতার সৃষ্টি হবে যে, তারা মিলিত অবস্থায় থাকলে আল্লাহর বিধান রক্ষা করতে পারবে না। কিংবা উভয়ের প্রাণনাশের আশংকা দেখা দেওয়ার আশংকা হতে পারে। এরূপ অবস্থার সৃষ্টি না হলে তালাক তার মূল অবস্থায়ই থাকবে- অর্থাৎ তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ বা হারাম। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "স্ত্রীরা যদি স্বামীদের কথামত কাজ করতে শুরু করে, তাহলে তখন আর তাদের উপর কোন জুলুমের বাহানা তালাশ করো না- তালাক দিও না।"[২৫৭] বাস্তব

২৫২.আব্দুল খালেক, *নারী ওসমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

২৫৩.আল-কুর'আন, ২ঃ ২২৭,وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

২৫৪.ইমাম বায়কাকী, *আসসুনানুল কুবরা*,খ.৭,পৃ. ২১৪ ও সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী,*ইসলামী সমাজে নারী*,*আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকাঃ মে ১৯৯৭ খ্রি. পৃ.* ৩৫৭

২৫৫.আবু আব্দির রহমান আহমদ ইবনে শুআইব আন্নাসাঈ,*সুনানুন নাসাঈ*, লাহোর ঃ ১৯৫১, আলমাকতাবা সালফিয়া,কায়রো ঃ ১৯৮২ খ্রি. কিতাবুত তালাক,বাব মাজাআ ফিল খোলা ও সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী,*ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৯

২৫৬.মুসতাদরেকে হাকেম, খ.২, পৃ.১৮২ ও সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, আধুনিক প্রকাষনী, ঢাকাঃ মে ১৯৯৭ খ্রি.,পৃ.৩৫৯

২৫৭.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*,প্রাগুক্ত,পৃ.৩৭৬

সম্মত কারণ ছাড়া স্ত্রীকে তালাক দেওয়া অপরাধ ও পাপ। মহানবী (স.) বলেন, "তোমাদের এক একজনের অবস্থা কি হয়েছে? তারা কি আল্লাহর বিধান নিয়ে তামাশা খেলছে? একবার বলে তালাক দিয়েছি, আবার বলে পূণরায় গ্রহণ করেছি।"[২৫৮] নাসাঈ শরীফের বর্ণনায় এসেছে, "তারা কি আল্লাহর কিতাব নিয়ে তামাশা খেলছে? অথচ আমি তাদের সামনেই রয়েছি।"[২৫৯] তাফসীর কুরতুবীতে হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেন, "তোমরা বিয়ে কর, কিন্তু তালাক দিও না। কেননা তালাক দিলে তার দরুন আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে।"[২৬০] কুর'আন ও হাদীসের আলোকে স্পষ্ট হয় যে, বিবাহের উদ্দেশ্য হলো, নর-নারীর মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক তৈরি করা যেখানে সুখ ও শান্তি নিহিত। ভাঙ্গা বা বিচ্ছেদের জন্য বিবাহ করা হয় না। তাই ইসলামী নীতি হলো যদিও ইসলামে তালাক ব্যবস্থা একেবারেই প্রয়োজনের মুহূর্তে জায়িয, তথাপি এটি অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত। বিনা কারণে পুরুষ ও নারী উভয়ই তালাক দিলে বা চাইলে বড় গুনাহগার বা অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের দেশে অজ্ঞ ব্যক্তিরা বিয়েকে নিছক ঠুনকো কাঁচের পাত্র মনে করে-যেমন বিয়ে করছে তেমনি কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার বিচ্ছেদও হচ্ছে যা মুসলিম জীবনে কাম্য হতে পারে না। "গত পাঁচ বছর পর্যন্ত শুধু ঢাকা সিটিতে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা ছিল ২০০০। অথচ ২০১১ সালে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯০০০। এটি অস্বাভাবিক এবং রীতিমত ভাবনার বিষয়। এর অধিকাংশই স্ত্রী কর্তৃক তালাক।"[২৬১] সুতরাং দাম্পত্য জীবনে সুখ শান্তি এবং সমস্যা এড়ানোর জন্য প্রথমেই তালাকের মত ঘৃণ্য মানসিকতা বর্জন করতে হবে।

৬.অযোগ্য লোকের ফতোয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা

অযোগ্য লোক বলতে ইসলাম সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই বা অর্ধশিক্ষিত যাদের ফতোয়া দেওয়ার জ্ঞান নেই। এ সকল অর্ধশিক্ষিত অযোগ্য লোকের ফতোয়ার কারণেও দাম্পত্য জীবনে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। মুসলিম সমাজে এদের ফতোয়া-রায়কে বয়কট করা উচিত। তাছাড়া রাষ্ট্রীয়ভাবেও এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। যদিও বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট কর্তৃক এ ধরনের একটি রায়ও ইতোমধ্যে ঘোষিত হয়েছে। "সুপ্রিমকোর্ট ফতোয়া দেওয়াকে আংশিক বৈধ ঘোষণা করেছে; তবে এটি আইনে পরিণত করা যাবে না"[২৬২] কিন্তু এটি সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ এদেশে ৮৯% লোক মুসলিম । মুসলমানদের পারিবারিক,সমাজিক সমস্যার সমাধান করতে হবে ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী আর এটিই স্বাভাবিক। তাছাড়া বর্তমানে প্রচলিত আইন সম্পূর্ণ ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী নয়। আর এ কারণে বিচারকগণও ইসলামী আইনে দক্ষ নন। ফলে এতবড় মুসলিম জনগোষ্ঠির ধর্মীয় কার্যকলাপ ও সমস্যা সমাধান অবশ্যই শরী'আতের জ্ঞানী লোকের সাহায্যে হওয়াই উচিত এবং এটি অতীব যুক্তিসংগত।

গত ১২/৫/১১ তারিখে যে রায়টি প্রদান করা হয়েছে এটি মূলত নতুন কোন রায় নয়; বরং এটি ১৮৮০ সালের বৃটিশ কর্তৃক আইনেরই নামান্তর। বলা বাহল্য যে, রাসূলের আমলে বিবাহ,তালাক,খুলা, লি'আন, ফাসক্ মিরাস,হেবা ও ওয়াকফ রাসূল (স.) নিজেই করতেন। তবে কাযী পদে যাকে নিয়োগ করা হতো তিনি ফৌজদারী বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতেন। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদা ও তৎপরবর্তী যুগেও এ সকল কার্যের দায়িত্ব পালন করতেন কাযীরা। এ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন চললেও বৃটিশ আমলে তা বাতিল করা হয়। "১৮৬৪ সালের ১ নং আইন দ্বারা বৃটিশ সরকার মুসলমান কাযীদের নিয়োগ সংক্রান্ত ও ধর্মীয় আদালতের সমুদয় নিয়ম-কানুন বাতিল করিয়া দিয়া সাধারণ দেওয়ানী আদালতের অধীনে মুসলমানদের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের প্রদত্ত ব্যক্তিগত আইন এর বিচার ও নিষ্পত্তি কার্যকর ক্ষমতা অর্পণ করার পর হইতে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা আল্লাহ ও রাসূলের দেওয়া ধর্মীয় বিধানগুলি অমান্য করিবার প্রবণতা দিনদিন বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে।"[২৬৩] কাযীর পদে নিয়োগ ও তাদের কার্যকলাপ বিলটি বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাতিলের জন্য পার্লামেন্টে উত্থাপনের পূর্বে অনেকে আশা করেছিল যে, ইতোপূর্বে কাযীর পদে যারা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন বা যারা নিজের প্রভাবের দ্বারা কাযী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন,

---

২৫৮.প্রাগুক্ত,পৃ.৩৭৬
২৫৯.প্রাগুক্ত,পৃ.৩৭৬
২৬০.প্রাগুক্ত,পৃ.৩৭৭
২৬১.খবর,*এন টিভি*, *বাংলাদেশ*, *সন্ধা*-৭০০, তাং. ৫/৮/১১
২৬২.খবর,*এন টিভি*, *বাংলাদেশ*, *সন্ধা*-৭০০, তাং১২/৫/১১
২৬৩.মোহাম্মদ আবুল বাশার, *মুসলিম পারিবারিক আইন কানুন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি.পৃ. ১০৬

এমন ব্যক্তি ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী নিজের কার্যাদি স্বাধীনভাবে চালিয়ে যাবেন। "কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা কখনো সম্ভব হইতে পারে নাই। বিলটি যে দিন পাশ হয়, বৃটিশ কাউন্সিলের একমাত্র মুসলমান মেম্বার অনারেবল ইউসুফ আলী খান মরহুম যিনি সেই দিনই শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিলটির যে ধারা দ্বারা কাযীদের নিয়োগ ও কার্যাবলী বাতিল করার প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা লইয়া তাঁহার প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিলটি পাশ হইয়া যায়। আইনটি কার্যকরী হওয়ার পর বোম্বাই ও মাদ্রাজ হাইকোর্ট রায় দেন যে, ইসলামী শরী'আত আইনের হেবা, লি'আন,বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ,হারাম ও হালাল,ফারাইয ইত্যাদি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।"[২৬৪] ১৮৮০ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কাযী বিল নামে এক বিল পেশ করেন। সেটি ১৮৮০ সালের ১২ নং কাযী এ্যাক্ট নামে আইনে পরিণত হয়। এ আইনে প্রাদেশিক সরকারকে মুসলমানদের ইচ্ছানুযায়ী কোন এলাকা- থানা বা জিলার জন্য কাযী পদে লোক নিয়োগের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।"[২৬৫] "আইনের মুখবন্ধে যে সমস্ত বিষয় যথা-বিবাহ, তালাক, খুলা, লি'আন, ফাসক, মিরাস, হেবা ও ওয়াকফ ইত্যাদির ফায়সালা করিবার, বিশৃঙ্খলা দূর করিবার উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়ছিল তৎদৃষ্টে মনে করা হয়েছিল যে, ইহার দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে শরী'আত আইনের বিধানগুলি কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয়; বিলের মূল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সমস্ত ধারা রাখা হইয়ছিল তাহা বৃটিশ সরকারের আইন পরিষদে ব্যবস্থাপনা কার্য বিভাগ কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। ফলে ৪ নং ধারা সংযোগ করিয়া বিলটি ১৮৮০ সালের ৪ নং ধারা দ্বারা আইনটির মূল উদ্দেশ্যকেই পঙ্গু করা হয়। ৪ নং ধারায় বলা হয় যে-

১.কোন ব্যক্তিকে এই আইন মোতাবেক কাযী নিযুক্ত করা হইলেও আইনের কোন শব্দ দ্বারা ইহা বুঝাইবে না যে, সেই কাযী কোন প্রকার বিচারের বা কোন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

২.কাযী বা তাহার নিযুক্ত কোন লোকের-কাযীকে কোন বিবাহ বা অন্য কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতেই হইবে।

৩.অন্য কোন ব্যক্তিকে কাযীর কার্যাবলী সম্পাদন করিতে নিষেধ করা বা বাধা দেওয়া হইয়াছে।"[২৬৬]

১৮৮০ সালের এই কাযী বিল যখন মঞ্জুরির জন্য পেশ করা হয়, তখন তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড বিস্মিত হইয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, সরকার কর্তৃক এক আইনের মাধ্যমে নিযুক্ত কোন কাযীর কোন প্রকার বিচারের বা ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা থাকিবেনা ইহা এক অদ্ভূত আইন।"[২৬৭] বর্তমানে বাংলাদেশে কাযী নিয়োগের আইন চালু আছে যা মূলত: ১৮৮০ সালের ১২ নং আইন। এতে কাযীর শুধু বিয়ে রেজিস্ট্রি করার ক্ষমতা রাখে। তাদের শরী'আতের পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী ও শর্ত করা হয়নি,: যারা ফতোয়া দিতেও সক্ষম। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর "এখনও বাংলাদেশে চালু রহিয়াছে, তবে দুঃখের বিষয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উক্ত আইনটির বিস্তারিত দীর্ঘ মুখবন্ধ এর পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ যথা: যেহেতু কাযী অফিসের জন্য লোক নিয়োগের প্রয়োজন বিধায় এই আইন করা হইল ১৯৭৩ সালের ৮ নং আইন দ্বারা সংশোধন করিয়াছেন। কিন্তু কাযীকে কি জন্য নিয়োগ করা দরকার তাঁহার কার্যসমূহ কি এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন বিধান আজ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।"[২৬৮]

'রংপুরে ফতোয়ায় ভাঙছে ৮ বছরের সংসার' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, ক্ষিপ্ত হয়ে মুখে তালাক বলায় এক দম্পতির বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। ভেঙ্গে গেছে আট বছরের সংসার। দু'জনই আলাদাভাবে বসবাস করছেন। সংসার টিকিয়ে রাখতে শেষ পর্যন্ত ২৬ জুন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত আবেদন করে সমাধানের পথ চেয়েছেন ঐ দম্পতি। ঘটনাটি ঘটেছে রংপুরের বদরগঞ্জে। উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের দঃ শিবপুর এলাকায় শাহাদত হেসেনের মেয়ে শাহনাজ পারভীন একই ইউ: শিবপুর ময়নাকড়ি ঝাড়পাড়া মোজাহেদুল ইসলামের ছেলে আব্দুল জব্বারের সাথে আট বছর আগে বিয়ে হয়। গত জানুয়ারীতে সাংসারিক বিষয়ে কথাকাটাকাটি হয় উভয়ের মধ্যে। এক পর্যায়ে জব্বার ক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রী শাহনাজকে মৌখিকভাবে তালাক দেন। পরে ভুল বুঝতে পেরে

২৬৪.মোহাম্মদ আবুল বাশার, *মুসলিম পারিবারিক আইন কানূন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৭
২৬৫.মোহাম্মদ আবুল বাশার,*মুসলিম পারিবারিক আইন কানূন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১০৭
২৬৬.মোহাম্মদ আবুল বাশার,*মুসলিম পারিবারিক আইন কানূন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১০৭
২৬৭.মোহাম্মদ আবুল বাশার,*মুসলিম পারিবারিক আইন কানূন*, প্রাগুক্ত পৃ. ১০৭
২৬৮.মোহাম্মদ আবুল বাশার,*মুসলিম পারিবারিক আইন কানূন*, প্রাগুক্ত পৃ. ১০৮

স্থানীয় অভিভাবকেরা বিষয়টি সমাধানের জন্য স্যামপুর কওমিয়া মাদ্রাসার মুফতী মাওঃ মুসলেম উদ্দিনের নিকট যান। মুফতী সাহেব জানান, হিল্লা বিয়ে দিতে হবে। এ ব্যাপারে গোপালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পরিষদে বৈঠক বসে। বৈঠকে উভয়ের মধ্যে পুনঃ বিবাহের সিদ্ধান্ত হলেও মুফতী সাহেবের ফতোয়ার কারণে শেষে বিয়েটি হতে পারেনি।স্বামী জাব্বার জানান, স্ত্রীকে নিতে চাই; কিন্তু ফতোয়ার কারণে নিতে পারছি না।"[২৬৯] মৌলিভী বাজারে 'এবার দুই বছরের সন্তান নিয়ে ট্রেনের নিচে মায়ের আত্মহনন' শিরোনামে প্রকাশ মৌলিভী বাজারের কমলাকান্তি শমসের নগরে রেল স্টেশনের কাছে গতকাল সকাল ১০ টার দিকে রুমা নামে এক গৃহবধূ দুই সন্তান নিয়ে ট্রেনের নিচে আত্মহত্যা করেছে। নাম রুমা বেগম (৩২) স্বামী লিচু মিয়া রাজমিস্ত্রির কাজ করত। রুমার বড় বোন রোকেয়া আক্তার বলেন স্বামীর সাথে কলহের কারণে রুমা আত্মহত্যা করেছে। থানায় মামলা হয়েছে।"[২৭০] কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাম্য মাতব্বররা বা সামান্য মৌলভী সাহেবরা মাসআলা দিয়ে থকেন যে, স্বামী স্ত্রীকে একবার তালাক দিলে পুনরায় ফিরিয়ে আনা অথবা অন্য কাউকে বিয়ে করাকে নিরুৎসাহিত করেন। এটি মুর্খতা, অজ্ঞতা ও জাহিলিয়াতের চরিত্র ছাড়া আর কিছু নয়। "তালাক প্রাপ্তার ইদ্দতের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সে যাকে চাইবে পছন্দ করবে, তাকে বিয়ে করতে বাধা দেয়া যাবে না। তার প্রাক্তন স্বামী বা তার অভিভাবক কিংবা অন্য কারোরই এ কাজ করার অধিকার নেই।"[২৭১]

অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি তার স্বামীকে পুনরায় বিয়ে করতে স্বামীত্বে বরণ করতে ইচ্ছুক হয়, আর ভালভাবে প্রচলিত নিয়মে যদি উভয়েই রাজী হয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে অভিভাবক বা ঘরের অন্য কারোরই তাতে বাধার সৃষ্টি করা জায়িয নেই। আল্লাহ বলেন, "তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও আর তারা ইদ্দতের মেয়াদ পূর্ণ করে ফেলে তখন তারা তাদের ভাবী স্বামীকে বিয়ে করবে যদি তারা প্রচলিত নিয়মে বিবাহিত হতে পরস্পর রাজী হয়ে যায়, তাতে তোমরা বাধাদান বা অসুবিধা সৃষ্টি করো না। একথা বলে উপদেশ দেয়া হচ্ছে তাদের, যাদের ঈমান রয়েছে আল্লাহর প্রতি, আখিরাতের প্রতি। তোমাদের জন্য এ অতীব পবিত্র পরিচ্ছন্ন নিষ্কলুষ পন্থা। আল্লাহই ভাল জানেন তোমরা জান না।"[২৭২] এ সব ক্ষেত্রে ইসলাম অত্যন্ত মানবিক। "যদি বৈধব্য (বিধবা) অথবা তালাক বা খোলা তালাকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়. তাহলে অবিলম্বে পুনর্বিবাহ দিতে ইসলাম সমাজকে তাগিদ দেয় ও উৎসাহিত করে। তাই নবী (স.) ও তাঁর চার খলিফার যুগে অতি সহজেই মেয়েদের দ্বিতীয় বিয়ে হয়ে যেত।"[২৭৩]

নবী করীম (স.) নিজে বেশিরভাগ বিয়েই মানবিক কারণে করেছিলেন।। "তিনি প্রথম হযরত খাদিজা (রা.) কে বিয়ে করেন। তখন খাদিজার (রা.) ছিলেন ৪০ বছর বয়সী এবং নবী (স.) এর বয়স ছিল ২৫ বছর। উপরন্তু তিনি ছিলেন দু'বারের বিধবা।"[২৭৪] তাছাড়া নবী (স.) হযরত হাফসা (রা.) ও চাচাত বোন জয়নবকেও বিয়ে করেছিলেন। হযরত হাফসা (রা.) ছিলেন বিধবা এবং জয়নব ছিলেন তালাকপ্রাপ্তা।"[২৭৫] সাহাবীদের মধ্যে আবু বকরের ছেলে আব্দুল্লাহ আতেকা বিনতে কায়েসকে বিয়ে করেন। কোন কারণে তালাক হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ এতে অনুতপ্ত ও দুঃখ করেন। হযরত আবু বকর তাকে পুনর্বিবাহ করার অনুমতি দান করেন।"[২৭৬] "আসমা বিনতে উমায়েসের প্রথম বিয়ে হয়েছিল হযরত আলী (রা.) ইবনে জাফরের সাথে। তার ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা.) এবং তারপর হযরত আলী (রা.) তাকে বিয়ে করেন।"[২৭৭] এসব উদাহরণ থেকে বুঝা যায় যে, নবী করীম (স.) এবং সাহাবীরা বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা মেয়েদের দ্বিতীয় বিবাহ করার উৎসাহ প্রদান করতেন। এতে আরও প্রমাণ হয় যে, ইসলাম অসহায়কে সহায়তা দিতে নিরুৎসাহিত করেনি; বরং কর্তব্য কাজ বলে মনে করেছে। সুতরাং ইসলাম সম্পর্কে যারা অজ্ঞ, অর্ধ

২৬৯.খবর, *দৈনিক সমকাল পত্রিকা*, পৃ. ১৭, তাং ৩০/৬/১২

২৭০.খবর, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা*, পৃ. ১২ তাং. ১৭/৮/১১

২৭১.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী,*ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, ঢাকা ঃ খাইরুন প্রকাশনী এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.পৃ.২৪৮

২৭২.আল-কুর'আন, ২ঃ ২৩২, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

২৭৩.সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৫

২৭৪.ডা.জাকির নায়িক,*লেকচার সমগ্র*, অনুবাদ ও সম্পাদনা-ডা. হুমায়ুন কবীর গং,প্রকাশক আব্দুল কুদ্দুস সাদী ও সোহেল, বাংলাবাজার ঢাকাঃ জানুয়ারী ২০১০খ্রি.খ.১,পৃ.২৬২

২৭৫.প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩

২৭৬.সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৬

২৭৭.সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৬

শিক্ষিত, ইসলামী আইন-কানুন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, এ সব লোকদের ফতোয়া দেওয়া বা মাস'আলা প্রদান করা আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা প্রয়োজন। অপরদিকে সামাজিকভাবে স্বীকৃত ইসলামী আইন-কানুন, শিক্ষা-দীক্ষায় পারদর্শী কেবল তাদেরকেই আইন করে ফতোয়া দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করা যেতে পারে। যাতে পরবর্তীতে তাদের এ ধরনের লিখিত রায় বা রায়ের কপি আদালতে প্রমাণপত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

৭.কতিপয় পন্থা অবলম্বন ঃ

আল্লাহ প্রথমে পুরুষ (আদম) কে সৃষ্টি করেন, পরে তাঁর সঙ্গী হিসেবে নারী (হাওয়া) কে সৃষ্টি করেন। এ জন্য পুরুষ ঘর ও পরিবারের কর্তা, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। তাকে এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার মধ্যে এর যোগ্যতা পাওয়া যায় বিধায় জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে তার মর্যাদাও এরূপ হওয়ায় এবং মোহরানা ও খরচাদি বহনের দায়িত্ব তারই বলে এ মর্যাদায় তাকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। সুতরাং তার আনুগত্য না করা বা আনুগত্য বহির্ভূত কাজ করা, তার অবাধ্য হওয়া এবং তাকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার কোন অধিকার স্ত্রীর থাকতে পারে না। এরূপ করলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অবশ্যই বিরোধ দেখা দিবে,সংসার তরণী হাবুডুবু খাবে একসময়ে এ তরণী নিমজ্জিত হতে বাধ্য হবে। তখন দাম্পত্য জীবন আর সংসার হিসেবে থাকবে না; বরং তা হবে কুরুক্ষেত্র, আগুনের কুন্ডলী, যার মধ্যে পড়ে স্বামী স্ত্রী যে কেউ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।
স্ত্রী বিরূপ আচরণ করলে বা অবাধ্য হলে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করা যেতে পার। যেমন-

১.ধৈর্যের সাথে পর্যবেক্ষণ করা,
২.উপদেশ দেওয়া, উপদেশে কাজ না হলে,
৩.বিছানা পৃথক করে দেওয়া, তাতেও যদি সংশোধন না হয় তাহলে সামান্য
৪.প্রহার করা ।

"স্বামী যখন লক্ষ্য করবে যে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে তাকে সামান্য অমান্য করা হচ্ছে, স্ত্রী তার প্রতি বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে চলছে, ভাল উপদেশ, যুক্তিপূর্ণ প্রাণস্পর্শী কথাবার্তা ছাড়া তাকে সংশোধন করার সাধ্যমত চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কিন্তু উপদেশ কার্যকর না হলে তাকে তার শয্যায় পরিহার ও বর্জন করতে হবে; যেন তার মধ্যে নারীসূলভ ভাবধারা জাগ্রত হয় এবং শেষ পযর্ন্ত আত্মসমর্পণ করে ও বাধ্য-অনুগত হয়ে যায়।"[২৭৮] এ সব ব্যবস্থাপনা কার্যকর না হলে তখন স্ত্রীকে মৃদ প্রহার করা যেতে পারে। এ প্রহার প্রতীকী প্রহার অর্থাৎ অতি সামান্য। এটি স্ত্রীকে লজ্জা দেওয়ার জন্য সামান্য মারধোর করা; যাতে স্ত্রী লজ্জা পেয়ে মানসিকভাবে সংশোধন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে চরম মাত্রায় মারধোর, নিপীড়ন ও মুখের উপর আঘাত করা কখনই চলবে না, তা সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবে। কোন কোন স্ত্রীলোকের জন্য হালকা ধরনের মারধোর অনেকটা মঙ্গলজনক ও সজ্জীবক হয়ে দেখা দেয়। মারধোর অর্থ লাঠি বা ডান্ডা বা চাবুক দিয়ে মারা নয়। নবী করীম (স.) এর একটি উক্তি থেকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তার কোন একজন খাদেম কোন ব্যাপারে তাঁকে অসন্তষ্ট করেছিল এতে তিনি বলেছিলেন, "কিয়ামতের দিন বদলা নেওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে আমি তোমাকে এ মিসওয়াক দিয়ে আঘাত দিতাম।"[২৭৯] রাসূল (স.) আরও বলেন, "এ ধরনের লোক (যারা স্ত্রীদের মারধোর করে) তোমাদের মধ্যে ভাললোক হতে পারে না।"[২৮০] স্ত্রীকে শাসন করা মোটামুটি জায়িয। সেটি ধমকের মাধ্যমেও হতে পারে, উপদেশের মাধ্যমেও হতে পারে কিংবা মৃদু প্রহারের মাধ্যমেও হতে পারে। তবে সঠিক সময়ে হচ্ছে তখন, যখন স্বামী তার স্ত্রীর মধ্যে যে ব্যাপারে তার আনুগত্য করা কর্তব্য সেই ব্যাপারেই অবাধ্যতা দেখতে পায়। এরূপ অবস্থায় যে তাকে বাধ্য ও আনুগত্য চাপানোর উদ্দেশ্যে মারতে পারে। যদি ধমক- ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি দ্বারা কাজ হয়ে যায়, তাহলে মারধোর অবশ্যই পরিহার করতে হবে। কেননা তাতে স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি ঘৃণাভাব তীব্র হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া দাম্পত্য জীবনের পরিপন্থীও বটে। অথবা বিবাহিত জীবনের আসল উদ্দেশ্যই হলো শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান। কিন্তু শরী'আত সম্মত কোন কারণে মারধোর করলে তা হবে

২৭৮.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭০
২৭৯.প্রাগুক্ত, পৃ.২৭০
২৮০.প্রাগুক্ত, পৃ.২৭১

ভিন্ন কথা। নাসাঈ গ্রন্থে হযরত আয়িশা (রা.) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল (স.) তার কোন বেগমকে কিংবা কোন খাদেমকে কখনই মারেননি। অপর কাউকে তিনি মারবার জন্য হাত তোলেননি। তবে আল্লাহর পথে কিংবা আল্লাহর মর্যাদার অমর্যাতার দরুন আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে শাস্তি দিয়ে থাকলে সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা।"[২৮১] কিন্তু এ সব পদক্ষেপ অর্থাৎ ধৈর্যধারণ, উপদেশ, ধমক-ভীতি প্রদর্শন, বিছানা পৃথক করা,এবং মৃদু মারধোর করাতেও যদি কাজ না হয় বা সংশোধন না হয় এবং পারস্পরিক বিরোধ-বৈষম্য বিস্তীর্ণ ও গভীরতর হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়; তাহলে তখনই ইসলামী সমাজের প্রভাবশালী কর্তৃত্বসম্পন্ন ও কল্যাণকামী লোকেরা এতে হস্তক্ষেপ করে সংশোধনের চেষ্টা চালাবে। এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী এরূপ, "যেসব স্ত্রী সম্পর্কে তোমরা বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার আশংকা বোধ করবে, তাদের বোঝাও-উপদেশ দিয়ে বিনয়ী করতে চেষ্টা কর। পরবর্তী পর্যায়ে মিলন শয্যা থেকে তাদের সরিয়ে রাখ। আর (শেষ উপায় হিসেবে) প্রহার কর। এর ফলে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তাহলে তাদের উপর অন্যায় ব্যবহারের নতুন পথ খুঁজে বেড়িও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বোচ্চ ও বড়ই মহান।"[২৮২] "এ আয়াতে দুনিয়ার মুসলিম স্বামীদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'ভয় করা' মানে জানতে পারা অথবা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যে, স্বামীকে মানে না অথচ স্বামীকে মেনে চলাই স্ত্রীর কর্তব্য। এরূপ অবস্থায় স্বামী কি করবে, তাই বলা হয়েছে এ আয়াতে। এখানে প্রথমে বলা হয়েছে স্ত্রীকে ভালভাবে বোঝাতে, উপদেশ দিতে ও নসিহত করতে। এ কথা তাকে জানিয়ে দতে যে, স্বামীকে মান্য করে চলা, স্বামীর সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলা ও তা বজায় রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলারই নির্দেশ; তাকে অবশ্যই তা পালন করতে হবে। অন্যথায় তার ইহকালীন দাম্পত্য জীবন ও পারিবারিক জীবন তিক্ত বিষাক্ত হয়ে যাবে, আর পরকালেও তাকে আল্লাহর আযাব ভোগ করতে হবে।"[২৮৩]

এরপর "দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, অমান্যকারী স্ত্রীকে মিলন শয্যা থেকে সরিয়ে রাখা-তার সাথে যৌন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা। অন্য কথায় তাকে শয্যাসঙ্গী বানাবে না, তার সাথে যৌন সম্পর্ক বজায় রাখবে না। আর তৃতীয়ত বলা হয়েছে তাকে মারধোর করতে। কিন্তু এ মারধোর সম্পর্কে একথা স্পষ্ট যে, তা অবশ্যই শিক্ষামূলক হতে হবে মাত্র। ক্রীতদাস ও জন্তু জানোয়াদেরকে যেমন মারা হয়,সে রকম মার দেওয়ার অধিকার কারো নেই।"[২৮৪] আল্লাহর এ বিধানের উদ্দেশ্যই হলো স্ত্রীকে সংশোধন করা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা উদ্দেশ্য নয়। তাই অপরাধের মাত্রা অনুসারেই শাস্তি প্রদান করতে হবে এবং যেখানে সামান্যতেই সংশোধন হয়ে পড়ে, সেখানে কঠোরতা অবলম্বন উচিত নয়। রাসূল (স.) অবস্থা বিশেষ স্ত্রীকে প্রহারের অনুমতি দিয়েছেন বটে; কিন্তু তিনি এটি তাঁর মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দিয়েছেন। স্ত্রীকে প্রহার করা তিনি অপছন্দ করতেন। তবে এমন নারীও আছে, প্রহার ব্যতীত যাদের সংশোধন সম্ভবই নয়। এমন স্থলে বদনমন্ডলে আঘাত ও নির্দয়ভাবে প্রহার করতে তিনি (স.) নিষেধ করেছেন। আর এমন জিনিস দ্বারা আঘাত করতে নিষেধ করেছেন যাতে দেহে দাগ পড়ে।"[২৮৫] আয়াতে স্বামী স্ত্রীর বিরোধ এড়ানোর জন্য শেষ পন্থা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে মারধোর করা। এ মারধোর স্ত্রীকে চারটি অবস্থায় করা যেতে পারে-

এক. স্বামীর ইচ্ছা ও নির্দেশ সত্ত্বেও স্ত্রী যদি সাজগোজ পরিত্যাগ করে।
দুই.স্বামী যৌন সঙ্গমের ইচ্ছা প্রকাশ করলে সে জন্য প্রস্তুত না হওয়া তার পবিত্র ও হায়েযমুক্ত থাকা সত্ত্বেও।
তিন. স্ত্রী যদি নামায পরিত্যাগ করে এবং
চার. স্ত্রী যদি স্বামীর বিনা অনুমতিতে ঘরের বাইরে চলে যায়।"[২৮৬]
আয়াত থেকে আল্লাহর ইচ্ছা এই মনে হয় যে, স্ত্রীকে মারবার ব্যাপারে যতদুর সম্ভব হালকাভাব অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা ওয়াজ-নসিহত, বোঝানো-সমবোঝানোর আদেশ দিয়েছেন সর্বপ্রথম। তারপর ক্রমশ অগ্রসর হয়ে শয্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা ও শেষ পর্যন্ত মারবার কথা বলেছেন। "ইমাম ফখরুদ্দিন রাযীর মতে এর

২৮১.প্রাগুক্ত, পৃ.২৭১ ও *ফতহুল বারী*, খ. ৯, পৃ. ২৪৯
২৮২.আল-কুর'আন, ৪:৩৪, وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيرا
২৮৩. মাওলানা মোহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৭৭
২৮৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৭৭
২৮৫.আব্দুল খালেক,*নারী ও সমাজ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ.২২৯-২৩০
২৮৬.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৭৮

তাৎপর্য হচ্ছে এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া যে, অপেক্ষাকৃত হালকা শাসনে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে তাতেই ক্ষান্ত করা উচিত এবং তারপরও অধিকতর কঠোর নীতি অবলম্বন হওয়া কিছুতেই জায়েয নয়।"[২৮৭] হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ভিত্তিতে বলেছেন ঃ প্রথমে তাকে শয্যা থেকে সরিয়ে দেবে, এতে যদি সে মেনে যায় ভাল,অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন তাকে মারবার; কিন্তু সে মার নির্দয়, অমানুষিক হবে না। মারের চোটে তার হাড় ভেঙ্গে দিতে পারবে না। এতে যদি সে ফিরে আসে ভাল কথা, অন্যথায় তার কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করে তাকে তালাক দিতে পার।"[২৮৮] কিন্তু প্রশ্ন হলো, এসব পন্থাগুলো কিভাবে স্বামী প্রয়োগ করবে? সবক'টি কাজ একসঙ্গে করবে, কিংবা একটার পর একটা প্রয়োজন অনুযায়ী করবে। আয়াতের বাচনভঙ্গীতে ও ধরন দেখে বাহ্যত সবক'টি কাজ একসঙ্গে করারই অনুমতি রয়েছে বলে মনে হয়। "কিন্তু বিবেক ও সুস্থ বুদ্ধির নির্দেশ এই যে,এই কয়টি কাজ একসঙ্গে একই সময়ে করবে না,ক্রমিক নীতিতে ও প্রয়োজনানুপাতে একটির পর একটি করবে। কিন্তু এ কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে স্ত্রীকে অনুগত বানাবার উদ্দেশ্যে। নিছক কষ্ট বা শাস্তি দেয়াই এর লক্ষ্য নয়। কাজেই একটি একটি করে তার সফলতা যাচাই করবে তা ব্যর্থ হলে পরেরটা করবে।"[২৮৯] আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় দিয়ে যা বলা হয়েছে,তার অর্থ আল্লামা ইমাম শওকানী বলেছেন, "আয়াতে স্বামীদের বলা হয়েছে, স্ত্রীদের জন্য ভালবাসার বাহু বিছিয়ে দিতে, পার্শ্ববিনম্র করতে অর্থাৎ তোমরা স্বামীরা যদি স্ত্রীদের প্রতি যা ইচ্ছা তা-ই করার ক্ষমতা রাখ, তাহলেও তোমাদের উচিত তোমাদের উপর স্থাপিত আল্লাহর অসীম ও অতুলনীয় ক্ষমতার কথা স্মরণ করা। কেননা তা হচ্ছে সর্বক্ষমতার উর্দ্ধে-অধিক। মনে রেখ আল্লাহ তোমাদের প্রতি উন্মুক্ত হয়ে তাকিয়ে আছেন।"[২৯০]

পৃথিবীর স্বামীদের স্ত্রীদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে এ কথা বলে বিশেষভাবে হুশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যে, যেন অবলা, সরলা নারীর প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার ও অন্যায় অত্যাচার করতে সাহসী না হয়। আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, স্ত্রী যদি উপদেশ ও বিছানা পৃথকে সংশোধিত হয়ে স্বামীকে মেনে নেয়, স্বামীর সাথে মিল-মহব্বত রক্ষা করে একত্রে বসবাস করতে রাযী হয়, তাহলে স্বামীর অতিরিক্ত শাসন, কোনরূপ অত্যাচার,তাকে একবিন্দু কষ্ট-জ্বালাতন করার কোন অধিকার নেই। "আয়াতের শেষাংশে কোন উপযুক্ত কারণ ব্যতীত স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার যে কতদুর অন্যায় তার দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, তারা যদিও অবলা, দুর্বল, তোমাদের জুলুম-পীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করার সাধ্য যদিও তাদের নেই; তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে তারা যদিও অক্ষম, কিন্তু তোমাদের ভুললে চলবে না যে, আল্লাহ হচ্ছেন প্রবল পরাক্রান্ত, শ্রেষ্ঠ, শক্তিমান; তিনি অবশ্যই প্রত্যেক জালিমের জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং সে জন্য কঠোর শাস্তিদান করবেন। অতএব তোমরা শক্তিমান বলে স্ত্রীদের উপর অন্যায়ভাবে ও অকারণে জুলুম করতে উদ্যত হবে, তা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না।"[২৯১]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিদ্রোহী নারীদের সংশোধনের যে তিনটি পন্থা বলে দিয়েছেন,তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো বিছানা পৃথক করে দেওয়া। যাতে এই পৃথকীকরণের দরুণ সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে, নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে।"এতে ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ এই মর্মোদ্ধার করেছেন যে, পৃথকতা শুধু বিছানাতেই হবে, বাড়ী বা থাকার ঘর থেকে পৃথক করবে না- যাতে স্ত্রীকে সে ঘরে একা থাকতে হয়। কারণ,তাতে তার দুঃখও বেশি হবে এবং এতে কোনরূপ অঘটন ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা অধিক।"[২৯২] সার কথা, এ আয়াতের প্রথম বাক্য পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-ব্যবস্থার একটি মূলনীতি বাতলে দেয়া হয়েছে। তাহল এই যে, অধিকাংশ বিষয়ে অধিকারের সমতা বিধান সত্ত্বেও নারীর উপর পুরুষের একটি শাসকোচিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নারীরা হল পুরুষের শাসিত ও অধীন। "এই মূলনীতির ভিত্তিতে পৃথিবীতে নারীদের দু'টি শ্রেণী রয়েছে। একটি হল সে সমস্ত নারীরা, যারা যথাযথভাবে এ মূলনীতির অনুবর্তী রয়েছে এবং পুরুষের অভিভাবকত্ব স্বীকার করে নিয়ে তার আনুগত্য অবলম্বন করেরেছে। আর

২৮৭.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৭৮
২৮৮.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৭৮
২৮৯.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৭৮
২৯০.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৭৮
২৯১.প্রাগুক্ত
২৯২.মুফতি মাও:শফী (র.) অনুবাদ-মাওঃ মহিউদ্দীন খান, *সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মা'রেফুল কুর'আন*, খাদেমুল হারামাইন বাদশা ফাহাদ কুর'আন মুদ্রন প্রকল্প, সৌদী আরব, পৃ. ২৪৫

দ্বিতীয় শ্রেণী হল সে সমস্ত নারীরা, যারা যথাযথভাবে এ মূলনীতির অনুবর্তী থাকেনি। প্রথম শেণীর নারীরা পারিবারিক ও বিষায়ক শান্তির জন্য নিজেরাই যিম্মাদার। তাদের কোন সংশোধনের প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় শ্রেনীর নারীদের সংশোধন কল্পে এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে এমন এক সুষ্ঠু ব্যবস্থা বাতলানো হয়েছে, যার মাধ্যমে ঘরের বিষয় ঘরের ভেতরেই সংশোধিত হয়ে যেতে পারে এবং স্বামী স্ত্রীর বিবাদ বিসংবাদ তাদের দু'জনের মধ্যেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে; তৃতীয় কোন লোকের যেন প্রয়োজন না হয়।"[২৯৩]

৮.সালিস নিয়োগ

স্বামী স্ত্রীর পাস্পরিক বিরোধ এড়ানোর আরও একটি পন্থা সালিস নিয়োগ করা। আল্লাহর দেওয়া পন্থাগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। উপরে বর্ণিত তিনটি উপায় প্রয়োগ করার পরও যদি ব্যর্থ হয়, ফলপ্রসু না হয়, কিংবা সংশোধন না হয়; বরং বিরোধ-বিরাগ ও মনোমালিন্যের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেতেই থাকে, তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে ইসলামী সমাজের প্রভাবশালী কর্তৃত্বসম্পন্ন ও কল্যাণকামী লোকেরা যারা তাদের নিকটাত্মীয় তারা মিমাংসার জন্য এগিয়ে আসবে। তবে এ সালিস অর্ধশিক্ষিত মৌলভীর ফতোয়ার নামে সালিস নয়, গ্রাম্য মাতবরের সালিস নয়। এদের কারণে সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে সমস্যা আরও বেশি হয়। বরং "স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন এবং স্বামীর পক্ষ থেকে একজন পরস্পরের মধ্যে মিলমিশ বিধানের জন্য ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে চেষ্টা চালাবে। স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে অথবা বিরোধের আশংকা দেখা দিলে উভয় পরিবার থেকে সমান সংখ্যক সালিস নিয়োগ করতে হবে। যারা এদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসার পথ বের করে দেবে।"[২৯৪] এই সালিস নিয়োগ আল্লাহ তা'আলারই নির্দেশ যে "উভয় পক্ষ নিয়োজিত সালিসের মাধ্যমে সমঝোতার প্রচেষ্টা চালাবার নির্দেশ আলোচ্য আয়াতে প্রদান করা হয়েছে।"[২৯৫] আল্লাহ বলেন, "তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করলে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে; তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন।"[২৯৬] এ যেন পারিবারিক বিরোধ মীমাংসার আদালত এবং এ আদালতের বিচারপতি হচ্ছেন দু'জন যারা উভয়ের নিকটাত্মীয়। তারা উভয়ের মনোমালিন্য বিষয় ও তার মূলীভূত কারণ সতর্কতার সাথে অনুসন্ধান করবে। "বাস্তবিকই তারা উভয়ের কল্যাণকামী হবে। তারা স্বামী-স্ত্রীকে মিলিত করতে ও যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তা দূর করতে চেষ্টা করবে, তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে মিলমিশ সৃষ্টি করে দেবে।"[২৯৭]

তারা স্থায়ী মিলমিশ ও প্রেম-ভালবাসা পুনর্বহালের জন্যে চেষ্টা করবে। বস্তুত স্বামী স্ত্রী বাস্তবিকই মিলেমিশে একত্রে জীবন-যাপনে ইচ্ছুক এবং সচেষ্ট হয় তাহলে সাময়িক বিবাদ নিজেরাই মীমাংসা করে নিতে পারে। আর বড় কোন ব্যাপার হলেও তা এ পারিবারিক সালিসী আদালত দ্বারা মীমাংসা করিয়ে নেয়া খুবই সহজ। কুরআন মাজিদের উপরোক্ত আয়াতে এ ব্যবস্থারই নির্দেশ করা হয়েছে। যদি তোমরা .. ভয় কর বলে আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে দেশের শাসক ও বিচারকদের, সমাজের মাতবর- সরদারদের কিংবা স্বামী স্ত্রীর নিকটাত্মীয় ও মুরব্বীদের।"[২৯৮] আল্লামা আবু বকর আল জাসসাস এর আহকামুল কুর'আন দ্বিতীয় খন্ডের ২৩১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছেঃ তোমাদের মনে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্মন্ধে যদি কোন ধরনের সন্দেহের উদ্রেক হয়, সম্পর্ক মধুর নেই বলে ধারণা জন্মে, তাহলে তখন প্রকৃত ব্যাপার তদন্ত করা এবং অবস্থার সংশোধনের জন্য চেষ্টিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হলে দাম্পত্য জীবনে ভাঙ্গন আসতে পারে এবং তা কিছুতেই কারো কাম্য হতে পারে না- ইসলামও তা পছন্দ করে না আর এ চেষ্টার পদ্ধতি হিসেবে বলা হয়েছে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা এমন দু'জন ব্যক্তিকে মাধ্যম ও সালিস হিসেবে নিযুক্ত করতে হবে, যারা কোন কথা বলে উভয়কে মানাতে পারে। এ দু'জনকে এদের নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকেই হতে হবে। এ প্রসঙ্গে তাফসীরে বায়যাভী প্রণেতা বলেন, কেননা

২৯৩.প্রাগুক্ত পৃ.২৪৬

২৯৪.ড.মোঃ শামছুল আলম, *দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়ঃ কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি*, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ.৬২

২৯৫.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫ খ্রি. পৃ.২৩০

২৯৬.আল-কুর'আন, ৪ঃ ৩৫, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً

২৯৭.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭২

২৯৮.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৭

নিকটাত্মীয়রাই পকৃত অবস্থার গভীরতার রূপের সন্ধান পেতে পারে, সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে এবং তারা অবশ্যই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক জুড়ে দেয়ার জন্যে সর্বাধিক আগ্রহী হয়ে থাকে।"[২৯৯] বাইরের লোক এ মীমাংসার কাজে নিয়োগ না করে স্বামী স্ত্রী উভয়ের আপনজন নিয়োগের নির্দেশ দেওয়ার কারণ যে কি,তা আল্লামা আবু বকর আল জাসসাস এর নিম্নোক্ত অভিমত থেকে জানা যায়। তিনি এর কারণ দর্শাতে গিয়ে লিখেছেন- বাইরের অনাত্মীয় লোক বিচারে বসলে তাদের কোন এক পক্ষের দিকে ঝুঁকে পড়ার ধারণা হতে পারে; কিন্তু উভয়ের আপন-আত্মীয় যদি এ মীমাংসার ভার গ্রহণ করে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ পক্ষের কথা বলে,তাহলে এ ধরনের কোন ধারণার অবকাশ থাকে না- এজন্যই আত্মীয় ও আপন লোককে এ বিরোধের ভার দিতে বলা হয়েছে।"[৩০০] হযরত আলী (রা.) এর নিকট এক দম্পতি বহু সংখ্যক লোক সমবিহারে উপস্থিত হলো। তিনি তাদের আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললেন, এই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে; তার মীমাংসা চাই। তখন আলী (রা.) বললেন,উভয়ের আপন আত্মীয় থেকে এক একজনকে এ বিরোধ মীমাংসায় নিযুক্ত করে দাও। যখন দু'জন লোককে নিযুক্ত করা হলো, তখন আলী (রা.) বললেন, তোমাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কতখানি তা জান? তারপর তিনি নিজেই বলে দিলেন,তোমাদের দায়িত্ব হলো তারা দু'জনে মিলেমিশে একত্রে স্বামী স্ত্রী হিসেবে থাকতে চাইলে তার ব্যবস্থা করে দেবে। আর যদি মনে কর যে, তারা উভয়েই বিচ্ছিন্ন হতে চায়, তাহলে পরস্পরকে শান্তিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।"[৩০১]

বিচারকগণ সব কথা শুনে, সব অবস্থা জেনে বুঝে একটি চূড়ান্ত ফায়সালা দেবে ও উভয়কে তা মেনে নেওয়ার জন্য বলবে। কিন্তু যদি তারা উভয় বা একজন তা মানতে রাযী না হয়; তাহলে তাকে ফায়সালা মেনে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে হবে। কেননা আয়াতে ব্যবহৃত শব্দনিচয়ের দৃষ্টিতে বলা যায়, এ দু'জন প্রথমত এক এক পক্ষ থেকে উকিল আর উকিলের কাজ হলো শুধু বলা। কিন্তু সে বলায় যদি বিরোধের চূড়ান্ত অবসান না হয়; তাহলে তারা দু'জনে বিচারকর্তার মর্যাদা নিয়ে রায় মেনে নেয়ার জন্য নির্দেশ দেবে। এ নির্দেশ মেনে নিতে উভয়েই বাধ্য। কেননা কুর'আন মজিদে তাদের বলা হয়েছে হাকিম হুকুমদাতা বিচারক ফয়সালাকারী।"[৩০২] পবিত্র কুর'আনে একজন সালিস পুরুষের পরিবার থেকে এবং একজন মহিলার পরিবার থেকে নির্বাচিত করে স্বামী স্ত্রী উভয়ের কাছে পাঠানো হবে। যেখানে গিয়ে এতদুভয় কি কি কাজ করবেন এবং এদের দায়িত্বই বা কি হবে কুর'আনে করীমে স্থীর করে দেয়নি। অবশ্য বর্ণনা শেষে বলা হয়েছে- যদি এতদুভয় সালিস সমস্যার সমাধান এবং পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজে সহায়তা দান করবেন এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করে দেবেন। এ বাক্যটির দ্বারা দু'টি বিষয় বোঝা যায়ঃ-

এক.আপোষ- মীমাংসাকারী সালিসদ্বয়ের নিয়ত যদি সৎ হয় এবং সত্যিকারভাবেই যদি তারা স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতা কামনা করেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের গায়েবী সাহায্য হবে। ফলে তারা নিজেদের উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হবেন। আর তাতে করে তাদের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর মনেও আল্লাহ তা'আলা সম্প্রীতি ও মহব্বত সৃষ্টি করে দেবেন। এতে আরো একটি কথা প্রতীয়মান হয় যে, যদিও কোথাও পারস্পরিক মীমাংসা না হয়, তবে বুঝতে হবে, সালিসদ্বয়ের যে কোন একজনের মনে হয়ত নিঃস্বার্থতার অভাব ছিল।

দুই. এ বাক্যের দ্বারা এ কথাও বুঝা যায় যে, দু'পক্ষের সালিসের পাঠানোর উদ্দেশ্য হল বাক্যের স্বামী স্ত্রীর বিরোধ মীমাংসা করা, এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। অবশ্য এ কথা স্বতন্ত্র যে, উভয় পক্ষ সম্মত হয়ে এতদুভয় ব্যক্তিকে নিজেদের উকিল; প্রতিনিধি অথবা সালিস নির্ধারণ করবে এবং এ কথা স্বীকার করে নেবে যে, তোমরা মিলেমিশে যে সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা তাই মেনে নেব। এ ক্ষেত্রে এই সালিসদ্বয় সম্পূর্ণভাবে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার হয়ে যাবে। তারা দু'জনে তালাকের ব্যাপারে একমত হয়ে গেলে তালাকই হয়ে যাবে। আবার তারা খোলা প্রভৃতি যে কোন সিদ্ধান্তে একমত হলে,তাই হবে এবং পুরুষের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অধিকার অনুসারে যদি তারা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়,তবে তাই মেনে নিতে হবে। পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের মধ্যে হযরত হাসান বসরী (র.) ও হযরত আবু হানিফা (র.) প্রমূখদেরও এমনি অভিমত।"[৩০৩]

২৯৯.ড.মোঃ শামছুল আলম, *দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়ঃ কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি*, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৩

৩০০.আবু বকর আল জাসসাস, *আহকামুল কুরআ'ন*, তা. বি. খ. ২, পৃ ২৩১

৩০১.আবু বকর আল জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, খ.২, পৃ. ২৩২ ও *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, ৩৮০

৩০২.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৮০

৩০৩.মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) অনুবাদ-মাওঃ মহিউদ্দীন খান, *সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মা'রেফুল কুর'আন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৪৮

হযরত আলী (রা.) এর সামনে যে ঘটনা উপস্থাপিত হয়; তাতেও প্রমাণ হয় যে, একমাত্র আপোষ-মীমাংসা ছাড়া উল্লেখিত সালিসদ্বয়ের অন্য কোন অধিকার থাকে না,যতক্ষণ না উভয় পক্ষ তাদেরকে পূর্ণ অধিকার দান করে। ঘটনাটি সুনানে বায়হাকী গ্রন্থে হযরত ওবায়দা সালমানী (রা.) বর্ণনা করেছেন। ঘটনার বিবরণে হযরত আলী (রা.) সালিসদ্বয়েকে বললেন, "তোমরা যদি এই স্বামী স্ত্রীকে একত্রে রাখার ব্যাপারে এবং তাদের পারস্পরিক আপোষ-মীমাংসা করে দেয়ার ব্যাপারে একমত হতে পার, তবে তা-ই করো। পক্ষান্তরে তোমরা যদি মনে কর যে, তাদের মধ্যে আপোষ- মীমাংসা করা সম্ভব নয়, কিংবা তা করে দিলে টিকতে পারবে না এবং তোমরা উভয়ই তাদের পৃথক (তালাক) করে দেয়ার ব্যাপারে একমত হয়ে এতেই মঙ্গল বিবেচনা কর, তবে তাই করবে। এ কথা শুনে মহিলাটি বলল, আমি এটা স্বীকার করি- এতদুভয় সালিস আল্লাহর আইন অনুসারে যে ফায়সালা করবে, তা আমার মতের পক্ষে হোক অথবা বিরোধী হোক আমি তাই মানি। কিন্তু পুরুষ লোকটি বলল,পৃথক হয়ে যাওয়া বা তালাক হয়ে যাওয়া তো আমি কোন ক্রমেই সহ্য করব না। অবশ্য সালিসদের এ অধিকার দিচ্ছি যে, তারা আমার উপর যে কোন রকম আর্থিক জরিমানা আরোপা করে তাকে (স্ত্রীকে) সম্মত করিয়ে দিতে পারেন। হযরত আলী (রা.)বললেন, তা হয় না, তোমারও সালিসদেরকে তেমনি অধিকার দেয়া উচিত যেমন স্ত্রী দিয়েছে। এ ঘটনার দ্বারা কোন কোন মুজতাহিদ ইমাম উদ্ভাবন করেছেন যে, সালিসদের অধিকার সম্পন্ন হওয়া কর্তব্য। যেমন হযরত আলী (রা.) উভয় পক্ষকে বলে তাদেরকে অধিকার সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু ইমাম আজম আবু হানিফা (র.)ও হযরত হাসান বসরী (র.) সাব্যস্ত করেছেন যে, উল্লেখিত সালিসদ্বয়ের অধিকারসম্পন্ন হওয়ার যদি অপরিহার্য হতো, তবে হযরত আলী (রা.) কর্তৃক উভয় পক্ষের সম্মতি লাভের চেষ্টা করার কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। সুতরাং উভয় পক্ষকে সম্মত করার চেষ্টাই প্রমাণ করে যে,প্রকৃত প্রস্তাবে এই সালিসদ্বয় অধিকার সম্পন্ন নয়। অবশ্য স্বামী স্ত্রী যদি অধিকার দান করেন, তবে অধিকার সম্পন্ন হয়ে যায়।"[৩০৪]

কুরআনের এ ব্যবস্থাটি এ কারণে যে, যাতে ঘরের ব্যাপারে ঘরেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময় মনোমালিন্য বা বিবাদ দীর্ঘায়িত হয়ে যায়। তা স্ত্রীর স্বভাবের তিক্ততা ও অবাধ্যতা কিংবা পুরুষের পক্ষ থেকে অহেতুক কড়াকড়ি প্রভৃতি যে কোন কারণেই হোক এমতাবস্থায় ঘরের বিষয় আর ঘরে সীমিত থাকে না, বাইরে নিয়ে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সাধারণতঃ এ সব ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সমর্থকরা একে অপরকে মন্দ বলে এবং পারস্পরিক অপবাদারোপ করে বেড়ায়। যার ফলে উভয় পক্ষের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত দু'জনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিবাদই পারস্পরিক বিসংবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। আর এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এই নিকটাত্মীয়দের দ্বারা সালিস করে চমৎকার ব্যবস্থাপনার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।

৯.চূড়ান্ত ফায়সালা (তালাক)

যাবতীয় চেষ্টা প্রচেষ্টা চালানোর পরেও যদি স্বামী স্ত্রী মিলেমিশে থাকবার কোনই উপায় না বেরোয়, অর্থাৎ "উপরে উল্লেখিত ও বিশ্লেষণকৃত সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলে তারপরই প্রয়োজনের খাতিরে সর্বশেষ উপায় হিসাবে ইসলামী শরীয়াত প্রদত্ত পন্থা গ্রহণ করা স্বামীর জন্য জায়েয হতে পারে, যেন সকল সমস্যা ও জটিলতা দূর হয়ে যায়, আর তা হচ্ছে তালাক দেয়া।"[৩০৫] ইসলাম খুব অনাগ্রহ অসন্তুষ্টির ভিত্তিতে এ পন্থা গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। তা তার কাছে পছন্দনীয় কাজ নয়, ওয়াজিব ও ফরযও নয়। নবী (স.) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তালাকের তুলনায় অধিক ঘৃণ্য কোন জিনিস হালাল করেননি।"[৩০৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, "সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে মহান আল্লাহর নিকট তালাক হচ্ছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য।"[৩০৭] আর আল্লাহ যে হালাল অথচ অপছন্দনীয় কাজ, তা এ কথায় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তালাক হচ্ছে একটি অনুমতি, কেবলমাত্র কঠিন প্রয়োজন ও উপায়হীন অবস্থায়ই তা প্রয়োগ করা জায়িয।

৩০৪.মুফতী মুহাম্মদ শফী,অনুবাদ-মাওঃ মহিউদ্দীন খান,*সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মা'রেফুল কুর'আন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৪৮

৩০৫.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭২

৩০৬.ইমাম আবু দাউদ ইবনে সুলায়মান ইবনে আল আশআস আস সাজিস্তানি,*সুনান*,কানপুর ঃ আলমাকতাবা আল মজীদী,১৩৭৫ হি. কিতাবুত তালাক,বাব-ফী কারাহিয়্যাত তালাক হাদীস নং ২১৭৭

৩০৭.ইমাম আবু দাউদ ইবনে সুলায়মান ইবনে আল আশআস আস সাজিস্তানি,*সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং২১৭৮/ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল কাযবীনী,*আস সুনান লিবন মাজা*,দেওবন্দঃ আল-মাকতাবুর রাহীমিয়া,১৩৮৫ হি.কিতাবুত তালাক,হাদীস নং ২০১৮

পারিবারিক জীবন যখন অচল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, স্বামী-স্ত্রীর মনে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ যখন তীব্র হয়ে উঠে এবং তাদের আল্লাহ নির্বাচিত সীমার মধ্যে টিকে থাকা সম্ভবপর না থকে, পারস্পরিক দাম্পত্য অধিকার আদায় করতে পারে; বরং টিকিয়ে রাখতে গেলে আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা থাকে যেমন উভয়ের কেউ নিহত হওয়া বা আত্মহত্যা করা ইত্যাদি তাহলে এ পন্থা ব্যতীত কোন উপায়ই থাকে না। মিলের যখন কোন উপায়ই নেই তখন বেমিলই ভাল। আল্লাহ বলেন, "তারা দু'জন যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তাদের দু'জনকেই স্বীয় প্রশস্ততার দ্বারা পরস্পর অ-বিমুখ ও অ-নির্ভরশীল বানিয়ে দেবেন।"[৩০৮] তালাক শব্দটি আরবি,যার অর্থ বন্ধন খুলে দেয়া, পরিত্যাগ করা, বিচ্ছিন্ন বা মুক্তি। আর শরী'আতের পরিভাষায়- তালাক মানে বিয়ের বন্ধন খুলে দেয়া"[৩০৯] ইমামুল হারামাইন বলেছেন, "এ শব্দটি ইসলাম পুর্ব জাহিলী যুগে ব্যবহৃত পরিভাষা। ইসলাম এক্ষেত্রে এই শব্দটিই ব্যবহার করেছে।"[৩১০] (ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল কাহলানী দানআনী) ফিকাহ শাস্ত্রের মতে, "বিয়ের বাঁধনকে তুলে ফেলা আর বাঁধন তুলে ফেলার মানে বিয়ের বাধ্যবাধকতা খতম করে দেয়া।"[৩১১] আরও বলা হয়েছে, "স্বামী কর্তৃক সরাসরি অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে নির্দিষ্ট বাক্যে অথবা ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ অথবা পরিণামে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করাকে তালাক বলে।"[৩১২] মুহাম্মদ আযীবুর রহমান তাঁর বইতে তালাকের সংজ্ঞায় লিখেছেন, "'তালাক শব্দের আভিধানিক অর্থ বন্ধন খোলা। ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় উহা একটি শরীয়তের হুকুম,যাহা বিশেষ শব্দের দ্বারা বৈবাহিক সূত্রে স্থাপিত বন্ধন খুলে দেয়া।"[৩১৩]

দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম গ্রন্থে আছে, তালাক শব্দের আভিধানিক অর্থ বিয়ের বন্ধন খুলে দেওয়া। স্বামী কর্তৃক সরাসরি অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে নির্দিষ্ট বাক্যে অথবা ইঙ্গিতে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করাকে তালাক বলে।"[৩১৪] আরও একটি বর্ণনায় এসেছে, তালাক শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ছেড়ে দেয়া, বন্ধন মুক্ত করা।' ইসলামী আইনের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে, স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়া।"[৩১৫] ইসলামী বিশ্বকোষ গ্রন্থে বলা হয়েছে, তালাক অর্থ স্বামী কর্তৃক স্ত্রী পরিত্যাগ। শব্দটির মূল তাৎপর্য হল কোন বন্ধন হতে মুক্ত হওয়া, ছাড়া পাওয়া।"[৩১৬] আল্লাহর কাছে সব হালাল কাজের মধ্যে সর্বাধিক ঘৃণার্য ও ক্রোধ উদ্রেককারী কাজ হচ্ছে তালাক। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল কাহলানী ছাআলী লিখেছেন, "এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হালালের মধ্যেও কতক কাজ এমন রয়েছে, যা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য। আর এসব হালাল কাজের মধ্যে তালাক হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য।"[৩১৭] ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের মতেও তালাক মূলত নিষিদ্ধ। "তবে তালাক না দিয়ে যদি কোন উপয়ই না থাকে, তাহলে অবশ্যই জায়েয হবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের ভাব যদি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, একত্র জীবন সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে, একত্র জীবনে আল্লাহর নিয়ম-বিধান রক্ষা করা সম্ভবপর না হয়, তাহলে তখন এ তালাকের আশ্রয় নিতে পারে।"[৩১৮] তালাক প্রথা শুধু ইসলামেই প্রচলিত নয়; বরং বিভিন্ন ধর্মে এবং জাহিলী যুগেও এর প্রচলন ছিল। "এক পক্ষের দ্বারা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবার অধিকার জাহিলী যুগের আরববাসীদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের করায়ত্ত ছিল। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বহু পূর্ব হতেই তথায় তালাকের প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহা দ্বারা বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর উপর স্বীকৃত স্বামীর যাবতীয় দাবি তৎক্ষণাৎ পরিত্যক্ত হইত।"[৩১৯] ইসলাম প্রয়োজনে তালাক ব্যবস্থা বৈধ রেখেছে। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে তালাক দেওয়া এবং স্ত্রীকে জ্বালাতন, কষ্ট দেওয়া বা নির্যাতনের উদ্দেশ্যে তালাক দেওয়া জায়িয নেই।

৩০৮.আল-কুর"আন, ৪ ঃ ১৩০, وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً

৩০৯.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৪

৩১০.সুবুলুস সালাম, খ.৩, পৃ.১৬৭ ও মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৪

৩১১.রদ্দে মুহতার, খ.২,পৃ. ৫৭০/ মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৫

৩১২.সম্পাদনা পরিষদ,*বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি. পৃ.৫৬৫

৩১৩.আযীযুর রহমান নু'মানী, *ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ১৯৮৮ খ্রি. পৃ.১১১

৩১৪.সম্পাদনা পরিষদ,*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ইফাবা, ঢাকাঃ জুন ২০০০ খ্রি. পৃ. ৪১৩

৩১৫.সম্পাদনা পরিষদ,*মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ*, ইফাবা, ঢাকাঃ কিতাবুত তালাক, পৃ. ৩২৭

৩১৬.সম্পাদনা পরিষদ,*সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ডিসেম্বর ১৯৮৬ খ্রি.পৃ.৪৩৮

৩১৭.সুবুলুস সালাম,খ.৩, পৃ.১৬৭ ও মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৫

৩১৮.রদ্দে মুহতার খ.২,পৃ.৫৮২ ও মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৫

৩১৯.সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৭ হি.(ডিসেম্বর ১৯৮৬ খ্রি.)খ.১, পৃ.৪৩৯

"তালাক সম্পর্কে আল কুর'আনে সম্যক পূর্ণতার সহিত আইন-কানুন বিধিবদ্ধ করিয়াছে এবংএই ব্যাপারে এমনসব নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে যাহা ইতিপূর্বে সমসাময়িকদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। তালাকের মাধ্যমে সাধারণত অভিভাবক ও স্বামী যেভাবে স্ত্রীলোকের প্রতি নির্যাতন ও তাদের স্বার্থ হরণ করিত কুরআন তাহাতে বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। এই জন্য স্ত্রীর নিকট হইতে বলপূর্বক কোন কিছু আদায় করিবার নিমিত্ত তালাককে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করিয়া মুসলিম আইন বিধিবদ্ধ করা হয়।"[৩২০] বিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি ফৌজদারী চুক্তি।"তালাক বিয়ের চুক্তি ও লেনদেন বাতিল করাকে বুঝায়। ইসলামী শরীয়ত বিয়ের বেলায় চুক্তির চাইতে এবাদতের গুরুত্ব বেশি দিয়ে একে সাধারণ বৈষয়িক চুক্তি অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে স্থান দিয়েছে। তাই এ চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারটিও সাধারণ ব্যাপারের চাইতে কিছুটা জটিল। যখন খুশী, যেভাবে খুশী তা বাতিল করে, অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না বরং এর জন্য একটি সুষ্ঠু আইন রয়েছে।"[৩২১] সুতরাং তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ আল্লাহর নিকট কেননা ঘৃণিত, মানুষের নিকটও সীমাহীন মনকষ্টের এবং রাসূল (স.) বার বার তালাক দেওয়াকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "তোমরা বিয়ে কর; কিন্তু তালাক দিও না। কেননা আল্লাহ তা'আলা সে সব স্ত্রী-পুরুষকে পছন্দ করে না,যারা নিত্য নতুন বিয়ে করে স্বাদ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত।"[৩২২]

বিভিন্ন ধর্মে ও দেশে তালাক

ইসলামে তালাকের ব্যবস্থা আছে বলে পাশ্চাত্য সমাজ আঙ্গুল তুলে ইসলামের সমালোচনা করে এবং অভিযোগ করে বলে, তালাক ব্যবস্থা থাকার মানে হচ্ছে ইসলামে নারীর কোন মর্যাদা নাই, আর বিয়েরও নেই কোন গুরুত্ব ও স্থায়ীত্ব। কিন্তু তালাক কেবল ইসলাম প্রবর্তিত ব্যবস্থাই নয়। ইসলামের পূর্বে সমগ্র দুনিয়ায় তালাক ব্যবস্থার প্রচলন ছিল ব্যাপকভাবে। "ইহুদী শরীয়তেও তালাকের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাচীন সমাজসমূহেও এর প্রচলন ছিল। স্বয়ং খৃস্টানদের মধ্যেও তালাকের ব্যবস্থা তা অত্যন্ত লজ্জাকরভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।"[৩২৩] "রোমানদের সমাজে বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তালাক গণ্য হত। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর তালাকহীনতার শর্ত আরোপ করলেও বিচারক বিয়ে বাতিল হয়ে যাওয়ার রায় দিয়ে দিত।"[৩২৪] অথচ ইসলাম এমন এক পারিবারিক ব্যবস্থা উপস্থিত করেছে, যা স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই ন্যায় সঙ্গত অধিকার ও মর্যাদার পূর্ণ নিয়ামক এবং তা পারিবারিক এমনি সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলে, যার ফলে মানবীয় সমাজ হয় অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ। নিতান্ত প্রয়োজনেই তালাকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু তবুও এ ব্যবস্থাকে খেল-তামাশা করে নারীকে অযথা কষ্ট দেবে আর পরিবারের পবিত্রতা নষ্ট করবে, তার কোন সুযোগ নেই।

ইহুদী ধর্মে তালাক ঃ ইহুদী ধর্মে তালাক ব্যবস্থা যতটা না অভিনব, তার চেয়ে অমানবিকতাই বেশি ছিল। "ইহুদী ধর্মে স্ত্রীদের মান-মর্যাদা উন্নত করতে চেষ্টা করা হয় বটে, কিন্তু তালাককে বৈধ ঘোষণা করে তার বৈধতায় বিপুল প্রশস্ততা এনে দেয়া হয়। স্ত্রীর গুনাহের অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর স্বামী ধর্মীয় দৃষ্টিতে তালাক দিতে বাধ্য হয়ে যেত। স্বামী তার গুনাহ ক্ষমা করে দিলেও তাকে তালাক দেয়া তার জন্যে অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে পড়ত। দশ বছর কাল অতিবাহিত হওয়ার পরও স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্ম না নিলে আইনের দৃষ্টিতেই তালাক দেয়া জরুরি বিবেচিত হত।"[৩২৫]

হিন্দু ধর্মে তালাক ঃ প্রাচীন ও সনাতন ধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্ম উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর খুব কমসংখ্যক রাষ্ট্রে হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এ ধর্মের বিধান অনুযায়ী একবার কোন নারীর বিয়ে হলে সে নারীর এ বন্ধন থেকে আর মুক্তি নেই। তা যত সমস্যাই হোক,প্রয়োজনই হোক। এমনকি স্বামী মারা গেলেও তার মুক্তি হত না। মৃত স্বামীর সংগে জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য থাকত। "প্রাচীন জাতি ও সভ্যতার কোথাও তালাকের ব্যবস্থা ছিল না। আবার অনেক ক্ষেত্রে তার অস্তিত্ব ছিল না বলেই মনে হয়। হিন্দু শাস্ত্রে বিয়ে এক চিরস্থায়ী বন্ধন বিশেষ এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে স্থায়ী রাখাই কর্তব্য। এ জন্য তাতে তালাকের কোন পথ উন্মুক্ত রাখা হয়নি।"[৩২৬]

৩২০.সম্পাদনা পরিষদ,*সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইফাবা, প্রাগুক্ত, খ.১,পৃ.৪৩৯

৩২১.মাওঃ মহিউদ্দীন খান, *সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মা'রেফুল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪

৩২২.আল জাসসাস,*আহকামুল কুরআন*,খ.৩,পৃ.১৩৩ / মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*,প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৭

৩২৩.প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭

৩২৪.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৩

৩২৫.প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৪

৩২৬.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭২

খৃস্টান ধর্মে তালাক ঃ প্রথমদিকে খৃস্টান ধর্মে-সমাজের উপর রোমান আইনের প্রভাব পড়েছিল,কিন্তু খৃস্টবাদ যখন ইউরোপে ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে দাঁড়াল বৈরাগ্যবাদ যখন দানা বেঁধে উঠল, তখন তারা বিয়েকে ধর্মীয় বিধান হিসেবে ঘোষণা দিল; যা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত শেষ হতে পারে না এ সম্পর্ক। এরূপ বাধ্যবাধকতার ফলে ইউরোপের সমাজ মারাত্মক অসুবিধার সম্মুখীন হল। ফলে তালাককে মহা গুনাহের কাজ বলে গণ্য করা হত,বিবাহ বিচ্ছেদের পথেও নানা বাধা বিপত্তি। পরবর্তীতে গীর্যা আইন বলবত হল, তখন জনগণের উপর বিয়ে ও তালাকের ব্যাপারে এর প্রতিবন্ধকতা চাপিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে দৈনন্দিন জীবন-যাপন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পরল। "ফলে গীর্যার বিরুদ্ধে জনগণ বিদ্রোহের বাষ্প পুঞ্জিভূত হতে শুরু করে। ষষ্ঠদশ শতকে তা প্রবল আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করে। এ কারণে পনের শত বছর পর্যন্ত খৃস্টান সমাজে গীর্যার অত্যাচারী, নির্যাতন, নির্মম, অমানুষিক আইন শাসনের অধীন থেকে নিস্পেষিত হতে বাধ্য হয়েছে।"[৩২৭]

গীর্যা বিরোধী আন্দেলন সাফল্যমন্ডিত হলে পরে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন বিয়ে তালাকের ব্যাপারে অনেকখানী উদার নীতি অবলম্বিত শুরু হয়। "ফলে তালাককে গ্রহণ করা হ'ল কিন্তু তালাকের ক্ষমতা একান্তভাবে স্বামীর কুক্ষিগত করে দেয়া হল। আর তালাক লাভের জন্য একমাত্র উপায় হল পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন।"[৩২৮] বাইবেলে মথির ৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে ত্যাগপত্র (তালাকনামা) দিউক। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ ব্যভিচার ভিন্ন অন্য কারণে আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে,সে তাহাকে ব্যভিচারিনী করে এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে; সে ব্যভিচার করে।"[৩২৯] প্রটেষ্ট্যান্ট ধর্মমত এর সম্পূর্ণ বিপরীত রায় দিয়েছে। এ মতের লোকেরা বিশেষ অবস্থায় তালাক দেয়াকে জায়েয মনে করে। আর তা হচ্ছে স্ত্রীর ব্যভিচার করা কিংবা স্বামীর বিধান ভঙ্গ করা প্রভৃতি।"[৩৩০] অর্থোওক্স ধর্মমতের লোকেরা মিশরে অনুষ্ঠিত তাদের ধর্মসভায় স্ত্রীর ব্যভিচারকরণ ও অন্যান্য কারণে তাকে তালাক দেয়া জায়েয ঘোষণা করেছে। ক্রমাগতভাবে তিন বছরকাল পর্যন্ত বন্ধ্যা থাকা,সংক্রামক রোগ এবং মীমাংসার আশা নেই এমন ঝগড়া-বিদের দীর্ঘসূত্রতা প্রভৃতি এসব কারণের অন্তর্ভূক্ত।"[৩৩১]

ইংল্যান্ডে তালাক ঃ প্রথমত বিয়েকে তারা ধর্মীয় সীমার বাইরে নিক্ষেপ করে। বিয়ে অনুষ্ঠানের জন্য পাদ্রীর বদলে রেজিস্ট্রিকারী নিযুক্ত করা হল। কিন্তু এ ব্যবস্থা বেশিদিন থাকে না, পরে তা বাতিল করে প্রাচীন গীর্যা আইন পুনরায় চালু করা হয়। এ সময় প্রখ্যাত ইংরেজ কবি জনমিল্টন তালাকের সমর্থনে এ পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করেন। তাতে স্বামী- স্ত্রী উভয়েই তালাক দানের ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। "১৮৭৫ সালে তালাক সম্পর্কে একটি আইন জারি করা হয়,যা পরে পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হয়। ১৯২৩ সালের এক আইনে ব্যভিচারের অভিযোগে তালাক গ্রহণের সুযোগ স্বামী-স্ত্রী-উভয়কেই দেয়া হয়। ১৯৩৭ সালে তালাক আইনে আরো সংশোধন সংযোজন করা হয়। এতে করে ব্যভিচার ছাড়াও একাধিক্রমে তিন বছরকাল স্ত্রীকে নিঃসম্পর্ক করে রাখা, নির্মমতা, অভ্যাসগত মদ্যপান, অচিকিৎসা পাগলামী ও দুরাগ্যে যৌনব্যধির কারণে তালাক দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু তার স্যাথে শর্ত আরোপ করা হয় যে, বিয়ে হওয়ার পর তিন বছরের মধ্যে তালাকের আবেদন পেশ করা যাবে না। যদিও এ আইন বলবত থাকা সত্ত্বেও ইংল্যান্ডে আজও ব্যভিচারই হচ্ছে তালাক গ্রহণের সবচেয়ে বড় ও কার্যকর কারণ ও উপায়।"[৩৩২]

আমেরিকায় তালাক ঃ পৃথিবীর বর্তমান সভ্য ও উন্নত দেশগুলোর মধ্যে আমেরিকাই এমন এক দেশ, যেখানে তালাক অনুষ্ঠান অতি সহজ কাজ। তার কারণ হলো, এ দেশের প্রাথমিক উপনিবেশ স্থাপনকারী ছিল ধর্মদ্রোহী, যারা গীর্যার যুলুম-নির্যাতন ও নিপিড়নে অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ত্যাগ করে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। এদের উপর পিউরিটানদের প্রভাব ছিল বেশি। এরা বিয়ে-শাদীকে ধর্মের বাইরে রেখে জীবন-যাপন করে। "কিন্ত তালাকের

৩২৭.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭২
৩২৮.প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭২
৩২৯.আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৪
৩৩০.প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
৩৩১.প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
৩৩২.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৩

ক্ষেত্রে তারা এতদূর বাড়াবাড়ি করে যে, তা নিতান্তই হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এমন সব কারণেও সেখানে তালাক লাভ করা যায়; যা শুনলে হাসি সংবরণ করা সম্ভব হয় না। স্ত্রী স্বামীর কোটের বোতাম লাগায়নি, স্বামী তার পায়ের নখ কাটেনি বা ঘুমালে একজনের নাসিকা এমনভাবে গর্জন করে যে, তাতে অপর জনের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে যায় এসব এবং এমন ধরনের অসংখ্য নিতান্ত হাস্য উদ্রককারী বিষয়ও সেখানে তালাক গ্রহণের বিরাট কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত সেখানে বিয়ে আর দাম্পত্য জীবন সকল গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য হারিয়ে ফেলেছে। সেখানে বিয়ে করা হয় এজন্য যে, তার পরই তাতে তালাক অনুষ্ঠিত হবে। তালাকের আধিক্য সম্পর্কে বলা হয় যে, প্রতি তিনটি বিয়ের একটির পরিণতি অনিবার্যরূপে তালাক।"[৩৩৩]

তালাকের আধিক্যে আতকিংত হয়ে লিং বলেনঃ The divorce rate, certainly on aspect of social harmony, is at an all high, more than one in every five marriages and promises in twenty years to be one in every marriage. অর্থাৎ তালাকের হার কোনকালেই এত বৃদ্ধি পায়নাই। প্রতি পাঁচটি বিবাহে একটি তালক হইত এবং ইহাতে নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয়, আগামী ২০ বৎসরের মধ্যে যতটা বিবাহ হয়, ততটা তালাক হইবে।"[৩৩৪] জর্জ লিন্ডসে বলেন, "১৯২২ খৃস্টাব্দে ডেনভারের প্রতিটি বিবাহই বিচ্ছেদে পরিণত হয় এবং প্রতি দুইটি বিবাহ একটি করিয়া তালাকের মামলা হয়। আমেরিকায় প্রায় প্রতিটি শহরেই এরূপ ঘটনা ঘটে। কেবল ডেনভারেই ইহা সীমাবদ্ধ নহে।"[৩৩৫]

<u>ফ্রান্সে তালাক</u> ঃ বর্তমান ইউরোপে পরিবারতন্ত্র নেই বললেই চলে। যে যার মত সকল কিছুতে স্বাধীন। পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা বিবাহ বন্ধনেই বিশ্বাসী নয়। আধুনিক সভ্যতায় পাশ্চাত্য জগতে খুব কম সংখ্যক লোকই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং যে সকল বিবাহ সংঘটিত হয়, উহার অধিকাংশই ভঙ্গ হয়ে যায়। "ফ্রান্সে প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে সাত-আট জন নারী পুরুষের বিবাহ হইয়া থাকে এবং বিবাহ করিয়া পবিত্র ও সৎভাবে জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে তাহাদের অধিকাংশেরই থাকে না। যে নারী অবৈধ সন্তান প্রসব করিয়াছে, বিবাহ করিয়া স্বামী দ্বারা এই সন্তানকে বৈধ ঘোষণা করিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যেও অনেক নারী বিবাহ করিয়া থাকে এবং এই উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার পরই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইয়া পড়ে।"[৩৩৬] ফ্রান্সে কয়েকবার মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন এক সম্মানিত ব্যক্তি-যিনি বিবাহের পাঁচ ঘন্টা পরই বিবাহ বিচ্ছেদ করেন। সীনের আদালতে একবার একই দিনে ২৯৪ টি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯৪৪ সালে বিবাহের নতুন আইন পাশ হওয়ার সময় চার হাজার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯০০ খৃস্টাব্দে এই সংখ্যা সাত হাজারে এবং ১৯১৩ সালে একুশ হাজারে পৌঁছে।"[৩৩৭] সুতরাং এত কিছুর পরও পাশ্চাত্য সমাজের মুখে একথা মানায় না যে, ইসলামে তালাকের ব্যবস্থা রেখে নারীকে খাট বা মর্যাদাহানি করা হয়েছে। ইসলামে তালাকের উদ্দেশ্য হচ্ছে-স্বামী স্ত্রী পাস্পরিক সম্পর্ক যখন এতদূর খারাপ হয়ে যাবে যে, তারা পরস্পর মিলেমিশে ও ঐক্য সৌহার্দ্য সহকারে জীবন-যাপন করার কোন সম্ভবনাই দেখতে পায় না, এমনকি এরূপ অবস্থায় সংশোধন বা পরিবর্তনের আশাও বিলীন হয়ে গেছে,যার ফলে বিয়ের উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়, ঠিক তখন উভয়ের ভবিষ্যত দ্বন্দ্ব সংঘাত ও তিক্ততা,বিরুক্তির বিষাক্ত পরিণতি থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে উভয়ের মধ্যে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়।

তালাকের শর্তসমূহ ঃ

১.তালাকদাতাকে মালিক হতে হবে।

২.আকেল,বোধ-জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে।

৩.তালাক দেওয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্বামীকে দেওয়া হইয়াছে স্ত্রীকে নহে। (তবে বিয়ের সময়ে স্বামী তালাকের ক্ষমতা স্ত্রীকে অর্পন করলে স্ত্রী নিজেকে খুলা তালাক দিতে পারে)

৪.বিবাহের ন্যায় তালাকও সাধারণ অতীত কালের বা বর্তমান কালের শব্দ দ্বারা দিতে হইবে, ভবিষ্যত কালের শব্দ ব্যবহার করিলে তালাক হইবে না।

৩৩৩.প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪

৩৩৪.আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫ খ্রি. পৃ. ১০৩

৩৩৫.প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

৩৩৬.প্রাগুক্ত, পৃ.১০১

৩৩৭.প্রাগুক্ত, পৃ.১০২

Dhaka University Institutional Repository

৫.ইনশা-আল্লাহ তালাক দিলাম বা খোদা চাহেত তালাক দিলাম বলিলে তালাক হইবে না।
৬.পরিস্কার একার্থবোধক শব্দের দ্বারা তালাক দিলে তালাক দেওয়ার নিয়াত থাকুক বা না থাকুক, এমনকি হাসি-ঠাট্টারূপে বলিলেও তালাক হইয়া যাইবে।
ক.নাবলিগ বা প্রকৃত পাগল স্বামী তালাক দিলে তালাক হইবে না।
খ.ঘুমন্ত স্বামীর মুখ দিয়ে যদি স্ত্রীকে তালাক দিলাম বা আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম কথা বাহির হয় তবে ইহাতে তালাক হইবে না।
গ.স্ত্রী নিজে স্বামীকে তালাক দিতে পারে না। কারণ, তাহার হাতে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। স্বামী যদি তালাক দেয় আর স্ত্রী যদি গ্রহণ না করে, তবুও তালাক হইয়া যাইবে।
ঘ.তালাক দিব বলিলে তালাক হইবে না। যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে তুমি অমুক কাজ করিলে বা বাপের বাড়ী গেলে তোমাকে তালাক দিয়া দিব, এইরূপ বলিলে স্ত্রী সেই কাজ করুক বা না করুক তালাক হইবে না।
ঙ.যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে ‘ও তালাকী’ বলিয়া ডাকে তবে তাহাতেও তালাক হইয়া যাইবে যদিও হাসি ঠাট্টারূপে বলে।
চ.অত্যাচার করিয়া বা মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইয়া কেহ স্বামীর মুখ হইতে ‘আমার অমুক স্ত্রীকে তালাক দিলাম’ বলাইলে তালাক হইয়া যাইবে। (তবে মতভেদ রয়েছে)
ছ.নেশা করিয়া মাতাল হইয়া, রাগে অধীর হইয়া তালাক দিলেও তালাক হইয়া যাইবে।”[৩৩৮]

তালাকের প্রকারভেদ

তালাক সাধারণত তিন প্রকার।
১.রাজয়ী তালাক (প্রত্যাহারযোগ্য তালাক)
২.বাইন তালাক মুখাফফাফা (এক বা দুই তালাকের মধ্যে সীমিত)
৩.বাইন তালাক মুগাল্লাযা (তিন তালাক দেওয়া)।
আবার অন্যভাবেও তালাককে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন স্বামী কর্তৃক তালাক এবং স্ত্রী কর্তৃক তালাক।
স্বামী কর্তৃক তালাকও তিন প্রকার।
“১.রাজয়ী তালাক (প্রত্যাহারের ক্ষমতা বিশিষ্ট)
২.বাইন/বাইন মুখাফফাফা-পৃথকীকরণ বিচ্ছেদ; প্রত্যাহারের ক্ষমতা রহিত কিন্তু তাজদীদে নিকাহ পুন:বিবাহ করিতে পারিবে।
৩.বাইন মুগাল্লাযা অতি নিকৃষ্ট পৃথকীকরণ তালাক,প্রত্যাহারের ক্ষমতা রহিত এবং তাজদীদে নিকাহও করিতে পারিবে না।”[৩৩৯]
“হানাফী মাযহাব মতে তালাক তিন প্রকার। যথা, আহসান, হাসান এবং বিদঈ অর্থাৎ সর্বোত্তম, উত্তম এবং গর্হিত। সর্বোত্তম পন্থার তালাক হচ্ছে এই যে,স্বামী তার স্ত্রীকে এমন তুহরে (পবিত্র অবস্থা) এক তালাক দেবে, যাতে সহবাস হয়নি, অতপর ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে। উত্তম পন্থার তালাক হচ্ছে এই যে, প্রতি তুহরে এক তালাক দেবে। তিন তুহরে তিন তালাক দেওয়াও সুন্নতের পরিপন্থী নয়। কিন্তু মাত্র এক তালাক দিয়ে ইদ্দত পূর্ণ করার সুযোগ দেওয়াই উত্তম। বিদ‘ঈ বা বিত‘আতী তালাক হচ্ছে একই সময়ে তিন তালাক দেয়া, অথবা একই তুহরে আলাদা আলাদা সময়ে তিন তালাক দেয়া, অথবা হায়িয অবস্থায় তালাক দেয়া। যে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা হয়েছে এবং যার মাসিক ঋতু হয় তার সম্পর্কে এই বিধান।”[৩৪০] এই তিন প্রকারের তালাক আবার ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত। “রিজঈ তালাক, বায়েন তালাক এবং মুগাল্লাযা তালাক। যে পন্থায় তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে পূর্ণ বিবাহ ছাড়াই ফিরিয়ে নেয়া যায়, তাকে রিজঈ তালাক বলে। যে তালাকের মাধ্যমে স্ত্রীকে পূনর্বিবাহ ছাড়া ফিরিয়ে নেয়া যায় না, তাকে বায়েন তালাক বলে। যে পন্থায় তালাক দেয়ার পর স্ত্রীর অন্য স্বামী গ্রহণ ছাড়া প্রথম স্বামী তাকে পূনরায় বিবাহ করতে পারে না, তাকে মুগাল্লাযা তালাক বলে। বিদ‘ঈ এবং মুগাল্লাযা একই ধরণের তালাক। তিন তালাকের মাধ্যমেই এরূপ তালাক হয়ে থাকে-তা একসঙ্গে দেয়া হোক অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি তাকে তুহর অথবা হায়েয যে কোন অবস্থায় তালাক দেয়া সুন্নাত বিরোধী নয়।

৩৩৮.মোহাম্মদ আবুল বাশার,*মুসলিম পারিবারিক আইন কানূন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,জুন ১৯৯৭ খ্রি.পৃ. ৮৪,৮৫
৩৩৯.প্রাগুক্ত
৩৪০.সম্পাদনা পরিষদ, *মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ*, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৮৬ খ্রি. কিতাবুত তালাক, পৃ. ৩২৭

যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়েছে কিন্তু হায়েয হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, তাকে সহবাস করার পরও তালাক দেয়া যেতে পারে। কেননা তার গর্ভবতী হওয়ার আশংকা নাই। অনুরূপভাবে যে স্ত্রীর এখনো মাসিক ঋতু শুরু হয়নি,তাকেও সংগম করার পর তালাক দেয়া যেতে পারে। কেননা তারও গর্ভবতী হওয়ার আশংকা নেই। অনুরূপভাবে যে স্ত্রী গর্ভাবস্থায় আছে তাকে সংগম করার পর তালাক দেয়া যেতে পারে। কেননা সে যে গর্ভবতী তা পূর্ব থেকেই জানা আছে।”[৩৪১]

তালাকের পদ্ধতিঃ যে যে পদ্ধতিতে তালাক দেওয়া যায় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

১.আহসান

২.হাসান

৩.বিদ‘আত

৪.সারীহ শব্দ দ্বারা

৫.কেনায়া শব্দ দ্বারা

৬.ঈলা এবং

৭.যিহার।”[৩৪২]

১.আহসান (অতিউত্তম) নিয়মে তালাক দেওয়া-যে স্ত্রীর সহিত সহবাস হইয়াছে সেই স্ত্রীকে একান্ত বাধ্য হইয়া তালাক দিতে হইলে যে তুহরের মধ্যে তাহার সহিত সঙ্গম করা হয় নাই, সেই পাক থাকা কালে স্ত্রী স্বয়ং সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একার্থবোধক সাধারণ অতীত কালের ক্রিয়া দ্বারা, যথা আমি তোমাকে তালাক দিলাম স্ত্রী সম্মুখে না থাকিলে আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম মুখে একবার মাত্র স্পষ্ট করিয়া বলিয়া তালাক দিবে। অতপর স্ত্রীকে পৃথক গৃহে রাখিয়া তিন তুহরে বা তিন মাস অথবা গর্ভবতী সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত ভরণ-পোষণ চালাইবে। এই নিয়মে তালাক দিলে মুখে রাজঈ তালাক দিলাম বলুক বা না বলুক ইহা রাজঈ তালাক হইবে।”[৩৪৩] অন্য মতে, “যেই তুহরে সহবাস হয় নাই এবং ইহার পূর্ববর্তী তুহরেও তালাক দেওয়া হয় নাই, সেই অবস্থায় স্ত্রীকে এক রিজঈ তালাক প্রদানের পর ইদ্দত পূর্ণ হইতে অথবা গর্ভ খালাস হইতে দিলে উহাকে আহসান তালাক বলে। উপরোক্ত তালাকের ভিত্তি হইল হাসান বসরী (র.) এর একটি বর্ণনা যাহাতে তিনি বলেন,‘সাহাবীগণ স্ত্রীকে এক তালাক প্রদানের পর তিনটি হায়েয কাল অতিবাহিত হইতে দেওয়াই পছন্দ করিতেন।”[৩৪৪]

এ ক্ষেত্রে স্বামী তালাক প্রদানের পর তিন মাসের পর তিন মাসের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে নিজ ঘরে নিতে পারে। কিন্তু তিন মাস ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার না করলে রিজঈ তালাকই বাইন মুখাফফাফা তালাক পরিগণিত হইবে। এখন আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। স্ত্রী ইচ্ছামত কোথাও বিয়ে করতে পারবে বা পৃথকভাবে জীবন-যাপন করতে পারবে অথবা নুতন করে প্রথম স্বামীর সাথেই পুন:বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এ সুযোগ কেবল দুই তালাক পর্যন্ত থাকবে, মোহরানাও নুতন করে ধার্য করতে হবে। আল্লাহ বলেন, “তালাক শুধু দুইবার দেওয়া যায়। এরপর হয় ভালভাবে স্ত্রীকে গ্রহণ করা হবে, কিংবা ভালভাবে বিদায় করে দেওয়া হবে।”[৩৪৫] নবী করীম (স.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আয়াতে দু’বার তালাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে তৃতীয় তালাক গেল কোথায়? জবাবে তিনি বললেঃ “কিংবা ভালভাবে বিদায় করে দেয়া হবে’ বাক্যেই তৃতীয় তালাকের কথা নিহিত রয়েছে।”[৩৪৬] “যে কুমারী স্ত্রীর সহিত সহবাস হয় নাই তাহাকে আহসান তালাকের নিয়মে তালাক দিলে বাইন তালাক হইবে, তাহাকে প্রত্যাহার করা চলিবে না, স্ত্রীকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করিয়া দিতে হইবে। স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করিতে হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্র বিবাহ করিতে পারিবে।”[৩৪৭]

৩৪১.প্রাগুক্ত পৃ.৩২৮

৩৪২.মোহাম্মদ আবুল বাশার, *মুসলিম পারিবারিক আইন কানুন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫

৩৪৩.মোহাম্মদ আবুল বাশার, *মুসলিম পারিবারিক আইন কানুন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬

৩৪৪. সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৭

৩৪৫.আল-কুর’আন, ২ঃ ২২৯, الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

৩৪৬.ইমাম আবু দাউদ ইবনে সুলায়মান ইবনে আল আশআস আস সাজিস্তানি,*সুনান*, প্রাগুক্ত কিতাবুত তালাক ও মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮১

৩৪৭.মোহাম্মদ আবুল বাশার, *মুসলিম পারিবারিক আইন কানূন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬

২.হাসান তালাক (উত্তম) যাহাকে কেহ কেহ সুন্নী বলে থাকেন। এই নিয়মে যে কুমারী মেয়েলোকের সহিত সহবাস হয় নাই সেই স্ত্রীকে, পবিত্রা বা হায়িযা যে কোন অবস্থায়-ই থাকুক, একবার তালাক দিয়া বিদায় করিয়া দিতে হইবে। যে মেয়েলোকের সহিত সহবাস করা হইয়াছে, সেই স্ত্রীকে তিন তুহুরে বা তিন মাসে প্রত্যেক তুহুরে বা মাসে পাক অবস্থায় এক তালাক করিয়া তিন বারে তিন তালাক দিতে হইবে। ইহা তালাক বাইন মুগাল্লাযা হইবে।"[৩৪৮] "সহবাস বর্জিত তুহুরে স্ত্রীকে এক রিজঈ তালাক দেওয়ার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তুহুরে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক প্রদানকে হাসান তালাক বলে নিম্নোক্ত দলীলের ভিত্তিতে ইহা সুন্নাত তালাকের অর্ন্তভূক্ত। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে, "তাদেরকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে।"[৩৪৯] মহানবী (স.) বলেছেন, "সুন্নাত তালাক এই যে, তুমি তুহুরকে সামনে রেখে প্রতি তুহুরে এক তালাক দাও।"[৩৫০] ইদ্দতকালে স্বামী উক্ত স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে পারবে না এবং ইদ্দত শেষে নিজ বাড়িতে বা তাজদীদে নিকাহও করতে পারবে না।

৩.বিদ'আত তালাকঃ (অতি নিকৃষ্ট) আহসান ও হাসান নিয়ম ভঙ্গ করে এক সঙ্গে তিন তালাক বা ইহার অধিক তালাক দেওয়াকে বিদ'আত বলা হয়। এই ভাবে তালাক দিলে উহা বাইন মুগাল্লাযা তালাক হইবে এবং ইহা বড়ই গুনাহের কাজ অর্থাৎ হারাম। এক সঙ্গে তিন তালাক দেবার কোন প্রয়োজন পড়ে না। নবী করীম (স.) এই ভাবে তালাক দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।"[৩৫১] হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে একই সময়ে তিন তালাক দাতাকে তিনি চাবুক মেরে কঠিন শাস্তি দিতেন। কাজেই ইহা শুধু হারামই নয়; বরং শাস্তিযোগ্য অপরাধও।"[৩৫২] এ ধরনের তালাকে ইমাম আবু হানিফার নিকট তিন তালাকই অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু ইমাম শাফিঈ'র নিকট এক সঙ্গে যতবারই তালাক দেওয়া হোকনা কেন তাতে এক তালাক হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

৪.সারীহঃ পরিস্কার একই অর্থ প্রকাশক শব্দ প্রয়োগে তালাক দেওয়া। যেমন কেহ স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলিল আমি তোমাকে তালাক দিলাম বা স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বলিল আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম। যদি স্ত্রীকে বলে যে, তোমার মাথাকে তালাক, তোমার শরীরকে তালাক, তোমার মুখকে তালাক দিলাম, ইত্যাদি দ্বারা পরিস্কার পূর্ণাঙ্গ স্ত্রীকেই বুঝাইবে, ইহাতে এ তালাক রেজঈ হইবে। কিন্তু যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে তোমাকে বাইন তালাক দিলাম, শয়তানের তালাক দিলাম, বিদ'আত তালাক দিলাম এক্ষেত্রে এক তালাক বাইন হইবে আর তিন তালাকের নিয়ত করিলে তিন তালাকই হইবে।"[৩৫৩]

৫.কেনায়াঃ (অস্পষ্ট) শব্দ দ্বারা তালাক-যে শব্দের অর্থ পরিস্কার নহে,একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে-তালাকের অর্থও হতে পারে অন্য অর্থও হতে পারে। যেমন বাহির হইয়া যা, বাপের বাড়ী যা, তোকে ত্যাগ করিলাম, তোকে বের করে দিলাম; অন্য স্বামীর খোঁজ কর ইত্যাদি শব্দ রাগের সময়ে বা ঝগড়া-ঝাটির সময়, তালাকের কথা বার্তা বলছে এমতাবস্থায় এক বা দুই তালাকের নিয়ত করিলে এক তালাক বাইন অর্পিত হইবে বা তিন তালাকের নিয়ত করিলেও তবে মুগাল্লাযা তালাকই হইয়া যাইবে।"[৩৫৪]

.ঈলাঃ স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার কসম খাওয়াকে ঈলা বলে। "যদি কোন স্বামী কসম খাইয়া বলেযে আল্লাহর কসম আমি আর আমার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিব না কিন্তু স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলে আল্লাহর কসম! আমি তোমার সঙ্গে সহবাস করিব না 'আল্লাহর কসম! আমি আর তোমার সঙ্গে সহবাস করিব না' অথবা 'আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে চার মাস (বা ছয় মাস বা এক বৎসর সহবাস করিব না' এইভাবে কসম খাওয়ার পর যদি চারি মাসের মধ্যে সহবাস না করে তবে চারি মাস (যে দিন কসম খাইয়াছে সেই দিন মাগরিব সন্ধা হইতে ত্রিশ দিনে একমাস গণনা করিয়া ১২০ দিন) শেষ হইলেই স্ত্রীর উপর বাইন তালাক পড়িবে। স্ত্রী অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারিবে ও

৩৪৮.প্রাগুক্ত

৩৪৯.আল-কুর'আন, ৬৫ঃ ১, إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

৩৫০.ইমাম আহমদ ইবন হুসাইন বায়হাকী, *বায়হাকী শরীফ*, কিতাবুত তালাক, খ.৭, পৃ. ৩৩৪ ও সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ.-৫৬৭-৬৮

৩৫১.মোহাম্মদ আবুল বাশার, *মুসলিম পারিবারিক আইন কানুন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭

৩৫২.প্রাগুক্ত

৩৫৩.মোহাম্মদ আবুল বাশার, *মুসলিম পারিবারিক আইন কানুন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭

৩৫৪.প্রাগুক্ত

ইদ্দতান্তে অন্য বিবাহ বসিতে পারিবে। আর যদি স্বামী চারি মাসের মধ্যে সহবাস করে তবে তালাক পড়িবে না কিন্তু কসম ভঙ্গের জন্য কাফফারা দিতে হইবে।"[৩৫৫]

৮.যিহারঃ (স্বদৃশ্য) শরী'আতে যেহারের অর্থ হলো নিজের স্ত্রীকে বা স্ত্রীর কোন অঙ্গকে নিজের মা, বোন বা অন্য কোন মাহরাম যাদের সাথে বিবাহ হারাম এমন আত্মীয়ের সমতুল্য বলাকে যিহার বলে। "যেমন যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আমার নিকট আমার মা বা খালা বা বোনের সমতুল্য অথবা বলে যে, তোমার পেট পিঠ বুক বা মাথা আমার মায়ের বা বোনের বা ফুফুর পেট, পিঠ-বুক বা মাথার মত ইহাতে যিহার হইবে। এতে ঐ স্ত্রীর সহিত সহবাস হারাম হইয়া যাইবে। স্বামী যতদিন যিহারের কাফফরা আদায় না করিবে ততদিন ঐ স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করা, চুমু খাওয়া বা কামভাবের সহিত স্ত্রীকে স্পর্শ করা বা সোহাগ পিয়ার করা হারাম। যদি কেহ কাফফরা আদায় করিবার পূর্বে স্ত্রীর সহিত স্বেচ্ছায় বা ভুলে সহবাস করিয়া ফেলে তবে বড় গুনাহগার হইবে। এইরূপ ঘটিলে আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার ও তাওবা করিতে হইবে। একাধিকবার যিহার করিলে একাধিকবার কাফফারা দিতে হইবে। যিহার করার কারণে তালাকের নিয়্যত করিলে এক তালাক বাইন হইবে। আর যদি নিয়্যত না থাকে, শুধু সহবাস হারাম করিবার নিয়্যত করিয়া থাকে তবে তালাক হইবে না। কিন্তু কাফফারা আদায় না করে সহবাস করিতে পারিবে না।"[৩৫৬]

যিহারের কাফফারা রোযার কাফফারার মত।একাধারে ৬০টি রোযা রাখতে হবে। অপারগতায় ৬০জন মিসকিনকে দুই বেলা খাওয়ানো, অথবা প্রতেককে দুইসের গম বা গমের মূল্য দিতে হবে।"[৩৫৭] তিন প্রকারের তালাকের মধ্যে ফলাফল ও পরিণতির দিক দিয়েও পার্থক্য আছে। সর্বোত্তম বা উত্তম পন্থায় তালাক দিলে ইদ্দত চলাকালীন সময়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যায়। ফিরিয়ে নেয়ার নিয়মও খুব সহজ। ফিরিয়ে নেয়ার নিয়্যতে ইদ্দত চলাকালীন সময়ের মধ্যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে বা তাকে চুমু দিলে অথবা তোমাকে ফেরত নিলাম বললেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়; পুনর্বিবাহের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ইদ্দত শেষ হয়ে যাবার পর পুনর্বিবাহের প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ এক তালাক অথবা দুই তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দত শেষ হয়ে যাবার পর তালাকদাতা স্বামী এর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্মতির ভিত্তিতে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। "এজন্য মাঝখানে স্ত্রী লোকটির দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের (তাহলীক) প্রয়োজন নেই এবং বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য মৌলভী ডাকারও দরকার নেই। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই ইজাব-কবুলের মাধ্যমে সহজেই পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হতে পারে।"[৩৫৮]

এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বাধীন- ইচ্ছা করলে বিবাহ নাও করতে পারে অথবা অন্য কোন স্বামীত্ব গ্রহণ করতে পারে। এক তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যেই স্ত্রীকে যদি ফিরিয়ে নেয়া হয়। আর স্বামী স্ত্রী হিসাবে জীবন-যাপন শুরু করার পর আবার যদি বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে প্রথম বারের ন্যায় আবার পারিবারিক আদালতের সাহায্যে মীমাংসার জন্য চেষ্টা করতে পারবে। তখনও প্রথম তালাকের নিয়ম অনুযায়ীই কাজ করতে করতে হবে। দ্বিতীয়বার তালাক দেবার পর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়, আর তারপর বিরোধ দেখা দেয়, তখনও দু'বারের ন্যায় মীমাংসার চেষ্টা করতে হবে। আর তা কার্যকর না হলে স্বামী তৃতীবার তালাক প্রয়োগ করতে পারে। আর এই হচ্ছে তার তালাক দানের ব্যাপারে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ ক্ষমতা। অত:পর স্ত্রী তার জন্য হারাম এবং সেও তার জন্য চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে যাবে। কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, "এ তালাক দু'বার। অত:পর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দেবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে।"[৩৫৯] কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়,তাহলে তাকে ইদ্দত চলাকালীন সময়ের মধ্যেও ফিরিয়ে নেয়ার আর সুযোগ থাকে না এবং এ ক্ষেত্রে পুনর্বিবাহে ব্যাপারটিও অত্যন্ত জটিল হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে হয়। এই দ্বিতীয় স্বামীও যদি কোন কারণে তাকে তালাক দেয় অথবা মৃত্যু বরণ করে, তাহলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সে সম্পূর্ণ নুতনভাবে বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথমস্বামীর ঘরে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক না দেয়, তাহলে এই স্ত্রী আর প্রথম স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে পারবে না।

৩৫৫.প্রাগুক্ত

৩৫৬.প্রাগুক্ত

৩৫৭.আল-কুর'আন, ৫৮ঃ 4 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِه

৩৫৮.সম্পাদনা পরিষদ, *মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ*, ইফাবা,প্রাগুক্ত, কিতাবুত তালাক, পৃ.৩২৮

৩৫৯.আল-কুর'আন, ২ঃ ২২৯,الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিলেও প্রথম স্বামীর কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরে যেতে পারে না,ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে সঙ্গম না করে। একটি হাদীসে এসেছে, হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রিফা'আ বিন ওছায়লার স্ত্রী রাসূল (স.) এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! রিফ'আ আমাকে পূর্ণ তালাক দিয়েছে। পরে আমি আব্দুর রহমান বিন যুবাইর কুরাযীকে বিবাহ করি। কিন্তু তার কাছে কাপড়ের কিনারা স্বাদৃশ্য বৈ কিছুই নেই। রাসূল (স.) বললেন, সম্ভবত তুমি রিফ'আ এর নিকট ফিরে যেতে চাও কিন্তু না তা সম্ভব না,যতক্ষণ না সে তোমার স্বাদ গ্রহণ করে এবং তুমি তার স্বাদ গ্রহণ কর।"[৩৬০] "একই সময়ে তিন তালাক দিলে চার মাযহাবের ইমামের মত অনুযায়ী স্ত্রী তিন তালাকই হয়ে যাবে এবং বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। রাসূল (স.) কে জনানো হল,এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক সময়ে তিন তালাক দিয়েছে। তিনি এ কথা শুনে রাগন্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেনঃ আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকা অবস্থায়ই কি এই লোকটি আল্লাহর কিতাব নিয়ে তামাশা করছে!"[৩৬১] স্ত্রীকে সংখ্যায় ১০০ বার তালাক দিলেও মাত্র তিন তালাকই পতিত হবে। "হযরত উবায়দা (রা.) এর পিতা নিজ স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিলে তিনি রাসূল (স.) এর নিকট গিয়ে তাঁকে এ কথা জানালেন। নবী (স.) বললেন,মাত্র তিন তালাকেই তার স্ত্রী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তার সাথে সাথে হয়েছে আল্লাহর অবাধ্যাচার। অবশিষ্ট ৯৯৭ টি তালাক জুলুম ও সীমা লংঘনের নিদর্শন হিসেবে রয়ে গেছে। আল্লাহ চাইলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন আবার ক্ষমা করতেও পারেন।"[৩৬২]

ইসলামের প্রথম যুগে নবী (স.) আবু বকর (রা.) মুসলমানগণ খুব অল্পই তালাক বিধি প্রয়োগ করতেন এবং একান্ত অপারগ হলে এক তালাক প্রদানেই তারা অভ্যস্ত ছিলেন। তবে কখনো বা কেউ তিনবার উচ্চারণ করতেন এবং এতে তাদের উদ্দেশ্য হত এক তালাক দেওয়া। পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করে তারা এক তালাক প্রদানের ইচ্ছাটিকেই সচল করতেন। তিন তালাক দেওয়া সাধারণত তাদের উদ্দেশ্য হত না। পরবর্তী সময় ওমর (রা.) এর যুগে মানুষের এ নীতি বেশ পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তালাকের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে ও বহুল পরিমাণে তিন তালাক প্রদানের ঘটনা সংঘটিত হতে থাকে। ফলে উমর প্রকৃত মাসআলায় জনতার ভুল বুঝাবুঝির আশংকা করেন। যেহেতু তিনি স্বীয় পুত্র আব্দুল্লাহর তালাক প্রদানের ঘটনা হতে অবগত ছিলেন যে,তালাক প্রদানের পদ্ধতি অবৈধ হলেও তালাক সংঘটিত হয়ে যায়। সুতরাং তিন তালাক প্রদান করলে তা সর্বাবস্থায়ই তিন তালাক সাব্যস্ত হবে। অতএব, তিনি যথার্থ মাসআলাটির প্রকাশ ঘটাতে এবং কার্যকররূপে বাস্তবায়িত করতে মনস্থ করলেন এবং এতে সকল সাহাবার ইজমাও হয়েছে। হাদীসে এসেছে,ইসহাক ইবন ইব্রাহিম ও মুহাম্মদ ইবন রাফি ইবন আব্বাস ত্থত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) এর যুগে এবং আবু বকরের যুগে ও উমরের খিলাফতের দুই বছর পর্যন্ত তিন তালাক এক তালাক সাব্যস্ত হ'ত। পরে উমর ইবনুল খাত্তাব বললেন, লোকেরা একটি বিষয়ে অতি ব্যস্ততা দেখিয়েছে যাতে তাদের জন্য ধৈর্যের (সুযোগ) অবকাশ ছিল। এখন যদি বিষয়টি তাদের জন্য কার্যকর সাব্যস্ত করে দেই (তবে তাই কল্যাণকর হবে) সুতরাং তিনি তা তাদের জন্য (তিন তালাক) বাস্তবায়িত ও কার্যকর সাব্যস্ত করলেন।"[৩৬৩]

তালাক প্রদানের ক্ষমতা কার

উপরের আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলামে তালাক দেওয়ার কাজ কেবল স্বামীর, এ ক্ষমতা একান্তভাবে স্বামীকেই দেওয়া হয়েছে। স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী স্ত্রীকে যতদিন রাখতে পারে অথবা তালাক দিয়ে বিদায় করেও দিতে পারে। এ এখতিয়ার স্বামীর হাতেই। কিন্তু প্রশ্ন ওঠতে পারে তালাক দানের ক্ষমতা শুধু স্বামীর হাতে কেন? স্ত্রীর এখতিয়ার নেই কেন? এতে কি পূর্ণ ইনসাফ করা হয়েছে? ইত্যাদি। এ সব প্রশ্নের জবাব এরূপ হতে পারে- স্ত্রীর হাতে তালাক প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া সমিচীন নয় কারণঃ-

১.স্ত্রীর হাতে তালাক দানের ক্ষমতা প্রদান করলে যে সমস্ত সমস্যা হতে পারে, তা নিম্নরূপঃ

(ক) যেহেতু দাম্পত্য জীবনের সকল দায়-দায়িত্ব স্বামীর, তাই ভরণ-পোষণ, মোহরানা যাবতীয় খরচ স্বামীকেই করতে

৩৬০.আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহী বুখারী শরীফ*, ঢাকাঃ ইফাবা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ খ্রি. কিতাবুত তালাক, হাদীস নং-৪৭৬৯, পৃ.৮

৩৬১.সম্পাদনা পরিষদ, *মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ*, ইফাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯

৩৬২.প্রাগুক্ত

৩৬৩.ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আলকুশায়রী নিশাপুরী, *সহী মুসলিম শরীফ*, ইফাবা ঢাকাঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ খ্রি. কিতাবুত তালাক, ৫ম খন্ড, পৃ. ২১৯, হাদীস নং. ৩৫৩৭, ৩৫৩৮, ৩৫৩৯

Dhaka University Institutional Repository

হয়, স্ত্রীকে নয়-তাই স্ত্রীর হাতে তালাকের ক্ষমতা থাকলে স্বামীকে কঠিন আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন করে দেয়া হবে।
(খ) পারিবারিক জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব ও ভঙ্গুরতা প্রবল হয়ে দেখা দেবে।
(গ) তালাকে স্বামী ক্ষতিগ্রস্ত হবে, পক্ষান্তরে স্ত্রী নিত্য নুতন স্বামী গ্রহণের সুযোগ পেলে প্রতি বারেই নুতন করে দেন মোহর পেয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হবে।
(ঘ) স্ত্রী নিত্য নতুন সাজ-সজ্জা, নিত্য নতুন ঘরবাড়ী ও নিত্য নুতন পুরুষের ক্রোড় লাভের সুযোগ পাবে।
(ঙ) স্ত্রীর তালাকের ক্ষমতা থাকলে যেহেতু স্ত্রীর আর্থিক ক্ষমতা থাকবে না সেহেতু স্ত্রী স্বামীর ইচ্ছা না থাকলেও তাকে তালাক দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে পারবে।
(চ) এতে স্বামী শুধু আর্থিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না; বরং মানসিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
(ছ) সাধারণত: স্ত্রীলোকের মন-মেজাজ দ্রুত পরিবর্তনশীল,স্পর্শকাতর, অধৈর্যশীল, ক্রোধান্ধ, তাই এ ক্ষমতা পেলে সে ক্ষমতার অপব্যবহার করবে।
(জ) তালাকের ক্ষমতা স্ত্রীর হাতে থাকলে স্ত্রী কর্তৃক স্বামী নির্যাতিত ও নিপীড়িত হওয়ার মাত্রা বেড়ে যাবে।
(ঝ) স্ত্রী স্বামীর আনুগত্যের বাঁধন ছিন্ন করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে এবং তালাক দিয়ে অন্যত্র চলে যাবে।
২. তালাক দানের ক্ষমতা কেবল স্বামীর হাতে ন্যস্ত করা হলে সেটি হবে সত্যিই বাস্তবসম্মত, স্বভাবসম্মত এবং যুক্তিসঙ্গত। কেননা-
(ক) পারিবারিক জীবনে সব রকমের দায়দায়িত্ব প্রধানত স্বামীকেই বহন করতে হয় এবং স্বামীই পরিবারের কর্তা ও স্ত্রীর নিয়ন্ত্রক।
(খ) আর্থিক প্রয়োজনে স্বামীকেই পূরণ করতে হবে। সে ইচ্ছা করে বারে বারে নুতন বিয়ে করে দেন মোহর দেয়ার, বিয়ে- উৎসবের খরচ বহন করার ঝুঁকি গ্রহণ করতে সহজে রাজী হতে চাইবে না।
(গ) স্বামী প্রথম বিয়ে বা একবারের বিয়েকেই চিরস্থায়ী করার চেষ্টা করবে এবং সহজে তালাক দিয়ে আর্থিক, মানসিক ও পারিবারিক বিপর্যয় আনতে চাইবে না।
(ঘ) স্ত্রীর তুলনায় স্বামী সাধারণত: সহনশীল, সংবেদনশীল ও ধীরস্থির হয়ে থাকে। তাই পারিবারিক ঝড়- ঝাপটা ও জটিলতা সহ্য করার ক্ষমতা রাখে।
(ঙ) সন্তানাদির ভরণ-পোষণ ও লেখাপড়া এবং বিয়ে-শাদী দেয়া স্বামীরই দায়িত্ব। তাই অযথা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নিজের ও সন্তানদের বিপর্যয় ডেকে আনতে সহজে চাইবে না। একান্ত বাধ্য হয়েই সে তালাক দিয়ে থাকে। প্রশ্ন করা যেতে পারে, স্বামী সব সময় এ চরম অবস্থায় পড়েই তালাক দানের ক্ষমতা প্রয়োগ করে না; বরং প্রায়ই দেখা যায়, স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য ঝগড়া-ঝাটি ও কলহের দরুন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, একান্তই অকারণে স্ত্রীকে শুধু কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তালাক দেয় অথবা এও দেখাযায়যে, নিজে নতুন বধূয়ার মধুলুণ্ঠনের সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে, ফলে এ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছে নানাভাবে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত ও অপদস্থ হচ্ছে। এর প্রতিবিধান কি হতে পারে? এর উত্তরে বলা যায়, "দুনিয়ার যে কোন ব্যবস্থায়ই খারাপভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আর ক্ষমতাবান ব্যক্তি যদি চরিত্রহীন ও দায়িত্বজ্ঞান শুন্য হয়, তাহলে তার পক্ষে সীমালংঘন করে যাওয়া একটা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ অবস্থা এই যে, স্বামী-স্ত্রীর তুলনায় অধিক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে থাকে, ঘর-সংসার ও সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাকেই বেশি করে ভাবতে হয়-অন্তত স্ত্রীর তুলনায়। তাই এ সাধারণ অবস্থাকে সামনে রেখেই সাধারণ বিধান হিসেবে তালাক দানের ক্ষমতা মূলত স্বামীর হাতেই অর্পণ করা হয়েছে।"[৩৬৪]
তাছাড়া দুই একজনের চারিত্রিক ত্রুটির কারণে আসল মূলনীতির তো ত্রুটি হতে পারে না। কাজেই বৃহত্তর কল্যাণের দৃষ্টিতে সাধারণ নীতির যথার্থতা বিচার করলে পুরুষকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হবে। কুর'আন মাজিদে বলা হয়েছে, "সে যার হাতে বিয়ের মূল গ্রন্থি নিবন্ধ রয়েছে।"[৩৬৫] তাফসীরে মাযহারীতে এর অর্থ লিখেছে, "স্বামীই হচ্ছে বিয়ের বন্ধন ও সে বন্ধন খোলার কর্তৃত্বের অধিকারী।"[৩৬৬] উক্ত আয়াতের এ ব্যাখ্যা রাসূল (স.)এর যা উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। এবং সকল সাহাবীও এতে একমত পোষণ করেছেন।"[৩৬৭] হাদীসে এসেছে,

৩৬৪.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫
৩৬৫.আল-কুর'আন, ২ঃ ২৩৬, الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
৩৬৬.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫ ও মাযহারী ,খ. ১, পৃ.২৩৩
৩৬৭.রুহুল মা'আনী, খ.২, পৃ. ১৫৪ মাও. আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৬

রাসূল (স.) বলেছেন, "তালাক দেওয়ার এখতিয়ার তার, যে বিয়ে করেছে।"[৩৬৮]

স্ত্রী-সত্ত্ব কাবীননামা ঃ আমাদের দেশে মুসলিম শাসন আমল থেকেই কাবীননামা লিখার রীতি চলে আসছে। ১৯৩৫ সালে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে তাফবীজ তালাক রেজিস্ট্রি করার বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর হতে এবং ১৯৬১ সালে পাকিস্তান শাসন আমলে মুসলিম পারিবারিক আইনের নিকাহ নামার ২০ নং দফায় বিবাহের দলিল সম্পর্কে উল্লেখ থাকলেও বিবাহ রেজিস্ট্রির নিয়ম অসম্পূর্ণ ও ক্রটিপূর্ণ হওয়ায় নিকাহ রেস্ট্রিারগণ পাত্রের স্বীকৃতি বা কোন লিখিত দলিল বা অঙ্গীকারনামা না নিয়েই নিকাহনামার ১৭/১৮ কলামে ইচ্ছামত তাফবীজ (স্ত্রী-সত্ত্ব কাবীন অর্থাৎ স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ) তালাকের ক্ষমতা স্বামী স্ত্রীকে অর্পণ করেছেন লিখে আসিতেছেন এবং এরূপ নিকাহনামা বা জাল দলিলের বলে গত ১৯৬১ ইং সাল হইতে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ কোন লিখিত তালাকনামা না নিয়াই স্বামীকে তালাক দিয়াছে উল্লেখিত তালাকের নোটিশ করলে স্ত্রীর টিপসই নিয়ে বহু মুসলমান স্ত্রীলোকের নাজায়িয তাফবীজ তালাক করাইতেছেন ও কেহ কেহ এখনও করাইতেছেন।”[৩৬৯]

সম্প্রতি বাংলাদেশে যতগুলি তালাকের ঘটনা ঘটেছে বা ঘটছে তার ৮০% স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক দান।”[৩৭০] তালাক দানের ক্ষমতা স্বামীর থাকলেও স্বামী যদি বিবাহ মজলিসে বা তালাকের অনুষ্ঠানে স্ত্রীর নিকট তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করে তাহলে স্ত্রী স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন বা হওয়ার বা নিজেকে তালাক নেওয়ার অধিকারিনী হয়ে যায়। স্বামী তালাকের নিয়্যত করে স্ত্রীকে যখন বলে, তুমি ইখতিয়ার কর অথবা বলে তুমি নিজেকে তালাক দাও, তখন তাহার (স্ত্রীর) জন্য নিজেকে তালাক দেওয়া জায়েয হবে। যতক্ষণ সে তার সেই বৈঠকে থাকবে।”[৩৭১] অথবা কাবীননামায় বা কোন চুক্তিনামায় স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক য়োর ক্ষমতাপ্রাপ্তা হলে এবং সে ক্ষমতা এরূপ উখতিয়ার থাকে যে, সে যখন ইচ্ছা তালাক নিতে পারবে তবে তা জায়িয হবে। “যায়িদ ইবন সাবিত থেকে বর্ণিত। তিনি বসা ছিলেন এমন সময়ে এক লোক কাঁদতে কাঁদতে নবীর কাছে আসল। তিনি (স.) তাঁর কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটি বলল আমি আমার স্ত্রীর উপর তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করেছিলাম, সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।”[৩৭২] ইমাম মালেক, হানাফী মাযহাবের এক মতে তালাকে তাফবীজে এক/দুই তালাক বায়েন হবে। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ এবং হানাফী মাযহাবের অন্য মতে এক তালাক রিজই হবে।”[৩৭৩]

হিলা তালাক/ বিয়ে জায়িয নয় এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ

হিলা বা বাহানা কিংবা প্রতারণা করে তালাক ও বিবাহ ইসলামে জায়িয নেই। স্বামী তালাকের ক্ষেত্রে স্ত্রীকে সুন্নাত পদ্ধতিতে অথবা বিদ‘আতি পদ্ধতিতে যদি তিন তালাক দেয়, তাহলে স্ত্রী চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম স্বামীর নিকট ফিরার কেবল একটি রাস্তাই খোলা আছে আর তাহলো, যেমন আল্লাহ বলেন, “সে স্ত্রী লোকটি অপর স্বামী বিয়ে করবে। তারপর সে দ্বিতীয় স্বামী যদি তালাক দেয় তারপর যদি তারা পুন:মিলিত হতে চায় এবং আল্লাহর বিধান কায়েম রাখতে পারবে বলে যদি মনে করে তাহলে তাদের দু’জনের পুন:বিবাহে কোন দোষ নেই।”[৩৭৪] আল্লামা আলুসী বলেন, “অর্থাৎ স্ত্রীলোকটিকে অপর এক স্বামীর সাথে বিবাহিত হতে হবে এবং সে তার সাথে সহবাস করবে। এ দৃষ্টিতে শুধু বিয়ের আক্দ হওয়াই এ আয়াতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে যথেষ্ট হবে না।”[৩৭৫] হাদীসে বর্ণীত হয়েছে, রাফায়া নামে এক মহিলা এসে নবী করীম (স.) এর নিকট বলল, আমি বর্তমানে আব্দুর রহমান ইবনে জুবাইরের স্ত্রী। কিন্তু তার পুরুষত্ব নেই। এজন্য আমি প্রথম স্বামীর নিকট পুনর্বিবাহ করে ফিরে যেতে চাই। তখন নবী করীম (স.) বললেন, “না তা পারবে না যতক্ষণ তুমি তোমার বর্তমান স্বামীর মধু পান না করবে এবং সে তোমার মধু

৩৬৮.মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৬

৩৬৯.মোহাম্মদ আবুল বাশার, *মুসলিম পারিবারিক আইন কানূন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮১

৩৭০.সংবাদ,*এটিএন বাংলা*, তারিখ.৫/৮/১১, সন্ধ্যা ৭.০০

৩৭১.আযীযুর রহমান নু’মানী, *ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ১৯৮৮ খ্রি. পৃ ১৪৭

৩৭২.সম্পাদনা পরিষদ, *মুআত্তা মুহাম্মদ*, ইফাবা, কিতাবুত তালাক, পৃ.৩৪০, হাদীস নং-৫৬৮

৩৭৩.মুআত্তা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৪৩

৩৭৪.আল-কুর’আন, ২ঃ ২৩০, فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

৩৭৫.মওলানা মুহামাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮

পান না করবে।"[৩৭৬] হাদীসটি ইমাম আহমদ মুসনাদে ইমাম শাফিঈ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আলুসী বলেন, এ হাদীস প্রমাণ করে,দ্বিতীয় বিবাহকারী ব্যক্তিকে অবশ্য যথাযথভাবে স্বামী হতে হবে।"[৩৭৭] কিন্তু বর্তমান কালে যেমন সাধারণ রীতি হিসেবে দেখা যায়, কেউ তার স্ত্রীকে রাগের বশবর্তী হয়ে একসঙ্গে তিন তালাক দিল,পরে অনুতপ্ত জাগল,ঘর-সংসার বিপর্যস্ত হওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে কোন বন্ধু-বান্ধব, খালাত ভাই, মামাত ভাই বা প্রতিবেশি ভাইয়ের সাথে চুক্তি করল যে তার স্ত্রীকে এক দিনের জন্য বিয়ে করতে পারে। এ রীতির সাথে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই। এটি তাদের মনগড়া-বানোয়াট মাস'আলা। বাংলাদেশে অহরহ যত্রতত্র ঘটেই চলছে। এটি একটি প্রতারণা, এ বিয়ে অন্যকে বিয়ে করার জন্য হালাল করার বাহানা করা। কারণ তার উদ্দেশ্য পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নয়; বরং এক দিনের/ রাতের স্বামী। এ ধরনের তালাক ও বিয়ে লজ্জাকর, জঘন্য, যা অনেকের কাছে শরী'আতের বিধান হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। হাদীসের পরিভাষায় এরূপ যে বিয়ে করে তাকে মুহাললীল বলে। হাদীসে এসেছে "যে লোক এভাবে হালালকারী হয় এবং যার জন্যে সে হালালকারী হয়-এ উভয়ের উপরই নবী (স.) লা'নত করেছেন।"[৩৭৮] হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বলেছেন, "নবী (স.) কে হালালকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বললেনঃ না এরূপ বিয়ে করা যাবে না।"[৩৭৯] হাদীসে উভয়কেই জেনাকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমার কাছে এরূপ হালালকারী ও যার জন্য হালাল কার হয় তাকে পেশ করা হলেই আমি তাদের দু'জনকেই রজম বা হত্যা করব।"[৩৮০] হযরত আব্দুল্লাহ এ ধরনের দুই ব্যক্তিকে শাস্তি দিচ্ছিলেন। তো এর কারণ তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "কেননা এরা দুজনই জ্বেনাকার।"[৩৮১]

হালালকারীদের উপর আল্লাহরও অভিশাপ বর্ষিত হয়। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স.) বলেছেন, তোমাদেরকে ধার করা খাসির কথা বলব? সাহাবীগণ বললেন হ্যাঁ হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন, সে হল হালালকারী। আর হালালকারী ও যার জন্যে হালাল করা হয়- এ দুজনের উপরই আল্লাহর অভিশাপ বর্ষণ করেন।"[৩৮২] আমাদের দেশে তাহলীল করার নামে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিবাহের যে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়-তা সম্পূর্ণ নাজায়িয কাজ। একে মূলত বিয়েই বলা যায় না। প্রকারান্তরে তা এক ধরনের যেনা। এটা ছল-চাতুরীর মাধ্যমে খোদার আয়াত নিয়ে খেল তামাশা এবং আইনের আক্ষরিক মারপ্যাচের সুযোগ নিয়ে তার মূল লক্ষ্য ও ভাবধারাকে বিনষ্ট করারই নামান্তর। ইমাম আবু হানিফার মতে এ ধরনের পরিকল্পিত বিবাহ জায়েয হলেও মাকরুহ তাহরিমী। আবু ইউসুফ, মালেক, শাফেয়ী, আহমদের মতে বিয়ে বাতিল। তা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করবে না।"[৩৮৩]

খুলা তালাক ঃ আরও এক প্রকার তালাক আছে, যাকে বলা হয় খুলা তালাক। খুলা তালাক মানে স্ত্রী স্বামীর সাথে থাকতে রাযী নয়। সে জন্যে সে তালাক নিতে চায়; কিন্তু স্বামী তালাক দিতে ইচ্ছুক নয়। এরূপ অবস্থায় স্ত্রী কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে স্বামীকে তালাক দিয়ে রাযী করিয়ে নেয়। ইসলামে একে বলা হয় খুলা তালাক এবং শরী'আতে এরূপ তালাকের অবকাশ রয়েছে।

৩৭৬.ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী শরীফ* , প্রাগুক্ত, ৯ম খ. ইফাবা, কিতাবুত তালাক, হাদীস নং ৪৭৬৯
৩৭৭.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,পরিবার ও পারিবারিক জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯
৩৭৮.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকাঃ নভেম্বর ১৯৯৩ খ্রি. পৃ.৩৯০
৩৭৯.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত
৩৮০.মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত
৩৮১.মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ ৩৯০
৩৮২.মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯১
৩৮৩. সম্পাদনা পরিষদ, *মুআত্তা মুহাম্মদ*, ইফাবা, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৩

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহারঃ/ গবেষণার মূল অর্জনঃ বাংলাদেশের দাম্পত্য জীবন সমস্যা সমাধানে ইসলামের যে ভূমিকা রয়েছে তাতে দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি শান্তিপূর্ণভাবে জীবন-যাপনের পরিবেশ পূর্নাঙ্গ অথবা ইসলামী মূল্যবোধ,বিশ্বাস এবং বিধি-বিধানের দ্বারা দাম্পত্য জীবনের সমস্যা সমাধান করা যে সম্ভব; তা এ গবেষণার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি মাত্র। এ গবেষণার মাধ্যমে যা অর্জিত হয়েছে তার উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১.বর্তমান সময় মুসলমানদের পারিবারিক তথা দাম্পত্য জীবন ইসলামী আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। কোথাও কোথাও তা পুরোপুরিভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে, কোথাও আংশিক পরিত্যক্ত, আবার কোথাও সম্পূর্ণ ইসলামের বিপরীত আদর্শ ও নিয়মনীতি অনুসরণ করে চলেছে।

২.দাম্পত্য জীবনের সমস্যা অত্যন্ত প্রকট আকার ধারণ করেছে। বলতে গেলে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যার অন্যতম এটি। কারণ সকল ক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়,দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনে হয় অবক্ষয়ের প্রতিযোগিতা চলছে। কে কাকে ঠকাবে, নির্যাতন ও যুলুম করে নিজেকে বিজয়ী করবে।

৩.সন্দহাতীতভাবে সত্য যে, একদিকে ইসলামের পারিবারিক আদর্শ, দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে চরম অজ্ঞতাজনিত রক্ষাণশীলতা এবং অপরদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচন্ড আঘাতে উৎক্ষিপ্ত আধুনিকতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা (অধিকারের নামে) আজ মুসলিম সমাজের পরিবার ও দাম্পত্য জীবনকে এক মহা বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। মুসলিম পরিবারে ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধী আদর্শের জীবন-যাত্রার প্রবর্তন হচ্ছে।

৪.নারীর শারীরিক ও মানসিক রক্ষাকবচ পর্দা/ হিজাব প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়েছে,চলছে যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা ও প্রেম-ভালবাসার কৃষ্ণলীলা। নাচ ও অশ্লীল গানের অনুষ্ঠান আজ জাতীয় সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। স্কুল-কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণদ্যোমে চলছে পাশ্চাত্য কায়দায় সহশিক্ষা। যুবতী নারী, আর ঘর-সংসারের ক্ষুদ্র পরিবেশ ডিঙ্গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নানা কাজের উন্মুক্ত ময়দানে- নাট্যমঞ্চে, ক্লাবে-পার্টিতে, সভা-সমিতিতে। রেডিও-টেলিভিশনের কেন্দ্রস্থলে অবাধ সংমিশ্রনের প্লাবন ছুটছে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া কর্মীদের জীবন চলছে বল্গাহীনভাবে। অনেকক্ষেত্রেই মনে হয় যেন তাদের দাম্পত্য জীবন ভাঙ্গাগড়ার জীবন।

৫.বিবাহ-শাদীতে মাসনুন তরিকা মানা হচ্ছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈষয়িক কারণে বিবাহ করা হচ্ছে। যৌতুকের কারণে অনেক মেয়ের বিয়েই হচ্ছে না। যাই-বা হচ্ছে তা আবার যৌতুকের দাবি পূরণ করতে না পারায় বিবাহ ভেঙ্গে যাচ্ছে। যেগুলো টিকে যাচ্ছে তা অত্যন্ত যুলুম ও নির্যাতনের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হচ্ছে। দাম্পত্য জীবনের কলহের প্রধান ও অন্যতম ফলাফল হলো স্ত্রী হত্যা, যা বাংলাদেশে অহরহ ঘটেই চলছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এর উল্টোটাও ঘটছে।

৬.দাম্পত্য জীবনে শুরু হয়েছে মহাভাঙ্গনের তরঙ্গাভিঘাত। মহাপ্রলয়ের প্রচন্ডতায় দাম্পত্য জীবনের সকল শান্তি, মাধুর্য-কোমলতা চূর্ণ-বিচূর্ণ। শিশু সন্তান মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় লালিত পালিত হচ্ছে কাজের মেয়েদের অনুশাসনে। বিংশ শতাব্দির শুরুতে পাশ্চাত্য সমাজে যে নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বিপর্যয়ের প্লাবন এসেছিল এবং চুরমার করে দিয়েছিল সেখানকার পরিবার ও দাম্পত্য জীবন,ঠিক সেই প্লাবনই এসে দেখা দিয়েছে আমাদের সমাজে। যিনা-ব্যভিচার আজ এ সমাজে নিত্যদিনের সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জারজ সন্তানের চিৎকার আজ পথে-ঘাটে, ঝোঁপে-ঝাড়ে, ড্রেনে-ডাস্টবিনে, বায়ুমন্ডলকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। স্বামীর সংসার, সন্তান ছেড়ে স্ত্রীরা আজ ভিন পুরুষের সাথে, পুরুষেরা ভিন নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে মেতে উঠেছে। স্ত্রীকে কথায় কথায় তালাক দেওয়া হচ্ছে, তালাক দিয়ে আবার অবৈধভাবে নেওয়াও হচ্ছে। অনুরূপভাবে স্ত্রীরাও সামান্য কারণে স্বামীকে তালাক দিয়ে তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে এবং অবৈধ,অনৈতিক পথে পা দিচ্ছে ফলে বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

৭.এসব ঘটনাই প্রমাণ করে যে, বর্তমান মুসলিম সমাজ মোটেও ইসলামী তথা মুসলমানদের সমাজ নয়। আর মুসলমান তথা ইসলামী সমাজ নয় বলেই দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রী,সন্তান-সন্ততি পরিবারের সুখ-শান্তি থেকে বঞ্চিত। এ কারণেই সমাজের মানুষ দাম্পত্য জীবনের সাথে সাথে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আজ এত

কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন।
৮.ইসলামী শিক্ষা একটি সমন্বিত শিক্ষা। এ শিক্ষায় দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও কল্যাণ লাভের শিক্ষা। এখানে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সকল দিকই আলোচিত। এমন কোন স্তর নেই যে, সেখানে সমস্যার সমাধান নেই। বর্তমানে বিজ্ঞান এর বিরোধিতা করে না। এজন্য বলা ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, এ দেশের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রায় সকলেই এ শিক্ষাকে ছেড়ে দিয়ে শুধু বৈষয়িক শিক্ষা গ্রহণ করছে।

সুপারিশমালাঃ
বর্তমানে আমাদের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের বিপর্যয়ের কারণসমূহের পরিপেক্ষিতে সমাজের সুধী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, মিডিয়াকর্মী, সংবাদকর্মী,সরকারি ও বেসরকারি দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট এ থেকে উত্তরণের কতিপয় অপহির্য পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করছি।
১.সর্বপ্রথম কাজ হলো,সাধারণভাবে সকল নারী পুরুষের এবং বিশেষ করে যুবক-যুবতীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন করতে হবে। তাদের বুঝতে হবে, পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী সামাজিক আদর্শ আমাদের জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয় হতে পারে না। আমাদের আদর্শ বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (স.) এর আদর্শ। একজন মুসলিম হিসেবে এ আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

২.ইসলাম নারী পুরুষের কথাবার্তা, দেখা-সাক্ষাত ও মেলামেশার একটি নীতি ও নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজে এ ক্ষেত্রে কোন বিধি-নিষেধ নেই, নেই কোন সীমারেখা। অবাধ মেলামেশার সুযোগে পাশ্চাত্য সমাজে অবাধ যৌনাচার স্বীকৃত। মুহাররম নারী পুরুষ ছাড়া দেখা সাক্ষাত এবং পেশাগত কাজের কারণে গাইর মুহাররমদের সাথে সীমার মধ্যে থেকে দেখা সাক্ষাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
৩.ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের দায়িত্ব- কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন এটি আল্লাহ প্রদত্ত। অতএব তাদের কর্মক্ষেত্রও এক ও অভিন্ন হতে পারে না। আর হলেও তার পরিবেশ যেন আলাদা থাকে। আবার শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও একই ক্লাসে পাশাপাশি ও কাছাকাছি, লাগালাগি করে শিক্ষা গ্রহণ করা,একইভাবে অফিস আদালতের কক্ষে সামনা-সামনি বা মুখোমুখি, পাশাপাশি কক্ষে কাজ-কর্ম যতশীঘ্র সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সুতরাং নারী ও পুরুষের জন্য শিক্ষাঙ্গন ও কর্মক্ষেত্র আলাদা করতে হবে। ঘরের দায়িত্বই নারীর প্রধান দায়িত্ব। প্রয়োজন ছাড়া অকারণে মেয়েরা বাইরে ঘোরাফেরা,আড্ডা দেওয়া, পথে-ঘাটে, পার্কে-লেকে, বাগানে, রেস্তোরায় হাওয়া খেয়ে বেড়ানো, দোকানে বাজারে শপিংমলে এবং হোটেলে-ক্লাবে পার্টিতে অবাধ যাতায়াত ও বিচরণ বন্ধ করতে হবে এবং নিতান্ত অপরিহার্য কাজগুলোকে বিধিবদ্ধ ও নিয়মানুগ করতে হবে।

৪.শুধু বৈষয়িক স্বার্থে-সমাজে-বেশি বয়সে ছেলেমেয়েদের বিয়ে-শাদীর রেওয়াজ পরিবর্তন করতে হবে। এ ব্যাপারে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। যৌতুক বিরোধী আইন আরো কঠোর করতে হবে যাতে বিবাহ ব্যবস্থা সহজীকরণ হয়। সেই সাথে এক সাথে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের পথ নিয়ন্ত্রণ সহকারে ও শরী'আতের কড়া বাধ্যবাধকতার মধ্যে উন্মুক্ত রাখতে হবে। তাকে বন্ধ করা কিংবা অসম্ভব করে তোলা অথবা তার জন্য ছল চাতুরীর সাহায্যে একাধিক বিয়ের সুযোগ থাকা উচিত হবে না।

৫.সাধারণ পর্যায়ে না হলেও সমাজের উচ্চ পর্যায়ে বিধবা নারীর পূনর্বিবাহের প্রচলন প্রায় পরিত্যক্ত হতে বসেছে। এ কারণে নৈতিক ও পারিবারিক দিক দিয়ে দেখা দিচ্ছে বিপর্যয়। অথচ বিশ্বনবী (স.) বিধবা বিয়ের মাধ্যমেই তাঁর দাম্পত্য জীবন শুরু করেছিলেন। এক সন্তান বা দুই সন্তানের যুবতী কিংবা তালাকপ্রাপ্তা নারীর পূন:বিবাহকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। এ ভাবধারার পরিবর্তন করতে হবে।

৬.ইসলামে অপরিহার্য প্রয়োজনে বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাকের অনুমতি রয়েছে। অবস্থা এমন হয় যে, স্বামী স্ত্রী আর ঘর সংসার করার কোন উপায়ই থাকে না। তখন হয় স্বামী আপনা হতে স্ত্রীকে তালাক দিবে অথবা স্ত্রী খুলা তালাকের মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করবে। এতে যে কোন দাম্পত্য ও পারিবারিক দুর্ঘটনা রোধে সহায়ক হবে। একসঙ্গে তিন তালাক দিয়ে অবৈধ, অমানবিক, শরী'আত বিরোধী হিলা বিয়ের ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে।

৭.বর্তমানে মুসলিম সমাজে প্রচলিত অশ্লীলনাচ-গানের অনুষ্ঠান চলছে। যুবতী সুন্দরী মেয়েরা এই নিরর্থক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে তাদের রূপ-যৌবন প্রদর্শন করে যুবকদের আকর্ষণ করে পরিণামে সমস্যা তৈরি করা কোন পিতামাতারই সহ্য করা উচিত নয়। দেশের সরকারকে এ ধরনের বেহায়া অশ্লীলতা আইন করে বন্ধ করতে হবে।
৮.যিনা ব্যভিচারের আড্ডাখানা, আখড়া এবং পতিতালয় সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। যে কারণে পতিতালয় হচ্ছে, তার কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধান করে পতিতালয় উচ্ছেদ করতে হবে। ব্যভিচার ও ধর্ষণের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে সুধী সমাজ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৯.পরিবারে স্বামী সংসারের দায়িত্ব পালনে প্রধান ব্যক্তি। কিন্তু স্ত্রীর প্রভু নয়, বরং সঙ্গী হিসেবে মনে করতে হবে। অনুরূপভাবে স্ত্রীও সমঅধিকারের নামে মুক্ত-স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা বা পরিবারের কর্তাকে অবজ্ঞা করার মানসিকতা পরিহার ও পরিবর্তন করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ
পরিবার ও দাম্পত্য সমস্যা সমাধানের এসব হলো সামান্যই কতিপয় অপরিহার্য পদক্ষেপ। এসব পদক্ষেপের আগে ইসলামের সাথে সঙ্গতীপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু বা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। দেশে বর্তমান চালু মাদরাসা শিক্ষাকে যথাপযোগী ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায় রূপান্তর খুবই জরুরি। জনগণের মাঝে মানবীয় মূল্যবোধ নৈতিকতাবোধ, মানবাধিকারবোধ জাগ্রত করা এবং তার প্রসার করতে হবে সর্বাগ্রে। এগুলো যদি করা হয়, তাহলে আমাদের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবন আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, এ কাজ অনেক বড় ও ব্যাপক এবং দীর্ঘ দিনের পরিকল্পনা, চেষ্টা-সাধনা, অনুকরণ করার অভ্যাসের প্রয়োজন। তাই এ কাজ বাস্তবায়ন শুধু একা স্বামী বা একা স্ত্রীর নয়,কোন একক ব্যক্তিরও নয়; বরং গোটা সমাজের ও দেশের- সরকারের। যা স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সমঝোতার ভিত্তিতেই ফিরিয়ে আনবে দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার বলয়। আর এ বলয় হলো ইসলামের সুমহান আদর্শ যা অনুসরণ করলে দাম্পত্য জীবন হবে মধুর,নিষ্কন্টক, সমস্যাহীন কলহমুক্ত ও বাধামুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ শামছুল আলম
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

গবেষক
মোঃ একরামুল হক
পি এইচ. ডি. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

রেজিঃ নং- ০১/ ২০১১-১২

পি এইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ- ২০১৬ খ্রি.
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে পি এইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত "দাম্পত্য জীবনের সমস্যা সমাধানে ইসলামের ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার মাননীয় তত্ত্বাবধায়ক ড.মোঃ শামছুল আলম, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটি আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক উপস্থাপন করিনি।

মোঃ একরামুল হক
পিএইচ.ডি. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ একরামুল হক পি এইচ. ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পি এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভের নিমিত্তে উপস্থাপিত "দাম্পত্য জীবনের সমস্যা সমাধানে ইসলামের ভূমিকা : পরিপেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছেন। আমি এর পান্ডুলিপিগুলো আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। আমার জানামতে,গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর আংশিক অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা লাভের কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং গবেষককে পি এইচ. ডি. ডিগ্রি প্রদানের নিমিত্তে অসিন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেওয়ার সুপারিশ করছি।

ড. মোঃ শামছুল আলম
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আল-আমীনের অশেষ মেহেরবাণীতে অবশেষে "দাম্পত্য জীবনের সমস্যা সমাধানে ইসলামের ভূমিকা : পরিপেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক পি এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। যথাসময়ে বিধি মুতাবিক অভিসন্দর্ভটি লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপন করতে পেরে আমি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে লাখা-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পাক শানে দরূদ ও সালাম পেশ করছি।

যথাযথ সম্মানের সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক বিদগ্ধ লেখক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মোঃ শামছুল আলম ইসলামিক স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রতি। ব্যক্তিগত,পারিবারিক,সামাজিক ও পেশাগত হাজারো কর্মব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমার গবেষণাকর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও তাঁর মূল্যবান সময় প্রদান করেছেন। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায় উপাধ্যায় বিন্যাসকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁর ঐকান্তিক, আন্তরিক সহযোগিতায়। সরাসরি সাক্ষাৎ কখনো বা ফোনের মাধ্যমে আমাকে তিনি সাহায্য করেছেন এতে তিনি বিন্দুমাত্রও বিরক্তবোধ করেননি বরং একজন বন্ধুর মত আচরণ করেছেন। এ জন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী। আমি তাঁর পবিত্র, বিশুদ্ধ ও শান্তিময় জীবন এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক এর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁরাও আমার গবেষণাকর্মে বিভিন্ন ভাবে পরামর্শ প্রদান করেছেন।

এ সময়ে আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ও গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমার বেহেশ্‌তবাসী পিতা মরহুম আজিজুল হক মাস্টারকে। যিনি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমার বর্তমান এ অবস্থা। সেই সাথে স্মরণ করছি আমার বৃদ্ধা মাতা বেগম লুৎফুন্নেসাকে। যার দু'আ সকল সময়ে আমার জীবনে ছায়া ও রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে থাকে। আমার জান্নাতবাসী পিতার রুহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং জীবিত মাতার পবিত্র ও ঈমানী জীবন কামনা করছি। আমার সৌদি ফেরত বড় ভাই আলহাজ্ব মোঃ মেসবাহুল হক কে স্মরণ করছি যিনি আমার লেখাপড়ায় সাহায্য সহযোগিতা করেছেন।

আমি গভীরভাবে স্মরণ করছি আমার সহধর্মিনী ফেরদৌসী আক্তারকে, যার প্রেরণা আমাকে এ কর্মে সাহস জুগিয়েছে। আমার তিন কন্যাসহ পরিবারের সকল সদস্যের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জানাই যারা আমার গবেষণা কর্মে প্রেরণা ও সহযোগিতা করেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে তাঁদের উভয় জীবনের সুখ-শান্তি, উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করছি।

আমি আরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও স্মরণ করছি তাঁদেরকে যাদের লেখা বই-পুস্তক, সাময়িকী, পাদটীকা ও উদ্ধৃতি আমার গবেষণাকর্মে উল্লেখ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

সংকেত নির্দেশ

প্রতি বর্ণায়ন

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় ঃ দাম্পত্য জীবনের সংজ্ঞা ও পরিচিতি

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ প্রাক দাম্পত্য জীবনে করণীয়

তৃতীয় অধ্যায় ঃ দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

চতুর্থ অধ্যায় ঃ দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর বর্জনীয় বিষয়সমূহ

পঞ্চম অধ্যায় ঃ সূখী দাম্পত্য জীবনের কল্যাণকর দিক, অসূখী দাম্পত্য জীবনের অকল্যাণকর দিক

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ দাম্পত্য জীবনে সমস্যা বা কলহের কারণসমূহ

সপ্তম অধ্যায় ঃ বাংলাদেশে দাম্পত্য কলহ পরিস্থিতি- চিত্র

অষ্টম অধ্যায় ঃ দাম্পত্য জীবনের সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ

উপসংহারঃ

গ্রন্থপঞ্জিঃ

শব্দ সংকেত

Dhaka University Institutional Repository

স.	=	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
আ.	=	আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রা.	=	রাদিয়াল্লাহু 'আনহু
র/রহ	=	রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি
ইং	=	ইংরেজি
বাং	=	বাংলা
হি.	=	হিজরি
খ্রি.	=	খ্রিষ্টাব্দ
বি. দ্র.	=	বিশেষ দ্রষ্টব্য
ড.	=	ডক্টর
ডা.	=	ডাক্তার
তা. বি.	=	তারিখ বিহীন
খ.	=	খন্ড
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
অনু.	=	অনুবাদ
অনু	=	অনুদিত
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
জ.	=	জন্ম
মৃ.	=	মৃত্যু
p	=	page
Ed	=	Edition/ Editor
Ibid	=	(Ibidem) In the same place; from the same source

আরবি বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন

আরবি		বাংলা
أ	=	অ/আ
ب	=	ব
ت	=	ত
ت	=	স
ج	=	জ
ح	=	হ
خْ	=	খ
د	=	দ
ذْ	=	য
ر	=	র
ز	=	য
س	=	ছ
ش	=	শ
ص	=	স
ض	=	দ
طِ	=	ত
ظ	=	য
ع	=	‘
غُ	=	গ
ف	=	ফ
ق	=	ক্ব/ক্
كَ	=	ক
ل	=	ল
م	=	ম
نَ	=	ন
و	=	ও/ব
ه	=	হ
ء	=	’
ي	=	য়

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

১. সম্পাদনা পরিষদ : আল-কুর'আনুল কারীম, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর' ২০০২ খ্রি.

২. ইবন জারীর তাবারী : তাফসীর আত-তাবারী, বৈরুত ঃ দার আল-মা'আরিফ আল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৬৯ খ্রি./ ১৩৪৫ হি.

৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) : তাফসীরে মা'রেফুল কুর'আন, অনুবাদ-মাও.মুহিউদ্দিন খান, খাদেমুল হারামাইন বাদশা ফাহাদ কুর'আন মুদ্রন প্রকল্প, সৌদী আরব ২০০২খ্রি.

৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী : আল-মাকতাবা আর রাহমানিয়া, কায়রোঃ ১৩৪৫ হি./ রিয়াদ ঃ দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি./ ইস্তাম্বুল, তা.বি.

৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী : সহীহ বুখারী শরীফ,ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ(ইফাবা), ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ খ্রি.

৬. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশায়রী : সহীহ লিমুসলিম,দিল্লী ঃ আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি./কায়রো ঃ ১৯৫৬ খ্রি./ইস্তাম্বুলঃ তা.বি.

৭. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী : সহীহ মুসলিমশরীফ, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ খ্রি.

৮. আবু 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা : জামি'উত তিরমিযী, দিল্লীঃ আল-মাকতাবা রশীদিয়া ১৯৫০ খ্রি./ কায়রোঃ ১৯৩৪ খ্রি.

৯. আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ আসসাজিস্তানী : সুনান আবু দাউদ,কানপুরঃ আল-মাকতাবা আল-মজিদী, ১৩৭৫ হি./ কায়রো, ১৯৩৫ খ্রি.

১০. আবু 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযিদ ইবন মাযা আল-কাযবীনী : আসসুনান লিবন মাযা দেওবন্দ ঃ মাকতাবাতুর রহমানিয়া,১৩৮৫ হি.

১১. আবু 'আব্দির রহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আননাসায়ী : সুনানুন্নাসায়ী, মাকতাবা সালাফিয়া, ১৯৮২ খি./কায়রো, তা.বি.

১২. আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল : আল-মুসনাদ কায়রো ঃ মাতবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া, ১৯৯৫ খ্রি.

১৩. মালিক ইবন আনাস : মুয়াত্তা, কায়রো ঃ ১৯৫১ খ্রি./১৩৭০ হি.

১৪. ইমাম দারেমী : সুনান, কানপুর ঃ ১২৯৩ হি. বৈরুত ঃ দারু ইহইয়্যায়িস সুন্নাতিন নাবাবিয়া, তা.বি.

১৫. সম্পাদনা পরিষদ : মুয়াত্তা ইবন মুহাম্মদ, ঢাকা ঃ ইফাবা, ১৯৮৬ খ্রি.

১৬. আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আল হাকিম আননিশাপুরী : আল-মুসতাদরাক, 'উসমানিয়া, হায়দারাবাদ ঃ দায়িরাতুল মা'আরিফ, ১৩৪৫ হি.

১৭. ইমাম মুহিউদ্দিন ইয়াহহিয়া আননববী (র.) : রিয়াদুস সালেহীন, (সম্পাদনা-আব্দুল মান্নান তালিব ও মুহাম্মদ মুসা, (অনুবাদ-মাওঃ সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী, মাওঃ মুহাম্মদ মুসা, মাওঃ মুহাম্মদ শামছুল আলম খান) ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন ১৯৮৫ খ্রি.

১৮. হাফিজ আল মুনযিরী : আত তারগীব ওয়াত তাহরীব, কায়রো ঃ মাতবা'আ মুস্তাফা আল হালাবী, ১৯৩৩ খ্রি.

১৯. মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম : হাদীস শরীফ ১ম খন্ড, ঢাকা ঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৬৪ খ্রি.

২০. আল্লামা জালাল আহসান : রাহে 'আমল, ঢাকাঃ মুরাদ পাবলিকেশান্স, নভেম্বর ২০০২ খ্রি.

নদভী

২১. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৮৬ খ্রি.

২২. মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম : পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৩ খ্রি.

২৩. হাফিয আবু শায়খ আল ইসফাহানী (র.) : আখলাকুন নবী (স.) ঢাকা ঃ ইফাবা, ১৯৯৪ খ্রি.

২৪. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী : ইসলামে হালাল হারামের বিধান,(অনুবাদ-মওঃমুহাম্মাদ আব্দুর রহীম) ঢাকা ঃ খায়রুন প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.

২৫. আল্লামা শিবলী নুমানী : সীরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, (অনুবাদ-এ কে এম ফজলুর রহমান মুন্সি) ঢাকাঃ দি তাজ পাবলিকেশান্স, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ খ্রি.

২৬. ইমাম গাযযালী (র.) : সৌভগ্যের পরশমণি, ঢাকা ঃ ইফাবা, জুন, ১৯৯৩ খ্রি.

২৭. আব্দুল খালেক : নারী ও সমাজ, ঢাকা ঃ ইফাবা, জুন ১৯৯৫ খ্রি.

২৮. সম্পাদনা পরিষদ : দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ঢাকা ঃ ইফাবা, জুন ২০০০ খ্রি.

২৯. মুহাম্মদ গরীবুল্লাহ মাসরূর : কাতেবীনে ওহী, ঢাকা ঃ ইফাবা, ডিসেম্বর ১৯৮৬ খ্রি.

৩০. অধ্যাপক গোলাম সরোয়ার : ইসলাম ঈমান ও শিক্ষা, ঢাকা ঃ দারুল খিদমাহ প্রকাশনী, মিরপুর, ফেব্রুয়ারী ২০০৩ খ্রি.

৩১. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শামছুল আলম : পি এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৭ খ্রি.

৩২. সম্পাদনা পরিষদ : আল কুর'আনে বিজ্ঞান, ঢাকা ঃ ইফাবা, (বোর্ড অব রিসোর্স ড. শমসের আলী প্রমুখ) মার্চ ২০০৪ খ্রি.

৩৩. সম্পাদনা পরিষদ : বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ঢাকা ঃ ইফাবা,এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.

৩৪. সাইয়েদ জালাল উদ্দিন আনসার উমরী : ইসলামী সমাজে নারী, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, মে ১৯৯৭ খ্রি.

৩৫. ইসহাক ওবায়দী : যুগে যুগে নারী, ঢাকা ঃ শান্তিধারা প্রকাশনী, আগস্ট ১৯৯৬ খ্রি.

৩৬. আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ : রাসূলের স.যুগে নারী স্বাধীনতা, (অনুবাদ-মাওঃমোজাম্মেল হক) সম্পাদনা- আব্দুল মান্নান তালিব ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থট নভেম্বর ২০০২ খ্রি.

৩৭. ডা. জাকির নায়িক : লেকচার সমগ্র, ঢাকা ঃ অনুবাদ ও সম্পাদনা হুমায়ুন কবীর প্রমুখ, প্রকাশক আব্দুল কুদ্দুস ও সোহেল, বাংলাবাজার,জানুয়ারী ২০১০ খ্রি.

৩৮. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা ঃ ইফাবা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭ খ্রি.

৩৯. সম্পাদনা পরিষদ : সীরাত স্মরণীকা, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৬ হি.

৪০. ড.মুস্তাফিজুর রহমান : কুর'আন পরিচিতি, ঢাকা ঃ নুবালা পাবলিকেশান্স, মে ১৯৯২ খ্রি.

৪১. মোহাম্মদ আবুল বাশার : মুসলিম পারিবারিক আইন কানূন, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৭ খ্রি.

৪২. আব্দুল হালিম মিয়া : স্নাতক সমাজ কল্যাণ পরিক্রমা, ঢাকা ঃ হাসান বুক হাউজ, ২০০০ খ্রি.

৪৩. B. malinowski : An article of marriage; Encyclopedia of britenica Forth eadition, vol.14

৪৪. Samnel koening phd : An International to the science of socity Barns and noble Inc, New york, 1968
৪৫. Anthony gicns : Sociology, second edition
৪৬. Bangla Academy : Bangla English Dictionary Dhaka. 1994.
৪৭. Khan md. Moniruzzaman : Oxford Dictionary, Oxford press and publisher Dhaka 2000
৪৮. Ashutosh Dev's : Dev's Concise Dictionary, shitia (p) limited Calkata, India 1992
৪৯. Romnath sharma : India Social problems, media promoters and publicshers pvt. Ltd. 1982
৫০. Fida Hossain malik : Wives of profet. (s.)

৫২. শায়খ অলীউদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ খতীবুত তিবরিযী : মিশকাতুল মাছাবিহ, দিল্লী ঃ কুতুবখানা রশীদিয়া, ১৯৫৬ খ্রি.
৫৩. আল্লামা যাফীরুদ্দিন : ইসলামের যৌন বিধান, (অনুবাদ-মাওঃ মুহাম্মদ হাসান রহমতী) কিতাবকেন্দ্র ঢাকা, ২০০০ খ্রি
৫৪. মাওঃ বোরহান উদ্দিন সাম্ভলী : পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম, (অনুবাদ মাওঃ আবুল কাসেম মুহাম্মদ সিফাতুল্লাহ) ঢাকা ঃ ইফাবা, ২০০৩০ খ্রি.
৫৫. ইমাম কুরতবী (র.) : আল জামি লিল আহকামিল কুর'আন, বৈরুত ঃ ১৯৬৪ খ্রি.
৫৬. হাফিজ ইবন হাজার আসকালানী : ফতহুল বারী, কায়রো ঃ কিতাবকেন্দ্র,মোস্তফা আল হালাবী,তা. বি.
৫৭. সায়্যিদ আস সাদিক : ফিকহুস সুন্নাহ, বৈরুত ঃ দারল ফিকহ, ১৯৮৩ খ্রি.

৫৮. জালাল উদ্দিন সুয়ুতি : সহীহ আল জামি আস সাগির, কায়রো ঃ আল মাতবা'আ আল-খাইরিয়্যাহ , ১৩২১ হি.
৫৯. সম্পাদনা পরিষদ : আল ফিকহ লিমাযাহিবিল আরবা'আ, ঢাকা ঃ ইফাবা
৬০. মাওঃ আশরাফ আলী থানভী (র.) : পথহারা উম্মতের পথ নির্দেশ, (অনুবাদ-মাওঃ আখতার ফারুক) ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৭ খ্রি.
৬১. আল্লামা বায়জাভী (র.) : তাফসীরে বায়জাভী শরীফ, দিল্লী ঃ তা. বি.
৬২. আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি (র.) : উমদাতুল কারী, ১৩ খন্ড, দিল্লি ঃ তা. বি.
৬৩. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) : হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ২য় খন্ড, তা. বি.
৬৪. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শামছুল আলম : দাম্পত্য বিরোধ নিস্পত্তির উপায়; কুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলামী আইন ও বিচার ত্রৈমাসিক পত্রিকা, বর্ষ.৬ সংখ্যা-২৪.পুরানা পল্টন, ঢাকা ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর ঃ ২০১০, খ্রি.
৬৫. হযরত আলী (রা.) : দিয়ান, র‍্যামন পাবলিকেশান্স, ২০০০ খ্রি.
৬৬. মাওঃ মহিউদ্দিন খান : মাসিক মদিনা, ৩২ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ঢাকা ঃ ডিসেম্বর ১৯৯৬ খ্রি.
৬৭. এ এফ এম আব্দুল মজিদ রুশদী : হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.), ঢাকা ঃ ইফাবা, ২০০২ খ্রি.
৬৮. সম্পাদনা পরিষদ : নির্বাচিত হাদীস সহস্র,(স্মারক গ্রন্থ) ঢাকা ঃ জামিয়া ইসলামিয়া, লালমাটিয়া ২০০২ খ্রি.
৬৯. মাওঃ আশাফ আলী থানবী (র.) : বেহেশতী জেওর, (অনুবাদ- মাওঃ শামসুল হক ফরিদপুরী) ঢাকা এমদাদিয়া লাইব্রেরী ঢাকা, ২০০৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৭০. ড. শাহ মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম : ইসলাম শিক্ষা, ঢাকা ঃ সোনালী সোপান প্রকাশনী, ২০১২ খ্রি.

৭১. আল্লামা আব্দুল হাই লোখনভী : গীবত বা পরনিন্দা, (ভাষান্তরঃ মুহাম্মদ মুসা) ঢাকা ঃ আলহেরা প্রকাশনী, মে ১৯৯৪ খ্রি.

৭২. সম্পাদক মন্ডলী : কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স, ঢাকাঃ প্রফেসর প্রকাশনী, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ১৯৪, আগস্ট ২০১২ খ্রি.

৭৩. রঞ্জন কুমার নাথ : অর্থনীতি, ঢাকা ঃ প্রবাহ প্রকাশনী, মে ২০১১ খ্রি.

৭৪. আবুল কাসেম ফজলুল হক : সংবাদ প্রতিবেদন, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা, ২০১২ খ্রি.

৭৫. মতিন আব্দুল্লাহ : সংবাদ প্রতিবেদন, ‘দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন’ পত্রিকা

৭৬. মুহাম্মদ নাজমুল হুদা : আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় গলদ : উত্তরণের উপায়, শরী‘আহ ফ্যাকাল্টি জার্নাল, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনির্ভাসিটি ২০০৩ খ্রি.

৭৭. অধ্যাপক খুরশিদ আহমদ : ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি, (অনুবাদ- নাজির আহমদ) ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯০ খ্রি.

৭৮. ড.হামিদুল্লাহ : মহানবী স. এর যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা (অনুবাদ- আব্দুল কাদের) চট্টগ্রাম ঃ শাহীন প্রকাশনী, ১৯৮৯ খ্রি.

৭৯. ড.আব্দুল আউয়াল খান, ড.আজহার আলী, মোঃ আব্দুস সামাদ মোঃ মিজানুর রহমান : শিক্ষার ভিত্তি, ঢাকা ঃ সামাদ পাবলিকেশান্স, ১৯৯৯ খ্রি.

৮০. আব্দুর নুর : শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, ঢাকাঃ ইফাবা পত্রিকা, ৩৩ বর্ষ, এপ্রিল-জুন ১৯৯৪ খ্রি.

৮১. ড. শাহ মুহাম্মদ আবদুর রাহীম : ডিগ্রি ইসলামিক স্টাডিজ, ঢাকাঃ সোনালী সোপান প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রি.

৮২. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামিক স্টাডিজ কোর্স-৪,বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

৮৩. মোসলেম উদ্দিন : আধুনিক বাংলা অভিধান, ঢাকা ঃ ইফাবা, জুন ১৯৮৫ খ্রি.

৮৪. ড.মোঃ আব্দুল কাদের : খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজালঃ ইসলামী দৃষ্টিতে এর প্রতিকার, ইফাবা পত্রিকা, জানুয়ারী- মার্চ, ২০১০ খ্রি.

৮৫. আমিনুল ইসলাম মা‘রুফ : মানব জীবনে বিবাহের উপকারিতা ও কল্যাণঃ একটি সমীক্ষা, ইফাবা পত্রিকা বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ৩, জানুঃ-মার্চ, ২০০৭ খ্রি.

৮৬. ড.ময়নুল হক : যৌতুক সমস্যা ও তার সমাধানঃ ইসলামী দৃষ্টিকোন, ইফাবা পত্রিকা, বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ৩, জানুঃ-মার্চ ২০০৫ খ্রি.

৮৭. আশিকুর রহমান ও মোস্তফা কামাল : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যৌতুক প্রথা ও ইসলামঃ একটি পর্যালোচনা, ইফাবা পত্রিকা, বর্ষ ৪৯ জানুঃ-মার্চ ২০০৫ খ্রি.

৮৮. ইমাম নববী (র.) : শরহে মুসলিম, ১ম খন্ড তা. বি.

৮৯. ইমাম বায়হাকী (র) : আসসুনানুল কুবরা,৭ম খন্ড, বৈরুত ঃ তা. বি.

৯০. আবু বকর আল জাসসাস (র.) : আহকামুল কুর’আন, ২য় খন্ড তা. বি.

৯১. আযীবুর রহমান : ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন, ইফাবা, জুলাই ১৯৮৮ খ্রি.

৯২.এম এমদাদুল হক : মাদকাসক্তিঃ জাতীয় বিশ্বপরিপেক্ষিত, ঢাকা ঃ ছায়া প্রকাশনী, ১৯৯৩ খ্রি.

৯৩. আবদুল হাকিম সরকার ও ফারুক হোসেইন	:	বাংলাদেশ মাদকাসক্তি সমস্যা, সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতি, ঢাকা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৬, অক্টোবর ১৯৯৯ খ্রি.
৯৪. হাফেজ মুহাম্মদ যাফির উদ্দিন আবদুল আলীম বিন আব্দুল কাহ্হার আল-মুনযেরী	:	আততারগীব ওয়াত তাহযীব, ১ম খন্ড, ঢাকা ঃ ছামসা প্রকাশনী, ২০০০ খ্রি.
৯৫. সায়্যিদ আমীর আলী	:	দি স্পিরিট অব ইসলাম, ঢাকাঃ ইফাবা, জানুঃ ১৯৯৩ খ্রি.
৯৬. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ	:	আধুনিক কথাবার্তা, ঢাকা ঃ ইসলামিয়া কোরআন মহল, আগষ্ট ১৯৭৮ খ্রি.
৯৭. অধ্যাপক মাওঃ শারাবান তাহুরা	:	সীরাত স্মরনিকা, ঢাকা ঃ ইফাবা, ১৪০৬ হি.
৯৮.ফেরদৌসী খানম	:	আধুনিক আরবি কথাবার্তা, ঢাকা ঃ ১০৮ নয়া পল্টন, ১৯৭৮ খ্রি.